Contents

তাহক্বীক্ব বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম

বা লক্ষ্যে পৌঁছার দলীলসম্মত বিধিবিধান

যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসের হাফেয ক্বাযিউল কুযাত আবূল ফযল আহমাদ বিন আলী
বিন হাজার বিন কিনানী আল-আসকালানী মিসরী (রহঃ)

তাহক্বীক্ব

বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম
বা
লক্ষ্যে পৌঁছার দলীলসম্মত বিধিবিধান

যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসের হাফেয

ক্বাযিউল কুযাত আবূল ফযল আহমাদ বিন আলী
বিন হাজার বিন কিনানী আল-আসকালানী মিসরী (রহঃ)

(৭৭৩-৮৫২ হিঃ)

(সহীহুল বুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ও মুহাদ্দিস)

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

Contents

তাহক্বীক্ব বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম

বা লক্ষ্যে পৌছার দলীলসম্মত বিধিবিধান

যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসের হাফেয ক্বাযিউল কুযাত আবূল ফযল আহমাদ বিন আলী বিন হাজার বিন কিনানী আল-আসকালানী মিসরী (রহঃ)

(সহীহুল বুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ও মুহাদ্দিস)

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০১৩, রামাযান ১৪৩৪ হিজরী

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: মানযূর রহমান (ইংল্যান্ড)

ISBN: 978-984-90229-3-0

9 789849 022930

মূল্য: ৬২০ (ছয়শত বিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স, ৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা।

Tahqeeq Bulugul Maraam Min Adillatil Ahkaam by : Qaziul Quzaat Abul Fazal Ahmad bin Ali bin Hazar bin Kinani Al-Asqalani Al-Misri (R.). Published by Tawheed Publications, 90, Hazi Abdullah Sarkar Lane, Bangshal, Dhaka-1100, Phone : 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396, Website : www.tawheedpublications.com Email : tawheedpp@gmail.com.

Price : 620 Taka Bangladeshi. 60 Saudi Riyal. 12 US $

তাওহীদ পাবলিকেশন্স
অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ :

ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী

মুহাম্মাদ ইবরাহীম আল-মাদানী

অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

আল-আমীন বিন ইউসুফ

হাফেয রায়হান কাবীর

হাফেয উবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ আল-মাদানী

হাফেয আবূ সাঈদ বিন শামসুদ্দীন আল-মাদানী

আব্দুল হাই বিন শায়খ আশফাকুর রহমান

নাজিবুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

পরিকল্পনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান : আল-মাসরূর

গ্রন্থটি সম্পর্কে আবশ্যক কিছু কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লার জন্যই যাবতীয় গুণগান। যার অসীম অনুগ্রহেই আমরা ভালকাজ করার শক্তি লাভ করে থাকি। আল-হামদু লিল্লাহ। আর মানব মুক্তির দিশারী বিশ্বনবীর প্রতি বর্ষিত হোক সালাত ও সালাম।

বুলুগুল মারাম এমন একটি বিখ্যাত গ্রন্থ যেটি মধ্যপ্রাচ্য সহ প্রায় সকল ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

দুবছর পূর্বেই এটি প্রকাশ হওয়ার কথা থাকলেও ধাপে ধাপে এর মধ্যে ইলম অন্বেষণকারী, হাদীস গবেষণাকারী ও সাধারণ পাঠকদের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু আকর্ষণীয় ও উপকারী বিষয়বস্তু সংযোজন ও তৎসঙ্গে সালেহ আল ফাওযান এর মিনহাতুল আল্লামের ১০ম খণ্ডটির জন্য অপেক্ষাও অন্যতম কারণ। এ গ্রন্থটি অধ্যয়নের পূর্বে বেশ কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান অপরিহার্য মনে করছি, কেননা তা এ গ্রন্থ অধ্যয়নে ও বোধগম্য হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি।

আমাদের দেশে বহুকাল থেকে দারসে নিযামী মাদরাসায় এটি পাঠদান করা হয়ে আসছে। তথাপি এ গ্রন্থটি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, বহু স্কলার এ গ্রন্থটি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম সনআনী, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী, বিন বায, সালিহ আল উসাইমীন, সালিহ আল ফাওযান, শাইখ সুমাইর আয যুহাইরী, সফিউর রহমান মুবারকপুরী প্রমুখ অন্যতম। এর মধ্যে সালিহ আল ফাওযান বুলুগুল মারাম এর ব্যাখ্যা করেছেন ১০ খণ্ডে। আমরা প্রায় প্রতিটি গ্রন্থ থেকে উপকারী টীকা গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি দুর্বল হাদীসগুলোর গুণাগুণ বিশ্লেষণে আরও বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের অপ্রসিদ্ধগ্রন্থেরও সহযোগিতা নিয়েছি।

এ গ্রন্থে যে সকল হাদীস নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো আল মা'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল হাদীস গ্রন্থের নম্বর অনুযায়ী অর্থাৎ বুখারী ফাতহুল বারীর, মুসলিম ও ইবনু মাজাহ ফুয়াদ আবদুল বাকীর, তিরমিযী আহমাদ শাকের এর, নাসায়ী আবূ গুদ্দার, আবূ দাউদ মহিউদ্দীনের, মুসনাদ আহমাদ এহইয়াউত তুরাস এর, মুওয়াত্তা মালিক তাঁর নিজস্ব এবং দারেমী যামরিলীর নম্বর অনুযায়ী। এছাড়া শাইখ আলবানীসহ অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশনার সাথে মিল রেখে করা হয়েছে।

তাহকীক বুলুগুল মারামের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১। শাইখ সুমাইর আয যুহাইরী সম্পাদিত বুলুগুল মারামের নম্বর অনুসরণ করা হয়েছে। তবে মূলতঃ শাইখ সালিহ আল ফাওযান এর মিনহাতুল আল্লাম ফী শারহে বুলুগিল মারাম এর ১০ খণ্ড থেকে হাদীসের বিষয়বস্তুর উপর তৈরী করা শিরোনাম সংযোজন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে খুব সহজেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে, পরবর্তী হাদীসে কী সম্পর্কে আলোচনা আসছে। আর এটিই এ গ্রন্থের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

২। প্রতিটি হাদীসের তাখরীজ করা হয়েছে, যার মধ্যে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মুওয়াত্তা মালিক, মুসনাদ আহমাদসহ অন্যান্য গ্রন্থের হাদীস নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। এ নম্বরগুলো মূলতঃ একই বিষয়ের হাদীসগুলোর মধ্যে যেগুলো পূর্ণাঙ্গ, আংশিক কিংবা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন হাদীসের নম্বর।

৩। বুলুগুল মারামের দুর্বল ও সমস্যাসম্বলিত হাদীসগুলোকে আলাদা বক্সে দেখানো হয়েছে। হাদীস ও এর সনদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের উক্তি, হাদীস নম্বর অথবা খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্বল হাদীসগুলোতে দুর্বল রাবী চিহ্নিত করে তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের সমালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। সনদ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের ভিন্নমতও তুলে ধরা হয়েছে। অনেক সময় একই মুহাক্কিকের একই হাদীসের সহীহ যঈফ বিষয়ে একাধিক মত থাকলে সেটিও উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। বুলুগুল মারামের হাদীস বর্ণনাকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, (রাবীর পূর্ণ নাম, প্রসিদ্ধ নাম, জন্ম-মৃত্যু তারিখ, আবাসস্থল, তাদের উস্তাদ ও ছাত্রদের নাম) তুলে ধরা হয়েছে।

৫। মুহাক্কিকবৃন্দের মধ্যে ১৯৪ হিজরী থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের মুহাক্কিকবৃন্দের মধ্যে ৩৮ জন মুহাক্কিকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে দুএকজন মনীষীর মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। সহায়ক প্রায় শতাধিক গ্রন্থের প্রকাশকাল, প্রকাশনাসহ আনুষঙ্গিক তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৭। আরবী বর্ণমালা অনুযায়ী বুলুগুল মারামে বর্ণিত হাদীসগুলোর নির্বাচিত শব্দভাণ্ডার নিয়ে গ্রন্থের শেষে 'বুলুগুল মারামের বাছাইকৃত শব্দকোষ'-এ প্রায় ১৩৫০ টি শব্দের অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে।

দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার পরও মুদ্রণ প্রমাদ থেকেই যেতে থাকতে পারে। আশা করি সেগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাদের অবগত করলে ইন শা আল্লাহ তা পরবর্তী সংস্করণে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহীত হবে।

এ গ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে রাজকীয় সউদী দূতাবাসের অনুবাদ কর্মকর্তা ড. আব্দুল্লাহ ফারূক ও সউদী মন্ত্রণালয়ের দায়ী শাইখ ইবরাহীম মাদানী সম্পাদনার কাজে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। পাশাপাশি বেশ কয়েকজন তরুণ আলিমের তন্মধ্যে সম্পাদনায় যাদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট এর উত্তম বিনিময় প্রার্থনা করছি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ যেন উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন। আল্লাহ উত্তম দাতা।

বিনীত
প্রকাশক

তাহক্বীক্ব বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম বা লক্ষ্যে পৌঁছার দলীলসম্মত বিধিবিধান-এর মুহাক্বিক্ববৃন্দ

ⅰ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম, আবূ আবদুল্লাহ আল জু'ফী, আল বুখারী।

ⅰ আবূ বকর আহমদ বিন আমর বিন আবদুল খালিক আল বাযযার

ⅰ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সালামাহ, আবূ জাফর আত ত্বহাবী।

ⅰ আবদুল্লাহ বিন আদী বিন আবদুল্লাহ আবূ আহমাদ আল জুরজানী।

ⅰ আলী বিন আমর বিন আহমদ, আবুল হাসান আদ দারাকুত্বনী।

ⅰ আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ, আবূ নাঈম আল আসবাহানী

ⅰ আহমাদ বিন আলী বিন সাবিত, প্রসিদ্ধ নাম, খাতীব আল বাগদাদী

ⅰ আহমাদ ইবনুল হুসাইন বিন আলী, আবূ বকর বাইহাকী

ⅰ ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল বার

ⅰ মুহাম্মাদ বিন ত্বাহির বিন আলী, আবুল ফযল আল মুকসিদী আল হাফিয

ⅰ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ, আবূ বকর ইবনুল আরাবী

ⅰ আবদুর রহমান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী আল বাগদাদী

ⅰ মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর বিন আইয়ূব, শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যা

ⅰ আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ, জামালুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আয যইলঈ

ⅰ ইসমাঈল বিন উমার বিন কাসীর। ইমাদুদ্দীন। আবুল ফিদা।

ⅰ উমার বিন আলী বিন আহমাদ, সিরাজুদ্দীন আবূ হাফস আল আনসারী

ⅰ আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন বিন আবদুর রহমান, যইনুদ্দীন আল ইরাকী

ⅰ আলী বিন আবী বকর বিন সুলাইমান, নূরুদ্দীন আল হাইসামী

ⅰ আহমাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ, শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আস কালানী আল মিসরী

ⅰ আবদুর রহমান বিন আবূ বকর বিন মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, আবুল ফযল আস সুয়ূত্বী

ⅰ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন জারুল্লাহ মুশহম আস সা'দী আস সানআনী

ⅰ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব বিন সুলাইমান আত তামীমী আন নাজদী

ⅰ মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন আবূ আলী আশ শাওক্বানী।

ⅰ আল হাসান বিন আহমাদ বিন ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আর রুবাঈ।

তাহক্বীক্ব বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম
বা লক্ষ্যে পৌঁছার দলীলসম্মত বিধিবিধান-এর মুহাক্কিক্ববৃন্দ

- আল মুবারক বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল কারীম আল জাযরী
- আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক, আবুল হাসান (ইবনুল কাত্তান)
- আবদুল আযীম বিন আবদুল কাওয়ি বিন আবদুল্লাহ, যাকীউদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আল মুনযিরী
- ইয়াহইয়া বিন শরাফ বিন মুররী, মুহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়্যা, আন নাবাবী
- মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উসমান বিন কায়মায, শামসুদ্দীন আয যাহাবী, আবূ আবদুল্লাহ।
- মুহাম্মাদ বিন ত্বাহির বিন আলী, আবুল ফযল আল মাকদিসী আল হাফিয, আল কীসরানী আশশাইবানী নামে প্রসিদ্ধ।
- শাইখুল ইসলাম আহমাদ বিন আবদুল হালীম বিন আবদুস সালাম, আবূল আব্বাস তাকীউদ্দীন ইবনু তাইমিয়্যাহ আল হাররানী।
- আবূত ত্বয়্যিব মুহাম্মাদ শামসুল হক বিন আমির আলী আদদিওয়ানবী আল আযীমাবাদী।
- মুহাম্মাদ আবদুর রহমান বিন আবদুর রহীম আল মুবারকপুরী।
- আহমাদ বিন মুহাম্মাদ শাকির বিন আহমাদ, আবূ আল আশবাল
- মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন বিন নূহ বিন নাজাতী, আবূ আবদুর রহমান আল আলবানী।
- আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (বিন বায)
- মুহাম্মাদ বিন স্বলিহ বিন মুহাম্মাদ, আবূ আবদুল্লাহ আত তামীমী।
- সালিহ বিন ফাওযান আল ফাওযান।

তাহক্বীক্ব বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম গ্রন্থের ৩৮ জন মুহাক্বিক্ব ও তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১। **মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম, আবূ আবদুল্লাহ আল জু'ফী, আল বুখারী**। ইমাম, মুহাদ্দিস, আলিম। তাঁর সময়কালের মুহাদ্দিসগণের ইমাম। জন্মঃ ১৯৪ হিজরী, মৃত্যুঃ ২৫৬ হিজরী। ইবনু খুযাইমাহ বলেন, আসমানের নিচে ইমাম বুখারীর মত হাদীস বিষয়ে জ্ঞানী আর কেউ নেই। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি ইরাক, খোরানাসে হাদীসের দোষক্রটি, ইতিহাস, সনদ বিষয়ে তাঁর মত জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, মুখস্থ শক্তিতে তিনি ছিলেন পাহাড় সম, ফিকহুল হাদীস বিষয়ে তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ইমাম। তিনি আরও বলেন, ইমাম বুখারী রাবীদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন, সুনিপুণ অনুসন্ধান ব্যতীত কোন কিছু বলতেন না। ইমাম যাহাবী বলেন, রাবীদের দোষক্রটির বিচারকদের মধ্যে, আহমাদ বিন হাম্বাল, বুখারী ও আবূ যুরআহ অন্যতম।

২। **আবূ বকর আহমদ বিন আমর বিন আবদুল খালিক আল বাযযার** (২১৫-২৯২ হিজরী)। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি আল মুসনাদ আল কাবীর আল মু'আল্লাল গ্রন্থের লেখক, যেখানে তিনি সনদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, আল মুসনাদ আল কাবীরের লেখক, সত্যবাদী হিসেবে প্রসিদ্ধ।

৩। **আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সালামাহ, আবূ জাফর আত ত্বহাবী**। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা বলেন, অন্যান্য আলিমদের মত হাদীসের সমালোচনা করতেন না। এ কারণে তিনি শরহে মাআনী আল আসার গ্রন্থে বিভিন্ন (সহীহ যঈফ মিশ্রিত) হাদীস এনেছেন। মূল লেখক যেটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনিও সেটিকে দলীল মনে করে প্রাধান্য দিয়েছেন যার অধিকাংশই সনদের দিক দিয়ে ত্রুটিমুক্ত নয়। কেননা, তাঁর সনদ সম্পর্কে অন্যান্য আলিমদের মত জ্ঞান ছিল না যদিও তিনি অনেক হাদীস ও ফিকহ বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন। মৃত্যু : ৩২১ হিজরী।

৪। **আবদুল্লাহ বিন আদী বিন আবদুল্লাহ, আবূ আহমাদ আল জুরজানী**। কিতাবুল কামিল গ্রন্থের লেখক। ইমাম, হাফিয, সামালোচক। (মৃত্যু : ৩৬৫ হিজরী) ইমাম যাহাবী তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি রাবী ও হাদীসের দোষক্রটির পর্যালোক। তিনি আরও বলেন, তিনি রাবীদের জারাহ তাদীল ও সহীহ যঈফ বর্ণনা করেছেন। তিনি সাধ্যমত রিজালশাস্ত্রের উপর লেখালেখি করতেন।

৫। **আলী বিন আমর বিন আহমদ, আবুল হাসান আদ দারাকুত্বনী**। প্রণেতা সুনান দারাকুতনী। মৃত্যু : ৩৮৫ হিজরী। ইমাম যাহাবী তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন জ্ঞানসমুদ্র। উঁচু ছিলেন মানের ইমাম। মেধা, হাদীসের ক্রুটিবিচ্যুতি ও রিজাল বিষয়ে জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে তিনি আরোহন করেছিলেন।

৬। **আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ, আবূ নাঈম আল আসবাহানী**। ইমাম ও হাফিয, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব। মৃত্যু : ৪৩০ হিজরী। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সনদ বিষয়ে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ হাফিয ছিলেন। শাইখ আলবানী তাঁর সম্পর্কে বলেন, বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রকাশের কারণে তিনি সুপরিচিত।

৭। **আহমাদ বিন আলী বিন সাবিত, প্রসিদ্ধ নাম, খাতীব আল বাগদাদী**। মৃত্যু : ৪৬৩ হিজরী আল হাফিয আন নাকিদ। আল বাজি বলেন, তিনি পূর্বাঞ্চলের হাফিয, ইমাম ও উঁচুমানের মুহাদ্দিস ছিলেন, হাদীসসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি ৫৬টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে বোঝা যাবে যে, তার পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তার কিতাবের উপর নির্ভর করেছেন। ইবনু আসাকীর বলেন, তিনি ফকীহ, হাফিয, প্রসিদ্ধ ইমাম ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি ছিলেন, হাফিযদের সীলমোহর, অধিক গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি গ্রন্থপ্রণয়নে অগ্রগামী ছিলেন, তার সাথীদের মাঝে অনন্য ছিলেন, তিনি হাদীস সংগ্রহ করেছেন। হাদীসের সহীহ-যঈফ, দোষগুণ নির্ণয় করেছেন। তিনি ঐকিহাসিকও ছিলেন। তিনি তার সময়কালের প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হাফিয ছিলেন।

৮। **আহমাদ ইবনুল হুসাইন বিন আলী, আবূ বকর বাইহাকী** (মৃত্যু : ৪৫৮ হিজরী)। ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি তার সময়ে দক্ষতা, স্মরণশক্তি, মেধা, ফিকাহশাস্ত্র ও লিখনিতে অনন্য ছিলেন। তিনি একসঙ্গে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও উসূলবিদ ছিলেন। শাইখ আলবানী তাঁর সম্পর্কে বলেন, বাইহাকী সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে আমার যেটি মনে হয়েছে, তিনি হাদীসের সনদ ও রাবীদের ব্যাপারে নমনীয় ছিলেন।

৯। **ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল বার, আবূ আমর**। ইমাম, আল্লামা, পশ্চিমাঞ্চলের হাফিয। মৃত্যু : ৪৬৩ হিজরী। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি ছিলেন। দ্বীনদ্বার, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, আল্লামা, জ্ঞানসমূদ্র, সুন্নাতের ধারক ও বাহক। তিনি তার সময়কালের পশ্চিমাঞ্চলের হাফিয ছিলেন। ইবনু খালকান বলেন, হাদীস ও আসার বিষয়ে তার সময়কালের একজন অনন্য ইমাম। আবূ আবদুল্লাহ আল হুমাইদী বলেন, আবূ আমির (ইবনু আবদুল বার) ছিলেন, ফকীহ, হাফিয, কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি ও মতানৈক্য বিষয়ে অধিক জ্ঞানী, হাদীসের রিজালশাস্ত্রের পণ্ডিত। ইমাম সাখাবী তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেন : তিনি ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস বর্ণনায় শিথিলতা প্রদর্শন করতেন। তিনি বলতেন, জ্ঞানীদের একদল ফযীলতের হাদীস গ্রহণে শিথিলতা প্রদর্শন করেন, তাই তারা (বিশ্বস্ত ও দুর্বল) সকলের থেকে হাদীস গ্রহণ করে বর্ণনা করেন। তারা কঠোরতা করতেন বিধিবিধানের হাদীসের ক্ষেত্রে।

১০। **মুহাম্মাদ বিন ত্বাহির বিন আলী, আবুল ফযল আল মুকসিদী আল হাফিয**। মৃত্যু : ৫০৭ হিজরী।

১১। **মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ, আবূ বকর ইবনুল আরাবী**। প্রসিদ্ধ নাম : ইবনুল আরাবী। মৃত্যু : ৫৪৩ হিজরী। তিনি ইমাম, আল্লামা, হাফিয ও বিচারক ছিলেন। ইবনু বাশকাওয়াল বলেন, তিনি ইমাম, আলিম, হাফিয, জ্ঞানসমুদ্র, স্পেনের আলিমগণের অলংকার। তিনিই সেখানকার সর্বোচ্চ মানের ইমাম ও হাফিয ছিলেন। ইবনুন নাযযার বলেন, তিনি হাদীস, ফিকহ, উসূল, উলূমুল কুরআন, সাহিত্য, নাহু, ইতিহাস বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনু কাসীর বলেন, তিনি জ্ঞানী ও ফকীহ ছিলেন, দুনিয়াবিমুখ আবিদ ছিলেন।

১২। **আবদুর রহমান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী আল বাগদাদী**। সুবক্তা, ইমাম, আল্লামা, হাফিয, মুফাসসির। মৃত্যু : ৫৯৭ হিজরী। ইমাম যাহাবী বলেন, ইবনুল জাওযী বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানসমুদ্র, অধিক অবগত, বিশাল জ্ঞান পরিধির অধিকারী ছিলেন। তিনি ওয়ায নসীহত, তাফসীর ও ইতিহাস বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তিনি মাযহাব ও হাদীসের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন। হাদীসের মতন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ দখল ছিল। তিনি সহীহ যঈফ নির্ণয় করলে তার (সমাসাময়িক) কেউ মতানৈক্য করতেন না। ইমাম সাখাওয়ী (তাঁর আল মাওযূআত সম্পর্কে) বলেন, কখনও কখনও তিনি হাসান ও সহীহ হাদীসকেও মাওযূআতের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন, (এর নিম্ন পর্যায়েরগুলোর কথাতো বলার অপেক্ষাই রাখেনা।)।

১৩। **আল মুবারক বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল কারীম আল জাযরী। প্রসিদ্ধ নাম : ইবনুল আসীর**। তিনি ছিলেন, বিচারক, নেতা, আল্লামা, অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। মৃত্যু : ৬০৬ হিজরী। তাঁর ভাই আল কামিল গ্রন্থ প্রণেতা আযুদ দীন বলেন, তিনি নানাবিধ বিষয়ের পণ্ডিত ছিলেন, যেমন, ফিক্হ, উসূল, কুরআন, হাদীস, নাহু, বালাগাত ইত্যাদি। ইয়া'কূত আল হামাওয়ীও তার মেধা, ভাষাজ্ঞান, নাহু, বালাগাত, হাদীস বিষয়ে জ্ঞানের ভূয়শী প্রশংসা করেন।

১৪। **আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক, আবুল হাসান। প্রসিদ্ধ নাম : ইবনুল কাত্তান**। মৃত্যু : ৬২৮ হিজরী। ইবনু মাসদী তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি হিফয করা ও মেধার জন্য জনপ্রিয় ছিলেন, পরন্তু তিনি হাদীস বিষয়ের একজন ইমাম। তবে ইমাম যাহাবী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তিনি রাবীদের ব্যাপারে কঠোরতা করতে গিয়ে অনেকের প্রতি ইনসাফ করেননি।

১৫। **আবদুল আযীম বিন আবদুল কাওয়ি বিন আবদুল্লাহ, যাকীউদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আল মুনযিরী**। ইমাম, আল্লামা, হাফিয ও মুহাক্কিক। মৃত্যু : ৬৫৬ হিজরী। ইমাম সাবাকী বলেন, তার সময়কালে তিনি হাদীস বিষয়ে সবচেয়ে অধিক পণ্ডিত ছিলেন, এ বিষয়ে কোন মতানৈক্য নেই। ইমাম যাহাবী তাঁর সম্পর্কে বলেন, উঁচু মাপের হাফিয ও দৃঢ়প্রকৃতির ইমাম ছিলেন, তার সময়কালে তারচেয়ে বেশি স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন কেউ ছিলেন না। শাইখ আলবানী বলেন, তিনি হাদীসের সহীহ ও হাসান নির্ণনয়ে নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন।

১৬। **ইয়াহইয়া বিন শরাফ বিন মুররী, মুহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়্যা আন নাবাবী**। প্রসিদ্ধ নাম : ইমাম নাবাবী। ইমাম ও হাফিয। মৃত্যু : ৬৭৬ হিজরী। ইবনুল আত্তার বলেন, তিনি আল্লাহর রাসূলের হাদীসের হাফিয ছিলেন, সহীহ যঈফ নির্ণয়ে পারদর্শী ছিলেন, বিরল শব্দের অর্থ অনুধাবন ও সঠিক অর্থ নির্ণয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইমাম নাবাবী বলেন, তারগীব, তারহীব, ফযীলতপূর্ণ আমল অর্থাৎ যেগুলো হালাল হারাম ও বিধি নিষেধের সাথে সম্পর্কিত নয়, সে সকল হাদীসের উপর আমলের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করা যেতে পারে।

১৭। **মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উসমান বিন কায়মায, শামসুদ্দীন আয যাহাবী, আবূ আবদুল্লাহ**। ইসলামের ইতিহাসবিদ ও সুদৃঢ় ও বিশ্বস্ত ইমাম। মৃত্যু : ৭৪৮ হিজরী। তাঁর সম্পর্কে হাফেয হুসাইনী বলেন, তিনি প্রখ্যত ইমাম, মুহাদ্দিস, মুহাদ্দিসগণের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, সিরিয়ার সর্বাধিক জ্ঞানী ও ঐতিহাসিক, উসূলে হাদীসের জারাহ, তাদীল, সহীহ, যঈফ নির্নয় এবং বিভিন্ন কিতাবাদি পরিমার্জনের মাধ্যমে জাতিকে উপকৃত করেছেন।

১৮। **মুহাম্মাদ বিন ত্বাহির বিন আলী, আবুল ফযল আল মাকদিসী আল হাফিয, আল কীসরানী আশশাইবানী নামে প্রসিদ্ধ**। মৃত্যু : ৭০৫ হিজরী। ইবনু খালকান বলেন, তিনি হাদীস অন্বেষণকারী পর্যটকদের অন্যতম ছিলেন। মুহাদ্দিস ও ইলমে হাদীস বিশারদ হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর কিছু সংকলন রয়েছে, যার মাধ্যমে তার জ্ঞানের পরিধি সহজেই নির্ণয় করা যায়

১৯। **শাইখুল ইসলাম আহমাদ বিন আবদুল হালীম বিন আবদুস সালাম, আবূল আব্বাস তাকীউদ্দীন ইবনু তাইমিয়্যাহ আল হাররানী**। প্রসিদ্ধ নাম : শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ। তিনি ছিলেন ইমাম, আলিম, আল্লামা, মুফাসসির, ফকীহ, মুজতাহিদ, হাফিয, মুহাদ্দিস। মৃত্যু : ৭২৮ হিজরী। ইবনু সায়্যিদুন নাস বলেন, প্রায় সকল হাদীস ও আসার তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি যদি তাফসীর বিষয়ে কথা বলতেন, তখন তিনিই থাকতেন ঝাণ্ডাবাহী। ফিকহ বিষয়ে কথা বললে, তিনি তাঁর বুঝের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছতে পারতেন। তিনি হাদীসের পণ্ডিত ও বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর সময়কালে কোন চোখ তার মত কাউকে দেখেনি। আর তিনিও তার মত কাউকে দেখেননি। ইমাম যাহাবী বলেন, হাদীসের রিজালশাস্ত্র, দোষক্রটি বিচার বিশ্লেষণ ও স্তর নির্ণয়, মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস পৌঁছতে সনদে রাবীর সংখ্যা কমবেশি হওয়া সম্পর্কিত জ্ঞান, সহীহ যঈফ নির্ণয়ে মতন মুখস্থ সহ যাবতীয় জ্ঞানে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তার যুগে তার সমমর্যাদায় বা তার ধারেকাছেও কেউ পৌঁছতে পারেনি। তিনি যে কোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক দলীল প্রমাণসহকারে আলোচনায় পারঙ্গম ছিলেন। কুতুবুস সিত্তাহর হাদীস ও তার সনদ বিষয়ক জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমায় তার পদচারণা ছিল। বলা হয়ে থাকে, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ যে হাদীস জানেন না, সেটি হাদীসই না। মোট কথা সকল জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। তবে তিনি সমুদ্র থেকে তিনি আঁজলা ভরে জ্ঞান আহরণ করেছেন।

২০। **মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর বিন আইয়ূব, শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যা**। (মৃত্যু : ৭৫১ হিজরী) উঁচু মানের আল্লামা। ইবনু রজব বলেন, তিনি তাফসীর ও উসূলে দ্বীন বিষয়ে জ্ঞানের চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করেছিলেন। হাদীস ও বালাগাত বিষয়েও তাঁর বিশেষ দখল ছিল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হাদীসের মতন ও রাবীদের সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। ইমাম ইবনু কাসীর বলেন, তিনি হাদীস শাস্ত্রের উপরই জীবন অতিবাহিত করেছেন। দ্বীনের বিবিধ বিষয়ে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিশেষ করে তাফসীর, হাদীস, উসূলে ফিকহ্ ও আক্বীদা বিষয়ে।

২১। **আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ, জামালুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আয যইলঈ।** মৃত্যু : ৭৬২ হিজরী। নাসবুর রায়াহ লি আহাদীসিল হিদায়া। আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ আয যইলঈ। প্রকাশক: দারুল হাদীস, প্রকাশকাল ও সময়: অনুল্লেখিত। তাকিউদ্দীন বিন ফাহাদ বলেন, তিনি ফকীহ ফকীহ ছিলেন, তিনি দীর্ঘ সময় ধরে হাদীস বিষয়ে গবেষণা করেছেন, এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি হাদীসের তাহকীক, তাখরীজ ও সংকলন করেছেন। আবূ বকর তাইমী বলেন, তিনি হেদায়া ও তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থদ্বয়ের হাদীসেরও পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে তাখরীজ করেছেন।

২২। **ইসমাঈল বিন উমার বিন কাসীর। ইমাদুদ্দীন। আবুল ফিদা।** তাঁর ছাত্র আবূল মুহাসিন আল হুসাইনী তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ফিক্হ, তাফসীর, নাহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। হাদীসের ত্রুটিবিচ্যুতি ও রিজালশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান রাখতেন। মৃত্যু : ৭৭৪ সন। প্রকাশনায় : দারুদ শুআব, মিসর। প্রথম প্রকাশ।

২৩। **উমার বিন আলী বিন আহমাদ, সিরাজুদ্দীন আবূ হাফস আল আনসারী। প্রসিদ্ধ নাম : ইবনুল মুলকিন।** মৃত্যু : ৮০৪ হিজরী। হাফেয আলায়ী বলেন, তিনি শাইখ, ফকীহ, ইমাম, আলিম, মুহাদ্দিস, বিশ্বস্ত হাফিয। ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে তিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান। ইমাম শওকানী বলেন, সর্ব বিষয়ে তিনি ইমাম ছিলেন। তার প্রশংসা ও সুখ্যাতি ও গ্রন্থসমূহ সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি আরও বলেন, তাঁর প্রচুর লেখনি শক্তি ছিল এবং তদ্বারা মানুষ উপকৃতও হচ্ছে। ইমাম সুয়ূত্বীও তাঁর ভূয়শী প্রশংসা করেছেন।

২৪। **আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন বিন আবদুর রহমান, যইনুদ্দীন আল ইরাকী।** মৃত্যু : ৮০৬ হিজরী। তিনি তার যুগের হাফিয ছিলেন। তিনি বহু শিক্ষকের নিকট থেকে তালীম গ্রহণ করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, ইলমে হাদীস বিষয়ে তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। তিনি জামালুদ্দীন এর যুগের লোক ছিলেন। হাদীস বিষয়ে তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য কাউকে দেখিনি। তাঁর যুগের অধিকাংশরাই তার নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন।

২৫। **আলী বিন আবী বকর বিন সুলাইমান, নূরুদ্দীন আল হাইসামী** (মৃত্যু ৮০৭ হিজরী)। তাঁর সম্পর্কে ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, তিনি, নরম, কোমল, ভদ্র, ধার্মিক ছিলেন। তিনি সৎকর্মশীলদের ভালবাসতেন। শিক্ষকের খেদমত করতে ও হাদীস লিখতে তিনি বিরক্ত হতেন না। তিনি ছিলেন, শান্ত প্রকৃতির ও বহু গুণে গুনান্বিত ব্যক্তিত্ব। ইমাম শওকানী তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি খুব সুষ্ঠুভাবে দ্বীন পালন করতেন, তিনি ছিলেন, তাকওয়াশীল, পরহেযগার, আবেদ। আর জ্ঞানার্জনে ও দ্বীনী খিদমাতে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কম মিশতেন। হাদীস ও মুহাদ্দিসগণকে তিনি খুব ভালবাসতেন। নাসিরুদ্দীন তাঁর সম্পর্কে বলেন, রাবীদের দোষত্রুটি ধরার ব্যাপারে তিনি ছিলেন, নমনীয়।

২৬। **আহমাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ, শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আস কালানী আল মিসরী।** প্রসিদ্ধ নাম : ইবনু হাজার আসকালানী। কাযীউল কুযাত। জন্ম : ৭৭৩ হিজরী, মৃত্যু ৮৫২ হিজরী। ইমাম সাখাবী তাঁর সম্পর্কে বলেন, তাঁর ইরাকী শিক্ষকের সাক্ষ্য অনুযায়ী, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি হাদীস বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর সম্পর্কে বলেন, হাদীস বিষয়ে তিনিই একজন অনুসরণীয় ইমাম, মুহাদ্দিসগণের অগ্রদূত, সহীহ ও যঈফ (উসূলে হাদীস)-এর ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য। রাবীগণের দোষত্রুটি ও গুণাগুণ বিশ্লেষণে অত্যন্ত পারদর্শী বিশেষজ্ঞ।

২৭। **আবদুর রহমান বিন আবূ বকর বিন মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, আবুল ফযল আস সুয়ূত্বী** (মিসরী) মৃত্যু : ৯১১ সন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় তাঁর বিচরণ ঘটেছে। তিনি বহু আলিম এর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। তিনি ছিলেন, সাত বিষয়ে জ্ঞানসমূদ্র। তা হলো, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, নাহু, মাআনী, বায়ান, বাদী। (শেষোক্ত তিনটি অলংকার শাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞান)। ইবনু তুলূন বলেন, তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা ছয় শতাধিক। আলবানী তাঁর সম্পর্কে বলেন, সহীহ ও যঈফ বলার ক্ষেত্রে নমনীয়তার ব্যাপারে তিনি প্রসিদ্ধ।

২৮। **মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন জারুল্লাহ মুশহম আস সা'দী আস সানআনী**। মৃত্যু : ১১৮১ হিজরী। তিনি বিবিধজ্ঞানের অধিকারী, উঁচুমানের ভাষাবিদ ছিলেন। তার শিক্ষকগণের মধ্যে আস সাইয়্যেদ আল আল্লামা আহমাদ বিন আবদুর রহমান আশ শামী অন্যতম ছিলেন। মক্কা মদীনার একদল শাইখ তাঁকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাদের অন্যতম হচ্ছেন শাইখ মুহাম্মাদ হাবুওয়াহ আস সিনদী। তিনি ইমাম আল মানসূর বিল্লাহ আল হুসাইন ইবনুল কাসিম এর মুখপাত্র ছিলেন। তিনি তাঁকে দক্ষিণ মাদায়েনের মাহলাত এলাকার বিচারকের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে। তারমধ্যে আন নাওয়াফি আল আত্বরাহ ফিল আহাদীস আল মুশতাহারা অন্যতম।

২৯। **মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব বিন সুলাইমান আত তামীমী আন নাজদী**। দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ নাম : মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত তামীমী। ইমাম ও মুজাদ্দিদ। মৃত্যু : ১২০৬ হিজরী। মুহাম্মাদ হায়াত সিনদীর নিকট হাদীস ও রিজালশাস্ত্রে তালীম গ্রহণ করেন। শাইখ আবদুর রহমান বিন কাসিম বলেন, আল্লাহ তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন, অধিক লেখা, দ্রুত মুখস্থ, প্রখর বোধশক্তি, ভুলে না যাওয়ায়। হাদীস ও হাদীস মুখস্থে তিনি ছিলেন অনন্য। ফিক্‌হ, মাযহাবী মতানৈক্য, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ফাতাওয়া সম্পর্কে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি কুরআন সুন্নাহর নীতি আঁকড়ে ধরেছিলেন। তিনি সালফে সালেহীনগণের ঐক্যকে দৃঢ় করেছেন। আল আলূসী বলেন, তিনি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী আলিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনু বাদরান বলেন, তিনি আসার বিষয়ে বিজ্ঞ ও উঁচু মাপের ইমাম। তিনি সউদী আরব থেকে যাবতীয় শির্ক ও বিদআতের মূলোৎপাটন করে বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেন। নিন্দুকেরা তাঁর বিষয়ে কিছু নেতিবাচক অপবাদ দিয়ে থাকে, যা সর্বৈব মিথ্যা। শির্কের মূলোৎপাটনে তার বিখ্যাত কিতাব "কিতাবুত তাওহীদ" এখনও একটি অনন্য কিতাব হিসেবে বিবেচিত। মাজারপূজারী, বিদআতীদের তিনি ছিলেন ত্রাস।

৩০। **মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন আবূ আলী আশ শাওক্বানী**। মৃত্যু : ১২৫৫। সিদ্দীক হাসান খান তাঁর সম্পর্কে বলেন, যাবতীয় জ্ঞানের সন্নিবেশ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। তার তাহকীক, গবেষণা ও লিখিত কিতাবাদির উপর আলিমগণ নির্ভর করেছেন। অনেকে তাকে মুজতাহিদ আখ্যা দিয়েছেন, এবং শরীয়তের সূক্ষ্ম বিষয়াদিগুলো নির্ভরযোগ্য তথ্যদের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতেন।

৩১। **আল হাসান বিন আহমাদ বিন ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আর রুবাঈ**। মৃত্যু : ১২৭৬ ঈসায়ী। তিনি তাকলীদ ও গোড়ামী পরিত্যাগ করতেন। হাদীসের রিওয়ায়াত ও দিরায়াতে তিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। মুহাম্মাদ যুবারাহ বলেন, তিনি তার সময়কালের উঁচুমানের আলেম।

৩২। **আবূত ত্বয়্যিব মুহাম্মাদ শামসুল হক বিন আমির আলী আদদিওয়ানবী আল আযীমাবাদী**। মৃত্যু : ১৩২৯ হিজরী। তিনি একজন মুহাদ্দিস ও ফকীহ। আযীমাবাদ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় আলিমদের নিকট থেকে জ্ঞানাহরণ করেন। ভারতের বিভিন্ন শহরও তিনি সফর করেছেন জ্ঞানান্বেষণের জন্য। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দারস প্রদান করেন ও লেখালেখির কাজ করেন। অতঃপর একসময় তিনি মক্কা মদীনায় গমন করেন ও সেখানকার আলিমদের নিকট থেকে তিনি কিছু শিখেন ও শিখান। মূলতঃ তার লেখনিগুলো ছিল আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় লিখিত।

৩৩। **মুহাম্মাদ আবদুর রহমান বিন আবদুর রহীম আল মুবারকপুরী**। প্রণেতা তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি সুনান আত তিরমিযী। তিনি ভারতবর্ষে সালাফীদের প্রসিদ্ধ দাঈ। জমঈয়তে আহলে হাদীস প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারতের মোবারকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদরাসা আহমাদিয়ায় এবং পরে কলকাতার দারুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এরপর পুনরায় তিনি মোবারকপুর ফিরে এসে লেখালেখির কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি সেখানে ও অন্যন্য শহরে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইলমে হাদীস পাঠদান, লেখনি ও হাদীসের তাহকীকের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করতেন। মৃত্যু : ১৩৫৩ হিজরী।

৩৪। **আহমাদ বিন মুহাম্মাদ শাকির বিন আহমাদ, আবূ আল আশবাল** (জন্ম ও মৃত্যুস্থান : কায়রো, মৃত্যু : ১৩৭৭ হিজরী। তাঁর সম্পর্কে শাইখ আলবানী বলেন, আমার মতে তিনি রাবীদের বিশ্বস্ততা ও বিশুদ্ধতা নিরুপণে নমনীয়তা প্রকাশ করেছেন।

৩৫। **মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন বিন নূহ বিন নাজাতী, আবূ আবদুর রহমান আল আলবানী**। মৃত্যু : ১৪২০ হিজরী। বর্তমান যুগের হাদীস শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বিন বায (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমি আকাশের নিচে বর্তমান যুগে হাদীস বিষয়ে আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানীর মত জ্ঞানসম্পন্ন কাউকে দেখিনি। ইবুন উসাইমীন (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি হচ্ছেন হাদীসের ইমাম। বর্তমান যুগে তাঁর তুলনীয় অন্য কেউ নেই।

৩৬। **আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান। প্রসিদ্ধ নাম : ইবনু বায**। (১৩৩০-১৪২০ হিজরী)। [সউদী আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী। আক্বীদা ফিক্হ ও হাদীস বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। রিজালশাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ দখল ছিল। একহাজারেও বেশি ব্যক্তির জীবনী তাঁর মুখস্থ ছিল। তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থটি তিনি বেশি অধ্যয়ন করতেন যার কারণে সেটি তার প্রায় মুখস্থই হয়ে গিয়েছিল। মুখস্থের দিক দিয়ে কুতুবুস সিত্তায় তাঁর বিশেষ দখল ছিল। ইবনু উসাইমীন তাঁর সম্পর্কে বলেন, হাদীস, ফিক্হ ও তাওহীদ বিষয়ে (তাঁর সমসাময়িক) মানুষের মধ্যে তিনি সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। আবদুর রাযযাক আফীফী তাঁর সম্পর্কে বলেন, শরীআহ বিষয়ে তিনি অধিক জ্ঞান রাখতেন। বিশেষভাবে হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে।

৩৭। **মুহাম্মাদ বিন স্বলিহ বিন মুহাম্মাদ, আবূ আবদুল্লাহ আত তামীমী**। প্রসিদ্ধ নাম : ইবনু উসাইমীন। জন্মস্থান : উনাইযাহ, সাউদী আরব, জন্ম তারিখ ১৩৪৭ হিজরী। মৃত্যু : ১৪২১ হিজরী। ইবনু উসাইমীন সম্পর্কে শাইখ আলবানী (রহ.) বলেন, তিনি একজন অতি উঁচু মানের আলেম। ইবনু উসাইমীন তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেন, আমি ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে শাইখ বিন বাযের প্রতিচ্ছবি।

৩৮। **সালিহ বিন ফাওযান আল ফাওযান**। তিনি বেশ কয়েকটি নামে পরিচিত। তন্মধ্যে : শাইখ সালেহ ইবন ফাওযান ইবনু আবদুল্লাহ। শাইখ সালিহ ইবন ফাওযান আল ফাওযান। জন্ম : ১৯৩৩ সাল। ১৯৫০ সালে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন। তিনি সউদী আরব সুপ্রীম কোর্টের জাস্টিস ছিলেন। ইসলামিক রিসার্চ ও ফাতাওয়া কমিটির তিনি স্থায়ী সদস্য। সউদী আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় কমিটি "কাউন্সিল অব রিলিজিয়াস এডিক্ট এন্ড রিসার্চ" এর সদস্য। তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিসর থেকে হাদীস, তাফসীর ও আরবী ভাষার উপর পড়াশোনা করেন। বুলুগুল মারামের শরাহ মিনহাতুল আল্লাম শরহে বুলুগিল মারাম। ১০ খণ্ডে সমাপ্ত। মূলতঃ তার সেই গ্রন্থ থেকেই হাদীসের বিষয়সূচীগুলো গৃহীত হয়েছে। এছাড়া তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তার বিস্তারিত জীবনী জানতে ব্রাউজ করুন http://en.wikipedia.org/wiki/Saleh_Al-Fawzan#Biography

ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ও প্রতিপালন:

ইবনু হাজার আল আসকালানী মিসরের কায়রোতে ৭৭৩ হিজরীর ২৩ শা'বান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিলিস্তীনের কিনানা বিন খুযাইমাহ গোত্রের লোক ছিলেন। যারা ফিলিস্তীনের আসকালান শহরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জন্মের পূর্বেই তারা হিজরত করে মিসরে চলে আসেন। তাঁর পিতা ছিলেন, আলিম ও সাহিত্যিক ধনবান। তিনি তাঁর ছেলেকে ইলমী আদব কায়দায় প্রতিপালনের ইচ্ছাপোষণ করলেও, তাকে শৈশব অবস্থায় রেখেই তিনি পরলোক গমন করেন। তাই তিনি তার নিকটাত্মীয় যাকিউদ্দীন আল খারুবীকে দাত্বি অর্পন করেছিলেন, যিনি ছিলেন মিসরের বড় ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্বভার পরিপূর্ণভাবে পালন করেন। মক্তবে যাওয়ার সময়ই তাঁর সুপ্ত মেধার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ফলে তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সেই পূর্ণ কুরআন হিফয করেন। তিনি যা কিছু অধ্যয়ন করতেন, তাই তাঁর স্মৃতিতে গেঁথে যেত।

ইলম অন্বেষণে পরিভ্রমণ :

তিনি জ্ঞানান্বেষণের লক্ষ্যে ৭৮৫ হিজরীতে মক্কায় গমন করে এক বছর অতিক্রান্ত করেন। এরই ফাঁকে তিনি শাইখ আবদুল্লাহ বিন সুলাইমান আন নাশাওয়ারীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর নিকট সহীহুল বুখারী পাঠ করেন ও মক্কার জামালুদ্দীন বিন যহীরর নিকট হাদীস শ্রবণ করেন।

তিনি মক্কা থেকে মিসরে ফিরে গিয়ে আবদুর রহীম ইরাকীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। ইবনুল মুলকিন ও আল ইয বিন জামাআহ-এর নিকট ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি উসূলে হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেন।

অতঃপর তিনি সিরিয়া, হেজায, ইয়ামান ও মক্কা ও এর আশে পাশে পরিভ্রমণ করেন।

তিনি ফিলিস্তীনে অবস্থান করে বিভিন্ন শহরের আলিমগণের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ ও শ্রবণ করেন। যেমন গাযার আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল খালীলীর নিকট, বাইতুল মাকদিসের শামসুদ্দীন আল কালকাশনাদীর নিকট, রামাল্লার আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল আইকীর নিকট, আল খালীল এর সালিহ বিন খালীল বিন সালিম এর নিকট। মোটকথা ইবনু হাজার বহু শিক্ষকের নিকট থেকেই জ্ঞানান্বেষণ করেছেন। যিনি যে বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, তার থেকে তিনি সে বিষয়েই তালীম নিয়েছেন। তন্মধ্যে রয়েছে কিরাআত, হাদীস, ভাষা, ফিক্হ, উসূল ইত্যাদি। ইবনু হাজার তাঁর শিক্ষক আল ইয বিন জামাআহ সম্পর্কে বলেন, আমি তাঁর নিকট এমন পনেরটি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেছি, যার নাম সম্পর্কে আমার যুগের আলিমগণ জ্ঞাত ছিলেন না।

তার যুগে তার মর্যাদা :

ইলমুল হাদীস বিষয়ে ইবনু হাজার অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি অধ্যয়ন, লেখালেখি, ফাতাওয়া প্রদানে অভিজ্ঞ ছিলেন। এমনকি তাঁর মেধা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে দুরের কাছের, শত্রু মিত্র সকলেই স্বীকৃতি প্রদান করেন। "আল-হাফিয" শব্দটি শুধুমাত্র তার ব্যাপারেই ব্যবহার করার বিষয়ে আলিমগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাদীস অন্বেষণকারী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর নিকট আসত। তাঁর গ্রন্থাবলী তাঁর জীবদ্দশাতেই দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। কাব্য রচনায় তাঁর বিশেষ দখল ছিল। তন্মধ্যে দিওয়ানু ইবনু হাজার প্রকাশ হয়েছে। ইমাম সাখাবী বলেন, ইবনু হাজারের শিক্ষক তাঁর ব্যাপারে বলেন, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে হাদীস বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞানী। ইমাম সুয়ূত্ব বলেন, হাদীস বিষয়ে তিনি একজন অনুসরণীয় ইমাম। মুহাদ্দিসগণের অগ্রগামী নেতা। সহীহ যঈফ নির্ণয়ে তাঁর উপর নির্ভর করা যায়। জারহ তা'দীল বিষয়ে তিনি অত্যন্ত বড় মাপের বিচারক ছিলেন। আবদুল হাই আকবারী বলেন, রিজাল সম্পর্কে তাঁর সর্বোচ্চ জ্ঞান ছিল। তিনি তাৎক্ষণিক সে বিষয়ে

আলোচনা করতে পারতেন। তিনি মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস পৌঁছতে সনদে রাবীর সংখ্যা কমবেশি হওয়া সম্পর্কিত জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। হাদীসের ত্রুটি বিচ্যুতি নিরুপণ ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি সর্বদিক থেকে নির্ভরযোগ্য।

সরকারী দায়িত্ব পালন :

ইবনু হাজার সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এ কারণেই মিসরের রাজনীতিতে তাঁর বিশেষ অবস্থান তৈরী হয়। এ কারণেই তার যুগেই তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল।

ইবনু হাজার ফাতাওয়া প্রদানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং দারুল আদলে কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি পাঠদানে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোর করতেন এবং তাতেই ব্যস্ত থাকতেন। শত ব্যস্ততা তাকে তা থেকে ফিরাতে পারত না। এমনকি তাঁর গুরুদায়িত্বও তার এ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তার সময়কালের প্রসিদ্ধ মাদরাসাগুলোতে তিনি দারস প্রদান করতেন। যেমন, মাদরাসা আশ শাইখুনিয়্যা, মাহমুদিয়্যাহ, হাসানিয়্যাহ, আল বাইব্রুসিয়্যাহ, আল ফাখরিয়্যাহ, আস সালাহিয়্যা, আল মুওয়াইয়িদিয়্যাহ, কায়রোর মাদরাসা জামালুদ্দীন আল ইসতিদার ইত্যাদি।

তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী :

দ্বীনের বিবিধ বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখনি রয়েছে। যার সংখ্যা ১৫০ এর অধিক। প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো নিম্নরূপ :

১। **ফাতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী** (১৫ খণ্ডে সমাপ্ত) ২০ বছরে তিনি লিখে শেষ করেছেন। তিনি এটি শেষ করে দামেশকের আলিমগণকে ডাকেন যে দিনটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কিতাবটিকেই অত্যন্ত উপকারী সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলোর ব্যাখ্যার কারণে এ গ্রন্থটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি মূল হাদীসের পাশাপাশি অন্যান্য হাদীসকেও সন্নিবেশ করেছেন। তিনি এখানে হাদীসের সনদ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনাও করেছেন। এমনকি এ গ্রন্থটি সুন্নাতে নববীর বৃহৎ তথ্যভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। তেমনিভাবে এর মধ্যে ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, শাব্দিক বিশ্লেষণ, মাযহাবী আলোচনা ও ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মতামত এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

২। **আল ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ**। এটি সাহাবীদের ব্যাপারে জীবনী গ্রন্থ। সাহাবী চেনার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি অনন্য।

৩। **তাহযীবুত তাহযীব**।এর সংক্ষেপিত গ্রন্থ **তাকরীবুত তাহযীব**।

৪। **আল মাত্বালিব আল আলিয়া বিযাওয়ায়িদিল মাসানীদ আস সামানিয়্যাহ**। এখানে ৮টি হাদীস প্রণেতাদের দ্বারা যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়নি। তিনি সেগুলো এখানে উল্লেখ করেছেন।

৫। **আদ দিরাইয়াহ ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়াহ**। এটিকে তাখরীজের অনন্য গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রন্থটিতে হিদায়া কিতাবে বর্ণিত হাদীসগুলোর তাখরীজ করা হয়েছে।

৬। **ইনবাউল গুমার বি আনবায়িল উমার**। উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে এ গ্রন্থটিতে।

৭। **আদ দুরারুল কামিনাহ ফী আইয়ানিল মিয়াতিস সামিনাহ**। গ্রন্থটিতে হিজরী সালের অষ্টম শতাব্দীর মিসরের আলিম, শাসক, কবি ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের জীবনী আলোচিত হয়েছে। এটি ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

৮। **রফউল ইসরি আন কুযাতি মিসরী**। মিসর বিজয়ের পর থেকে হিজরী অষ্টম শতাব্দি পর্যন্ত যত বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন, তাদের নাম এ গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৯। **নুখবাতুল ফিকর ফী মুসত্বালাহি আহলিল আসার**। উসূলে হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ।

১০। তাসদীদুল ক্বাওস মুখতাসার মুসনাদুল ফিরদাউস।
১১। বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম।
১২। লিসানুল মীযান।
১৩। তালখীসুল হাবীর
১৪। তাগলীকুত তা'লীক ফী ওয়াসলি মুআল্লাকাতিল বুখারী।
১৫। দীওয়ান ইবনু হাজার। (কাব্যগ্রন্থ)
১৬। গিবতাতুন নাযিরি ফী তারজমাতি আশ শাইখ আবদুল কাদির।
১৭। আল কওলুল মুসাদ্দাদ ফীয যাব্বি আনিল মুসনাদ।
১৮। আল ইসরা ওয়াল মি'রাজ।
১৯। তাবয়ীনুল উজবি।
২০। তা'জীলুল মানফাআহ।
২১। সিলসিলাতুয যাহাব।

তাঁর কাব্য রচনা : ইবনু হাজার কবিও ছিলেন। তিনি তাঁর যুগের সাহিত্যিকদের মাঝে বিশেষ জায়গা দখল করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি কবিতার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :

كل أمر أمكنت فرصتهُ   إنما الأعمال بالنيات في
لم تطقه أجزأت نيتهُ   فانو خيراً وافعل الخير فإن

নাবী ﷺ এর প্রশংসায় রচিত দীর্ঘ কবিতার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ :

حسبي الذي قد جرى من مدمع وكفى   إن كنت تنكر حباً زادني كلفا
كم بت أشكو الأسى والبث والأسفا   وإن تشككت فسئل عاذلي شجـــني
وراق مـــني نسيب فيكمو وصفا   كدرت عيشاً تقضى في بعادكمو
لولا رجـــاء تلاقيكم لقد تلفا   سرتم وخلفتمو في الحي ميت هوى

মৃত্যু : তিনি ৮৫২ হিজরীর যিল হজ্জ মাসের শেষে ইনতিকাল করেন। তার মত অন্য কোন শিক্ষকের দরবারে উপস্থিতির সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হত না। তাঁর জানাযার সালাতে আমিরুল মুমিনীন, সুলতান, খলীফা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তার জানাযায় কবি শিহাব আল মানসূরী উপস্থিত হয়েছিলেন। জানাযার সালাতের জন্য যখন তার মৃতদেহ নিয়ে আসা হলো তখন বৃষ্টি বর্ষণ হলো তার মৃতদেহের উপর। তার ছাত্র ইমাম সাখাওয়ী বৃহৎ আকারে ইবনু হাজার আসকালানীর জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন, যেটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থটির নাম : আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ফী তারজমাতি শাইখুল ইসলাম ইবনু হাজার। এটি ১৯৯৯ সালে বৈরুতে মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থটি তাহকীক করেছেন ইবরাহীম বাজিস আবদুল মাজীদ।

ইবনু হাজার আসকালানীর "তাসদীদুল ক্বাওস মুখতাসার মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের নিজ হাতের লেখা :

গ্রন্থকারের ভূমিকা

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর প্রকাশ্য, অ-প্রকাশ্য ও নতুন-পুরানো সর্বময় নি'মাতের জন্য। আর তাঁর নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর বর্ষিত হোক রহমাত ও সালাম এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সহাবীগণের প্রতিও– যাঁরা দ্রুততার সাথে তাঁর দ্বীনের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। আর ঐসকল তাবি'ঈগণের উপরেও যাঁরা সাহাবীগণের 'ইলমের ওয়ারিস হয়েছিলেন, আর প্রকৃতপক্ষে আলিমগণই নাবীগণের উত্তরাধিকারী– আর ওয়ারিসগণ এবং তাঁরা যাঁদের ওয়ারিসপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা কতই না উচ্চতর মর্যাদাপ্রাপ্ত। আম্মা বা'দু।

فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.

অতঃপর এই গ্রন্থটি দ্বীন ইসলামের শর'ঈয়তের হুকুম আহকাম সম্বলিত সংক্ষিপ্ত সংকলন। এমন এক উন্নত ধারাতে একে আমি সাজিয়েছি যে, এর আয়ত্বকারী তাঁর সমসাময়িকদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবে, প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা এর সাহায্য লাভে সক্ষম হবে এবং উচ্চতর জ্ঞানান্বেষণকারীগণও এর থেকে সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না।

وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة.

প্রতিটি হাদীস বর্ণনার শেষে বর্ণনাকারী ইমামগণের নাম সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি যাতে করে মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হয়। (সংক্ষেপের নমুন নিম্নরূপ ঃ)

فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم.

وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير

১। আস্‌সাব'আর অর্থ হচ্ছে হাদীস বর্ণনাকারী ইমামগণ হচ্ছেন সাত জন অর্থাৎ আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

২। আস্‌সিত্তাহ অর্থ হচ্ছে হাদীস বর্ণনাকারী ইমামগণ হচ্ছে আহমাদ ব্যতীত ছয় জন, অর্থাৎ বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৩। আলখামসাহ অর্থ হচ্ছে হাদীস বর্ণনাকারী ইমামগণ হচ্ছে বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত পাঁচ জন। অর্থাৎ আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৪। কখনও কখনও আমি বলেছি আরবা'আ বা চার জন এবং আহমাদ। সাত জনের মধ্যে প্রথম তিনজন ব্যতীত। অর্থাৎ আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৫। আস্‌সালাসাহ অর্থ হচ্ছে হাদীস ইমামগণ বর্ণনাকারী হচ্ছেন তিনজন। (সাত জনের মধ্যে) প্রথম তিনজন এবং শেষের জন ব্যতীত বাকী তিনজন। অর্থাৎ আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী।

وبالمتفق البخاري ومسلم ، وقد لا أذكر معهما ، وما عدا ذلك فهو مبين .

আর মুত্তাফাকুন্ 'আলাইহি-এর অর্থ হচ্ছে তাখরিজকারী (হাদীস বর্ণনাকারী) ইমামগণ হচ্ছে বুখারী ও আর আমি তাদের দুজনের সঙ্গে (হাদীস বর্ণনাকারী) কারো নাম বর্ণনা করবো না। এছাড়া যা আছে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

وسميته بُلُوْغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ ،

এবং এর নামকরণ করেছি ঃ বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম। (লক্ষ্যে পৌঁছার দলীলসম্মত বিধিবিধান)

والله أسأله أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالاً ، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى .

আমি আল্লাহ্‌র নিকট এটাই কামনা করি– যাতে আমরা যে 'ইলম হাসিল করি তা যেন আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ না হয়; এবং তিনি যেন আমাদেরকে এমন সব পুণ্য আমল অর্জনের সুযোগ দান করেন যার ফলে তিনি আমাদের উপর রাযী খুশী হন– তিনি পূত পবিত্র ও সুমহান।

হাদীস ও ইলমে হাদীস সম্পর্কিত কিছু কথা

হাদীসের সংজ্ঞা ও পরিচয়ঃ

হাদীস আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ 'নতুন', 'কথা' ও 'খবর'। এটি 'ক্বাদীম' (পুরাতন)-এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।[১] আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মজীদের অনেক স্থানে কুরআনকে 'হাদীস' বলেছেন।[২] রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর কিতাবই হ'ল, উত্তম হাদীস।[৩]

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় 'হাদীস' বলতে বুঝায়, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন এবং তাঁর অবস্থার বিবরণকে। আল্লামা জা'ফর আহমদ উসমানী (রহঃ) বলেনঃ 'যা কিছু রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে বর্ণিত আছে, তার সমুদয়কে হাদীস বলা হয়'।[৪]

ডক্টর মাহমুদ তাহ্হান বলেনঃ 'রাসূলের নামে কথিত কথা, কাজ অনুমোদন ও গুণ-বৈশিষ্ট্যকে হাদীস বলা হয়'।[৫]

আল্লামা তীবি, হাফেজ ইবনু হাজর আসক্বালানী, নবাব সিদ্দীক হাসান খান ও ইমাম সাখাবী প্রমুখ বলেনঃ 'হাদীসের অর্থ ব্যাপক। রাসূলুল্লাহর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে যেমন হাদীস বলা হয়, তেমনি ছাহাবী, তাবী ও তবে তাবেঈদের কথা কাজ ও অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়'।[৬]

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিবরণে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছাহাবায়েকেরাম, তাবেঈ ও তবে তাবেঈদের কথা, কাজ ও সমর্থন যদিও মোটামুটি ভাবে হাদীস নামে অভিহিত, তথাপি শরীয়তী মর্যাদার দৃষ্টিতে এসবের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। তাই হাদীস শাস্ত্রে প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে। যথাঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'হাদীস'। ছাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'আছার' এবং তাবেঈ ও তবে তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'ফাতাওয়া'

এছাড়া তিন প্রকারের হাদীসের আরো তিনটি পারিভাষিক নাম রয়েছে। যথাঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কাজ ও সমর্থন সংক্রান্ত বিবরণকে বলা হয় 'মারফু'। ছাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাওকুফ' এবং তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাকতু'।[৭]

হাদীসের অপর নাম 'সুন্নাহ'। 'সুন্নাহ' শব্দের অর্থ, চলার পথ, পদ্ধতি ও কর্মনীতি। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী বলেনঃ 'সুন্নাতুন্নবী বলতে সে পথ ও রীতি পদ্ধতিকে বুঝায়, যা নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাছাই করে নিতেন এবং অবলম্বন করতেন'।[৮] মুহাদ্দিসগণ 'হাদীস' ও 'সুন্নাহ' কে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৯]

শায়খ ডক্টর মোস্তফা সাবায়ী বলেনঃ 'আরবী অভিধানে 'সুন্নাহ' অর্থ কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি-তা ভাল বা মন্দ যা হোক। মুসলিম শরীফের হাদীস দ্বারাও তা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে পরিভাষায় 'সুন্নাহ'-এর একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমনঃ

---

১. তাজুল আরোস।
২. সুরা যুমার ঃ ২৩, সূরা তুর ঃ ৩৫, আন নাজমঃ ৫৯।
৩. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আদব।
৪. আল্লামা জা'ফর আহমদ উসমানী -কাওয়ায়িদ ফী উলুমিল হাদীসঃ পৃঃ ১৯।
৫. ডক্টর মাহমুদ তাহ্হান -তায়সীরুল মুস্তালাহ।
৬. তাউজীহুন্নজরঃ পৃঃ ৯৩, আল-হিত্তাহঃ পৃঃ ২৪, ফাতহুলমুগীছঃ পৃঃ ১২।
৭. ইবনু হাজর আসকালানী, হাদয়ুসসারী, লেখক- হাদীসের হিফাজত ও সংকলনঃ পৃঃ ২৮।
৮. ইমাম রাগিব, মুফরাদাতঃ ২৪৫।
৯. কাশফুল আসরারঃ ২/২, তাউজীহুন্নজর, পৃঃ ৩।

(১) হাদীস শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় রাসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কর্ম ও সম্মতি এবং তাঁর শারিরীক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও চাল চরিত্রকে 'সুন্নাহ' বলা হয়। তা নুবুওয়াত লাভের আগের হোক বা পরের।

(২) উসূল শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' বলা হয়, প্রত্যেক কথা, কর্ম ও সম্মতিকে, যা রাসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সম্পৃক্ত এবং যার থেকে শরীয়তের কোন না কোন হুকুম প্রমাণিত হয়

(৩) ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' হল, ফরজ-ওয়াজিব ব্যতীত শরীয়তের অন্যান্য হুকুম আহকাম।

(৪) মুহাদ্দিসগণের মতে এবং অনেক সময় ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের মতেও 'সুন্নাহ বলা হয়, সেই সব কর্মকে যা শরীয়তের কোন দলীল কিংবা উসূলে শরীয়তের কোন আসল তথা মৌল নীতি দ্বারা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণিত।'[১০]

এছাড়া আরো দু'টি শব্দ কখনো হাদীস অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা হ'ল 'খবর' ও 'আছার'। কিন্তু বেশী প্রসিদ্ধ শব্দ হ'ল 'হাদীস' ও 'সুন্নাহ'।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আবুল হাছান (রহঃ) বলেনঃ 'জানা আবশ্যক যে, রাসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্ম মোটামুটি দু'প্রকার। প্রথম, যেগুলিতে অনুসরণ জায়েয। দ্বিতীয়, যেগুলিতে অনুসরণ জায়েয নয়। অনুসরণীয় কাজগুলি হ'ল, মুস্তাহাব, সুন্নাত, ওয়াজিব ও ফরয। অনুসরণ জায়েয নয়- এমন কাজ হর, যথাঃ এক সাথে নয় বিবি রাখা, দিন রাত লাগাতার সিয়াম পালন করা ইত্যাদি। মোট কথা, অনুসরণীয় এবং অনুসরণীয় নয়, এউভয় প্রকারের কর্মকান্ডের উপর হাদীস শব্দটি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু সুন্নাত শব্দটি তেমন নয়। বরং সুন্নাত বলা হয়, তাঁর কেবল অনুসরণীয় কর্মকান্ডকে। একারণে বলা যায় প্রত্যেক সুন্নাত তো হাদীস, কিন্তু প্রত্যেক হাদীস সুন্নাত নয়। যেমন লজিকের ভাষায় বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ তো প্রাণী, কিন্তু প্রত্যেক প্রাণী মানুষ নয়।'[১১]

হাদীসের প্রকারভেদ ঃ

হাদীস প্রথমতঃ তিন প্রকার। কাউলী, ফে'লী ও তাকরীরি। রাসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা জাতিয় হাদীসগুলিকে কাউলী বলে। তাঁর কাজ সম্পর্কীয় হাদীসগুলিকে ফে'লী বলে। আর তাঁর সমর্থন ও অনুমোদন সম্পর্কীয় হাদীগুলিকে তাকরীরি বলে। এছাড়া হাদীস বর্ণনাকারীদের নিজস্ব গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেনীতে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ সহীহ, হাসান, সহীহ লিযাতিহী, সহীহ লিগাইরিহী, হাসান লিযাতিহী, হাসান লিগাইরিহী, যঈফ, মুনকার, মাওযু ইত্যাদি। আবার হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হিসাবে হাদীসের কয়েকটি শ্রেণী হয়। যথাঃ মুতাওয়াতির, মাশহুর, আযীয ও গরীব ইত্যাদি। অনুরূপ হাদীসের সনদ পরম্পরা হিসাবে হাদীস কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ মারফু, মাওকুফ ও মাকতু ইত্যাদি। এছাড়া হাদীসের আর একটি প্রকার আছে তাকে বলা হয় হাদীসে কুদসী। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেনঃ 'ওলামাদের সর্ব সম্মতিক্রমে 'সূন্নাহ' তিন প্রকারঃ ১-যাতে, কুরআন যা বলেছে হুবহু তাই বর্ণিত হয়েছে। ২-যাতে, কুরআনে যা আছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। ৩-যাতে, কুরআন যে বিষয়ে নীরব সে বিষয়ে নতুন কথা বলা হয়েছে। 'সূন্নাহ' যে প্রকারেরই হোক না কেন, আল্লাহ তাআ'লা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, তাতে আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। সূন্নাহ জানার পর তার বরখেলাফ করার অধিকার আল্লাহ তাআ'লা কাউকে দেন নি'।[১২]

---

১০. মোস্তফা সাবায়ী, আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহাঃ ১/৪৭, আল-ওয়াযউ ফিল হাদীসঃ ১/৩৭, ৪০।

১১. আবুল হাসান বাবুনগরী- তানযীমুল আশ্‌তাত শরহে মিশকাত, ভূমিকা। লেখক- হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ২৯।

১২. ইমাম শাফেয়ী, আররিসালাঃ ১৬।

হাদীসের কতিপয় পরিভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

মারফুঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীসে 'মারফু' বলে।

মাওকুফঃ **ছাহাবীদের প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণ তথা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত কে হাদীসে 'মাওকুফ' বলে।**

মাকতুঃ **তাবেঈগণের প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে হাদীসে 'মাকতু' বলে।**

আহাদঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীসের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয়, তাকে 'ওয়াহিদ' বলে। ওয়াহিদ এর বহুবচন হ'ল, 'আহাদ'। আহাদ তিন প্রকার। যথা- মাশহুর, আযীয ও গরীব।

মাশহুরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী ছাহাবীদের স্তর ব্যতীত সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়, তাকে মাশহুর বলে।

আযীযঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কোন স্তরে দু'য়ের কম হয়না, তাকে আযীয বলে।

গরীবঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে একে দাঁড়ায়, তাকে গরীব বলে।

মুতাওয়াতিরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সকল স্তরে এত বেশী হয় যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস রচনা অসম্ভব মনে হয়, এরূপ হাদীসকে 'মুতাওয়াতির' বলে।

মাকবুলঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সততা, তাকওয়া এবং আদালত সর্বজন স্বীকৃত হয়, তাকে 'মাকবুল' বলে। হাদীসে মাকবুল দুই প্রকার। যথা– সহীহ, হাসান।

সহীহঃ **যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা সুত্র) মুত্তাসিল[১৩] এবং সকল রাবী (বর্ণনাকারী) আদালত[১৪] এবং যাবৃত[১৫] গুণসম্পন্ন অথচ যা শুযূয[১৬] ও ইল্লাত[১৭] থেকে মুক্ত হয়, তাকে 'সহীহ' বলা হয়।**

হাসানঃ হাদীসে সহীহের উল্লিখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, তাকে হাদীসকে 'হাসান' বলে

সহীহ হাদীসের স্তরসমূহঃ

সহীহ হাদীসের সাতটি স্তর আছে।

প্রথমঃ যে হাদীসকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীসকে শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ঃ যে হাদীসকে শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থঃ যে হাদীসকে বুখারী, মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমঃ যে হাদীসকে শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠঃ যে হাদীসকে শুধু মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমঃ যে হাদীসকে বুখারী, মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস সহীহ মনে করেছেন।

গায়রে মাকবুল তথা যঈফঃ **যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকে হাদীসে 'যঈফ' বলে।**

---

১৩. মুত্তাসিল অর্থ যে সনদের রাবীগণের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে এবং কোন স্তর থেকে কোন রাবী বাদ পড়েনি।

১৪. আদালত তথা ন্যায়পরায়নতা অর্থ, তাকওয়া ও শিষ্টাচারের গুণে গুণান্বিত হওয়া।

১৫. যাবত অর্থ স্মরণশক্তি, তা শ্রুত হোক কিংবা লিখিত।

১৬. শুযুয অর্থ শক্তিশালী রাবীর বিরোধীতা পাওয়া যাওয়া।

১৭. ইল্লাত অর্থ গুপ্ত দুর্বলতার কোন কারণ। উল্লেখ্য যে, উক্ত পাঁচটি শর্ত পাওয়া না গেলে, হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য হয়না।

সনদঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারীর পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলে।

মতনঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

তাদীলঃ হাদীস বর্ণনাকারী রাবী সম্পর্কে ভাল গুণাগুণ বর্ণনাকে তাদীল বলে।

যারহঃ হাদীস বর্ণনাকারী রাবী সম্পর্কে খারাব গুণাগুণ বর্ণনাকে যারহ বলে।

মুঅ'াল্লাক ঃ যে হাদীসের এক রাবী বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মু'আল্লাক' বলে।

মুনকাতিঃ যে হাদীসের এক রাবী বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে তাকে 'মুনকাতি' বলে।

মুরসালঃ যে হাদীসের রাবী সনদের শেষ ভাগ থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ তাবেঈর পরে ছাহাবীর নাম নেই তাকে 'মুরসাল' বলে।

মু'দালঃ যে হাদীসের দুই অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মু'দাল' বলে।

মাওযুঃ যে হাদীসের কোন রাবী জীবনে কখনো নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'মাওযু' বলে।

মাতরূকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধরণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তাকে 'মাতরূক' বলে।

মুনকারঃ যে হাদীসের রাবী ফাসেক, বেদ'াতপন্থী ইত্যাদি হয়, তাকে 'মুনকার' বলে।

ইযতিরাবঃ রাবী কর্তৃক হাদীসের মতন ও সনদকে বিভিন্ন প্রকারে এলোমেলোভাবে বর্ণনাকে ইযতিরাব বলা হয়। কোনোরূপ সমন্বয় সাধন না করা পর্যন্ত এ প্রকারের হাদীস গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে হয়।

তাদলীসঃ যে হাদীসের রাবী নিজরে প্রকৃত শায়খের (উসতাযের) নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরের শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করে যে যাতে মনে হয়, তিনি নিজেই উপরের শায়খের নিকট তা শুনেছেন

অথচ তিনি তাঁর নিকট সে হাদীস শুনেননি- এমন হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এরূপ করাকে 'তাদলীস' আর যিনি এরূপ করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়।

ওয়াহিন, লীন, মাকালঃ ওয়াহিন অর্থ মারাত্মক দুর্বল ও লীন অর্থ দুর্বল। আর মাকাল অর্থ সমালোচনা অর্থাৎ যে রাবীর বিষয়ে সমালোচনা রয়েছে।

হুজ্জাহঃ হুজ্জাহ হচ্ছে দলীল গ্রহণ করা যায় এমন গুণসম্পন্ন রাবী যে সিকাহ রাবীর পরেই যার স্থান। সিকাহ ও হুজ্জাহ হচ্ছে নির্ভরযোগ্য রাবীর চতুর্থ স্তর।

আসারঃ আসার-এর শাব্দিক অর্থ অবশিষ্ট থাকা। এর দু'টি পরিভাষা রয়েছে। (ক) এটা হাদীসের মুরাদিফ অর্থাৎ- হাদীস ও আসারের পরিভাষা একই। (খ) সাহাবা ও তাবে'ঈনদের কথা এবং কার্যাবলীকে আসার বলা হয়।

ইনকিতাঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন স্তরে কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনক্বাতি হাদীস আর এ বাদ পড়াকে ইনক্বিতা বলা হয়।

মুয়াল্লালঃ যে হাদীসের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা হাদীসের সাধারণ পণ্ডিতগণ ধরতে পারে না, একমাত্র সুনিপুণ হাদীস শাস্ত্র বিশারদ ব্যতিরেকে। এ প্রকার হাদীসকে মু'আল্লাল বলে। এরূপ ত্রুটিকে 'ইল্লাত' বলে।

হাদীসে কুদসীঃ হাদীসে কুদসী বলতে বুঝায় সেই হাদীসকে যা রাসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন, অথচ তা কুরআনের আয়াত নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নবীকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে যা জানিয়ে দিতেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। [১৮]

---

১৮. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস, হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ৩৩।

মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেনঃ 'হাদীসে কুদসী সেই হাদীসকে বলা হয়, যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন। কখনো জিবরাঈলের মাধ্যমে আবার কখনো সরাসরি অহি, ইলহাম বা স্বপ্নযোগে জেনে। আর যে কোন ভাষায় তা প্রকাশ করার দায়িত্ব রাসূলের প্রতি অর্পিত হয়'।[১৯]

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগঃ

আস্‌সিত্তাঃ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু নাসাঈ, সুনানু আবুদাউদ, জামে' তিরমিযী ও সুনানু ইবনে মাজা- এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে 'কুতুবেসিত্তা' বলে।

আল জামে'ঃ যে হাদীসগ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কীয় সকল বিষয় যথাঃ আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম, তাফসীর, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির বর্ণনা থাকে, তাকে 'জামে' বলা হয়। যেমনঃ জামে সুফিয়ান ছাউরী, জামে তিরমিযী।

আল মাজা'জিমঃ যে হাদীসগ্রন্থে শায়খের নামানুসারে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে 'মাআজিম' বলে। যেমনঃ আল মু'জামুল কাবীর-ত্বাবরানী।

সুনানঃ যে হাদীসগ্রন্থে শুধু শরীয়তের হুকুম-আহকাম সম্পকীয় হাদীস বর্ণনা করা হয়, তাকে 'সুনান' বলা হয় যেমনঃ সুনানু আবুদাউদ, সুনানু নাসায়ী, সুনানু ইবনে মাজাহ, আস্ সুনানুল কুবরা-বায়হাকী, শরহু মাআ'নিল আছার-ইমাম ত্বাহাবী, কিতাবুল আছার- ইমাম আবুইউসুফ, কিতাবুল আছার- ইমাম মুহাম্মদ, তাহযীবুল আছার -ত্ববরী।

মুসনাদঃ যে হাদীসগ্রন্থে ছাহাবীদের থেকে হাদীস সমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, তাকে 'মুসনাদ' বলা হয়। যেমনঃ মুসনাদে হুমাইদী, মুসনাদে ইমাম আবুহানিফা, মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী, মুসনাদে আহমদ ইবনু হাম্বল।

মুসতাখরাজঃ যে হাদীসগ্রন্থে কোন এক কিতাবের হাদীসসমূহ ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করা হয়, তাকে 'মুস্তাখরাজ' বলা হয়। যেমনঃ মুস্তাখরাজুল ইসমাঈলী আলাল বুখারী।

মুসতাদরাকঃ যে হাদীসগ্রন্থে কোন মুহাদ্দিসের অনুসৃত শর্ত মোতাবেক সে সব হাদীস একত্রিত করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে বাদ পড়ে গেছে, তাকে 'মুসতাদরাক' বলা হয়। যেমনঃ মুসতাদরাকে হাকেম।

আরবাঈনঃ যে হাদীসগ্রন্থে যে কোন বিষয়ে চল্লিশটি হাদীস একত্রিত করা হয়েছে, তাকে আরবাঈন বলা হয়। যেমনঃ আরবাঈনে নব্বী।

আজযাঃ যে হাদীসগ্রন্থে কোন একজন রাবীর সকল হাদীস জমা করা হয়, কিংবা কোন এক বিশেষ বিষয়ে সকল হাদীস জমা করা হয়, তাকে জুয' বা আজযা বলা হয়। যেমন জুযউ রাফউল ইয়াদাইন-ইমাম বুখারী।

সুনানে আরবায়া'ঃ সুনানুত তিরমিযী, সুনান আবূ দাউদ, সুনান নাসায়ী এবং সুনান ইবনু মাজাহ- এ চারটি সুনান গ্রন্থকে একত্রে সুনানে আরবায়া' বলা হয়।

সহীহাইনঃ সহীহুল বুখারী এবং সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়কে একত্রে সহীহাইন বলা হয়।

মুত্তাফাকুন আলাইহিঃ যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাকুন আলাইহ হাদীস বলা হয়।

---

১৯. আল আতহাফুস সানিয়্যাহ, হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ৩৪।

Contents

পর্বভিত্তিক সূচীপত্র

Contents

বিষয়ভিত্তিক সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَحْقِيْق

بُلُوْغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ

তাহক্বীক্ব

বুলুগুল মারাম

মিন আদিল্লাতিল আহকাম

বা

লক্ষ্যে পৌঁছার দলীলসম্মত বিধিবিধান

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পর্ব (১) : পবিত্রতা

بَابُ الْمِيَاهِ

অধ্যায় (১) : পানি

طُهُوْرِيَّةُ مَاءِ الْبَحْرِ

সাগর বা সমুদ্রের পানি পবিত্র

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطُّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ رواه مالك والشفعي وأحمد

১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল। চারজন এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। শব্দ বিন্যাস আবূ শাইবার; ইবনু খুযাইমাহ ও তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহমাদ বিন্ হাম্বালও এটি বর্ণনা করেছেন।[1]

الْأَصْلُ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ

পানির মূল পবিত্র অবস্থায় বহাল থাকা

٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ.

২। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ 'নিশ্চয় পানি পবিত্র জিনিস, কোন কিছুই তাকে অপবিত্র করতে পারে না।"–৩ জনে;[2] আহমাদ একে সহীহ্ বলেছেন।[3]

---

১. আবূ দাউদ ৮৩, নাসায়ী ১/৫০, ১৭৬, ৭০৭, তিরমিযী ৬৯, ইবনু মাযাহ ৩৮৬, ইবনু আবী শায়বাহ ১৩১, ইবনু খুযাইমাহ ১১১। সফওয়ান বিন সুলাইম সূত্রে; তিনি আলে বানী আযরাক এর সাঈদ বিন সালামাহ- (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে, তিনি বানী আব্দুদ দ্বার এর মুগীরাহ বিন আবূ বুরদাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা সমুদ্রে বিচরণ করি, আর আমাদের সাথে অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে যাই, ফলে আমরা যদি এই পানি দিয়ে ওযূ করি তাহলে আমাদের খাবার পানির পিপাসায় ভোগার আশংকা রয়েছে। সুতরাং আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযূ করতে পারি? অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ উক্তি করেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, এই সনদ সহীহ। কেউ আবার এতে ত্রুটি আছে বলে মন্তব্য করলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই, কেননা হাদীসটির কয়েকটি শাহেদ (সমর্থক) হাদীস রয়েছে।

২. আবূ দাউদ ৬৬, নাসায়ী ১৭৪, তিরমিযী ৬৬। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলা হলো, আমরা কি বুযা'আহ নামক কূপের পানি দিয়ে ওযু করতে পারি? আর ঐ কূপটি এমন ছিল যে, তাতে হায়েযের নেকড়া, কুকুরের গোশ্‌ত এবং অন্যান্য ময়লা আবর্জনা ফেলা হতো। অতঃপর রাসূল এ হাদীস বর্ণনা করেন। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ, যদিও একজন রাবী অস্পষ্টতার কারণে হাদীসটিকে ত্রুটিযুক্ত বলা হয়েছে। কিন্তু এর অন্য একটি সনদ ও কয়েকটি শাহেদ রয়েছে যা হাদীসটি বিশুদ্ধ

حُكْمُ الْمَاءِ اذَا لَاقَتْهُ نَجَاسَةٌ

নাপাক বা ময়লা মিশ্রিত পানির বিধান

٣- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيْحِهِ وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ» أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

৩। আবূ উমামাহ বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; "নিশ্চয় পানিকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না তবে যা তার ঘ্রাণ, স্বাদ ও রঙকে পরিবর্তন করে দেয়।"-ইবনু মাজাহ,[৪] আবূ হাতিম এটিকে য'ঈফ বলেছেন।[৫]

٤ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «الْمَاءُ طَاهِرٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيْحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ؛ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيْهِ».

৪। বাইহাকীতে রয়েছে "পানি পবিত্র তবে কোন নাজাসাত (অপবিত্র বস্তু) পড়ার কারণে পানির ঘ্রাণ, স্বাদ ও রংকে নষ্ট ও পরিবর্তন হলে সেই পানি অপবিত্র হয়ে যাবে।"[৬]

بَيَانُ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِيْ يَنْجَسُ وَالَّذِيْ لَا يَنْجَسُ

কী পরিমাণ পানি অপবিত্র হবে; আর কী পরিমাণ পানি অপবিত্র হবে না

হাদীসের পরিণত করছে। বিঃ দ্রঃ হাদীসের কথা- "وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن" বিষয়ে ইমাম খাত্তাবী তাঁর মা'আলিমুস সুনান (১/৩৭) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীস শ্রবণ করে অনেকের মনে এ ধারণা জন্মাতে পারে যে, তারা এ কাজটি ইচ্ছাকৃতভাবে করতো। তাদের সম্পর্কে এমন মন্দ ধারণা করা জায়েজ নয়; বিশেষ করে মুসলিমদের ক্ষেত্রে আরো নয়। তাছাড়া এমন (নোংরা) স্বভাব পূর্বেকার বা বর্তমানকালের কোন মানুষের সে মুসলিম হোক বা কাফির হোক এমন (নোংরা) স্বভাব হতে পারে না। বরং তারা পানিকে সবসময় পবিত্র, পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখতেন। অতএব এমন যুগের লোকেদের সম্বন্ধে এমন ধারণা কিভাবে করা যায় অথচ তারা দ্বীনের অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব এবং মুসলমানদের সবচেয়ে সম্মাণিত দল! তাছাড়া সেদেশে পানি দুস্প্রাপ্য অথচ তার প্রয়োজন নিতান্ত বেশি। তা সত্ত্বেও পানির সাথে এমন আচরণ করা কি অত্যন্ত কঠিন কথা নয়!? এদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানির ঘাট এবং নালায় মলমূত্র ত্যাগকারীর উপর লানত করেছেন। তাহলে কি করে তারা পানির কূপ ও নালাসমূহকে ময়লা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট করতে পারে; আর তাতে ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হতে পারে? এমন আচরণ তাদের জন্য মোটেই মানানসই নয়। হ্যাঁ বিষয়টি এমন হতে পারে যে, ঐ কূপটি কোন মধ্যবর্তী স্থানে ছিল এবং পানির প্রবাহ রাস্তা ও ময়লা ফেলার স্থানের বর্জ্যকে ভাষিয়ে নিয়ে উক্ত কূপে নিক্ষেপ করতো। আর তাতে পানির পরিমাণ খুব বেশি হওয়ায় তাতে কোন প্রভাব পড়তো না এবং পানির স্বাভাবিক বৈশিষ্টের কোন পরিবর্তন করতো না।

৩. এ বিষয়টিকে ইমাম মুনজিরী তার 'মুখতাসার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৪. যঈফ, ইবনু মাযাহ ৫২১- রুশদাইন বিন সা'দ সূত্রে। মুয়াবিয়াহ বিন সালিহ রাশিদ বিন সা'দ থেকে, তিনি আবূ উমামাহ হতে। তিনি দুর্বল, আবূ রুশদাইন এর দুর্বলতার কারণে। তাছাড়া হাদীসের সনদে ইজতিরাব-এর সমস্যা রয়েছে।

৫. তাঁর ছেলে 'ইলাল' গ্রন্থে (১/৪৪) বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন: আমার পিতা বলেছেন যে, রুশদাইন বিন সা'দ হাদীসটিকে আবূ উমামাহ সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে মুত্তাছিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রুশদাইন শক্তিশালী রাবী নয়। সঠিক কথা এই যে, হাদীসটি মুরসাল।

৬. যঈফ। বায়হাক্বী তাঁর 'আস্-সুনানুল কুবরা'য় (১৫৯-২৬০) আবূ উমামাহ হতে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে বাকিয়াহ বিন ওয়ালীদ নামক একজন রাবী আছেন যিনি মুদাল্লিস। আর তিনি 'আনআন' শব্দেও বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের অন্য একটি সনদ রয়েছে, সেটিও দুর্বল।

٥- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

৫। 'আবদুল্লাহ্ বিন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ 'পানির পরিমাণ যদি দু' কুল্লা (কুল্লা হচ্ছে বড় আকারের মাটির পাত্র বিশেষ যাতে প্রায় একশত তের কেজি পানি আটে।) (মটকা) হয় তবে তার মধ্যে কোন অপবিত্র বস্তু পড়লে তা না-পাক হবে না।' (চারজনে এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান এক সহীহ বলেছেন।[৭]

حُكْمُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالْاغْتِسَالُ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

আবদ্ধ বা স্থির পানিতে পেশাব করা এবং তাতে ফরয গোসল করার বিধান

٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِيِّ: «لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ» وَلِمُسْلِمٍ: "مِنْهُ" وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا يَغْتَسِلُ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ».

৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ 'অপবিত্র (জুনুবী) অবস্থায় কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে (নেমে) গোসল না করে।[৮]

বুখারীর বর্ণনায় আছে, "কোন ব্যক্তি যেন স্রোত নেই এমন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করার পর তাতে নেমে আবার গোসল না করে।"[৯]

সহীহ মুসলিমে ফীহি শব্দের পরিবর্তে মিনহু (উক্ত বর্ণকারী থেকে) শব্দ রয়েছে।[১০] আর আবূ দাউদে রয়েছে ঃ "অপবিত্র অবস্থায় তাতে যেন (নেমে) গোসল না করে।"[১১]

نَهْيُ الرَّجُلِ وَالْمَرْاةِ اَنْ يَّغْتَسِلَ اَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْاٰخَرِ

পুরুষ এবং নারীর একে অপরের গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা গোসল করা নিষেধ

٧- وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

৭। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জনৈক সহাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুনুবী পুরুষের গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে নারীকে আর নারীর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষকে গোসল করতে

---

৭. আবূ দাউদ (৬৩, ৬৪, ৬৫); নাসায়ী (১/৬৪, ১৭৫); তিরমিযী (৬৭); ইবনু মাযাহ (৫১৭)। হাসীদটি সহীহ। কিছু দোষ বর্ণনা করা হলেও তা ক্ষতিকর নয়। ইবনু খুযাইমাহ (৯২); হাকিম (১৩২); ইবনু হিব্বান (১২৪৯) প্রমুখ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৮. মুসলিম (২৮৩)

৯. বুখারী (২৩৯)

১০. মুসলিম (২৮২)

১১. সুনান আবূ দাউদ (৭০)

নিষেধ করেছেন। বরং তারা যেন পাত্র হতে একই সঙ্গে আজলা-আজলা করে পানি উঠিয়ে নিয়ে গোসল করে।' –আবূ দাউদ, নাসায়ী এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদটি সহীহ্।[১২]

جَوَازُ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ بِفَضْلِ الْمَرْأةِ

স্ত্রীর গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষের গোসল বৈধ

٨- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৮। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাইমূনাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা'র গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা গোসল করতেন।' (মুসলিম)[১৩]

٩- وَلِأَصْحَابِ "اَلسُّنَنِ": «اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ"» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

৯। আর সুনান চতুষ্টয় (আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)-র বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে ঃ "গামলার পানিতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জনৈকা স্ত্রী গোসল করেছিলেন, অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর (অবশিষ্ট) পানি দিয়ে গোসল করতে এলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, আমি তো (জুনুবী) অপবিত্র ছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'পানি তো আর অপবিত্র হয় না।' তিরমিযী ও ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[১৪]

كَيْفِيَّةُ تَطْهِيْرِ مَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ

যে পাত্র কুকুর চাটবে সে পাত্র পবিত্রকরণের পদ্ধতি

١٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «طَهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «فَلْيُرِقْهُ» وَلِلتِّرْمِذِيِّ: أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».

১০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ঃ 'কুকুর কোন পাত্র চাটলে সেই পাত্রকে পবিত্র করতে সাতবার সেটিকে পরিষ্কার করে ধুতে হবে– তার প্রথম বার মাটি দিয়ে (মাজতে হবে)।'[১৫]

---

১২. আবূ দাউদ (৮১); নাসায়ী (১/১৩০)- দাউদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আওদী সূত্রে, তিনি হামীদ আল-হুমাইরী থেকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। (টিকাকার বলেছেন), মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: এই সনদটি সহীহ। হাফিজ ইবনু হাজার রহ.ও অনুরূপ বলেছেন।

১৩. মুসলিম (৩২৩)

১৪. আবূ দাউদ (৬৮); তিরমিযী (৬৫); ইবনু মাযাহ (৩৭০); সাম্মাক বিন হারব সূত্রে। তিনি ইকরিমাহ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন: "এ হাদীসটি হাসান সহীহ"। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: সনদটি সেরকমই। যদি তা সাম্মাক হতে ইকরিমা সূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে। এটা معلولة ত্রুটিযুক্ত।

১৫. মুসলিম (৯১, ২৯৭)

মুসলিমের আরেক বর্ণনায় "সেটির (চেটে রাখা) উচ্ছিষ্ট বস্তু ফেলে দিবে" কথাটি রয়েছে।[১৬] আর তিরমিযীতে আছে, 'শেষের বার অথবা প্রথমবার মাটি দিয়ে (মেজে নিয়ে ধুবে)'।[১৭]

طَهَارَةُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র

١١- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ -فِي الْهِرَّةِ-: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

১১। আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত–আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিড়াল প্রসঙ্গে বলেছেন, "সে অপবিত্র নয় এবং সে তো তোমাদের মাঝে চলাফেরা করতে থাকে।" তিরমিযী ও ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[১৮]

كَيْفِيَّةُ تَطْهِيْرِ الْاَرْضِ مِنَ الْبَوْلِ

জমিনকে পেশাব হতে পবিত্রকরণের পদ্ধতি

١٢- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ بِذَنُوْبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأُهْرِيْقَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২। আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক বেদুঈন এসে মাসজিদের এক পাশে পেশাব করে দিল। তা দেখে লোকজন তাকে ধমক দিতে লাগল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিষেধ করলেন। সে তার পেশাব করা শেষ করলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশে এর উপর এক বালতি পানি ঢেলে দেয়া হল।" (মুত্তাফাকুন আলাইহ)[১৯]

السَّمَكُ وَالْجَرَادُ اذَا مَاتَا فِيْ مَاءٍ فَانَّهُ لَا يَنْجَسُ

মাছ ও পঙ্গপাল পানিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে পানি অপবিত্র হবে না

---

১৬. মুসলিম (৮৯, ২৭৯)

১৭. সুনান তিরমিযী (৯১), তাঁর মতে আরো কিছু অতিরিক্ত শব্দ রয়েছে। তা হচ্ছে 'পাত্রে যদি বিড়াল মুখ দেয় তবে একবার ধুয়ে নিবে। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: এ অতিরিক্ত শব্দসমূহ সহীহ। ইবনু শাহিনের 'নাসিখুল হাদীস ওয়াল মানসূখাহ' গ্রন্থে (১৪০) এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১৮. আবূ দাউদ (৭৫); নাসায়ী (১/৫৫, ১৭৮); তিরমিযী (৯২), ইবনু মাযাহ (৩৬৭); ইবনু খুযাইমাহ (১০৪)। কাবশাহ বিনতে কা'ব বিন মালিক সূত্রে। সে যখন ইবনু আবূ কাতাদাহর অধীনে ছিল তখন আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদিন তার নিকট গেলে সে ওযুর পানপাত্র পেশ করলেন। কাবশাহ বলেন, অতঃপর একটি বিড়াল এসে পাত্রে মুখ দিয়ে তা থেকে কিছু পান করে ফেলল। তারপর ইবনু আবূ কাতাদাহ পাত্রটি নিয়ে তা থেকে পান করলেন। কাবশা বলেন, আমি তার পান করার দৃশ্য দেখছিলাম! পান করা শেষে তিনি বললেন, হে আমার ভাতিজী! তুমি আশ্চর্য হয়েছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: বলে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

১৯. বুখারী (২১৯); মুসলিম (২৮৪); আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও এ হাদীসের একটি সূত্র বিদ্যমান। আনাস ছাড়াও অন্যান্য কতক সাহাবা (রাঃ) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে।

١٣- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوْتُ، وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيْهِ ضَعْفٌ.

১৩। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ খাদ্যরূপে 'দু'প্রকারের মৃত প্রাণী এবং দু'প্রকার রক্তকে আমাদের (মুসলিমদের) জন্য হালাল করা হয়েছে। দু'প্রকার মৃত প্রাণী হচ্ছে ঃ টিড্ডি (পঙ্গপাল) ও মাছ। এবং রক্তের দু'প্রকার হচ্ছে– (হালাল প্রাণীর) কলিজা ও হৃৎপিণ্ড।'[২০]

الذُّبَابُ لَا يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيْهِ مِنْ مَاءٍ اوْ غَيْرِهِ

মাছি পানিতে বা অন্য কিছুতে পতিত হয়ে তাকে অপবিত্র করতে পারে না

١٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيْهِ الدَّاءُ».

১৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমাদের 'কারো পানীয় বস্তুর মধ্যে মাছি পড়ে তখন সে যেন তাকে তার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। তারপর তাকে বাইরে ফেলে দেয়। কেননা ওর এক ডানায় রোগ আর অন্য ডানায় আরোগ্য রয়েছে।'[২১] আবূ দাউদে (অতিরিক্ত শব্দ) এসেছে; 'মাছি তার জীবাণু যুক্ত ডানাটি (প্রথমে পানীয়ের মধ্যে ডুবিয়ে) তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে।'[২২]

مَا قُطِعَ مِنْ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ

জীবিত প্রাণী হতে কর্তিক অংশ মৃত প্রাণী বলে গণ্য

١٥- وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ «مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيْمَةِ -وَهِيَ حَيَّةٌ- فَهُوَ مَيِّتٌ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

১৫। আবূ ওয়াকিদ আল-লায়সী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'জীবিত কোন জন্তুর শরীরের অংশ বিশেষ কেটে নেয়ার পর তা (পশুটি) জীবিত থাকলে সেটা (কাটা অংশ) মৃত গন্য করা হবে। (অথাৎ ঐ অংশটি হারাম।) আবূ দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন এবং শব্দ বিন্যাস তাঁরই। (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[২৩]

---

২০. আহমাদ (৫৬৯০); ইবনু মাযাহ (৩৩১৪); এর সনদ দুর্বল। ইবনু হাজার এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু ইবনু উমার হতে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে সহীহ মন্তব্য করেছেন। কেননা তার মাওকূফ বর্ণনার ক্ষেত্রে মারফূ'এর বিধান প্রযোজ্য হয়। যেমনটি ইমাম বায়হাকী বলেছেন।

২১. বুখারী (৩৩২০), (৫৭৮২)

২২. সুনান আবূ দাঊদ (৩৮৪৪), এ হাদীসের সূত্রটি সহীহ।

২৩. হাসান। আবূ দাঊদ (২৮৫৮); তিরমিযী (১৪৮০); আতা বিন ইয়াসার সূত্রে আবূ ওয়াকি আল-লাইসী থেকে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় আগমন করে দেখলেন যে, লোকেরা উটের কূঁজ এবং বকরির নিতম্বের গোশ্‌ত (আহার উদ্দেশ্যে) কেটে নিচ্ছে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابُ الْآنِيَةِ

অধ্যায় (২) : পাত্র

تَحْرِيْمُ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيْ انِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে খাওয়া বা পান করা হারাম

١٦- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ «لَا تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوْا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬। হুযাইফাহ বিন্ ইয়ামান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না এবং এগুলোর বাসনে আহার করো না। কেননা দুনিয়াতে এগুলো কাফিরদের জন্য আর আখিরাতে তোমাদের জন্য।[২৪]

تَحْرِيْمُ الشُّرْبِ فِيْ انِيَةِ الْفِضَّةِ

রৌপ্যের পাত্রে পান করা অবৈধ

١٧- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭। উম্মু সালামাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে সে যেন তার পেটে জাহান্নামের আগুনই ঢক্ ঢক্ করে ভরে নেয়।'[২৫]

طَهَارَةُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ اذَا دُبِغَ

মৃত প্রাণীর চামড়া দাবাগাত করলে পবিত্র হয়

١٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ».

১৮। ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "দাবাগাত (বিষেশ পন্থায় পাকানো) দিলে চামড়া পাক হয়ে যায়।'[২৬] আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহতে আছে ঃ "যে কোন চামড়া দাবাগত করলে তা পবিত্র হয়।[২৭]

---

২৪. বুখারী (৫৪২৬); মুসলিম (২০৬৭); আব্দুর রহমান বিন আবূ ইয়া'লা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা হুযাইফাহ এর নিকট ছিলেন। তিনি পানি পান করতে চাইলেন। ফলে তাকে এক অগ্নিপূজারী পান করালেন। যখন পানপাত্রটিকে হাত থেকে রাখলেন তখন তাকে ছুড়ে মারলেন এবং বললেন, এ ব্যাপারে আমাকে অনেকবার নিষেধ করা হয়েছে। তিনি যেন বলছেন, আমি একাজ করতাম না। কিন্তু নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি: রেশম বস্ত্র পরিধান করবে না এবং......। হাদীসের শব্দ ইমাম বুখারী রহ. এর। তার বর্ণনায় ولنا في الآخرة আর আমাদের জন্য আখিরাতে শব্দ টি রয়েছে। এই বাক্যটি মুসলিমের বর্ণনায় নেই।

২৫. বুখারী (৫৬৩৪); মুসলিম (৭ ২০৬৫)

١٩- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «دِبَاغُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ طُهُوْرُهَا» صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১৯। সালামাহ বিন্ মুহাব্বিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'মৃত পশুর চামড়া দাবাগত করা হলেই পাক হয়)।' ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[২৮]

٢٠- وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ يَجُرُّوْنَهَا، فَقَالَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟" فَقَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ"» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

২০। মাইমুনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি মৃত ছাগলের নিকট দিয়ে গমণের সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখলেন যে, লোকেরা সেটিকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, 'এর চামড়াটা যদি নিতে ?' তারা বললো, 'এটা তো মৃত ছাগল।' তিনি তাদের বললেন, 'পানি ও বাবলার ছাল একে পবিত্র করে দিবে।'[২৯]

حُكْمُ انِيَةِ اهْلِ الْكِتَابِ

আহলে কিতাব (ইহুদী-খ্রীস্টান)দের খাবার পাত্র ব্যবহারের বিধান

٢١- وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ﷺ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ [فَ] قَالَ: "لَا تَأْكُلُوْا فِيْهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوْا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوْهَا، وَكُلُوْا فِيْهَا"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২১। আবূ শা'লাবা আল-খুশানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা তো আহলে কিতাব অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস করি। তাহলে কি আমরা তাদের পাত্রে আহার করতে পারব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সেগুলোতে খাবে না। তবে অন্য বাসনপত্র না পাও তবে খেতে পার; যদি না পাও তবে তা ধুয়ে নিয়ে তাতে খাবে।'[৩০]

جَوَازُ اسْتِعْمَالِ انِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ

মুশরিকদের পাত্র ব্যবহার বৈধ

٢٢- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوْا مِنْ مَزَادَةِ اِمْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ.

---

২৬. মুসলিম (৩৬৬)

২৭. নাসায়ী (৭৭৩); তিরমিযী (১৭২৮); ইবনু মাজাহ (৩৬০৯)। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্বের হাদীসের মতো এটিও সহীহ। বিঃ দ্রঃ হাফেজ ইবনু হাজার وعند الأربعة বলে ভুল করেছেন। কেননা ইমাম আবূ দাউদ এ শব্দে হাদীস বর্ণনা করেননি। বরং আবূ দাউদের শব্দ ইমাম মুসলিমের শব্দের ন্যায়।

২৮. ইবনু হাজার এ হাদীস বর্ণনায় ভুল করেছেন। অধিকন্তু ইবনু হিব্বানের এ শব্দকে ইবনুল মুহাব্বিক এর বর্ণনার সাথে সংযুক্ত করা সঠিক নয়। বরং এটা আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শব্দ।

২৯. আবূ দাউদ (৪১২৬); নাসায়ী (১৭৫-৭৭৪); এ হাদীসের আরো সমর্থক হাদীস রয়েছে।

৩০. বুখারী (৫৪৭৮); (৫৪৯৬); মুসলিম (১৯৩০); আবূ সা'লাবাহ হতে এ হাদীসের আরো কিছু সূত্র এবং শব্দ রয়েছে।

২২। 'ইম্‌রান বিন্ হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবীগণ জনৈকা মুশ্‌রিকা (বেদ্বীন) মহিলার মাযাদাহ নামের চামড়ার তৈরি পাত্রে পানি নিয়ে ওযু করেছিলেন। এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিমের বড় একটি হাদীসের অংশ বিশেষ।[৩১]

جَوَازُ اصْلَاحِ الْانَاءِ بِسِلْسِلَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ

রূপার রিং বা আংটা দিয়ে পাত্রের মেরামত বৈধ

٢٣- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ اِنْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

২৩। আনাস্ বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (স)-এর একটি পান পাত্র ফেটে গেলে তিনি ফাটা স্থান রূপোর তার পেচিয়ে বেঁধে দেন।[৩২]

بَابُ ازَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

অধ্যায় (৩) : নাজাসাত (অপবিত্রতা) দূরীকরণ ও তার বিবরণ

نَجَاسَةُ الْخَمْرِ

মদ বা শরাবের অপবিত্রতা

٢٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: «سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: "لَا"» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

২৪। আনাস বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, 'মদকে কি সির্‌কায় রূপান্তর করা যায়?' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'না'। -মুসলিম ও তিরমিযী। তিনি একে হাসান সহীহ্ বলেছেন।[৩৩]

نَجَاسَةُ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ

গৃহপালিত গাধার (গোশত) অপবিত্র

٢٥- وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: "إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ [اَلْأَهْلِيَّةِ]، فَإِنَّهَا رِجْسٌ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তাল্‌হাকে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাইবার যুদ্ধে (লোকেদের মাঝে) এমর্মে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদেরকে গাধার গোশত হতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা অপবিত্র।[৩৪]

---

৩১. ইবনু হাজার যে শব্দে হাদীস বর্ণনা করেছেন বুখারী ও মুসলিমে সে শব্দের কোন অস্তিত্ত নেই।
৩২. বুখারী (৩১০৯)
৩৩. মুসলিম (১৯৮৩)

طَهَارَةُ لُعَابِ الْإِبِلِ

উটের মুখের লালা পবিত্র

٢٦- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ﷺ قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيْلُ عَلَى كَتِفَيَّ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

২৬। 'আমর বিন্ খারিজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিনায় আমাদের মাঝে আরোহীর পিঠে সওয়ার অবস্থায় খুৎবাহ প্রদান করছিলেন আর তাঁর উটের (মুখ নিঃসৃত) লালা আমার দু'কাঁধের উপর চুয়ে পড়ছিল। (তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)[৩৫]

بَيَانُ كَيْفِيَّةِ ازَالَةِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

কাপড় থেকে বীর্য দূরীকরণের পদ্ধতি

٢٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغُسْلِ فِيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৭। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কাপড় হতে শুক্র ধুয়ে ফেলে ঐ কাপড়েই সলাত আদায় করতে চলে যেতেন আর ধোয়ার চিহ্নটা আমি কাপড়ের মধ্যে দেখতে পেতাম।'[৩৬]

٢٨- وَلِمُسْلِمٍ: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيْهِ» وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ».

২৮। মুসলিমে রয়েছে– 'রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাপড় হতে আমি শুক্রকে ভালভাবে ঘষে উঠিয়ে দিতাম। অতঃপর তিনি ঐ কাপড় পরিধান করেই সলাত আদায় করতেন।"[৩৭] মুসলিমের অন্য শব্দে এরূপ আছে, "শুক্র শুকনো থাকলে তার কাপড় হতে আমি নিজের নখ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলে দিতাম।[৩৮]

---

৩৪. বুখারী (২৯৯১); মুসলিম (১৯৪০) মুহাম্মাদ বিন সীরীন সূত্রে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে। ইমাম মুসলিম من عمل الشيطان শয়তানের কাজ' কথাটি বৃদ্ধি করেছেন।

৩৫. আবূ দাঊদ (৪৮৭) তিরমিযী (২১২১); এ হাদীসের সনদে দুর্বলতা থাকলেও এর সমর্থক হাদীস রয়েছে। হাদীসটি পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল। ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৬. বুখারী (২২৯); মুসলিম (২৮৯); সুলাইমান বিন ইয়াসার সূত্রে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে। আর উল্লেখিত শব্দ ইমাম মুসলিমের।

৩৭. মুসলিম (২৮৮)

৩৮. মুসলিম (২৯০) আব্দুল্লাহ বিন শিহাব খাওলানী সূত্রে। তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট গেলাম। অতঃপর রাত্রিতে আমার কাপড়ে স্বপ্নদোষ হয়ে গেল। ফলে কাপড়কে আমি পানিতে ডুবিয়ে দিলাম। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র এক দাসী তা দেখে ফেলল। সে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে এই সংবাদ দিয়ে দিল। অতঃপর আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকটে আমাকে ডাকা হলো। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কেন এমন করলে? আমি বললাম, লোকেরা স্বপ্নে যা দেখে থাকে আমিও

كَيْفِيَّةُ تَطْهِيْرِ الثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ

শিশু ছেলে ও মেয়ের পেশাব যুক্ত কাপড় পবিত্রকরণের পদ্ধতি

٢٩- وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

২৯ আবূ সামহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'শিশুকন্যার পেশাব লাগলে ধুয়ে ফেলবে আর দুগ্ধপোষ্য পুত্র সন্তানের পেশাব লাগলে তাতে পানি ছিটা দিবে। হাকিম একে সহীহ বলেছেন।[৩৯]

كَيْفِيَّةُ تَطْهِيْرِ الثَّوْبِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ

(মহিলাদের) ঋতুস্রাব রক্তের কাপড় পবিত্রকরণের পদ্ধতি

٣٠- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ -فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ-: «"تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيْهِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩০। আবূ বাক্‌র সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কন্যা আস্‌মা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। হায়িযের রক্ত কাপড়ে লেগে যাওয়া প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'পানি দিয়ে ঘষা দিবে তারপর পানি দ্বারা ভালোভাবে ধৌত করবে। অতঃপর সলাত আদায় করবে।'[৪০]

الْعَفْوُ عَنْ اثَرِ لَوْنِ دَمِ الْحَيْضِ

মহিলাদের ঋতুস্রাব ধৌত করার পর (কাপড়ে) এর চিহ্ন মার্জনীয়

٣١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: «يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: "يَكْفِيْكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ"» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ.

তাই দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি কি কাপড়ে কিছু দেখেছো। আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি যদি কিছু দেখতে পেতে তবে গোসল করতে। তুমি কি দেখনি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাপড় হতে শুকনো শুক্র আমার নখ দিয়ে খুঁচড়িয়ে তুলে দেই।

৩৯. আবূ দাউদ (৩৭৬); নাসায়ী (১৫৮); হাকিম (১৬৬) আবূ সামহ হতে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খিদমত করছিলাম। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন গোসল দেয়ার ইচ্ছে করলেন, আমাকে বললেন, তুমি আমার দিকে পিঠ করে ঘুরে দাড়াও, আমি তাই করলাম। ইতোমধ্যে হাসান অথবা হুসাইনকে সেখানে নিয়ে আসা হলো। সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিঠে পেশাব করে দিল। ফলে তা ধোয়ার জন্য উদ্যত হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। এ হাদীসের সনদ অত্যন্ত সুন্দর। তা না হলেও এর অনেক সমর্থক হাদীস থাকার কারণে আমি হাদীসটি সহীহ বলতাম।

৪০. বুখারী (২২৭), (৩০৭); মুসলিম (২৯১) ফাতিমাহ বিনতে মুনজির সূত্রে, তিনি তার দাদী আসমা হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

Contents

৩১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওয়ালাহ বিন্‌তে ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) নাবী (স)-কে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! যদি রক্ত-চিহ্ন দূর না হয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'কেবল পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট, রক্তচিহ্ন তোমার কোন ক্ষতি করবে না।'–তিরমিযী দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন।[৪১]

بَابُ الْوُضُوْءِ

অধ্যায় (৪) : উযূর বিবরণ

حُكْمُ السِّوَاكِ عِنْدَ الْوُضُوْءِ

অযূর সময় মেসওয়াক করার বিধান

٣٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

৩২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, 'আমি আমার উম্মাতের উপর কঠিন হওয়ার ধারণা না করতাম তবে প্রত্যেক উযুর সঙ্গে মিসওয়াক করার আদেশ করতাম। মালিক, আহমাদ ও নাসায়ী। ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন। বুখারী এটিকে মুআল্লাক রূপে বর্ণনা করেছেন। (ইবনু খুযাইমাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)[৪২]

كَيْفِيَّةُ وُضُوْءِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অযূর পদ্ধতি

٣٣- وَعَنْ حُمْرَانَ رضي الله عنه؛ «أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه دَعَا بِوَضُوْءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৩। হুম্‌রান (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। একদা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন এবং তিনি প্রথমে তিনবার দু' হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুলেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন, তারপর তিনবার তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর তিনবার ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর বাম হাতও অনুরূপভাবেধৌত করলেন। অতঃপর তিনবার ডান পা 'টাখ্‌নু সহ ধৌত করলেন, তারপর বাম পা একইভাবে ধৌত করলেন। তারপর বললেন, 'আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমার এ উযুর মতই উযু করতে দেখেছি।'[৪৩]

---

৪১. হাসান। আবূ দাঊদ (৩৬৫) এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৪২. ইমাম বুখারী (ফাতহুল বারী ৪৫৮) দৃঢ়তার শব্দে হাদীসটিকে মু'আল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনায় عند শব্দের পরিবর্তে مع শব্দ রয়েছে। আহমাদ (২/৪৬০, ৫১৭); নাসায়ী তার সুনানুল কুবরায় (২৯৮); ইবনু খুযাইমাহ (১৪০)। বুখারী মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আরো বিভিন্ন শব্দ এবং সনদ রয়েছে।

৪৩. বুখারী (১৫৯); মুসলিম (২২৬) আতা বিন ইয়াযিদ আল-লাইসী সূত্রে হুমরান থেকে বর্ণনা করেছেন।

مَسْحُ الرَّاسِ مَرَّةً وَاحِدَةً

মাথা একবার মাসাহ্ করা

٣٤- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ -فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

৩৪। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উযু করার পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাত্র একবার মাথা মাস্হ করেছিলেন। -আবূ দাঊদ। নাসায়ী ও তিরমিযী সহীহ্ সানাদে; বরং তিরমিযী বলেন, এ বাবে বর্ণিত হাদীসগুলির মধ্যে এটি সর্বাধিক সহীহ্।[৪৪]

كَيْفِيَّةُ مَسْحِ الرَّاسِ

মাথা মাসাহ্ করার বিবরণ

٣٥- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَاصِمٍ ﷺ -فِي صِفَةِ الْوُضُوْءِ- قَالَ: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ: «بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ».

৩৫। 'আবদুল্লাহ্ বিন্ যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দু'হাতকে (মাথা মাস্হর সময়) সামনে থেকে পিছনে এবং পিছন থেকে সামনে টেনে নিয়ে এলেন।[৪৫]

তাদের উভয়ের অন্য বর্ণনায় আছে, মাথার সম্মুখভাগ হতে মাস্হ শুরু করলেন এবং হাতদ্বয়কে মাথার শেষ অবধি নিয়ে গেলেন অতঃপর সেখান থেকে হাতদ্বয়কে শুরু করার স্থানে ফিরিয়ে আনলেন[৪৬]

صِفَةُ مَسْحِ الأُذُنَيْنِ

দু'কান মাসাহ্ করার বিবরণ

٣٦- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -فِي صِفَةِ الْوُضُوْءِ- قَالَ: «ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

৩৬। 'আবদুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি ওযুর নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন, অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মাথা মাস্হ করার জন্য তাঁর দু' হাতের শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয়কে তাঁর দু' কানের ছিদ্রে ঢুকাজলন ও বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় দিয়ে দু'কানের উপরিভাগে মাস্হ করলেন। ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[৪৭]

---

৪৪. আবূ দাঊদ (১১১)

৪৫. বুখারী (১৮৬); মুসলিম (২৩৫)

৪৬. বুখারী (১৮৫); মুসলিম (২৩৫)

৪৭. আবূ দাঊদ (৯১৩৫); নাসায়ী (১/৮৮) 'আমর বিন শুয়াইব সূত্রে তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। এর আরো সমর্থক হাদীস রয়েছে। কিন্তু আবূ দাঊদে যে শব্দে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা সহীহ নয়।

مَشْرُوْعِيَّةُ الْاسْتِنْثَارِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ

ঘুম থেকে উঠার সময় নাক পরিষ্কার করা শরীয়ত সম্মাত

٣٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা হতে জাগ্রত হবে তখন সে যেন তিনবার তার নাক ঝেড়ে নেয়, কেননা শয়তান নাকের ছিদ্র পথে রাত্রি যাপন করে।'[৪৮]

وُجُوْبُ غَسْلِ كَفَّي الْقَائِمِ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ اِدْخَالِهِمَا فِي الْاِنَاءِ

ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তির দু'হাতের তালু কোন পাত্রে প্রবেশ করার পূর্বে ধৌত করা আবশ্যক

٣٨- وَعَنْهُ: «إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

৩৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরো বর্ণনা করেন, 'তোমাদের কেউ যেন ঘুম থেকে উঠে তিনবার তার হাত ধুয়ে না নেয়ার পূর্বে পানির পাত্রে না ডুবিয়ে দেয়। কেননা, সে তো জানে না যে, ঘুমের অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিল।'[৪৯]

بَيَانُ شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ الْوُضُوْءِ

অযুর পদ্ধতির বিবরণ

٣٩- وَعَنْ لَقِيْطِ بْنُ صَبْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَسْبِغْ الْوُضُوْءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ».

৩৯। লাকীত বিন সাবিরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'ভালভাবে উযু কর ও আঙ্গুলের ফাঁকা স্থানে খিলাল কর, সওম পালনকারী না হলে নাকে পূর্ণমাত্রায় পানি প্রবেশ করাও।" আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[৫০] আবূ দাউদের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যখন তুমি উযু করবে তখন কুলি করবে।'[৫১]

---

৪৮. বুখারী (৩২৯৫); মুসলিম (২৩৮)

৪৯. সহীহ্। বুখারী (১৬২); মুসলিম (২৭৮) শব্দ মুসলিমের।

৫০. সহীহ । আবূ দাঊদ (১৪২, ১৪৩) নাসায়ী (১/৬৬,৬৯); তিরমিযী (৩৮); ইবনু মাজাহ (৪৪৮); ইবনু খুযাইমাহ (১৫০, ১৬৮) 'আসিম বিন লাক্বীত বিন সাবেরাহ সূত্রে, তিনি তাঁর পিতা হতে।

৫১. সুনান আবূ দাঊদ (১৪৪)

حُكْمُ تَخْلِيْلِ اللِّحْيَةِ فِي الْوُضُوْءِ

অযুতে দাড়ি খেলাল (ভেজা আঙ্গুল দিয়ে দাড়ির গোড়া ভিজানো) করার বিধান

٤٠- وَعَنْ عُثْمَانَ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوْءِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

৪০। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উযু করার সময় তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন।[৫২]

مَشْرُوْعِيَّةُ دَلْكِ اعْضَاءِ الْوُضُوْءِ

অযুর অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো ঘষা শরীয়তসম্মত

٤١- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

৪১। 'আবদুল্লাহ্ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খিদমতে দুই তৃতীয়াংশ মুদ (প্রায় আধা সের) পরিমাণ পানি পেশ করা হলে তিনি তা দিয়ে তাঁর দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ঘষে ধুতে লাগলেন।"[৫৩]

مَشْرُوْعِيَّةُ اخْذِ مَاءٍ جَدِيْدٍ لِلرَّاسِ

মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানি গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত

٤٢- وَعَنْهُ، «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ عِنْدَ "مُسْلِمٍ" مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَهُوَ الْمَحْفُوْظُ.

৪২। ['আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] থেকে আরো বর্ণিত। 'তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মাথা মাস্হ-এর অবশিষ্ট পানি ব্যতীত কান মাস্হ করতে নতুনভাবে পানি নিতে দেখেছেন।[৫৪]

মুসলিমের সুরক্ষিত শব্দ বিন্যাস এরূপ- 'এবং তিনি তাঁর মাথা মাস্হ করেছিলেন। তাঁর হস্তদ্বয়ের অবশিষ্ট পানি ব্যতীত অন্য পানি দিয়ে।'[৫৫]

---

৫২. তিরমিযী (৩১); ইবনু খুযাইমাহ (১/৭৮-৭৯)। ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: শাহেদের কারণে হাদীসটি হাসান সহীহ। কেননা হাদীসটির দশের অধিক সাহাবা থেকে সমর্থক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৫৩. আহমাদ (৪/৩৯); ইবনু খুযাইমাহ (২২৮) ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন। হাদীসের শব্দ ইবনু খুযাইমাহর

৫৪. বায়হাক্বী (১/৬৫); বায়হাক্বী বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। তিরমিযীও একে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম নববী তাঁর আল-মাজমূ' (১/৪১২) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনু উসাইমীন আশ-শারহুল মুমত্বি (১/১৭৮) ও শারহে বুলূগুল মারাম (১/১৮৯) গ্রন্থে হাদীসটিকে শায বলেছেন। শায়খ আলবানী সিলসিলা সহীহা (১/৯০৫) গ্রন্থে হাদীসটি শায এবং সহীহ নয়।

৫৫. মুসলিম (২৩৬), ইমাম বায়হাক্বী বলেন, এটি পূর্বে এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহীহ।

بَيَانُ فَضِيْلَةِ الْوُضُوْءِ وَثَوَابِهِ

অযূর ফযীলত ও তার সওয়াবের বিবরণ

٤٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «"إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ، مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ، فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৪৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামাতের দিনে আমার উম্মত ওযুর চিহ্ন বহনকারী গুররান মুহাজ্জালীন (উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও হাত পা) সহ হাযির হবে। তাই ঐ উজ্জ্বলতা যারা বৃদ্ধি করতে সক্ষম তারা যেন তা বৃদ্ধি করে নেয়।[৫৬]

حُكْمُ التَّيَمُّنِ فِي الْأُمُوْرِ وَمِنْهَا الْوُضُوْءُ

সকল বিষয় বিশেষ করে অযু ডান দিক থেকে শুরু করার বিধান

٤٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُوْرِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৪। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জুতা পরিধান করা, চুল আচঁড়ানো, উযু সহ সকল ভালো কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।'[৫৭]

الْأَمْرُ بِالْبَدْءِ بِالْمَيَامِنِ فِي الْوُضُوْءِ

অযূতে ডান দিক থেকে শুরু করার নির্দেশ

٤٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فابدأوا بِمَيَامِنِكُمْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

৪৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা যখন উযু করবে তখন ডান দিক হতে আরম্ভ করবে।'[৫৮]

الْاكْتِفَاءُ بِمَسْحِ النَّاصِيَةِ مَعَ الْعِمَامَةِ

পাগড়ি সহকারে মাথার সম্মুখভাগ মাসাহ করা যথেষ্ট

---

৫৬. সহীহ্ । বুখারী (১৩৬); মুসলিম (৩৫, ২৪৬) শব্দ বিন্যাস মুসলিমের। আর ....فمن استطاع কথাটি আবূ হুরায়রা হতে মুদরাজ হিসেবে বর্ণিত।

৫৭. বুখারী (১৬৮); মুসলিম (৬৭, ২৬৮) মাসরূকের সূত্রে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে।

৫৮. আবূ দাঊদ (৪১৪১); তিরমিযী (১৭৬৬); নাসায়ী তাঁর সুনানুল কুবরায় (৫/৪৮২); ইবনু মাজাহ (৪০২) ইবনু খুযাইমাহ (১৭৮) ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন। হাদীসের শব্দ ইবনু মাজাহর। আর আবূ দাঊদ ও ইবনু খুযাইমাহর শব্দ হলো "إذا لبستم، وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم" তোমরা যখন পোশাক পরবে বা ওযু করবে তখন তোমাদের ডানদিক হতে শুরু করবে। তিরমিযী ও নাসায়ীর শব্দ হচ্ছে: كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه তিনি যখন পোশাক পরতেন তখন ডান দিক হতে শুরু করতেন। এ থেকে পরিস্কার হয়ে যায় যে, হাফেজ ইবনু হাজার তাখরীজ করার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন।

٤٦- وَعَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৪৬। মুগীরাহ বিন্ শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওযু করাকালে তাঁর কপাল, পাগড়ি ও মুজাদ্বয়ের উপর মাস্‌হ করেছেন।'[৫৯]

وُجُوْبُ التَّرْتِيْبِ فِي الْوُضُوْءِ

অযূতে ধারাবাহিকতা রক্ষা আবশ্যক

٤٧- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «اِبْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، هَكَذَا بِلَفْظِ الْأَمْرِ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَرِ.

৪৭। জাবির বিন্ 'আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হজ্জের পদ্ধতি বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, '(কুরআনে) আল্লাহ্ যা দিয়ে শুর করেছেন তোমরাও (সায়ী) তা দিয়ে শুরু কর।' নাসায়ী আদেশমূলক শব্দে বর্ণনা করেছেন।[৬০] এবং মুসলিমে (এটা বিবৃতি সূচক শব্দ দ্বারা) বর্ণিত হয়েছে।[৬১]

اِدْخَالُ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوْءِ

অযুতে দু'কনুইকে অযূর অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা

٤٨- وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيَّ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

৪৮। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত। 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওযু করার সময় তাঁর দু' কনুই-এর উপর পানি ফিরাতেন।' -দারাকুত্নী দুর্বল সানাদে এটি বর্ণনা করেছেন।[৬২]

---

৫৯. সহীহ্ মুসলিম (৮৩, ২৭৪)

৬০. সহীহ্ নাসায়ী (৫৩৬)

৬১. মুসলিম (২/৮৮৮); তিনি أبدأ শব্দে বর্ণনা করেন। দেখুন (৭৪২)

৬২. অত্যন্ত দুর্বল। দারাকুতনী (১/১৫/৮৩) এ হাদীসের সানাদে কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল মাতরূক। যিয়াউদ্দীন মাকসেদী তাঁর আস সুনান ওয়াল আহকাম (১/৯৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন উকাইল রয়েছে। ইমাম আহমাদ তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি তেমন কেউ নন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাতরূকুল হাদীস। ইমাম যাহাবী তাঁর তানকীহুত তাহক্বীক (১/৪৭) গ্রন্থে বলেন, আল কাসিম হচ্ছে মাতরূক। ইমাম যঈলয়ীও তাঁর তাখরীজুল কাশশাফ (১/৩৮৩) গ্রন্থেও হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আল কাফী আশ শাক (৯০) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দুর্বল। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (১/৮০) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আল কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন উকাইল রয়েছে যিনি মাতরূক। ইমাম দারাকুতনীও তাঁর সুনানে (১/২১৫) উক্ত রাবী শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম শওকানী ফাতহুল কাদীর (২/২৭) গ্রন্থে বলেন, আল কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ মাতরূক আর তার দাদা দুর্বল বর্ণনাকারী। ইমাম শওকানী তাঁর সাইলুল জাররার (১/৮৩) গ্রন্থে বলেন, উক্ত রাবীর বিতর্কের বিষয়টি অতি প্রসিদ্ধ। ইমাম তাঁর খুলাসা (১/১০৮) এবং আল মাজমূ' (১/৩৮৫) গ্রন্থেও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে শাইখ আলবানী তাঁর সিলসিলা সহীহাহ (২০৬৭) গ্রন্থে বলেন, এর আরও সূত্র থাকায় এটি শক্তিশালী হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি সহীহুল জামে' (৪৬৯৮) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

حُكْمُ التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوْءِ

অযূতে বিসমিল্লাহ্ বলার বিধান

٤٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

৪৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, '(ওযুর শুরুতে) যে ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহ্' না বলে, তার ওযু শুদ্ধ হয় না।' ইবনু মাজাহ এটি দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন।[৬৩]

٥٠- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ.

৫০। তিরমিযীতে হাদীসটি সা'ঈদ বিন্ যায়দ থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৬৪]

٥١- وَأَبِي سَعِيْدٍ ﷺ نَحْوُهُ قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيْهِ شَيْءٌ.

৫১। আবূ সা'ঈদ হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৬৫] আহমাদ বলেন, 'বিসমিল্লাহ বলা প্রসঙ্গে কিছু প্রমাণিত নেই।'[৬৬]

كَيْفِيَّةُ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ

কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার পদ্ধতি

٥٢- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ﷺ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

৫২। ত্বালহা বিন মুসরিফ হতে বর্ণিত। তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা (কা'ব্ বিন্ 'আমর্ হাম্দানী) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য করতে দেখেছি। (অর্থাৎ দুই কাজে আলাদা আলাদা পানি ব্যবহার করতেন)। আবূ দাঊদ এটি দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন।[৬৭]

---

৬৩. কতক শাওয়াহেদ তথা সমর্থক হাদীস থাকার কারণে হাদীসটি হাসান। আহমাদ (২/৪১৮); আবূ দাঊদ (১০১), ইবনু মাজাহ (৩৯৯)

৬৪. সুনান তিরমিযী (২৫)

৬৫. আল-ইলালুল কুবরা (১১২-১১৩)

৬৬. যেমনটি "মাসায়েল ইবনু হানী"তে (১/১৬/৩) বর্ণিত হয়েছে। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: কিন্তু হাদীসটি কতক সমর্থক হাদীস থাকার কারণে সহীহ। হাফেজ ইবনু হাজার ব্যতীত অন্যান্যরা একে সহীহ বলেছেন।

৬৭. যঈফ। আবূ দাঊদ (১৩৯), ইবনুল মুলকিন তাঁর খুলাসা আল বাদরুল মুনীর (১/৩২) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, আর তিনি একই গ্রন্থে (২/১০৪) এবং তুহফাতুল মুহতাজ (১/১৮২) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি দুর্বল, কেননা প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট লাইস বিন আবূ সুলাইম দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে পরিগণিত। ইমাম তাঁর খুলাসা (১/১০১) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন আর আল মাজমূ' (১/৩৮৫) গ্রন্থে বলেছেন : এর সনদ শক্তিশালী নয়। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (১/৮২) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে লাইস বিন আবূ সুলাইম রয়েছেন যিনি দুর্বল

٥٣- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ -فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- «ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

৫৩। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে উযুর পদ্ধতি সম্বন্ধে বর্ণিত। "অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুলি করলেন ও তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে নিলেন। তিনি কুলি করা এবং নাক ঝাড়ার কাজ একবার নেয়া পানিতেই সমাধা করলেন।' -আবূ দাঊদ ও নাসায়ী।[৬৮]

٥٤- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ -فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৪ আবদুল্লাহ্ বিন্ যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে উযুর পদ্ধতি সম্বন্ধে বর্ণিত। 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাত্রে হাত প্রবেশ করালেন এবং একবারে নেয়া পানিতেই কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তিনি অনুরূপ তিনবার করলেন [৬৯]

حُكْمُ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ

অযূর মাঝে বিরতি না দেয়া

٥٥- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «رَأَى النَّبِيُّ رَجُلًا، وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ: "اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ"» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

৫৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক ব্যক্তির পায়ে নখ পরিমাণ জায়গায় ওযুর পানি না পৌঁছা দেখে তাকে বললেন, 'তুমি ফিরে গিয়ে তোমার উযুকে ভালভাবে সমাধা কর।" আবূ দাঊদ নাসায়ী এটি বর্ণনা করেছেন।[৭০]

قَدْرُ الْمَاءِ الَّذِيْ يَكْفِيْ فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ

কতটুকু পরিমাণ পানি দিয়ে অযূ ও গোসল যথেষ্ট হবে

বর্ণনাকারী। ইমাম শওকানী তাঁর সাইলুল জাররার গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটিকে মুসরিফ ওয়ালিদ ত্বলহার অজ্ঞতার কারণে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা হয় কিন্তু ইবনুস সালাহ এর সনদকে হাসান বলেছেন .... । মুহাদ্দিস আযীমাবাদী তাঁর গায়াতুল মাকসূদ (১/৪০৪), আওনুল মা'বূদ (১/১১৭) গ্রন্থেও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ (১৩৯) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার তাঁর আত তালখীসুল হাবীর (১/১১৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে লাইস বিন আবূ সুলাইম দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে যাকে ইয়াহইয়া ইবনুল কাত্তান, ইবনু মুঈন, আহমাদ বিন হাম্বাল পরিত্যাগ করেছেন।

৬৮. এটি পূর্বের হাদীসের একটি অংশ। হাঃ ৩৪

৬৯. এটি পূর্বের হাদীসের একটি অংশ। হাঃ ৩৫

৭০. আবূ দাঊদ (১৭৩), হাদীসটিকে ইবনু হাজার নাসায়ীর সাথে সম্পৃক্ত করে ভুল করেছেন। কেননা হাদীসটিকে সুনানুল কুবরা ও সুনানুস সুগরাতে পাওয়া যায় না।

٥٦- وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৬। উক্ত সহাবী (আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক 'মুদ্দ' (ছয় শত গ্রাম) পানি দিয়ে ওযু ও এক সা' (আড়াই কেজির সামান্য বেশী) থেকে পাঁচ 'মুদ্দ' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন।" (এক সা' অর্থাৎ ৪ মুদ বা ২৬৬০ গ্রাম)[৭১]

مَا يَقُوْلُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

অযূর পর যা বলতে হয়

٥٧- وَعَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ" » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ».

৫৭। 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করবে অতঃপর বলবে- উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু আহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আব্‌দুহু অ রসূলুহু; আল্লাহুম্মাজ্ আল্‌নী মিনাত্ তওয়াবীন অজ্ আল্‌নী মিনাল মুতাত্বহ্‌হেরীন। অর্থ ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই, এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রসূল।" যে এই দুয়া পাঠ করবে সে যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে– মুসলিম[৭২] ও তিরমিযী। তিরমিযীতে অতিরিক্ত আছে, "হে আল্লাহ্ আমাকে তাওবাহকারী ও পবিত্রতা হাসিলকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর।" তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেয়া হবে।'[৭৩]

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অধ্যায় (৫) : মাজার উপর মাস্‌হ

بَيَانُ حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

মোজার উপর মাসাহ করার বিধান

---

৭১. বুখারী (২০১); মুসলিম (৫১, ৩২৫)

৭২. মুসলিম (২৩৪) উকবাহ বিন আমির হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের উপর উট চরানোর দায়িত্ব ছিল। অতঃপর আমার বিশ্রামের পালা এসে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে লক্ষ্য করলাম। আমি এ কথাটুকু শুনতে পেলাম, "কোন মুসলিম যখন উত্তমরূপে ওযূ করে গভীর মনোযোগের সাথে দুরাকায়াত সলাত আদায় করে। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। রাবী বলেন, আমি বললাম এটা কতনা উত্তম। আমাকে হঠাৎ করে একজন বলল, এটা পূর্বে থেকেই উত্তম। অতঃপর আমি দেখি যে তিনি উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি বললেন, আমি তো দেখছি যে, তুমি এইমাত্র বুঝতে পেরেছ। তারপর তিনি এহাদীস শুনালেন। এবং এর সাথে আরো বৃদ্ধি করে বললেন, আটটি দরজার যেকোনটি দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে।

৭৩. সুনান তিরমিযী (৫৫) , তিরমিযী হতে এই অতিরিক্ত বর্ণনাটি সহীহ নয়।

٥٨- عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৮। মুগীরাহ বিন্ শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'আমি নাবী (স)-এর সাথে (তাবুকের যুদ্ধে) উপস্থিত ছিলাম। তিনি (ফাজ্‌রের) সলাতের জন্য উযু করার সময় আমি তাঁর পায়ের মোজা দুটো খুলে নিতে চাইলাম।' তখন তিনি আমাকে বললেন, 'ও দু'টি থাকতে দাও, আমি ওগুলো ওযুর অবস্থায় পরেছিলাম।' অতঃপর তিনি ঐগুলোর উপর মাস্‌হ করলেন।"[৭৪]

مَحَلُّ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

মোজার উপর মাসাহ্ করার পরিমাণ

٥٩- وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ» وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

৫৯। নাসায়ী ব্যতীত সুন্নান চতুষ্টয়ে (আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ) বর্ণিত আছে, নাবী (ﷺ) চামড়ার মোজার উপরে ও নীচের দিকে মাসাহ করেছিলেন। এটার সানাদ দুর্বল।[৭৫]

٦٠- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৬০ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- 'দ্বীন যদি কিয়াস বা বুদ্ধির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হত তবে মাস্‌হ করার ক্ষেত্রে মোজার উপরি ভাগে মাস্‌হ করার চেয়ে নীচের দিক মাস্‌হ করাই উত্তম (গন্য) হত অবশ্যই নাবী (ﷺ)-কে আমি মোজার উপরিভাগে মাস্‌হ করতে দেখেছি। -আবূ দাঊদ এটিকে হাসান সানাদে বর্ণনা করেছেন।[৭৬]

تَوْقِيْتُ الْمَسْحِ وَانَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْحَدَثِ الْاَصْغَرِ

মাসাহ্-এর সময়-সীমা। সেটা ছোট নাপাকীর সাথে নির্দিষ্ট

৭৪. বুখারী (২০৬); মুসলিম (৭৯, ২৭৪)

৭৫. যঈফ। আবূ দাঊদ (১৬৫) তিরমিযী (৯৭), ইবনু মাজাহ (৫৫০); এ হাদীসে কয়েকটি ত্রুটি আছে। সকল ইমাম এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে (৯৭) ইমাম বুখারী একে বিশুদ্ধ নয় বলেছেন। এবং ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিতে ত্রুটির কথা বলেছেন। ইমাম বাগাবী তাঁর আশ শারহুস সুন্নাহ (১/৩৩৩) গ্রন্থে বলেন, [وعن أبي زرعة ومحمد بن إسماعيل ليس بصحيح]। ইবনু কাসীর তাঁর ইরশাদুল ফাকীহ (১/৪৬) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিস আযীমাবাদী তাঁর গায়াতুল মাকসূদ (২/৫২) ও আওনুল মা'বূদ (১/১৪০) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দুর্বল। আবদুর রহমান মুবারকপুরী তাঁর তুহফাতুল আহওয়াযী (১/২৩৫) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটির ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বিতর্ক রয়েছে। ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম (১/২২৪) গ্রন্থে, বিন বায তাঁর হাশিয়া বুলুগুল মারাম (৯০) গ্রন্থে, শাইখ আলবানী যঈফ তিরমিযী (৯৭) ও যঈফ ইবনু মাজাহ (১০৮) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর ইলালুল কাবীর (৫৬) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়। ইবনু আবদুল বার তাঁর আল ইসতিযকার (১/২৬৯) গ্রন্থে বলেন, এর বর্ণনাকারী সাওর বিন যায়দ তিনি রাজা বিন হুওয়াই থেকে হাদীসটি শুনেননি।

৭৬. সহীহ্ আবূ দাঊদ (১৬২)

٦١- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ.

৬১। সাফ্ওয়ান বিন্ 'আস্সাল্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের আদেশ দিতেন যে, 'আমরা যেন সফরে থাকাবস্থায় তিন দিন তিন রাত জানাবত (ফার্য গোসলের কারণ) ব্যতীত মোজা না খুলি; এমনকি প্রস্রাব পায়খানা ও ঘুমের পরও নয়। শব্দগুলো তিরমিযী ও ইবনু খুযাইমাহ্র। দু'জনেই এটাকে সহীহ্ বলেছেন।[৭৭]

٦٢- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: «جَعَلَ النَّبِيُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ يَعْنِي: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৬২। 'আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসাফির ব্যক্তির পক্ষে তিন দিন তিন রাত ও মুকিম ব্যক্তির পক্ষে এক দিন এক রাত নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ মোজার উপর মাস্হ করার সময়কাল।[৭৮]

جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

পাগড়ির উপর মাসাহ করা বৈধ

٦٣- وَعَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: «بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ - يَعْنِي: الْعَمَائِمَ -وَالتَّسَاخِيْنِ- يَعْنِي: الْخِفَافَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৬৩। সওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি ছোট্ট সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। তাদেরকে পাগড়ি ও চামড়ার মোজার উপর মাস্হ করতে জন্য আদেশ করেন। হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৭৯]

مَا جَاءَ غَيْرُ صَرِيْحٍ فِيْ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيْتٍ

সময় নির্ধারণ ব্যতীত মোজার উপর মাসাহ করা অস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে

٦٤- وَعَنْ عُمَرَ ﷺ -مَوْقُوْفًا- و [عَنْ] أَنَسٍ -مَرْفُوْعًا-: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

---

৭৭. হাসান। নাসায়ী (১/৮৩-৮৪); তিরমিযী (৯৬); ইবনু খুযাইমাহ (১৯৬); ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাসান সহীহ

৭৮. মুসলিম (২৭৬) শুরাইহ বিন হানীর সূত্রে। তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে মোজার উপর মাসাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এলাম। তিনি বললেন, তুমি ইবনু আবী তালিবকে বল কেননা সে আল্লাহর রাসূলের সাথে সফর করতো। অতঃপর আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তার উত্তরে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে في المسح على الخفين ব্যতীত বর্ণনা করেন।

৭৯. আহমাদ (৫৭৭); আবূ দাঊদ (১৪৬); হাকিম (১৬৯); এ হাদীসের ত্রুটি বর্ণনা করা হলেও তা ক্ষতিকর নয়।

Contents

৬৪। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মাওকুফ্‌ভাবে এবং আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ'রূপে বর্ণিত হয়েছে, "তোমাদের কেউ যখন উযূ অবস্থায় মোজা পরবে সে ইচ্ছা করলে জানাবাত বা অপবিত্রতা ছাড়া মোজা না খুলে তার উপর মাস্‌হ করবে ও সলাত আদায় করবে; তবে গোসল করা হলে মোজা খুলতে হবে।" -দারাকুৎনী, হাকিম এটিকে সহীহ্ বলেছেন।[৮০]

اشْتِرَاطُ لُبْسِ الْخُفِّ عَلَى طَهَارَةٍ

মাসাহ করার জন্য পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করা শর্ত

٦٥- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

৬৫। আবূ বাক্‌রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন; "নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসাফির ব্যক্তিকে তিন দিন তিন রাত আর মুকীম (স্থানীয়) ব্যক্তিকে এক দিন এক রাত মোজার উপর মাস্‌হ করতে অনুমতি প্রদান করেছেন, যদি সে উযু অবস্থায় মোজা পরিধান করে থাকে।" দারাকুৎনী, আর একে ইবনু খুযাইমাহ সহীহ্ বলেছেন।[৮১]

مَا جَاءَ صَرِيحًا فِيْ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ بِلَا تَوْقِيتٍ

সময় নির্ধারণ ব্যতীত মোজার উপর মাসাহ করার বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা

٦٦- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ».

৬৬। 'উবাই বিন্ 'ইমারাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি (নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে) আরয করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি কি মোজার উপর মাস্‌হ করতে পারি? তিনি বললেন, 'হাঁ; তিনি (সহাবী) বললেন, 'দু দিন পর্যন্ত করতে পারি?' তিনি বললেন, 'হাঁ' তিনি (সহাবী) বললেন, 'তিনদিন পর্যন্ত করতে পারি?' তিনি বললেন, 'হাঁ' আর তুমি যে ক'দিন ইচ্ছে কর।" আবূ দাউদের এ বর্ণনা মজবুত নয়।[৮২]

---

৮০. দারাকুতনী (১০৩-২০৪); হাকিম (১৮২)

৮১. হাসান। দারাকুতনী; ইবনু কাযাইমাহ (১৯২); এ হাদীসটি দুর্বল হলেও এর কয়েকটি সমর্থক হাদীস থাকার কারণে ইমাম বুখারী হাসান বলেছেন এবং ইমাম তিরমিযী তাঁর ইলাল গ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

৮২. যঈফ। আবূ দাউদ (১৫৮), শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী যঈফ আবূ দাউদ (১৫৮) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। মুহাদ্দিস আযীমাবাদী তাঁর আওনুল মা'বূদ (১/১৩৪) গ্রন্থে বলেন, বর্ণনার অজ্ঞতার কারণে এটি শক্তিশালী নয়। তাছাড়া ইয়াহইয়া বিন আইয়ূবকে নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর তাহযীবুস সুনান (১/২৬৬) গ্রন্থে বলেন, ইয়াহইয়া বিন আইয়ূবকে নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। আর আবদুর রহমান, মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ ও আইয়্যুব বিন ক্বাতন সকলেই অপরিচিত বর্ণনাকারী।

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ

অধ্যায় (৬) : উযু বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ

٦٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ -عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوْسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّئُوْنَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ.

৬৭। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে তাঁর সহাবাগণ 'ইশার সলাতের জামা'আতের জন্য অপেক্ষায় থাকতেন আর নিদ্রায় তাঁদের মাথা ঝুঁকে ঝুঁকে হেলে পড়ত, তারপরও তাঁরা পুনরায় উযু না করেই সলাত আদায় করতেন ।" আবূ দাঊদ এবং দারাকুৎনী একে সহীহ্ বলেছেন;[৮৩] মুসলিমে এর মূল বর্ণনা রয়েছে।[৮৪]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ دَمَ الْاسْتِحَاضَةِ نَاقِضٌ لِلْوُضُوْءِ

ইস্তিহাযার রক্ত অযূকে ভেঙ্গে দেয়

٦٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا.

৬৮। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ বিনতে আবী হুবাইশ একদা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি একজন রক্ত-প্রদর রোগগ্রস্তা (ইস্তিহাযাহ্) মহিলা। আমি কখনো পবিত্র হতে পারি না। এমতাবস্থায় আমি কি সলাত পরিত্যাগ করবো?' আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ না, এতো শিরা হতে নির্গত রক্ত; হায়য নয়। তাই যখন তোমার হায়য আসবে তখন সলাত ছেড়ে দিও। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর সলাত আদায় করবে।'[৮৫]

বুখারীর ইবারতে আছে- "প্রতি ওয়াক্তের সলাত আদায়ের জন্য উযু করে নিবে।"[৮৬] ইমাম মুসলিম এ অংশটি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন বলে আভাস দিয়েছেন।

بَيَانُ حُكْمِ الْمَذْيِ

মযীর হুকুম[৮৭]

---

৮৩. আবূ দাঊদ (২০০); দারাকুতনী (১/১৩১/৩); দারাকুতনী সহীহ বলেছেন।

৮৪. মুসলিম (৩৭৬); মুসলিমের শব্দ হচ্ছে: كام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাগণ ঘুমাতেন অতঃপর সালাত আদায়করতেন তবে ওযু করতেন না।

৮৫. বুকারী (৩২৮); মুসলিম (৩৩৩)

৮৬. ফাতহুল বারী (১/৩৩২)

٦٩- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: «كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ: "فِيهِ الْوُضُوءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৬৯। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি এমন পুরুষ ছিলাম যে, আমার অত্যন্ত বেশি মাযী নিঃসরণ হতো। তাই সহাবী মিক্দাদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বললাম ঃ আপনি নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ প্রসঙ্গে (মুযী বের হলে কি করতে হবে) জিজ্ঞাসা করে নিবেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তার জন্য ওযু করতে হবে। শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[৮৮]

تَقْبِيلُ الْمَرْأَةِ وَلَمْسُهَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ

স্ত্রীকে চুম্বন ও স্পর্শ করাতে অযূ ভঙ্গ হয় না

٧٠- وَعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ.

৭০। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোন এক বিবিকে চুমা খেয়ে সলাত আদায় করতে বের হয়ে গেলেন, এতে তিনি পুনঃ উযু করলেন না। আহমাদ, ইমাম বুখারী একে য'ঈফ বলেছেন[৮৯]

حُكْمُ الشَّكِّ فِي الْحَدَثِ مَعَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতার দৃঢ়তা থাকা সত্ত্বেও নাপাকির ব্যাপারে সংশয়ের বিধান

٧١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৭১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'কোন মুসল্লী যখন তার পেটের মধ্যে কোন (গোলযোগ) অনুভব করবে এবং এতে মনে সন্দেহের সৃষ্টি হবে যে, পেট হতে কিছু (বায়ু) বের হল কিনা; এমতাবস্থায় যতক্ষণ না সে তার কোন শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়। সে যেন মাসজিদ থেকে বের হয়ে না যায়।'[৯০]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ مَسَّ الذَّكَرِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ

পুরুষাঙ্গ স্পর্শতে অযূ বিনষ্ট হয় না

---

৮৭ কামভাব জাগার পর পেশাবের রাস্তা দিয়ে যে পাতলা পানি যা অনিচ্ছাকৃতভাবে বা কোন অনুভূতি ছাড়া বের হয়।

৮৮. বুখারী (১৩২); মুসলিম (৩০৩); মুসলিমের বর্ণনায় فيه শব্দের পরিবর্তে منه শব্দ আছে।

৮৯. আহমাদ (৬১০); যদিও ইমাম বুখারী রহ. যঈফ বলেছেন এবং তিনি ছাড়া অন্যান্যরা এর দোষ ধরেছেন তারপরও এখানে যারা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন তাদের কথাই সঠিক।

৯০. মুসলিম (৩৬২)

٧٢ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ وُضُوْءٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ "لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَقَالَ اِبْنُ الْمَدِيْنِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيْثِ بُسْرَةَ.

৭২। ত্বালক্ বিন্ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'আমি আমার লিঙ্গ স্পর্শ করে ফেলেছি অথবা বললেন, 'যদি কেউ সলাতে তা স্পর্শ করে ফেলে, তবে এর কারণে কি তাকে উযু করতে হবে?' নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'না, এটা তো তোমারই (শরীরের) একটি অংশ বিশেষ।'-৫ জন। আর ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন[৯১] এবং ইব্নুল্ মাদানী (বুখারীর উস্তাদ) বলেন, বুস্রার হাদীস হতে এটি অধিক উত্তম।

مَا جَاءَ فِيْ انَّ مَسَّ الذَّكَرِ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অযূ ভেঙ্গে যায়

٧٣- وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.

৭৩। বুস্রাহ বিনতে সাফ্ওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাঁর পুরুষাংগ স্পর্শ করবে সে যেন উযু করে।' ৫জনে (আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)। তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৯২] আর ইমাম বুখারী বলেন, 'এ বিষয়ে অধ্যায়ের হাদীসগুলোর মধ্যে এটিই সর্বাধিক সহীহ্।'

بَيَانُ شَيْءٍ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ

অযূ ভঙ্গের কতিপয় কারণসমূহের বর্ণনা

---

৯১. হাসান। আবূ দাঊদ (১৮২, ১৮৩); নাসায়ী (১০১); তিরমিযী (৮৫); ইবনু মাজাহ (৪৮৩); আহমাদ (৪৩); ইবনু হিব্বান (২০৭ মাওয়ারেদ)। কিন্তু এ হাদীসটি স্পষ্টতঃ মানসূখ তথা রহিত হয়ে গেয়ে। যখন ইবনু হাযম তাঁর 'মুহাল্লা'য় (১৩৯) কত সুন্দর কথা বলেছেন যে, এ তালক রাবীর হাদীস সহীহ তবে তাদের কথার দুটি দিক দিয়ে সঠিক নয়। ১. এ হাদীসটি লজ্জাস্থান স্পর্শ করার নির্দেশ বর্ণিত হওয়ার পূর্বেকার সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে কোন সন্দেহ নেই। বিষয় যদি এমনই হয়ে থাকে তবে এ হাদীস রহিত হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে ওযু করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। ফলে কোন বিষয়ের রহিতকারী হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস হলে তা বর্জন করা এবং যা মানসূখ বা রহিত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয় তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। ২. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা: এটা তো তোমারই (শরীরের) একটি অংশ বিশেষ।" লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযু করার বিধান দেয়ার পূর্বের উক্তি হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল। কেননা তা পরবর্তীকালের বিষয় হতো তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন কথা বলতেন না। বরং এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ কথাটি রহিত হয়ে গেছে। লজ্জাস্থান যে, "অন্যান্য অঙ্গের মতো" কথার পূর্বে এ বিষয়ে মূলতঃ কোন হুকুমই বর্ণিত হয়নি।

৯২. আবূ দাঊদ (১৮১); নাসায়ী; (১০০);তিরমিযী (৮২); ইবনু মাজাহ (৪৭৯), আহমাদ (৬/৪০৬); ইবনু হিব্বান (২১২ মাওয়ারেদ), এ হাদীস কিছু দোষ ধরা হলেও তা ক্ষতিকর নয়।

٧٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَه وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

৭৪। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির বমি হয়, নাক দিয়ে রক্ত পড়ে ও ভক্ষিত খাদ্য বস্তু মুখ পর্যন্ত চলে আসে কিংবা মাযী নির্গত হয় সে যেন (সলাত ছেড়ে) ওযু করে নেয় এবং (এর মধ্যে কারো সাথে) কোন কথা না বলে; তাহলে সে সলাতের বাকি অংশ সমাধান করে নিবে।'-ইবনু মাজাহ।[৯৩] আহমাদ ও প্রমুখ একে য'ঈফ বলেছেন।

حُكْمُ لَحْمِ الْابِلِ وَالْغَنَمِ مِنْ حَيْثُ النَّقْضِ وَعَدْمِهِ

উট ও বকরীর গোশ্ত ভক্ষণের ফলে অযূ ভঙ্গ হওয়া, না হওয়ার বিধান

٧٥- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৭৫। জাবির বিন্ সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল, মেষ ছাগলের গোশত খেয়ে কি ওযু করবো?' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'যদি তুমি চাও।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'উটের গোশত খেয়ে কি ওযু করবো?' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'হাঁ, করবে।'[৯৪]

حُكْمُ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَالْوُضُوْءِ مِنْ حَمْلِهِ

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে গোসল করা ও তাকে বহন করলে অযূর বিধান

٧٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.

৭৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (স) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল করায় সে নিজেও গোসল করে নিবে। আর যে ব্যক্তি কোন (মাইয়িতকে) বহন করবে সে যেন ওযু করে।' তিরমিযী একে হাসান বলেছেন।[৯৫] ইমাম আহমাদ বলেছেন, 'এ বিষয়ে কোন সহীহ্ হাদীস নেই।'

اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ لِمَسِّ الْقُرْآنِ

কুরআন স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা অর্জন শর্ত

---

৯৩. যঈফ। ইবনু মাজাহ (১২২১)

৯৪. মুসলিম (৩৬০)

৯৫. আহমাদ (৭৬৭৫), তিরমিযী (৯৯৩); একদল আয়েম্মায়ে কেরাম এ হাদীসকে দোষ বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল। যেমনটি বর্ণনা করেছেন ইবনু হাজার আসকালানী রহ. কিন্তু এ হাদীসের সনদ ও সমর্থক হাদীস এত বেশি যে এ হাদীসটির সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না।

٧٧- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللهُ؛ «أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُوْلٌ.

৭৭। 'আবদুল্লাহ্ বিন্ আবূ বাক্‌র (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আম্‌র বিন্ হয্‌মকে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে ছিল– পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে। ইমাম মালিক একে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। নাসায়ী ও ইবনু হিব্বান একে 'মাওসুল' বলেছেন। হাদীসটি মা'লূল (দোষযুক্ত)।[৯৬]

الذِّكْرُ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْوُضُوْءُ

যিকর করার জন্য অযূ শর্ত নয়

٧٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.

৭৮। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, 'রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবসময় আল্লাহর যিকরে মত্ত থাকতেন।' বুখারী একে মুআল্লাক বা সানাদবিহীন বর্ণনা করেছেন।[৯৭]

خُرُوْجُ الدَّمِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءُ

পায়খানা ও পেশাবের রাস্তা ব্যতীত রক্ত নির্গত হলে অযূ নষ্ট হয় না

٧٩- وَعَنْ أَنَسٍ [بْنِ مَالِكٍ ﷺ] «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَيَّنَهُ.

৭৯। আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিঙ্গা লাগিয়ে পুনঃ ওযু না করেই সলাত আদায় করেছেন। দারাকুৎনী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে দুর্বল বলেছেন।[৯৮]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ النَّوْمَ مَظِنَّةُ نَقْضِ الْوُضُوْءِ

ঘুম অযূ ভঙ্গের সম্ভাব্য কারণ

٨٠- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اِسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ دُوْنَ قَوْلِهِ: «اِسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ.

---

৯৬. মুহাদ্দিস আযীমাবাদী তাঁর গায়াতুল মাকসূদ (২/২৭৯) গ্রন্থে, আবদুর রহমান মুবারকপুরী তাঁর তুহফাতুল আহওয়াযী (১/৩৩৬) গ্রন্থে, আবূ দাউদ মারাসিল (১৯৬) গ্রন্থে এটিকে মুরসাল বলেছেন। ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম (১/২৭১) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

৯৭. ইমাম বুখারী একে মুয়াল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন (ফাতহুল বারী ২১৪); আর ইমাম মুসলিম একে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

৯৮. যঈফ। দারাকুতনী (১৫১-১৫২), ইমাম শওকানী তাঁর আদ দিরারী আল মুযীয়া (৫২) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে সালিহ বিন মুকাতিল রয়েছেন যিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (১/১০৯) গ্রন্থেও উক্ত বর্ণনাকারীকে 'শক্তিশালী নয়' বলেছেন। তাছাড়া ইমাম নববী তাঁর আল খুলাসা (১/১৪৩), ইবনু উসাইমীন তাঁর আশ শারহুল মুমতি' (১/২৭৪) গ্রন্থে, ও মাজমূ' ফাতাওয়া লি উসাইমীন (১১/১৯৮) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

৮০। মু'আবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'চক্ষু মলদ্বারের বন্ধনস্বরূপ। চক্ষুদ্বয় ঘুমিয়ে পড়লে উক্ত বন্ধন খুলে যায়। (যার কারণে উযূ নষ্ট হয়ে যায়) -আহমাদ ও তবারানী। আর তাবারানী অতিরিক্ত শব্দ যোগ করেছেন ঃ "যে ঘুমিয়ে পড়ে সে যেন ওযু করে।" এ অতিরিক্ত অংশটুকু আবূ দাউদেও 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। "তবে এতে 'বন্ধন খুলে যায়' অংশটুকু নেই। উক্ত সানাদ দু'টিই দুর্বল।[৯৯]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ نَوْمَ الْمُضْطَجِعِ يَنْقُضُ الْوُضُوْءُ

চিত হয়ে ঘুমালে অযূ ভেঙ্গে যায়

٨١- وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ مَرْفُوْعًا: «إِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.

৮১। আবূ দাউদে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আর একটি 'মারফূ' হাদীস বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি হাত পা বিছিয়ে শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে যাবে তাকে উযু করতে হবে।' এ সানাদেও দুর্বলতা রয়েছে।[১০০]

مَا جَاءَ فِيْ تَشْكِيْكِ الشَّيْطَانِ ابْنَ ادَمَ فِيْ طَهَارَتِهِ

বনী আদমের পবিত্রতার ব্যাপারে শয়তানের সন্দেহ সৃষ্টিকরণ প্রসঙ্গ

٨٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ.

৮২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'শয়তান সলাতে তোমাদের কারও নিকট উপস্থিত হয়ে ওযু আছে কি নেই এ নিয়ে মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। যদি কারো এমন হয় তাহলে যেন সে তার বায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সলাত ছেড়ে না দেয়।'[১০১]

٨٣- وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ.

৮৩। অত্র হাদীসের মূল বক্তব্য বুখারী ও মুসলিমে 'আবদুল্লাহ্ বিন্ যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে।[১০২]

---

৯৯. হাসান। আহমাদ (৪/৯৭), আবূ দাউদ (২০৩)

১০০. মুনকার। আবূ দাউদ (২০২), ইমাম নববী তাঁর আল মাজমূ' (২/২০) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি মুনকার হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইবনু আবদুল বার তাঁর আত তামহীদ (১৮/২৪৩) গ্রন্থেও প্রায় একই কথা বলেছেন।
হাকিম (১৩৪), ইবনু হিব্বান (২৬৬৬), শাইখ আলবানী তাঁর যঈফুল জামে' (৫৬৮) ও যঈফ আবূ দাউদ (১০২৯) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

১০১. বাজ্জার (২৮১)

٨٤- وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ نَحْوُهُ.

৮৪। মুসলিমেও আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অনুরূপ হাদীস আছে।

٨٥- وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ مَرْفُوعًا: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ» وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: «فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ».

৮৫। আর হাকিমে আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে 'মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে, "যখন শয়তান তোমাদের কারো নিকট এসে বলে যে, নিশ্চয় তুমি বায়ু নিঃস্বরণ করেছো" তখন সে যেন বলে 'নিশ্চয়ই তুমি মিথ্যা বলছ।" ইবনু হিব্বানে এই শব্দে ঃ 'তুমি মিথ্যে বললে' কথাটা মনে মনে বলবে।[১০৩]

بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

অধ্যায় (৭) : কাযায়ে হাযাত বা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার (পায়খানা প্রস্রাবের) বর্ণনা

كَرَاهَةُ دُخُوْلِ الْخَلَاءِ بِمَا فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى

যে বস্তুতে আল্লাহর নাম রয়েছে তা নিয়ে পায়খানাতে প্রবেশ করা মাকরূহ

٨٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُوْلٌ.

৮৬। আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে (পায়খানায়) যেতেন (আল্লাহ্‌র নাম খোদিত) আংটি খুলে রাখতেন।' -৪ জনে (আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)। সানাদটি মা'লূল (ত্রুটিযুক্ত)।[১০৪]

مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْخَلَاءِ

টয়লেটে প্রবেশ করার সময় যা বলতে হয়

---

১০২. হাদীসের শব্দ হচ্ছেঃ "شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى سمع صوتا، أو يجد ريحا" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অভিযোগ দেয়া হলো যে, কোন ব্যক্তি সালাতে এ ধারণা করে যে, তার কিছু হয়ে গেছে (তখন কী করবে)? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে শব্দ পাওয়া বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সলাত পরিত্যাগ করবে না।

১০৩. যঈফ। হাকিম (১৩৪), ইবনু হিব্বান (২৬৬৬), তাঁদের উভয়ের বর্ণনাতে পূর্ণ হাদীসটি রয়েছে- "حتى يسمع صوتا بأذنه، أو يجد ريحا بأنفه" যতক্ষণ না সে নিজ কানে এর আওয়াজ শুনে অথবা নাকে গন্ধ পায়।

১০৪. মুনকার। আবূ দাঊদ ১৯); তিরমিযী ১৭৪৬); নাসায়ী ১/১৭৮); ইবনু মাজাহ ৩০৩), ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (১/১১৩) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত কিন্তু ইবনু জুরাইজ যুহরী থেকে শুনেননি বরং তিনি যিয়াদ বিন সা'দ থেকে, আর তিনি যুহরী থেকে শুনেছেন। কিন্তু সেটি অন্য শব্দে। এখানে হুমামের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তিনি বিশ্বস্ত। ইবনু উসাইমীন তাঁর আশ শারহুল মুমতি' (৬/১১২) গ্রন্থে হাদীসটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর তাহযীবুস সুনান (১/৩৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ সহীহ হলেও ত্রুটিপূর্ণ। শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাঊদ (১৯) গ্রন্থে একে মুনকার বলেছেন। আর যঈফ তিরমিযী (১৭৪৬) ও যঈফ নাসায়ী (৫২২৮) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।

Contents

٨٧- وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: "اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ"» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

৮৭। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পায়খানায় ঢোকার সময় (নিম্নোক্ত দু'আটি) বলতেন ঃ (বিসমিল্লাহ) আল্লাহুমা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি মন্দ পুরুষ ও মহিলা জ্বিনের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই। ৭ জনে।[১০৫]

حُكْمُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ الْبَوْلِ اَوِ الْغَائِطِ

প্রশ্রাব ও পায়খানা করার পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা

٨٨- وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৮। উক্ত সহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন পায়খানায় যেতেন আমি ও আমার মত একটি ছেলে চামড়ার তৈরি পাত্র ও বর্ষা নিয়ে যেতাম। তিনি সে পানি দিয়ে সৌচ কার্য সমাধা করতেন।[১০৬]

اسْتِحْبَابُ الْبُعْدِ وَالْاِسْتِتَارِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

প্রস্রাব ও পায়খানা করার সময় নিজেকে আড়াল করা ও দূরবর্তী স্থানে যাওয়া মুস্তাহাব

٨٩- وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ: «قَالَ لِي النَّبِيُّ "خُذِ الْإِدَاوَةَ" فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৯। মুগীরাহ বিন্ শু'বা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, 'পানি'র পাত্রটি নাও, তারপর তিনি সামনে চলতে থাকলেন এবং আমার দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে প্রয়োজন পূর্ণ করলেন।"[১০৭]

بَيَانُ بَعْضِ الْاَمَاكِنِ الَّتِيْ يُنْهَى عَنِ التَّخَلِّيْ فِيْهَا

যে সকল স্থানে পেশাব-পায়খানা নিষিদ্ধ

٩٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اِتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

১০৫. বুখারী ১৪২); মুসলিম ৩৭৫); আবূ দাঊদ ৪); তিরমিযী ৫); নাসায়ী ১০); ইবনু মাজাহ ২৯৬); আহমাদ ৩/৯৯, ১০১, ২৮২)

১০৬. সহীহ বুখারী ১৫০); মুসলিম ৭০, ২৭১); হাদীসের শব্দ ইমাম মুসলিমের। হাদীসের العنزة হচ্ছে বর্শা ও লাঠির মাঝামাঝি আকারের ছোট বর্শা।

১০৭. সহীহ বুখারী ৩৬৩); মুসলিম ৭৭, ২৭৪)

৯০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'দু'টি (লা'নত) তথা অভিশাপ বর্ষণকারী কাজ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখ- '(১) যে মানুষ চলাচলের রাস্তায় বা (২) (বিশ্রাম করার) ছায়াতে পায়খানা করা।'[১০৮]

٩١- زَادَ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُعَاذٍ: «وَالْمَوَارِدَ».

৯১। আবূ দাঊদ মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বরাতে "(পুকুর, নদীর) 'ঘাটে' শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।[১০৯]

٩٢- وَلِأَحْمَدَ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ : «أَوْ نَقْعِ مَاءٍ» وَفِيهِمَا ضَعْفٌ.

৯২। আহমাদ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, 'পানি আবদ্ধ থাকে এমন ক্ষেত্রে (পায়খানা করা নিষেধ)।' এ দু'টি সানাদের মধ্যেই দুর্বলতা আছে।[১১০]

٩٣- وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ تَحْتِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

৯৩। আর তাবারানী বর্ণনা করেছেন ঃ ফলদার গাছ-পালার নীচে ও প্রবহমান নদী নালার কিনারায় পায়খানা করা নিষেধ। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র বর্ণিত এ হাদীসটির সানাদ য'ঈফ।[১১১]

النَّهْيُ عَنِ التَّكَشُّفِ وَالتَّحَدُّثِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

পেশাব ও পায়খানা সম্পাদনের অবস্থায় কথা বলা ও পায়খানার নির্দিষ্ট স্থানে বসার পূর্বে পরিধানের কাপড় খোলা নিষিদ্ধ

٩٤- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» رَوَاهُ أَحمد وَصَحَّحَهُ اِبْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُوْلٌ.

---

১০৮. সহীহ মুসলিম ৩৬৯)

১০৯. যঈফ অর্থাৎ موارد শব্দটি যঈফ । আর অবশিষ্ট অংশটুকু সহীহ। আবূ দাঊদ ২৬); আবূ দাউদের শব্দগুলো হচ্ছে ঃ "তিনটি অভিশাপের কাজ থেকে মুক্ত থাক ঃ পানিতে নামার স্থানে (ঘাটে), জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় ও ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করা হতে।"

১১০. যঈফ আহমাদ ২৭১৫, ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (১/১১৭) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে (প্রসিদ্ধ দুর্বল বর্ণনাকারী) ইবনু লাহিয়া রয়েছেন, আর ইবনু আব্বাস থেকে কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন তা স্পষ্ট নয়। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে (১১৩) গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন। সহীহ তারগীব (১৪৭) গ্রন্থে একে হাসান লিগাইরিহী বলেছেন। ইরওয়াউল গালীল (১/১০১) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ হাসান হত যদি এর সনদে যার নাম উল্লেখ হয়নি, তিনি যদি না থাকতেন। ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর আল জামেউস সগীর (১৪০) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। আহমাদ শাকের মুসনাদ আহমাদ (৪/২৫৩) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।

১১১. মুনকার । পূর্ণ হাদীসটি তাবারানী তাঁর মুজামুল আওসাত্বে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি রয়েছে মাযমা'আল বাহরাইন (৩৪৯); আর মুজামুল কাবীরে এর শেষাংশ বর্ণিত হয়েছে; যেমন বর্ণিত হয়েছে মাযমা'উয যাওয়ায়েদে (১০৪), ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (১/১১৭) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ফুরাত বিন সায়িব নামক একজন মাতরূক বর্ণনাকারী রয়েছেন।

৯৪। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'দু'ব্যক্তি যখন এক সঙ্গে পায়খানা করতে বসবে তখন একে অপরকে দেখতে না পাওয়া যায় সে জন্য আড়াল করে বসে। আর যেন তারা পরস্পর বাক্যআলাপ না করে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এতে অত্যন্ত নাখোশ হন।' আহমাদ আর ইবনু সাকান ও ইবনু কাত্তান একে সহীহ্ বলেছেন। হাদীসটি মা'লূল (ত্রুটিপূর্ণ)[১১২]

بَيَانُ بَعْضِ الْآدَابِ فِيْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

পেশাব ও পায়খানার আদব

٩٥- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَهُوَ يَبُوْلُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِيْنِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৯৫। আবূ কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন প্রসাব করার সময় তার লিঙ্গ কখনও ডান হাতে না ধরে। শৌচ করতে সময় যেন ডান হাত ব্যবহার না করে আর পানি পান করার সময় যেন পানপাত্রে শ্বাস না ছাড়ে।" শব্দ মুসলিমের।[১১৩]

٩٦- وَعَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ عَظْمٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৬। সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন 'আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদের নিষেধ করেছেন ঃ আমরা পায়খানা বা প্রসাব করার সময় যেন কিবলাহমুখী না হই, ডান হতে সৌচ কর্ম না করি, তিন খানা পাথরের কমে ইস্তেঞ্জা না করি, আর গোবর ও হাড় ইস্তেঞ্জার কাজে যেন ব্যবহার না করি।'[১১৪]

بَيَانُ حُكْمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

পেশাব-পায়খানা করার সময় কেবলার দিকে মুখ করে বসার বিধান

٩٧- وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أَيُّوْبَ ﷺ «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا».

৯৭। সাত জনে (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ) আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে রয়েছে, 'তোমরা কিবলাহকে (কা'বা

---

১১২. যঈফ। ইবনুল কাত্তান তাঁর আল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম (৫/২৬০) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ উত্তম। ইবনুল মুলকিন তাঁর তুহফাতুল মুহতায (১/১৬৪) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি সহীহ অথবা হাসান। শাইখ আলবানী সিলসিলা সহীহাহ (৩১২০) গ্রন্থে এর সনদেক হাসান বলেছেন।

১১৩. বুখারী ১৫৩); মুসলিম ৬৩, ২৬৭)

১১৪. মুসলিম ২৬২; সালমান (রাঃ) কে বলা হলো তোমাদের নবী তোমাদেরকে সবকিছুই শিক্ষা দেয় এমনটি পেশাব পায়খানার নিয়মও। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন......। আল-হাদীস

Contents

ঘরকে) পায়খানা বা প্রস্রাবের সময় সামনে পিছনে রাখবে না বরং পূর্ব বা পশ্চিম (ডান বা বাম) রাখবে।" (মদীনাবাসীদের কিবলাহ দক্ষিণে)।[১১৫]

وُجُوْبُ الْاسْتِتَارِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

পেশাব পায়খানা করার সময় নিজেকে আড়াল করা আবশ্যক

٩٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

৯৮। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পায়খানায় যাবে সে নিজকে যেন পর্দা (আড়াল) করে নেয়।' আবূ দাউদ।[১১৬]

مَا يُقَالُ عِنْدَ الْخُرُوْجِ مِنْ الْخَلَاءِ

পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় যা বলতে হবে

٩٩- وَعَنْهَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْغَائِطِ قَالَ: "غُفْرَانَكَ"» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَالْحَاكِمُ.

৯৯। ['আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] থেকেই বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন পায়খানা করে বের হওয়ার সময় বলতেন, গুফ্‌রানাকা' (তোমার নিকট ক্ষমা চাইছি)- আবূ হাতিম ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[১১৭] পাঁচজনে বর্ণনা করেছেন।

وُجُوْبُ الْاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ احْجَارٍ

কমপক্ষে তিনটি পাথর দ্বারা ইস্তঞ্জা করা আবশ্যক

١٠٠- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِكْسٌ"» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

زَادَ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا».

১০০। ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পায়খানা করার স্থানে এসে আমাকে তিনটি পাথর আনাতে বললেন। আমি দুটি পাথর পেলাম; তৃতীয়টি পেলাম না। তাই আমি

---

১১৫. বুখারী ১৪৪, ৩৯৪); মুসলিম ২৬৪); আবূ দাঊদ ৯); নাসায়ী ১২-২৩); তিরমিযী ৮); ইবনু মাজাহ ৩১৮); আহমাদ ৫/৪১৪, ৪১৬, ৪১৭, ৪২১)

১১৬. যঈফ। শায়খ আলবানী তাঁর সিলসিলা যঈফাহ (১০২৮) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আত্-তালখীসুল হাবীর (১/১৪৯) গ্রন্থে এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবূ সা'দ আল-জিবরানী আল-হিমসী ব্যাপারে বিতর্কের কথা বলেছেন। বলা হয়ে থাকে যে তিনি সাহাবী, কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। ইমাম শাওকানী নাইলুল আওত্বার (১/৯৩) গ্রন্থে উক্ত রাবীর বিতর্কিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তাকে মাজহুল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

১১৭. হাদীসটিকে আয়িশাহ রা. এর সম্পর্কিত করে ইবনু হাজার ভুল করেছেন । হাদীসটি মূলতঃ আবূ হুরাইরা হতে আবূ দাঊদে (৩৫) বর্ণিত।

তাঁকে (তৃতীয়টির স্থলে) এক টুকরো শুকনো গোবর দিলাম। তিনি পাথর দু'খানা নিয়ে গোবরখানা ফেলে দিলেন এবং বললেন, 'এটি অপবিত্র।'[১১৮] আহমাদ ও দারাকুৎনী ঃ "এর বদলে অন্য কিছু নিয়ে এস।" কথাটি বৃদ্ধি করেছেন[১১৯]

بَيَانُ مَا لَا يُسْتَنْجَى بِهِ

যে বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে না

١٠١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى "أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ" وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ"» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ.

১০১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাড় ও গোবর দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, 'এ দু'টি বস্তু (কোন কিছুকে) পবিত্র করতে পারে না।' দারাকুৎনী সহীহ্ বলেছেন।[১২০]

وُجُوْبُ التَّنَزُّهِ مِنَ الْبَوْلِ وَاَنَّهُ مِنْ اسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ

পেশাবের ছিটা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, আর এর ছিটা কবরের আযাবের কারণ

١٠٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

১০২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা প্রসাবের ছিটা হতে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখো। কেননা, সাধারণতঃ কবরের 'আযাব এর কারণেই হয়ে থাকে।'[১২১]

١٠٣- وَلِلْحَاكِمِ: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ» وَهُوَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১০৩। হাকিমে আছে ঃ "অধিকাংশ কবরের 'শাস্তি প্রস্রাবের ছিটা থেকে সতর্ক না থাকার কারণেই হয়।" এর সানাদটি সহীহ্।[১২২]

اَلْاعْتِمَادُ عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

পেশাব পায়খানার সময় বাম পায়ের উপর ভর দেয়া

১১৮. বুখারী ১৫৬, ৩৮৫৯, মুসলিম ৪৫০, তিরমিযী ১৭, নাসায়ী ৩৯, ইবনু মাজাহ ৩১৪।

১১৯. আহমাদ (৩৬৭৭); দারাকুতনী (১/৫৫); হাদীসের শব্দ ইমাম দারাকুতনীর্ । আর ইমাম আহমাদ রহ. এর শব্দ হচ্ছে: ائتني بحجر এটা অতিরিক্ত এবং সহীহ।

১২০. দারাকুতনী ১/৯/৫৬ এবং তিনি বলেছেন হাদীসের সনদটি সহীহ।

১২১. দারাকুতনী ৭/১২৮

১২২. হাকিম ১৮৩ এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি বুখারী মুসলিমের শর্তভিত্তিক সহীহ। আমি এর কোন ত্রুটি জানি না। হাদীসটিকে বুখারী মুসলিম বর্ণনা করেন নি। ইমাম জাহাবী বলেছেন: এ হাদীসের সমর্থক হাদীস রয়েছে।

١٠٤- وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْخَلَاءِ: " أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى، وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى"» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

১০৪। সুরাকাহ বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে পায়খানা করতে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে ও ডান পা খাড়া রেখে বসার শিক্ষা দিয়েছেন।' বাইহাকী য'ঈফ সানাদে।[১২৩]

اسْتِحْبَابُ نَتْرِ الذَّكَرِ بَعْدَ الْبَوْلِ

পেশাবের পরে পুরুষাঙ্গকে টেনে নিংড়িয়ে নেওয়া মুস্তাহাব

١٠٥- وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ ﷺ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

১০৫। 'ঈসা বিন ইয়ায্দাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন প্রসাব করবে তখন যেন সে তার লিঙ্গকে ৩ বার নিচড়ে বা ঝেড়ে নেয়।' ইবনু মাজাহ দুর্বল সানাদে।[১২৪]

حُكْمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحِجَارَةِ وَالْمَاءِ فِي الْاسْتِنْجَاءِ

ইস্তিঞ্জা করার সময় পানি ও পাথর একত্রিত করার বিধান

١٠٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالُوْا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

---

১২৩. যঈফ। বাইহাক্বী ১/৯৬, শাইখ বিন বায তাঁর হাশিয়া বুলুগুল মারাম (১১৬) গ্রন্থে বলেন, এর মধ্যে দু'জন অস্পষ্ট বর্ণনাকারী রয়েছে। ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম (১/৩১৩) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নববী তাঁর আল মাজমূ' (২/৮৯) ও আল খুলাসাহ (১/১৬০) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু দাকীক আল ঈদ তাঁর আল ইমাম (২/৫০৬) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটির সনদ মুনকাতি' কেননা এর বর্ণনাকারী বানী মুদলাজ গোত্রের ব্যক্তির ও তার পিতার পরিচয় জানা যায়নি। ইমাম যাহাবী তাঁর আল মুহাযযাব (১/১০৫) গ্রন্থে বলেন, আবূ নাঈম এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি যামআহ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আবূ আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি যেমন মাজহুল (হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে অপরিচিত) ঠিক তেমনি তাঁর শিক্ষকও মাজহুল।

১২৪. যঈফ। ইবনু মাজাহ ৩২৬, ইমাম হায়সামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদ (১/২১২) গ্রন্থে বলেন, এর একজন বর্ণনাকারী ঈসা বিন ইয়াযদাদ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে, কেননা, সে মাজহুল। যদিও ইবনু হিব্বান তাকে তাঁর বিশ্বস্ত রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।, ইবনু কাত্তান আল-ওয়াহম ওয়াল ঈহাম (৩/৩০৭) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়। ইবনু হাজার আত্-তালখীসুল হাবীর (১/১৬১) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইয়াযদাদ রয়েছে। আবূ হাতিম বলেন, তার বর্ণিত হাদীস মুরসাল। ইমাম বুখারী বুখারী বলেছেন, সে বিশ্বস্ত নয়। ইবনু মুঈন বলেন, ঈসা এবং তার পিতার পরিচয় জানা যায় না। উকাইলী বলেন, তার এ হাদীসটি ছাড়া আর অন্য কোন বর্ণনা নেই। বিন বায তাঁর হাশিয়া বুলুগুল মারাম (১১৭), মাজমু' ফাতাওয়া (২৯/২০, ২৬/২৯৬) গ্রন্থে হাদীসটি দুর্বল বলেছেন। শায়খ আলবানী যঈফ ইবনু মাজাহ ৬৮, সিলসিলা যঈফাহ ১৬২১ গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু উসাইমীনও শারহে বুলূগুল মারাম ১/৩১৪ গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন।

১০৬। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কুবাবাসীকে প্রশ্ন করেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের সুনাম করেন কেন? 'তারা বললো, আমরা সৌচ করার সময় পাথর ব্যবহার করার পর পানিও ব্যবহার করে থাকি।" বায্যার য'ঈফ সানাদে।[১২৫]

١٠٧- وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ بِدُوْنِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ.

১০৭। এর মূল বক্তব্য আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে রয়েছে। এবং ইবনু খুযাইমাহ আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন। কিন্তু পাথরের কথা সেখানে উল্লেখ নেই। (শুধুমাত্র পানির কথা উল্লেখ আছে)।[১২৬]

بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

অধ্যায় (৮) : গোসল ও যৌন অপবিত্র ব্যক্তির (জুনুবী) হুকুম

مَا جَاءَ فِيْ انَّهُ لَا اغْتِسَالَ الَّا مِنْ انْزَالِ

বীর্য নির্গত না হলে গোসল ফরয হয় না

١٠٨- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

১০৮। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "পানি নির্গত (শুক্রপাত) হলেই পানির ব্যবহার অবধারিত বা ফর্‌য।"[১২৭] এর মূল বক্তব্য বুখারীতে রয়েছে।[১২৮]

---

১২৫. যঈফ। হাদীসটিকে পাথর ও পানির একত্রিত করণের কারণে হাদীস যঈফ হয়েছে। বাজ্জার কাশফুল আসরার' এ বর্ণনা করেছেন (২২৭/)। ইমাম হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (১/২১৭) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয বিন উমার আয-যুহরী রয়েছে যাকে ইমাম বুখারী, ইমাম নাসায়ী ও অন্যান্যরা যঈফ বলেছেন। ইবনুল মুলকিন তুহফাতুল মুহতায (১/১৭০) গ্রন্থে উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন, সকলেই তাকে যঈফ বলেছেন। ইবনু হাজার আত্-তালখীসুল হাবীর (১/১৬৯) গ্রন্থে উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন, আবূ হাতিম ও আব্দুল্লাহ বিন শাবীব তাকে দুর্বল বলেছেন। শায়খ আলবানী ইরওয়াউল গালীল (১/৮৩) গ্রন্থে হাদীসটি দুর্বল বলেছেন।

১২৬. আবূ দাউদ ৪৪); তিরমিযী ৩১০০) আবূ হুরাইরা হতে তিনি নবী ﷺ হতে। তিনি ﷺ বলেন: এ আয়াতটি কুবা বাসীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাদের মধ্যে এমন কতক লোক ছিল যারা পবিত্রতা অর্জন করতে অত্যন্ত পছন্দ করতো। রাবী বলেন, তারা পানির দ্বারা সৌচ কার্য করতো। তাদের ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: যদিও এ হাদীসের সনদটি দুর্বল। কিন্তু এ হাদীসের কতক শাহেদ তথা সমর্থক হাদীস থাকার কারণে সেগুলো এ হাদীসকে সহীহ হাদীসে পরিণত করেছে।

১২৭. মুসলিম ৩৪৩) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রোববার দিবস রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কুবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। চলতে চলতে আমরা যখন বানী সালেমে পৌঁছে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উতবান (রাঃ) এর দরজায় অবতরণ করলেন। এতে উতবান লুঙ্গি টানতে টানতে বাইরে বের হয়ে এলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ব্যক্তিটি আমাদের জন্য তাড়াহুড়া করছে। তখন উতবান (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, কোন ব্যক্তি আযল করল অথচ মণি বের হয়নি তবে এর বিধান কী?

১২৮. বুখারী ১৮০

وُجُوْبُ الْغُسْلِ مِنْ الْجِمَاعِ

সহবাসের পর গোসল করা আবশ্যক

١٠٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ مُسْلِمٌ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ".

১০৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর চার শাখার (অঙ্গের) মধ্যে বসবে (সঙ্গমে লিপ্ত হবে) তখন তার পক্ষে গোসল ফার্‌য হবে।'[১২৯] মুসলিম এ কথাটি বর্ধিত করেছেন ঃ "যদিও শুক্রপাত না হয়।"[১৩০]

وُجُوْبُ الْغَسْلِ عَلَى الْمَرْأةِ بِخُرُوْجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا

স্ত্রীর বীর্য বা মনী বের হলে গোসল করা আবশ্যক

١١٠- [وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﷺ؛ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها-وَهِيَ اِمْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: «يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا اِحْتَلَمَتْ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ"» الْحَدِيْثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

১১০। উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। আবূ তালহাহ এর স্ত্রী উম্মু সুলাইম বলেন, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না, নারীর উপরও কি গোসল ফার্‌য হবে যদি তার ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ) হয়ে থাকে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, যদি সে পানি (কাপড়ে বা দেহে বীর্যের চিহ্ন) দেখে।[১৩১]

١١١- وَعَنْ أَنَسٍ [بْنِ مَالِكٍ ﷺ] قَالَ: «قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ -فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: "تَغْتَسِلُ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ «وَهَلْ يَكُوْنُ هَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ؟"».

১১১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মেয়েরাও যদি স্বপ্নে (যৌন মিলন) দেখে যা পুরুষরা দেখে থাকে তাহলে তার সম্বন্ধে বলেছেন, (শুক্রের চিহ্ন দেখতে পেলে) "তাকে গোসল করতে হবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহ)[১৩২] মুসলিমে অতিরিক্ত আছে ঃ "অতঃপর উম্মু সালামাহ

---

১২৯. বুখারী ২৯১; মুসলিম ৩৪৮

১৩০. এ হাদীসটিও সহীহ

১৩১. বুখারী ২৮২; মুসলিম ৩১৩। মুসলিম এতে বৃদ্ধি করেছেন: "فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها". অতঃপর উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েদেরও স্বপ্নদোষ হয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার হাত ধুলায় ধূষরিত হোক! তবে কিসে সন্তান তার সদৃশ হয়? অন্য এক বর্ণনায় আরো বৃদ্ধি করেছেন , তা হচ্ছে: "قالت: قلت: فضحت النساء" উম্মু সালামাহ বলেন: আমি বললাম, আর মহিলারা হেসে ফেললো।

১৩২. ইবনু হাজার আসকালানী ভুল বশতঃ মুত্তাফাকুন আলাইহি বলেছেন। কেননা এ হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেননি।

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললেন, 'এটা কি হয়! (অর্থাৎ স্বপ্নে কি মেয়েদের বীর্য নির্গত হয়?' তিনি (ﷺ) বললেন, 'হাঁ, হয়। নচেৎ সন্তান কিভাবে (মেয়েদের) সাদৃশ্য হয়ে থাকে?'[১৩৩]

حُكْمُ الْغَسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ

মৃতকে গোসল দিলে গোসল করার বিধান

١١٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيَّ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنْ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

১১২। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) চারটি কারণে গোসল দিতেন। জুনুবী (সঙ্গমের ফলে অপবিত্র) হলে, জুমু'আহ্র দিবসে, সিঙ্গা লাগালে ও মৃতকে গোসল দিলে।' আবূ দাঊদ, ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[১৩৪]

حُكْمُ الْغُسْلِ بَعْدَ الْاسْلَامِ

ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করার বিধান

١١٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَمَ- وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يَغْتَسِلَ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক সুমামাহ বিন্ উসাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে, নবী (ﷺ) তাঁকে ইসলাম আনয়নের সময় গোসল দেয়ার আদেশ করেছিলেন।' আবদুর রায্যাক[১৩৫] এর মূল বক্তব্য বুখারী ও মুসলিমে আছে।[১৩৬]

---

১৩৩. মুসলিম ৩১১ হাদীসটির পুরোটাই বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে- আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, উম্মু সালামাহ নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন মহিলা যদি স্বপ্নে পুরুষেরা যেরকম দেখে থাকে সেরকম দেখে তাহলে কী করবে? রাসূলুল্লাহ(ﷺ) বললেন, কোন নারী যদি এরকম কিছু দেখে তবে সে গোসল করবে। অতঃপর উম্মু সুলাইম বলেন, আমি এ কথায় লজ্জা পেয়ে গেলাম। রাবী বলেন, উম্মু সুলাইম বললেন, এটা কি করে সম্ভব? নবী (ﷺ) বললেন, অবশ্যই সম্ভব। তাহলে সন্তান-সন্ততি পিতামাতার সদৃশ হয়ে থাকে কোত্থেকে? পুরুষের বীর্য গাঢ় এবং সাদা এবং নারীর বীর্য হালকা এবং হলদে বর্ণের। নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে যার বীর্য শক্তিশালী হয় বা পূর্বে জরায়ুতে প্রবেশ করে সন্তান তার সদৃশ হয়ে থাকে।

১৩৪. যঈফ। আবূ দাউদ ৩৪৮; ইবনু খুযাইমাহ ২৫৬; আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী তুহফাতুল আহওয়াযী (৩/৪২৯) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম সানয়ানী সুবুলুস সালাম (১/৩৩৩) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মুসয়াব বিন শাইবাহ রয়েছে যিনি বিতর্কিত। শায়খ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ ৩৪৮, সুনান আবূ দাউদ ৩১৬০ গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। মুহাদ্দিস আযীমাবাদী তাঁর আওনুল মা'বূদ (৮/২৪৩) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী আত্-তালখীসুল হাবীর (২/৫৮৭) গ্রন্থে এর শাহেদ থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। শায়খ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ (৫১৬) গ্রন্থে এর সনদ সম্পর্কে বলেন, এটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী।

১৩৫. মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক (৬/৯-১০/৯৮৩৪)। তাতে আছে, "فأمره أن يغتسل فاغتسل" তাকে গোসল করার নির্দেশ করলেন। ফলে সে গোসল করলো।

১৩৬. বুখারী। ৪৩৭২; মুসলিম ১৭৬৪ এ টিও আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত। তাতে আছে- "فانطلق –أي: ثمامة– إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل" ফলে তিনি তথা সুমামাহ মসজিদের নিকটবর্তী কোন খেজুর বাগানে গেলেন এবং গোসল করলেন।

حُكْمُ الْغَسْلِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ

জুমুআর সালাতের জন্য গোসল করার বিধান

١١٤- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

১১৪। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'প্রত্যেক সাবালেগ মুসলমানের পক্ষে জুমু'আহর দিন গোসল করা ওয়াজিব।'[১৩৭]

١١٥- وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

১১৫। সামূরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন উযু করবে সে ভালোই করবে। আর যে ব্যক্তি গোসল দিবে সে আরও উত্তম কাজ করল।' তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন।[১৩৮]

حُكْمُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ

অপবিত্র শরীর বিশিষ্ট ব্যক্তির কুরআন পাঠ করার বিধান

١١٦- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১১৬। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন, জুনুবী হওয়ার আগ পর্যন্ত।' এ শব্দ বিন্যাস তিরমিযীর আর তিনি একে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন এবং ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।[১৩৯]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْوُضُوْءِ لِمَنْ عَاوَدَ الْجِمَاعَ

একসাথে একাধিক বার স্ত্রী সহবাসে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য অযু করা শরীয়তসম্মত

١١٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ».

---

১৩৭. বুখারী ৮৭৯; মুসলিম ৮৪৬; আবূ দাঊদ ৩৪১; নাসায়ী ৩/৯২; ইবনু মাজাহ ১০৮৯; আহমাদ ৩/৬০; হাফেজ ইবনু হাজার হাদীসটিকে তিরমিযীর সাথে সম্পর্কিত করে ভুল করেছেন। এ হাদীসে গোসল ফরয হওয়ার বিধান পরবর্তী হাদীসের কারণে আর ওয়াজিব থাকে নি। তবে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

১৩৮. হাসান। আবূ দাঊদ ৩৫৪; তিরমিযী ৪৯৭; নাসায়ী ৩/৯৪; আহমাদ ১৫, ২২, ৫১। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

১৩৯. যঈফ। আবূ দাঊদ ২২৯; নাসায়ী ১৪৪; তিরমিযী ১৪৬; ইবনু মাজাহ ৫৯৪; আহমাদ ৬২৮; ইবনু হিব্বান ৭৯৯ ইমাম যাহাবী মীযানুল ই'তিদাল (২/৪৩১) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আব্দুল্লাহ বিন সালামাহ আল হামাদানী রয়েছে যার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন।

১১৭। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে সঙ্গমের পর পুনরায় সঙ্গমের ইচ্ছা করবে সে যেন উভয় সঙ্গমের মাঝে একবার উযু করে।'[১৪০] আর হাকিম এ কথাটি বৃদ্ধি করেছেন ঃ "পুনর্মিলনের জন্য এটা (ওযু করা) তৃপ্তিদায়ক।"[১৪১]

حُكْمُ نَوْمِ الْجُنُبِ قَبْلَ اَنْ يَتَوَضَّا

জুনুবী ব্যক্তি অযূ করার পূর্বে ঘুমানোর তার বিধান

١١٨- وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً» وَهُوَ مَعْلُوْلٌ.

১১৮। আর '৪ জনে (আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্‌) বর্ণনা করেছেন। তিনি ('আয়িশা) বলেন, 'রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কোন সময় পানি ব্যবহার না করেও জুনুবী (গোসল ফরয) অবস্থায় ঘুমাতেন।' হাদীসটি মা'লূল (ত্রুটিযুক্ত)।[১৪২]

صِفَةُ الْغَسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ

জানাবাত তথা ফরয গোসল করার পদ্ধতি

١١٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُوْلِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

১১৯। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ফার্‌য গোসল করতেন তখন প্রথমে দু' হাত ধুয়ে নিতেন। অতঃপর তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢেলে তাঁর গুপ্তাঙ্গ ধৌত করতেন। তারপর উযু করতেন। তারপর গোসলের জন্য পানি নিতেন এবং হাতের আঙ্গুলসমূহ মাথার চুলের গোড়ায় প্রবেশ করাতেন। তারপর তাঁর মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি বইয়ে ধুতেন, তারপর পা ধুতেন।' মুত্তাফাকুন আলাইহ। আর শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[১৪৩]

١٢٠- وَلَهُمَا فِي حَدِيْثِ مَيْمُوْنَةَ رضي الله عنها: «ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ» وَفِي آخِرِهِ: «ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ» فَرَدَّهُ، وَفِيْهِ: «وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ».

---

১৪০. মুসলিম ৩০৮।

১৪১. মুসতাদরাক হাকিম ১৫২; বর্ধিত অংশটুকুও সহীহ। সহীহ তিরমিযী ১৪১।

১৪২. আবূ দাঊদ ২২৪; নাসায়ী তাঁর আস্‌-সুনানুল কুবরায়; তিরমিযী ১১৮, ১১৯; ইবনু মাজাহ ৫৮৩।

১৪৩. বুখারী ২৪৮; মুসলিম ৩১৬

১২০। বুখারী, মুসলিমেই মায়মূনাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ "তারপর (হাত ধোয়ার পর) তার গুপ্তাঙ্গে পানি ঢাললেন ও বাম হাত দিয়ে তা ধুয়ে নিলেন, তারপর মাটিতে হাত ঘষে মেজে নিলেন।"

অন্য রিওয়ায়াতে আছে, "মাটিতে হাত মাজলেন।" এই বর্ণনার শেষাংশে আছে, 'আমি ('আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে একখানা রুমাল এগিয়ে দিলাম কিন্তু তিনি তা ফেরত দিয়ে দিলেন।' এতে আরো আছে, 'এবং তিনি (তাঁর চুলের পানি) হাত দ্বারা ঝাড়তে লাগলেন।'[১৪৪]

حُكْمُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا فِي الْغُسْلِ

মহিলাদের গোসল করার সময় চুলের বেনী খোলার বিধান

١٢١- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنِّي اِمْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: "لَا، إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২১। উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! 'আমি এমন নারী যে, মাথার চুল শক্তভাবে বেঁধে রাখি এবং আমি জানাবতের (অন্য বর্ণনায়) হায়িয (থেকে পবিত্র হওয়ার) গোসলের সময় চুলের বেণী কি খুলে ফেলব? 'তিনি বললেন, 'না, বরং মাথায় তিন আজলা পানি ঢালাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।'[১৪৫]

تَحْرِيْمُ الْمَسْجِدِ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ

ঋতুমতী ও জুনুবীর জন্য মাসজিদে অবস্থান করা হারাম

١٢٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

১২২। 'আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আমি হায়িযা ও যৌন অপবিত্র ব্যক্তির (জুনুবী পুরুষ হোক বা নারী) জন্য মাসজিদে অবস্থান বৈধ করিনি।' ইবনু খুযাইমাহ সহীহ্ বলেছেন।[১৪৬]

---

১৪৪. ২৪৯; মুসলিম ৩১৭

১৪৫. মুসলিম ৩৩০; মুসলিম বৃদ্ধি করেছেন: "ثم تفيضين عليك المـاء فتطهـرين" তঃপর তুমি তোমার উপর পানি ঢেলে দিবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে।

১৪৬. যঈফ। আবূ দাউদ ২৩২; ইবনু খুযাইমাহ ১৩২৭। শায়খ আলবানী ইরওয়াউল গালীল (১/২১০ হাঃ ১২৪) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে যাসারাহ বিন দাযাজাহ রয়েছে যাকে ইমাম বুখারী (আত-তারীখুল কাবীর ২/৬৭) যঈফ বলেছেন। সনদে তাকে নিয়েই বিতর্ক রয়েছে। আলবানী তাঁর যঈফুল জামে (৬১১৭) ও তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ (৪৪০) গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাযাম তাঁর মুহাল্লা (২/১৮৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আফলাত রয়েছে যে প্রসিদ্ধ নয় এবং বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত নয়।

Contents

حُكْمُ غَسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَاتِهِ مِنْ انَاءٍ وَاحِدٍ

স্বামী-স্ত্রী একই পাত্রে একসাথে গোসল করার বিধান

١٢٣- وَعَنْهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ اِبْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِيْ.

১২৩। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই পাত্র (এর পানি) থেকে জানাবাতের (ফরয) গোসল করতাম; তাতে আমাদের পরস্পরের হাত পাত্রের মধ্যে আসা যাওয়া করতো।'[১৪৭] ইবনু হিব্বানে অতিরিক্ত শব্দ এসেছে ঃ আমাদের দু'জনের হাত পরস্পরের হাতকে স্পর্শ করতো।'[১৪৮]

وُجُوْبُ الْعِنَايَةِ بِغَسْلِ الْجَنَابَةِ

জুনুবী গোসলের জন্য মনোযোগ আবশ্যক

١٢٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ.

১২৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'প্রত্যেক চুলের গোড়ায় নাপাকী থাকে। অতএব তোমরা (ফার্‌য গোসলের সময়) চুলসমূহ (ভালভাবে) ধুয়ে নাও ও চামড়া পরিষ্কার করো।' আবূ দাঊদ ও তিরমিযী একে বর্ণনা করে য'ঈফ বলেছেন।[১৪৯]

١٢٥- وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ، وَفِيْهِ رَاوٍ مَجْهُوْلٌ.

১২৫। এবং আহমদে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত আর হাদীসে এইরূপই রয়েছে, 'কিন্তু তাতে একজন মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী আছে।'[১৫০]

بَابُ التَّيَمُّمِ

অধ্যায় (৯) : তায়াম্মুম (মাটির সাহায্যে পবিত্রতা অর্জন)

بَعْضُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ (ص) وَامَّتِهِ وَمِنْهَا التَّيَمُّمُ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার উম্মতের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য, তন্মধ্যে তায়াম্মুম

---

১৪৭. বুখারী ২৬১; মুসলিম ৪৫, ৩২১; বুখারীর বর্ণনায় من الجنابة শব্দ নেই।

১৪৮. ইবনু হিব্বান (১১১১) এর সনদ সহীহ। তবে ইবনু হাজার তাঁর ফাতহুল বারীতে হাদীসটি মুদরাজ হওয়ার পক্ষাবলম্বন করেছেন।

১৪৯. মুনকার। আবূ দাঊদ ২৪৮; । ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, এর সনদে হারেস বিন ওয়াযীহ রয়েছে যার হাদীস মুনকার আর সে দুর্বল। তিরমিযী ১০৬ বলেন, তার হাদীস গরীব। তিনি তেমন কোন শায়খ নন। ইবনু হাযাম তাঁর আল-মুহাল্লা (২/২৩২), ইবনু আব্দুল বার আত-তামহীম (২২/৯৯), ইমাম সানয়ানী সুবুলুস সালাম (১/১৪৪) ইমাম বায়হাকী আল খিলাফিয়্যাহ (২/২৪১) গ্রন্থে উক্ত হাদীসকে মুনকার ও রাবীকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। মুহাদ্দিস আযীমাবাদী গায়াতুল মাকসুদ (২/৩৪৩), শায়খ আলবানী যঈফ ইবনু মাজাহ হাঃ ১১৮ গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

১৫০. যঈফ। আহমাদ ৬৫৪

١٢٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

১২৬। জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকেও দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, একমাস দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়; (২) সমস্ত যমীন আমার জন্য পবিত্র ও সলাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কোন লোক ওয়াক্ত হলেই সলাত আদায় করতে পারবে যে কোন স্থানে। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন।[১৫১]

اشْتِرَاطُ التُّرَابِ فِي التَّيَمُّمِ

মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা শর্ত

١٢٧- وَفِي حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ ﷺ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ».

১২৭। মুসলিমে হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, "পানি না পাওয়া গেলে তদস্থলে মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রকারী করা হয়েছে।"[১৫২]

١٢٨- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُوْرًا».

১২৮। আহ্‌মাদে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'আমার জন্য মাটিকে পবিত্রকারী করা হয়েছে।'[১৫৩]

بَيَانُ كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ وَانَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَدَثِ الْاكْبَرِ وَالْاصْغَرِ

তায়াম্মুমের পদ্ধতিতে ছোট-বড় নাপাকির ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই

١٢٩- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ

---

১৫১. বুখারী ৩৩৫; মুসলিম ৫২১ পরিপূর্ণ হাদীসটি হচ্ছে: "وأحلت لي المغانم و لم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" "আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কোন (নবীর জন্য) করা হয়নি। আমাকে শাফায়াতের অধিকার দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক নবীগণ তাঁদের নির্দিষ্ট জাতির উপর নাযিল হতেন অথচ আমি সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

১৫২. মুসলিম ৫২২

১৫৩. হাসান। আহমাদ ৭৬৩; হাদীসটির পূর্ণাঙ্গ রূপ এই: "أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء" فقلنا: يا رسول الله! ما هو؟ قال: "نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت: أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم" আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা পূর্ববর্তী কোন নবীকেই দেয়া হয়নি। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটা কী জিনিস? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমাকে ভীতিসঞ্চারকারী প্রতাপ দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, জমীনের ধনভাণ্ডারসমূহের চাবিকাঠি আমাকে দেয়া হয়েছে, আমার নাম রাখা হয়েছে আহমাদ, আমার জন্য মাটিকে পবিত্রকারী করা হয়েছে এবং আমার উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে ভূষিত করা হয়েছে।

تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيْهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

১২৯। 'আম্মার বিন্ ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে কোন প্রয়োজনে (কোন এক স্থানে) পাঠালেন। কিন্তু সেখানে আমি জুনুবী হয়ে পড়ি এবং পানি না পাওয়ায় ধূলার উপর (শুয়ে) গড়াগড়ি দেই যেভাবে চতুষ্পদজন্তু গড়াগড়ি দিয়ে থাকে। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করে আমি তা বর্ণনা করি। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'ঐ অবস্থায় তোমার পক্ষে এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, তুমি তোমার হাত দুটিকে এভাবে করতে' (তিনি তা দেখাতে গিয়ে) তাঁর দুহাতের তালুকে এক বার মাটির উপরে মারলেন, তারপর বাম হাতকে ডান হাতের উপর মাস্হ করলেন এবং তাঁর দু'হাতের বাহির ভাগ ও মুখমণ্ডলও মাস্হ করলেন।' এ শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[১৫৪]

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, "এবং তাঁর হাত দু'টিকে মাটিতে মারলেন এবং দুহাতে ফুঁক দিলেন; তারপর দু'হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাতের দু' কব্জি মাস্হ করলেন।"[১৫৫]

بَيَانُ صِفَةٍ اخْرَى لِلتَّيَمُّمِ

তায়াম্মুমের ভিন্ন পদ্ধতির বিবরণ

١٣٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.

১৩০। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে দু' বার হাত মারতে হয়। এক বার মুখমণ্ডলের জন্য আরেক বার কনুই পর্যন্ত দু'হাতের জন্য।' হাদীসবেত্তাগণ হাদীসটির মওকুফ্ হওয়াকেই সহীহ বলে সাব্যস্ত করেছেন।[১৫৬]

التَّيَمُّمُ رَافِعٌ لِلْحَدَثِ بِمَنْزِلَةِ الْوُضُوْءِ

অযূর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তায়াম্মুম নাপাকী দূর করে

١٣١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الصَّعِيْدُ وُضُوْءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ الْقَطَّانِ، [و] لَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ.

---

১৫৪. বুখারী ৩৪৭ মুসলিম ৩৬৮;

১৫৫. বুখারী ৩৩৮

১৫৬. অত্যন্ত দুর্বল। দারাকুতনী ১৮০৬। ইমাম নববী তাঁর আল-মাজমু' (২/২১০) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি মুনকার, এর কোন ভিত্তিই নেই। ইমাম হায়সামী তার মাযমাউয যাওয়ায়েদ (১/২৬৭) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আলী বিন যিবইয়ান রয়েছে, ইয়াহইয়া বিন মুঈন ও একদল মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল আখ্যায়িত করে বলেন, সে হচ্ছে মহামিথ্যাবাদী, খবীস। তবে আবূ আলী নিসাবুরী বলেন, তার মধ্যে কোন সমস্যা নেই। ইবনুল মুলকিন তার বদরুল মুনীর (২/৬৩৮) গ্রন্থে বলেন, এর শাহেদ রয়েছে।

১৩১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'মুমিন মুসলিমের জন্য পবিত্র মাটি উযু বিশেষ (অর্থাৎ-পানির স্থলাভিষিক্ত) যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। তারপর পানি পেলে সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তার দেহে তা ব্যবহার করে (অর্থাৎ পানি দিয়ে উযু করে)।' ইবনুল কাত্তান একে সহীহ্ বলেছেন। কিন্তু দারাকুৎনী এটি মুরসাল হওয়াকেই সঠিক বলেছেন।[১৫৭]

١٣٢- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ.

১৩২। তিরমিযীতেও আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি একে সহীহ্‌ও বলেছেন।[১৫৮]

حُكْمُ مَنْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ

তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর (নামাযের) সময় থাকতেই কেউ পানি পেলে তার বিধান

١٣٣- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: «خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةَ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ- فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وَقَالَ لِلْآخَرِ: "لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ"» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، [و] النَّسَائِيُّ.

১৩৩। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'দু-জন সহাবী সফরে বের হলেন। (পথিমধ্যে) সলাতের সময় উপস্থিত হল, কিন্তু তাদের কাছে কোন পানি ছিল না; ফলে তাঁরা উভয়ে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে সলাত আদায় করলেন। তারপর (সলাতে) ওয়াক্ত থাকতেই তাঁরা পানি পেয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন উযু করে পুনরায় সলাত আদায় করলেন আর অপর ব্যক্তি তা করলেন না। তারপর তাঁরা উভয়েই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানালেন। যিনি পুনরায় সলাত আদায় করেননি তাঁকে বললেন, তুমি সুন্নাত (নিয়ম) অনুযায়ী ঠিকই করেছ।' তোমার জন্য ঐ সলাতই যথেষ্ট হয়েছে আর অপর ব্যক্তিটিকে বললেন, 'তোমার দ্বিগুণ সওয়াব হয়েছে।'[১৫৯]

حُكْمُ الْمَرِيْضِ اذَا كَانَ يَضُرُّهُ الْمَاءُ

অসুস্থ ব্যক্তির (অযুর সময়) পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হলে তার বিধান

١٣٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ: "إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْقُرُوْحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوْتَ إِنْ اِغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوْفًا، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ.

---

১৫৭. বাজ্জার ৩১০ যাওয়ায়েদ

১৫৮. তিরমিযী ১২৪; তিরমিযীর শব্দসমূহ হচ্ছেঃ "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير" "নিশ্চয়ই পবিত্র মাটি মুসলিমের জন্য পবিত্রকারী যদিও সে দশ বছর যাবৎ পানি না পায়। আর যখন পানি পেয়ে যাবে তখন সে তা তার শরীরে স্পর্শ করায় তথা ব্যবহার করে গোসল করে নেয়। কেননা এটা তার জন্য অতি উত্তম। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

১৫৯. আবূ দাউদ ৩৩৮; নাসায়ী ১১৩

১৩৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী 'যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাকো-[১৬০] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র পথে কোন জখম বা আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং সে জুনুবী বা অপবিত্র হয়ে পড়ে আর গোসল করতে মৃত্যুর আশংকা করে, তবে এমতবস্থায় সে তায়াম্মুম করবে।" দারাকুৎনী এটিকে মাওকুফ্‌রূপে ও বায্‌যার মারফূ'রূপে রিওয়ায়াত করেছেন; এবং ইমাম হাকিম ও ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[১৬১]

حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيْرَةِ

পট্টির উপর মাসাহ্ করার বিধান

١٣٥- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «اِنْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا.

১৩৫। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমার একটি কব্‌জি ভেঙ্গে যাওয়াতে আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে (করণীয় সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে পট্টির (ব্যান্ডেজ) উপর মাস্‌হ করার নির্দেশ দিলেন।' ইবনু মাজাহ অতি দুর্বল সানাদে।[১৬২]

١٣٦- «وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ [اِبْنُ عَبْدِ اللهِ] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ -: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيْهِ ضَعْفٌ، وَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ.

---

১৬০. আবূ দাঊদ ৩৩৮; নাসায়ী ১১৩

১৬১. হাদীসটি মারফূ' ও মাওকূফ উভয় হিসেবেই যঈফ। মাওকূফ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী (১/১৭৭) আর মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন ইবনু খুজাইমাহ (২৭২) ও হাকিম (১৬৫)
এ হাদীসে রয়েছে জাসারা বিনতু দাজাজা। তিনি তার বর্ণনায় ইজতিরাব ঘটিয়েছেন। ইজতিরাব হচ্ছে হাদীসের ত্রুটি। তাই এক দল মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। (তামামুল মিন্নাহ ১১৮)
জাসারা বিন দাজাজাহকে ইমাম বুখারী দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন (ইরওয়াউল গলীল ১/২১০), সহীহ ইবনু খুযাইমাহ (১৩২৭), আলবানী যঈফ বলেছেন, ইমাম শাওকানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নায়লুল আওতার ১/২৮৭)

১৬২. হাদীসটি মাওজূ' বা জাল। ইবনু মাজাহ (৬৫৭)
ইমাম যাহাবী তাঁর মীযানুল ই'তিদাল (৩/২৫৮) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে উমার বিন খালিদ আল কারশী রয়েছে যাকে ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারীদের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম দারাকুতনী তাঁর সুনানে (১/৪৯৯), ইবনু হাজার তাঁর আদ দিরাইয়াহ (১/৮৩) গ্রন্থে, বিন বায তাঁর হাশিয়া বুলুগুল মারাম (১৩৬) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আমর বিন খালিদ আল ওয়াসিত্বী রয়েছে যিনি মাতরূক। في إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك ورماه وكيع وغيره بالوضــع। শাইখ আলবানী যঈফ ইবনু মাজাহ (১২৬), ইবনু উসাইমীন তাঁর বুলুগুল মারামের শরাহ (১/৩৭৪) গ্রন্থে হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর রাযী তাঁর তানকীহু তাহকীকুত তা'লীক (১/২০০) গন্থে বলেন, হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

১৩৬। জাবির বিন 'আবদিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মাথায় জখম হওয়া এক সহাবী সম্পর্কে বর্ণিত- যিনি গোসল করার পর মারা গিয়েছিলেন। তাঁর জন্য তায়াম্মুমই যথেষ্ট হতো, সে ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে নিত। অতঃপর তার উপর মাস্‌হ করে নিত এবং বাকি সমস্ত শরীর ধুয়ে নিত।' আবূ দাঊদ দূর্বল সানাদে এবং তাতে বর্ণনাকারীর ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে।[১৬৩]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ التَّيَمُّمَ لَا يُصَلَّى بِهِ الَّا صَلاةٌ وَاحِدَةٌ

এক তায়াম্মুম দ্বারা কেবল মাত্র এক ওয়াক্ত সলাত পড়া যায়

١٣٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا.

১৩৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'সুন্নাত (পদ্ধতি) হচ্ছে মানুষ তায়াম্মুম দ্বারা মাত্র এক ওয়াক্তেরই সলাত আদায় করবে তারপর অন্য সলাতের জন্য আবারো তায়াম্মুম করবে।' দার্‌কুৎনী অতি দূর্বল সানাদে।[১৬৪]

---

১৬৩. যঈফ। আবূ দাঊদ (৩৩৬) জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা সফরে রওয়ানা হলাম। আমাদের এক সাথীর পাথর লেগে মাথা ফুড়ে গেল। অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হল। সে তার সাথীদের কাছে এ মর্মে জিজ্ঞেস করলো যে, তার জন্য কি তায়াম্মুমের অনুমতি আছে? তারা বললেন, আমরা তোমার জন্য এ ব্যাপারে কোন অনুমতি পাচ্ছি না। আর তুমি তো পানি ব্যবহারে সক্ষম। ফলে ঐ ব্যক্তি গোসল করল, অতঃপর মারা গেল। যখন সফর শেষে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এ ঘটনা বিবৃত করলাম, তিনি বললেন, তার সাথীগণ তাকে ধ্বংস করেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। যেহেতু তাদের এ সম্পর্কিত জ্ঞান নেই তাহলে কেন জিজ্ঞাসা করলো না। আর ঐ ব্যক্তির জিজ্ঞেস করার অর্থই হলো সে (গোসল করার) ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। ...আল-হাদীস

বিন বায তাঁর হাশিয়া বুলুগুল মারাম (১৩৭) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আয যুবাইর বিন খারীক আল যাযারী রয়েছে, যাকে ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম আবূ দাউদ শক্তিশালী নয় বলে মন্তব্য করেছেন। আর ইবনু আব্বাস বর্ণিত হাদীসটিতে দুর্বলতা ও সনদের বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। শাইখ আলবানী তাঁর যঈফুল জামে (৪০৭৪) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু উসাইমীন তাঁর বুলুগুল মারামের শরাহ (১/৩৭৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে ও ইযতিরাব (পরস্পর বিরোধিতা) সংঘটিত হয়েছে। ইবনু হাজার তাঁর তালখীসুল হাবীর (১/২২৯) গ্রন্থে দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, দারাকুতনী বলেন, সে শক্তিশালী নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, "এ রাবীটি সত্যবাদী ও হাদীসটি এবং আলীর হাদীসটি যুক্ত করলে শক্তিশালী হয়"। ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম (১/১৫৪) ইবনু হাজারের উপরোক্ত মন্তব্য নকল করেছেন।

১৬৪. অত্যন্ত দুর্বল। দারাকুতনী ১৮৫; ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনান আল কুবরা (১/২২২) গ্রন্থে, ও আল খিলাফিয়্যাত (১/৪৬৫) গ্রন্থে, ইবনুল মুলকিন তাঁর (২/৬৭৪) গ্রন্থে বলেন, ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (১/১৫৫) গ্রন্থে এর সনদে আল হাসান বিন আম্মারাহ রয়েছেন, যাকে ইমাম দারাকুতনী দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী সিলসিলাহ যঈফা (৪২৩) গ্রন্থে হাদীসটিকে জাল বলেছেন। মুহাদ্দিস আযীমাবাদী তাঁর গায়াতুল মাকসূদ (৩/২০৮) গ্রন্থে বলেন, ইবনুল মাদীনী আল হাসান বিন আম্মারাহকে হাদীস জালকারী হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন। আহমাদ, মুসলিম ও আবূ হাতিম উক্ত রাবীকে মাতরূক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু হাজার তাঁর তালখীসুল হাবীর (১/২৪১) গ্রন্থে হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর ইরশাদুল ফাকীহ (১/৭৫) গ্রন্থে বলেন, আল হাসান বিন আম্মারাহকে একেবারেই পরিত্যাক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। শু'বাহ তাকে মিথ্যাবাদী ও হাদীস জালকারী

بَابُ الْحَيْضِ

অধ্যায় (১০) : হায়িয (ঋতুস্রাব) সংক্রান্ত

حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِيْ لَا عَادَةَ لَهَا

যে মহিলার মাসিক নিয়মিত হয় না তার বিধান

١٣٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي"» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

১৩৮। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবূ হুবায়সের কন্যা ফাতিমাহ 'ইসতিহাযা' (প্রদর রোগ) নামক রোগে ভুগতেন। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, 'অবশ্য হায়িযের রক্ত কালো বর্ণের, তা (সহজেই) চেনা যায়। যখন এমন রক্ত দেখতে পাবে তখন সলাত বন্ধ করে দিবে। তারপর যখন অন্য রক্ত দেখা দেয় তখন উযু করে সলাত আদায় কর।' আবূ দাঊদ, নাসায়ী। ইবনু হিব্বান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন; আবূ হাতিম এটিকে মুন্‌কার হাদীসের মধ্যে গণ করেছেন।[১৬৫]

مَا جَاءَ فِيْ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَوَقْتِهِ

ইস্তিহাযা নারীর (হায়েযের রোগীর) গোসল করা ও তার সময় সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

١٣٩- وَفِي حَدِيْثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً، وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ».

১৩৯। আবূ দাউদে আসমা বিনতু 'উমাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে- একটা বড় পানির গামলাতে বসবে। অতঃপর হলদে রং এর রক্ত দেখতে পাও তবে যুহর ও 'আসরের জন্য একবার এবং মাগরিব ও 'ইশা সলাতের জন্য একবার গোসল করবে এবং ফজর সলাতের জন্য একবার করে গোসল করবে আর এর মাঝে (প্রত্যেক সলাতের জন্য) উযু করবে।[১৬৬]

হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন। এরপরেও ইমাম দারাকুতনী কয়েকটি উত্তম সনদসহকারে হাদীসটিকে মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

১৬৫. হাসান। আবূ দাউদ ২৮৬, না, ১৮৫ ইবনু হিব্বান ১৩৪৮; হাকিম ১৭৪; হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত সকলেই فإنما هو عرق "এটাতো এক শিরা থেকে বয়ে আসা রক্ত" কথাটি বৃদ্ধি করেছেন।

১৬৬. আবূ দাউদ ২৯৬ আসমা বিনতে উমাইস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! ফাতিমাহ বিনতে হুবাইসের এমন বেশি পরিমাণে হায়জ হচ্ছে যে , সে সলাত আদায় করতে পারছে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সুবহানাল্লাহ! এতো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। সে বসবে.......॥

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

ইস্তিহাযা নারী দু' সলাত কে একত্রিত করে আদায় করতে পারবে

١٤٠- وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: «كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيْرَةً شَدِيْدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ أَسْتَفْتِيْهِ، فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اِغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِيْنَ، وَصُوْمِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِيْنَ تَطْهُرِيْنَ وَتُصَلِّيْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرِ جَمِيْعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّيْنَ قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ.

১৪০। হামনাহ বিনতু জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'অমার 'ইস্তেহাযা' নামক ব্যধির জন্য অত্যন্ত কঠিনরূপে রক্তস্রাব হতো। আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ বিষয়ে ফতোয়ার জন্য এলাম।' তিনি বললেন, 'এটা শায়তনের আঘাত জনিত কারণেই (হচ্ছে), তুমি ছয় বা সাত দিন হায়িয পালন করবে। তারপর হায়িযের গোসল করে পবিত্র হয়ে প্রতি মাসে চব্বিশ বা তেইশ দিন নিয়মমাফিক সলাত আদায় করবে, সওম পালন করবে ও সলাত আদায় করবে, তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট হবে। এভাবে হায়িযা মহিলার মত প্রতি মাসে করতে থাকবে। যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে যুহরকে পিছিয়ে দিয়ে এবং 'আসরকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গোসল করে দু' ওয়াক্তের সলাত একসঙ্গে আদায় করবে। অনুরূপভাবে মাগরিবকে পিছিয়ে ও 'ইশাকে এগিয়ে নিয়ে গোসল করে উভয় সলাত আদায় করবে এবং ফাজ্‌র সলাতের জন্য গোসল করে তা আদায় করবে। (নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন) আমার নিকটে এটাই অধিক পছন্দ।' তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন আর বুখারী একে হাসান বলেছেন।[১৬৭]

حُكْمُ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَوُضُوْئِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ

ইস্তিহাযা নারীর গোসল ও প্রত্যেক সলাতের জন্য অযূর করার বিধান

١٤١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ «أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ: "اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اِغْتَسِلِي" فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মু হাবিবাহ বিনতু জাহাশ তাঁর রক্তস্রাবের সমস্যার বিষয় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে ব্যক্ত করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, 'তুমি এ সমস্যা দেখা দেয়ার পূর্বে

১৬৭. হাসান। আবূ দাঊদ ২৭৮; তিরমিযী ১২৮; ইবনু মাজাহ ৬২৭-; আহমাদ ৬/৪৩৯

Contents

তোমার হায়িযের জন্য যে ক'দিন অপেক্ষা করতে সে ক'দিন তুমি হায়িযের বিধি নিষেধ মেনে চলবে। তারপর গোসল করবে। তারপর থেকে উম্মু হাবিবাহ প্রত্যেক সলাতের জন্যই গোসল করতেন।[১৬৮]

١٤٢- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

১৪২। বুখারীর বর্ণনায় আছে, 'প্রত্যেক সলাতের জন্য উযু করবে।' এ বর্ণনাটি আবূ দাউদে ও অন্যান্য কিতাবেও এই সানাদে রয়েছে।

حُكْمُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

(ইস্তিহাযার রক্ত) মেটে ও হলদে রং হলে তার বিধান

١٤٣- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ.

১৪৩। উম্মু আতিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা হায়িযের পর হলদে ও মেটে রঙের রক্তকে কিছুই মনে করতাম না।" এ শব্দ বিন্যাস আবূ দাউদের।[১৬৯]

مَا يَحِلُّ فِعْلُهُ مَعَ الْحَائِضِ وَمَا يَحْرُمُ

ঋতুমতী মহিলার যে সকল কাজ বৈধ ও অবৈধ

١٤٤- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ «أَنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ "اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াহুদী লোকেরা তাদের হায়িযা স্ত্রীর সাথে পানাহার করা পরিত্যাগ করতো। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তোমরা (কেবল) যৌন মিলন ছাড়া (যথারীতি) তাদের সঙ্গে সবই করবে।'[১৭০]

---

১৬৮. মুসলিম ৬৬, ৩৩৪

১৬৯. হাদীসটি মাওকূফ। বুখারী ৩২৬; আবূ দাঊদ ৩০৭

১৭০. মুসলিম ৩০২; শব্দ বিন্যাস মুসলিমের। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, ইহুদীদের নারীরা যখন হায়েযা হয়ে পড়ত তখন তারা তাদের সাথে পানাহার করতো না, তাদের সাথে একঘরে বসবাস করতো। সাহাবীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ বিসয়ে জিজ্ঞেস করলে وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إلى آخر الآيـــة "তারা তোমার কাছে হায়িয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও যে, তা হলো নাপাক। সুতরাং হায়িয অবস্থায় তোমরা মহিলাদের থেকে পৃথক থাক.....আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম ব্যতীত সবকিছুই করবে। এ কথাটি ইহুদীদের নিকট পৌঁছে গেল। ফলে তারা বললো যে, এ লোকটির উদ্দেশ্য কী যে, আমরা যা করি তার বিপরীত করে বসে। অতঃপর (তাদের এ কথা শুনে) উসাইদ বিন হুযাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং ইবাদ বিন বাশার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীরা এমন এমন কথা বলেছে; তাহলে আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সাথে এমতাবস্থায় সঙ্গম করবো? তাদের উভয়ের এ কথা শ্রবণ করতঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল এমনটি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন।

١٤٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৫। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হায়িয চলাকালীন সময়ে আমাকে ইযার (লুঙ্গি বিশেষ) পরতে বলতেন। আমি তাই করতাম তারপর তিনি আমার সাথে হায়িয অবস্থায় (যৌন মিলন ব্যতীত) প্রেমময় আলিঙ্গন করতেন।'[১৭১]

كَفَّارَةُ وَطْءِ الْحَائِضِ

ঋতুমতী মহিলার সাথে যৌন সঙ্গম করার কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত)

١٤٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -فِي الَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ.

১৪৬। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর হায়িয অবস্থায় তার সাথে যৌন মিলন করবে তার বিধান সম্বন্ধে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি যেন এক দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) বা অর্দ্ধ দিনার খয়রাত (দান) করে।' ইবনু হিব্বান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। আর অন্য মুহাদ্দিসগণ-এর মাওকুফ্ হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[১৭২]

الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

ঋতুমতী মহিলা নামায, রোযা বর্জন করবে

١٤٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيلٍ.

১৪৭। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'হায়িয চলাকালীন সময়ে মেয়েরা কি সলাত ও সওম থেকে বিরত থাকে না?' (অর্থাৎ বিরত থাকতে হয়।) এটি দীর্ঘ একটি হাদীসের খণ্ডাংশ।[১৭৩]

তারপর তারা দুজনে সেখান থেকে বের হয়ে গেল। ইতোমধ্যেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য দুধ হাদিয়া আসলো। তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। (তারা এলে) তিনি তাদেরকে দুধ পান করালেন্ তখন তারা বুঝল যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উপর রাগ করেন নি।

১৭১. বুখারী ৩০০; মুসলিম ২৯৩ শব্দ বিন্যাস বুখারীর।

১৭২. হাফেজ ইবনু হাজার যে শব্দে উল্লেখ করেছেন কেবল সেই শব্দে হাদীসটি মারফূ' হিসেবে সহীহ। আবূ দাউদ ২৬৪; নাসায়ী ১৫৩; তিরমিযী ১৩৬; ইবনু মাজাহ ৬৪; আহমাদ ১৭২; হা. ১৭৩

১৭৩. বুখারী ৩০৪ পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছে- আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের সলাত আদায়ের জন্য আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ হে মহিলা সমাজ! তোমরা সদাক্বাহ করতে থাক। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ কী কারণে, হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন ঃ

نَهْيُ الْحَائِضِ عَنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

ঋতুমতী মহিলার বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ নিষেধ

١٤٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ "اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ.

১৪৮। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা হজ্জ ব্রত পালন করার উদ্দেশ্যে যখন সারিফা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন আমার ঋতুস্রাব শুরু হলো।' নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, 'পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কা'বা তাওয়াফ্ ব্যতীত হাজীরা যা যা করে তুমিও তাই কর।' এটি দীর্ঘ একটি হাদীসের খণ্ডাংশ।[১৭৪]

مَوْضِعُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

হায়েয ওয়ালী মহিলার দেহের যতটুকু বৈধ

١٤٩- وَعَنْ مُعَاذٍ ﷺ «أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "مَا فَوْقَ الْإِزَارِ"» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ.

১৪৯। মু'আয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হায়িয অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে কি কি কাজ হালাল বা বৈধ?' তিনি বললেন, 'পাজামা বা লুঙ্গির মধ্যে শরীরের যে অংশটুকু থাকে তা বাদে সবকিছু বৈধ।' আবূ দাউদ এটিকে য'ঈফ (দুর্বল) রূপে বর্ণনা করেছেন।[১৭৫]

مِقْدَارُ مَا تَمْكُثُهُ النُّفَسَاءُ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ

নিফাস ওয়ালী মহিলা সলাত ও সওম হতে বিরত থাকার সময়সীমা

তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক আর স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন ঃ আমাদের দীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, হে আল্লাহ্র রসূল? তিনি বললেন ঃ একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়য অবস্থায় তারা কি সলাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে তাদের দীনের ত্রুটি।

১৭৪. বুখারী ৩০৫; মুসলিম ১২০, ১২১১

১৭৫. আবূ দাউদ ২১৩। বিন বায তাঁর হাশিয়া বুলুগুল মারাম (১৪৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে সা'দ বিন আবদুল্লাহ আল আগত্বাস রয়েছে যাকে হাদীস বর্ণনায় লীন (অপরিপক্ক) বলা হয়েছে, অপর একজন বর্ণনাকারী বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ, সে আন আন করে হাদীস বর্ণনাকারী মুদাল্লিস। এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। তবে আবদুল্লাহ সাদ আল আসনারী থেকে হাসান সনদে এর শাহেদ হাদীস রয়েছে। শাইখ আলবানী উক্ত আবদুল্লাহ সাদ আল আসনারী বর্ণিত হাদীসটিকে সহীহ আবূ দাউদ (২১২) গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।

١٥٠- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ.

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ» وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৫০। উম্মু সালামাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে নিফাসের (প্রসবোত্তরস্রাব) জন্য (দীর্ঘ মেয়াদ হিসাবে) মেয়েরা চল্লিশ দিন (সলাত ও সওম ইত্যাদি হতে) অপেক্ষমান থাকতেন।' শব্দ বিন্যাস আবূ দাউদের।[১৭৬]

আবূ দাউদের শব্দে আরও আছে, 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিফাসের অবস্থায় সলাত কাযা পড়বার আদেশ তাদের করতেন না।' হাকিম হাদীসটি সহীহ বলেছেন।[১৭৭]

---

১৭৬. যঈফ। আবূ দাউদ ৩১১; তিরমিযী ১৩৯; ইবনু মাজাহ ৬৪৮; আহমাদ ৬/৩০০; ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি 'গরীব'। ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনান আল কুবরা গ্রন্থে (১/৩৪১) বলেন, হাদীসটি মাহফূয বা সংরক্ষিত নয়। ইবনুল কীসরানী তাঁর মা'রিফাতুত তাযকিরাহ (১৮০) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে কাসীর বিন যিয়াদ রয়েছে, সে কিছু হাদীস এলোমেলোভাবে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে শাইখ আলবানী সহীহ আবূ দাউদ (৩১১) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মুহাদ্দিস আযীমাবাদী তাঁর গায়াতুল মাকসূদ (৩/১৩১) গ্রন্থে ও বিন বায তাঁর হাশিয়া বুলুগুল মারাম (১৪৫) গ্রন্থে এর শাহেদ থাকার কথা বলেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর যাদুল মা'আদ (৪/৩৬৯) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল (২০১) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর ইলালুল কাবীর (১২৬) গ্রন্থে বলেন, আশাকরি হাদীসটি মাহফূয।

১৭৭. যঈফ। আবূ দাউদ ৩১২; হা. ১৭৫

كِتَابُ الصَّلَاةِ

পর্ব (২) : সলাত

بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

অধ্যায় (১) : সলাতের সময়সমূহ

١٥١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫১। আব্‌দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যুহরের সময় হচ্ছে, যখন সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ে, আর মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত, তথা 'আসরের সময় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত। 'আসরের সময় হচ্ছে, (কোন বস্তুর ছায়া তার সমান হবার পর হতে) সূর্যের রঙ হালকা বা ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত। মাগরিবের সময় সূর্যাস্ত থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমকাশে লালিমা নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত। 'ইশার সলাতের সময় হলো, (মাগরিবের সময় শেষ হওয়া থেকে শুরু হয়ে) মধ্যরাত অবধি বিদ্যমান থাকে। ফাজ্‌রের সময়, সুবহ্ সাদিক থেকে আরম্ভ হয়ে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত।[১৭৮]

١٥٢- وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ ﷺ فِي الْعَصْرِ: «وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ».

১৫২। মুসলিমে বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে আসর সম্পর্কে রয়েছে (সূর্য আলোক উজ্জ্বল থাকা পর্যন্ত)।[১৭৯]

١٥٣- وَمِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوْسَى: «وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ».

১৫৩। আর আবূ মূসা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, 'এবং সূর্য উঁচুতে থাকা পর্যন্ত' ('আসরের সময় থাকে)।[১৮০]

بَيَانُ مَتَى كَانَ النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّي الْمَفْرُوْضَةَ

কখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরয সলাত আদায় করতেন তার বিবরণ

---

১৭৮. মুসলিম ১৭৩, ৬১২; পূর্ণাঙ্গ হাদীস হচ্ছে- "فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان" যখন সূর্য উদিত হয় তখন সলাত থেকে বিরত থাকো। কেননা সূর্য শয়তানের দু' শিংয়ের মাঝ দিয়ে উদিত হয়।

১৭৯. মুসলিম ৬১৩; ইমাম মুসলিমের মতে الشمس مرتفعة এর অর্থ بيضاء نقية অর্থাৎ স্বচ্ছ ও পরিস্কার সাদা। তথা তাতে হলদে রঙয়ের কোন মিশ্রণ থাকবে না। আর পূর্ববর্তী হাদীসে রয়েছে- "ما لم تصفر الشمس" অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য হলুদাভ না হয়।

১৮০. মুসলিম ৬১৩ এটা বড় একটি হাদীসের অংশ বিশেষ। তাতে আছে- তাকে সলাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আসরের সলাত আদায় করলেন।

١٥٤- وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৪। আবূ বার্‌যাহ আল-আস্‌লামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আসরের সলাত আদায় করতেন তার পর আমাদের কোন ব্যক্তি রওয়ানা হয়ে মাদীনার দূর প্রান্তের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পরও সূর্য জীবিত তথা সূর্যের উজ্জ্বলতা বাকী থাকতো। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইশার সলাত দেরিতে আদায় করা পছন্দ করতেন এবং 'ইশা সলাতের পূর্বে ঘুমান ও পরে কথাবার্তা বলাকে অপছন্দ করতেন। আর তিনি ফাজ্‌রের সলাত আদায় করে এমন সময় ফিরতেন যখন লোক তার পাশে বসে থাকা সঙ্গীকে চিনতে পারত। আর ষাট আয়াত থেকে একশো আয়াত তিলাওয়াত করতেন।[১৮১]

١٥٥- وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ﷺ : «وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمْ اِجْتَمَعُوْا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوْا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ».

১৫৫। বুখারী ও মুসলিমে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে- 'ইশার সলাত কখনও দ্রুত কখনও দেরিতে পড়তেন। যখন দেখতেন লোক একত্রিত হয়ে গেছে তখন তাড়াতাড়ি করতেন। আর তারা বিলম্বে উপস্থিত হলে বিলম্বেই আদায় করতেন। আর তিনি ফাজ্‌রের সলাত খানিকটা অন্ধকারে আদায় করতেন।[১৮২]

١٥٦- وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوْسَى ﷺ : «فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ اِنْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»

১৫৬। মুসলিমে আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, ঐ সময় ফাজ্‌রের সলাত আদায় করতেন যখন ফজর প্রকাশ অর্থাৎ সুবহি সাদিক হতো। কিন্তু লোকেরা পরস্পরকে তখনও ভালভাবে চিনতে সক্ষম হতো না।

حُكْمُ تَعْجِيْلِ الْمَغْرِبِ فِيْ اوَّلِ وَقْتِهَا

মাগরিবের সলাত ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত আদায় করার বিধান

١٥٧- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

১৮১. বুখারী ৫৪৭; মুসলিম ৬৪৭। শব্দ বিন্যাস বুখারীর। এখানে رحله শব্দটির র (ر) অক্ষরে যাবার হা (ح) অক্ষরে সাকিন সহ পড়তে হবে। حية অর্থাৎ স্বচ্ছ পরিস্কার সাদা যেমন পূর্ববর্তী বর্ণনায় রয়েছে। আর একজন তাবেয়ী হতে তার এ কথাটি সহীহ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে حياتها أن تجد حرها সূর্য জীবিত থাকার অর্থ হচ্ছে সূর্যে উত্তাপ পাওয়া।

১৮২. বুখারী ৫৬০: মুসলিম ৬৪৬ শব্দবিন্যাস বুখারীর। মুসলিমের বর্ণনায় আছে- "والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجل" এশার সলাত কখনো বিলম্বে আদায় করতেনআবার কখনো তাড়াতাড়ি পড়ে নিতেন।

১৫৭। রাফি' বিন্ খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আমরা মাগরিবের সলাত আদায় করতাম। অতঃপর সেখান থেকে ফিরার পরও আমাদের লোক তার 'নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হবার দূরবর্তী স্থানটি' দেখতে পেতেন।[১৮৩]

حُكْمُ تَاخِيْرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ عَنْ اَوَّلِ وَقْتِهَا

এশার সলাতকে প্রথম ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করার বিধান

١٥٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৮। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক রাতে 'ইশার সলাত আদায় করতে অনেক বিলম্ব করেছিলেন। এমন কি রাতের বেশ কিছু সময় গত হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি বের হয়ে সলাত আদায় করে বললেন, এটাই হচ্ছে 'ইশা সলাত আদায়ের উপযুক্ত সময়, যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্ট মনে না করতাম তবে এসময়টাকেই নির্ধারণ করতাম।[১৮৪]

حُكْمُ الْاَبْرَادِ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ

যুহরের সলাতকে সূর্যের প্রখরতা ঠাণ্ডা হলে পড়ার বিধান

١٥٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا اِشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন দিনের উত্তাপ খুব বেড়ে যাবে তখন উত্তাপ কমে (আবহাওয়া) ঠাণ্ডা হলে (যুহরের) সলাত পড়বে। কেননা কঠিন উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা থেকে হয়।[১৮৫]

اسْتِحْبَابُ الْاَصْبَاحِ وَالْاَسْفَارِ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ

ফজরের সলাত স্পষ্ট সুবহে সাদিক্ব ও আলোকজ্জ্বল ভোরে পড়া মুস্তাহাব

١٦٠- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُوْرِكُمْ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

১৬০। রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ফাজ্রের সলাত স্পষ্ট সুবহি সাদিক হলে আদায় কর। কেননা তা তোমাদের জন্য অধিক পুণ্যের কারণ। তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন।[১৮৬]

---

১৮৩. বুখারী ৫৫৯; মুসলিম ৬৩৭; হাফিজ ইবনু হাজার তাঁর ফাতহুল বারীতে (২/৪১) বলেন: "ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق" সময় শুরু হওয়ার সাথে সাথেই মাগরিব সালাত আদায় করা কর্তব্য। এমনকি সালাত শেস হওয়ার পরেও যেন উজ্জ্বলতা অবশিষ্ট থাকে।

১৮৪. মুসলিম ২১৯, ৬৩৮, ''أعطم' অর্থাৎ: বিলম্ব করতেন এমনটি রাতের অন্ধকার খুব ঘনীভূত হয়ে আসত।

১৮৫. বুখারী ৫৩৬; মু, ৬১৫০; হাদীসের "الإبراد" যুহর সলাতকে ঠাণ্ডা হওয়া সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা।

بِمَ تُدْرَكُ الصَّلَاةُ فِي الْوَقْتِ؟

কিভাবে নির্দিষ্ট ওয়াক্তের সলাত পাওয়া যায়?

١٦١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের সলাতের এক রাক'আত সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে আদায় করতে পারলো সে পূর্ণ সলাতই পেলে, আর যে ব্যক্তি 'আসরের সলাতের এক রাক'আত সূর্যাস্তের পূর্বে আদায় করলো, সে 'আসরের পূর্ণ সলাতই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেলে।[১৮৭]

١٦٢- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: "سَجْدَةً" بَدَلَ "رَكْعَةً" ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ.

১৬২। এবং মুসলিমে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসেও অনুরূপ কথা উল্লেখ রয়েছে। তাতে রাক'আতের পরিবর্তে সাজদাহ শব্দ রয়েছে এবং পরে তিনি বলেন, এখানে সাজদাহর অর্থ রাক'আত হবে।[১৮৮]

بَيَانُ شَيْءٍ مِنْ اوْقَاتِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ

সলাতের নিষিদ্ধ সময়ের বিবরণ

١٦٣- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ».

১৬৩। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শুনেছি তিনি বলেন; ফাজ্‌রের সলাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফাজ্‌রের সলাত ব্যতীত অন্য কোন সলাত (আদায় জায়েজ) নেই। আর 'আসর সলাতের পরেও সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন সলাত নেই।

মুসলিমের শব্দগুলো হচ্ছে ঃ ফাজরের সলাতের পর অন্য কোন সলাত নেই।[১৮৯]

---

১৮৬. আবূ দাউদ ৪২৪; নাসায়ী ১৭২; তিরমিযী ১৫৪; ইবনু মাজাহ ৬৭২; আহমাদ ৩/১৪০, ১৪২, ১৪৩, ৪৪০, ৪৬৫; ইবনু হিব্বান ১৪৯০, ১৪৯১; ইমাম তিরমিযী বলেন: রাফে বিন খাদীজ এর হাদীসটি হাসান সহীহ। আর এখানে "أسـفروا" বলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাঁদনী রাতসমূহের ক্ষেত্রে এ শব্দ প্রয়োগ করেছেন যেহেতু এমন রাত্রে ফযর উদয়ের উজ্জলতা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। এটা এজন্য যে, লোকেরা যেন ফযর উদয় হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত ফযরের সলাত আদায় না করে। কেননা, হাদীসে আমাদেরকে যে সময় ফযর সলাত আদায়ের বলা হয়েছে সে সময়ে আদায় করলে অত্যন্ত বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে ঐ সময়ের চেয়ে যে সময় ফযর উদয়ের দৃঢ়তা না নিয়েই সলাত আদায় করা হবে।

১৮৭. বুখারী ৫৭৯; মুসলিম ৬০৮

১৮৮. মুসলিম ৬০৯ মুসলিমের শব্দসমূহ হচ্ছে: "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها" যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আসরের সলাতের একটি সিজদাহ পেল সে আসরের সলাত পেয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি সূর্য উঠার পূর্বে ফযরের সলাতের এক সিজদা পেল সে ফযরের সলাত পেয়ে গেল। এখানে সিজদাহ হতে রাকয়াত উদ্দেশ্য।

اوْقَاتِ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ وَدَفْنِ الْمَيِّتِ

সলাত ও মৃত দাফনের নিষিদ্ধ সময় সূচি

١٦٤- وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ» وَالْحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ "اَلشَّافِعِيِّ" مِنْ:

১৬৪। এবং মুসলিমে ‘উক্‌বাহ বিন ‘আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। এমন তিনটি সময় রয়েছে যে সময়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত আদায় করতে, মৃতকে কবর দিতে নিষেধ করেছেন ঃ (১) সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠা হতে কিছুটা উপরে উঠা পর্যন্ত, (২) এবং ঠিক দুপুর হলে যে পর্যন্ত না সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঝুঁকে পড়ে, (৩) আর যখন সূর্য ঝুঁকে পড়ে অস্ত যাবার উপক্রম হয়।[১৯০]

١٦٥- حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ وَزَادَ: «إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

১৬৫। কিন্তু শাফি‘ঈ (রহ)-এর নিকট দ্বিতীয় হুকুম যেটি আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে য‘ঈফ সানাদে বর্ণনা করে তাতে বৃদ্ধি করেছেন ঃ “জুমু‘আহ্‌র দিন ব্যতীত”।[১৯১]

١٦٦- وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ نَحْوُهُ.

১৬৬। আবূ দাউদেও আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অনুরূপ হাদীস রয়েছে।[১৯২]

---

১৮৯. বুখারী ৫৮৬; মুসলিম ৮২৭;

১৯০. সহীহ্ মুসলিম ৮৩১. "قـائم الظهـيرة" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সূর্য ঢলে যাবার পূর্বে স্থীর হওয়া। এ সময় ঠিক আকাশের মাঝ বরাবর অবস্থান করে এবং সূর্যের গতি কিছুক্ষণের জন্য স্থির থাকে।

১৯১. অত্যন্ত যঈফ। শাফিয়ী তাঁর মুসনাদে (১৩৯, ৪০৮) আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঠিক দুপুরে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ না তা ঢলে যায়। তবে শুক্রবার ব্যতীত। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: এ হাদীসে দু'জন মাতরূক রাবী আছে।

১৯২. যঈফ। আবূ দাউদ ১০৮৩ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঠিক দুপুরে সলাত আদায় করা অপছন্দ করেছেন। আল্লামা ইবনুল কায়্যেম তাঁর যাদুল মায়াদে (১/৩৮০) বলেন, ঠিক দুপুরে সলাত আদায় অপছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে মানুষেরা তিনটি অভিমত পোষণ করেছেন। ১. সেটা কোন অপছন্দনীয় সময় নয়। এটা ইমাম মালিকের অভিমত ২. জুমুআহ এবং অন্যান্য সব সালাতের ক্ষেত্রেই সে সময়টায় সলাত আদায় অপছন্দীয়। এটা ইমাম আবূ হানীফার অভিমত এবং ইমাম আহমাদ রহ. এর প্রসিদ্ধ অভিমত। ৩. সে সময়টা জুমুআহ ব্যতীত অন্যান্য দিনের জন্য সলাত আদায়ের অপছন্দনীয় সময়। জুমুআর দিনে কোন অপছন্দনীয় সময় নেই। এটা ইমাম শাফিয়ীর রহ. এর অভিমত। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: ইমাম শাফিয়ীর অভিমতই ন্যায়ভিত্তিক অভিমত। এ অভিমতের পক্ষে সহীহ হাদীসসমূহ প্রমাণিত রয়েছে।

ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, হাদীসটি মুরসাল। কেননা; বর্ণনাকারী আব্দুল খালীল আবূ কাতাদাহ থেকে শুনেননি। এছাড়া এ হাদীসে লাইস বিন আবূ সুলাইম রয়েছেন। তিনি দুর্বল রাবী (আত্-তালখীসুল হাবীর ১/৩১১), ইমাম শাওকানী বলেন, হাদীসটি মুনকাতি। এর মধ্যে লাইস বিন আবূ সুলাইম দুর্বল। (নাইলুল আওতার ৩/১১২), ইমাম যাহাবীও লাইসকে দুর্বল বলেছেন। (তানকীহুত তাহকীক ১/২০২)।

Contents

جَوَازُ سُنَّةِ الطَّوَافِ فِيْ جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ

সব সময় (বাইতুল্লাহ শরীফ) তাওয়াফ করা বৈধ

١٦٧- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ [أَ] وْ نَهَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

১৬৭। যুবাইর বিন্ মুত'ঈম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হে 'আবদি মানাফ এর বংশধরগণ, তোমরা কাউকে এ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে এবং সালাত আদায় করতে নিষেধ করবে না যে কোন সময় যে কেউ তা করতে চায়। তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[১৯৩]

تَفْسِيْرُ الشَّفَقِ الَّذِيْ يَنْتَهِيْ بِهِ وَقْتُ الْمَغْرِبِ

শাফাক্ব (সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশের লাল আভা) যার কারণে মাগরিবের সময় শেষ হয়ে যায় তার ব্যাখ্যা

١٦٨- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ.

১৬৮। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, 'শাফাক্ব' এর অর্থ হুমরা (সূর্যাস্তের পরবর্তী পাশ্চিমাকাশে দৃশ্যমান লাল আভা)। ইমাম দারাকুতনী এটিকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু খুজাইমাহ একে সহীহ বলেছেন এবং অন্যান্যরা একে মাওকূফ বলেছেন।[১৯৪]

بَيَانُ اَنَّ الْفَجْرَ فَجْرَانِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا صِفَةً وَحُكْمًا

ফজর দু'প্রকার এবং উভয়ের মাঝে গুণগত ও হুকুমগত পার্থক্যের বর্ণনা

١٦٩- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيْهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيْهِ الصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلُّ فِيْهِ الطَّعَامُ» رَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ.

ইবনু হাজার বলেন, মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ হচ্ছে একক বর্ণনাকারী আর তিনি সত্যবাদী। (আত্-তালখীসুল হাবীর ১/২৮৬), ইমাম শাওকানীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (নাইলুল আওতার ১/৪১১), দারাকুতনী বলেন, হাদীসটি গরীব, এর সকল রাবী বিশ্বস্ত (আল-বাদরুল মুনীর ৩/১৮৮)

১৯৩. আবূ দাঊদ ১৮৯৪; নাসায়ী ১৮৪, ৫২৩; তিরমিযী ৮৬৮; ইবনু মাজাহ ১২৬৫; আহমাদ ৪/৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪; ইবনু হিব্বান ১৫৫২, ১৫৫৩, ১৫৫৪। ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

১৯৪. যঈফ। দারাকুতনী ১/৩/২৬৯। হাদীসটির শব্দসমষ্টি হচ্ছে: "فإذا غاب الشفق، وجبت الصلاة" যখন শাফাক্ব অস্তমিত হবে ইশার সলাতের সময় উপস্থিত হবে।
শাইখ আলবানী তাঁর সিলসিলা যঈফাহ (৩৭৫৯) গ্রন্থে, যঈফুল জামে (৩৪৪০) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (৩৩৩) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে হাশীম বিন বাশীর রয়েছে সে আবদুল্লাহ আল উমরী থেকে কোন হাদীসই শুনেনি। ইমাম নববী তাঁর তাহযীব আল আসমা ওয়াল লুগাত (৩/১৬৫) গ্রন্থে বলেন, ইবনু উমার থেকে হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত, তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এর কোন প্রমাণ নেই।

১৬৯। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ফজর দু প্রকার- প্রথমতঃ ঐ ফজর (যাতে সওম-এর নিয়্যাতে) পানাহার করা হারাম করে দেয় আর তাতে সালাত আদায় করা হালাল, আর দ্বিতীয়তঃ সেই ফজর (সুবহি কাযিব) যাতে ফজরের সালাত আদায় করা হারাম এবং খাদ্য খাওয়া হালাল। ইবনু খুযাইমাহ এবং হাকিম এটিকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা উভয়ে একে সহীহ বলেছেন।[১৯৫]

١٧٠- وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيْلاً فِي الْأُفُقِ» وَفِي الْآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ».

১৭০। হাকিমে জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছে তাতে আরো আছে, যে ফজরে (সওমের নিয়্যাতে) পানাহার করা হারাম তার আলোক রশ্মি পূর্ব দিগন্তে বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে (যাকে সুবহি সাদিক্ব বলা হয়)। আর অন্য ফজরের আলোক রেখা নেকড়ে বাঘের লেজের মতো উর্দ্ধমুখী থাকে (যাকে সুবহি কাযিব বলা হয়)।[১৯৬]

فَضْلُ الصَّلَاةِ فِيْ اوَّلِ وَقْتِهَا

সলাতকে প্রথম ওয়াক্তে পড়ার ফযীলত

١٧١- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيْحَيْنِ".

১৭১। ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: সবচেয়ে উৎকৃষ্টতর পুণ্য কাজ হচ্ছে ওয়াক্তের প্রথম ভাগে সালাত আদায় করা। তিরমিযী এবং হাকিম একে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়েই এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।[১৯৭] আর এ হাদীসের মূল রয়েছে বুখারী ও মুসলিমে)

مَرَاتِبُ الْوَقْتِ فِي الْفَضْلِ

সময়ের স্তর অনুযায়ী ফযীলত কম-বেশি হয়

١٧٢- وَعَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللهِ؛ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهِ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ جِدًّا.

১৭২। আবূ মাহযূরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সলাতের সময়ের প্রথমাংশ সালাত ক্বায়িম করা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, মধ্যমাংশে ক্বায়িম করা তাঁর অনুগ্রহ এবং শেষাংশে আল্লাহর ক্ষমা লাভের কারণ। (ইমাম দারাকুতনী অত্যন্ত দুর্বল সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।)[১৯৮]

---

১৯৫. ইবনু খুযাইমাহ ৩৫৬; তার থেকে হাকিম ১৯১।

১৯৬. হাকিম, ১৯১; হাকিম বলেছেন হাদীসের সনদ সহীহ। জাহাবী বলেছেন: সহীহ। "والسرحان" অর্থ নেকড়ে বাঘ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ আলোক রশ্মিটা খুব বিস্তৃত ও লম্বা হবে না। বরং একটা খুঁটির মত আকাশের দিকে খাড়া থাকবে। এটা ইমাম সনয়ানীর অভিমত।

১৯৭. সহীহ.। তিরমিযী ১৭৩; হা. ১৮৮। হাদীসের শব্দ বিন্যাস হাকিমের।

١٧٣-وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، دُوْنَ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ أَيْضًا

১৭৩। তিরমিযীতে ইবনু উমার হতে এরূপ একটি হাদীস রয়েছে। তাতে মধ্যমাংশ শব্দ নেই। এটির সনদও দুর্বল।[১৯৯]

النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ سِوَى الرَّاتِبَةِ

ফজর উদয়ের পর দু'রাকয়াত সুন্নাত ব্যতীত অন্য সলাত আদায় করা নিষেধ

١٧٤- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ».

১৭৪। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ফজর সালাতের সময় সমাগত হলে ফজরের দুরাক'আত (সুন্নাত) ব্যতীত অন্য কোন নফল সালাত (আদায় বৈধ) নেই।[২০০] আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনায় রয়েছে: ফজর উদিত হওয়ার পর ফজরের দু রাকা'আত (সুন্নাত) ছাড়া অন্য কোন সলাত নেই।[২০১]

١٧٥- وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ اِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

১৭৫। 'আমর ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পুত্র ('আব্দুল্লাহ) হতে দারাকুত্বনীতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।[২০২]

---

১৯৮. হাদীসটি মাওজূ' বা জাল। দারাকুতনী ১৫৯-২৫০২। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (১/১৮৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইয়াকূব ইবনুল ওয়ালীদ আল-মাদানী রয়েছে। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, সে বড় মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত, ইবনু মুঈনও তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইমাম নাসাঈ তাকে পরিত্যাগ করেছেন, আর ইবনু হিব্বান তাকে হাদীস জালকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইবনুল মুলকিন তাঁর বদরুল মুনীর গ্রন্থে (৩/২০৯), ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম (১/৪৪৭) গ্রন্থে, শাইখ আলবানী যঈফুল জামে (২১৩১) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, তবে যঈফ তারগীব (২১৮) গ্রন্থে একে জাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনুল কীসরানী তাঁর দাখীরাতুল হুফফায (১৪৪) ও মা'রিফাতুত তাযকিরাহ (১৩০) গ্রন্থে বলেন, সে বিশ্বস্ত রাবীদের নামে হাদীস জাল করত। ইবনু আদী বলেন, আল কামিল ফিয যুআফা (২/২৭০) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে দুজন অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে। শুধুমাত্র ইমাম সুয়ূত্বী (ভুলক্রমে) আল জামেউস সগীর (২৮০৮) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলে ফেলেছেন।

১৯৯. মাওজূ'। তিরমিযী ১৭২। হাফিজ ইবনু হাজারের মতে যঈফ। যঈফ বলে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। কেননা, এ হাদীসের সনদে ইয়াকূব বিন ওয়ালীদ নাম একজন রাবী আছেন যার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন সে বড় মিথ্যুকদের একজন।

২০০. আবূ দাউদ ১২৭৮; তিরমিযী ৪১৯; আহমাদ ৫৮১১।

২০১. মুসান্নিফ আব্দুল রাজ্জাক ৩/৫৩/৪৭৬০

২০২. দারাকুতনী ১/৩/৪১৯। দারাকুতনীর শব্দসমূহ হচ্ছে- "لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين" ফযর সলাতের পর দু'রাকয়াত ব্যতীত আর কোন সলাত নেই।

حُكْمُ قَضَاءِ رَاتِبَةِ الظُّهْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ

আসর সলাতের পর যুহরের সুন্নাত আদায়ের বিধান

١٧٦- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ"، قُلْتُ: أَفَنَقْضِيْهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا؟ قَالَ: "لَا"» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

১৭৬। উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসরের সলাত আদায় করার পর আমার ঘরে প্রবেশ তাশরীফ আনলেন। অতঃপর দুরাক'আত সলাত আদায় করলেন। আমি তাঁকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: "যুহরের পরের দুরাক'আত সুন্নাত সলাত সময়ের অভাবে পড়া হয় নি তাই এখন তা পড়ে নিলাম" আমি তাকে বললাম: "আমরাও কি তা ছুটে গেলে (এভাবে ক্বাযা হিসেবে) পড়ে নিব?" নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন: "না (তা করবে না)"।[২০৩]

١٧٧- وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ.

১৭৭। আবূ দাঊদে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে উক্ত মর্মে হাদীস বর্ণিত আছে।[২০৪]

بَابُ الْأَذَانِ

অধ্যায় (২) : আযান (সলাতের জন্য আহ্বান)

صِفَةُ الْأَذَانِ

আযানের বিবরণ

١٧٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ﷺ قَالَ: «طَافَ بِي -وَأَنَا نَائِمٌ- رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُوْلُ: "اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ - بِتَرْبِيْعِ التَّكْبِيْرِ بِغَيْرِ تَرْجِيْعٍ، وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى، إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - قَالَ:

---

২০৩. যঈফ। আহমাদ ২৬১৩৮, নাসায়ী ৫৭৯, ৫৮০, ইবনু মাজাহ ১১৫৯, দারেমী ১৪৩৬; শাইখ বিন বায তাঁর বুলুগুল মারামের হাশিয়া (১৫৮) গ্রন্থে এর সনদকে উত্তম বলেছেন। তবে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। যেমন শাইখ সালিহ আল ফাওযান তাঁর মিনহাতুল আল্লাম ফী শরহে বুলুগিল মারামে (১৭৬, ১৭৭) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের দুটি ত্রুটি রয়েছে। প্রথমতঃ যাকওয়ান (আবূ আমর আল মাদানী) ও আবূ সালামার মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ «أفنقضيهما؟ قال: «لا» এ কথাটি সাব্যস্ত কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনু হযম তাঁর মুহাল্লা (২/২৭১) গ্রন্থে ইমাম বাইহাকীর কথা নকল করে বলেন, এ অতিরিক্ত অংশটি দুর্বল। এর দ্বারা দলিল সাব্যস্ত হয় না। (ফাতহুল বারী ২/৬৪)। ইবনু হযম তাঁর মুহাল্লা (২/২৬৭) গ্রন্থে হাদীসটিকে মুনকার ও মুনকাতি' বলেছেন।

২০৪. যঈফ। আবূ দাঊদ ১২৮০
নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, এর সনদে ইনকিতার কারণে ত্রুটি রয়েছে। (ইরওয়া ২/১৮৮), সিলসিলা যঈফা ৯৪৬ মুনকাররূপে। এ হাদীসের রাবীতে রয়েছে যাকওয়ান। আর উম্মু মাসলামা থেকে তার বর্ণিত হাদীসটি মুনকার (আল-মুহাল্লা আহমাদ শাকের ২/২৬৭)

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ" الْحَدِيْثَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي آذَانِ الْفَجْرِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ».

১৭৮। 'আবদুল্লাহ্ বিন যায়দ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বপ্নযোগে দেখলাম, কোন ব্যক্তি আমার নিকট এসে বলছে- তুমি বল, 'আল্লাহু আক্বার' 'আল্লাহু আক্বার' অতঃপর তিনি পূর্ণ আযান বর্ণনা করলেন। এতে 'আল্লাহু আক্বার' চার বার ছিল কিন্তু 'তারজী' ছিল না। আর ইকামাতের সব বাক্যই একবার করে ছিল কিন্তু 'ক্বাদ্কামাতিস্ সালাহ' বাক্যটি ছিল দু'বার। বর্ণনাকারী বলেছেন- সকাল হলে আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকটে (এসে স্বপ্নটির বর্ণনা দিলাম)। তিনি এ স্বপ্ন সম্বন্ধে বললেন- স্বপ্নটি অবশ্যই সত্য। আহমাদ ও আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[২০৫]

আহমাদ এ হাদীসের শেষাংশে- ফাজ্রের সলাতের আযান সম্পর্কীয় বিলাল (রাঃ)-এর ঘটনাটিতে- 'ঘুম থেকে সলাত উত্তম' অংশটি বাড়িয়েছেন।[২০৬]

١٧٩- وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ».

১৭৯। ইবনু খুযাইমাহতে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন মুয়ায্যিন্ ফাজ্রের আযানে 'হায়্ইয়া আলাল ফালাহ্' বলেন তারপর 'আস্ সালাতু খাইরুম্ মিনান্নাওম' বলা সুন্নাত।[২০৭]

صِفَةُ اذَانِ ابِيْ مَحْذُوْرَةَ

আবূ মাহজুরার আযানের পদ্ধতি

١٨٠- عَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ، فَذَكَرَ فِيْهِ التَّرْجِيْعَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيْرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوْهُ مُرَبَّعًا.

১৮০। আবূ মাহ্যূরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাঁকে আযান শিখিয়েছিলেন। তিনি সেই আযানে 'তারজী' এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের প্রথমে মাত্র দুবার তাক্বীর[২০৮] বলার কথা উল্লেখ করেছেন। আর (বুখারী, মুসলিম ব্যতীত) অন্য পাঁচ জনে বর্ণনা করে চার বার তাকবীর বলার কথা উল্লেখ করেছেন।[২০৯]

---

২০৫. আবূ দাউদ ৪৯৯; তিরমিযী ১৮৯; আহমাদ ৪/৪৩; ইবনু খুযাইমাহ ৩৭১ ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু খুজাইমাহ বলেন (১৯৭) : বর্ণনাভঙ্গির দিক থেকে হাদীসটি প্রমাণিত সহীহ।

২০৬. আবূ দাউদ ৪৯৯; তিরমিযী ১৮৯; আহমাদ ৪/৪৩; ইবনু খুযাইমাহ ৩৭১ ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু খুজাইমাহ বলেন (১৯৭) : বর্ণনাভঙ্গির দিক থেকে হাদীসটি প্রমাণিত সহীহ।

২০৭. ইবনু খুযাইমাহ ৩৮৬ হাদীসটিকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

২০৮. মুসলিম ৩৭৯। তারজী' অর্থ: শাহাদাতাইনকে প্রথমবার নিম্ন আওয়াজে, দ্বিতীয়বার উচ্চ আওয়াজে বলা।

২০৯. সহীহ আবূ দাউদ ৫০২; নাসায়ী ২/৪-৫; তিরমিযী ১৯২; ইবনু মাজাহ ৭০৯; আহমাদ ৩/ ৪০৯, ৬/৪০১ ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

تَثْنِيَةُ الْأَذَانِ وَافْرَادِ الْاقَامَةِ

আযানের শব্দ দু'বার করে আর ইকামাতের শব্দ একবার করে

١٨١- وَعَنْ أَنَسٍ [ابْنِ مَالِكٍ] ﷺ قَالَ: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْآذَانَ، وَيُوْتِرَ الْإِقَامَةَ، إِلَّا الْإِقَامَةَ، يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الِاسْتِثْنَاءَ وَلِلنَّسَائِيِّ: «أَمَرَ النَّبِيُّ بِلَالًا».

১৮১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যেন জোড়া বাক্যে 'আযান' ও বিজোড় বাক্যে 'ইকামাত' দেন (ক্বাদকামাতিস সলাহ্) দু'বার। এভাবে (আযান-ইকামত) দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছিল। তবে মুসলিমে ইল্লাল ইক্বামাত তথা 'ক্বাদ কামাতিস্ সালাত' দু'বার বলতে হয়- কথার উল্লেখ করেননি।[২১০]

নাসায়ীতে আছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এরূপ আদেশ করেছিলেন।[২১১]

بَيَانُ شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤَذِّنِ حَالَ الْأَذَانِ

আযান অবস্থায় মুয়াজ্জিনের বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা

١٨٢- وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلِابْنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَلِأَبِي دَاوُدَ: «لَوَى عُنُقَهُ، لَمَّا بَلَغَ "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ" يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ» وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

১৮২। আবূ জুহাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর দু'কানে আঙ্গুল দিয়ে আযান দিতে এবং আযানে এধার ওধার অর্থাৎ ডানে-বামে মুখ ফেরাতে দেখেছি।[২১২]

ইবনু মাজাহতে আছে- 'এবং তিনি তাঁর আঙ্গুলদ্বয় তাঁর দু'কানে ঢুকিয়েছিলেন।'[২১৩]

আবূ দাউদে আছে- তিনি 'হাইয়া 'আলাস্ সলাহ্' বলার সময় তাঁর গলাকে ডানে ও বামে ঘুরাতেন, তবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ঘুরে যেতেন না।[২১৪] এর মূল বক্তব্য বুখারী, মুসলিমে রয়েছে।[২১৫]

اسْتِحْبَابُ كَوْنِ الْمُؤَذِّنِ صَيِّتًا

মুয়াজ্জিন উচ্চৈঃকণ্ঠের অধিকারী হওয়া মুস্তাহাব

١٨٣- وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الْآذَانَ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

---

২১০. বুখারী ৬০৫; মুসলিম ৩৭৮

২১১. নাসায়ী ২/৩

২১২. আহমাদ ৪/৩০৯-৩০৮; তিরমিযী ১৯৭। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

২১৩. ইবনু মাজাহ (৭১১) এ হাদীসটিও সহীহ যদিও এ হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে।

২১৪. আবূ দাঊদ ৫২০ হাদীসটি মুনকার।

২১৫. মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি বুখারীতে ৬৩৪ নং এবং মুসলিমে ৫০৩ নং এ ইবনু আবী জুহাইফাহ থেকে তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আযান দিতে দেখেছেন। রাবী বলেন, আমি তার মুখমণ্ডলকে এদিক অদিক ঘুরাতে প্রত্যক্ষ করেছি।

১৮৩। আবূ মাহ্যূরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর কণ্ঠস্বর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পছন্দনীয় হওয়ায় তিনি তাঁকে আযান শিখিয়ে দেন।[২১৬]

صَلَاةُ الْعِيْدِ لَيْسَ لَهَا اذَانٌ وَلَا اقَامَةٌ

ঈদের সলাতের জন্য আযান ও ইকামত নেই

١٨٤- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ الْعِيْدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৪। জাবির বিন্ সামূরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে দু' ঈদের- (ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহার) একাধিকবার সলাত আযান ও ইকামাত ছাড়াই আদায় করেছি।[২১৭]

١٨٥- وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَغَيْرُهُ.

১৮৫। এবং অনুরূপ হাদীস ইবনু 'আব্বাস ও অন্যান্য সহাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেও বুখারী এবং মুসলিমে বিদ্যমান।

مَشْرُوْعِيَّةُ الْاذَانِ وَالْاقَامَةِ لِلصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ

ছুটে যাওয়া সলাতের জন্য আযান ও ইকামত শরীফত সম্মত

١٨٦- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ فِي الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ، «فِي نَوْمِهِمْ عَنْ الصَّلَاةِ - ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৬। আবূ কাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীসে সহাবীগণের ফাজ্রের সলাতের সময় ঘুমিয়ে পড়া সম্বন্ধে বর্ণিত- "অতঃপর বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আযান দিলেন ও তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত আদায় করলেন, যেভাবে প্রতিদিন আদায় করতেন।[২১৮]

الاكْتِفَاءُ فِي الْمَجْمُوْعَتَيْنِ بِاذَانٍ وَاحِدٍ

এক আযানে দু'সলাতকে একত্রিত করা যথেষ্ট

١٨٧- وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ ﷺ ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ».

১৮৭। মুসলিমে জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত আছে- (হাজ্জের সময় 'আরাফাহ থেকে মিনা ফেরার পথে) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুয্দালিফায় আগমন করলেন। অতঃপর এসে মাগরিব ও 'ইশা সলাত একই আযানে ও দু' ইকামাতে সমাধা করলেন।[২১৯]

---

২১৬. ইবনু খুযাইমাহ ৩৭৭

২১৭. মুসলিম ৮৮৭, তিরমিযী ৫৩২, আহমাদ ২০৩৩৬, ৩০৩৮৪, আবূ দাঊদ ১১৪৮।

২১৮. মুসলিম ৬৮১।

Contents

١٨٨- وَلَهُ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ : «جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ» زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا».

১৮৮ মুসলিমে ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে আরো আছে। নাবী (ﷺ) মাগরিব ও 'ইশার সলাত এক ইকামাতে জমা (একত্রিত) করে আদায় করলেন।[২২০] কিন্তু আবূ দাঊদ প্রত্যেক সলাতের জন্য কথাটি বৃদ্ধি করেছেন এবং আবূ দাউদের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "দু' সলাতের মধ্যে কোন একটিতে (দ্বিতীয় সলাতে) আযান দেয়া হয়নি"।

حُكْمُ الْاذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

ফজরের পূর্বে আযানের বিধান

١٨٩ و ١٩٠- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ، وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِيَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ"، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ.

১৮৯-১৯০। ইবনু 'উমার ও 'আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, বিলাল তো বস্তুতঃপক্ষে রাতে (সুবহি সাদিকের পূর্বে) আযান দেয়। অতএব তোমরা পানাহার (সাহারী খাও) করতে থাকো যতক্ষণ না ইবনু উম্মু মাক্‌তুম্ ফাজ্‌রের সলাতের আযান দেয়। তিনি ছিলেন অন্ধ তাই আসবাহতা, আসবাহতা (সকাল করে ফেললেন, সকাল করে ফেললেন) না বলা পর্যন্ত তিনি (ফাজরের) আযান দিতেন না।[২২১] এ হাদীসের শেষাংশে কিছু ইদরাজ বা রাবীর কিছু বক্তব্য নাবী (ﷺ)-এর কথার সাথে সন্নিবেশিত হয়েছে।[২২২]

حُكْمُ الْاذَانِ قَبْلَ تَحَقُّقِ دُخُوْلِ الْوَقْتِ

সময় আগমন নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে আযানের বিধান

١٩١- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ ؛ «إِنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ: "أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ.

---

২১৯. মুসলিম ২/৮৯১ আব্দুল বাকী। উল্লেখিত শব্দের পর মুসলিমে আরো আছে- "ولم يسبح بينهما شيئا" এ উভয় সলাতের মাঝে আর কোন নফল সালাত আদায় করেননি। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: ঐ মুজদালিফার রাত্রির জন্য এ কথা ঠিক আছে। আর অন্যান্যরা বর্ণনা যে উল্লেখ করেছেন যে, বুখারী থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা কেউ কেউ মাগরিবের দু'রাকাআত সালাতকে সুন্নাত মনে করে থাকেন যেটি ভুল। আমি 'আল-আসল' গ্রন্থে এর প্রতিবাদে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২২০. মুসলিম ২৯০, ২৮৯, ১২৮৮।

২২১. বুখারী ৬১৭; মুসলিম ১০৯২। শব্দবিন্যাস বুখারীর

২২২. হাদীসের শেষে রাবী কর্তৃক বর্ধিত অংশটুকু হচ্ছে: "وكان رجلا أعمى لا ينادي، حتى يقال له: أصبحت. أصبحت"

১৯১। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফাজ্‌রের (সময়ের অল্প) পূর্বে আযান দিয়েছিলেন। ফলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে- 'এ বান্দা অবশ্য ঘুমিয়ে গিয়েছিল বলে' ঘোষণা দিতে নির্দেশ করলেন। আবূ দাঊদ একে য'ঈফ (দুর্বল)রূপে বর্ণনা করেছেন।[২২৩]

حُكْمُ مُتَابَعَةِ الْمُؤَذِّنِ

আযানের জওয়াব দেয়া

١٩٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৯২। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা যখন আযান শুনবে তখন মুয়ায্‌যিন যা বলেন তোমরা তাই বলবে।[২২৪]

١٩٣- وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ.

১৯৩। মু'আবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও অনুরূপ হাদীস বুখারীতে বর্ণিত আছে।[২২৫]

١٩٤- وَلِمُسْلِمٍ: «عَنْ عُمَرَ فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً، سِوَى الْحَيْعَلَتَيْنِ، فَيَقُوْلُ: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ"».

১৯৪। এবং মুসলিমে ইবনু 'উমার থেকে আযানের জবাবের ফাযীলাত সম্বন্ধে বর্ণিত রয়েছে- মুয়ায্‌যিন যা বলবেন শ্রোতা সেসব বাক্যই বলবেন। তবে 'হায়্‌ইআ আলাস্ সালাহ্, হায়্‌ইআ আলাল্ ফালাহ্' দু'টির জবাবে বলবে- 'লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।'[২২৬]

كَرَاهَةُ اخْذِ الْاجْرَةِ عَلَى الْاذَانِ

আযান দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা অপছন্দনীয়

---

২২৩. আবূ দাঊদ ৫৩২, আবূ দাঊদের মতই তিরমিযীও হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন । যেমন তিনি বলেছেন: "حديث غير محفوظ" হাদীসটি সংরক্ষিত নয় । এ কথার সমর্থনে তাদের দলীল হচ্ছে যে, হাম্মাদ বিন সালামাহ তাতে ভুল করেছেন। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: নির্ভরযোগ্য রাবীর ক্রটি বিনা প্রমাণে বর্ণনা করা গ্রহণযোগ্য নয় যেমনটি তারা করেছেন।

২২৪. বুখারী ৬১১; মুসলিম ৩৮৩

২২৫. বুখারী ৬১২ অন্য রেওয়ায়েতে (৯১৪) আবূ উমামাহ বিন সাহল বিন হুনাইফ এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মুয়াবিয়াহ বিন আবূ সুফয়ান কে বলতে শুনেছি , তিনি মিম্বরের উপর বসা ছিলেন, এমতাবস্থায় মুয়াজ্জিন আযান দিলেন: মুয়াবিয়াহ বললেন, الله أكبر. الله أكبر মুয়াজ্জিন বললো: أشهد أن لا إله إلا الله. মুয়াবিয়াহ বললেন: أشهد أن محمدا رسول الله. মুয়াবিয়াহ বললেন: أشهد أن محمدا رسول الله. মুয়াজ্জিন বললো: أشهد أن لا إله إلا الله. আর সাথে সাথে আমিও তাই বললাম। আযান শেষে বললেন, হে লোক সকল! আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এমন মজলিসে মুয়াজ্জিন যখন আযান দিতেন তখন এরকম বলতে শুনেছি যেরকম তোমরা আমাকে বলতে শুনলে।

২২৬. মুসলিম ৩৮৫

١٩٥- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﷺ «أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ : "أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৯৫। 'উসমান বিন্ আবিল 'আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে আমার গোত্রের (সলাতের) ইমাম করে দিন। তিনি বললেন, তুমি তাদের ইমাম হলে, তবে তুমি তাদের দুর্বল লোকের প্রতি খেয়াল রাখবে এবং এমন ব্যক্তিকে মুয়ায্যিন নিয়োগ করবে যে আযানের বিনিময়ে কোন মজুরী নেবে না। তিরমিযী একে হাসান বলেছেন, আর হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।'[২২৭]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْاَذَانِ فِي السَّفَرِ

সফরে থাকা অবস্থায় আযান দেওয়া শরীয়তসম্মত

١٩٦- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﷺ قَالَ : قَالَ لَنَا النَّبِيُّ «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» الْحَدِيْثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

১৯৬। মালিক বিন হুওয়াইরিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বলেছেন ঃ যখন সলাত (এর সময়) উপস্থিত হবে তখন তোমাদের একজন আযান দিবে (এটা একটা বড় হাদীসের খণ্ডাংশ)।[২২৮]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْاِنْتِظَارِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

আযান ও ইক্বামাতে মাঝে দেরী করা শরীয়তসম্মত

١٩٧- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ : «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ» الْحَدِيْثَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.

১৯৭। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাল (রাঃ)-কে বললেন- যখন আযান দিবে থেমে থেমে দিবে আর ইকামাত অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি বলবে। আযান ও ইকামাতের মধ্যে একটা

---

২২৭. আবূ দাঊদ ৫৩১; তিরমিযী ২০৯; ইবনু মাজাহ ৭১৪; আহমাদ ৪/২১, ২১৭; হা. ১/১৯৯, ২০১।

২২৮. বুখারী ৬২৮; মুসলিম ৬৭৪; আবূ দাঊদ ৫৮৯; নাসায়ী ২/৯; তিরমিযী ২০৫; ইবনু মাজাহ ৯৭৯৯; আহমাদ ৩/৪৩৬, ৫/৫৩ এ হাদীসের কয়েক শব্দবিন্যাস আছে। কেউ হাদীসটিকে সংক্ষেপে কেউ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর কতক বর্ণনায় "وصلوا كما رأيتموني أصلي" "তোমরা সেভাবে সলাত আদায় করো যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ।" অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন। আর আহমাদের বর্ণনায় বর্ধিত অংশ হচ্ছে : "كما تروني أصلي" তোমরা যেভাবে আমাকে সলাত আদায় করতো দেখ।" বুখারী ব্যতীত প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাবের অন্য কোনটিতে এই বর্ধিত অংশটুকু নেই। (দেখুদ বুখারী হাঃ ৩২৭)

লোক খানা খেয়ে উঠতে পারে ঐ পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখবে। (হাদীসটির আরো অংশ আছে।) তিরমিযী একে য'ঈফ (দুর্বল) বলেছেন।[২২৯]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْوُضُوْءِ لِلْاَذَانِ

আযানের জন্য অযূ করা শরীয়তসম্মত

١٩٨- وَلَهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ» وَضَعَّفَهُ أَيْضًا فَالْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ مَرْفُوْعًا وَمَوْقُوْفًا.

১৯৮। তিরমিযীতে সংকলিত আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তাতে আছে- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- উযু আছে এরূপ ব্যক্তি ব্যতীত যেন আযান না দেয়।[২৩০] এটাকেও তিনি য'ঈফ (দুর্বল) বলেছেন।[২৩১]

اَلْحُكْمُ اِذَا اَذَّنَ رَجُلٌ وَاَقَامَ اٰخَرُ

যখন কোন লোক আযান আর অপরজন ইকামত দিবে তার বিধান

---

২২৯. মুনকার। তিরমিযী ১০৫৯। হাদীসের পূর্ণাঙ্গ অংশ হচ্ছে: "والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ، ولا تقوموا حتى تـروني" "পানকারী যখন পান করা শেষ করে। কোন ব্যক্তি যখন পেশাব-পায়খানা থেকে প্রয়োজন শেষে বের হয়। আর তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না। তিরমিযী বলেন, জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর এই আব্দুল মুনঈম থেকে বর্ণিত সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্র আমার জানা নেই। আর সে মাজহুল তথা অপরিচিত রাবী। আবদুল মুনঈম একজন বাসরী শায়খ। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: আব্দুল মুনঈম হচ্ছে ইবনু নুয়াইম আল-আসওয়ারী। সে মুনকারুল হাদীস। যেমনটি বলেছেন ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম রহ.।

এর সনদটি মাজহুল। এর সনদে ইয়াহইয়া আল-বুকা মাজহুল রাবী। (ইবনু আদীর আল কামিল ফিয যু'য়াফা ৯/১৩), ইমাম বাইহাকী বলেন, এ হাদীসে আব্দুল মুনঈম বিন নাঈম রয়েছে তাকে ইমাম বুখারী মুনকারুর হাদীস হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর ইয়াহইয়া বিন মুসলিম আল-বুকাকে ইবনে মাঈন দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। (বাইহাক্বী আল আওসাত্ব ১/৪২৮)

২৩০. যঈফ। তিরমিযী ২০০। যুহরী ও আবূ হুরাইরা মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে তিরমিযী হাদীসটিকে যঈফ মন্তব্য করেছেন। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: তিরমিযী (২০১) নং এ আবূ হুরাইরা হতে মাওকূফ সূত্রে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এটিও সহীহ নয়। হাদীসের শব্দ হচ্ছে: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ " অযুকারী ব্যক্তিই কেবল আযান দিবে।

২৩১. এর সনদে রয়েছে যুহরী যিনি আবূ হুরায়রা থেকে শুনেননি। এর মধ্যে রয়েছে মুআবিয়া বিন ইয়াযিদ আস সাকাফী দুর্বল রাবী। (বাইহাকী কুবরা ১/৩৯৭), ইবনু কাসীরও অনুরূপ বলেছেন। (আল-আহকামুল কাবীর ১/১২৯), ইবনু সুয়ূতী তার জামেউস সগীরে এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনান আল কুবরা (১/৩৯৭) গ্রন্থে, ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর আল আহকামুল কাবীর (১/১২৯) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মুআবিয়া বিন ইয়াহইয়া আস সিদকী নামক দুর্বল রাবী বিদ্যমান। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (১/২০৫) গ্রন্থে বলেন, যুহরী আবূ হুরাইরাহ থেকে হাদীসটি শুনেনি। আর যুহরী থেকে যে বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন তিনি দুর্বল। আবদুর রহমান মুবারকপুরী তাঁর তুহফাতুল আহওয়াযী (১/৪৪৫) গ্রন্থে, আহমাদ শাকের তাঁর শরহে সুনান আত তিরমিযী (১৪/৩৮৯) গ্রন্থে, বিন বায তাঁর মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৩৪৫, ১০/৩৩৯)-গ্রন্থে, শাইখ আলবানী তাঁর যঈফুল জামে (৬৩১৭),. যঈফ তিরমিযী (২০০), ইরওয়াউল গালীল (২২২) গ্রন্থে, ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম (১/৪৮২) গ্রন্থে সকলেই হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

١٩٩- وَلَهُ : عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ» وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.

১৯৯। তিরমিযীর অন্য আর একটি হাদীসে যিয়াদ বিন হারিস থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান দেবে সে ইকামাত দেবে। এটাকেও তিরমিযী য'ঈফ (দুর্বল) বলেছেন।[২৩২]

٢٠٠- وَلِأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْنِي : الْأَذَانَ - وَأَنَا كُنْتُ أُرِيْدُهُ.

قَالَ : "فَأَقِمْ أَنْتَ " وَفِيْهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.

২০০। আবূ দাউদে 'আবদুল্লাহ্ বিন যায়দ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আমি আযান (স্বপ্নে) দেখেছি। আর আমি তা দিতেও চাই। নাবী (ﷺ) বললেন, তাহলে তুমিই ইকামাত দেবে। এর সানাদেও দুর্বলতা আছে।[২৩৩]

الْأَذَانُ مَوْكُوْلٌ اِلَى الْمُؤَذِّنِ وَالْإِقَامَةُ اِلَى الْاِمَامِ

আযান মুয়ায্যিনের দায়িত্বে আর ইক্বামত নির্ভরশীল ইমামের উপর

---

২৩২. যঈফ তিরমিযী ১৯৯ তিরমিযী বলেন, যিয়াদের এ হাদীসটি ইফরীকী ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে পাইনি। আর ইফরীকী হাদীসবেত্তাদের নিকট যঈফ-দুর্বল মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: দুর্বল কথাটিই সঠিক, যদিও কেউ কেউ এ বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন। তাদের মধ্যে আছেন আল্লামাহ আহমাদ শাকির তিনি তাকে শক্তিশালী রাবী বলেছেন এবং তার বর্ণিত হাদীসকে সহীহ মন্তব্য করেছেন। অনুরূপভাবে হাযিমী (রহ.) তার হাদীসকে হাসান বলেছেন।
ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর আল-আহকামুল কাবীর (১/৯৭) ও ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার (২/৪১) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনআম আল ইফরিক্বী রয়েছে, ইমাম তিরমিযী বলেন, মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি দুর্বল হিসেবে পরিচিত। ইয়াহইয়া আল কাত্তান সহ অনেকেই তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। (তিরমিযী বলেন) আমি ইমাম বুখারীকে দেখেছি, তিনি এ রাবীকে হাদীস বর্ণনার যোগ্য বলে মনে করতেন। মুহাদ্দিস আযীমাবাদী তাঁর আওনুল মা'বূদ (২/১২৬) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। আবদুর রহমান মুবারকপুরী তাঁর তুহফাতুল আহওয়াযী (১/৪৪৩) গ্রন্থে, শাইখ আলবানী যঈফ ইবনু মাজাহ (১৩৬), যঈফ আবূ দাউদ (৫১৪), যঈফুল জামে' (১৩৭৭), ইরওয়াউল গালীল (১/২৫৫) গ্রন্থে ইমাম নববী তাঁর আল খুলাসা (১/২৯৭) হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

২৩৩. যঈফ। আবূ দাউদ ৫১২
ইমাম বুখারী তাঁর আত-তারীখুল কাবীর (৫/১৮৩) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটির সমালোচনা হচ্ছে, একজন আরেকজন থেকে শোনার কথাটি উল্লেখ নেই। মুহাদ্দিস আযীমাবাদী তাঁর আওনুল মা'বূদ (২/১২৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মুহাম্মাদ বিন আমর আল ওয়াকিফী আল আনসারী আল বাসারী রয়েছে। তাকে ইয়াহইয়া আল কাত্তান, ইবনু নুমাইর, ইয়াহইয়া বিন মুঈন সকলেই দুর্বল বলেছেন। এ হাদীসের সনদে এ রাবীর থাকার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ (৫১২) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে ইবনুল মুলকীন খুলাসা আল বাদরুল মুনীর (১/১০৬) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি হাসান, আর এর সনদ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ইবনু হাজার বলেন, এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে একজন হচ্ছে মুহাম্মাদ বিন আমর আল-ওয়াকিফী আল আনসারী আল বাসরী সে দুর্বল। (আত্-তালখীসুল হাবীর ১/৩৪৪, আওনুল মা'বূদ ২/১২৫, কাত্তান ইবনু নুসাইর, ইয়াহয়া বিন মুঈন সকলেই তাকে দুর্বল বলেছেন। (আওনুল মা'বূদ ২/১২৫)

Contents

٢٠١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ.

২০১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আযানের অধিক কর্তৃত্ব মুআয্যিনের উপর ন্যস্ত আর ইকামাত ইমাম সাহেবের কর্তৃত্বাধীন। ইবনু আদী, তিনি হাদীসটিকে য'ঈফ (দুর্বল)ও বলেছেন।[২৩৪]

٢٠٢- وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ : عَنْ عَلِيٍّ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ.

২০২। বাইহাকীতে অনুরূপ একটি হাদীস 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বচন বলে বর্ণিত।[২৩৫]

اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاَقَامَةِ

আযান ও ইক্বামতের মাঝে দু'আ করা মুস্তাহাব

٢٠٣- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

২০৩। আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[২৩৬]

اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ بِطَلَبِ الْوَسِيْلَةِ لِلنَّبِيِّ (ص) بَعْدَ الْاَذَانِ

আযানের পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য ওসীলা মর্যাদার দু'আ করা মুস্তাহাব

٢٠٤-وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ.

---

২৩৪. যঈফ। ইবনু আদী তাঁর কামিল গ্রন্থে (৪/১৩২৭) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার সনদে শারীক বিন আব্দুল্লাহ আল-ক্বাযী রয়েছে যার স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল। ইবনু আদীও রহ. তার ত্রুটি বর্ণনা করেছেন।
ইবনু হাজার বলেন, হাদীসটি শারীক বিন আব্দুল্লাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে, মুআরিক বিন ইযাদ, সে দুর্বল। (আত্-তালখীসুল হাবীর ১/৩৪৭, যঈফা নং ৪৬৬৯, ইমাম সওকানীও শারীকের দিকে দুর্বলতার ইঙ্গিত করেছেন। (নাইলুল আওত্বার ২/৩১), ইমাম বায়হাকীও সুরক্ষিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন। (সুনানুল কুবরা ২/১৯)

২৩৫. মাওকূফ হিসেবে সহীহ। বায়হাকী ২/১৯; তার হাদীসের শব্দ হচ্ছে: "المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة" মুয়াজ্জিনের হক আযান দেয়া আর ইমামের হক হলো ইকামত দেয়া।" ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনান আল কুবরা (২/১৯) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি মারফূ' সূত্রে বর্ণিত, আর এটি মাহফূয নয়।

২৩৬. নাসায়ী তার আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ" গ্রন্থে ৬৭, ৬৮, ৬৯ ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহ ইবনু খুজাইমাহ গ্রন্থে ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭ এবং তিরমিযী ৩৫৯৪ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী তাতে বৃদ্ধি করেছেন- "فماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة" হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমরা তাতে কী বলবো? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের সুস্থতা চাইবে। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুঁলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: এই অতিরিক্ত অংশটুকু যঈফ, ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান একাই বর্ণনা করেন। আর তাঁর স্মরণশক্তি দুর্বল।

২০৪। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে (নিম্ন বর্ণিত দু'আটি) বলবে– উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতিত তাম্‌মাতি ওয়াস সালাতিল কা'ইমাতি, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা, ওয়াব-আসহু মাকামাম্ মাহমূদা নিল্লাযী ওয়া আদ্‌তাহু। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! পরিপূর্ণ আহবান এবং আসন্ন সালাতের তুমিই প্রভু। মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, সুমহান মর্যাদা এবং বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান মাকামে মাহমুদ-এ তাঁকে অধিষ্ঠিত কর, যার প্রতিশ্রুতি তুমিই তাঁকে দিয়েছ। -তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[২৩৭]

بَابُ شُرُوْطِ الصَّلَاةِ

অধ্যায় (৩) : সলাতের শর্তসমূহ

اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ

সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পবিত্রতা শর্ত

٢٠٥- عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

২০৫। 'আলী বিন্ ত্বল্‌ক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সলাতে বাতকর্ম করবে, (সলাত ছেড়ে) সরে গিয়ে উযু করবে ও সলাত পুনরায় সলাত আদায় করবে। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[২৩৮]

٢٠٦-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ.

২০৬। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তির বমি, নাকের রক্ত বা মযি বের হবে সে যেন সলাত ছেড়ে দিয়ে অযূ করে, আর (এর মাঝে) কোন কথা না বলে

---

২৩৭. বুখারী ৬১৪; আবূ দাউদ ৫২৯; নাসায়ী ২/২৬/২৭; তিরমিযী ২১১; ইবনু মাজাহ ৭২২

২৩৮. যঈফ। আবূ দাউদ ২০৫; নাসায়ী তার 'ইশরাতুন নিসায়' (১৩৭-১৪০); তিরমিযী ১১৬৬; আহমাদ ১/৮৬। ইমাম আহমাদ একে মুসনাদে আলীর মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। তার দাবী ভুল। এ বিষয়ে ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরে (১/৩৮৫) এবং ইবনু হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে (২২৩৭) সর্তক করেছেন। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: হাদীসটি যঈফ। কেননা, এর ভিত্তি মাজহুলের উপর। আর এই বর্ধিত অংশটুকু সহীহ, যেহেতু এর পক্ষে সমর্থক হাদীস রয়েছে। তৃতীয়ত: হাদীসটি ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেননি। এটা ইবনু হাজারের ভুল।
শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব তাঁর আল হাদীস (১/৩৬৪) গ্রন্থে এর সনদকে উত্তম বলেছেন। অপরপক্ষে ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর ইরশাদুল ফাকীহ (১/১৫৩) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। ইবনুল কাত্তান বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। (আল ওহম ওয়াল ইহাম ৫/১৯২) আলবানী দুর্বল বলেছেন; যঈফুল জামে ৬০৭, আবূ দাউদ ২০৫, (যঈফ আবূ দাউদ ১০০৫) ইবনু কাসীর বলেন, ঐ হাদীসে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। (ইরশাদুল ফাকীহ ১/১৫৩)

সলাতের বাকী অংশ আদায় করে নেয়। ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন এবং আহমাদ একে যঈফ বলেছেন।[২৩৯]

الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ لَا تُصَلِّيْ الَّا بِخِمَارٍ

বালেগা মহিলা উড়না ব্যতীত সলাত আদায় করবে না

٢٠٧- وَعَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ

২০৭। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- হায়িযা (সাবালিকা) মেয়েদের ওড়না (মস্তকাবরণ) ব্যতীত আল্লাহ্ সলাত কবুল করবেন না। ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[২৪০]

جَوَازُ الصَّلَاةِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَكَيْفِيَّةُ لُبْسِهِ

এক কাপড়ে সলাত আদায় করা বৈধ ও তা পরিধানের পদ্ধতি

٢٠٨- وَعَنْ جَابِرٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ"» - يَعْنِي : فِي الصَّلَاةِ - وَلِمُسْلِمٍ : «"فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ - وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ "» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২০৮। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বলেছেন ঃ কাপড় যদি বড় হয়, তাহলে শরীরে জড়িয়ে পরবে। মুসলিমে আছে, (বড়) চাদর হলে তার কিনারাদ্বয়কে দু-কাঁধের উপর বিপরীতমুখী করে রেখে নেবে। (অর্থাৎ বড় প্রশস্ত একটি কাপড়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে সলাত আদায় করা চলবে)। আর যদি ছোট হয় তাহলে লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করবে।[২৪১]

٢٠٩- وَلَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»

---

২৩৯. যঈফ। ইবনু মাজাহ (১২২১) ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আদ দিরায়াহ (১/৩১) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইসমাঈল বিন আইয়াশ রয়েছে, তিনি যখন শামবাসী ব্যতীত অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করবেন তখন তা দুর্বল হিসেবে বিবেচিত হবে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, ইবনু জুরাইয কর্তৃক তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত হাদীসটি মুরসাল হিসেবে সকল মুহাদ্দিসের নিকট স্বীকৃত। ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার (১/২৩৬) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটিকে বির্তক থাকার কারণে যথাযথ বলে বিবেচিত নয়। মুহাদ্দিস আযীমাবাদী তাঁর গায়াতুল মাকসূদ (২/২১৩) বলেন, কেউ এটিকে সহীহ বলেননি। আর তিনি তাঁর আওনুল মা'বূদ (১/১৮০) গ্রন্থে বলেন, আহমাদ ও অন্যান্যরা একে দুর্বল বলেছেন, দুর্বল হওয়ার কারণ হল এটিকে মারফূ' বলাটা ভুল সঠিক হল এটি মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। আবদুর রহমান মুবারকপুরী তাঁর তুহফাতুল আহওয়াযী (১/২১৩) গ্রন্থে বলেন, এটি দুর্বল, আর সঠিক হচ্ছে এটি মুরসাল। শাইখ আলবানী তাঁর যঈফ ইবনু মাজাহ (২২৫), যঈফুল জামে' (৫৪২৬) গ্রন্থে, ইবনু উসাইমীন তাঁর বুলুগুল মারামের শরাহ (১/২৬১) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

২৪০. কেউ কেউ এর ত্রুটি বর্ণনা করলেও তা ক্ষতিকর নয়। আবূ দাঊদ ৬৪১; তিরমিযী ৩৭৭; ইবনু মাজাহ ৬৫৫; আহমাদ ৬/১৫০, ২১৮, ২৫৯; ইবনু খুযাইমাহ ৭৭৫

২৪১. বুখারী ৩৬১; মুসলিম ৩০১০। হাদীসের শব্দ বিন্যাস বুখারীর।

২০৯। এবং বুখারী, মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে আছে- (বড় কাপড় থাকলে) ঘাড়ের উপর কিছু না দিয়ে যেন কেউ এক কাপড়ে সলাত আদায় না করে।[২৪২]

لِبَاسُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্র

٢١٠- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيِّ «أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَالَ : "إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.

২১০ উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত- তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মেয়েরা কি জামা ও দোপাট্টা (ওড়না) পরে সলাত আদায় করতে পারবে? তিনি বললেন, হাঁ, পারবে- যদি জামা দ্বারা পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা যায়। মুহাদ্দিসগণ এর মাওকুফ (সহাবীর বক্তব্য) হওয়াকে সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন।[২৪৩]

حُكْمُ مَنْ صَلَّى فِي الْغَيْمِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

যে ব্যক্তি মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় কেবলা ব্যতীত সলাত আদায় করবে তার বিদান

٢١١- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ﷺ قَالَ : «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ : (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.

২১১। 'আমির বিন রাবি'আহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে কোন এক অন্ধকার রাত্রে ছিলাম। সলাতের সময় কিবলার দিক নির্ণয় করা আমাদের উপর কঠিন হয়ে পড়লো। আমরা সলাত সমাধান করলাম। কিন্তু ভোরে যখন সূর্যোদয় হল তখন জানা গেল যে, আমরা কিবলামুখী হয়ে সলাত আদায় করিনি। অতঃপর আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "তোমরা যেদিকেই মুখ কর না কেন, সেই দিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা রয়েছে।" -তিমরমিযী একে য'ঈফ (দুর্বল) রূপে বর্ণনা করেছেন।[২৪৪]

حُكْمُ الْانْحِرَافِ الْيَسِيْرِ عَنْ الْقِبْلَةِ

কেবলা থেকে সামান্য পরিমাণ সরে গেলে তার বিধান

২৪২. বুখারী ৩৫৯; মুসলিম ৫১৯

২৪৩. মারফূ' ও মাওকূফ' উভয় হিসেবেই যঈফ। আবূ দাঊদ ৬৪০

ইবনুল কাত্তান বলেন, হাদীসটি মুনকাতি (আহকামুন নাযর ১৮৪), আলবানী হাীসটিকে দুর্বল বলেছেন। কেননা, এতে রয়েছে উম্ম মুহাম্মাদ তিনি অপরিচিত। (ইরওয়াউল গালীল ১/৩০৪)

২৪৪. তিরমিযী ৩৪৫, ২৯৫৭ অত্যন্ত দুর্বল।

ইমাম সনয়ানী বলেন, এ হাদীসে আলআস বিন সাঈদ আস সাসান রয়েছে, সে দুর্বল। (সুবুলুস সালাম ১/২১২)

٢١٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ.

২১২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ (উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলবাসীদের জন্যে) পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে কিবলাহ রয়েছে। তিরমিযী; - বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) একে কাবী (মজবুত) সানাদের হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন।[২৪৫]

بَيَانُ مَا يَسْتَقْبِلُهُ الْمُتَنَفِّلُ بِالصَّلَاةِ حَالَ السَّفَرِ

সফর অবস্থায় মুসাফিরের পক্ষে নফল সলাত আদায়ের বর্ণনা

٢١٣- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ﷺ قَالَ : «رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ الْبُخَارِيُّ : «يُوْمِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوْبَةِ».

২১৩। 'আমির বিন রাবি'আহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যে কোন দিকে গমনকারী সওয়ারী (জন্তুর) উপর সলাত আদায় করতে দেখেছি। -[২৪৬] বুখারী বৃদ্ধি করেছেন ঃ (রুকূ' সাজদাহর সময়) তিঁনি তাঁর মাথা নুইয়ে ইঙ্গিত করতেন। আর তিনি ফার্‌য সলাতে এরূপ করতেন না।[২৪৭]

٢١٤- وَلِأَبِي دَاوُدَ : مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ ﷺ : «كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهَ رِكَابِهِ» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

২১৪। আবূ দাউদে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বর্ণনায় রয়েছে- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরের অবস্থায় যখন নফল সলাত আদায়ের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি সওয়ারী জন্তুটিকে কিবলামুখী করে নিয়ে আল্লাহু আকবার (তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে) বলে সলাত আরম্ভ করতেন, তারপর তাঁর সওয়ারীর মুখ যে কোন দিকে যেতো। এর সানাদটি হাসান।[২৪৮]

الْمَوَاضِعُ الَّتِيْ نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْهَا

যে সকল স্থানে সলাত আদায় নিষিদ্ধ

---

২৪৫. তিরমিযী ৩৪৪; তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: এ হাদীসের সনদে ইমাম তিরমিযীর শায়খ হাসান বিন বাকর ব্যতীত আর কারো ব্যাপারে অস্পষ্টতা নেই। এ হাদীসের আরো কতক সূত্র এবং সমর্থক হাদীস রয়েছে যা একে সহীহ হাদীসে উন্নীত করে দেয়। তাছাড়া এ সুত্রটিকে বুখারী শক্তিশালী মন্তব্য করেছেন।

২৪৬. বুখারী ১০৯৩; মুসলিম ৭০১। হাদীসে উল্লেখিত সলাত ছিল নফল সলাত। মুসলিমের রেওয়ায়েতে এর বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া বুখারীরও কতক বর্ণনায় রয়েছে। এখানে শব্দ বিন্যাস বুখারীর।

২৪৭. এখানে অতিরিক্ত অংশটুকু ইমাম বুখারীর (১০৯৭)।

২৪৮. হাসান। আবূ দাউদ ১২২৫

٢١٥- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ.

২১৫। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত পৃথিবীর সব জায়গাই সলাত আদায়ের স্থান। এ হাদীসের সানাদে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে।[২৪৯]

٢١٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-[قَالَ] : «نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.

২১৬। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাতটি জায়গায় সলাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন- (১) ময়লা ফেলার স্থানে, (৩) পশু যবহ করার স্থানে, (৩) কবরস্থানে, (৪) চলাচলের রাস্তায়, (৫) হাম্মামে (গোসল খানায়), (৬) উট বাঁধবার স্থানে, (৭) বাইতুল্লাহর ছাদের উপর। -তিরমিযী বর্ণনা করে একে য'ঈফ (দুর্বল) বলেছেন।[২৫০]

النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقَبْرِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে কবরকে সামনে রাখা নিষেধ

٢١٧- وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «لَا تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ، وَلَا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২১৭। আবূ মারসাদ আল-গানাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, তোমরা কবরকে সামনে রেখে সলাত আদায় করবে না ও তার উপর বসো না।[২৫১]

جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ اذَا كَانَتَا طَاهِرَتَيْنِ

জুতা জোড়া পবিত্র হলে তাতে সলাত আদায় করা বৈধ

٢١٨- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

---

২৪৯. তিরমিযী ৩১৭। হাদীসটিতে যদিও ইরসাল এর ত্রুটি বিদ্যমান তবুও এমন কোন দোষত্রুটি নেই যা ক্ষতিকর। এ কারণে হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আত্-তালখীসুল হাবীরে এ হাদীসটির সহীহ হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। আর ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর ''ফাতাওয়া'য় ২২/১৬০ কতক হাদীসের হাফেজের এ হাদীসটি সহীহ হওয়ার মন্তব্য বর্ণনা করেছেন।

২৫০. মুনকার। তিরমিযী ৩৪৬-৩৪৭
এ হাদীসে রয়েছে যায়েদ বিন জুবাইরাহ। তাকে ইমাম যাহাবী ওয়াহিন দুর্বল বলেছেন। তালকীহুত তাহকীক ১/১২৪, ইমাম যায়লাঈ বলেন, তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য। (নাসবুর রায়াহ ২/৩২৩), ইবনু কাসীর বলেন, সে হচ্ছে মাতরূক (ইরশাদুল ফাকীহ ১/১১৩), ইবনু হাজার তাকে অত্যন্ত দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। এর সনদে ইবনু মাজেদ আব্দুল্লাহ বিন সালিহ ও আব্দুল্লাহ বিন উমার আল আমরী দুর্বল রাবী। (আত্-তালখীসুল হাবীর ১/৩৫৩)

২৫১. মুসলিম ৯৭২

২১৮। আবূ সা'ঈদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন মুসলিম মাসজিদে আসলে সে যেন তার জুতার প্রতি লক্ষ্য করে, যদি তাতে কোন নাপাকি বা ময়লা বস্তু দেখে তবে যেন তা মুছে পরিষ্কার করার পর তা পরে সলাত আদায় করে। ইবনু মাজাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[২৫২]

كَيْفِيَّةُ تَطْهِيْرِ الْخُفِّ مِنَ النَّجَاسَةِ

মোজাকে নাপাকী থেকে পবিত্র করার পদ্ধতি

٢١٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُوْرُهُمَا التُّرَابُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

২১৯। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যদি কেউ তার চামড়ার মোজায় কোন নাপাক বস্তু পাড়ায় তবে ঐ মোজাদ্বয়ের পবিত্রতাকারী হচ্ছে মাটি। (অর্থাৎ মাটিতে ঘসে পাক ও সাফ করে নেবে)- ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[২৫৩]

النَّهْيُ عَنْ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَحُكْمُهُ مَنْ الْجَاهِلُ

সলাতে কথা-বার্তা বলা নিষেধ এবং এ বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির হুকুম

٢٢٠- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ، وَالتَّكْبِيْرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২২০। মু'আবিয়াহ বিন হাকাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ অবশ্যই সলাত মানুষের কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্র নয়, এটা তো কেবল তাস্‌বীহ্, তাক্‌বীর ও কুরআন পাঠের জন্যই সুনির্দিষ্ট।[২৫৪]

---

২৫২. আবূ দাঊদ ৬৫০; ইবনু খুজাইমাহ (৭৮৬) এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীসের শব্দ হচ্ছে: قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه- بينما رسول -صلى الله عليه سلم- يصلي بأصحابه ، إذ خلع نعليه ، فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال : "ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ " قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ، فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "إن جبريل أتاني ، فأخبرني أن فيها قذرا ". وقال -صلى الله عليه وسلم- : "إذا جاء أحدكم... الحديث " আবূ সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা সাহাবীদের নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। হঠাৎ সলাতের মধ্যেই তিনি জুতা খুলে তার বাম পার্শ্বে রাখলেন। লোকেরা তা দেখে তারাও তাদের জুতা খুলে ফেলল। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত শেষ করলেন, তখন বললেন, কিসে তোমাদেরকে জুহাসমূহ খুলে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁরা বললেন, আমরা আপনাকে আপনার জুতা খুলে ফেলতে দেখেছি; তাই আমরা আমাদের জুতাসমূহ খুলে ফেলেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমার কাছে এসে বলেছিলেন যে, আপনার জুতাতে নাপাকী রয়েছে (তাই আমি জুতা খুলে ফেলেছিলাম)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর্যুক্ত উক্তি করেন।

২৫৩. আবূ দাঊদ ৮৬৩; ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীসটির সনদ হাসান হলেও কয়েকটি সমর্থক হাদীস থাকার কারণে সহীহ হাদীসে পরিণত হয়েছে।

২৫৪. মুসলিম ৫৩৭

بَيَانُ حُكْمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে কথা-বার্তা বলার বিধান

٢٢١- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ قَالَ : «إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ : (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ) [اَلْبَقَرَة : ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ، وَنُهِيْنَا عَنْ الْكَلَامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

২২১। যায়দ ইব্‌নু আরক্বাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে সলাতের মধ্যে কথা বলতাম। আমাদের যে কেউ তার সঙ্গীর সাথে নিজ দরকারী বিষয়ে কথা বলত। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হল- "তোমরা তোমাদের সলাতসমূহের সংরক্ষণ কর ও নিয়ানুমবর্তিতা রক্ষা কর; বিশেষ মধ্যবর্তী ('আসর) সলাতে, আর তোমরা (সলাতে) আল্লাহ্‌র উদ্দেশে একাগ্রচিত্ত হও"- (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ২/২৩৮)। অতঃপর আমরা সলাতে নীরব থাকতে আদেশপ্রাপ্ত হলাম এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[২৫৫]

مَا يَفْعَلُهُ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ

সলাতে কম-বেশি হলে মুক্তাদী যা করবে

٢٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ مُسْلِمٌ «فِي الصَّلَاةِ».

২২২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন ঃ (ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য) পুরুষদের বেলায় তাস্‌বীহ্-সুবহানাল্লাহ্ বলা। তবে মহিলাদের বেলায় 'তাসফীক' (এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের তালুতে মারা)। মুসলিমে 'সলাতের মধ্যে' শব্দটি অতিরিক্ত আছে।[২৫৬]

الْبُكَاءُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَبْطُلُهَا

সলাতে ক্রন্দন করায় (সলাত) বিনষ্ট হয় না

٢٢٣- وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ : «رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ، مِنَ الْبُكَاءِ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

২২৩। মুতাররিফ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু শিখখীর তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সলাত (এমন বিনয়ের সহিত) আদায় করতে দেখেছি যে, সলাতের মধ্যে তাঁর

---

২৫৫. বুখারী ১২০০; মুসলিম ৫৩৯
২৫৬. বুখারী ১২০৩; মুসলিম ৪২২

কান্নার ফলে হাড়ির মধ্যে টগবগ করে ফুটা পানির শব্দের ন্যায় তাঁর বক্ষদেশে শব্দ বিরাজ করত। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[২৫৭]

التَّنَحْنُحُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَبْطُلُهَا

সলাতে গলা-খাকড়ানি দেয়াতে সলাত নষ্ট হয় না

٢٢٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : «كَانَ لِي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَدْخَلَانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

২২৪। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সমীপে, দিনে দু'টি সময় আমার উপস্থিতি ছিল। ফলে, যখন তাঁর (নফল) সলাত আদায় করার সময় আমি যেতাম তখন তিনি (অনুমতি জ্ঞাপক) গলা খোকড় (কাশির ন্যায় শব্দ) দিতেন।[২৫৮]

الْمُصَلِّيْ يَرُدُّ السَّلَامَ بِالْاشَارَةِ

মুসল্লী ব্যক্তি ইঙ্গিতের মাধ্যম সলামের উত্তর দিবে

٢٢٥- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- [قَالَ] : «قُلْتُ لِبِلَالٍ : كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : يَقُوْلُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

২২৫। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন ঃ আমি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললাম, কেমন করে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত আদায় করার সময় তাঁদের (সহাবীগণের) সালামের জবাব দিতেন? রাবী বলেন, বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তিনি এভাবে হাত উঠাতেন, (অর্থাৎ হাতের ইশারায় জবাব দিতেন)। তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন।[২৫৯]

حُكْمُ حَمْلِ الصَّبِيِّ وَوَضْعُهُ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে ছোট বাচ্চা কোলে নেয়া ও কোল থেকে নামানোর বিধান

٢٢٦- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ : «وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ».

২২৬। আবূ কাতাদাহ্ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মেয়ে যয়নবের গর্ভজাত কন্যা উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে কাঁধে নিয়ে সলাত আদায় করতেন। তিনি যখন সাজদাহয় যেতেন

---

২৫৭. আবূ দাঊদ ৯০৪; না, ৩/১৩; তিরমিযী তাঁর শামায়েলে (৩১৫); আহমাদ ৪/২৫, ২৬; ইবনু খুযাইমাহ ৬৬৫, ৭৫৩ একে সহীহ বলেছেন।

২৫৮. এখানে বর্ণিত শব্দে হাদীসটি যঈফ। কিন্তু تنحنح এর পরিবর্তে سبح শব্দে বর্ণিত হাদীসটি হাসান । আমি তাহাবীর 'মুশকিলুল আসার' গ্রন্থের তাখরীজে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২৫৯. আবূ দাঊদ ৯২৭; তিরমিযী ৩৬৮; তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন।[২৬০] মুসলিমে আছে- 'তিনি তখন মাসজিদে লোকেদের সলাতে ইমামতি করছিলেন।'

حُكْمُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে সাপ ও বিচ্ছু হত্যা করার বিধান

٢٢٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

২২৭। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে- আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- দুটি কালো জন্তুকে সলাত আদায়ের সময়েও হত্যা করবে, সাপ ও বিচ্ছু। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[২৬১]

بَابُ سُتْرَةُ الْمُصَلِّيْ

অধ্যায় (৪) : সলাত আদায়কারী ব্যক্তির সুতরা বা আড়

حُكْمُ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّيْ

মুসল্লী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার বিধান

٢٢٨- عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ-بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَوَقَعَ فِي "اَلْبَزَّارِ" مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : «أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا»

২২৮। আবূ জুহাইম বিন্ হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সলাত আদায় কারী ব্যক্তির সম্মুখে দিয়ে অতিক্রম করার পাপ সম্বন্ধে যদি অতিক্রমকারী জানতো তবে সে তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে ৪০ (বছর) দাঁড়িয়ে থাকাকেই তার জন্য শ্রেয় মনে করতো। শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[২৬২] বায্যারে ভিন্ন সানাদে 'চল্লিশ বছর' কথাটির উল্লেখ রয়েছে।[২৬৩]

---

২৬০. বুখারী ৫১৬; মুসলিম ৫৪৩

২৬১. আবূ দাঊদ ৯২১; নাসায়ী ৩/১০; তিরমিযী ৩৯০; ইবনু মাজাহ ১২৪৫; ইবনু হিব্বান (২৩৫২) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আর তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

২৬২. বুখারী ৫১০; মুসলিম ৫০৭; হাদীসের শব্দবিন্যাস বুখারী-মুসলিম উভয়ের। সুতরাং ইবনু হাজারের পক্ষে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ শব্দ বিন্যাস বুখারীর। ইবনু হাজার যদি "من الإثم" শব্দের কারণে একে বুখারীর শব্দ উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন তা সঠিক নয়। কেননা, এ শব্দ বুখারীতে নেই, তেমনি মুসলিমেও নেই। সুতরাং এ শব্দটি বিলুপ্ত হওয়ার যোগ্য। বিঃ দ্রঃ বুখারী ও মুসলিম আবূ নাযর-এর থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের কিছু অংশ হচ্ছে: " لا أدري أقال : أربعين يوما ، أو شهرا ، أو سنة" আমি জানি না: তিনি চল্লিশ দিনের না মাসের নাকি বছরের কথা বললেন।

২৬৩. এ কথাটি শায। এটা ইবনু উয়ায়নাহ রহ. এর ভুলসমূহের একটি। তিনি হাদীসের সনদে এবং মতনে ভুল করতেন। মতনের ভুল হচ্ছে : "خريفا" কথাটি। আর সনদের ভুল হচ্ছে: তিনি সাওরী, মালিক এবং অন্যান্যের বিপরীত করেছেন।

مِقْدَارُ ارْتِفَاعِ السُّتْرَةِ

সলাতে সুতরাহ- এর উচ্চতার পরিমাণ

٢٢٩- وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : «سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ - فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ - عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ : "مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

২২৯। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, 'তাবুক যুদ্ধে' নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত আদায়কারীর সুত্‌রা (আড়) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন ঃ তা উটের পালানের পেছনের কাঠির সমপরিমাণ হবে।[২৬৪]

الْأَمْرُ بِاتِّخَاذِ السُّتْرَةِ وَأَنَّهُ لَا تَحْدِيْدَ لِعِرْضِهَا

সুতরাহ গ্রহণের নির্দেশ ও তার প্রশস্ততার কোন সীমারেখা নেই

٢٣٠- وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ

২৩০। সাবরাহ বিন্ মা'বাদ আল জুহ্‌নী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সলাত আদায় করার সময় সুত্‌রা করে নেবে যদিও একখানা তীর দিয়ে তা করা হয়। হাকিম।[২৬৫]

بَيَانُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

সলাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের বর্ণনা

٢٣١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ " الْحَدِيْثَ » وَفِيْهِ «الْكَلْبُ الْأَسْوَدِ شَيْطَانٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

২৩১। আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সলাত আদায় করার সময় যদি উটের পালানের শেষাংশের কাঠির পরিমাণ একটা সুত্‌রাহ দেয়া না হয় আর উক্ত মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে (প্রাপ্ত বয়স্কা) স্ত্রীলোক, গাধা ও কালো কুকুর অতিক্রম করলে সলাত (এর-একাগ্রতা) নষ্ট হয়ে যাবে। এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের খণ্ডাংশ।' তাতে একস্থানে আছে ঃ কাল কুকুর হচ্ছে শয়তান।[২৬৬]

---

২৬৪. মুসলিম ৫০০

২৬৫. হাসান। হাকিম ১/২৫২। যে শব্দে ইবনু হাজার আসক্বালানী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা মুসান্নিফ ইবনু আবূ শাইবার (১/২৭৮)

২৬৬. মুসলিম ৫১০। হাফেজ ইবনু হাজার এখানে হাদীস বর্ণনায় অর্থগত দিককে গ্রহণ করেছেন। কেননা, হাদীসের শব্দ মুসলিমে যেভাবে রয়েছে, তা হচ্ছে: "إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار ، والمرأة والكلب الأسود". قال عبد الله بن الصامت: قلت يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟! قال يا ابن أخي ! سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "الكلب الأسود

٢٣٢- وَلَهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ نَحْوُهُ دُوْنَ : "اَلْكَلْبِ"

২৩২। মুসলিম কুকুরের কথা ব্যতীত আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অনুরূপ আরো বর্ণিত হয়েছে।[২৬৭]

٢٣٣- وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ : عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- نَحْوُهُ، دُوْنَ آخِرِهِ وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ.

২৩৩। আর আবূ দাঊদ ও নাসায়ীতে ইবনু "আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও অনুরূপই বর্ণিত। তবে তাতে উক্ত হাদীসের শেষাংশ (কুকুরের উল্লেখ) নাই এবং তাতে নারীকে 'হায়িযা (হায়িয শুরু হয়েছে এমন বয়সের) বিশেষণের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬৮]

مَا يُصْنَعُ بِمَنْ ارَادَ الْمُرُوْرَ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّيْ

মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর সাথে কেমন আচরণ করা হবে

٢٣٤- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৩৪। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি লোকেদের জন্য সামনে সুতরাং রেখে সলাত আদায় করে, আর কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যেতে চায়, তাহলে যেন সে তাকে বাধা দেয়। সে যদি না মানে, তবে সে ব্যক্তি (মুসল্লী) যেন তার সাথে লড়াই করে, কেননা সে শয়তান।[২৬৯]

٢٣٥- وَفِي رِوَايَةٍ : «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ».

২৩৫। ভিন্ন এক বর্ণনায় রয়েছে, 'ঐ ব্যক্তির সঙ্গে শয়তান তার সাথী রয়েছে।'[২৭০]

"شيطان" যখন তোমাদের কেউ সলাতে দাঁড়াবে তখন সে উটের পালানের শেষ অংশের লাঠির মত এক কিছু দিয়ে তার সামনে (সুতরা) আড়াল করে নেয়। তার সামনে যদি এ পরিমাণ কোন কিছুর আড়াল না থাকে তাহলে গাধা, নারী এবং কালো কুকুর তার সলাতকে কর্তন (নষ্ট) করে দিবে। আব্দুল্লাহ বিন সামিত বলেন, আমি বললাম, হে আবূ জার! লাল, হলুদ কুকুর চেয়ে কালো কুকুরের আবার কী হলো? তিনি বললেন, হে ভাতিজা! আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন 'কালো কুকুর হলো শয়তান।'

২৬৭. মুসলিম ৫১১; মুসলিমের শব্দসমূহ হচ্ছে: "يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل" সলাতকে কর্তন (নষ্ট) করে দেয়- নারী, গাধা, কুকুর। আর এ হতে রক্ষা করবে 'উটের পালানের শেষ অংশের লাঠির মত কিছুর (সুতরা) আড়াল'। "دون الكلب" বলাটা হয়তো ইবনু হাজারের ভুল। যেহেতু এই كلب শব্দটি মুসলিমে রয়েছে। অথবা তিনি এখানে কুকুরের গুণ বর্ণনা । আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

২৬৮. মারফূ' হিসেবে সহীহ। আবূ দাঊদ ৭০৩; আবূ দাউদের শব্দসমূহ হচ্ছে: "يقطع الصلاة :المرأة الحائض. والكلب" সলাতকে কর্তন (নষ্ট) করে দেয় হায়েযা নারী ও কুকুর। নাসায়ী (২/৬৪) ইবনু আব্বাস হতে হাদীসটিকে মারফূ' ও মাওকূফ উভয় সূত্রেই বর্ণনা করেছেন।

২৬৯. বুখারী ৫০৯ মুসলিম ৫০৫। মুসলিমে আছে- "فليدفع في نحره" সে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বাধা দিবে।

২৭০. মুসলিমে (৫০৬) ইবনু উমার হতে বর্ণিত। আল্লামা সনয়ানী সুবুলুস সালামে ভুলক্রমে এ হাদীসটিকে আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন।

جَوَازُ كَوْنِ السُّتْرَةِ خَطًّا اذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ

কোন কিছু না থাকলে রেখা টেনে সুতরাহ দেয়া বৈধ

٢٣٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنٌ.

২৩৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সলাত আদায় করতে যাবে তখন যেন তার সম্মুখে কিছু স্থাপন করে, না পেলে লাঠি খাড়া করে দেয়, তাও যদি না হয় তাহলে একটা রেখা টেনে দিবে। এর ফলে সুত্রার বাইরে সামনে দিয়ে কেউ গেলে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আহমাদ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন। যিনি এটিকে 'মুয্তারিব্' (শব্দ বিন্যাসে ত্রুটি) বলে ধারণা করেছেন তিনি ভুল করেছেন। বরং হাদীসটি হাসান।[২৭১]

الصَّلَاةُ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ

সলাতকে কোন কিছু বিনষ্ট করতে পারে না

٢٣٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ مَا اِسْتَطَعْتَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

২৩৭। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন কিছুই সলাতকে বিনষ্ট করতে পারবে না; তবে তোমরা সাধ্যানুযায়ী প্রতিহত করতে (বাধা দিতে) থাকবে। এর সানাদ দুর্বল।[২৭২]

---

২৭১. সনদে ইযতিরাব এবং কতক রাবীর সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে হাদীসটি যঈফ। হাদীসটিকে যারা যঈফ বলেছেন তারা হচ্ছেন: সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, শাফিয়ী, বাগাবী, ইরাকী এবং অন্যান্য আয়েম্মাগণ। হাদীসটিকে আহমাদ (২/২৪৯, ২৫৫, ২৬৬), ইবনু মাযাহ (৯৪৩); ইবনু হিব্বান (২৩৬১) বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনু হাজার হাদীসটিকে ইযতিরাব হওয়া অস্বীকার করেছেন। তবে হাদীসটিকে সুন্দর বলা যাবে না। কেননা, যদি আমরা ইযতিরাব না হওয়া মেনে নেই তবুও তাতে جهالة তথা অস্পষ্টতা থেকে যায়। আর হাফিজ ইবনু হাজার নিজেই এর কতক রাবী সম্পর্কে অজ্ঞতার হুকুম দিয়েছেন।

ইবনু হাজার আসকালানসী তাঁর তালখীসে (২/৪৭১) বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনু মাদীনী সহীহ বলেছেন। সুফীয়ান বিন ওয়াইনাহ হাদীসটিকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম যাহাবী মিযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (১/৪৭৫) ইমাম যাহাবী বলেন, হাদীসটি উযরী থেকে ইসমাঈল বিন 'উমাইয়া এককভাবে বর্ণনা করেন এবং হাদীসটিতে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে।

তামামুল মিন্নাহ ৩০০, যয়ীফুল জামে' ৫৬৯, ইবনু মাজাহ ৬৮৯ গ্রন্থত্রয়ে হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাদরীবুর রাবী (১/৪২৯) গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী বলেন, আলী ইসমাঈলকে নিয়ে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে।

২৭২. যঈফ। আবূ দাউদ ৭১৯) হাদীসের বাকী অংশ হচ্ছে: "فإنما هو شيطان" সে তো শয়তান। এ হাদীসের এক বারীতে ত্রুটি রয়েছে । তিনি হচ্ছেন, মুজালিদ বিন সাঈদ। সে দুর্বল। তারপরও কথা হচ্ছে যে, ঐ রাবী হাদীসে ইযতিরাব করেছে। সে কখনও হাদীসটিকে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন আবার কখনো মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوْعِ فِي الصَّلَاةِ

অধ্যায় (৫) : সলাতে খুশূ' বা বিনয় নম্রতার প্রতি উৎসাহ প্রদান

النَّهْيُ عَنْ التَّخَصُّرِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে কোমরে হাত দেয়া নিষেধ

٢٣٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَمَعْنَاهُ : أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ

২৩৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে– আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'মুখতাসির' বা কোমরে হাত রেখে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[২৭৩] শব্দ বিন্যাস মুসলিমের এবং মুখতাসির অর্থ হলো সে তার হাতকে কোমরে রাখে।

٢٣٩- وَفِي الْبُخَارِيِّ : عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ ذٰلِكَ فِعْلُ الْيَهُوْدِ

২৩৯। বুখারীতে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে– 'মুখতাসির বা কোমরে হাত রাখা অবস্থায় সলাতে দাঁড়ান' হচ্ছে ইয়াহূদ জাতির কাজ।[২৭৪]

حُكْمُ تَاخِيْرِ الصَّلَاةِ اذَا حَضَرَ الْعَشَاءَ

রাতের খাবার উপস্থিত হলে সলাতে বিলম্ব করার বিধান

٢٤٠- وَعَنْ أَنَسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوْا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৪০। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– রাতের খাবার সামনে এসে গেলে মাগ্‌রিবের সলাত আদায়ের পূর্বেই খানা শুরু করবে।[২৭৫]

حُكْمُ تَسْوِيَةِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

সলাতে কংকর সরানোর বিধান

তানকীহুত তাহক্বীক্ব (১/১৮৭) গ্রন্থে ইমাম যাহাবী বলেন, এ হাদীসের সনদে ইবরাহীম খুযী আছে, তিনি পরিত্যক্ত। নাইলুল আওতার (৩/১৫) গ্রন্থে ইমাম শাওকানীর উক্ত রাবীকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। ফাতহুর বারতে (২/১৯৬) গ্রন্থে ইবনে রজব উক্ত রাবীকে অত্যন্ত দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া তুহফাতুল আহওয়াযী (২/১৩৭) গ্রন্থে আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ আলখুযীকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২৭৩. বুখারী ১২১৯, ১২২০; মুসলিম ৫৪৫

২৭৪. মারফূ' হিসেবে সহীহ। বুখারী ৩৪৫৮ হাদীসটিকে মাসরূক সূত্রে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি কোন মুসল্লীর সলাতরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখাকে অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন, ইহুদীরা এরকম করে থাকে।

২৭৫. বুখারী ৬৭২; মুসলিম ৫৫৭; মুসলিমের বর্ণনায় "قُدِّمَ" শব্দের পরিবর্তে "قُرِّبَ" শব্দ রয়েছে। আর তাদের উভয়ের বর্ণনায় রয়েছেঃ "تصلوا صلاة المغرب" তোমরা মাগরিবের সলাত আদায় করবে। তাঁরা উভয়েই "ولا تعجلوا عند عشائكم" বাক্যাংশটি বৃদ্ধি করেছেন।

٢٤١- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَزَادَ أَحْمَدُ : "وَاحِدَةً أَوْ دَعْ"

২৪১। আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সলাতে দাঁড়িয়ে কেউ যেন সামনের কঙ্কর অপসারণ না করে। কেননা, সলাত আদায়কারী ব্যক্তির সম্মুখে আল্লাহ্‌র রহমত সমাগত হয়। সহীহ্ সানাদ সহকারে ৫ জনে[২৭৬] আহমাদ অতিরিক্ত শব্দ বৃদ্ধি করেছেন ঃ "একবার কর নাহলে বিরত থাকবে।"[২৭৭]

٢٤٢ - وَفِي "اَلصَّحِيْحِ" عَنْ مُعَيْقِيْبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيْلٍ

২৪২। বুখারীর মধ্যে মু'আইকিব্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এর কারণ দর্শান বলেন, ব্যতীত পূর্বানুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২৭৮]

النَّهْيُ عَنْ الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে এদিক সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিষেধ

٢٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ --رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-- قَالَتْ : «سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : "هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

---

২৭৬. যঈফ। আবূ দাউদ (৯৪৫; নাসায়ী ৩/৬; তিরমিযী ৩৭৯; ইবনু মাজাহ ১০৯৭; আহমাদ ৫/১৫০, ১৬৩, ১৭৯ হাদীসটিকে আবিল আহওয়াস সূত্রে আবূ যার্র হতে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। মুহাক্কিক সুমাইর আয-যুহাইরি বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন: কক্ষনো না। কেননা, আবিল আহওয়াসের অবস্থা জানা যায় না। যেমনটি বলেছেন ইবনুল কাত্তান। হাফিয রহ. এর কথা আশ্চর্যজনক। তিনি এখানে সনদ সহীহ হওয়ার দিক থেকে কোন উক্তিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। তিনি তাঁর তাকরীবে কখনো আবিল আহওয়াস থেকে বর্ণিত হাদীসকে "مقبول" গ্রহণযোগ্য বলেছেন। অর্থাৎ যখন তার অনুগামী হাদীস পাওয়া যাবে। নচেৎ তা দুর্বল বলে বিবেচিত হবে। আমি বলি: এ হাদীসের মধ্যে আরেকটি ত্রুটি আছে। সুতরাং হাদীসটি সর্বাবস্থায় দুর্বল।

২৭৭. আহমাদ ৫/১৬৩। হাদীসের মধ্যে ইবনু আবূ লায়লা নামক একজন রাবী আছেন, যিনি স্মরণশক্তির দিক থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। তবে এ হাদীসটি মুখস্ত রেখেছেন। পরবর্তী হাদীস এর প্রমাণ বহন করে।
তুহফাতুল আওয়াযী (২/১৯৩) গ্রন্থে আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, এই হাদীসের রাবী আবুল আহওয়াস সম্পর্কে মুনযীরী বলেন, এ নামে তিনি কাউকে চেনেন না ইয়াহইয়া বিন মুঈন তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। ইবনু হাজার তাকে মাকবূল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ((৯১৩) গ্রন্থে আবুল আহওয়াসকে আলবানী মাজহুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তামামুল মিন্নাহ (৩১৩) গ্রন্থেও আলবানী অনুরূপ বলেছেন। তবে আত-তামহীদ (২৪/১১৬) গ্রন্থে ইবনু আব্দুল বার হাদীসটিকে মারফূ' সহীহ মাহফুয হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম সুয়ূতী আল জামিউস সগীর গ্রন্থে ও ইমাম নববী আল খুলাসা (১/৪৮৫) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে বিন বায মাজমূয়া ফাতাওয়া (১১/২৬৫) গ্রন্থে, আহমাদ শাকের শরহু সুনানু তিরমিযী (২/২১৯) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

২৭৮. বুখারী ১২০৭, মুসলিম ৫৪৬, তিরমিযী ৩৮০, নাসায়ী ১২৯২, আবূ দাউদ ৯৪৬, মুওয়াত্তা মালেক ১০২৬, আহমাদ ১৫০৮৩, ২৩০৯৮, দারেমী ১৩৮৭ সহীহ। মুসলিমের শব্দ হচ্ছে: "إن كنت فاعلا فواحدة" যদি তুমি তা করতেই চাও তাহলে একবার করতে পারো।

Contents

২৪৩। 'আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-কে সলাতে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ এটা এক ধরনের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সলাত হতে অংশ বিশেষ ছিনিয়ে নেয়।[২৭৯]

٢٤٤- وَلِلتِّرْمِذِيِّ : عَنْ أَنَسٍ ؓ - وَصَحَّحَهُ - «إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ فَلَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ»

২৪৪। তিরমিযীতে আনাস (রাঃ) হতে এ হাদীস রয়েছে এবং তিনি একে সহীহ্ও বলেছেন। তাতে আছে– 'সলাতে এদিক ওদিক দৃষ্টি দেয়া হতে অবশ্য বিরত থাকবে; কেননা এটা একটা সর্বনাশকর কর্ম। তবে আবশ্যক হলে তা নফল সলাতে (বৈধ)।[২৮০]

نَهْيُ الْمُصَلِّيْ عَنِ الْبُصَاقِ وَبَيَانُ صِفَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

সলাত অবস্থায় থুথু ফেলা নিষেধ তবে বিশেষ প্রয়োজনে বৈধ ও তার পদ্ধতি

٢٤٥- وَعَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ : «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»

২৪৫। আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সলাতে থাকে, তখন তো সে তার রবের সাথে নিবিড় আলাপে মশগুল থাকে। কাজেই সে যেন তার সামনে বা ডানে থু থু না ফেলে; তবে (প্রয়োজনে) বাঁ দিকে বা পায়ের নীচে ফেলবে।[২৮১] ভিন্ন এক বর্ণনায় রয়েছে অথবা তার পায়ের নীচে[২৮২]

اجْتِنَابُ الْمُصَلِّيْ مَا يَلْهِيْهِ فِيْ صَلَاتِهِ

মুসল্লী এমন বস্তু থেকে দূরে থাকবে যা তাকে অমনোযোগী করে দেয়

---

২৭৯. বুখারী ৭৫১, ৩২৯১, তিরমিযী ৫৯০, নাসায়ী ১১৯৬, ১১৯৯, আবূ দাঊদ ৯১০, আহমাদ ২৩৮৯১, ২৪২২৫

২৮০. যঈফ। তিরমিযী ৫৮৯।
ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সুনানুত তিরমিযী (৫৮৯) গ্রন্থে হাসান গরীব হিসেবে উল্লেখ করেছেন, ইমাম ইবনুল কাইয়ূম যাদুল মায়াদ (১/২৪১) গ্রন্থে হাদীসটির দু'টি দোষের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনু রজব ফাতহুল বারী (৪/৪০৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ সহীহ নয়। দারাকুতনীও অনুরূপ বলেছেন। এর সনদে ইযতিরাব সংঘঠিত হয়েছে। নাসিরুদ্দীন আলবানী মিশকাতুল মাসাবীহ (হাঃ ৯৬৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দুর্বল ও মুনকাতে। তিরমিযী (হাঃ ৫৮৯) তারগীব ওয়াত তারহীব ২৯, তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থত্রয়েও হাদীসটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিন বায তার হাশিয়া বুলুগুল মারাম (১৯০) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আলী বিন জাদয়ান সে হাদীস বিষয়ে দুর্বল। আবার এর সনদে আরেক জন রাবী আব্দুল্লাহ বিন মুসান্না আল আনসারী তিনি অধিক ভুল বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত।

২৮১. বুখারী ১২১৪; মুসলিম ৫৫১

২৮২. বুখারী ২৪১, ৪০৫, ৪১২, ৪১৩, ৪১৭, ৫৩১, ৫৩২, ৪২২, ১২১৪, মুসলিম ৪৯৩ নাসায়ী ৩০৮, ৭২৮, আবূ দাঊদ ৪৬০, ইবনু মাজাহ ৭৬২, ৭৬২, ১০২৪, আহমাদ ১১৬৫১, ১২৩৯৮, ১২৫৪৭,দারেমী ১৩৯৬

٢٤٦- وَعَنْهُ قَالَ : «كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ أَمِيْطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৪৬। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পর্দার কাপড় ছিল। তিনি তা ঘরের এক দিকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দা সরিয়ে নাও। কারণ সলাত আদায়ের সময় এর ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে।'[২৮৩]

٢٤٧- وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، وَفِيْهِ : «فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي»

২৪৭। বুখারী, মুসলিম ঐকমত্যভাবে আবূ জাহমের আম্বেজানিয়া চাদরের ঘটনায় 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে– 'পর্দাখানির চিত্র (ছবি)-গুলো আমাকে সলাত হতে অমনযোগী বা উদাসীন করে দিচ্ছিল।'[২৮৪]

النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ الَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতের সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠানো নিষেধ

٢٤٨- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৪৮। জাবির বিন্ সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সলাতের অবস্থায় লোকেরা যেন তাদের দৃষ্টিকে আকাশের দিকে দেয়া থেকে বিরত থাকে নতুবা তাদের চক্ষু (দৃষ্টিশক্তি) তাদের পানে ফিরে না আসতেও পারে।-[২৮৫]

حُكْمُ الصَّلَاةِ عِنْدَ حُضُوْرِ الطَّعَامِ اوْ مُدَافَعَةِ الْاخْبَثَيْنِ

খাবার উপস্থিত রেখে ও পেশাব-পায়খানার যন্ত্রণা আটকিয়ে সলাত আদায়ের বিধান

---

২৮৩. বুখারী ৩৭৪; হাদীসে "القِرَام" অর্থ পশমের তৈরি পাতলা রঙিন কাপড়।

২৮৪. বুখারী ৩৭৩, ৭৫২, ৫৮১৭,; মুসলিম ৫৫৬। নাসায়ী ৭৭১, আবূ দাঊদ ৯১৪, ৪০৫২, মুসলিম ৩৫৫০, আহমাদ ২৩৫৬৭, ২৩৬৭০, ২৪৯১৭, মুওয়াত্তা মালেক ২২০, ২২১। মুসলিমের শব্দসমূহ হচ্ছে:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : "صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في خميصة ذات أعلام ، فنظر إلى أعلامها نظرة ، فلما انصرف قال : "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، وائتوني بأنبجانية أبي جهم ، فإنها ألهتني عن صلاتي"

আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা নকশাবিশিষ্ট কাপড়ে সলাত আদায় করলেন। সলাতের মধ্যে তার দৃষ্টি সেই নকশার উপর পড়ল। সলাত শেষে তিনি বললেন, তুমি আমার এ কাপড় আবূ জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার থেকে আম্বেজানিয়া কাপড় নিয়ে আসো। কেননা এ নকশাদার কাপড় আমার মনোযোগ নষ্ট করে দিচ্ছিল।

"الخميصة" হচ্ছে একপ্রকার চতুষ্কোণবিশিষ্ট পরিধেয় বস্ত্র। আর "الأنبجانية" হচ্ছে: পশম থেকে তৈরি এক প্রকার কাপড়। এ কাপড়ের ঝালর রয়েছে; তবে কোন নকশা নেই।

২৮৫. মুসলিম ৪২৮, আবূ দাঊদ ৯১২, ইবনু মাজাহ ১০৪৫, আহমাদ ২০৩২৬, ২০৩৬২, ২০৪৫৭, দারেমী ১৩০১, ১৩০৬

٢٤٩- وَلَهُ : عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ»

২৪৯। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে মুসলিমে আর এক হাদীসে আছে–তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, খাবার উপস্থিত রেখে সলাত আদায় করা যায় না আর প্রসাব পায়খানার বেগ চেপে রেখেও সলাত আদায় করা যায় না।[২৮৬]

كَرَاهَةُ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে হাই উঠা অপছন্দনীয় কাজ

٢٥٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ : «فِي الصَّلَاةِ».

২৫০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হাইতোলা শয়তানের পক্ষ থেকে, তাই যদি কারো তা আসে তবে সে যেন সাধ্যানুসারে তা প্রতিহত করে।[২৮৭] আর তিরমিযী 'সলাতের মধ্যে' কথাটি বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন।[২৮৮]

بَابُ الْمَسَاجِدِ

অধ্যায় (৬) : মাসজিদ প্রসঙ্গ

الْأَمْرُ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَنْظِيفِهَا

মাসজিদ তৈরি ও পরিষ্কার করার নির্দেশ

٢٥١- عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : «أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ، وَتُطَيَّبَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ.

---

২৮৬. মুসলিম ৫৬০ আবূ দাউদ ৮৯, আহমাদ ২৩৬৪৬, ২৩৭৪৯, ২৩৯২৮, এ হাদীস সম্পর্কে একটি ঘটনা আছে। তা হচ্ছেঃ ইবনু আবূ আতীক বলেন: আমি এবং কাসিম আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট কথাবার্তা বলছিলাম। কাশিম কিছুটা অস্পষ্টভাষী ছিলেন এবং উম্মে ওলাদ। তাকে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললো, তোমার কী হয়েছে যে, তোমার আমার ভাতিজা যেভাবে কথাবার্তা বলছে তুমি সেভাবে কথা বলছো না? হ্যাঁ আমি জানি তুমি কেমন লোক? এ উম্মে ওলাদকে তার মাতা আদব শিক্ষা দিয়েছে। আর তুমি তোমার মাকে আদব শিখাচ্ছ। ইবনু আবূ আতীক বলেন, এ কথায় কাসিম রাগান্বিত হলো এবং কড়া কথা শুনালেন। যখন আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে খাবার পাত্র আনতে দেখলেন, সে দাঁড়িয়ে গেল। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, আমি সলাত আদায় করবো। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, বস। সে আবারও বললো আমি সলাত আদায় করবো। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবার বললেন, বস হে প্রতারক। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি.......।

২৮৭. বুখারী ৩২৮৯, সহীহ মুসলিম ২৯৯৪, আবূ দাউদ ৫০২৮, আহমাদ ৭৫৪৫, ২৭৫০৪, ৯২৪৬, ১০৩১৭, ১০৩২৯।

২৮৮. সহীহ তিরমিযী ৩৭০

২৫১। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকালয়ে (পাড়া মহল্লায়) মাসজিদ তৈরি করতে এবং তা পরিষ্কার ও সুবাসিত করে রাখতে আদেশ করেছেন। তিরমিযী এটির মুরসাল হওয়াকে সঠিক বলেছেন।[২৮৯]

حُكْمُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُوْرِ

কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করার বিধান

٢٥٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ : اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ «وَالنَّصَارَى»

২৫২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন। কেননা তারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। মুসলিম 'খ্রিস্টান' শব্দটি বর্ধিত করেছেন।[২৯০]

٢٥٣- وَلَهُمَا : مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- : «كَانُوْا إِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا» وَفِيْهِ : «أُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ»

২৫৩। বুখারী ও মুসলিমে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত রয়েছে– 'তাদের মধ্যে কোন সৎ লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মাসজিদ বানাতো। এতে আরো আছে–"এরা সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম।[২৯১]

حُكْمُ دُخُوْلِ الْكَافِرِ الْمَسْجِدِ

কাফির ব্যক্তির মাসজিদে প্রবেশ করার বিধান

٢٥٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : «بَعَثَ النَّبِيُّ خَيْلاً، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ» الْحَدِيْثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৫৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু সৈন্য (নজদে) পাঠিয়েছিলেন–তারা একজনকে ধরে নিয়ে এসে মাসজিদের কোন একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখল।[২৯২]

حُكْمُ انْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

মাসজিদে কবিতা পাঠ করার বিধান

٢٥٥- وَعَنْهُ «أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : "قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ، وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

২৮৯. আবূ দাঊদ ৪৫৫, তিরমিযী ৫৯৪।

২৯০. বুখারী ৪৩৭, মুসলিম ৫৩০, নাসায়ী ২০৪৭, আহমাদ ৯৫৪০

২৯১. বুখারী ৪২৭, মুসলিম ৫২৮, নাসায়ী ৭০৪, আহমাদ ২৩৭৩১

২৯২. বুখারী ৪৬৯, মুসলিম ১৭৬৪, আবূ দাঊদ ২৬৭৯, আহমাদ ৯৫২৩

২৫৫। আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত যে, ‘উমার হাস্‌সান-কে মাসজিদে কবিতা পাঠরত অবস্থায় পেয়ে তার দিকে অসন্তুষ্টির ভাব নিয়ে দৃষ্টি করলেন। ফলে হাস্‌সান তাঁকে বললেন ঃ এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। (অর্থাৎ নাবী ()-এর উপস্থিতিতে)।[২৯৩]

حُكْمُ اِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

মাসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেয়ার বিধান

٢٥٦- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৬। আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল () বলেছেন–যে শুনতে পাবে কেউ মাসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা করছে শ্রবণকারী যেন বলে– ‘আল্লাহ্ যেন তোমাকে তা আর ফিরিয়ে না দেন।’ কেননা মাসজিদ এরূপ (ঘোষণার) কাজের জন্য তৈরী করা হয়নি।[২৯৪]

حُكْمُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

মাসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করার বিধান

٢٥٧- وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُوْلُوْا : لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

২৫৭। আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল () বলেছেন, তোমরা কোন ব্যক্তিকে মাসজিদে ক্রয়বিক্রয় করতে দেখলে তাকে বলবে, আল্লাহ্ তোমার ব্যবসাকে যেন লাভজনক না করেন। তিরমিযী হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন।[২৯৫]

النَّهْيُ عَنْ اقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ

মাসজিদে হাদ্দ (শরীয়ত কর্তৃক শাস্তি) প্রতিষ্ঠা করা নিষেধ

٢٥٨- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيْهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ

২৫৮। হাকিম বিন্ হিযাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল () বলেছেন ঃ মাসজিদে ‘হদ্দ’ কার্যকর করা ও ‘কিসাস’ (হত্যার বদলে হত্যা) নেয়া যায় না। –আহমাদ ও আবূ দাঊদ, দুর্বল সানাদে।[২৯৬]

---

২৯৩. বুখারী ৩২১২, ৬১৫২, মুসলিম ২৪৮৫, নাসায়ী ৭১৬, আহমাদ ২১৪২৯
২৯৪. মুসলিম ৫৬৮, তিরমিযী ১৩১২, আবূ দাউদ ৪৭৩, ইবনু মাজাহ ৭৬৭ আহমাদ ৮৩৮২, ৯১৬১, দারেমী ১৪০১
২৯৫. মুসলিম ৫৬৮, তিরমিযী ১৩১২, আবূ দাউদ ৪৭৩, ইবনু মাজাহ ৭৬৭ আহমাদ ৮৩৮২, ৯১৬১, দারেমী ১৪০১
২৯৬. আবূ দাঊদ ৪৪৯০, আহমাদ ১৫১৫১
নাসীরুদ্দীন আলবানী সহীহুল জামে (৭৩৮১) গ্রন্থে হাসান ও ইমাম সুয়ূতী জামে ছগীর (৯৮৩৯) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করলেও এই হাদীসের এক জন বর্ননাকারী ইসমাঈল বিন মুসলিম আল মাক্কী রয়েছেন। তার

جَوَازُ نَصْبِ الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِحَاجَةٍ

প্রয়োজনে মাসজিদে তাঁবু স্থাপন করা বৈধ

٢٥٩- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : «أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৫৯। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর (হাতের শিরা) যখম হয়েছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে (তাঁর জন্য) একটা তাঁবু স্থাপন করলেন, যাতে নিকট হতে তাঁর দেখাশুনা করতে পারেন।[২৯৭]

جَوَازُ اللَّعْبِ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ

মাসজিদে বর্শা বা বল্লম দিয়ে খেলা-ধুলা করা বৈধ

٢٦٠- وَعَنْهَا قَالَتْ : «رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ » الْحَدِيْثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৬০। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি তিনি আমাকে আড়াল করে রাখছিলেন, আর আমি (তাঁর পিছন থেকে) মাসজিদে হাবশার লোকেদের খেলা অবলোকন করছিলাম। (দীর্ঘ হাদীস)[২৯৮]

جَوَازُ اقَامَةِ الْمَرْاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَنَوْمُهَا فِيْهِ

মাসজিদে মহিলার অবস্থান ও সেখানে ঘুমানো বৈধ

٢٦١- وَعَنْهَا : «أَنَّ وَلِيْدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِيْنِي، فَتَحَدَّثُ عِنْدِي... » الْحَدِيْثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

সম্পর্কে তিরমিযী (১৪০১)বাযযার তার আল বাহরুয যিখার (১১/১১৪) গ্রন্থদ্বয়ে বলেছেন তার সম্পর্কে আহলূল ইলমগণ সমালোচনা করেছেন। ইবনু হাজার তার আল মাহাল্লী (১১/১২৩) গ্রন্থে বলেন, এই হাদীসের দুই জন রাবী ইসমাঈল বিন মুসলিম ও সাঈদ বিন বাসীর দুর্বল। ইমাম বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা (৪/৩৯) গ্রন্থে হাদীসটিকে মাওসুল এবং ইবনু কাত্তান আল ওয়াহাম ওয়াল ইহাম (৫/৪৯৬)গ্রন্থে ও অনুরুপ বলেছেন । ইমাম হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়িদ (২/২৮) গ্রন্থে যুবায়ির বিন মুত্বয়ীম বর্ণিত হাদীসের রাবী আল ওয়াকেদীকে দর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী মিযানুল ইতিদাল ((১/২৪৯) গ্রন্থে হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন।

২৯৭. বুখারী ৪৬৩, ২৮১৩, ৩৯০১, ৪১১৭, ৪১২২, মুসলিম ১৭৬৯, নাসায়ী ৭১০, আবূ দাঊদ ৩১০১, আহমাদ ২৩৭৭৩, ২৪৫৭৩

২৯৮. বুখারী ৪৫৪, ৪৫৫, ৯৫০, নাসায়ী ১৫৯৩, ১৫৯৪, ১৫৯৫, ইবনু মাজাহ ১৮৯৮, আহমাদ ২৩৭৭৫, ২৪০১২, ২৫৫৭০, মুসলিম ৮৯২

২৬১। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, একজন কৃষ্ণবর্ণা নারীর জন্যে মাসজিদে (নাবাবীতে) একটা তাঁবু অথবা ছাপড়া করে দেয়া হয়েছিল। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ সে (দাসীটি) আমার নিকট আসতো আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতো। (দীর্ঘ হাদীস)।[২৯৯]

حُكْمُ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

মাসজিদে থুথু ফেলার হুকুম

٢٦٢- وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৬২। আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মাসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ, আর তার কাফ্‌ফারাহ (প্রতিকার) হচ্ছে তা দাবিয়ে দেয়া (মুছে ফেলা)।[৩০০]

ذَمُّ التَّبَاهِيْ بِالْمَسَاجِدِ وَانَّهُ مِنْ اشْرَاطِ السَّاعَةِ

মাসজিদের চাকচিক্য নিয়ে গর্ব করা নিন্দনীয় ও তা কিয়ামতের আলামত

٢٦٣- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ

২৬৩। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত লোকের মাসজিদের সৌন্দর্য ও সুসজ্জিতকরণ নিয়ে পরস্পর গর্ব না করবে ততক্ষণ ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না। ইবনু খুযাইমাহ এটিকে সহীহ্ বলেছেন।[৩০১]

تَشْيِيْدُ الْمَسَاجِدِ لَيْسَ مِنْ الْاُمُوْرِ الْمَشْرُوْعَةِ

মাসজিদকে জাঁকজমকপূর্ণ করা শরীয়তসম্মত কাজ নয়

٢٦٤- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

২৬৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ 'জাঁকজমকপূর্ণ মাসজিদ তৈরির নির্দেশ আমি পাইনি।' ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৩০২]

---

২৯৯. বুখারী ৪৩৯, ৩৮৩৫

৩০০. বুখারী ৪১৫, মুসলিম ৫৫২, তিরমিযী ৫৭২, নাসায়ী ৭২৩ আবূ দাঊদ , ২৭৪, ৪৭৪, ৪৭৫, আহমাদ ১১১৬৫১, ১২৩৬৪, ১৩৬৬১, দারেমী ১৩৯৫

৩০১. আবূ দাঊদ ৪৪৯, নাসায়ী ৬৮৯, ইবনু মাজাহ ৭৩৯, আহমাদ ১১৯৭১, দারিমী ১৪০৮

৩০২. ইবনু মাজাহ ৭৪০

فَضْلُ اخْرَاجِ الْقَذَرِ مِنَ الْمَسْجِدِ

মাসজিদ থেকে ময়লা-আবর্জনা দূর করার ফযীলত

٢٦٥- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِي، حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

২৬৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের কল্যাণজনক কাজগুলো আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। এমনকি ক্ষুদ্র খড়কুটোগুলো কোন ব্যক্তি মাসজিদ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে এমন কাজও। আবূ দাউদ ও তিরমিযী, তিরমিযী এটিকে গরীব বলে সাব্যস্ত করেছেন, ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ বলেছেন।[৩০৩]

حُكْمُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সলাত আদায় করার বিধান

٢٦٦- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৬৬। আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে দু' রাক'আত সলাত (তাহিয়্যাতুল-মাসজিদ) আদায় করার পূর্বে যেন না বসে।[৩০৪]

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

অধ্যায় (৭) : সলাত সম্পাদনের পদ্ধতি

صِفَةُ الصَّلَاةِ بِالْقَوْلِ

বাণীর মাধ্যমে সলাতের বিবরণ

٢٦٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ اِسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ

---

৩০৩. আবূ দাঊদ ৪৬১ তিরমিযী ২৯১৬, ইমাম সুয়ূত্বী আল জামেউস সগীর (৫৪২১) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর তালখীসুল ইলাল আল মুতানাহিয়াহ (৪১) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি ইবনু জুরাইজ মুত্তালিব থেকে শুনেননি। ইমাম মুনযিরী তাঁর তারগীব ওয়াত তারহীব (১/১৫৮) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবদুল মাজীদ বিন আবদুল আযীয বিন আবূ রাওয়াদ রয়েছেন। যার বিশ্বস্ত হওয়ার ব্যাপারটি বিতর্কিত। শাইখ আলবানী যঈফুল জামে (৩৭০০), যঈফ তারগীব (১৮৪ ও ৮৭২), যঈফ আবূ দাউদ (৪৬১), যঈফ তিরমিযী (২৯১৬) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। আর তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ (৬৮৯) গ্রন্থে একে মুনকাতি' বলেছেন।

৩০৪. বুখারী ৪৪৪, ১১৬৭ তিরমিযী ৩১৬ নাসায়ী ৭৩০, আবূ দাউদ ৪৬৭, ইবনু মাজাহ ১০১৩ আহমাদ ২২০২৩, ২২০৭২, মুওয়াত্তা মালেক ৩৮৮, দারেমী ১৩৯৩

قَائِمًا، ثُمَّ أُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ أُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ أُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ : «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا»

২৬৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন তুমি সলাতে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে, তখন প্রথমে তুমি যথানিয়মে অযূ করবে। তারপর কিব্লামুখী দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যে অংশ তোমার পক্ষে সহজ হবে, তা তিলাওয়াত করবে। তারপর তুমি রুকূ' করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর মাথা তুলে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সাজদাহ করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর আবার মাথা তুলে বসবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর ঠিক এভাবেই তোমার সলাতের যাবতীয় কাজ সমাধা করবে। শব্দ বিন্যাস বুখারীর

এবং ইবনু মাজাহতে মুসলিমের সানাদে রয়েছে (তা'তাদিলা কায়িমান এর বদলে তাতময়িন্না কায়িমান) শব্দ রয়েছে যার অর্থও হচ্ছে 'ধীর-স্থির হয়ে দাঁড়াবে।' আর আহমাদে রয়েছে, তুমি তোমার পিঠকে এমনভাবে সোজা করবে যেন সকল হাড় যার যার স্থানে পৌঁছে যায়।

٢٦٨- وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ» وَلِلنَّسَائِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : «إِنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللهَ، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ» وَفِيهَا «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللهَ، وَكَبِّرْهُ، وهلِّلْهُ» وَلِأَبِي دَاوُدَ : «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ» وَلِابْنِ حِبَّانَ : «ثُمَّ بِمَا شِئْتَ»

২৬৮। আহমাদে ও ইবনু হিব্বানেও রিফাআ বিন্ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইবনু মাজাহর অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। নাসায়ী ও আবূ দাউদে উক্ত সহাবী রিফা'আহ থেকে আছে– 'তোমাদের কারও সলাত অবশ্য ততক্ষণ পূর্ণভাবে সমাধান হবে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী ঠিকভাবে উযু করে, তারপর 'আল্লাহু আক্বার' বলে আল্লাহ্র হাম্দ ও সানা পাঠ করে। এতে আরো আছে–'যদি তোমার কুরআন জানা থাকে তবে তা পড়বে অন্যথায় 'আল্হামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আক্বার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে। আবূ দাউদে আছে–তারপর উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে, তারপর আল্লাহ্ যা পড়ার তাওফিক দেন তা পড়বে। ইবনু হিব্বানে আছে– 'ফাতিহার পর 'তুমি' যা পড়ার ইচ্ছা (কুর্আন থেকে পড়বে)।

مِنْ صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সলাতের বিবরণ

٢٦٩- وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ قَالَ : «رَأَيْتُ النَّبِيَّ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ

وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيْرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

২৬৯। আবূ হুমাইদ আস-সা'য়িদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি (সালাত শুরু করার সময়) তিনি তাক্‌বীর বলে দু' হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকূ' করতেন তখন দু' হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন। অতঃপর রুকূ' হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যাতে মেরুদন্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসতো। অতঃপর যখন সাজদাহ্ করতেন তখন দু' হাত সম্পূর্ণভাবে মাটির উপর বিছিয়ে দিতেন না, আবার গুটিয়েও রাখতেন না। এবং তাঁর উভয় পায়ের অঙ্গুলির মাথা ক্বিবলাহ্মুখী করে দিতেন। যখন দু'রাকআতের পর বসতেন তখন বাম পা-এর উপর বসতেন আর ডান পা খাড়া করে দিতেন এবং যখন শেষ রাক'আতে বসতেন তখন বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসতেন।

ادْعِيَةُ الْاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاةِ

সলাত শুরু করার দু'আসমূহ

٢٧٠ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : "وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ "..... إِلَى قَوْلِهِ : "مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ..... » إِلَى آخِرِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

২৭০। 'আলী বিন আবী ত্বলিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন (রাতের বেলা) সলাতে দাঁড়াতেন তখন (তাকবীরে তাহ্রীমার পর) বলতেন– উচ্চারণ ঃ ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযা হানিফাঁও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন, ইন্না সালাতী, ওয়া নুসুকী, ওয়া মাহইয়ায়া, ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, লা শরীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা আনতাল মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আনতা রাব্বী ওয়া আনা আবদুকা, যালামতু নাফসী ওয়া'তারাফতু বিযামবী ফাগফিরলী যুনূবী জামী'আন ইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা। ওয়াহদিনী লিআহসানিল আখলাকি লা ইয়াহদী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা, ওয়াসরিফ আন্নী সাইয়িয়াহা, লা ইয়াসরিফু আন্নী সাইয়িয়াহা ইল্লা আনতা, লাব্বায়কা ওয়া সাদায়কা, ওয়ালখায়রু কুল্লুহূ বিয়াদায়কা, ওয়াশ-শাররু লাইসা ইলায়কা, আনা বিকা ওয়া ইলায়কা, তাবারাকতা ওয়া তা'য়ালায়তা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা। একজন সত্যিকার ঈমানদার হিসাবে আমি মুখ ফিরাচ্ছি তাঁর দিকে যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি আল্লাহর সঙ্গে কারো শরীক করি না। যথার্থই আমার সালাত (সলাত) এবং আমার ইবাদত, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু সবই জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এরূপ হুকুম করা হয়েছে এবং যারা আজ্ঞানুবর্তী হয়েছে আমি তাদের মধ্যে একজন। হে আল্লাহ! তুমি সৃষ্টি জগতের রব। তুমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। তুমি আমার রব এবং আমি তোমার বান্দা। আমার নিজের আত্মার

উপর অন্যায় করেছি এবং আমার গুনাহ শনাক্ত করতে পেরেছি। আমার সকল সীমালংঘন মাফ করে দাও, নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত আর কেউ আমার গুনাহ মাফ করতে পারে না। আমার চরিত্রের উৎকর্ষতার পথ নির্দেশ দাও, কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কেউ উৎকর্ষের পথ নির্দেশ দিতে পারে না। আমার চরিত্রের পাপসমূহ থেকে আমাকে রক্ষা কর, কারণ, যথার্থই তুমি ব্যতীত আর কেউ আমাকে পাপ থেকে রক্ষা করতে পারে না। আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মিনতি করি। সকল ভাল তোমার হাতে, মন্দ তোমাকে ছুঁতে পারে না। আমি নিজেকে তোমার সামনে উপস্থাপন করছি, সম্পূর্ণভাবে তোমার কাছে। তুমি অতি পবিত্র অতি-মহিমান্বিত। আমি তোমার কাছে মার্জনা চাই এবং তোমার নিকট অনুতপ্ত।– এর অন্য রিওয়ায়েতে আছে– রাত্রের সলাতে এ দুআটি পাঠ করতেন।[৩০৫]

٢٧١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً، قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ : "أَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اِغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৭১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ও কিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি তাঁকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন– এ সময় আমি বলি– "হে আল্লাহ! আমার এবং আমার গুনাহের মধ্যে এমন ব্যবধান করে দাও যেমন ব্যবধান করেছ পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ আমাকে আমার গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ আমার গোনাহকে বরফ, পানি ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।"[৩০৬]

٢٧٢- وَعَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : «سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اِسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُوْلاً وَهُوَ مَوْقُوْفٌ

২৭২। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি সলাতে তাক্‌বীর তাহ্‌রীমার পর বলতেন, উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা, ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা। অর্থ ঃ মহিমা তোমার হে আল্লাহ এবং প্রশংসাও। মর্যাদাসম্পন্ন রাজাধিরাজ, তুমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। –মুসলিম মুনকাতি' সানাদে এবং দারাকুৎনী মাওসুল (সংযুক্ত) ও মাওকুফ–উভয়রূপ সানাদে বর্ণনা করেছেন।[৩০৭]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে আশ্রয় প্রার্থনা করা শরীয়তসম্মত

৩০৫. মুসলিম ৭৭১, তিরমিযী ২৬৬, ৩৪২১, ৩৪২২, ৩৪২৩, নাসায়ী ৮৯৭, আবূ দাউদ ৭৬০, ১৫০৯, ইবনু মাজাহ ৮৬৪, ১০৫৪, আহমাদ ৮০৫, ৯৬৩, দারেমী ১২৩৮, ১৩১৪

৩০৬. বুখারী ৭৪৪, মুসলিম ৫৯৮, নাসায়ী ৮৯৫ আবূ দাউদ ৭৮১, ইবনু মাজাহ ৮০৫, আহমাদ ৭১২৪, ৯৪৮৯দ ১২৪৪

৩০৭. আবূ দাউদ ৭৭৫, তিরমিযী ২৪২, নাসায়ী ৮৯৯, ৯০০, ইবনু মাজাহ ৮০৪, আহমাদ ১১০৮১, দারিমী ১২৩৯

٢٧٣- وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ وَفِيهِ : وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ : «أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ»

২৭৩। অনুরূপ হাদীস আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। (আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ) আর তাতে আছে–তাক্‌বীর তাহ্‌রীমার পর (সানার শেষাংশে) এ অংশটুকুও বলতেন, উচ্চারণ ঃ আ'উযু বিল্লাহিস সামী'য়িল 'আলীমি মিনাশ শাইতানির রাজীম মিন হামযিহী ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফসিহী। অর্থ ঃ সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট বিতাড়িত ও ধিকৃত শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তার তন্ত্রমন্ত্রের ফুঁকফাক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩০৮]

شَيْءٌ مِنْ صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সলাতের বৈশিষ্ট্য

٢٧٤- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ : بِـ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ عِلَّةٌ

২৭৪। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাক্‌বীর তাহরীমা (আল্লাহু আক্‌বার) দ্বারা সলাত ও 'আলহাম্‌দুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন্‌' দ্বারা কিরাআত আরম্ভ করতেন। আর যখন রুকু' করতেন তখন মাথা না উঁচু রাখতেন, না নিচু– বরং সোজা সমতল করতেন। আবার যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সাজদাহতে যেতেন না; পুনরায় যখন সাজদাহ থেকে মস্তক উঠাতেন তখন সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সাজদাহতে যেতেন না। আর প্রত্যেক দু'রাক'আতের শেষে আত্তাহিয়াতু পাঠ করতেন ও বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর (ভর করে) বসতেন ও ডান

---

৩০৮. (আলবানী তার ইরওয়াউল গালীল (২/৫৯) গ্রন্থে উল্লেখ করেন), আলবানী হাদীসটিকে আবূ দাঊদ (৭৭৫) তিরমিযী ২৪২ তাখরীজ মিশকাত গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আলবানী ইরওয়াউল গালীল , (২/৫৯) গ্রন্থে বলেন, এই হাদীসের সকল রাবী বিশ্বস্ত, সকল রাবী বুখারী মুসলিমের যদি ইবনু জুরাইজ না থাকতো সনদে, তিনি দোষ গোপনকারী অস্পষ্ট ভাবে বর্ননা করে। ইমাম হায়সামী তার মাজমাউয যাওয়া, (২/২৬৮) এর সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলে আখ্যায়িত করেছে। ইমাম নাবাবী তার আল মাজমু (৩/৩১৯অ) গ্রন্থে হাদীস টিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটি বিশূদ্ধ নয় বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, মুহাদ্দীসগন বলেন হাদীসটি আলী বিন আলী হাসান থেকে মুরসাল রুপে বর্ননা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন (২৪২) আলী আর রেফারী সম্পর্কে ইয়াহিয়া বিন সঈদ সমালোচনা করেছেন।

পায়ের পাতা খাড়া রাখতেন। আর 'উক্‌বাতুশ শায়তান'[৩০৯] নামক আসনে বসতে নিষেধ করতেন। আর হিংস্র জন্তুর ন্যায় কনুই পর্যন্ত দু' হাতকে মাটিতে স্থাপন করতে নিষেধ করতেন, আর সালামের মাধ্যমে সলাত সমাপ্ত করতেন। এর সানাদে কিছু দূর্বলতা রয়েছে।[৩১০]

حُكْمُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَمَوَاضِعِهِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে দু'হাত উত্তোলন ও হাত উত্তোলনের স্থানসমূহ

٢٧٥- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৭৫। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সলাত শুরু করতেন, তখন উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকূ'তে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন।[৩১১]

٢٧٦- وَفِي حَدِيْثِ أَبِي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ»

২৭৬। আবূ হুমাইদ থেকে আবূ দাউদে আছে– নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর দু' হাত ওঠাতেন তারপর আল্লাহু আকবার বলতেন।[৩১২]

٢٧٧- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ نَحْوُ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَكِنْ قَالَ: «حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ».

২৭৭। মালিক বিন্ হুওয়াইরিস থেকে মুসলিমে ইবনু 'উমার কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীসে আরো আছে: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' হাত দু' কানের উপরিভাগ পর্যন্ত উঠাতেন।[৩১৩]

مَوْضِعُ الْيَدَيْنِ حَالَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় দু'হাত রাখার স্থান

٢٧٨ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ» أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

---

৩০৯. এ বসার ধরন হচ্ছে- নিতম্বকে যমীনের সাথে লাগিয়ে দুই হাঁটু খাড়া অবস্থায় থাকবে আর হাতের দুই তালু যমীনে থাকবে।

৩১০. মুসলিম ৪৯৮, আবূ দাঊদ ৭৮৩, ইবনু মাজাহ ৮১২, ৮৬৯, ৮৯৩, আহমাদ ২৩৫১০, ২৪২৭০, দারেমী ১২৩৬

৩১১. বুখারী ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৮, ৭৩৯, মুসলিম ৩৯০, তিরমিযী ২৫৫, নাসায়ী ৮৭৭, ৮৭৮, ১০২৫, ১১৪৪, আবূ দাঊদ ৭২১, ৭২২, ইবনু মাজাহ ৮৫৮, আহমাদ ৪৫২৬, ৪৬৬০, মালেক ১৬৫, দারেমী ১৩০৮

৩১২. বুখারী ৮২৮, তিরমিযী ২৬০, ২৭০, ৩০৪, নাসায়ী ১১৮১, ইবনু মাজাহ ৮৬২, ৮৬৩, আহমাদ ২৩০৮৮, দারেমী ১৩০৭, ১৩৫৬

৩১৩. মুসলিম ৩৯১, নাসায়ী ৮৮১, ১০২৪, ১০৫৬, ১০৮৫, আবূ দাঊদ ৭৪৫, ইবনু মাজাহ ৮৫৯, আহমাদ ২০০০৮, দারেমী ১২৫১

২৭৮। ওয়ায়িল বিন্ হুজ্‌র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সলাত আদায় করেছিলাম, তিনি স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে তাঁর সিনার উপর[৩১৪] স্থাপন করলেন। ইবনু খুযাইমাহ।[৩১৫]

---

৩১৪. সলাতে নাভির নীচে হাত বাঁধার কথা সহীহ হাদীসে নাই। নাভির নীচে হাত বাঁধার কথা প্রমাণহীন। বরং হাত বুকের উপর বাঁধার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره رواه ابن خزيمة في صحيحة

ওয়ায়িল বিন হুজর (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সলাত আদায় করেছি। তিনি তার বুকে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন।

এ সম্পর্কিত বুখারীর হাদীসের আরবী ইবারতে ذراعــه শব্দের অর্থ করতে গিয়ে কোন কোন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অর্থ করেছেন হাতের কব্জি। কিন্তু এমন কোন অভিধান নেই যেখানে ذراع অর্থ কব্জি করা হয়েছে। আরবী অভিধানগুলোতে ذراع শব্দের অর্থ পূর্ণ একগজ বিশিষ্ট হাত। অনুবাদক শুধুমাত্র সহীহ হাদীসকে ধামাচাপা দিয়ে মাযহাবী মতকে অগ্রাধিকার দেয়ার উদ্দেশে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুবাদে পূর্ণ হাতের পরিবর্তে কব্জি উল্লেখ করেছেন। সংশয় নিরসনের লক্ষে এ সম্পর্কে খানিকটা বিশদ আলোচনা উদ্ধৃত করা হলো ঃ

ওয়াইল বিন হুজর (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সলাত আদায় করেছি। (আমি দেখেছি) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখলেন।

(বুখারী ১০২ পৃষ্ঠ। সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২০ পৃষ্ঠা। মুসলিম ১৭৩ পৃষ্ঠা। আবূ দাঊদ ১ম খণ্ড ১১০, ১২১, ১২৮ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ৫৯ পৃষ্ঠা। নাসাঈ ১৪১ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ৫৮, ৫৯ পৃষ্ঠা, মেশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মালিক ১৭৪ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ১৬০ পৃষ্ঠা। যাদুল মায়াদ ১২৯ পৃষ্ঠা। হিদায়া দিরায়াহ ১০১ পৃষ্ঠা। কিমিয়ায়ে সাআদাত ১ম খণ্ড ১৮৯ পৃষ্ঠা। বুখারী আযীযুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৩৫। বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৯৬। বুখারী ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭০২; মুসলিম ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৮৫১। আবূদাঊদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭৫৯, তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ২৫২, মেশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ২য় খণ্ড ও মাদ্‌রাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৪১, ৭৪২। বুলুগুল মারাম বাংলা ৮২ পৃষ্ঠা)

বুকের উপর হাত বাঁধা সম্বন্ধে একটি হাদীস বর্ণিত হল ঃ সীনা বা বুকের উপর এরূপভাবে হাত বাঁধতে হবে যেন ডান হাত উপরে এবং বাম হাত নীচে থাকে। (মুসলিম, আহমাদ ও ইবনু খুযাইমাহ)

হাত বাঁধার দু'টি নিয়ম ঃ

প্রথম নিয়ম ঃ ডান হাতের কব্জি বাম হাতের কব্জির জোড়ের উপর থাকবে। (ইবনু খুযাইমাহ)

দ্বিতীয় নিয়ম ঃ ডান হাতের আঙ্গুলগুলি বাম হাতের কনুই-এর উপর থাকবে, অর্থাৎ সমস্ত ডান হাত বাম হাতের উপর থাকবে। (বুখারী)

এটাই যিরা'আহর উপর যিরা'আহ রাখার পদ্ধতি।

বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে আলোচনা ঃ

বুকে হাত বাঁধা সম্বন্ধে আল্লামা হায়াত সিন্ধী একখানা আরবী রিসালা লিখে তাতে তিনি প্রমাণিত করেছেন যে, সলাতে সীনার উপর হাত বাঁধতে হবে। তাঁর পুস্তিকার নাম "ফতহুল গফূর ফী তাহকীকে ওযয়িল ইয়াদায়নে আলাস সদূর"। পুস্তিকা খানা ৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তা হতে কয়েকটি দলীল উদ্ধৃত করছি।

১। ইমাম আহমাদ স্বীয় মসনদে কবীসহা বিন হোল্‌ব– তিনি স্বীয় পিতা (হোলব) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি (হোলব) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (সলাত হতে ফারেগ হতে মুসল্লীদের দিকে) ডান ও বাম দিকে ফিরতে দেখেছি, আর দেখেছি তাঁকে স্বীয় সীনার উপর হাত বাঁধতে। উক্ত হাদীসে 'ইয়াহইয়া'

নামক রাবী স্বীয় দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তের কব্জির উপর রেখে দেখালেন। আল্লামা হায়াত সিন্ধী বলেন যে, আমি 'তাহকীক' কিতাবে يضع يداه على صـدره তিনি স্বীয় সীনার উপর হাত রাখলেন, এ কথা দেখেছি। আর আমরা বলছি যে, হাফিয আবূ উমর ইবনু আবদুল বর স্বীয় "আল ইসতিআব ফী মাআরিফাতিল আসহাব" কিতাবে উক্ত হাদীস 'হোলব' সহাবী হতে তাঁর পুত্র কবীসা রিওয়ায়াত করেছেন এ কথা উল্লেখ করে উক্ত হাদীস সহীহ বলেছেন। (২য় খণ্ড, ৬০০ পৃঃ)

২। ইমাম আবূ দাউদ তাউস (তাবিঈ) হতে সীনার উপর হাত বাঁধার হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৩। ইমাম ইবনু 'আবদুল বর "আত্ তামহীদ লিমা ফীল মুয়াত্তা মিনাল মাআনী ওয়াল আসানীদ" কিতাবে উক্ত 'তাউস' তাবি'ঈর হাদীস উল্লেখ করে সীনার উপর হাত বাঁধার কথা বলেছেন। এতদ্ব্যতীত ওয়ায়েল বিন হুজর হতেও সীনার উপর হাত বাঁধার হাদীস উল্লেখ করেছেন।

৪। ইমাম বাইহাকী 'আলী "ফাসল্লি লি রব্বিকা ওয়ান্হার", এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ তুমি নামায পড়ার সময় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখ। (জওহারুন্ নকীসহ সুনানে কুবরা ২৪-৩২ পৃঃ)

৫। ইমাম বুখারী স্বীয় 'তারীখে' 'উকবাহ বিন সহবান, তিনি ('উকবাহ) 'আলী (রাযি.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, 'আলী (রাযি.) বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে (হস্তদ্বয়) সীনার উপর বেঁধে "ফাসল্লি লি রব্বিকা ওয়ান্হার" (আয়াতের) অর্থ বুঝালেন। অর্থাৎ উক্ত আয়াতের অর্থ 'তুমি সীনার উপর হাত বেঁধে সলাতে যাও'। এর বাস্তব রূপ তিনি ['আলী (রাযি.)] সীনার উপর হাত বেঁধে দেখালেন। উক্ত আয়াতের অর্থ 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস (রাযি.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এখন নাভির নীচে হাত বাঁধার কোন হাদীস আছে কিনা তা-ই দেখা যাক।

নাভির নীচে হাত বাঁধা ঃ

ইমাম বাইহাকী 'আলী হতে নাভির নীচে হাত বাঁধার একটি হাদীস উল্লেখ করে তাকে যঈফ বলেছেন।

নাভির নীচে হাত বাঁধার কোন সহীহ হাদীস নাই ঃ

আল্লামা সিন্ধী হানাফী বিদ্বানগণের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, যদি তুমি বল যে, ইবনু আবী শায়বার 'মুসান্নাফ' (হাদীসের কিতাবের নাম) হতে শায়খ কাসিম বিন কাতলুবাগা 'তাখরীজু আহাদিসিল এখতিয়ার' কিতাবে 'ওকী' মুসা বিন ওমায়রাহ হতে, মূসা আলকামা বিন ওয়ায়িল বিন হুজর হতে যে রিওয়ায়াত করেছেন তাতে 'নাভির নীচে' হাত বাঁধার কথা উল্লেখ আছে। তবে আমি (আল্লামা সিন্ধী) বলি যে, 'নাভির নীচে' হাত বাঁধার হাদীস ভুল। 'মুসান্নাফ' এর সহীহ গ্রন্থে উক্ত সনদের উল্লেখ আছে। কিন্তু 'নাভির নীচে' এই শব্দের উল্লেখ নাই। উক্ত হাদীসের পরে (ইবরাহীম) 'নখয়ী' এর আসার (সহাবা ও তাবিঈদের উক্তি ও আচরণকে 'আসার' বলে) উল্লেখ আছে। উক্ত 'আসার' ও হাদীসের শব্দ প্রায় নিকটবর্তী। উক্ত 'আসার'-এর শেষ ভাগে 'ফিস্সলাতে তাহ্তাস সুররাহ' অর্থাৎ নামাযের মধ্যে নাভির নীচে (হাত বাঁধার উল্লেখ আছে)। মনে হয় লেখকের লক্ষ্য এক লাইন হতে অন্য লাইনে চলে যাওয়ায় 'মওকুফ' (হাদীসকে) 'মরফু' লিখে দিয়েছেন। (যে হাদীসের সম্বন্ধ–সহাবার সাথে হয় তাকে 'মওকুফ' আর যার সম্বন্ধ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে হয় তাকে 'মরফু' হাদীস বলে)। আর আমি যা কিছু বললাম আমার কথা হতে এটাই প্রকাশ পায় যে, 'মুসান্নাফ' এর সব খণ্ড মিলিতভাবে নাভির নীচে হাত বাঁধা বিষয়ে এক নয় অর্থাৎ সবগুলোতে নাভির নীচে হাত বাঁধার কথাটি উল্লেখ নাই। তাছাড়া বহু আহলে হাদীস (মুহাদ্দিস) উক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। অথচ 'নাভির নীচে' এর কথা কেউই উল্লেখ করেননি। আর আমি তাঁদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তি হতে শুনিওনি। কেবল 'কাসেম বিন কাতলুবাগা ঐ কথার (নাভির নীচে) উল্লেখ করেছেন। তিনি 'তাম্হীদ' কিতাবের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন যে, (আহলে হাদীসদের মধ্যে প্রথম) ইবনু আব্দিল বর উক্ত কিতাবে বলেছেন যে, সওরী ও আবূ হানীফা নাভির নীচের কথা বলেন। আর সেটা 'আলী ও ইব্রাহীম নখঈ হতে বর্ণিত হয়ে থাকে বটে, কিন্তু ঐ দু'জন ('আলী ও নখঈ) হতে সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়নি। যদি সেটা হাদীস হতো তাহলে ইবনু 'আবদুল বর 'মুসান্নাফ' হতে ওটা অবশ্য উল্লেখ করতেন। কেননা হাত বাঁধা সম্বন্ধে ইবনু আবী শায়বা হতে তিনি বহু রিওয়ায়াত এনেছেন। ২য় ইবনু হজর আসকালানী, (আহলে হাদীস) ৩য় মুজ্দুদ্দীন ফিরোজাবাদী, (আহলে হাদীস) ৪র্থ আল্লামা সৈয়ূতী, (আহলে

হাদীস) ৫ম আল্লামা যয়লয়ী, (মুহাককিক) ৬ষ্ঠ আল্লামা আয়নী (আহলে তাহ্কীক) ও ৭ম ইবনু আমীরিল হাজ্জ (আহলে হাদীস) প্রভৃতির উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন যে, যদি "নাভির নীচে"-এর কথা থাকত তাহলে সকলেই তা উল্লেখ করতেন। কেননা তাঁদের সকলের কিতাব ইবনু আবী শায়বার বর্ণিত হাদীস দ্বারা পূর্ণ। তিনি এ সম্পর্কিত হাদীসদ্বয়ের আলোচনা করে বুকে হাত বাঁধাকে ওয়াজিব বলেছেন।

সিন্ধী সাহেব উপসংহারে লিখেছেন "জেনে রাখ যে, 'নাভির নীচে'-এ কথা প্রমাণের দিক দিয়ে না 'কত্য়ী' (অকাট্য), না 'যন্নী' (বলিষ্ঠ ধারণামূলক)। বরং প্রমাণের দিক দিয়ে 'মওহূম' (কল্পনা প্রসূত) আর যা মওহূম তদ্দ্বারা শরীয়তের হুকুম প্রমাণিত হয় না।....... কাজেই শুধু শুধু কল্পনা করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে কোন বস্তুর সম্বন্ধ করা জায়েয নয়। অর্থাৎ শুধু কল্পনার উপর নির্ভর করে নাভির নীচে হাত রাখার নিয়মকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করা জায়েয নয়। যখন উপরিউক্ত আলোচনা হতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে গেল যে, নামাযের মধ্যে সীনার উপর হাত বাঁধা নয় যে, ওটা হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। আর ঐ বস্তু হতে কিরূপ মুখ ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব যা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আমি যা এনেছি (অর্থাৎ আল্লাহর ব্যবস্থা), যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ তার প্রবৃত্তিকে তার অনুগামী না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। অতএব, প্রত্যেক মুসলমান (স্ত্রী-পুরুষের) উচিত তার উপর আমল করা, আর কখনো কখনো এই দু'আ করা–

প্রভু হে, যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়েছে তাতে আমাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দাও। কেননা তুমিই তো যাকে ইচ্ছা 'সিরাতে মুস্তাকীমের' পথ দেখিয়ে থাক"। (উক্ত কিতাব ২-৮ পৃঃ ও ইবকারুল মিনান ৯৭-১১৫ পৃঃ)

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর সিফাত গ্রন্থে হাত বাঁধা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে শিরোনাম এসেছেন ঃ وضعهما على الصدر বুকের উপর দু' হাত রাখা। অতঃপর তিনি হাদীস উল্লেখ করে নিচে টীকা লিখেছেন। যা বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হলো।

"নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর ডান হাত রাখতেন।" [(আবূ দাউদ, নাসাঈ, ১/৪/২ ছহীহ সনদে, আর ইবনু হিব্বানও ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন। ৪৮৫]

"এ বিষয়ে স্বীয় ছাহাবাগণকেও আদেশ প্রদান করেছেন।"(মালিক, বুখারী ও আবূ আওয়ানাহ)

তিনি কখনো ডান হাত দ্বারা বাম হাত আঁকড়ে ধরতেন।" (নাসাঈ, দারাকুত্বনী, ছহীহ সনদ সহকারে। এ হাদীছ প্রমাণ করছে যে, হাত বাঁধা সুন্নাত। আর প্রথম হাদীছ প্রমাণ করছে যে, হাত রাখা সুন্নাত। অতএব উভয়টাই সুন্নাত। কিন্তু হাত বাঁধা ও হাত রাখার মধ্যে সমন্বয় বিধান করতে গিয়ে পরবর্তী হানাফী 'আলিমগণ যে পদ্ধতি পছন্দ করেছেন তা হচ্ছে বিদআত; যার রূপ তারা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ডান হাতকে বাম হাতের উপর কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা আঁকড়ে ধরবে এবং অপর তিন অঙ্গুলি বিছিয়ে রাখবে (ইবনু আবিদীন কর্তৃক দুররে মুখতারের টীকা (১/৪৫৪)। অতএব হে পাঠক! পরবর্তীদের (মনগড়া) এ কথা যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে।

"তিনি হস্তদ্বয়কে বুকের উপর রাখতেন।" [আবু দাউদ, ইবনু খুযাইমাহ স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে (১/৫৪/২) আহমাদ, আবুশ্ শাইখ স্বীয় "তারীখু আছবাহান" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১২৫) ইমাম তিরমিযীর একটি সানাদকে হাসান বলেছেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে এর বক্তব্য মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালিক এবং বুখারীতে পাওয়া যাবে। এ হাদীছের বিভিন্ন বর্ণনাসূত্র নিয়ে আমি أحكام الجنائز কিতাবের (১১৮) পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

জ্ঞাতব্য ঃ বুকের উপর হাত রাখাটাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। এছাড়া অন্য কোথাও রাখার হাদীছ হয় দুর্বল আর না হয় ভিত্তিহীন। এই সুন্নাতের উপর ইমাম ইসহাক বিন রাহভিয়া 'আমাল করেছেন। মারওয়াযী المسائل গ্রন্থে ২২২ পৃষ্ঠাতে বলেন, ইসহাক আমাদেরকে নিয়ে বিত্রের ছলাত পড়তেন এবং তিনি কুনূতে হাত উঠাতেন আর রুকু'র পূর্বে কুনূত পড়তেন। তিনি বক্ষদেশের উপরে বা নীচে হাত রাখতেন। কাযী 'ইয়াযও الإعلام কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় (রিবাত্ব তৃতীয় সংস্করণ) এ مستحبات الصلاة ছলাতের মুস্তাহাব কাজ বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুরূপ কথা বলেছেন, ডান হাতকে বাম হাতের পৃষ্ঠের উপর বুকে রাখা। 'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদের বক্তব্যও এর কাছাকাছি, তিনি তার المسائل এর ৬২ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ আমার পিতাকে দেখেছি যখন তিনি ছলাত পড়তেন তখন তার এক হাতকে অপর হাতের

حُكْمُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে সূরা-ফাতিহা পড়ার বিধান

٢٧٩- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ، لِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ : «لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

২৭৯। 'উবাদাহ ইবনু সমিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতে সূরাহ্ আল-ফাতিহা পড়ল না তার সলাত হলো না।

দারাকুৎনী ও ইবনু হিব্বানের সংকলিত হাদীসে আছে– যে সলাতে সূরা ফাতিহা পঠিত হয় না সে সলাত আদায় হয় না।

وَفِي أُخْرَى، لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ : «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ " قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ : "لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»

২৭৯। আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনু হিব্বানে আছে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– তোমরা হয়তো ইমামের পিছনে (কুরআন) পড়। আমরা বললাম, হাঁ পড়ি, তিনি বললেন, সূরা ফাতিহা ব্যতীত তা করবে না (পড়বে না)। কেননা, যে এটা পড়েনা তার সলাত হয় না।[৩১৬]

حُكْمُ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে বিসমিল্লাহ্ জোরে বা প্রকাশ্যে পড়ার বিধান

٢٨٠- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ مُسْلِمٌ: «لَا يَذْكُرُوْنَ : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا» وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ : «لَا يَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ» وَفِي أُخْرَى لِابْنِ خُزَيْمَةَ : «كَانُوْا يُسِرُّوْنَ» وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، خِلَافًا لِمَنْ أَعَلَّهَا

২৮০। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ দিয়ে সলাত শুরু করতেন।[৩১৭]

উপর নাভির উপরস্থলে রাখতেন দেখুন إرواء الغليل (৩৫৩)।] (দেখুন নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী কৃত সিফাতু সলাতুন্নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

৩১৫. ইবনু খুযাইমাহ ৪৭৯

৩১৬. বুখারী ৭৫৬, মুসলিম ৩৯৪, তিরমিযী ২৪৭, নাসায়ী ৯১০, ৯১১, আবূ দাঊদ ৮২২, ইবনু মাজাহ ৮৩৭, আহমাদ ২২১৬৩, ২২১৮৬, ২২২৩৭, দারেমী ১২৪২

৩১৭. বুখারী ৭৪৩, মুসলিম ৩৯৯, তিরমিযী ২৪৬, নাসায়ী ৯০২, ৯০৩, ৯০৬, ৯০৭, আবূ দাঊদ ৭৮২, ইবনু মাজাহ ৮১৩, আহমাদ ১১৫৮০, ১১৬৭৪, ১১৭২৫, ১২২৮৯, মালেক ১৬৪, দারেমী ১২৪০

মুসলিমে (এ সম্বন্ধে) আরো আছে– কিরাআতের প্রথমেও 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম' (প্রকাশ্যে) বলতেন না, শেষেও না।

আহমাদ, নাসায়ী ও ইবনু খুযাইমাহতে আছে– 'তাঁরা 'বিস্‌মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সশব্দে পাঠ করতেন না।' ইবনু খুযাইমাহ এর অন্য বর্ণনায় আরো আছে, তাঁরা বিসমিল্লাহ চুপিসারে পড়তেন।

মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা বিসমিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে না পড়ার প্রমাণ বহন করে, তবে যারা এ বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন তাদের বিরোধিতার কথা স্বতন্ত্র।

٢٨١- وَعَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمَرِ ﷺ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ فَقَرَأَ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ: (وَلَا الضَّالِّيْنَ)، قَالَ: "آمِيْنَ" وَيَقُوْلُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوْسِ: اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَقُوْلُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ

২৮১। নু'আইম আলমুজ্‌মির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিছনে সলাত আদায় করেছি, তিনি 'বিস্‌মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়লেন তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন, তারপর 'অলায্ যা–ল্লীন্' পর্যন্ত পড়ে 'আমিন' বললেন এবং প্রত্যেক সাজদাহ যাবার সময় ও সাজদাহ থেকে ওঠার সময় 'আল্লাহ্ আকবার' বলতেন। তারপর তিনি সালাম ফিরাবার পর বলতেন– ঐ সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের মধ্যে সলাতের দিক দিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সর্বাধিক সাদৃশ্য রক্ষাকারী।[৩১৮]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الْبَسْمَلَةَ ايَةٌ مِنْ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ

বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার আয়াতের অন্তর্ভুক্ত

٢٨٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوْا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَوَّبَ وَقْفَهُ.

২৮২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠের সময় 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম' পাঠ করবে। কেননা ওটা তারই একটা আয়াত। দারাকুৎনী হাদীসটির মওকুফ হওয়াকে সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন।[৩১৯]

---

৩১৮. নাসায়ী ৯০৫

৩১৯. দারাকুতনী মারফু' ও মাওকুফরূপে ২/৩১২, তোমরা যখন সূরা ফাতিহা পড়বে তখন তোমরা বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়বে। কেননা, সেটি হচ্ছে উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, সাবআ মাসানী। আর বিসমিল্লাহ তারই একটি। তিনি ইলাম গ্রন্থে মাওকূফ সূত্রে (৮/১৪৯) বলেন: এটি হকের অধিক সম্ভাবনা রাখে।
ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আত-তালখীসুল হাবীর (১/৩৮১) গ্রন্থে বলেন, এ সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত। অনেক ইমাম এ হাদীসটিকে মারফূ' হওয়ার চেয়ে মাওকূফ হওয়াটাকেই সহীহ বলেছেন। এর শাহেদ রয়েছে যা এটিকে শক্তিশালী করে। ইবনু উসাইমিন শারহু বুলুগুল মারামে (২/৭৬) উল্লেখ করেন এটা মাওকুফ আবূ হুরায়রা পর্যন্ত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত হয়নি। আলবানী সহীহুল জামে (৭২৯) গ্রন্থে, সহীহ সিলসিল সহীহা (১১৮৩) এর সনদকে মাওকুফ ও মারফু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইতহাফুল মাহরা বিল ফারায়িদ আল মুবাক্কারা মিন আতরাফিল আশারা (১৪/৬৬৪) গ্রন্থে ইবনু হাজার বলেন এই হাদীসে আব্দুল হামীদ বিন জা'ফার সত্যবাদী, তবে তার ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। সঠিক কথা হলো হাদীসটি মাওকুফ। ইবনুল মুলকিন খুলাসা আল

مَشْرُوْعِيَّةُ رَفْعِ الْاِمَامِ صَوْتَهُ بِالتَّامِيْنِ

ইমামের আমীন উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা শরীয়তসম্মত

٢٨٣- وَعَنْهُ قَالَ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ : "آمِيْنَ"» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

২৮৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন উম্মুল কুরআন বা সূরা ফাতিহা পাঠ সমাপ্ত করতেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু করে 'আমীন' বলতেন। দারাকুৎনী একে হাসান বলেছেন; হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৩২০]

٢٨٤ ـ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيْثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ

২৮৪। আবূ দাঊদ ও তিরমিযীতে ওয়ায়িল বিন হুজর (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৩২১]

حُكْمُ الْمُصَلِّي الَّذِيْ لَا يُحْسِنُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

যে মুসল্লী কুরআন ভালভাবে পড়তে জানে না তার বিধান

٢٨٥- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِيْ [مِنْهُ] قَالَ : "سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ» الْحَدِيْثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

২৮৫। 'আবদুল্লাহ্ বিন আবূ 'আউফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল– 'আমি কুরআনের কোন অংশ গ্রহণে (মুখস্থ করতে) সক্ষম নই, তাই আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দেন যা আমার জন্য যথেষ্ট হয়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি বলবে, 'সুবহানাল্লাহ্' 'আল্হামদু লিল্লাহ্' অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আযীম্। (সংক্ষিপ্ত) ইবনু হিব্বান, দারাকুৎনী ও হাকিম এটিকে সহীহ্ বলেছেন।[৩২২]

বাদরুল মুনীর (১/১১৯) ও আল বাদরুল মুনীর (৩/৫৫৮)গ্রন্থে এর সনদে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর তাকীহুত তাহকীক (১/১৪৪) গ্রন্থে বলেন, যদি সহীহ হয় তাহলে তা মাওকূফ হিসেবেই সহীহ।

৩২০. দারাকুতনী (১/৩৩৫) হাকিম ১/২২৩

৩২১. আবূ দাঊদ ৯৩২, ৯৩৩, তিরমিযী সহীহ ২৪৮, নাসায়ী ৯৩২, ইবনু মাজাহ ৮৫৫, আহমাদ ১৮৩৬২, ১৮৩৬৫, ১৮৩৭৮, দারেমী ১২৪৭ তিরমিযী হাদীসটিক হাসান বললেও এটি মূলত: সহীহ হাদীস কেননা, এর পর্যাপ্ত শাহেদ হাদীস রয়েছে। ইবনু হাজার আত্-তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে (১/২৩৬) এর সনদকে সহীহ বলেছেন ।

৩২২. হাসান। আবূ দাঊদ ৮৩২, আহমাদ ১৮৬৩১, নাসায়ী ৯২৪, ইবনু হিব্বান ১৮০৮, দারাকুতনী (৩/৩০ হাঃ ১), হাকিম (১/২৪১), নাসায়ী ও ইবনু হিব্বান ব্যতীত সকলেই এ কথা বৃদ্ধি করেছেন- ''হে আল্লাহর রাসূল! এটাতো আল্লাহর জন্য। আমার জন্য কী? তিনি বলেন, তুমি বল, হে আল্লাহ! আমার প্রতি রহম কর, আমাকে রিযিক দান কর। আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে হেদায়েত কর। অতঃপর সে দাঁড়িয়ে বলল, এটাও তো তাঁরই হাতে রইল। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এতটুকুই তার হাতকে কল্যাণে পরিপূর্ণ করে দিবে।

كَيْفِيَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে ক্বেরাত পড়ার পদ্ধতি

٢٨٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ - فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُوْلَى، وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৮৬। আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিয়ে সলাত পড়তেন, তাতে তিনি যুহর ও 'আসরের প্রথম দু' রাক'আতে সূরাহ্ ফাতিহার সঙ্গে আরও দু'টি সূরাহ্ পাঠ করতেন। কখনো কোন আয়াত শুনিয়ে পড়তেন। প্রথম রাক'আত দীর্ঘ করতেন। আর শেষের দু'রাকা'য়াতে তিনি (কেবল) সূরাহ্ ফাতিহা পড়তেন।[৩২৩]

مِقْدَارُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে ক্বেরাত পাঠ করার পরিমাণ

٢٨٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : «كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ : (الم تَنْزِيْلُ) السَّجْدَةِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَفِي الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৮৭। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুহর ও 'আসরের 'কিয়াম'-কে (কিরাআতকালে দাঁড়ান অবস্থাকে) অনুমান করতাম। তাঁর যুহরের প্রথম দু'রাক'আতের কিয়াম 'সাজদাহ' সূরা পাঠের সময়ের পরিমাণ হত, আর শেষের দু'রাক'আতের কিয়ামকে এর অর্ধেক পরিমাণ, আর 'আসরের প্রথম দুরাক'আতের কিয়ামকে যুহরের শেষের দু'রাক'আতের কিয়ামের অনুরূপ আর শেষের দু'রাক'আতের কিয়ামকে এর অর্ধেক সময়ের মত অনুমান করতাম।[৩২৪]

٢٨٨- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ﷺ قَالَ : «كَانَ فُلَانٌ يُطِيْلُ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وَفِي الصُّبْحِ بِطُوْلِهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : "مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

২৮৮। সুলাইমান বিন ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–অমুক সহাবী যুহরের ফারয সলাতের প্রথম দু'রাক'আতকে লম্বা করতেন ও 'আসরকে হালকা করতেন এবং মাগরিবের সলাতে কুরআনের কিসারে মুফাস্‌সাল, 'ইশা'র সলাতে ওয়াসাতে মুফাস্‌সাল ও ফাজ্‌রের সলাতে তিওয়ালে

---

৩২৩. বুখারী ৭৫৯, ৭৬২, ৭৭৬, ৭৭৮, ৭৭৯, মুসলিম ৪৪১, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, আবূ দাউদ ৭৯৮, মাজাহ ৮২৯, আহমাদ ২২১০৪, ২২০৩৩, ২২০৫৭, দারেমী ১২৯৩

৩২৪. মুসলিম ৪৫২, নাসায়ী ৪৭৫, ৪৭৬, আবূ দাউদ ৮০৪, ইবনু মাজাহ ৮২৮, আহমাদ ১১৩৯৩, দারেমী ১২৮৮

মুফাস্সালের সূরা পাঠ করতেন। অতঃপর আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন– রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সলাতের সঙ্গে এর থেকে বেশী সাদৃশ্য পূর্ণ সলাত এ ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পিছনে পড়ি নাই। –নাসায়ী সহীহ্ সানাদে।[৩২৫]

الْقِرَاءَةُ فِيْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

মাগবির সলাতের ক্বেরাত

٢٨٩ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ : «سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৮৯ জুবায়র ইবনু মুত'ইম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মাগরিবের সলাতে সূরাহ্ আত-তূর পড়তে শুনেছি।[৩২৬]

مَا يُقْرَا فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর দিনে ফযর সলাতে যে (সূরা) পাঠ করতে হয়

٢٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : (الم تَنْزِيْلُ) السَّجْدَةَ، و (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমু'আহ্র দিন ফাজ্রের সলাতে الم تَنْزِيلُ (সূরা সাজদাহ) এবং وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ (সূরা দাহর) দু'টি সূরাহ্ তিলাওয়াত করতেন।[৩২৭]

٢٩١ - وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ : «يُدِيْمُ ذَلِكَ»

২৯১। তাবারানীতে ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে–তিনি ফাজ্রে এ সূরা দুটি সব সময়ই পাঠ করতেন।[৩২৮]

---

৩২৫. ইবনু মাজাহ ৮২৭, নাসায়ী ৯৮২, ৯৮৩

طوال مفصل 'তিওয়ালে মুফাস্সাল' -সূরা হুজুরাত হতে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাসমূহকে বলা হয়। أوسط مفصل 'আওসাত্বে মুফাস্সাল' -সূরা তারিক্ব হতে সূরা বাইয়্যেনা পর্যন্ত সূরাসমূহকে বলে। قصار مفصل 'ক্বিসারে মুফাস্সাল' -সূরা যিলযাল হতে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাসমূহকে বলা হয়।

৩২৬. বুখারী ৭৬৫, ৩০৫০, ৪০২৩, ৪৮৫৪, মুসলিম ৪৬৩, ৯৮৭, আবূ দাঊদ ৮১১, ইবনু মাজাহ ৮৩২, আহমাদ ১৬২৯৩, ১৬৩২১, ১৬৩৩২, মালিক ১৭২, দারেমী ১২৯৫

৩২৭. বুখারী ৮৯১, ১০৬৮, মুসলিম ৮৮০, নাসায়ী ৯৫৫, ইবনু মাজাহ ৮২৩, আহমাদ ৯২৭৭, ৯৭৫২, দারেমী ১৫৪২

৩২৮. তাবারানী সগীর ৯৮৬, (দুর্বল সূত্রে); মাজমাউয যাওয়ায়িদ (২/১৭১) ইবনু রজব তাঁর ফাতহুল বারী (৫/৩৮৩) গ্রন্থে বলেন, এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। তবে আবুল আহওয়াস থেকে মুরসাল রূপে বর্ণিত হয়েছে। অন্য একটি সূত্রে আবুল আহওয়াস আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ থেকে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন। সেখানে المداومة (সর্বদা) কথাটি উল্লেখ নেই। ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়িদ (২/১৭১) গ্রন্থে বলেন, এর সকল রাবী বিশ্বস্ত। ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারী (২/৪৩৯) গ্রন্থে বলেন, এর সকল রাবী বিশ্বস্ত, কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে আবূ হাতিম এটিকে মুরসাল বলেছেন। ইবনু হাজার তাঁর নাতায়িজুল আফকার (১/৪৭১) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান

مَشْرُوْعِيَّةُ السُّؤَالِ عِنْدَ ايَةِ الرَّحْمَةِ فِيْ صَلَاةِ النَّفْلِ

নফল সলাতে রহমতের আয়াত পাঠ করার সময় (আল্লাহর নিকট) চাওয়া শরীয়তসম্মত

٢٩٢ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ : «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ

২৯২। হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সলাত আদায় করেছি (সলাতে) কুরআন পড়ে রহমতের আয়াতে পৌঁছে রহমত কামনা করতেন এবং আযাবের আয়াতে পৌঁছে আযাব থেকে আশ্রয় চাইতেন। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[৩২৯]

النَّهْيُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

রুকূ' ও সাজদাতে কুরআন পাঠ করা নিষেধ

٢٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَلَا وَإِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯৩। ইবনু "আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা এ ব্যাপারে সজাগ হয়ে যাও যে, আমাকে রুকূ' ও সাজদাহর অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব তোমরা রুকু'তে তোমাদের প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব বর্ণনা কর এবং সাজদাহতে গিয়ে আকুল প্রার্থনা কর, তাতে তোমাদের দু'আ যথার্থ কবুল করা হবে।[৩৩০]

مِنْ أَدْعِيَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

রুকূ' ও সাজদার দু'আসমূহ

٢٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ : "سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ [رَبَّنَا] وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯৪। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রুকূ' ও সাজদাহ্য় سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي "হে আল্লাহ্! হে আমাদের রব! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি আপনি আমাকে ক্ষমা করুন" পাঠ করতেন।[৩৩১]

বলেছেন, আর এর সকল বর্ণনাকারীকে বিশ্বস্ত বলেছেন। বিন বায তাঁর মাসায়িলুল ইমাম (২৮০) গ্রন্থে হাদীসটি উত্তম বলেছেন।

৩২৯. মুসলিম ৭৭২, তিরমিযী ২৬২, আবূ দাঊদ ৮৭১, ৮৭৪, নাসায়ী ১০০৮, ১০০৯, ১০৪৬, ১৬৬৪, ইবনু মাজাহ ১৩৫১, আহমাদ ২২৭৫০, ২২৮৫৮, ২২৮৬৬, দারেমী ১৩০৬

৩৩০. মুসলিম ৪৭৯, ৪৮১, নাসায়ী ১০৪৫, ১১২০, আবূ দাউদ ৮৭৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৯৯, আহমাদ ১৯০৩, দারেমী ১৩২৫, ১৩২৬

৩৩১. বুখারী ৮১৭, ৭৯৪, ৪২৯৩, ৪৯৬৭, ৪৯৬৮, মুসলিম ৮৮৪, নাসায়ী ১০৪৭, ১১২২, ১১২৩, দারেমী ৮৭৭, ইবনু মাজাহ ৮৮৯, আহমাদ ২৩৬৪৩, ২৩৭০৩, ২৪১৬৪

حُكْمُ التَّكْبِيْرِ وَمَوَاضِعُهُ مِنَ الصَّلَاةِ

সলাতে তাকবীর বলা ও তাকবীর বলার স্থানসমূহের বিধান

٢٩٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُوْلُ : "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ : "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৯৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত আরম্ভ করার সময় দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর বলতেন। অতঃপর রুকূ'তে যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলতেন, আবার যখন রুকূ' হতে পিঠ সোজা করে উঠতেন তখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতেন। অতঃপর সাজদাহ্য় যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলতেন। এবং যখন মাথা উঠাতেন তখনও তাক্‌বীর বলতেন। আবার (দ্বিতীয়) সাজদাহ্য় যেতে তাক্‌বীর বলতেন এবং পুনরায় মাথা উঠাতেন তখনও তাক্‌বীর বলতেন। এভাবেই তিনি পুরো সলাত শেষ করতেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতের বৈঠক শেষে যখন (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও তাক্‌বীর বলতেন।[৩৩২]

مَا يَقُوْلُهُ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ

রুকূ' থেকে উঠার পর যা বলতে হবে

٢٩٦- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ : "اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৯৬। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে বলতেন– উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বনা লাকাল হামদু মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরযি ওয়া মিলআ মা শি'তা মিন শাইয়িম বা'দু। আহলাস সানা'য়ী ওয়ালমাজদি, আহাক্কু মা কা'লাল 'আবদু, ওয়া কুল্লুনা লাকা আবদুন। আল্লাহুম্মা লা মানি' আ লিমা আ'তায়তা, ওয়ালা ম'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়া লা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। হে আল্লাহ্! তোমার জন্য আসমান যমীন পরিপূর্ণ প্রশংসা আর এর ব্যতীত আরো অন্য বস্তু পরিপূর্ণ প্রশংসাও–যা তুমি চাও। তুমি প্রশংসা ও মর্যাদার একমাত্র অধিকারী, এটা বড়ই ন্যায্য কথা যা তোমার বান্দা বলল, আমরা সকলেই তোমারই বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি

---

৩৩২. বুখারী ৭৮৯, ৭৯৫, ৮০৩, মুসলিম ৩৯২, নাসায়ী ১০২৩

আমাদের যা দেবে তাতে বাধা দেবার কেউ নেই এবং তুমি যা দেবে না তা দেবারও কেউ নেই। কোন শক্তিমানই সাহায্য করতে পারে না কারণ সকল শক্তিই তোমারই করায়ত্তে।[৩৩৩]

الأعْضَاءُ الَّتِيْ يُسْجَدُ عَلَيْهَا

যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর সিজদা করতে হবে

٢٩٧- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৯৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ইরশাদ করেছেন ঃ আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা সাজদাহ্ করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি। কপাল দ্বারা এবং তিনি হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে এর অন্তর্ভুক্ত করেন, আর দু' হাত, দু' হাঁটু এবং দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা।[৩৩৪]

بَيَانُ مَا يَفْعَلُ بِالْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُوْدِ

সাজদার সময় দু'হাত যেভাবে রাখতে হবে

٢٩٨ - وَعَنْ اِبْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» متفق عليه.

২৯৮। ইবনু বুহাইনা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সলাত আদায় করতেন, তখন উভয় হাত এমন ফাঁক করতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ত। বুখারী-মুসলিম[৩৩৫]

٢٩٩- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৯৯। বারাআ বিন্ 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তুমি যখন সাজদাহ করবে তখন তোমার দু-হাতের তালু মাটিতে রাখবে ও কনুইদ্বয় উঁচু করে রাখবে।[৩৩৬]

هَيْئَةِ اصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

রুকূ' ও সাজদায় দু'হাতের আঙ্গুলসমূহের অবস্থা

٣٠٠- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

---

৩৩৩. নাসায়ী ১০৬৮, আবূ দাউদ ৮৪৭, আহমাদ ১১৪১৮, দারেমী ১৩১৩

৩৩৪. বুখারী ৮০৯, ৮১০, ৮১২, ৮১৫, ৮১৬, মুসলিম ৪৯০, তিরমিযী ২৭৩, নাসায়ী ১০৯৩, ১০৯৬, ১০৯৭, ১০৯৮, ১১১৩, ১১১৫, আবূ দাউদ ৮৮৯, ৮৯০, ৮৮৩, ৮৮, ১০৪০, আহমাদ ১৯২৮, ২৩০০, ২৪৩২, ২৫২৩, ২৫৭৯, দারেমী ১৩১৮, ১৩১৯

৩৩৫. বুখারী ৮০৭, ৩৯০, ৩৫৫৫, মুসলিম ৪৯৫, নাসায়ী ১১০৬, আহমাদ ২২৪১৫

৩৩৬. মুসলিম ৪৯৪, নাসায়ী ১১০৪, আবূ দাউদ ৮৯৬, আহমাদ ১৮০২২, ১৮১২৫, ১৮২২৬

৩০০। ওয়ায়িল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) রুকূ' করার সময় আঙ্গুলগুলো (হাঁটুর উপর) ফাঁক-ফাঁক করে রাখতেন, আর যখন সাজদাহতে যেতেন তখন তাঁর আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে রাখতেন।[৩৩৭]

صِفَةُ قُعُوْدِ مَنْ صَلَّى جَالِسًا

বসে সলাত আদায়ের বিবরণ

٣٠١- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : «رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

৩০১। 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে চার জানুর উপর বসে (অসুস্থাবস্থায়) সলাত আদায় করতে দেখেছি। ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[৩৩৮]

مَا يَقُوْلُ الْمُصَلِّي بَيْنَ السِّجْدَتَيْنِ

মুসল্লী দু'সাজদার মাঝে যা পড়বে

٣٠٢- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৩০২। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) দু' সাজদাহর মাঝখানে (বসে) বলতেন ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়া আফিনী, ওয়ারযুকনী। (হে প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুখী করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।) হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৩৩৯]

حُكْمُ الْجُلُوْسِ بَعْدَ السُّجُوْدِ قَبْلَ النُّهُوْضِ لِلثَّانِيَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ

দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ রাকয়াতে দাঁড়ানোর পূর্বে সিজদার পরে বসার বিধান

٣٠٣- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﷺ «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

---

৩৩৭. হাকিম ১ম খণ্ড ২২৪ পৃঃ, ২২৭, মুসলিম এর শর্তে সহীহ বলেছেন।

৩৩৮. নাসায়ী ১৬৬১, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১২৩৮। ইমাম নাসায়ী উক্ত হাদীসটিকে দূর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, আবূ দাঊদ আল হায়সামী ব্যতীত অন্য কেউ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই, যদিও তিনি বিশ্বস্ত। আর আমি এই হাদীসটিকে সহীহ মনে করছি না। আর আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ইমাম নাসায়ীর ধারণা বৈ কিছু নয়। আর প্রকৃত সত্যের মুকাবালায় অনুমান কোনই কাজে আসে না। তাই হাদীসটি সঠিকতার উপরই বহাল থাকবে যতক্ষণ না এর দূর্বলতার কারণ না জানা যায়।

৩৩৯. আবূ দাঊদ ৮৫০, তিরমিযী ২৮৪, ইবনু মাজাহ ৮৯৮, হাকিম ১ম খণ্ড ২৬২, ২৭১ পৃঃ

৩০৩। মালিক ইব্নু হুয়াইরিস লাইসী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সলাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর সলাতের বেজোড় রাক'আতে (সাজ্দাহ হতে) উঠে না বসে দাঁড়াতেন না।[৩৪০]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْقُنُوْتِ فِي النَّوَازِلِ

দুর্ঘটনা বা বিপদে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করা শরীয়তসম্মত

٣٠٤- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩০৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মাসব্যাপী আরবের কতিপয় গোত্রের প্রতি বদদু'আ করার জন্য সলাতে রুকূর পর দু'আ কুনূত পাঠ করেছেন।[৩৪১]

٣٠٥- وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ : «فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا».

৩০৫। আহ্মদ ও দারাকুৎনীতে অনুরূপ রয়েছে তবে ভিন্ন একটি সানাদে কিছু অতিরিক্ত কথা রয়েছে ঃ "কিন্তু ফাজ্রের সলাতে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় না নেয়া পর্যন্ত 'কনূত' করা ছাড়েননি।"[৩৪২]

٣٠٦- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ» صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

৩০৬। তাঁর [আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] থেকেই বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে দু'আ বা বিপক্ষে বদ্দুআ (অভিসম্পাত) করার জন্য 'কুনূত' করতেন। ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[৩৪৩]

٣٠٧- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيِّ ﷺ قَالَ : «قُلْتُ لِأَبِي : يَا أَبَتِ ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، أَفَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الْفَجْرِ ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

৩০৭। সা'দ ইবনু তারেক আল-আশজাঈ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, হে পিতা! আপনি অবশ্যই রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাক্র, 'উমার, 'উসমান ও 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর পিছনে সলাত আদায় করেছেন। তাঁরা কি ফজরের সলাতে দু'আ কুনূত পড়তেন? তিনি বলেন, হে বৎস! এটা তো বিদ্আত।[৩৪৪]

---

৩৪০. বুখারী ৮২৩, তিরমিযী ২৮৭, নাসায়ী ১১৫২, আবূ দাউদ ৮৪৪

৩৪১. বুখারী ১০০১, ১০০২, ১০০৩, ১৩০০, ২৮০১, ২৮১৪, ৩০৬৪, ৩১৭০, ৪০৮৮, ৪০৮৯, ৪০৯০, ৪০৯১, ১০৯৪, ৪০৯৫, ৪০৯৬, ৬৩৯৪, মুসলিম ৬৭৭, নাসায়ী ১০৭০, ১০৭৪১, ১০৭৭, আবূ দাউদ ১৪৪৪, ইবনু মাজাহ ১১৮৩, ১১৮৪, আহমাদ ১১৭৪০, ১১৭৪২, ১২২৪৪, দারেমী ১৫৯৬, ১৫৯৯

৩৪২. আহমাদ ১২২৪৬, দারাকুতনী ৩৯ পৃঃ হাঃ ১৭১১, ১৭১২, ১৭১৩, ১৭২২

৩৪৩. সিলসিলা সহীহা হাঃ ৬৩৯, মুসলিম এর শর্তে এ হাদীসের সনদ সহীহ।

৩৪৪. তিরমিযী ৪০২, ইবনু মাজাহ ১২৪১, নাসায়ী ১০৮০, আহমাদ ১৫৪৪৯, ২৬৬৬৮

مَا يُقَالُ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ

বিতরের কুনূতে যা পড়তে হয়

٣٠٨- وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- ؛ قَالَ : «عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِي قُنُوْتِ الْوِتْرِ : " اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ : «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ» زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ : «وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ»

৩০৮। হাসান ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বিত্‌র সলাতের কুনূতে পড়ার জন্য কতগুলো বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন যা আমি বিত্‌র সলাতের কুনূতে পড়ে থাকি। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া আফিনী ফীমান আফায়তা, ওয়া তাওয়াল-লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বারিক লী ফীমা আ'তায়তা, ওয়া কিনী শাররা মা কাদায়তা, ফাইন্নাকা তাক্‌দী ওয়া লা ইয়ুক্‌দা আলায়কা ইন্নাহু লা ইয়াদিল্লু মান ওয়ালায়তা, তাবারাক্‌তা রাব্বানা ওয়া তা'আলায়তা।

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে হিদায়াত দান কর, যাদের তুমি হিদায়াত করেছ তাদের সাথে। আমাকে মাফ করে দাও, যাদের মাফ করেছ তাদের সাথে। আমার অভিভাবক হও, যাদের অভিভাবক হয়েছে তাদের সাথে । তুমি আমাকে যা দান করেছ তাতে বরকত দাও। আর আমাকে ঐ অনিষ্ট হ'তে বাঁচাও, যা তুমি নির্ধারণ করেছ। তুমি ফায়সালা কর কিন্তু তোমার উপরে কেউ ফায়সালা করতে পারে না। তুমি যার সাথে শত্রুতা রাখ, সে সম্মান লাভ করতে পারে না। নিশ্চয়ই অপমান হয়না সেই যাকে তুমি মিত্র হিসাবে গ্রহণ করেছ। হে আমাদের রব! তুমি বরকতময়, তুমি উচ্চ এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর রহমত অবতীর্ণ হোক'।

তাবারানী ও বাইহাকী বৃদ্ধি করেছেন ঃ উচ্চারণ ঃ ওয়ালা ইয়া'উয্‌যু মান 'আদাইতা "তুমি যার সাথে শত্রুতা পোষণ কর সে কখনো ইজ্জত লাভ করতে পারে না।" নাসায়ীতে ভিন্ন সূত্রে আরো রয়েছে ঃ উচ্চারণ ঃ ওয়া সল্লাল্লাহু 'আলান নাবিয়্যি "আর নবীর প্রতি আল্লাহর সলাত (দরুদ) বর্ষিত হোক।"[৩৪৫]

---

৩৪৫. আবূ দাউদ ১৪২৫, তিরমিযী ৪৬৪, নাসায়ী ১৭৪৫, ১৭৪৬, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, আহমাদ ১৭২০, ২৭৮২০, দারেমী ১৫৯১, বাইহাকী ২য় খণ্ড ২০৯ পৃঃ, হাঃ ৪৬৩৭, ৩২৬৩, তাবারানী ২৭০১, ২৭০৩, ২৫০৫, ২৫০৭, আবূ দাউদ ১৪২৫

কুনূতের শেষে وصلى الله على النبي শব্দগুলো বলা সম্পর্কিত বর্ণনার ব্যাপারে ইমাম নববী তাঁর আল মাজমূ' (৩/৪৯৯) গ্রন্থে এবং ইমাম সাখাবী তাঁর আল কাওলুল বাদী' (২৬১) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ হাসান অথবা সহীহ ও আল আযকার (৮৭) গ্রন্থে এর সনদকে হাসান বলেছেন । ইবনুল মুলকিন তাঁর তুহফাতুল মুহতাজ (১/৪১০) গ্রন্থে এর সনদকে হাসান বলেছেন। পক্ষান্তরে ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর নাতায়িজুল আফকার (২/১৫৩) গ্রন্থে বলেন, এই অতিরিক্ত অংশটির সনদ গরীব, সাব্যস্ত নয়, কেননা আবদুল্লাহ বিন আলী পরিচিত নয়। ইবনু হাজার আত তালখীসুল হাবীর (১/৪০৫) গ্রন্থে উপরোক্ত ইমাম নববীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, তিনি যে সহীহ অথবা হাসান বলেছেন, তা সঠিক নয়, কেননা, হাদীসটি মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। শাইখ আলবানী তামামুল মিন্না (২৪৩) গ্রন্থে বলেন, কুনূতের শেষে যে অতিরিক্ত শব্দগুলো রয়েছে সেটি দুর্বল। কেননা, এর সনদে অজ্ঞতা ও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। শাইখ আলবানী যঈফ নাসায়ী (১৭৪৫) গ্রন্থে দুর্বল ও ইরওয়াউল গালীল (২/১৭৬), সিফাতুস সালাত (১৮০) গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন।

٣٠٩- وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوْتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ» وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

৩০৯। বাইহাক্বীতে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে, তিনি বলেন– নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে দুআ শিখিয়ে দিতেন, যার দ্বারা আমরা ফাজ্‌রের কুনূতের সময় দুআ করতাম। এর সানাদে দুর্বলতা রয়েছে।[৩৪৬]

كَيْفِيَّةُ الْهَوِيِ الَى السُّجُوْدِ

সাজদায় গমনের পদ্ধতি

٣١٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيْثِ وَائِلٍ :

৩১০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সলাতে সাজদায় যাবে তখন যেন উটের মত না বসে এবং সে যেন হাঁটুদ্বয় রাখার পূর্বে তার দু' হাত মাটিতে রাখে।

এ হাদীসটি ওয়ায়িল বিন হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে শক্তিশালী।[৩৪৭]

٣١١- «رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ فَإِنْ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيْثٍ :

৩১১। উক্ত হাদীসে আছে ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সাজদাহ্‌র সময় তাঁর দু' হাতের পূর্বে দু' হাঁটু মাটিতে রাখতে দেখেছি। প্রথম হাদীসটি অধিক শক্তিশালী কারণ, ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাদীস উক্ত হাদীসের শাহিদ (অনুরূপ),[৩৪৮]

---

৩৪৬. বাইহাকী ২৯৬০, ৩২৬৬

ইবনু উসাইমিন শারহু বুলুগুল মারামে (২/১৪০) (ندعو به في صلاة الصبح) অংশ টুকুকে দুর্বল বলেছেন। তবে ফজরের স্বালাতে কুনুত করতে নিষধ সংক্রান্ত হাদীস গুলো বিশুদ্ধ নয়। আয যয়াফা আল কাবীর লিল উকইলী (৩/৩৬৭) গ্রন্থে উকাইলী বলেন, আর ইমাম বুখারী বলেছেন মুহাদ্দীসগন তার হাদীস বর্জন করেছে। বায়হাকী সুনানে আল কুবরা (২/২১৪) গ্রন্থে ফজরের স্বালাতে কুনুত পড়া বিদআত সম্পর্কিত হাদীসটি সহীহ নয় বলে মন্তব্য করেছেন। কেননা এর সনদে রয়েছে আবূ লায়লা আল কুফী, আর সে হচ্ছে মাতরূক। মিযানুল ই'তিদাল (৪/৫৬৬) গ্রন্থে ইমাম যাহাবী বলেন, ফজরের স্বালাতে কুনুত পড়া বিদআত সম্পর্কিত হাদীসের এক জন রাবী আবূ লায়লাকে দুর্বল বলেছেন।

৩৪৭. আবূ দাঊদ ৮৪০, ৮৪১, নাসায়ী ১০৯০, ১০৯১, তিরমিযী ২৬৯, আহমাদ ৮৭৩২, দারেমী ১৩২১

৩৪৮. ইবনু মাজাহ ৮৮২, তিরমিযী ২৬৮, নাসায়ী ১০৮৯, ১১৫৪, আবূ দাঊদ ৮৩৮, দারেমী ১৩২০

আলবানী ৮৩৮, নাসায়ী১০৮৯, তিরমিযী ১৬৮, ইরওয়াউল গালীল ৩৫৭ গ্রন্থসমূহে হাদীটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। আত্-তালখীসুল হাবীর (৪১৩)গ্রন্থে ইবনু হাজার বলেন, হাদীসটি শরীফ এক ভাবে বর্ননা করেছেন। এই হাদীসের শাহিদ রয়েছে,

٣١٢- اِبْنِ عُمَرَ صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا.

৩১২। আর ইবনু খুযাইমাহ একে (ইবনু 'উমারের হাদীসকে) সহীহ্ বলেছেন, এবং বুখারীও এটাকে মুআল্লাক-মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন।[৩৪৯]

صِفَةُ الْيَدَيْنِ حَالَ جُلُوْسِ التَّشَهُّدِ

তাশাহ্হুদে বসা অবস্থায় দু'হাত রাখার পদ্ধতি

٣١٣- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِيْنَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : «وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ»

৩১৩। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাশাহ্হুদে (আত্তাহিয়াতু পড়ার জন্য) বসতেন তখন বাম হাত বাম হাঁটুর উপর ও ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন এবং (আরাবীয় পদ্ধতিতে) তিপ্পান্ন গণনার ন্যায় (ডান) হাতের শাহাদাত ব্যতীত আঙ্গুলগুলোকে গুটিয়ে নিতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।

মুসলিমের ভিন্ন একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে ঃ আঙ্গুলগুলোকে ভাঁজ করে নিয়ে কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকটতম শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন।[৩৫০]

كَيْفِيَّةُ التَّشَهُّدِ

তাশাহ্হুদ

٣١٤- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : «اِلْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا

আওনুল মাবূদ (৩/৪২) গ্রন্থে আযীমা বাদী বলেন, এই হাদীসের সনদে ইবনু আব্দিল্লাহ আন নাখয়ী রয়েছে আর তার ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। কোন কোন বর্ননায় "তিনি যখন দাড়াতেন তখন হাঁটুর উপর দাঁড়াতেন, এবং ভড় করতেন রানের উপর" এই অতিরিক্ত বর্ননাটি যয়ীফ। ইবনু বাযের মাজমুয়া ফাত্তয়া (৬১/১১,৩৩/১১) গ্রন্থে হাত রাখার পূর্বে হাটু রাখা প্রমাণিত বলে মন্তব্য করেছে। তিনি তার অপর গ্রন্থে ফাতওয়ানুর আলাদ দার (৮/২৮৬) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছে। ইরওয়াউল গালীল (২/৭৭) গ্রন্থে আল বানী হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। তুহফাতুল আহওয়াযী (২/১৩) গ্রন্থে আব্দুর রহমান মোবারাক পুরী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন এবং ইবনু রজব হাদীসটিকে মুরসাল ও মুনকাতি বলেছেন। তবে, হাটুর পূর্বে হাত রাখার হাদীসকে মুহাদ্দীসগন সহীহ বা হাসান বলে অভিহিত করেছেন। জামেউস স্বাগীর লিস সুয়ূতী (৬৭৩) আওনুল মা'বূদ ৩/৪৩, আল মাহাল্লী ৪/১২৯.

৩৪৯. ইবনু খুযায়মা উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হাঃ ৬২৭। তা হচ্ছে, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত - তিনি তাঁর দু'হাঁটু রাখার পূর্বে দু'হাত রাখতেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করতেন। উক্ত হাদীসটিকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে যা ঠিক নয়। হাদীসটিকে ইমাম ইবনু খুযায়মা, হাতেম এবং আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন। আসল কথা হচ্ছে, ইমাম বুখারী (রঃ) তা তা'লীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (ফাতুহুল বারী ২ খণ্ড ২৯০ পৃঃ)

৩৫০. মুসলিম ৫৮০, তিরমিযী ২৯৪, নাসায়ী ১১৬০ ১১৬৬, ১২৬৭, আবূ দাউদ ৯৮৭, ইবনু মাজাহ ৯১৩, আহমাদ ৪৫৬১, মুওয়াত্তা মালেক ১৯৯, দারেমী ১৩৩৯

وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبُهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِلنَّسَائِيِّ : «كُنَّا نَقُوْلُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ».

وَلِأَحْمَدَ : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ».

৩১৪। আবদুল্লাহ্ (ইব্নু মাস'ঊদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তাই যখন তোমরা কেউ সলাত আদায় করবে, তখন সে যেন বলে-

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যিবাতু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান-নাবিইউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রসূলুহু।

"সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক 'ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার উপর আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক।" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রসূল)-ও পড়বে।; শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[৩৫১]

নাসায়ীতে আছে, আমাদের উপর তাশাহহুদ ফারয হবার পূর্বে আমরা উপরোক্ত তাশাহ্হুদ পড়তাম।

আহমাদে আছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে (ইবনু মাস'ঊদকে) তাশাহ্হুদ শিখিয়েছিলেন আর এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, লোকেদেরকেও তিনি যেন তা শিখিয়ে দেন।[৩৫২]

٣١٥- وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: " التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ » إِلَى آخِرِهِ.

---

৩৫১. বুখারীর এক বর্ণনায় আরো রয়েছে, এ সময় তিনি আমাদের মাঝেই অবস্থান করছিলেন। তারপর যখন তাঁর ওফাত হয়ে গেল, তখন থেকে আমরা السَّلَامُ عَلَيْكَ এ স্থলে السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ পড়তে লাগলাম। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, প্রকৃতপক্ষে সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় সম্বোধন করে বলতেন, السلام عليك أيها النبي অতঃপর তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন সাহাবীরা সম্বোধন করা ছেড়ে দিলেন এবং غائب এর সীগাহ উল্লেখ করে বলতেনঃ "السلام على النبي"

শাইখ আলবানী তাঁর আসল সিফাতুস সালাত ৩/৮৭৩ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। তিনি ইরওয়াউল গালীল ২/২৭ গ্রন্থেও এর দুর্বলতার কথাই বলেছেন।

৩৫২. বুখারী ৮৩৫, ১২০২, ৬২৩০, ৬২৬৫, মুসলিম ৪০২, তিরমিযী ২৮৯, ১১০৫, নাসায়ী ১২৫২, ১১৬৩, ১১৬৪ আবূ দাঊদ ৯৬৮ ইবনু মাজাহ ৮৯৯, আহমাদ ৩৫৫২ ৩৬১৫, ৩৮৬৭, ৪৪০৮, দারিমী ১৩৪০, ১৩৪১

৩১৫। মুসলিমে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের তাশাহ্হুদ শিখিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ ছিল ঃ 'সকল বরকতসমৃদ্ধ মান মর্যাদা আর পবিত্র 'ইবাদাত শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যই,............ শেষ পর্যন্ত ।[৩৫৩]

مِنْ اٰدَابِ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ

তাশাহ্হুদে দু'আর আদবসমূহ

٣١٦- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ : «سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : " عَجِلَ هَذَا " ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

৩১৬। ফুযালাহ বিন 'উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির সলাত আদায় করার সময় শুনলেন যে, সে দু'আ করল বটে কিন্তু আল্লাহ্র প্রশংসা করল না ও নাবীর প্রতি সলাত (দরুদ) পাঠ করল না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, লোকটি তাড়াতাড়ি করেছে। তারপর তিনি তাকে ডেকে বললেন—যখন তোমাদের কেউ সলাত আদায় করবে তখন সে প্রথমে আল্লাহ্র হামদ ও গুণগান পাঠ করবে, তারপর নাবীর উপর সলাত (দরূদ) পাঠ করবে, তারপর স্বীয় পছন্দমত দু'আ (নির্বাচন করে) পাঠ করবে। তিরমিযী, ইবনু হিব্বান ও হাকীম এটিকে সহীহ্ বলেছেন।[৩৫৪]

كَيْفِيَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরূদ পাঠ করার নিয়ম

٣١٧- وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : «قَالَ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ : " قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا

---

৩৫৩. তিরমিযী ২৯০, মুসলিম ৪০৩ তিরমিযী ২৯০, নাসায়ী ১১৭৪, আবূ দাঊদ ৯৭৪, ইবনু মাজাহ ৯০০, আহমাদ ২৬৬০, ২৮৮৭

৩৫৪. আবূ দাঊদ ১৪৮১, তিরমিযী ৩৪৭৬, ৩৪৭৭ নাসায়ী ১২৮৪ আহমাদ ২৩৪১৯ ইবনু হিব্বান হাঃ ১৯৬০, হাকিম ১ম খণ্ড ২৩০ ও ২৬৮ পৃঃ। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম আহমাদের বর্ণনায়, لم يحمد الله এর বদলে لم يذكر الله -র উল্লেখ রয়েছে। ইমাম হাকিমের বর্ণনায় لم يحمد الله ولم يمجده উল্লেখ রয়েছে। 'মুজতাবা' গ্রন্থে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক লোককে সালাত পাঠরত অবস্থায় দোয়া পাঠ করতে শুনলেন, সে আল্লাহর গুণকীর্তনও করলো না এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরও দরূদ পাঠ করলো না। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে মুসল্লী তুমি তাড়াহুড়া করলে। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত শিক্ষা দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপর একজন লোককে সালাত রত অবস্থায় আল্লাহর গুণকীর্তন, প্রশংসা এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর দরূদ পাঠ করতে শুনলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি দোয়া কর, তোমার দোয়া কবুল করা হবে। তুমি যা চাও তাই প্রাপ্ত হবে

صَلَّيْتَ عَلَى آلِ ابْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ ابْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا عَلَّمْتُكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْهِ : «فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا».

৩১৭। আবূ মাস‘উদ (‘উক্‌বাহ বিন্‌ ‘আমির) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাশীর বিন্‌ সা'দ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্‌ আপনার উপর আমাদের সলাত (দরূদ) পাঠের আদেশ করেছেন, তবে আমরা কিরূপে আপনার উপর সলাত (দরূদ) পাঠ করব? তিনি একটু নীরবতা পালন করলেন, তারপর বললেন, উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমা সাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক ‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বারাক্‌তা, ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত নাযিল কর, যেমন তুমি ইব্‌রাহীম ও তাঁর বংশধরদের উপর করেছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, অতি মহান। হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন তুমি ইব্‌রাহীম ও তাঁর বংশধরদের উপর নাযিল করেছিলে। তুমি প্রশংসিত, অতি মহান।

ইবনু খুযাইমাহ তাতে বৃদ্ধি করেছেন ঃ "আমরা আমাদের সলাতে যখন আপনার প্রতি সলাত পাঠ করব তখন কিরূপে আপনার উপর সলাত (দরূদ) পাঠ করব?'[৩৫৫]

٣١٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيْرِ»

৩১৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন যখন তোমাদের কেউ তাশাহ্‌হুদ পড়ে শেষ করবে তখন যেন চারটি জিনিস থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চায়– (তা হলো) উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিন ‘আযাবি জাহান্নামা, ওয়া মিন ‘আযাবিল কাব্‌রি ওয়া মিন ফিত্‌নাতিল মাহয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন শার্‌রি ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ-দাজ্জাল। অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার সমীপে পানাহ চাচ্ছি জাহান্নামের শাস্তি হতে, ক্ববরের শাস্তি হতে, জীবন ও মরণের ফিত্‌না হতে এবং মাসীহ্‌ দাজ্জাল এর ফিত্‌না হতে।[৩৫৬] মুসলিমের বর্ণনায় আছে ঃ "যখন তোমাদের কেউ শেষের বৈঠকের তাশাহ্‌হুদ শেষ করে" (তারপর উপরোক্ত দু'আটি পড়বে)।[৩৫৭]

---

৩৫৫. সহীহ মুসলিম ৪০৫, তিরমিযী ৩২২০, নাসায়ী ১২৮৫, ১২৮৬, আবূ দাউদ ৯৭৯, আহমাদ ১৬৬১৯, হাসান: সহীহ ইবনু খুযাইমাহ হাঃ ৭১১

৩৫৬. বুখারীর (হাঃ ১৩৭৭) বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ﷺ দু'আ করতেন, اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر . ومن عذاب النار . ومن فتنة المحيا والممات . ومن فتنة المسيح الدجال" হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার সমীপে পানাহ চাচ্ছি ক্ববরের শাস্তি হতে, জাহান্নামের শাস্তি হতে, জীবন ও মরণের ফিত্‌না হতে এবং মাসীহ্‌ দাজ্জাল এর ফিত্‌না হতে।

৩৫৭. বুখারী ১৩৭৭ মুসলিম ৫৮৮, তিরমিযী ৩৬০৪, নাসায়ী ১৩১০, ৫৫০৫, ৫৫০৬, ৫৫০৮, ৫৫০৯, আবূ দাউদ ৯৮৩, ইবনু মাজাহ ৯০৯, আহমাদ ৭১৯৬, ৩৭২৮০, ১০৩৮৯, দারেমী ১৩৪৪

بيان شيء من ادعية الصَّلَاة

সলাতের দু‘আসমূহের বিবরণ

٣١٩- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ «أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ : " اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩১৯। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একদা তিনি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আরয করলেন, আমাকে সলাতে পাঠ করার জন্য একটি দু‘আ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, এ দু‘আটি বলবে-

قُلْ اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِـرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্‌সী যুলমান কাছিরাঁও, ওয়া লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা, ফাগফিরলী মাগফিরাতান মিন ইন্দিকা ওয়ারহাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল গাফূরুর রাহীম।

"হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অধিক যুল্‌ম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ হতে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"[৩৫৮]

كَيْفِيَّةُ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاة

সলাত শেষে সলাম ফিরানোর পদ্ধতি

٣٢٠- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ قَالَ : «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ : " السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ " وَعَنْ شِمَالِهِ : " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ.

৩২০। ওয়ায়িল বিন্ হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সলাত আদায় করেছিলাম। তিনি (সলাত সমাপ্তকালে) ডান দিকে আস্‌সালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু (আল্লাহ্‌র শান্তি, করুণা ও আশিষ আপনাদের উপর বর্ষিত হোক) এবং বাম দিকে আস্‌সালামু আলাইকুম অ-রাহ্‌মাতুল্লাহি অবারাকাতুহু বলে সালাম ফেরালেন। আবূ দাঊদ সহীহ্ সানাদে।[৩৫৯]

الذِّكْرُ بَعْدَ الصَّلَاة

সলাতের পর যিক্‌রসমূহ

---

৩৫৮. বুখারী ৬৩২৬, ৭৩৮৮, ৮৩৪, মুসলিম ২৭০৫, তিরমিযী ৩৫৩১, নাসায়ী ১৩০২, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৫, আহমাদ ৮, ২৯।
৩৫৯. আবূ দাঊদ ৯৯৭

٣٢١- وَعَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَقُوْلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২১। মুগীরাহ ইব্‌নু শু'বাহ (রাঃ)-হতে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) প্রত্যেক ফার্‌য সলাতের পর বলতেনঃ

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'তায়তা, ওয়া লা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়া লা ইয়ান্‌ফা'উ যাল জাদ্দি মিন্‌কাল জাদ্দু।

"এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ্! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার নিকট (সৎকাজ ভিন্ন) কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না।"[৩৬০]

بَيَانُ نَوْعٍ مِنَ الْأَدْعِيَةِ فِيْ أَدْبَارِ الْفَرِيْضَةِ

ফরয সলাতের পরে দু'আসমূহের ধরনের বর্ণনা

٣٢٢- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ : «إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৩২২। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এসমস্ত বাক্য দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন,

''আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখলি, ওয়াআ'ঊযুবিকা মিনাল জুবনি, ওয়াআ'ঊযুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল 'উমুরি, ওয়াআ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্ দুনইয়া ওয়াআ'ঊযুবিকা মিন 'আযাবিল কাবরি।"

হে আল্লাহ! আমি কাপুরুষতা থেকে, আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি বার্ধক্যের অসহায়ত্ব থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আর আমি দুনিয়ার ফিত্‌না ও ক্ববরের 'আযাব থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৬১]

---

৩৬০. বুখারী ৮৪৪, ১৪৭৭, ২৪০৮, ৫৯৭৫, ৬৩৩০, ৬৪৭৩, ৬৬১৫, ৭২৯২, মুসলিম ৫৯৩, নাসায়ী ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩, আবূ দাঊদ ৩০৭৯, আহমাদ ১৭৫৭৩, ১৭৬৮১, ১৭৭৬৬, দারেমী ২৮৫১, ১৩৪৯।

৩৬১. বুখারী ২৮২২, ৬৩৬৫, ৬৩৭০, ৬৩৭৪, ৬৩৯০, তিরমিযী ৩৫৬৭, নাসায়ী ৫৪৪৫, ৫৪৪৭, ৫৪৮৩, আহমাদ ১৫৮৯, ১৬২৪, বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, শিক্ষক যেমন ছাত্রদের লেখা শিক্ষা দেন, সা'দ (রাঃ) তেমনি তাঁর সন্তানদের এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিতেন।

٣٢٣- وَعَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اِسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاثًا، وَقَالَ : " اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩২৩। সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত হতে সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা চাইছি) বলতেন এবং আরো বলতেন– উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তাস সালামু ওয়া মিনকাস-সালামু, তাবারাক্‌তা ইয়া যাল-জালালি ওয়াল-ইকরাম। অর্থ ঃ আমি আল্লাহর ক্ষমা চাই (তিন বার)। হে আল্লাহ, তুমি সালাম বা শান্তিময় এবং তোমার কাছ থেকেই শান্তি আসে। হে মহান, মহিমাময় ও মহানুভব।[৩৬২]

بَيَانُ نَوْعٍ مِنْ الْأَذْكَارِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

ফরয সলাতের পরে যিকরসমূহের বিবরণ

٣٢٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : أَنَّ التَّكْبِيْرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُوْنَ]

৩২৪ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্তের (ফার্‌য) সলাতের পরে ৩৩ বার সুব্‌হানাল্লাহ্, ৩৩ বার আল হামদুলিল্লাহ্ ও ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলবে–এটা মোট ৯৯ বার হলে একশো পূরণ করার জন্য বলবে–'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। অর্থ ঃ এক মাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন স্রষ্টা নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, আধিপত্য তাঁর, প্রশংসা তাঁর এবং তিনি সকল শক্তির অধিকারী। যে ব্যক্তি পাট করবে তার পাপরাশি ক্ষমা করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়ে থাকে। অন্য বর্ণনায় আছে– 'আল্লাহু আকবার' চৌত্রিশ বার বলবে।[৩৬৩]

٣٢٥- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ : " أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ : لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ.

---

৩৬২. মুসলিম ৫৯১, তিরমিযী ৩০০, আবূ দাঊদ ১৫১২, ইবনু মাজাহ ৯২৮, আহমাদ ২১৯০২, দারেমী ১৩৪৮, মুসলিমে হাদীসটির শেষে রয়েছে, ওয়ালিদ (রঃ) বলেন, আমি আওযায়ীকে বললাম, ইস্তিগফার কিভাবে করব? তিনি বললেন, তুমি استغفر الله (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) বলবে।

৩৬৩. মুসলিম ৫৯৭, আবূ দাউদ ১৫০৪, আহমাদ ৮৬১৬, ৯৮৯৭, মুওয়াত্তা মালেক ৪৮৮, ৩২৫, হাদীসটি সহীহ। আর তা কা'ব বিন উজরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "সুবুলুস সালামে" বলা হয়েছে, তা আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস আর তা ভুল।

৩২৫। মু'আয বিন্ জাবাল থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাঁকে বললেন, তুমি অবশ্যই প্রত্যেক ফরয সলাতের পরে এ দুআটি বলতে ছাড়বে না– আল্লাহুম্মা আ-ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাদাতিকা। অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকটে তোমার স্মরণের, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার ও তোমার উত্তম বন্দেগী করার সহযোগীতা চাই)। আহমাদ, আবূ দাঊদ আর নাসায়ী–একটি মজবুত সানাদে।[৩৬৪]

فَضْلُ ايَةِ الْكُرْسِيِّ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ

ফরয সলাতের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করার ফযীলত

٣٢٦- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؓ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَزَادَ فِيْهِ الطَّبَرَانِيُّ : «وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ»

৩২৬। আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে কেউ আয়াতুল কুর্সী প্রত্যেক ফরয সলাতের পরে পাঠ করলে তার মৃত্যুই তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য বাধা হয়ে আছে। নাসায়ী; ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৩৬৫] তাবারানী বৃদ্ধি করেছেন ঃ এবং "কুল্হু আল্লাহু আহাদ"।[৩৬৬]

وُجُوْبُ الْاِقْتِدَاءِ بِهِ (ص) فِيْ صَلَاتِهِ

সলাতে রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করা আবশ্যক

٣٢٧- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ؓ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৩২৭। মালিক বিন্ হুওয়াইরিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আমাকে যেভাবে সলাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সলাত আদায় করবে।[৩৬৭]

---

৩৬৪. আবূ দাঊদ ১৫২২, নাসায়ী ১৩০৩, আহমাদ ২১৬২১। উকবাহ বিন মুসলিম বলেন, 'আব্দুর রহমান আল হুবলা' সুনাবিহী (রঃ) থেকে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি (সুনাবিহী) মুয়ায (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াযকে বললেনঃ হে মুয়ায! আল্লাহর শপথ নিশ্চয় আমি তোমাকে ভালবাসি। তখন মুয়ায (রাঃ) বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক হে আল্লাহর রাসূল। আমিও আপনাকে ভালবাসি। আবূ দাঊদ এবং আহমাদের বর্ণনায় উক্ত হাদীসের শেষে রয়েছে, মুয়ায (রাঃ) সুনাবিহীকে প্রত্যেক সালাতের শেষে উক্ত বর্ণিত দোয়া পাঠ করতে ওসীয়ত করলেন এবং সুনাবিহীও আবূ আব্দুর রহমানকে এ ব্যাপারে ওসীয়ত করলেন। আহমাদ এর বর্ণনায় আরো রয়েছে, আবূ আব্দুর রহমান উকবাহ বিন মুসলিমকে উক্ত দোয়া পাঠ করতে ওসীয়ত করেছেন। এখান থেকে দোয়াটি প্রত্যেক সালাতের শেষে পাঠ করার মর্যাদা বুঝা যায়।

৩৬৫. নাসায়ী তাঁর 'আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ' গ্রন্থে (১০০); ইবনু হিব্বান তাঁর কিতাবুস সালাতে, যেমন রয়েছে তারগীসে (২/২৬১)। সুমাইর আয্যুহাইরি বলেন, এ হাদীসের অনেক শাহেদ ও সূত্র রয়েছে।

৩৬৬. তাবারানীর এই বর্ধিত অংশটুকুর সনদ উত্তম। অনুরূপ কথা বলেছেন, মুনযিরী তাঁর তারগীব (২/২৬১) এ এবং হায়সামী তাঁর মাজমায় (১০/১০২)

৩৬৭. বুখারী ৬২৮, ৬৩০, ৬৫৮, ৬৭৭, ৬৮৫, ৮০২, মুসলিম ৬৭৪, তিরমিযী ২০৫, ২৮৭, নাসায়ী ৬৩৪, ৬৩৫, ১১৫৩, আবূ দাঊদ ৫৮৯, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, আহমাদ ১৫১৭১ , ২০০০৬, দারেমী ১২৫৩

صِفَةُ صَلاةِ الْمَرِيْضِ

অসুস্থ ব্যক্তির সলাতের বিবরণ

٣٢٨-وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «قَالَ لِي النَّبِيُّ " صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৩২৮। ইমরান ইব্‌নু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন ঃ দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে, তা না পারলে বসে; যদি তাও না পার তাহলে শুয়ে।[৩৬৮]

حُكْمُ الْمَرِيْضِ الْعَاجِزِ عَنْ السُّجُوْدِ

সাজদাতে অক্ষম অসুস্থ ব্যক্তির বিধান

٣٢٩- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَرِيْضٍ - صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا - وَقَالَ : " صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اِسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيْمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ.

৩২৯। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক রোগীকে বালিশের উপর (সাজদাহ দিয়ে) সলাত আদায় করতে দেখে ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, যদি পার যমীনে বা সমতল স্থানে সলাত আদায় করবে। তা না হলে এমনভাবে ইশারা ইঙ্গিতে সলাত আদায় করবে যাতে তোমার সাজদাহর ইশারা রুকূ'র ইশারা অপেক্ষা নীচু হয়। বাইহাকী এটি কাবি (শক্তিশালী) সানাদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবূ হাতিম বর্ণনাটি মওকুফ হওয়াকে সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন।[৩৬৯]

بَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

অধ্যায় (৮) : সাহ্‌উ সাজদাহ ও অন্যান্য সাজদাহ প্রসঙ্গ

حُكْمُ مَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ

সলাতে যে ব্যক্তি প্রথম তাশাহ্‌হুদ ভুলে যাবে তার বিধান

٣٣٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

---

৩৬৮. বুখারী ১১১৫, ১১১৬, ১১১৭, তিরমিযী ৩৭১, নাসায়ী ১৬৬০, আবূ দাঊদ ৯৫১, ৯৫২, ইবনু মাজাহ ১২৩১, আহমাদ ১৯৩৮৬, ১৯৩৯৮, ১৯৪৭২

৩৬৯ হাদীসটি মারফূ' হিসেবে সহীহ। বাইহাকী আল-মারিফাহ ৪৩৫৯

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : «يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ»

৩৩০। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু বুহাইনাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাঃ) তাঁদের নিয়ে যুহরের সলাত আদায় করলেন। তিনি প্রথমে দু' রাকাআত পড়ার পর না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদীগণ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবে সলাতের শেষভাবে মুক্তাদীগণ সালামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু নাবী (সাঃ) বসাবস্থায় তাক্‌বীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'বার সাজদাহ্ করলেন, এরপর সালাম ফিরালেন। –৭ জনে (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ) এবং শব্দ বিন্যাস বুখারীর। মুসলিমের ভিন্ন একটি বর্ণনায় আছে– প্রত্যেক সাহু সাজদাহর জন্য উপবিষ্ট অবস্থায় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন ও সাজদাহ করতেন এবং মুক্তাদীগণও তাঁর সঙ্গে সাজদাহ করতেন, প্রথম তাশাহ্হুদে ভুল করে না বসার কারণে এ সাজদাহ দু'টি দিতেন।[৩৭০]

حُكْمُ مَنْ سلَّمَ نَاسِيًا قَبْلَ تَمَامِ صَلَاتِهِ

যে ব্যক্তি ভুলবশত সলাত সম্পূর্ণ করার পূর্বে সালাম ফিরাবে তার বিধান

٣٣١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ : «صَلَّى النَّبِيُّ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا : أَقُصِرَتْ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ يَدْعُوْهُ النَّبِيُّ ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ ؟ فَقَالَ : " لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ " فَقَالَ : بَلَى، قَدْ نَسِيتُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ، أَوْ أَطْوَلَ [ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ، أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : «صَلَاةُ الْعَصْرِ».

وَلِأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ : «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ " فَأَوْمَئُوْا : أَيْ نَعَمْ».

وَهِيَ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " لَكِنْ بِلَفْظِ : فَقَالُوا وَهِيَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ : «وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ».

৩৩১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বিকালের কোন এক সালাত দু' রাক'আত[৩৭১] আদায় করে সালাম ফিরালেন। অতঃপর মাসজিদের একটি কাষ্ঠ খণ্ডের নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তার উপর হাত রাখলেন। মুসল্লীগণের ভিতরে সামনের দিকে আবূ বাক্‌র (রাঃ) ও 'উমার

---

৩৭০. বুখারী ৮২৯, ৮৩০, ১২২৪, ১২২৫, ১২৩০, ৬৬৭০, মুসলিম ৫৭০, তিরমিযী ৩৯১, নাসায়ী ১১৭৭, ১১৭৮, ১২২২, ১২২৩, আবূ দাউদ ১০৩৪, ইবনু মাজাহ ১২০৬, ১২০৭, আহমাদ ২২৪১১, ২২৪২১, মুওয়াত্তা মালেক ২০২, ২০৩, ২১৮, দারেমী ১৪৯৯, ১৫০০।

৩৭১. বুখারীতে রয়েছে, মুহাম্মাদ বিন সিরীন বলেন, আমার অধিক ধারণা হচ্ছে সে সালাতটি আসরের সালাত। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হয়তো সালাতটি যোহর অথবা আসর।

(রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)ও ছিলেন। তাঁরা উভয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তাড়াহুড়াকারী মুসল্লীগণ বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, সলাত কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? কিন্তু এক ব্যক্তি, যাঁকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যূল ইয়াদাইন বলে ডাকতেন, জিজ্ঞেস করল আপনি কি ভুলে গেছেন, না কি সলাত কমিয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমি ভুলিনি আর সলাতও কম করা হয়নি। তখন তাকে বলা হল যে, আপনি ভুলে গেছেন। তখন তিনি দু'রাক'আত সলাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। অতঃপর তাক্বীর বলে সাজ্দাহ্ করলেন, স্বাভাবিক সাজদাহ্র ন্যায় বা তার চেয়ে দীর্ঘ। অতঃপর মাথা উঠিয়ে আবার তাক্বীর বলে মাথা রাখলেন অর্থাৎ তাক্বীর বলে সাজদাহ্য় গিয়ে স্বাভাবিক সাজদাহ্র মত অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে তাক্বীর বললেন। শব্দ বিন্যাস বুখারীর।

মুসলিমের ভিন্ন একটি বর্ণনায় আছে, "ঐটি 'আসরের সলাত ছিল।" আবূ দাউদে আছে, তিনি লোকেদের জিজ্ঞেস করলেন– যুলইয়াদাইন কি ঠিক বলছেন? লোকেরা ইশারাতে হাঁ বললো। এটা বুখারী মুসলিমেও আছে, কিন্তু তাতে একবচন শব্দের স্থলে বহুবচন শব্দ রয়েছে। তাঁর অন্য বর্ণনায় আছে- তিনি সাহউ সাজদাহ করেননি যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁকে (অন্তরে) এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম দিয়েছেন।[৩৭২]

حُكْمُ التَّشَهُّدِ بَعْدَ سِجْدَتَيِ السَّهْوِ

সাজদায়ে সাহুর পর তাশাহ্হুদ পড়ার বিধান

٣٣٢- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

৩৩২। 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের সলাতে ইমামতি করতে গিয়ে (একদিন) ভুল করলেন। ফলে তিনি দু'টি সাহউ সাজদাহ করলেন- তারপর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরালেন। তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন। হাকিম এটিকে সহীহ্ বলেছেন।[৩৭৩]

---

৩৭২. বুখারী ৪৮২, ৭১৪, ৭১৫, ১২২৭, ১২২৮, ১২২৯, তিরমিযী ৩৯৪, ৩৯৯, নাসায়ী ১২২৪, ১২২৭, ১২২৮, ১২২৯, আবূ দাঊদ ১০০৮, ১০১৪, ১০১৫, ইবনু মাজাহ ১২১৪, আহমাদ ৭১৬০, ৭৩২৭, ৭৬১০, ৭৭৬১, মুওয়াত্তা মালেক ২১০, ২১১, দারেমী ১৪৯৬, ১৪৯৭, হাদীসটি মুনকার। এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন কাসীর বিন আবি আতা' রয়েছেন আর তিনি অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। বিশেষ করে ইমাম আওযায়ীর (রঃ) কাছ থেকে আর উক্ত হাদীসটিও তার নিকট হতে বর্ণিত।

৩৭৩. মুসলিম ৫৭৪, তিরমিযী ৩৯৫, নাসায়ী ১২৩৭, ১৩৩১, ইবনু মাজাহ ১২১৫, আহমাদ ১৯৩৬০
সুনান আল কুবরা (২/৩৫৫) গ্রন্থে বায়হাক্বী বলেন আশয়াস আল হামরানী হাদীসটি একক ভাবে বর্ননা করেঅেছন। ফাতহুল বারী (৩/১১৯) গ্রন্থে ইবনু হাজার বলেন, অতঃপর তিনি তাশাহুদ পাঠ করলেন কথাটি শায। সঠিক হচ্ছে তা তাশাহুদের কথা উল্লেখ নেই। অনুরূপ ভাবে ইরওয়াউল গলীল (৪০৩), আবূ দাউদ ১০৩৯, তাখরীজ মিশকাত, গ্রন্থদ্বয়ে আলবানী হাদীস টিকে যয়ীফ ও শায বলে উল্লেখ করেছেন। মাওয়ারীদুয যামযাম ইলা যাওযাদু ইবনে ইকাল ১/২৩৬ গ্রন্থে ইমাম হায়সামী বলেন, অতঃপর তাশাহুদ পড়লেন , অতঃপর সালাম ফিরালেন কথাটি ছাড়া হাদীসটি সহীহ। সায়লুল জাররার (১/২৮৪) ইমাম শাওকানী বলেন, রাবী এককভাবে বর্ণনা করা সত্ত্বেও এর মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করা যাবে। মুত্তাফাকাতুল খাবরে আল খবরা গ্রন্থে (১/৫১৬) গ্রন্থে ইবনু হাজার হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

حُكْمُ مَنْ شَكَّ وَلَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ شَيْءٌ

যে ব্যক্তি সন্দেহ করে কিন্তু কোনটিই তার নিকট প্রাধান্য পায়নি তার বিধান

٣٣٣- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ [لَهُ] صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৩৩। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ সলাতে এই বলে সন্দেহ পোষণ করে যে সে তিন রাক'আত আদায় করেছে না চার রাক'আত, তবে সে যেন সন্দেহকে পরিত্যাগ করে এবং যার প্রতি নিশ্চিত মনে হবে তার উপর ভিত্তি করে সলাত আদায় করবে। অতঃপর শেষে সালাম ফিরার পূর্বে দু'টো সাহ্উ সাজদাহ করবে। ফলতঃ যদি সে পাঁচ রাক'আত আদায় করে থাকে তাহলে সাহ্উ সাজদাহ্র ফলে তার সলাত জোড়া বানিয়ে দিবে অর্থাৎ ৬ রাক'আত পূর্ণ হবে। আর যদি সলাত পূর্ণ হয়ে থাকে তবে সাহউ সাজদাহ দু'টি শয়তানের জন্য নাক ধূলায় ধুসরিত বা অপমানের কারণ হবে।[৩৭৪]

حُكْمُ مَنْ زَادَ اوْ شَكَّ وَتَرَجَّحَ عِنْدَهُ احَدَ الْامْرَيْنِ

যে ব্যক্তি বৃদ্ধি বা সংশয় করছে ও দু'টি বিষয়ের কোন একটি তার প্রাধান্য পাচ্ছে তার বিধান

٣٣٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: «صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: " وَمَا ذَلِكَ ؟ " قَالُوْا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوْنِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ».

وَلِمُسْلِمٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ»

৩৩৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) সলাত আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সলাতের মধ্যে নতুন কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেন ঃ তা কী? তাঁরা বললেন ঃ আপনি তো এরূপ এরূপ সলাত আদায় করলেন। তিনি তখন তাঁর দু'পা ঘুরিয়ে ক্বিবলাহমুখী হলেন। আর দু'টি সাজদাহ আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরলেন। পরে তিনি

৩৭৪. মুসলিম ৫৭১, তিরমিযী ৩৯৬, নাসায়ী ১২৩৮, ১২৩৯, আবূ দাঊদ ১০২৪, ১০২৬, ১০২৯, ইবনু মাজাহ ১২০৪, ১২১০, আহমাদ ১০৬৯৮, ১০৯২৭, ১০৯৯০, মুওয়াত্তা মালেক ২১৪, দারেমী ১৪৯৫

আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ যদি সলাত সম্পর্কে নতুন কিছু হতো, তবে অবশ্যই তোমাদের তা জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। আমি কোন সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কেউ সলাত সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী সলাত পূর্ণ করে। অতঃপর যেন সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাজদাহ দেয়।

বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় আছে- সলাত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে তারপর সাহউ্ সাজদাহ করবে। মুসলিমে আছে– নাবী (ﷺ) দু'টি সাহ্উ সাজদাহ করেছেন– সালাম ও কথা বলার পরও।[৩৭৫]

مَا جَاءَ فِي السُّجُوْدِ لِلشَّكِّ بَعْدَ السَّلَامِ

সালাম ফিরানোর পর সন্দেহকারীর সাজদাহ এর প্রসঙ্গে

٣٣٥ - وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ ؛ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوْعاً : «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

৩৩৫। আহমাদ, আবূ দাঊদ ও নাসায়ীতে 'আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফার (رضي الله عنه) থেকে একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে, "যে ব্যক্তি সলাতে সন্দেহ পোষণ করবে সে যেন সালামের পর দু'টি সাজদাহ করে। ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছে।[৩৭৬]

٣٣٦ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

---

৩৭৫. বুখারী ৪০৪, ৪০১, ১২২৬, ৬৬৭১, ৭২৪৯, মুসলিম ৫৭২, তিরমিযী ৩৯২, ৩৯৩, নাসায়ী ১২৪০, ১২৪১, ১২৪২, ১২৫৬, আবূ দাঊদ ১২১৯, ১০২০, ১০২২, ইবনু মাজাহ ১২০৩, ১২০৫, ১২১১, আহমাদ ৩৫৫৬, ৩৫৯১, ৩৮৭৩, ৩৯৬৫, ৪০২২, দারিমী ১৪৯৮

৩৭৬. আবূ দাঊদ ১০৩৩, আহমাদ ১৭৫০, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর মাজমূ ফাতাওয়া ২৩/২২ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইবনু আবূ লাইলা রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাঁর তানকীহুত তাহকীক ১/১৯৭ গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, ইমাম যইলঈ তাঁর নাসবুর রায়াহ ২/১৬৮ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মুসআব বিন শাইবান রয়েছেন যাকে আহমাদ, আবূ হাতিম ও দারাকুতনী দুর্বল বলেছেন। মুহাদ্দিস আযীমাবাদী তাঁর আওনুল মা'বূদ ৩/১৯৭ গ্রন্থে বলেন, হাদীসটির সনদে বিতর্ক রয়েছে। শাইখ আলবানী তাঁর যঈফ আবূ দাউদ ১০৩৩, যঈফ নাসায়ী ১২৪৯, যঈফুল জামে ৫৬৪৭ গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে সহীহ নাসায়ী ১২৫০ গ্রন্থে উক্ত হাদীসের শেষে وَهُوَ جَالِسٌ সহযোগে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার (৩/১৪৪) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মুসআব বিন শাইবাহ রয়েছেন যার সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী তাকে কখনও বলেছেন তিনি মুনকারুল হাদীস (হাদীস হিসেবে বর্জনযোগ্য)। আবার কখনও বলেছেন তিনি হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে মা'রূফ (পরিচিত) নন। ইবনু মুঈন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে তার বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তিনি অসংখ্য মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, মুহাদ্দিসগণ তার সুনাম করেননি এবং তিনি শক্তিশালী নন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি শক্তিশালী নন ও হাফিযও নন। ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার (৩/১৩৯) গ্রন্থে, ইমাম নাসায়ীর মন্তব্যই নকল করেছেন। আর উতবাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস সম্পর্কে আল ইরাকী বলেন, তিনি পরিচিত নন।

৩৩৬। মুগীরাহ বিন্ শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ সলাতে সন্দেহ বশতঃ দু' রাক'আতের পর না বসে পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে যায়- তাহলে সে সলাত পূর্ণ করে নিবে এবং সলাত শেষ করে দু'টি সাহ্উ সাজদাহ করবে। আর যদি পূর্ণভাবে দাঁড়ায় থাকে তাহলে বসে পড়বে; এর ফলে তাকে কোন সাহ্উ সাজদাহ করতে হবে না। শব্দ বিন্যাস দারাকুতনির দুর্বল সানাদে।[৩৭৭]

سَهْوُ الْمَأْمُوْمِ يَتَحَمَّلَهُ الْاِمَامُ

মুক্তাদিদের ভুল ইমাম বহন করবে

٣٣٧ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامَ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ" رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ.

৩৩৭। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ইমামের পিছনের লোকেদের (মুক্তাদীর) জন্য কোন সাহ্উ সাজদাহ নাই, ইমাম ভুল করলে তাঁকে ও মুক্তাদীর সকলকেই সাহ্উ সাজদাহ করতে হবে। বায়যার ও বাইহাকী এটিকে দুর্বল সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।[৩৭৮]

السُّجُوْدُ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السَّهْوِ

ভুল বারংবার হলে সিজদাহও বারংবার করতে হবে

٣٣٨ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ.

৩৩৮। সওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রতিটি ভুলের জন্য সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাজদাহ করতে হবে। আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ দুর্বল সানাদে।[৩৭৯]

---

৩৭৭. আবূ দাঊদ ১০৩৬, তিরমিযী ৩৬৫, ইবনু মাজাহ ১২০৮, আহমাদ ১৭৬৯৮, ১৭৭০৮, ১৭৭৫১, দারেমী ১৫০১। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর মাজমূ ফাতাওয়া ২৩/২২ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইবনু আবূ লাইলা রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাঁর তানকীহুত তাহকীক ১/১৯৭ গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, ইমাম যইলঈ তাঁর নাসবুর রায়াহ ২/১৬৮ গ্রন্থে বলেন, [فيه مصعب بن شيبة ضعفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني]। মুহাদ্দিস আযীমাবাদী তাঁর আওনুল মা'বূদ ৩/১৯৭ গ্রন্থে বলেন, হাদীসটির সনদে বিতর্ক রয়েছে। শাইখ আলবানী তাঁর যঈফ আবূ দাউদ ১০৩৩, যঈফ নাসায়ী ১২৪৯, যঈফুল জামে ৫৬৪৭ গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে সহীহ নাসায়ী ১২৫০ গ্রন্থে উক্ত হাদীসের শেষে وَهُوَ جالِسٌ সহযোগে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩৭৮. অত্যন্ত দুর্বল। বাইহাকী ২/৩৫২, ইবনুল মুলকীন আল বাদরুল মুনীর (৪/২২৯) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে খারেজা বিন মুসআব রয়েছেন যাকে ইমাম দারাকুতনী ও প্রমুখ দুর্বল বলেছেন। আর আবুল হাসান হচ্ছে অপরিচিত ব্যক্তি। ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আত তালখীসুল হাবীর (২/৪৮০) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে খারেজা বিন মুসআব রয়েছেন যিনি দুর্বল। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (১/৩২৭) গ্রন্থেও উক্ত রাবী সম্পর্কে একই কথা বলেছেন। ইবনু কাসীর তাঁর ইরশাদুল ফাক্বীহ (১/১৬১) গ্রন্থে এ রাবীকে মাতরূকুল হাদীস বলেছেন।

৩৭৯. আবূ দাঊদ ১০৩৮, ইবনু মাজাহ ১২১৯, আহমাদ ২১৯১২। শাইখ আলবানী তাঁর সহীহুল জামে (৫১৬৬), সহীহ আবূ দাউদ (১০৩৮), সহীহ ইবনু মাজাহ (১০১৩) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী ইরওয়াউল গালীল

مَا جَاءَ فِيْ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ فِي الْمُفَصَّلِ

মুফাস্সাল সূরাগুলোতে তিলাওয়াতে সাজদাহ্ রয়েছে

٣٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : «سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي : إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾، و : اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৩৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা "ইযাস্-সামা-উন্ শাক্কাত" ও "ইক্রা বিস্মে রাব্বেকা" সূরা দ্বয়ে সাজদাহ করেছি।[৩৮০]

حُكْمُ سِجْدَةِ سُوْرَةِ (ص)

সূরা সোয়াদ-এ তিলাওতে সাজদার বিধান

٣٤٠ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৩৪০। ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাহ্ স-দ এর সাজদাহ্ অত্যাবশ্যক সাজদাহ্সমূহের মধ্যে গণ্য নয়। তবে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি তা তিলাওয়াতের পর সাজদাহ্ করতে দেখেছি। (বুখারী)[৩৮১]

حُكْمُ السُّجُوْدِ فِيْ سُوْرَةِ النَّجْمِ

সূরা আন্-নাজম এর সাজদাহ এর বিধান

٣٤١- وَعَنْهُ : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৩৪১। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা "আন্-নাজম"-এর সাজদাহ করেছিলেন।[৩৮২]

٣٤٢- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ : «قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(২/৪৭) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি দুর্বল হলেও এর শাহেদ একে শক্তিশালী করেছে। তবে ইমাম যাহাবী তাঁর তানকীহুত তাহকীক (১/১৯৭), ইমাম নববীও তাঁর আয যুআফা (২/৬৪২), ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর মাজমু' ফাতাওয়া (২৩/২২) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

৩৮০. বুখারী ৭৬৬, ৭৬৮, ৫৭৩, মুসলিম ৫৭৮, তিরমিযী ৫৭৩, নাসায়ী ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, আবূ দাঊদ ১৪০৭, ১৪০৮, ইবনু মাজাহ ১০৫৮, ১০৫৯, আহমাদ ৭১০০, ৭৩২৪, ৭৩৪৮, ৭৭২০, মুওয়াত্তা মালেক ৪৭৮, দারেমী ১৪৬৮, ১৪৬৯, ১৪৭০০, ১৪৭১।

৩৮১. বুখারী ১০৬৯, তিরমিযী ৫৭৭, নাসায়ী ৯৫৭, আবূ দাঊদ ১৪০৯, আহমাদ ২৫১৭, ৩৩৭৭, ৩৪২৬, দারেমী ১৪৬৭। বুখারীতে আরও রয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরাহ্ ওয়ান্-নাজ্ম তিলাওয়াতের পর সাজদাহ্ করেন এবং তাঁর সাথে সমস্ত মুসলিম, মুশরিক, জ্বিন ও ইনসান সবাই সাজদাহ্ করেছিল।

৩৮২. বুখারী ১০৭১, ৪৮৬২, তিরমিযী ৫৭৫।

৩৪২। যায়দ বিন সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি নাবী (ﷺ) আলাইহি অসাল্লাম-কে সূরা "আন্-নাজ্ম" পড়ে শুনিয়েছিলাম- তিনি তাতে সাজদাহ করেননি।[৩৮৩]

حُكْمُ سِجْدَتَيْ سُوْرَةِ الْحَجِّ

সূরা আল-হাজ্জ্ব এর দু'সাজদাহ এর বিধান

٣٤٣- وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ﷺ قَالَ : «فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي " الْمَرَاسِيلِ".

৩৪৩। খালিদ বিন মা'দান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা "হাজ্জ"-কে দু'টি সাজদার আয়াত দ্বারা বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আবূ দাঊদ তাঁর মারাসিল গ্রন্থে।[৩৮৪]

٣٤٤ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُوْلًا مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ، وَزَادَ : «فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَأْهَا» وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ.

৩৪৪। আহমাদ ও তিরমিযী 'উক্বাহ বিন'আমির (রাঃ) থেকে মওসূলরূপে বর্ণনা করে তাতে বৃদ্ধি করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সাজদাহ দু'টি না করবে সে যেন তা (সূরা হাজ্জ) পাঠ না করে। এটির সানাদ য'ঈফ্ (দুর্বল)।[৩৮৫]

حُكْمُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

তিলাওয়াতের সাজদাহ এর বিধান

٣٤٥- وَعَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُوْدِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِيْهِ : «إِنَّ اللهَ [تَعَالَى] لَمْ يَفْرِضِ السُّجُوْدَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ» وَهُوَ فِي " الْمُوَطَّأِ

---

৩৮৩. বুখারী ১০৭২, ১০৭৩, তিরমিযী ৫৭৬, নাসায়ী ৯৬০, আবূ দাঊদ ১৪০৪, আহমাদ ২১০৮১, ২১১১৩, দারেমী ১৪৭২

৩৮৪. মুরসাল, সনদ হাসান। মারাসীল আবূ দাঊদ হাঃ ৭৮

৩৮৫. ইবনু হাজার তাঁর আদ দিরাইয়াহ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইবনু লাহিয়া রয়েছে। ইমাম সনআনী বলেন, এর সনদে ইবনু লাহিয়া রয়েছে যিনি এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর তানকীহুত তাহকীক (১/১৮৯) গ্রন্থে উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন, তিনি হচ্ছেন লীন। ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইবনু লাহিয়া ও মাশরু' বিন আহান নামক দু'জন দুর্বল রাবী রয়েছে। আহমাদ শাকের হাদীসটিকে শরহে সুনান তিরমিযী (২/৪৭১) গ্রন্থে সহীহ বলেছেন, শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৯৮৮ গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ আবূ দাউদ (১৪০২), সহীহ তিরমিযী (৫৭৮) গ্রন্থে হাসান বলেছেন। পক্ষান্তরে যঈফুল জামে' ৩৯৮২ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। আবদুর রহমান আল মুবারকপুরী তাঁর তুহফাতুল আহওয়াযী (২/৪৯৪) গ্রন্থে বলেন, দুর্বল তবে আমর ইবনুল আস এর হাদীস, মুরসাল বর্ণনা ও সাহাবীগণের আসার দ্বারা এটি শক্তিশালী হয়েছে।

Contents

৩৪৫। 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমরা যখন সাজদাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করি, তখন যে সাজদাহ্ করবে সে ঠিকই করবে, যে সাজদাহ্ করবে না তার কোন গুনাহ নেই।[৩৮৬]

তাতে আরো আছে– "আল্লাহ্ অবশ্য তিলাওয়াতের সাজদাহকে ফার্‌য করেন নি; তবে যদি আমরা করতে চাই করতে পারি। হাদীসটি মুআত্তা গ্রন্থে আছে।

حُكْمُ التَّكْبِيْرِ لِسُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

তিলাওয়াতের সাজদাহ্‌র জন্য তাকবীর দেয়ার বিধান

٣٤٦ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- [قَالَ] : «كَانَ النَّبِيُّ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيْهِ لِينٌ.

৩৪৬। ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে কুরআন মাজীদ পড়ে শুনাতেন, যখন তিনি সাজদাহর আয়াত অতিক্রম করতেন তখন আল্লাহ আকবার বলতেন ও সাজদাহ করতেন, আর আমরাও তাঁর সঙ্গে সাজদাহ করতাম। আবূ দাঊদ এর সানাদে দুর্বলতা আছে।[৩৮৭]

مَشْرُوْعِيَّةُ سُجُوْدِ الشُّكْرِ عِنْدَ وُجُوْدِ سَبَبِهِ

খুশির সংবাদ পেয়ে কৃতজ্ঞতার সিজদাহ দেওয়া শরীয়তসম্মত

٣٤٧ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِداً لِلَّهِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

---

৩৮৬. বুখারী ১০৭৭। বুখারীতে রয়েছে, রাবীআ' বিন আব্দুল্লাহ আল হুদাইর থেকে বর্ণিত, উমার (রাঃ) এক জুমু'আহ্‌র দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সুরা নাহ্‌ল তিলাওয়াত করেন। এতে যখন সাজদাহ্‌র আয়াত এল, তখন তিনি মিম্বর হতে নেমে সাজদাহ্ করলেন এবং লোকেরাও সাজদাহ্ করল। এভাবে যখন পরবর্তী জুমু'আহ এল, তখন তিনি সে সূরাহ্ পাঠ করেন। এতে যখন সাজদাহ্‌র আয়াত এল, তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমরা যখন সাজদাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করি, তখন যে সাজদাহ্ করবে সে ঠিকই করবে, যে সাজদাহ্ করবে না তার কোন গুনাহ নেই। তার বর্ণনায় (বর্ণনাকারী বলেন) আর 'উমার (রাঃ) সাজদাহ্ করেননি। নাফি' (রহ.) ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে আরো বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা সাজদাহ্ ফার্‌য করেননি, তবে আমরা ইচ্ছা করলে সাজদাহ্ করতে পারি।

৩৮৭. আহমাদ ৪৬৫৫, ৬২৪৯। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (১/৩৩২) গ্রন্থে বলেন, আবদুল্লাহ আল উমরী হচ্ছে দুর্বল বর্ণনাকারী। ইমাম হাকিম এ হাদীসটি উবাইদুল্লাহ আল মুসাগগার থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি বর্ণনাকারী হিসেবে বিশ্বস্ত। শাইখ আলবানী তাঁর ইরওয়াউল গালীল (৪৭২) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তিনি যঈফ আবূ দাউদ (৪১৩) গ্রন্থে বলেন, তাকবীরের বর্ণনার সাথে যেটি সেটি হচ্ছে মুনকার, আর এতদ্বতীত মাহফূয (সংরক্ষিত)। ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম গ্রন্থেও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনুল কাত্তান তাঁর আল ওহম ওয়া ঈহাম (৪/১৯৭) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইবনুল মুলকীন তাঁর আল বাদরুল মুনীর (৪/২৬১) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন হাফস রয়েছেন যার ভাই উবাইদুল্লাহ তার সমর্থনে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের (১/১৬৮) পৃষ্ঠায় বলেন, উক্ত রাবীর বিরুদ্ধে বিতর্কের অভিযোগ করেছেন। ইবনু হাজার তাঁর আত তালখীসুল হাবীর (২/৪৮৫) গ্রন্থে উক্ত রাবীকে দুর্বল বলেছেন। তবে এ হাদীসটির মূল ইবনু উমার থেকে অন্য শব্দে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

৩৪৭। আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যখন কোন্ খুশীর খবর পৌঁছত তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশে সাজদা করতেন।[৩৮৮]

٣٤٨- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ قَالَ : «سَجَدَ النَّبِيُّ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ : " إِنَّ جِبْرِيْلَ آتَانِي، فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْت لِلهِ شُكْرًا"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৩৪৮। 'আবদুর রহমান বিন 'আওফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাজদাহ করেছিলেন এবং তা দীর্ঘ করেছিলেন- তারপর তাঁর মাথা উঠিয়ে বলেছিলেন– আমার নিকট জিবরাইল 'আলাইহিস সালাম এসেছিলেন ও আমাকে শুভ সংবাদ দান করেছিলেন, ফলে আমি আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে সাজদাহ করলাম। হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৩৮৯]

٣٤٩ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ - قَالَ : فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

৩৪৯। বারাআ বিন 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পত্রদ্বারা ইয়ামেনবাসীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সংবাদ জানিয়েছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত পত্র পাঠান্তে আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশে সাজদাহ করলেন–বাইহাকী। এর মূল বক্তব্য বুখারীতে রয়েছে।[৩৯০]

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

অনুচ্ছেদ (৯) : নফল সলাত-এর বিবরণ

فَضْلُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

নফল সলাতের ফযীলত

٣٥٠ - عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ -رَضِىَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : «قَالَ لِي النَّبِيُّ سَلْ فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ : أَوَغَيْرَ ذَلِكَ؟، قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ، قَالَ : "فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

৩৮৮. আবূ দাউদ ২৭৭৪, ইবনু মাজাহ ১৩৯৪। উক্ত হাদীসের সানাদ দুর্বল হলেও হাদীসটি সহীহ। কেননা এর অনেক শাহেদ হাদীস রয়েছে। উক্ত হাদীসটি আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), বারা' ইবনু আযেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং অন্যান্য সাহাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর সাহাবাগণ পরবর্তীকালে এরূপ করতেন।

৩৮৯. আহমাদ ১/৯১; হাকিম ১/৫৫০

৩৯০. বাইহাকী ২/৩৬৯

৩৫০। রাবি'আহ্ বিন মালিক আসলামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, তুমি (কিছু) চাও, আমি বললাম- আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই।" তিনি বললেন এছাড়া আর কিছু? আমি বললাম, এটিই। তখন তিনি বললেন- তবে তুমি (এর জন্য) অধিক পরিমাণে সাজদাহ দ্বারা (বেশি নফল সলাত আদায় করে) এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।[৩৯১]

بَيَانُ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ التَّابِعَةِ لِلْفَرَائِضِ

ফরয সলাতের আগে-পরে সুন্নাতের বর্ণনা

٣٥١ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَشَرَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : «وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ».

৩৫১। ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে আমি দশ রাক'আত সলাত আমার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রেখেছি। যুহরের পূর্বে দু'রাক'আত পরে দু' রাক'আত, মাগরিবের পরে দু'রাক'আত তাঁর ঘরে, 'ইশার পরে দু'রাক'আত তাঁর ঘরে এবং দু'রাক'আত সকালের (ফাজ্‌রের) সলাতের পূর্বে।

উভয়েরই ভিন্ন এক বর্ণনায় আছে- "আর দু'রাক'আত জুমু'আহর পর তাঁর বাড়িতে।"[৩৯২]

٣٥٢- وَلِمُسْلِمٍ : «كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

৩৫২। মুসলিমে আছে- ফাজ্‌র হয়ে গেলে হালকাভাবে তিনি দু'রাক'আত (সুন্নাত) সলাত আদায় করতেন।[৩৯৩]

٣٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৩৫৩। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং (ফাজ্‌রের পূর্বে) দু'রাক'আত সুন্নাত সলাত ছাড়তেন না।[৩৯৪]

بَيَانُ مَا تَخْتَصُّ بِهِ رَاتِبَةَ الْفَجْرِ

ফজরের সুন্নাতের বিশেষত্ব

---

৩৯১. মুসলিম ৪৮৯, তিরমিযী ৩৪১৬, নাসায়ী ১১৩৮, ১৬১৮, আবূ দাউদ ১৩২০, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৯, আহমাদ ১৬১৩৮

৩৯২. বুখারী ১১৮০, মুসলিম ৭২৩, তিরমিযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, আবূ দাউদ ১১৩০, ইবনু মাজাহ ১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২

৩৯৩. বুখারী ৬১৮, ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩, মুসলিম ৭২৩, ৭২৯, ৮৮২, তিরমিযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৭৬০, ১৭৬১, ১৭৭৯, আবূ দাউদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ ১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৬৪৬, ৪৭৪২, মুওয়াত্তা মালেক ২৬১, ২৮৫, দারেমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪, ১৫৭৩। ইমাম মুসলিম তা বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী হলেনঃ হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।

৩৯৪. বুখারী ১১৮২ নাসায়ী ১৭৫৭, ১৭৫৮ আবূ দাউদ ১২৫৩, ইবনু মাজাহ ১১৫৬, আহমাদ ২৩৬৪৭, দারিমি ১৪৩৯

٣٥٤ - وَعَنْهَا قَالَتْ : «لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৫৪। 'আয়িশা্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন নফল সলাতকে ফাজরের দু'রাক'আত সুন্নাতের চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন না।[৩৯৫]

٣٥٥ - وَلِمُسْلِمٍ : «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا»

৩৫৫। মুসলিমে আছে- ফাজ্‌রের দু'রাক'আত (সুন্নাত) সলাত দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম।[৩৯৬]

ثَوَابُ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِنْ النَّوَافِلِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً

যে ব্যক্তি দিবা-রাতে ১২ রাকয়াত নফল সলাত আদায় করবে তার প্রতিদান

٣٥٦- وَعَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : سَمِعْتَ النَّبِيَّ يَقُوْلُ : «مَنْ صَلَّى اِثْنَتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ " تَطَوُّعًا".

৩৫৬। মুসলিম জননী উম্মু হাবিবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- যে ব্যক্তি দিন রাতে বারো রাক'আত (সুন্নাত) সলাত আদায় করবে তার বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একখানা অট্টালিকা নির্মাণ করা হবে। অন্য বর্ণনায় ঐ বারো রাক'আতকে "নফল সলাত" (একই অর্থ) বলা হয়েছে।[৩৯৭]

٣٥٧ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ : «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»

৩৫৭। তিরমিযীতে অনুরূপই আছে, তবে যা বৃদ্ধি করেছেন (তা হলো) : যুহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দু' রাক'আত, মাগরিবের পরে দু'রাক'আত, 'ইশার পরে দু'রাক'আত, ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত।[৩৯৮]

فَضْلُ الْاَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

যুহরের ফরয সলাতের পূর্বে ও পরে চার রাকয়াত নফল সলাতের ফযীলত

---

৩৯৫. বুখারী ১১৬৯, ৬১৮, ৯৩৭, ১১৭৩, ১১৮১, মুসলিম ৭২৩, ৭২৯, ৮৮২, তিরমিযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৭৬৬, ১৭৭৯, আবূ দাঊদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ ১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, মুসলিম ২৬১, , ২৮৫, দারেমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪৪।

৩৯৬. মুসলিম ৭২৫, তিরমিযী ৪১৬, নাসায়ী ১৭৫৯, আহমাদ ২৫৭৭৪

৩৯৭. মুসলিম ৭২৮, তিরমিযী ৪১৫, নাসায়ী ১৭৯৬, ১৭৯৭, ১৮০০, ১৮০১, আবূ দাঊদ ১২৫০, ইবনু মাজাহ ১১৪১, আহমাদ ২৬২২৮, ২৬২৩৫, দারেমী ১২৫০।

৩৯৮. মুসলিম ৭২৮, তিরমিযী ৪১৫, নাসায়ী ১৭৯৬, ১৭৯৭, ১৮০০, ১৮০১, আবূ দাঊদ ১২৫০, ইবনু মাজাহ ১১৪১, আহমাদ ২৬২২৮, ২৬২৩৫, দারেমী ১২৫০।
ইমাম তিরমিযী তা বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী হলেনঃ উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ।

٣٥٨ - وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا : «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ»

৩৫৮। ৫ জনে (আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ) উম্মু হাবিবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহর রসূল্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- যে ব্যক্তি যুহরের ফারযের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে চার রাক'আত (সুন্নাত সলাত)-এর প্রতি যত্নবান হবে তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে।[৩৯৯]

حُكْمُ الْأَرْبَعِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

আসর সলাতের পূর্বে চার রাকয়াত নফল পড়ার বিধান

٣٥٩ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «رَحِمَ اللهُ اِمْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ.

৩৫৯ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন যে 'আসরের (ফরয) সলাতের পূর্বে চার রাক'আত (নফল সলাত আদায় করে থাকে- তিরমিযী একে হাসান বলেছেন, ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ বলেছেন।[৪০০]

حُكْمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

মাগরিব সলাতের পূর্বে দু'রাকয়াত নফলের বিধান

٣٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ " ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : " لِمَنْ شَاءَ " كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»

৩৬০। 'আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল আল মুযান্নী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা মাগরিবের (ফরযের) পূর্বে (নফল) সলাত আদায় করো; তোমরা মাগরিবের (ফরযের) পূর্বে (নফল) সলাত আদায় করো। লোকেরা এ 'আমালকে সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, এ কারণে তৃতীয়বারে তিনি বললেন ঃ এ হুকুম তার জন্য যে ইচ্ছা করে। যেন তিন নিয়মিত আদায় করা অপছন্দ করলেন।

ইবনু হিব্বানের একটি বর্ণনায় আছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত সলাত আদায় করেছিলেন।[৪০১]

---

৩৯৯. আবূ দাউদ ১২৬৯, তিরমিযী ৪২৭, ৪২৮, ইবনু মাজাহ ১১৬০, আহমাদ ২৬২৩২

৪০০. আবূ দাউদ ১২৭১, তিরমিযী ৪৩০। ইবনু হিব্বান হাঃ ১৫৮৮।

৪০১. বুখারী ১১৮৩, ৭৩৫৮, আবূ দাউদ ১২৮১, আহমাদ ২০০২৯

পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছে, অতঃপর তিনি বলেন, মাগরিব নামাযের পূর্বে তোমরা দু'রাকআত সলাত আদায় কর। তিনি একথাটি দুবার বললেন। " صلوا قبل المغرب ركعتين " ثم قال عند الثالثة : " لمن شاء " خاف أن يحسبها الناس سنة অতঃপর তৃতীয়বারে বললেন, যার ইচ্ছা (অর্থাৎ যে পড়তে চায়, সে পড়তে পারে) তিনি একথাটি এ আশংকায় বললেন যে, লোকেরা তা সুন্নাত মনে করা শুরু করবে।

٣٦١ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ [قَالَ] : «كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا»

৩৬১। মুসলিমে আছে, "আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমরা সূর্যাস্তের পর দু'রাক'আত সলাত আদায় করতাম। নাবী (ﷺ) আমাদের দেখতেন এবং আমাদের সেটা করার জন্য হুকুমও করতেন না, নিষেধও করতেন না।[৪০২]

تَخْفِيْفُ رَاتِبَةِ الْفَجْرِ وَمَا يُقْرَا فِيْهَا

ফজরের সুন্নাতকে হালকা করা ও তাতে যা পাঠ করা হয়

٣٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : «كَانَ النَّبِيُّ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُوْلُ : أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৬২। 'আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ফজরের সলাতের পূর্বের দু'রাক'আত (সুন্নাত) এত সংক্ষিপ্ত করতেন এমনকি আমি (মনে মনে) বলতাম, তিনি কি (শুধু) উম্মুল কিতাব (সূরাহ্ ফাতিহা) তিলাওয়াত করলেন?[৪০৩]

٣٦٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) و : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৬৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত সলাতে "কুল ইয়া আইয়্যুহাল্ কাফিরূন" ও "কুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ" পাঠ করতেন।[৪০৪]

حُكْمُ الْاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

ফজরের দু'রাকয়াত সুন্নাতের পর শয়ন করার বিধান

٣٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : «كَانَ النَّبِيُّ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৩৬৪। 'আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নাবী ﷺ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত সলাত আদায় করার পর ডান কাতে শয়ন করতেন।[৪০৫]

---

৪০২. মুসলিম ৮৩৬, বুখারী ৫০৩, ৬২৫, ৪৩৭০, নাসায়ী ৬৮২, আবূ দাউদ ১২৮২, ইবনু মাজাহ ১১৬৩, আহমাদ ১১৯০১, ১২৬৪৫, দারেমী ১৪৪১

৪০৩. বুখারী ৩৯৭, ৪৬৮, ৫০৪, ৫০৬, ১৫৯৮, ১৫৯৯, ৪৪০০, ১১৮১, মুসলিম ১৩২৯, তিরমিযী ৮৭৪, নাসায়ী ৬৯২, ৭৪৯, ২৯০৫, ২৯০৬, আবূ দাউদ ২০২৩, ইবনু মাজাহ ৩০৬৩, আহমাদ ৪৮৭৩, ২৩৩৭৭, মুসলিম ৭৮২, দারেমী ১৮৬৬

৪০৪. মুসলিম ৭২৬, নাসায়ী ৯৪৫, ১১৪৮

٣٦٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

৩৬৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– তোমাদের কেউ যখন ফজরের ফরয সলাতের পূর্বে দু'রাক'আত সলাত আদায় করবে সে যেন ডান কাতে শয়ন করে। তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন।[৪০৬]

بَيَان كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

রাত্রি বেলা (তাহাজ্জুদ) সলাত আদায়ের পদ্ধতি

٣٦٦- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৬৬। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– রাতের সলাত দু' দু' (রাক'আত) করে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ফজর হবার আশঙ্কা করে, তাহলে সে যেন এক রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়। আর সে যে সলাত আদায় করল, তা তার জন্য বিত্র হয়ে যাবে।[৪০৭]

٣٦٧ - وَلِلْخَمْسَةِ - وَصَحَّحَهُ اِبْنِ حِبَّانَ - : «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى" » وَقَالَ النَّسَائِيُّ : "هَذَا خَطَأٌ".

৩৬৭। এবং ৫ জনে (আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ) ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন এ শব্দ বিন্যাস এনে ঃ "রাতের ও দিনের সলাত সলাত দু'দু' রাক'আত।" নাসায়ী বলেছেন এর মধ্যে ত্রুটি বিদ্যমান।[৪০৮]

فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

রাতের সলাতের ফাযীলাত

٣٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

---

৪০৫. বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১২৩, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৬০, ১১৬৫, ৬৩১০, মুসলিম ৭২৪, ৭৩৬, ৭৩৮, তিরমিযী ৪৩৯, ৪৪০ নাসায়ী ৬৮৫, ১৬৯৬, ১৭৪৯, ১৭৬২, আবূ দাউদ ১২৫৪, ১২৬২, ১৩৩৪, ১৩৩৮, ইবনু মাজাহ ১১৯৮, ১৩৫৮, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৩, মুসলিম ২৪৩, ২৬৪, দারেমী ১৪৪৭, ১৪৮৩, ১৪৭৪

৪০৬. আবূ দাউদ ১২৬১, তিরমিযী ৪২০, ইবনু মাজাহ ১১৯৯

৪০৭. বুখারী ৪৭২, ৪৭৩, ৯৯৩, ৪৭৩, ৯৯০, ৯৯৩, ৯৯৫, ৯৯৮, মুসলিম ৭৪৯, ৭৫১, তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১ নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, আবূ দাউদ ১৪২১, ১৪৩৮, ইবন মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, আহমাদ ৪৪৭৮, ৪৫৬৫, ৪৫৪৫, ৫৫১২, মুসলিম ২৬১, ২৬৯, ২৭৫, দারেমী ১৪৫৮

৪০৮. বুখারী ৪৭২ , ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৫, ১১৩৭, মুসলিম ৭৪৯, তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, ৪৯৭, আবূ দাউদ ১২৯৫, নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, আহমাদ ৪৯৬৭, ৫০১২, ৫০৭৭, মুসলিম ৩৬৯, ৩৭৫, দারেমী ১৪৫৮, ১৪৫৯।

৩৬৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– ফরয সলাত ব্যতীত নফল সলাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সলাত হচ্ছে– রাতের সলাত।[৪০৯]

حُكْمُ الْوِتْرِ

বিতর (সলাতের) বিধান

٣٦٩ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ.

৩৬৯। আবূ আইউব আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বিতর সলাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী। যদি কেউ ৫ রাক'আত বিতর সলাত আদায় করা পছন্দ মনে করে, সে সেটাই করবে; আর যে তিন রাক'আত বিতর পড়া পছন্দ মনে করবে সেও সেটাই করবে; আর যে এক রাক'আত বিতর পড়া পছন্দ করবে সেও সেটাই করবে। আর ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন, নাসায়ী এর মওকুফ হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৪১০]

٣٧٠ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوْبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

৩৭০। 'আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- বিতর সলাত ফরয সলাতের ন্যায় জরুরী নয়, বরং এটা একটি সুন্নাত, যা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চালু করেছেন। তিরমিযী একে হাসান বলেছেন আর হাকিম একে সহীহ বলেছেন।[৪১১]

٣٧١- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ اِنْتَظَرُوْهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمَّا يَخْرُجْ، وَقَالَ : " إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ» رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

৩৭১। জাবির বিন 'আবদিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাযানে কিয়াম বা রাতের সলাত জামা'আত করে (তিন দিন পর পর) সম্পাদন করলেন। তারপর পরবর্তী রাতে লোকেরা তাঁর অপেক্ষায় থাকলেন; কিন্তু তিনি আর মাসজিদে এলেন না। তিনি বললেন–আমি রাতের এ (তারাবীহ সহ) বিত্র সলাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবার আশঙ্কা করছি।[৪১২]

---

৪০৯. মুসলিম ১১৬৩, তিরমিযী ৪৩৮, ৭৪০, আবূ দাউদ ২৪২৯, ইবনু মাজাহ ১৭৪২, আহমাদ ৭৯৬৬, ৮১৫৮, ৮৩০২, দারেমী ১৭৫৭, ১৭৫৮
উক্ত হাদীসটির প্রথমাংশ হচ্ছে, রমাযানের পর সর্বোত্তম সাওম হচ্ছে মুহাররম মাসের সাওম।

৪১০. আবূ দাউদ ১৪২২, নাসায়ী ১৭১০, ১৭১১, ১৭১২, আহমাদ ২৩০৩৩, দারেমী ১৫৮২

৪১১. তিরমিযী ৪৫৩, ৪৫৪, নাসায়ী ১৬০৫, ১৬০৬, আবূ দাউদ ১৪১৬, ইবনু মাজাহ ১১৬৯, আহমাদ ৬৫৪, ৭৬৩, দারেমী ১৫৭৯

৪১২. এ শব্দে হাদীসটি যঈফ। ইবনু হিব্বান ২৪০৯

وَقْتُ الْوِتْرِ

বিতর (সলাতের) সময়

٣٧٢- وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ " قُلْنَا : وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : " الْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৩৭২ খারিজাহ বিন হুযাফাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (ﷺ) বলেছেন– আল্লাহ একটি সলাত দান করে তোমাদেরকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন তা তোমাদের জন্য লাল রঙের উট অপেক্ষা উত্তম। আমরা বললাম-হে আল্লাহ্‌র রসূল! সেটা কি? তিনি বললেন 'বিতর সলাত', যা পড় হয় 'ইশা সলাতের পর থেকে ফজর উদয় হবার পূর্ব পর্যন্ত। হাকিম একে সহীহ্ বলছেন।[৪১৩]

٣٧٣ - وَرَوَى أَحْمَدُ : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.

৩৭৩। ইমাম আহ্‌মাদ 'আম্‌র বিন শু'আইব থেকে বর্ণনা করেছে তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪১৪]

حُكْمُ مَنْ لَمْ يُوْتِرْ

যে বিতর সলাত পড়েনা তার বিধান

٣٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ﷺ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৩৭৪। 'আবদুল্লাহ্ বিন বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন- বিতর সলাত জরুরী বা অবধারিত। অতএব যে তা আদায় না করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (অর্থাৎ আমাদের অনুসারী নয়)। আবূ দাঊদ দুর্বল সানাদে; হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৪১৫]

---

৪১৩. আবূ দাঊদ ১৪১৮, তিরমিযী ৪৫২, ইবনু মাজাহ ১১৬৮, দারেমী ১৫৭৬।

৪১৪. আহমাদ ২/২০৮। আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সালাতের সাথে আরেকটি সলাত বৃদ্ধি করেছেন, আর তা হচ্ছে বিতরের নামায। হাদীসটি যদিও আহমাদের বর্ণনায় দুর্বল সানাদে বর্ণিত হয়েছে, তবুও এর বিভিন্ন সূত্র এবং শাহেদ হাদীস থাকার কারণে তা সহীহ।

৪১৫. আবূ দাউদ ১৪১৯, আহমাদ ২২৫১০। আলবানী আত তারগীব ৩৪০, তাখরীজ মিশকাত ১২৩০ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীস টিকে দুর্বল বলেছেন। মুনযিরী বলেন, এর সনদে ওবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ আবুল মুনীর রয়েছে। ইমাম যাহাবী তানকীহুত তাহকীক (১/২১১) গ্রন্থে তাকে লীন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফাতহুল বারী ২/৫৬৫ গ্রন্থে ইবনু হাজার উক্ত রাবীকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। পক্ষান্তরে উমদাতুল কারী শারহে সহীহুল বুখারী ৭/১৬ গ্রন্থে আল্লামা আয়নী জামেউস স্বগীর (৯৬৬৩) গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী হাদীস টিকে সহীহ বলেছেন। সুনানুল কুবরা (২/৪৭০) গ্রন্থে

٣٧٥- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيْفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عِنْدَ أَحْمَدَ.

৩৭৫। আহমাদে আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক যে দুর্বল বর্ণনাটি রয়েছে সেটি উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক বা শাহিদ।[৪১৬]

كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ النَّبِيِّ (ص) فِي اللَّيْلِ

রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সলাত আদায়ের পদ্ধতি

٣٧٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « [مَا] كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৭৬। 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতে) এগার রাক'আতের অধিক সলাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন। তুমি সেই সলাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাক'আত (বিত্‌র) সলাত আদায় করতেন। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, (একদা) আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কি বিত্‌রের পূর্বে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি ইরশাদ করলেন ঃ আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।[৪১৭]

٣٧٧- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ».

৩৭৭। উক্ত কিতাবদ্বয়ে (বুখারী ও মুসলিমে) উক্ত রাবী বর্ণিত ভিন্ন এক হাদীসে রয়েছে ঃ তিনি রাতে ১০ রাক'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করতেন, আর ১ রাক'আত বিতর আদায় করতেন, তারপর ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করতেন, এভাবে মোট তের রাক'আত সলাত হতো।[৪১৮]

ইমাম বায়হাক্বী বলেন ইবনে মুয়ীন ওবাইদুল্লাহকে বিশ্বস্থ হিসেবে অবহিত করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন সে মুনকার হাদীস বর্ননা কারী। ইবনু আদী বলেন তার মধ্যে কোন সমস্যা নেই।

৪১৬. উক্ত হাদীসটিও দুর্বল। আহমাদ ২/৪৪৩। ইমাম আহমাদ তা বর্ণনা করেছেন। হাদীসের শব্দ হচ্ছে, من لم يوتر فليس منا যে বিতর না পড়বে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (অর্থাৎ আমাদের অনুসারী নয়)

৪১৭. বুখারী ২০১৩, ৩৫৬৯, ১১৪৭, মুসলিম ৭৩৮, তিরমিযী ৪৩৯, নাসায়ী ১৬৯৭, আবূ দাউদ ১৩৪১, আহমাদ ১৩৫৫৩, ২৩৯৪০, ২৪০৫৬, মুসলিম ২৬৫

৪১৮. বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১২৩, ১১৪০, মুসলিম ৭২৪, ৭৩৬, ৭৩৭, তিরমিযী ৪৩৯, ৪৪০, নাসায়ী ৬৮৫, ১৬৯৬ আবূ দাউদ ১২৫৪, ১২৫৫, ইবনু মাজাহ ১১৯৮, ১৩৫৮, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৩, মুসলিম ২৪৩ ২৬৪, দারেমী ১৪৭৩, ১৪৭৪

٣٧٨- وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا».

৩৭৮। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের সলাত তের রাক'আত আদায় করতেন। তার মধ্যে ৫ রাক'আত বিতর সলাত আদায় করতেন এবং তাতে শেষ রাক'আতে গিয়ে একটি মাত্র বৈঠক করতেন।[৪১৯]

٣٧٩ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

৩৭৯ 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের সকল অংশে (অর্থাৎ বিভিন্ন রাতে বিভিন্ন সময়ে) বিত্‌র আদায় করতেন আর (জীবনের) শেষ দিকে সাহ্‌রীর সময় তিনি বিত্‌র আদায় করতেন।[৪২০]

كَرَاهَةُ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُوْمُ

তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ব্যক্তির তাহাজ্জুদ সলাত ছেড়ে দেয়া অপছন্দনীয়

٣٨٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَا عَبْدَ اللهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৮০। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আম্‌র ইব্‌নুল আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন ঃ হে 'আবদুল্লাহ্! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, সে রাত জেগে 'ইবাদাত করত, পরে রাত জেগে 'ইবাদাত করা ছেড়ে দিয়েছে।[৪২১]

اسْتِحْبَابُ الْوِتْرِ

সলাতুল বিতর মুস্তাহাব

٣٨١- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

৩৮১। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– হে আহলুল কুরআন (কুরআনের অনুসারী)! তোমরা বিতর (বিজোড়) সলাত আদায় কর। কেননা আল্লাহ্ বিতর আর তিনি বিজোড় (বিতর) ভালবাসেন। –ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[৪২২]

---

৪১৯. বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১২৩, ১১৪০, মুসলিম ৭২৪, ৭৩৬, ৭৩৭, তিরমিযী ৪৩৯, ৪৪০, নাসায়ী ৬৮৫, ১৬৯৬ আবূ দাঊদ ১২৫৪, ১২৫৫, ইবনু মাজাহ ১১৯৮, ১৩৫৮, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৩, মুসলিম ২৪৩ ২৬৪, দারেমী ১৪৭৩, ১৪৭৪

৪২০. বুখারী ৯৯৬, মুসলিম ৭৪৫, তিরমিযী ৪৫৬, নাসায়ী ১৬৮১ আবূ দাঊদ ১৪৩৫, ইবনু মাজাহ ১১৮৫ , আহমাদ ২৪৪৫৩, দারেমী ১৫৮৭

৪২১. বুখারী ১১৩১, ১১৫৩, ১৯৭৪, মুসলিম ১১৫৯, তিরমিযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, ২৩৪৪, ২৩৮৮, আবূ দাঊদ ১৩৮৮, ১৩৮৯, ১৩৯০, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, ইবনু মাজাহ ৬৪৪১, ৬৫৫, দারেমী ৩৪৮৬

৪২২. আবূ দাঊদ ১৪১৬, নাসায়ী ১৬৭৫, তিরমিযী ৪৫৩, ইবনু মাজাহ ১১৬৯, ইবনু খুযাইমা ১০৬৭

اِسْتِحْبَابُ خَتْمِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالْوِتْرِ

রাতের সলাত বিতর দ্বারা শেষ করা মুস্তাহাব

٣٨٢- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اِجْعَلُوْا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৮২। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বিত্‌রকে তোমাদের রাতের শেষ সলাত করবে।[৪২৩]

الْوِتْرُ لَا يَتَكَرَّرُ فِيْ لَيْلَةٍ

এক রাত্রে বিতর সলাতকে বারংবার পড়া যাবেনা

٣٨٣- وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

৩৮৩। ত্বলক বিন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে শুনেছি এক রাতে দু' বার বিতর সলাত নেই। –ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৪২৪]

مَا يُقْرَأ فِي الْوِتْرِ

বিতর সলাতে যা পড়তে হয়

٣٨٤ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِـ "سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"، وَ: "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ"، وَ: "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: «وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ».

৩৮৪। উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতর সলাতে–"সাব্বি হিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা" ও "কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ" (সূরা তিনটি পাঠ করতেন)। নাসায়ী "কেবল শেষ রাক'আতেই সালাম ফিরাতেন" এ কথাটি বৃদ্ধি করেছেন।[৪২৫]

٣٨٥- وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيْهِ: «كُلَّ سُوْرَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الْأَخِيْرَةِ: "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ"، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ».

৩৮৫। আবূ দাঊদ ও তিরমিযীও অনুরূপ হাদীস 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে আছে, প্রত্যেক রাক'আতে ১টি করে সূরা পাঠ করতেন। অবশেষে সূরা "কুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ" ও মু'আব্বিযাতাইন বা সূরা "ফালাক্ব" ও "নাস" পাঠ করতেন।[৪২৬]

---

৪২৩. বুখারী ৪৭২, ৯৯৮ মুসলিম ৭৪৯, ৭৫০, নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, আবূ দাঊদ ১২৯৫, ১৩২৬, ১৪২১, ইবনু মাজাহ ১১৭৪ , ১১৭৫, আহমাদ ৪৫৫৭, ৪৮৩২, ৪৮৬৩, মুওয়াত্তা মালেক ২৬৯, ২৭৫, দারেমী ১৪৫৮

৪২৪. তিরমিযী ৪৭০, নাসায়ী ১৬৭৯, আবূ দাউদ ১৪৩৯

৪২৫. আবূ দাউদ ১৪২৩, নাসায়ী ১৭২৯, ১৭৩০, ইবনু মাজাহ ১১৭১

৪২৬. আবূ দাউদ ১৪২৩, ইবনু মাজাহ ১১৭৩ , তিরমিযী ৪৬৩

لَا يُشْرَعُ الْوِتْرُ بَعْدَ الصُّبْحِ

ফজর সলাতের পর বিতর পড়া শরীয়তসম্মত নয়

٣٨٦- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৮৬। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–সকাল (ফায্‌র) করার পূর্বেই তোমরা বিতর সলাত আদায় করো।[৪২৭]

٣٨٧- وَلِابْنِ حِبَّانَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوْتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ».

৩৮৭। ইবনু হিব্বানে রয়েছে–যে ব্যক্তি বিতর সলাত আদায় করলো না অথচ সকাল করে ফেললো, তার বিতর সলাত নাই।[৪২৮]

حُكْمُ قَضَاءِ الْوِتْرِ

বিতর সলাত কাযা করার বিধান

٣٨٨ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

৩৮৮। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিত্‌র সলাত না পড়ে ঘুমিয়ে গেলো বা তা পড়তে ভুলে গেলো, সে যেন ভোরবেলা অথবা যখন তার স্মরণ হয় তখন তা পড়ে নেয়।[৪২৯]

فَضْلُ تَاخِيْرِ الْوِتْرِ لِمَنْ يَقُوْمُ اخِرَ اللَّيْلِ

রাতের শেষ ভাগে বিতর পড়ার ফযীলত

٣٨٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৮৯। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগতে না পারার আশঙ্কা করবে সে যেন রাতের প্রথমাংশেই বিতর সলাত আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগ্রত হবার আস্থা রাখবে–সে শেষ রাতেই তা পড়বে। কেননা শেষ রাতের সলাত আল্লাহর দরবারে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। এবং এটা উত্তম।[৪৩০]

---

৪২৭. মুসলিম ৭৫৪,। উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আর তা সহীহ হাদীস।

৪২৮. ইবনু হিব্বান ২৪০৮

৪২৯. আবূ দাউদ ১৪৩১, তিরমিযী ৪৬৫, ইবনু মাজাহ ১১৮৮, আহমাদ ১০৮৭১

৪৩০. মুসলিম ৭৫৫, তিরমিযী ৪৫৫, ইবনু মাজাহ ১১৮৭, আহমাদ ১৩৭২

Contents

اخِرُ وَقْتِ الْوِتْرِ

বিতর (সলাতের) শেষ সময়

٣٩٠- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، فَأَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৩৯০। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- ফজর হয়ে গেলে রাতের সলাতের সময় শেষ হয়ে যায়। অতএব তোমরা ফজর উদিত হবার পূর্বেই বিতর সলাত আদায় করবে।[৪৩১]

اسْتِحْبَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

দ্বিপ্রহরে চাশতের সলাত মুসাস্তাহাব

٣٩١- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৯১। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাশ্‌তের সলাত চার রাক'আত আদায় করতেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কিছু বেশিও আদায় করতেন।[৪৩২]

٣٩٢- وَلَهُ عَنْهَا: «أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيْءَ مِنْ مَغِيْبِهِ».

৩৯২। মুসলিমে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেই বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন– আল্লাহর রসূল্ (স) কি যোহা বা চাশ্‌তের সলাত আদায় করতেন? তিনি বললেন– না; তবে তিনি কোন সফর থেকে বাড়ি ফিরলে তা আদায় করতেন।[৪৩৩]

٣٩٣- وَلَهُ عَنْهَا: «مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا».

৩৯৩। মুসলিমে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেই আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাশ্‌তের সলাত আদায় করতে দেখি নি। অবশ্য আমি তা পড়ে থাকি।[৪৩৪]

---

৪৩১. তিরমিযী ৪৬৯, নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, আবূ দাউদ ১২৯৫, ১৩২৬, ১৪২১, ইবনু মাজাহ ১১৭৪ , ১১৭৫, আহমাদ ৪৫৫৭, ৪৮৩২, ৪৮৬৩, মুওয়াত্তা মালেক ২৬৯, ২৭৫, দারেমী ১৪৫৮, ইমাম বুখারী তাঁর ইলালুল কাবীর (২৫৭) গ্রন্থে হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। আহমাদ শাকের ইবনু হাযামের আল মুহাল্লা গ্রন্থের তাহকীকে বলেন, এটি হচ্ছে ইবনু উমার কথা, যারা এটিকে রাসূলের বাণী বানিয়েছেন তারা সন্দেহবশত অথবা ভুল করে এটি করেছেন। ইবনুল কীসরানী তাঁর দাখীরুতুল হুফফায (১/৩৩৫৮) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে সুলাইমান বিন মূসা রয়েছেন যার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস মুনকার। শাইখ আলবানী যঈফুল জামে' (৫৮৪) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। তবে সহীহ তিরমিযী (৪৬৯) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। ইবনুল কাত্তান তাঁর আল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম (৪/৫৭৫) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

৪৩২. মুসলিম ৭১৯, ইবনু মাজাহ ১৩৮১, আহমাদ ২৩৯৩৫, ২৪১১৭

৪৩৩. মুসলিম ৭১৭, নাসায়ী ২১৮৪, ২১৮৫, আবূ দাউদ ১২৯২। পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছে, যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন আমাল পরিত্যাগ করতে চান অথচ তিনি তা করতে পছন্দ করেন, তিনি এই আশংকায় তা পরিত্যাগ করেন যে, লোকেরা এই আমালটি করা শুরু করবে অতঃপর তা তাদের উপর ফরয হয়ে যাবে।

افْضَلُ الْاَوْقَاتِ لِصَلَاةِ الضُّحَى

চাশতের সলাতের উত্তম সময়

٣٩٤- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ؓ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৯৪। যায়িদ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিদের নফল সলাত তখন (পড়া হয়) যখন উটের বাচ্চা পা গরম বালুতে দগ্ধ হয় অর্থাৎ মরুভূমিতে সূর্যের প্রখরতায় উটের বাচ্চা মাকে ছেড়ে যখন ছায়ায় চলে আসে।[৪৩৫]

عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الضُّحَى

চাশতের সলাতের রাক'আত সংখ্যা

٣٩٥- وَعَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ.

৩৯৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–যে ব্যক্তি বার রাক'আত চাশ্‌তের সলাত আদায় করবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একখানা অট্টালিকা নির্মাণ করবেন। তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব (একক সানাদ বিশিষ্ট) বলেছেন।[৪৩৬]

٣٩٦- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «دَخَلَ النَّبِيُّ بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ» رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيْحِهِ".

৩৯৬। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ঘরে প্রবেশ করে চাশ্‌তের ৮ রাক'আত সলাত আদায় করেছিলেন। –ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে।[৪৩৭]

بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْاِمَامَةِ

অধ্যায় (১০) : জামা'আতে সলাত সম্পাদন ও ইমামতি

فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

জামা'আতে সলাত আদায়ের ফযীলত

৪৩৪. মুসলিম ৭১৮, বুখারী ১১২৮, আবূ দাঊদ ১২৯৩, আহমাদ ২৩৫০৫, মালিক ৩৬০, দারিমী ১৪৫৫

৪৩৫. মুসলিম ৭৪৮, আহমাদ ১৮৭৭৯, ১৮৭৮৪, দারেমী ১৪৫৭।

৪৩৬. তিরমিযী ৪৭৩, ইবনু মাজাহ ১৩৮০, শাইখ আলবানী তাঁর যঈফ তারগীব (৪০৩), যঈফুল জামে' (৫৬৫৮), যঈফ তিরমিযী (৪৭৩), যঈফ ইবনু মাজাহ (২৫৮) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তিনি তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ (১২৬৭) গ্রন্থে বলেন, এর সনদের ত্রুটি হচ্ছে, এতে মূসা বিন ফুলান বিন আনাস রয়েছেন, যিনি মাজহূল। ইমাম নববী তাঁর আল খুলাসা (১/৫৭১) গ্রন্থেও একে দুর্বল বলেছেন।

৪৩৭. হাশীয়া বুলুগুল মারাম (২৭২) গ্রন্থে বিন বায বলেন, এর সনদে আবূ মুত্তালিব বিন আব্দুল্লাহ হান্তাব আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ননা করেছেন তবে তিনি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে শ্রবন করেছেন কিনা এই বিষয়ে মতানৈক্য করা হয়েছে । এ ছাড়া অবশিষ্ট রাবীর মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।

٣٩٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৯৭। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জামা'আতে সলাতের ফাযীলত একাকী আদায়কৃত সলাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী।[৪৩৮]

٣٩٨- وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا».

৩৯৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত "পঁচিশ গুণ অধিক সওয়াব রাখে।"[৪৩৯]

٣٩٩- وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ، وَقَالَ: "دَرَجَةً".

৩৯৯। আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বুখারীতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। কিন্তু তাতে জুয-এর স্থলে দরজাহ শব্দ আছে।[৪৪০]

حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

জামা'আতে সলাত আদায়ের বিধান

٤٠٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৪০০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছা হয়, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই, অতঃপর সলাত কায়েমের আদেশ দেই, অতঃপর সলাতের আযান দেয়া হোক, অতঃপর এক ব্যক্তিকে লোকেদের ইমামতি করার নির্দেশ দেই। অতঃপর আমি লোকেদের নিকট যাই এবং (যারা সলাতে শামিল হয়নি) তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেই। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যদি তাদের কেউ জানত যে, একটি গোশ্‌তহীন মোটা হাড় বা ছাগলের ভালো দু'টি পা পাবে তাহলে অবশ্যই সে 'ইশা সলাতের জামা'আতেও হাযির হতো। শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[৪৪১]

---

৪৩৮. বুখারী ৬৪৫, মুসলিম ৬৫০, তিরমিযী ২১৫, নাসায়ী ৮৩৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৯, আহমাদ ৪৬৫৬, ৫৩১০, মুওয়াত্তা মালেক ২৯০

فذ শব্দের অর্থ হচ্ছে, منفرد অর্থাৎ একাকী। একাকী নামাযরত ব্যক্তিকে মুনফারিদ বলা হয়।

৪৩৯. বুখারী ১৭৬, ৪৪৫, ৪৭৭, ৬৪৮, মুসলিম ৬৪৯, তিরমিযী ২১৫, ২১৬, নাসায়ী ৭৩১, ৮৩৮, আবূ দাউদ ৪৬৯, ৪৭০, ইবনু মাজাহ ৭৮৬, ৭৮৭, আহমাদ ৮১৪৫, ৭৩৬৭, মুওয়াত্তা মালেক ২৯১, ৩৮২, দারেমী ১২৭৬

৪৪০. বুখারী ৬৪৬, আবূ দাউদ ৫৬০, ইবনু মাজাহ ৭৮৮, আহমাদ ১১১২৯।

৪৪১. বুখারী ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০, ৭২২৪, মুসলিম ৬৫১, তিরমিযী ২১৭, নাসায়ী ৮৪৮, আবূ দাউদ ৫৪৮, ৫৪৯, ইবনু মাজাহ ৭৯১, আহমাদ ৭২৬০, ৭৮৫৬, মুওয়াত্তা মালেক ২৯২দারেমী ১২১২, ১২৭৪।

التَّحْذِيْرُ مِنَ التَّخَلُّفِ عَنِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ

ইশা ও ফজরের জামায়াত থেকে দূরে অবস্থানকারীর জন্য সতর্কবাণী

٤٠١- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪০১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মুনাফিকদের জন্য ফাজর ও 'ইশার সলাত অধিক ভারী। এ দু' সলাতের কী ফাযীলাত, তা যদি তারা জানতো, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো।[৪৪২]

وُجُوْبُ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

আযান শুনতে পায় এমন ব্যক্তির জামা'আতে উপস্থিতি ওয়াজিব

٤٠٢- وَعَنْهُ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُوْدُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟" قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَأَجِبْ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪০২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন অন্ধলোক ('আবদুল্লাহ বিন উম্মু মাক্তুম) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে এসে বললেন– হে আল্লাহ্‌র রসূল! মাসজিদে নিয়ে যাওয়ার মত আমার কোন লোক নেই। এটা শুনে তিনি তাকে (জামা'আতে হাজির হওয়া হতে) অব্যাহতি দিলেন। যখন লোকটি ফিরে গেল তখন তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি সলাতের আযান শুনতে পাও? লোকটি বললেন হ্যাঁ, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তবে তুমি আযানে সাড়া দাও।" (অর্থাৎ আযানের ডাকে জামা'আতে হাজির হও)।[৪৪৩]

حُكْمُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ

আযান শ্রবণ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত না হয় তার বিধান

٤٠٣- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.

৪০৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আযান শুনার পরও যে (জামা'আতে)– হাজির হয় না তার সলাত (শুদ্ধ) হয় না তবে যদি

عرق বলা হয় ঐ হাড়কে যাতে গোশত রয়েছে, আর যে হাড়ে গোশত নেই তাকে عراق তথা মাংসশূন্য হাড় বলা হয়। ছাগলের দুই খুরের মাঝখানের গোশতকে مرماة বলা হয়।

৪৪২. বুখারী ৬৪৪, ২৪২০, ৭২২৪, মুসলিম ৬৫১, তিরমিযী ২১৭, নাসায়ী ৮৪৮, আবূ দাউদ ৫৪৮, ৫৪৯, ইবনু মাজাহ ৭৯১, আহমাদ ৭২৬০, ৭৮৬৫, মালিক ২৯২, দারিমী ১২১২, ১২৭৪।

৪৪৩. মুসলিম ৬৫৩, নাসায়ী ৮৫০

ওযর (শারিয়াতসম্মত কোন কারণ) থাকে তাহলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার হবে। ইবনু মাজা, দারাকুৎনী, ইবনু হিব্বান, হাকিম; এর সানাদ মুসলিমের সানাদের শর্তানুযায়ী। কিন্তু মুহাদ্দিসীনদের কেউ কেউ "মউকুফ" হাদীস বলেছেন।[888]

حُكْمُ مَنْ صَلَّى ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدًا

ফরয সলাত আদায়ের পর মাসজিদে প্রবেশ করলে তার বিধান

٤٠٤- وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَسْوَدِ «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيْءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟" قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ: "فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

৪০৪। ইয়াযিদ্ বিন আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে (মিনার খায়েফ নামক মাসজিদে) ফাজরের সলাত আদায় করেছিলেন যখন তিনি সলাত সমাধান করলেন তখন দেখলেন যে, দু'টি লোক (জামা'আতে) সলাত আদায় করে নাই। তাদেরকে তিনি ডাকলেন। ফলে ঐ দু'জনকে যখন তাঁর নিকটে নিয়ে আসা হল তাদের বাহুদ্বয়ের মাংসপেশী (ভয়ে) কাঁপছিল। তারপর তাদের তিনি বললেন, আমাদের সঙ্গে জামা'আতে সলাত পড়তে কিসে বাধা দিল? তারা বলল আমরা আমাদের বাড়ীতে সলাত সমাধান করেছিলাম। তিনি তাদের বললেন, এরূপ করবে না। যখন তোমরা বাড়িতে সলাত আদায় করার পর ইমামকে সলাত সমাধা করার পূর্বেই পাবে তখন তোমরা তার সঙ্গেও সলাত আদায় করবে। এ সলাত তোমার জন্য নফল বলে গণ্য হবে –"আহমাদ", শব্দ বিন্যাস তারই, –আর তিন জনে। তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।[885]

الْحِكْمَةُ مِنْ الْاِمَامِ وَكَيْفِيَّةُ الْاِئْتِمَامِ بِهِ

ইমাম নির্ধারণের মহত্ব ও তাকে অনুসরণ পদ্ধতি

٤٠٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَلَا تُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَلَا تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَلَا تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعِيْنَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ.

৪০৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাক্‌বীর বলেন, তখন তোমরাও তাক্‌বীর বলবে, আর ইমাম তাকবীর না বলা পর্যন্ত তোমরা বলবে না। যখন তিনি রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি

---

৪৪৪. আবূ দাঊদ ৫৫১, ইবনু মাজাহ ৭৯৩, দারেমী ৪২০

৪৪৫. তিরমিযী ২১৯, আবূ দাঊদ ৫৭৫, আহমাদ ১৭০২০

রুকূ‘ না করা পর্যন্ত তোমরা রুকুতে যাবে না। যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ। বলবে। আর তিনি যখন সাজদাহ্ করেন তখন তোমরাও সাজদাহ্ করবে। আর সাজদায় তোমরা ততক্ষণ যাবে না, যতক্ষণ না তিনি সাজদাহতে যান। যখন তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করেন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সলাত আদায় কর। যখন তিনি বসে সলাত আদায় করেন তখন তোমরাও বসে সলাত আদায় করবে। আবূ দাঊদ; এটা তাঁরই শব্দ। এ হাদীসের মূল বিষয় বুখারী, মুসলিমে রয়েছে।[৪৪৬]

اسْتِحْبَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الْإِمَامِ

ইমামের নিকটবর্তী হওয়া মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)

٤٠٦- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ: "تَقَدَّمُوْا فَائْتَمُّوْا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪০৬। আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সহাবীদেরকে তাঁর নিকট থেকে দূরে দাঁড়াতে দেখে বললেন, তোমরা আমার নিকট অগ্রসর হও এবং তোমরা আমার অনুসরণ কর আর তোমাদের পেছনে যারা থাকবে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে।[৪৪৭]

جَوَازُ الْجَمَاعَةِ فِيْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ

নফল সলাতে জামা‘আত করা বৈধ

٤٠٧- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: «اِحْتَجَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ، فَصَلَّى فِيْهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوْا يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ» الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪০৭। যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাটি দিয়ে একটি ছোট কক্ষ তৈরী করেছিলেন আর সেখানে তিনি (নফল) সলাত আদায় করতে লাগলেন। ফলে কিছু লোক (কামরার বাইরে) তাঁরই সলাতের অনুসরণ করতে এসে তাঁর সলাতের সাথে সলাত পড়তে লাগল। হাদীসটি দীর্ঘ। ফরয সলাত ব্যতীত অন্য সব সলাত বাড়িতে আদায় করা উত্তম।[৪৪৮]

---

৪৪৬. মুসলিম ৪১৪, ৪১৭, বুখারী ৭২২, নাসায়ী ৯২১, ইবনু মাজাহ ৮৪৬, ১২৩৯, আবূ দাঊদ ৬০৩ আহমাদ ৭১০৪, ৮২৯৭, ৮৬৭২, ৯০৭৪, দারেমী ১৩১১।
বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাক্বীর বলেন, তখন তোমরাও তাক্বীর বলবে, যখন তিনি রুকূ‘ করেন তখন তোমরাও রুকূ‘ করবে। যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে আর তিনি যখন সাজদাহ্ করেন তখন তোমরাও সাজদাহ্ করবে। যখন তিনি বসে সলাত আদায় করেন তখন তোমরাও বসে সলাত আদায় করবে।

৪৪৭. মুসলিম ৪৩৮, নাসায়ী ৭৯৫, আবূ দাঊদ ৬৮০, ইবনু মাজাহ ৬৭৮, আহমাদ , ১০৮৯৯
পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছে, যারা (সালাতের কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে) পিছনে পড়ে থাকবে আল্লাহ তাদেরকে পিছনেই করে দেবেন।

৪৪৮. বুখারী ৭৩১, মুসলিম ৭৮১, তিরমিযী ৪৫০, নাসায়ী ১৫৯৯, আবূ দাঊদ ১০৪৪, ১৪৪৭, আহমাদ ২১০৭২, ২১০৮৪, ২১১১৪, মুওয়াত্তা মালেক ২৯৩, দারেমী ১৩৬৬

٤٠٨- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ "أَتُرِيدُ أَنْ تَكُوْنَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ: بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৪০৮। জাবির বিন 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,– সহাবী মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর অধীনস্থ লোকেদের নিয়ে 'ইশা সলাত আদায় করলেন এবং ঐ সলাত তাদের পক্ষে খুব দীর্ঘ (কষ্টকর) হয়ে গেল। ফলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। (এটা জানতে পেরে) তাঁকে বললেন ঃ হে মুআয! তুমি কি ফিতনাহ সৃষ্টি করতে চাও? যখন তুমি লোকেদের ইমামতি করবে তখন অশ্‌শাম্‌সি ওয়াযুহা'হা; সাব্বিহিসমা রব্বিকাল্ আ'লা, ইক্‌রা' বিস্‌মি রব্বিকা ও ওয়াল্‌লাইলি ইযা ইয়াগ্‌শা (সূরাগুলো) পাঠ করবে। শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[৪৪৯]

حُكْمُ الصَّلَاةِ وَرَاءَ الْعَاجِزِ عَنِ الْقِيَامِ وَكَيْفِيَّتِهَا

দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তির পিছনে সলাত আদায় করার বিধান ও পদ্ধতি

٤٠٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، وَهُوَ مَرِيْضٌ - قَالَتْ: «فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪০৯। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় লোকেদের ইমামতি করার ঘটনা সম্বন্ধে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে আবূ বাক্‌রের বাম দিকে বসে গেলেন, বসে বসেই লোকেদের সলাত আদায় করাতে লাগলেন আর আবূ বাক্‌র দাঁড়িয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইকতিদা (অনুসরণ) করতে লাগলেন আর লোকেরা আবূ বাক্‌রের ইকতিদা (অনুসরণ) করতে লাগল।[৪৫০]

امْرُ الْائِمَّةِ بِالتَّخْفِيْفِ

ইমামকে সলাত হালকা করার নির্দেশ

٤١٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيْهِمْ الصَّغِيْرَ وَالْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪১০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন লোকেদের নিয়ে সলাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে ছোট, বড়, দুর্বল ও কর্মব্যস্তরা রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সলাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে।[৪৫১]

---

৪৪৯. বুখারী ৭০৫, ৬১০, মুসলিম ৪৬৫, , নাসায়ী ৮৩৫, আবূ দাঊদ ৭৯০, ইবনু মাজাহ ৮৩৬, ৯৮৬, ইবনু মাজাহ ১৩৭৭৮, ১৩৮৯৫

৪৫০. বুখারী ৭১৩, মুসলিম ৪১৮, তিরমিযী ৩৬৭২, ইবনু মাজাহ ১২৩২, ১২৩৩, আহমাদ ৫১১৯, ২৩৫৮৩, মুওয়াত্তা মালেক ৪১৪, দারেমী ১২৫৭

৪৫১. বুখারী ৭০৩, মুসলিম ৪৬৭, তিরমিযী ২৩৬, নাসায়ী ৮২৩, আবূ দাঊদ ৭৯৪, আহমাদ ২৭৪৪, ৯৯৩৩, ১০১৪৪, মুওয়াত্তা মালেক ৩০৩

حُكْمُ ائْتِمَامِ الْبَالِغِ بِالصَّبِيِّ

নাবালেগ বালেগের ইমামতি করতে পারে

٤١١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: «جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا قَالَ: "فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا"، قَالَ: فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُوْنِي، وَأَنَا اِبْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

৪১১। 'আম্‌র বিন সালিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন– আমার পিতা বলেছেন, সত্যই আমি তোমাদের নিকট নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হতে এসেছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–যখন সলাতের সময় হবে তখন তোমাদের কেউ একজন আযান দিবে আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে অধিক অবগত সে তোমাদের ইমামতি করবে। তিনি (রাবী 'আম্‌র) বলেন, লোকেরা তাকাল কিন্তু আমার থেকে অধিক কুরআন পাঠকারী অনুসন্ধান করে পেল না। তখন তারা ইমামতি করার জন্য আমাকেই আগে বাড়িয়ে দিল। অথচ তখন আমার বয়স মাত্র ৬-৭ বছর।[৪৫২]

الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

ইমামতির অধিক হক্বদার যিনি?

٤١٢- وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًّا- وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪১২। ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক কুরআন্ আয়ত্তকারী ব্যক্তি তোমাদের (সলাতে) ইমামতি করবে। যদি তাদের মধ্যে একাধিক জন কুরআন্ পাঠে সমতুল্য হয় তবে যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অধিক জানে (সে ইমামতি করবে); সুন্নাতে সমতুল্য হলে যে হিজরতে অগ্রগামী, (সে ইমামতি করবে) হিজরতে সমতুল্য হলে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী, (সে ইমামতি করবে) ভিন্ন একটি সিল্‌মান এর স্থলে সিন্নান্ (শব্দটি) আছে–যার অর্থ হবে বয়সে প্রবীণ ব্যক্তি। কেউ যেন কোন ব্যক্তির অধিকার স্থলে তার অনুমতি ব্যতীত ইমামতি না করে ও তার (কোন ব্যক্তির) বিছানায় তাঁর অনুমতি ব্যতীত না বসে।[৪৫৩]

مَنْ لَا تَصِحُّ امَامَتِهِ

যে সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য ইমামতি বৈধ নয়

---

৪৫২. বুখারী ৪৩০২, নাসায়ী ৬৩৬, আবূ দাউদ ৫৮৫, আহমাদ ১৫৪৭২, ২০১৬২

৪৫৩. মুসলিম ৬৭৩ তিরমিযী ২৩৫, নাসায়ী ৭৮০, ৭৮৩, আবূ দাউদ ৫৮২, ইবনু মাজাহ ৯৮০, আহমাদ ১৬৬১৫, ১৬৬৪৩

٤١٣- وَلِابْنِ مَاجَةْ: مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ﷺ : «وَلَا تَؤُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.

৪১৩। এবং ইবনু মাজাহতে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে ঃ কোন স্ত্রীলোক পুরুষের ইমামতি করবে না এবং কোন অজ্ঞ লোক কোন মুহাজিরের এবং কোন ফাজির (দুরাচারী) মুমিনের ইমামতি করবে না। এর সানাদ অত্যন্ত দুর্বল (ওয়াহ)।[৪৫৪]

الْأَمْرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ وَكَيْفِيَّتُهَا

কাতার সোজা করার নির্দেশ এবং এর পদ্ধতি

٤١٤ - وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ، وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا، وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

৪১৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– তোমাদের কাতার গুলোকে খুব ভালভাবে একে অপরের সাথে মিশিয়ে নাও এবং এক কাতারকে অন্য কাতারের কাছাকাছি করো এবং কাঁধগুলোকে পরস্পরের বরাবর রাখ। ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।[৪৫৫]

بَيَانُ الْأَفْضَلِ مِنْ صُفُوْفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

পুরুষ ও মেয়েদের জন্য উত্তম কাতারের বর্ণনা

---

৪৫৪. ইবনু মাজাহ ১০৮১। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (২/৪৭) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল আদাবী রয়েছেন যিনি আলী বিন যায়দ বিন জাদআন থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আদাবীকে ওয়াকী' হাদীস জালকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর শিক্ষকও দুর্বল বর্ণনাকারী। ইবনু উসাইমীনও তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম (২/২৬৯) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল (৫২৪) গ্রন্থেও একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার (৩/১৯৯) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আত তামীমী রয়েছেন। আর তাকে সমর্থন করেছেন আবদুল মালিক বিন হাবীব। কিন্তু তিনি হাদীস চুরি ও হাদীস ওলটপালটকারী হিসেবে অভিযুক্ত। আর এর সনদে আলী বিন যায়দ বিন যাদআন রয়েছেন, তিনিও দুর্বল।

৪৫৫. আবূ দাঊদ ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, বুখারী ৭২৩, ৭১৮, মুসলিম ৪৩৩, নাসায়ী ৮১৪, ৮১৫, ৮৪৫, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ ১২৪৭৩, ১৩২৫২, ১৩৩৬৬, দারেমী ১২৬৩
এই হাদীসে ওয়ালীদ বিন বুকাইর আবূ জান্নাব নামক কবি রয়েছে। ইমাম দারাকুতনি তবে মাতরূক বলেছেন। আরেক জন রয়েছে যার নাম আব্দুল্লাহ বিন মুহম্মাদ আল আদারী নামক দুর্বল রাবী রয়েছে। তাকে ইবনুল তাফে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম বুখারী তাকে দুর্ব্বল আখ্যায়িত করেছেন। আবূ হাতিম আর রাযী ও অনূরূপ বলেছেন। দারাকুতনী ও তাকে মাতরূক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আরেক জন রাবী আছে يحي بن سعيد القطان বলেন তার হাদীস পরিত্যজ্য। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন তারা বলেন, তিনি শক্তিশালী রাবীদের অন্তরভুক্ত নয়। সুতরাং হাদীস শাস্ত্রের মানদণ্ডে হাদীসটি منكر। হাদীসটি ইবনু মাজাতে এককভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় اعناق এর স্থলে اكتاف। শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এবং সকলেই (আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান) আরো বৃদ্ধি করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف" সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! নিশ্চয় আমি শায়ত্বানকে কাতারের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করতে দেখছি, তাকে একটি ছোট কালো ছাগলের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

٤١٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪১৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, পুরুষদের উত্তম সারি (কাতার) হলো প্রথম সারি, আর নিকৃষ্ট সারি হচ্ছে পিছনের সারি এবং মেয়েদের সর্বোত্তম কাতার শেষেরটি আর নিকৃষ্ট হচ্ছে প্রথমটি।[৪৫৬]

مَوْقِفُ الْمَأْمُوْمِ الْوَاحِدِ

মুক্তাদী একজন হলে সে কোথায় দাঁড়াবে?

٤١٦- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪১৬। ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি নাবী (ﷺ)-এর সংগে সলাত আদায় করতে গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথার পিছনের দিক ধরে তাঁর ডান পাশে নিয়ে আসলেন।[৪৫৭]

مَوْقِفُ الْمَأْمُوْمِ اذَا كَانَ اكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ

একাধিক মুসল্লী হলে মুক্তাদী কোথায় দাঁড়াবে?

٤١٧- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقُمْتُ وَيَتِيْمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৪১৭। আনাস (ইব্নু মালিক) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) সলাত আদায় করেন। আমি এবং একটি ইয়াতীম তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম আর উম্মু সুলাইম (রাঃ) আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[৪৫৮]

حُكْمُ صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

কাতারের পিছনে একাকী সলাত আদায়কারীর বিধান

---

৪৫৬. মুসলিম ৪৪০, তিরমিযী ২২৪, নাসায়ী ৮২০, আবূ দাঊদ ৬৭৮, ইবনু মাজাহ ১০০০, আহমাদ ৭৩১৫, ৮২২৩, ৮২৮১, দারেমী ১২৬৮

৪৫৭. বুখারী ১১৭, ১৩৮, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭২৬, মুসলিম ৭৬৩, তিরমিযী ২৩২, নাসায়ী ৪৪২, ৮০৬, আবূ দাঊদ ৫৮, ৬১০, ১৩৫৩, ১৩৫৫, ১৩৫৬, ১৩৬৪, আহমাদ ২১৬৫, ২২৪৫, ২৩২১, মুওয়াত্তা মালেক ২৬৭, ১২৬২, দারেমী ১২৫৫

৪৫৮. বুখারী ৫৩, ৫২৩, ১৩৯৮, ৩০৯১, ৩৫১০, ৪৩৬৮, ৪৩৬৯, ৬১৭৭, ৭২৬৬, মুসলিম ১৭, তিরমিযী ১৫৯৯, ২৬১১, নাসায়ী ৫০৩১, ৫৫৪৮, ৫৬৪৩, ৫৬৯২, আবূ দাঊদ ৩৬৯০, ৩৬৯২, আহমাদ ২০১০, ২৪৭২, ২৪৯৫।

٤١٨- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ أَنَّهُ اِنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: «فَرَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ».

৪১৮। আবূ বাক্‌রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন রুকূ'তে ছিলেন। তখন কাতার পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই তিনি রুকূ'তে চলে যান। (এ ঘটনা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ব্যক্ত করা হলে) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিন। তবে এ রকম আর করবে না।

আবূ দাঊদ বৃদ্ধি করেছেন ঃ তিনি "সলাতের সারি পর্যন্ত না পৌঁছে রুকূ' করেন, অতঃপর রুকুর অবস্থায় এগিয়ে গিয়ে সারিতে সামিল হন।[৪৫৯]

٤١٩ - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ﷺ [اَلْجُهَنِيِّ] أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

৪১৯। ওয়াসিবাহ বিন মা'বাদ জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন লোককে একাকী সারির পেছনে সলাত আদায় করতে দেখেছিলেন, ফলে তাকে তিনি পুনরায় সলাত আদায় করার আদেশ দিলেন। আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী (তিনি হাদীসটিকে হাসানও বলেছেন) এবং ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।[৪৬০]

٤٢٠ - وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيْثِ وَابِصَةَ: «أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ اِجْتَرَرْتَ رَجُلًا؟».

৪২০। ত্ববারানীতে উক্ত ওয়াবিসাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আরও আছে, কোন সারিতে ঢুকে যাওনি কেন বা একজন সলাত আদায়কারীকে (পূর্বের সারি হতে) পেছনে টেনে নেওনি কেন?[৪৬১]

٤٢١- وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ».

৪২১। ইবনু হিব্বান ত্বল্‌ক্ হতে অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করেছেন, "সারির পেছনে একাকী দাঁড়ানো ব্যক্তির সলাত হয় না।"[৪৬২]

---

৪৫৯. বুখারী ৭৮৩, নাসায়ী ৮৭১, আবূ দাঊদ ৬৮৩, ৬৮৪, আহমাদ ১৯৮৯২, ১৯৯২২, ১৯৯৯৪
আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟" তোমাদের মধ্যে কে কাতারে না পৌঁছে রুকু আরম্ভ করে, অতঃপর এ অবস্থায় কাতারে শামিল হয়?

৪৬০. আবূ দাঊদ ৬৮২, তিরমিযী ২৩০, ২৩১, ইবনু মাজাহ ১০০৪, আহমাদ ১৭৫৩৯, দারেমী ১২৮৫

৪৬১. আবূ দাঊদ ৬৮২, তিরমিযী ২৩০, ২৩১, ইবনু মাজাহ ১০০৪, আহমাদ ১৭৫৩৯, দারেমী ১২৮৫

৪৬২. ইবনু হিব্বান ২২০২। ইবনু হিব্বানে রয়েছে, আলী বিন শাইবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে এসে তাঁর পিছনে সালাত আদায় করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সালাত শেষ করলেন তখন তিনি দেখলেন, একজন লোক পিছনের কাতারে একাকী সলাত আদায় করছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, তুমি তোমার সলাত পুনরায় পড়। কেননা কাতারের পিছনে একাকী সলাত আদায়কারীর সালাত সিদ্ধ হয় না।

اٰدَابُ الْمَشْيِّ اِلَى الصَّلَاةِ

সলাতের উদ্দেশ্যে মাসজিদে যাওয়ার আদবসমূহ

٤٢٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৪২২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা ইক্বামাত শুনতে পাবে, তখন সলাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে। -(শব্দ বিন্যাস বুখারী)।[৪৬৩]

فَضْلُ كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ

জামা'আতে লোকসংখ্যা বেশি হওয়ার ফযীলত

٤٢٣- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

৪২৩। উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (স) বলেছেন–একা একা সলাত আদায়ের চেয়ে অপর এক ব্যক্তির সাথে সলাত আদায় করা উত্তম। আর দু' জনের সঙ্গে জামা'আত করে সলাত আদায় করা একাকী সলাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। তারপর যত অধিক (জামা'আত বড়) হবে ততোধিক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র নিকট তা প্রিয়। –ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন।[৪৬৪]

حُكْمُ اِمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلنِّسَاءِ

মহিলাদের জন্য মহিলার ইমামতির বিধান

٤٢٤- وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

৪২৪। উম্মু ওয়ারাকাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে (ওয়ারকার মাতাকে) হুকুম করেছিলেন যে, সে তার মহল্লাবাসীনীর ইমামতি করবে। –ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ বলেছেন।[৪৬৫]

---

৪৬৩. বুখারী ৬৩৬, ৯০৮, মুসলিম ৬০২, তিরমিযী ৩২৭, নাসায়ী ৮৬১, আবূ দাউদ ৮৭২, ৮৭৩, ইবনু মাজাহ ৭৭৫, আহমাদ ৭১৮৯, ৭২০৯, ৭৬০৬, মুওয়াত্তা মালেক ১৫২, দারেমী ১২৮২

৪৬৪. আবূ দাউদ ৫৯৫, ২৯৩১, আহমাদ ১১৯৪৫, ১২৫৮৮

৪৬৫. ইবনু খুযাইমা ১৬৭৬, আবূ দাউদ ৫৯১, আহমাদ ২৬৭৩৮৫

Contents

حُكْمُ امَامَةِ الْاَعْمَى

অন্ধ ব্যক্তির ইমামতির বিধান

٤٢٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَخْلَفَ اِبْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَى» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

৪২৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনু উম্মু মাক্‌তুম অন্ধ সহাবীকে লোকেদের ইমামতি করার জন্য (মাদীনায়) তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।[৪৬৬]

٤٢٦- وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

৪২৬। ইবনু হিব্বানেও 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।[৪৬৭]

صِحَّةِ امَامَةِ الْفَاسِقِ

ফাসিক ব্যক্তির ইমামতি বৈধ

٤٢٧- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «صَلُّوْا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَصَلُّوْا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

৪২৭। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্‌লাহু" কালিমা পাঠ করেছে তার জানাযার সলাত আদায় কর। আর যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্‌লাহু" কালিমা পাঠ করেছে তার পেছনে (মুক্তাদী হয়ে) সলাত আদায় করবে। –দারাকুৎনী দুর্বল সানাদে।[৪৬৮]

مَشْرُوْعِيَّةُ الدُّخُوْلِ مَعَ الْاَمَامِ عَلَى اَيِّ حَالٍ

ইমাম যে অবস্থায় থাকবে সে অবস্থায় ইমামের সাথে জামা'আতে অংশগ্রহণ করা শরীয়তসম্মত

٤٢٨- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

---

৪৬৬. আবূ দাঊদ এবং আহমাদ এর বর্ণনায় হাদীসটি হাসান সানাদে বর্ণিত হলেও পরবর্তী শাহেদ হাদীস থাকার কারণে হাদীসটি সহীহ।

৪৬৭. ইবনু হিব্বান ২১৩৪, ২১৩৫। হাদীসটি সহীহ। ইবনু হিব্বান তা বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকেদের ইমামতি করার জন্য ইবনু উম্মি মাকতুমকে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন।

৪৬৮. দারাকুতনী ২/৫২। হাদীসটি সহীহ। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, হাদীসটি গরীব। প্রকৃতপক্ষে এর অনেক শাহেদ হাদীস থাকার কারণে হাদীসটি সহীহ।
আল কামিল ফিয যুয়াফা (৩/৪৭৮) গ্রন্থে ইবনু আদী হাদীসটি বানোয়াট বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল ওহম ওয়াল ইহাম (৫/৬৮৫) গ্রন্থে ইবনু কাত্তান বলেন সনদে একজন রাবী কাযযাব (মিথ্যাবাদী) রয়েছে। এ ছাড়া ফাতাওয়া মূর আলাদ্দার (১৪/৪৪) গ্রন্থে বিন বায আল আল জামিউস স্বাগীর (৫০৩০) গ্রন্থে ইমাম সুয়ূত্বী ইরওয়াউল গালীল (৭২০) ও যয়ীফুল জামে (৩৪৮৩) গ্রন্থে আলবানী দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

৪২৮। 'আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে আসে তখন ইমাম যে অবস্থায় থাকে তাঁর সঙ্গে সে অবস্থাতেই জামা'আতে শরীক হবে ও তিনি যা করেন মুক্তাদীও তাই করবে। তিরমিযী দুর্বল সানাদে।[৪৬৯]

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيْضِ

অধ্যায় (১১) : মুসাফির ও পীড়িত ব্যক্তির সলাত

حُكْمُ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ

সফরে সলাত ক্বসর করার বিধান

٤٢٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ».

৪২৯। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় সলাত দু' রাক'আত করে ফরয করা হয় অতঃপর সফরে সলাত সেভাবেই স্থায়ী থাকে এবং মুকীম অবস্থায় সলাত পূর্ণ (চার রাক'আত) করা হয়েছে।

বুখারীতে আছে, অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হিজরাত করলেন, ঐ সময় সলাত চার রাক'আত করে দেয়া হয়। এবং সফর কালে আগের অবস্থা অর্থাৎ দু' রাক'আত বহাল রাখা হয়।[৪৭০]

٤٣٠- زَادَ أَحْمَدُ: «إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تَطُوْلُ فِيْهَا الْقِرَاءَةُ».

৪৩০। ইমাম আহমাদ বৃদ্ধি করেছেন ঃ "মাগরিবের সলাত ব্যতীত কেননা সেটা দিনের সলাতের বিত্‌র (বিজোড়), আর সকালের (ফজরের) সলাত ব্যতীত কেননা তাতে কিরাআত লম্বা হয়।"

جَوَازُ الْقَصْرِ وَالْاتْمَامِ فِي السَّفَرِ لِأَفْرَادِ الْأُمَّةِ

বিভিন্ন প্রকার জনগণের উপস্থিতিতে সফরে সলাত পূর্ণ ও ক্বসর করা বৈধ

٤٣١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُوْمُ وَيُفْطِرُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُوْلٌ وَالْمَحْفُوْظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: «إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৪৩১। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে সলাত কসর করতেন ও পুরোও আদায় করতেন, সওম পালন করতেন, আবার তা কাযাও করতেন। দারাকুৎনী; এর সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য) তবে এটি মা'লূল (ক্রটিযুক্ত)। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর এটা নিজস্ব কাজ; তিনি বলেন, (সফরে পুরো সলাত আদায় করা, সওম পালন) এটা আমার জন্য কঠিন কাজ নয়।[৪৭১]

---

৪৬৯. তিরমিযী ৫৯১

৪৭০. বুখারী ১০৯০, ৩৫০, ৩৯৩৫, মুসলিম ৬৮৫, নাসায়ী ৪৫৩, ৪৫৫, আবূ দাঊদ ১১৯৮, আহমাদ ২৫৪৩৬, ২৫৮০৬, মুওয়াত্তা মালেক ৩৩৭, দারেমী ১৫০৯। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, "ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى" অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হিজরাত করলেন, ঐ সময় সলাত চার রাক'আত করে দেয়া হয়। এবং সফর কালে আগের অবস্থা অর্থাৎ দু' রাক'আত বহাল রাখা হয়।

৪৭১. দারাকুতনী ২/৪৪/১৮৯।

اسْتِحْبَابُ اتْيَانِ الرُّخَصِ وَمِنْهَا الْقَصْرُ

শরীয়তসম্মত সুযোগ গ্রহণ করা মুস্তাহাব বিশেষ করে ক্বসর সলাত

٤٣٢- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ».

৪৩২। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অবকাশ দেয়া কাজগুলো কার্যকরী হওয়া পছন্দ করেন। যেমন তিনি তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করেন। –আহ্মদ। ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন, ভিন্ন একটি বর্ণনায় আছে ঃ "যেমন তিনি তাঁর বিশেষ নির্দেশগুলো কার্যকর হওয়াকে পছন্দ করেন।[৪৭২]

الْمُسَافَةُ الَّتِيْ تُقْصَرُ فِيْهَا الصَّلَاةُ

যতটুকু দূরত্বে গেলে ক্বসর করা যাবে

٤٣٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৩৩। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তিন মাইল অথবা তিন ফারসাখ দূরবর্তী স্থানে যেতেন তখন তিনি দু'রাক'আত সলাত আদায় করতেন (অর্থাৎ সলাত কসর আদায় করতেন)।[৪৭৩]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الْمُسَافِرَ يَقْصُرُ حَتَّى يَرْجِعَ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْاقَامَةِ

মুসাফির ব্যক্তি নির্ধারিত সময় অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ক্বসর করতে পারবে

٤٣٤ - وَعَنْهُ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৪৩৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মাদীনা হতে মক্কার দিকে বের হয়েছিলাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনা ফিরে আসা পর্যন্ত দু'রাক'আত, দু'রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। –শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[৪৭৪]

---

৪৭২. হাদীস সহীহ। ইবনূ হিব্বান (হাঃ ৩৫৪) তা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী হলেনঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

৪৭৩. মুসলিম ৬৯১, আবূ দাঊদ ১২০১, আহমাদ ১১৯০৪

৪৭৪. বুখারী ১০৮১, ৪২৯৭, মুসলিম ৬৯৩, তিরমিযী ৫৪৮, নাসায়ী ১৪৩৮, ১৪৫২, আবূ দাঊদ ১২৩৩, ইবনু মাজাহ ১০৬৩, ১০৭৭, আহমাদ ১২৫৩৩, ১২৫৬৩, দারেমী ১৫০৯। বুখারীতে রয়েছে, (রাবী বলেন) আমি (আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললাম, আপনারা (হাজ্জকালীন সময়) মক্কায় কয় দিন অবস্থান করেছিলেন? তিনি বললেন, সেখানে আমরা দশ দিন অবস্থান করেছিলাম।

حُكْمُ مَنْ اقَامَ لِحَاجَتِهِ وَلَمْ يُجْمِعْ اقَامَةً مُعَيَّنَةً

যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে সফরে আছে, কিন্তু তার সময়সীমা নির্দিষ্ট করতে পারছে না তার বিধান

٤٣٥- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ» وَفِي لَفْظٍ: «بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «سَبْعَ عَشْرَةَ» وَفِي أُخْرَى: «خَمْسَ عَشْرَةَ».

৪৩৫। ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা সফরে ঊনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান কালে সলাত ক্বাস্র করেন। অন্য শব্দে ঃ 'মক্কায় ঊনিশ দিন' (অবস্থানকালে)। আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে সতের দিন'। অন্য বর্ণনায় আছে–পনের দিন'।[৪৭৫]

٤٣٦- وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «ثَمَانِيَ عَشْرَةَ».

৪৩৬। আবূ দাউদে 'ইম্রান্ বিন্ হুসাইনের বর্ণনায় আছে– 'আঠারো দিন'।[৪৭৬]

٤٣٧ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ ﷺ: «أَقَامَ بِتَبُوْكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ أُخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ.

৪৩৭। আর আবূ দাউদে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আরও আছে–তাবূকে তিনি বিশ দিন অবস্থান করেছেন এবং সলাত কসর আদায় করেছেন। হাদীসটির সকল রাবী সিকা (নির্ভরযোগ্য)। তবে এর মাওসুল হবার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।[৪৭৭]

حُكْمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ

সফর অবস্থায় যুহর ও আসর সলাত জমা (একত্র) করে আদায় করার বিধান

٤٣٨ - وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اِرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

৪৭৫. বুখারী ১০৮০, ৪২৯৮, ৪৩০০, তিরমিযী ৫৪৯, ইবনু মাজাহ ১০৭৫, আবূ দাউদ ১২৩০, হাদীসের প্রথম অংশটুকু বুখারী (১০৮০) নম্বর হাদীসে রয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশটুকু (৪২৯৮) নম্বর হাদীসে রয়েছে। তবে আবূ দাউদের ১২৩০ নং হাদীসে ১৭ দিন ১২৩১ নং হাদীসে ১৫ দিন, ১২৩২ নং হাদীসে ১৭ দিন উল্লেখ হয়েছে, যে গুলোকে হাদীস বেত্তাগণ সহীর বিপরীত বলে মন্তব্য বলেছেন। ইমাম বাইহাকী বলেন ১৭ দিন কথাটি ঠিক নয়। বিশুদ্ধ বর্ণনা হয়েছে ১৯ দিন। সুনানে আল কুবরা বাইহাকী ৩ খন্ড ১৫১ পৃষ্ঠা, নাসায়ীতে বর্ণিত (১৪৫৩) বর্ণিত হাদীসে ১৫ দিনের কথা উল্লেখ থাকলেও হাদীসটিতে علي بن زيد بن جدعان রয়েছে। তার সম্পর্কে احمد بن حنبل، يحي بن سعيد القطان তারা দুইজন বলেন তার হাদীস পরিত্যাগ করা হয়েছে।
আল মাজমু (৪/৩৬০) গ্রন্থে ইমাম নাবাবী বলেন, এই হাদীসের সনদে এমন রাবী রয়েছে যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবেনা।

৪৭৬. ইমরান বিন হুসাইন, ইমাম জয়লায়ী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। نصب الراية ২য় খন্ড ১৮৪ পৃষ্ঠা। ইমাম নববী তাঁর আল মাজমূ' (৪/৩৬০) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে এমন বর্ণনাকারী রয়েছেন যার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। শাইখ সুমাইর আয যুহাইরী বলেন, এর সনদে এর সনদে আলী বিন যায়দ বিন যাদআন রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

৪৭৭. আবূ দাউদ ১২৩৫, আহমাদ ১৩৭২৬।
খুলাসা (২/৭৩৩) গ্রন্থে ইমাম নাবাবী বলেন, এর সনদ সহীহ, কারণ তা বুখারী মুসলিমের সনদের শর্তে। আদদেরায়া (১/২১২) গ্রন্থে ইবনু হাজার বলেন, এর সকল রাবী বিশ্বস্ত আবূ দাউদ ও অন্যরা বলেন মামার এককভাবে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেনে।

وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي "الْأَرْبَعِيْنَ" بِإِسْنَادِ الصَّحِيْحِ: «صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ رَكِبَ» وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي "مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ": «كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَزَالَتْ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ»

৪৩৮। আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুহ্‌র বিলম্বিত করতেন এবং উভয় সলাত একত্রে আদায় করতেন। আর সফর শুরুর আগেই সূর্য ঢলে গেলে যুহ্‌র আদায় করে নিতেন। অতঃপর সওয়ারীতে উঠতেন।

আর হাকিমে আরবা'ঈন গ্রন্থে সহীহ সানাদে বর্ণিত আছে, তিনি [নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] যুহর ও 'আসরের উভয় সলাত আদায় করে (স্থান ত্যাগের জন্য) বাহনে আরোহণ করতেন।।

আবূ নু'আইম-এর 'মুস্‌তাখ্‌রাজি মুসলিম' -এ আছে ঃ তিনি [নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] সফরে থাকা কালীন যখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে যেত তখন তিনি যুহর ও 'আসরের সলাত একত্রে আদায় করতেন, তারপর রওয়ানা হতেন।[৪৭৮]

حُكْمُ جَمْعِ الْمُسَافِرِ سَائِرًا أَوْ نَازِلًا

মুসাফিরের চলন্ত ও অবস্থানরত অবস্থায় সলাত জমা করে আদায় করার বিধান

٤٣٩- وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৩৯। মু'আয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি ঐ সফরে যুহর ও 'আসর একত্রে এবং মাগরিব ও 'ইশা একত্রে পড়াতে থাকেন।[৪৭৯]

تَحْدِيْدُ مُسَافَةِ الْقَصْرِ

ক্বসর (সলাতের) দূরত্বের সীমারেখা

٤٤٠- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ مَوْقُوْفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

৪৪০। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–চার'বারিদ্'-এর কম দূরবর্তী স্থানের সফরে কসর করবে না। যেমন মাক্কা হতে 'উসফান পর্যন্ত। –দারাকুৎনী দুর্বল সানাদে। হাদীসটির মাওকুফ হওয়াই সঠিক, ইবনু খুযাইমাহ এটি এভাবেই সংকলন করেছেন।[৪৮০]

---

৪৭৮. বুখারী ১০৯২, ১১১১, ১১১২, মুসলিম ৭০৪, ৮৭৬, আবূ দাঊদ ১২০৪

৪৭৯. মুসলিম ৭০৬, তিরমিযী ৫৫৩, নাসায়ী ৫৮৭, আবূ দাঊদ ১২০৬, ১২০৮, ইবনু মাজাহ ১০৭০, আহমাদ ২১৫০৭, মুওয়াত্ত্বা মালেক ৩৩০, দারেমী ১৫১৫

৪৮০. আল মজমু (৪/৩২৮) আল খুলাসা (২/৭৩১) গ্রন্থে দ্বয়ে ইমান নাবাবী এই হাদীসের সনদকে অত্যন্ত দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন । সুবুলুস সালাম (২/৬৯) গ্রন্থে ইমাম সানয়ানী বলেন, এই হাদীসে আ: ওহাব বিন মুজাহিদ মাতরুক, সাওরী তাকে মিথ্যা প্রতিপুন্ন করেছে। ইবনে আব্বাস পর্যন্ত সনদ সহীহ। শরহে বুলুগুল মারাম (২/৩১৪)

الْقَصْرُ فِي السَّفَرْ افْضَلُ مِنَ الْاتْمَامِ

সফরে সলাত পূর্ণ করার চেয়ে ক্বসর করা উত্তম

٤٤١- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِيْنَ إِذَا أَسَاءُوْا اِسْتَغْفَرُوْا، وَإِذَا سَافَرُوْا قَصَرُوْا وَأَفْطَرُوْا» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مُخْتَصَرٌ.

৪৪১। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–আমার উম্মাতের মধ্যে উত্তম তারাই যারা মন্দ কাজ করে ফেললে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর যখন সফর করে তখন সলাত কসর করে ও রোযা মুক্ত অবস্থায় থাকে। –ত্ববারানী এটি আওসাত নামক গ্রন্থে দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন এবং সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের মুরসাল হাদীসরূপে বাইহাকীতে এটা সংক্ষিপ্তাকারে সঙ্কলিত হয়েছে।[৪৮১]

احْكَامُ صَلَاةِ الْمَرِيْضِ

অসুস্থ ব্যক্তির সলাত আদায়ের বিধান

٤٤٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَتْ بِي بَوَاسِيْرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ"» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৪৪২। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। তাই আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে সলাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন ঃ দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে, তা না পারলে বসে; যদি তাও না পার তাহলে শুয়ে।[৪৮২]

٤٤٣- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «عَادَ النَّبِيُّ مَرِيْضًا، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: "صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اِسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيْمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ"» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ.

গ্রন্থে ইবনু উসাইমিন বলেন হাদীসটি মুনকার। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে তা কোনভাবেই প্রমাণিত নয়। মাজমুয়া আর রাসায়েল ওয়াল আমায়েল (২/৩০৭) গ্রন্থে ইবনু তায়মিয়া বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এটা ইবনু আব্বাসের বক্তব্য। আল ফাতহুর রব্বানী (৬/ ৩১২৫), নায়লুল আওতার ৩/২৫৩, আদ দারাবী আল মুযীয়য়াহ শরহু দুরারুল বাহীয়া (১২৩) গ্রন্থেত্রয়েও ইমাম শাওক্বানী আঃ ওয়াহাব বিন মুজাহিদকে মাতরুক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

৪৮১. সহীহুল জামে ২৯০১, সিলসিলা যয়ীফা ৩৫৭১, গ্রন্থ দ্বয়ে আল বানী হাদীস টিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন । শরহ বুলুগুল মারাম (২/৩১৫) গ্রন্থে ইবনু উসাইমিন বলেন, হাদীসটি দুর্বল তবে এর অর্থ সহীহ। আল জামিউস স্বগীর (১৪৬২) গ্রন্থে সুয়ূতী, ও সবুলুস সালাম (২/৭০) গ্রন্থে সনয়ানী, হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন। মাজমাউয যাওয়াদে (২/১৬০) গ্রন্থে ইমাম হায়সামী বলেন এই হাদীসে ইবনু লাহিয়া সে বিতর্কিত। মাত্তাফে কাতুল খবর আল খবর (২/৪৬) গ্রন্থে ও ইবনু হাজার আসকালানী উক্ত রাবীকে বিতর্কিত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে তিনি বলেন আমি এর শাহিদ মারাসিলে সাইদ বিন মুসাইয়িবে পেয়েছি।

৪৮২. বুখারী ১১১৫, ১১১৬, ১১১৭, তিরমিযী ৩৭১, নাসায়ী ১৬৬০, আবূ দাউদ ৯৫১, ৯৫২, ইবনু মাজাহ ১২৩১, আহমাদ ১৯৩৮৬, ১৯৩৯৮।

৪৪৩। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক রুগ্ন ব্যক্তির খবরাখবর নিতে যান। ইত্যবসরে বালিশের উপর তাকে সলাতের সাজদাহ করতে দেখে তা টেনে ফেলে দিয়ে বললেন ঃ মাটির উপর সাজদাহ করতে সক্ষম হলে মাটির উপর সাজদাহ করে সলাত আদায় করবে। নতুবা এমনভাবে ইশারা করে সলাত আদায় করবে, তাতে রুকুর ইশারা হতে সাজদাহর ইশারায় মাথা অপেক্ষাকৃত বেশি নীচু করবে। –বাইহাকী, আবূ হাতিম এটির মাওকুফ হওয়াকেই সঠিক বলেছেন।

٤٤٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُبَابُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ

৪৪৪। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন–নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে 'চার জানু' পেতে বসে সলাত আদায় করতে দেখেছি। –হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় (১২) : জুমু'আর সলাত

التَّرْهِيبُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ

জুমা'আর সলাত পরিত্যাগকারীকে ভীতি প্রদর্শন

٤٤٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، «أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ - عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ- "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৪৫। 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার ও আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তাঁরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছেন যে, জুমু'আহ বর্জনের পাপ হতে লোক অবশ্য অবশ্য বিরত হোক, নতুবা আল্লাহ্ তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দেবেন, এরপর তারা গাফিল (ধর্মবিমুখ) হয়ে যাবে।[৪৮৩]

وَقْتُ الْجُمُعَةِ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে জুমু'আর সলাত আদায়ের সময়

٤٤٦- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ».

---

৪৮৩. মুসলিম ৮৬৫, নাসায়ী ১৩৭০ ইবনু মাজাহ ৭৯৪, ১১২৭, আহমাদ ২১৩৩, ২২৯০, দারেমী ১৫৭০, ودع এর অর্থ ঃ ترك তথা পরিত্যাগ করা।

৪৪৬। সালামাহ ইবনু আকওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে জুমু'আহ্র সলাত আদায় করে যখন বাড়ি ফিরতাম তখনও প্রাচীরের ছায়া পড়ত না, যে ছায়ায় আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। শব্দ বিন্যাস বুখারীর।

মুসলিমের শব্দ বিন্যাসে আছে ঃ আমরা সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাবার পর তাঁর সঙ্গে জুমু'আহর সলাত আদায় করতাম। তারপর ফিরার সময় ছায়া খুঁজতাম।[৪৮৪]

٤٤٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ: «فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

৪৪৭। সাহ্ল ইব্নু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আরো বলেছেন, জুমু'আহ (সালাতের) পরই আমরা কায়লূলাহ (দুপুরের শয়ন ও হাল্কা নিদ্রা) এবং দুপুরের আহার্য গ্রহণ করতাম। (শব্দ বিন্যাস মুসলিমের) ভিন্ন একটি বর্ণনায় আছে ঃ নাবী (ﷺ) এর যামানায় (এরূপ করতাম)।[৪৮৫]

صِحَّةُ الْجُمُعَةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا

১২ জন ব্যক্তির উপস্থিতিতে জুমু'আর সলাত বৈধ

٤٤٨- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৪৮। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) দাঁড়িয়ে খুত্বাহ দিচ্ছিলেন। এমন সময় শাম (সিরিয়া) হতে খাদ্যদ্রব্যবাহী উটের দল এসে পৌঁছল। এর ফলে মুসল্লীগণের মাত্র বারোজন ব্যতীত সকলেই সেখানে চলে গেল।[৪৮৬]

حُكْمُ مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

যে ব্যক্তি জুমু'আর সলাত এক রাক'আত পাবে তার বিধান

٤٤٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

৪৪৯। ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আহ বা অন্য সলাতের এক রাক্'আত জামা'আতের সঙ্গে পাবে, সে যেন অন্য এক রাক্আত তার সঙ্গে

---

৪৮৪. বুখারী ৪১৬৮, মুসলিম ৮৬০, নাসায়ী ১৩৯১, আবূ দাউদ ১০৮৫, ইবনু মাজাহ ১১০০, আহমাদ ১৬১১১, দারেমী ১৫৪৬

৪৮৫. বুখারী ৯৩৯, ৯৩৮, ৯৪১, ২৩৪৯, ৫৪০৩, ৬২৪৮, মুসলিম ৮৫৯, তিরমিযী ৫২৫, ইবনু মাজাহ ১০৯৯। আর এটা মুসলিম শরীফে আলী বিন হুজরের রিওয়ায়াত।

৪৮৬. বুখারী ৮৬৩, ৯৩৬, ২০৫৮, ২০৬৪, ৪৮৯৯, মুসলিম ৮৬৩, তিরমিযী ৩৩১১, আহমাদ ১৪৫৬০। انفتل শব্দের অর্থ ঃ انصرف তথা প্রস্থান করা, চলে যাওয়া।

মিলিয়ে নেয়, এতে তার সলাত পূর্ণ হয়ে যাবে। –শব্দ বিন্যাস দারাকুৎনীর। এর সানাদ সহীহ, তবে আবূ হাতিম এ হাদীসের সানাদের মুরসাল হওয়াটাকে শক্তিশালী করেছেন।[৪৮৭]

مَشْرُوْعِيَّةُ قِيَامِ الْخَطِيْبِ وَجُلُوْسِهِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

খতীবের দাঁড়ানো ও দুই খুতবাহ এর মাঝে বসা শরীয়তসম্মত

٤٥٠- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৪৫০। জাবির বিন সামূরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে খুত্‌বাহ দেয়ার পর (মিম্বারের) উপরেই বসতেন, তারপর পুনঃ দাঁড়িয়ে খুত্‌বাহ দিতেন। অতএব যে সংবাদ দিবে তিনি বসে খুতবাহ দিতেন সে অবশ্যই মিথ্যা বলল।[৪৮৮]

بَعْضُ صِفَاتِ الْخُطْبَةِ وَالْخَطِيْبِ

খুতবা ও খতীবের কিছু বৈশিষ্ট্য

٤٥١- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ، احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُوْلُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: «يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ» وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ».

৪৫১। জাবির বিন্ 'আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন খুতবাহ দিতেন তখন তাঁর চোখ দু'টি রক্তিম বর্ণ ধারণ করত ও আওয়াজ উঁচু হত, আর তাঁর ক্রোধ বেড়ে যেত; এমনকি মনে হত তিনি যে কোন শত্রু সৈন্য সম্বন্ধে আমাদেরকে সতর্ক করছেন। আর বলতেন সকাল-সন্ধ্যায় তোমরা আক্রান্ত হবে আর বলতেন–আম্মা বা'দু, উত্তম হাদীস আল্লাহ্‌র কিতাব; উত্তম হিদায়াত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিদায়াত; নিকৃষ্টতর কাজ হচ্ছে বিদ্‌'আত, প্রত্যেক বিদ্‌'আতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা।

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমু'আহর দিনে (খুত্‌বায়), আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা পাঠের পর পরই উচ্চকণ্ঠে বক্তব্য রাখতেন।

---

৪৮৭. নাসায়ী ৫৫৭, ইবনু মাজাহ ১১২৩

৪৮৮. বুখারী ৮৬২, তিরমিযী ৫০৮, নাসায়ী ১৪১৫, ১৪১৭, ১৪১৮, আবূ দাউদ ১০৯৪, ১০০১, ইবনু মাজাহ ১১০৫, ১১০৬, আহমাদ ২০২৮৯, ২০৩০৬, ২০৩২২, দারেমী ১৫৫৭, ১৫৫৯, পূর্ণাঙ্গ হাদীস ঃ আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সাথে দুই হাজারেরও অধিক সলাত পড়েছি।

মুসলিমের ভিন্ন একটি রিওয়ায়াতে আছে– "যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন তাকে গুমরাহ্ করার কেউ নেই, আর যাকে গুমরাহ্ করেন তাকে হিদায়াত করার কেউ নেই। আর নাসায়ীতে আছে ঃ প্রত্যেক গুমরাহী হচ্ছে জাহান্নামে যাবার কারণ।[৪৮৯]

اسْتِحْبَابُ تَقْصِيْرِ الْخُطْبَةِ وَاطَالَةِ الصَّلَاةِ

খুতবা সংক্ষিপ্ত ও সলাত লম্বা করা মুস্তাহাব

٤٥٢ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৫২। 'আম্মার বিন্ ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ "জুমু'আহ্র সলাত লম্বা করা ও খুত্বাহ সংক্ষিপ্ত করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক"।[৪৯০]

اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ {قٓ} فِيْ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর খুতবাতে সূরা ق (ক্বাফ) পড়া মুস্তাহাব

٤٥٣- وَعَنْ أُمِّ هِشَامِ بِنْتِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «مَا أَخَذْتُ: "ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ"، إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৫৩। উম্মু হিশাম বিন্তু হারিসাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–আমি সূরা (ক্বাফ) রসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যবান থেকে শিক্ষা করেছি। তিনি সূরাটি প্রতিটি জুমু'আহর খুত্বায় মিম্বরে উঠে পাঠ করতেন যখন লোকেদের মাঝে তিনি খুতবাহ দিতেন।[৪৯১]

وُجُوْبُ الْاَنْصَاتِ لِخُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর দুই খুতবাতে চুপ থাকা ওয়াজিব

٤٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُوْلُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

---

৪৮৯. মুসলিম ৮৬৭, নাসায়ী ১৫৭৮, আবূ দাউদ ২৯৫৪, ২৯৫৬, ইবনু মাজাহ ৪৫, ২৪১৬ আহমাদ ১৫৭৪৪, ১৩৯২৪, ১৪০২২, দারেমী ২০৬।

৪৯০. মুসলিম ৮৬৯, আহমাদ ১৭৮৫৩, ১৮৪১০, দারেমী ১৫৫৬, مئنة শব্দের অর্থ ঃ আলামত ও দলীল। হাদীসের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ একজন বক্তার মেধা বা প্রজ্ঞা জানা যায় তার জুমু'আর নামায লম্বা করা ও খুৎবা সংক্ষেপ করা থেকে।

৪৯১. মুসলিম ৮৭২, ৮৭৩, নাসায়ী ৯৪৯, ১৪১১, আবূ দাউদ ১১০০, ১১০২, আহমাদ ২৬৯০৯, ২৭০৮১।

৪৫৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-ইমামের খুত্‌বাহ দেয়ার সময় যে মুসল্লী কথা বলবে সে ভারবাহী গাধার মত; আর যে তাকে 'চুপ থাক' বলে তার জুমুআর হক আদায় হল না। - আহমাদ দোষমুক্ত সানাদে।[৪৯২]

٤٥٥ - وَهُوَ يُفَسِّرُ حَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ فِي "اَلصَّحِيْحَيْنِ" مَرْفُوْعًا: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

৪৫৫। এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা কর্তৃক সহীহাইনে বর্ণিত 'মারফূ'' হাদীসের তাফসীর। হাদীসটি হচ্ছে- জুমু'আহ্‌র দিন যখন তোমার পাশের মুসল্লীকে চুপ থাক বলবে, অথচ ইমাম খুত্‌বাহ দিচ্ছেন, তা হলে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে।[৪৯৩]

حُكْمُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ

খুতবা চলাকালীন সময়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায়ের বিধান

٤٥٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ فَقَالَ: "صَلَّيْتَ؟" قَالَ: لَا قَالَ: "قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৫৬। জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আহ্‌র দিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুত্‌বাহ দেয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সলাত আদায় করেছ কি? সে বলল, না; তিনি বললেন ঃ উঠ, দু' রাক'আত সলাত আদায় কর।[৪৯৪]

مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর সলাতে কোন্ সূরা পড়তে হয়

---

৪৯২. বুখারী ১৫৯৭, ১৬০৫, ১৬১০, মুসলিম ১২৭০, ১২৭১, তিরমিযী ৮৬০, নাসায়ী ২৯৩৬, ২৯৩৭, ২৯৩৮, আবূ দাঊদ ১৮৭৩, ইবনু মাজাহ ২৯৪৩, আহমাদ ১০০, ১৩২, ১৭৭, ১৫৫, মুওয়াত্তা মালেক ৮২৪, দারেমী ১৮৬৪। ইমাম হাইসামী তাঁর আল মাজমাউয যাওয়ায়িদ (২/১৮৭) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মুজালিদ বিন সাঈদ রয়েছেন যাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন। একটি বর্ণনায় ইমাম নাসায়ী তাকে সিক্বাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শওকানী তাঁর সাইলুল জাররার (১/৩০১), গ্রন্থে বলেন, উক্ত রাবীর ব্যাপারে হালকা বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর নাইলুল আওত্বার (৩/৩৩৪) গ্রন্থে বলেন, অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী যঈফ তারগীব (৪৪০), তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ (১৩৪২) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। তবে আহমাদ শাকের মুসনাদ আহমাদের তাহকীকে (৩/৩২৬) এর সনদকে হাসান বলেছেন।

৪৯৩. বুখারী ৯৩৪, মুসলিম ৮৫১, তিরমিযী ৫১২, নাসায়ী ১৪০১, ১৪০২, আবূ দাঊদ ১১১২, ইবনু মাজাহ ১১১০, দারিমী ১৪৪৮, ১৪৪৯, আহমাদ ৭২৮৮, ৭২৯৯, ৭৭০৬, মুওয়াত্তা মালেক ২৩২। لغوت শব্দের অর্থঃ যাইন ইবনুল মুনীর বলেন- সকল ব্যাখ্যাকারীগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, لغو হচ্ছে নিরর্থক, বাজে কথা বলা যা শোভনীয় নয়।

৪৯৪. বুখারী ৯৩০, ৯৩১, ১১৭০, মুসলিম ৫৬৫, ৮৭৫, তিরমিযী ৫১০, ১৩৯৫, ১৪০০, আবূ দাঊদ ১১৬, ১১১৫, ১১১৬, ইবনু মাজাহ ১১১২ , আহমাদ ১৩৭৫৯, ১৩৮৯৭, দারেমী ১৫৬, ১৫১১, ১৫৫১।

٤٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِيْنَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৫৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমুআহর সলাতে সূরা আল-জুমু'আহ ও সূরা আল্ মুনাফিকূন পাঠ করতেন।[৪৯৫]

٤٥٨- وَلَهُ: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بِـ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"، وَ: "هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ"».

৪৫৮। মুসলিমে নু'মান বিন্ বাশীর (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে–দু 'ঈদের সলাতে ও জুমুআহর সলাতে 'সাব্বি হিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা' ও 'হাল্ আতাকা হাদিসুল গ্বাশিয়্যাহ' সূরা দু'টি তিলাওয়াত করতেন।[৪৯৬]

سُقُوْطُ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ صَلَّى الْعِيْدَ اذَا اجْتَمَعَا

যখন ঈদের ও জুমু'আর সলাত একদিনে হবে তখন কেউ যদি ঈদের সলাত পড়ে নেয় তাহলে তাকে জুমু'আর সলাত পড়তে হবে না

٤٥٩- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ الْعِيْدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ"» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

৪৫৯। যায়দ বিন্ আর্‌কাম্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের সলাত আদায় করে (ঐ দিনের) জুমআহর সলাতের ছাড় দিয়ে বললেন, যার ইচ্ছা হয় সে জুমু'আহ আদায় করবে। -ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[৪৯৭]

الصَّلَاةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর পরের সলাত

٤٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৬০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–যখন তোমাদের কেউ জুমু'আহর সলাত আদায় করবে সে যেন জুমু'আহর সলাত আদায়ের পর চার রাক'আত সুন্নাত সলাত আদায় করে।[৪৯৮]

---

৪৯৫. মুসলিম ৮৭৯, তিরমিযী ৫২০, নাসায়ী ৯৫৬, ১৪২১, আবূ দাউদ ১০৪৭, ১০৭৪, ইবনু মাজাহ ৮২১, আহমাদ ১৯৯৪, ২৪৫২, ২৭৯৬।

৪৯৬. মুসলিম ৮৭৮, তিরমিযী ৫৩৩, নাসায়ী ১৪২৩, ১৪২৪, আবূ দাউদ ১১২২, ১১২৩, ইবনু মাজাহ ১১১৯, ইবনু মাজাহ ১৭৯১৪, ১৭৯১৬, ১৭৯৪২, মুওয়াত্তা মালেক ২৪৭, দারেমী ১৫৬৬, ১৫৬৭, ১৫৬৮,

৪৯৭. আবূ দাউদ ১০৭০, নাসায়ী ১৫৯১, ইবনু মাজাহ ১৩৭০, আহমাদ ১৮৮৩১০, দারিমী ১৬১২।

مَشْرُوْعِيَّةُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْفَرِيْضَةِ وَالنَّافِلَةِ

ফরয ও নফল সলাতের মাঝে পার্থক্য করা শরীয়তসম্মত

٤٦١- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ لَهُ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، حَتَّى تُكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوْصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৬১। সায়িব্ বিন্ ইয়াযিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। মু'আবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে বলেছেন যখন তুমি জুমু'আহর সলাত আদায় করবে তখন অন্য কোন (নফল) সলাতকে তার সঙ্গে মিলাবে না; যতক্ষণ না কথা বল বা বের হও। একথা নিশ্চিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের এক সলাতকে অন্য সলাতের সঙ্গে সংযোগ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যতক্ষণ না আমরা কথা বলি বা (সলাতের) স্থান ত্যাগ করি।[৪৯৯]

فَضْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আ দিবসের ফযীলত

٤٦٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৬২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–'যে ব্যক্তি গোসল করে' অতঃপর জুমু'আহর সলাতে হাজির হয় আর তার জন্য যতটা নির্দিষ্ট (বিধিবদ্ধ) থাকে ততটা সুন্নাত সলাত আদায় করে। তারপর খুত্বাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকে। তারপর ইমাম সাহেবের সঙ্গে সলাত আদায় করে, তাকে এক জুমু'আহ হতে অন্য জুমু'আহ পর্যন্ত কৃত গুনাহগুলো ক্ষমা দেয়া হয়–এর অতিরিক্ত আরো তিন দিন।[৫০০]

سَاعَةُ الْاجَابَةِ الَّتِيْ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর দিনে একটি সময়ে দু'আ কবুল করা হয়

٤٦٣- وَعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ».

৪৬৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমু'আহ্র দিন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র নিকট কিছু প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাকে অবশ্যই তা দিয়ে থাকেন এবং তিনি হাত

---

৪৯৮. মুসলিম ৮৮১, তিরমিযী ৫২৩, ৫২৪, নাসায়ী ১৪২৬, ১১৩১, ইবনু মাজাহ ১১৩২, আহমাদ ৯৪০৬, ১০১০৮, দারেমী ১৫৭৫

৪৯৯. মুসলিম ৮৮০, আবূ দাঊদ ১১২৯, আহমাদ ১৬৪২৪, ১৬৪৬৮

৫০০. মুসলিম ৮৫৭, তিরমিযী ৪৯৮, আবূ দাঊদ ১০৫০, ইবনু মাজাহ ১০৯০ আহমাদ ৯২০০

দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত। মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে ঃ নাবী (ﷺ) বললেন, এটা অতি স্বল্প সময় মাত্র।[৫০১]

٤٦٤- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ ﷺ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ.

৪৬৪। আবূ বুরদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি দু'আ কবুল হবার উক্ত সময়টি হচ্ছে খুত্‌বাহর জন্য ইমামের মিম্বারে বসার সময় হতে সলাত সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত। দারাকুৎনী এটাকে আবূ বুরদাহর নিজস্ব কথা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৫০২]

٤٦٥- وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه.

৪৬৫। 'আবদুল্লাহ্ বিন্ সালাম কর্তৃক ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে।

٤٦٦- وَجَابِرٍ ﷺ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ : «أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ» وَقَدْ اِخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا، أَمْلَيْتُهَا فِي "شَرْحِ الْبُخَارِيِّ".

৪৬৬। ও জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে[৫০৩] বর্ণিত হয়েছে ঃ 'উক্ত সময়টি হচ্ছে 'আসরের সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

এ সময়ের ব্যাপারে চল্লিশটিরও অধিক কওল (অভিমত) ব্যক্ত করা হয়েছে। বুখারীর টীকায় আমি এগুলো লিপিবদ্ধ করেছি।[৫০৪]

اشْتِرَاطُ الْعَدَدِ فِي الْجُمُعَةِ

জুমুআর জন্য (মুসল্লীর) সংখ্যা (অধিক হওয়া) শর্ত

٤٦٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৪৬৭। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চল্লিশ বা ততোধিক মুসল্লির জন্য জুমু'আহর সলাত (জামা'আতে) পড়া সিদ্ধ। –দারাকুৎনী দুর্বল সানাদে।[৫০৫]

---

৫০১. ৯৩৫, ৫২৯৫, ৬৪০০, মুসলিম ৮৪২, তিরমিযী ৪৯১, নাসায়ী ১৪৩০, ১৪৩১, ১৪৩২, আবূ দাউদ ১০৪৬, ইবনু মাজাহ ১১৩৭, আহমাদ ৭১১১, ৭৪২৩, ২৭৫৬৮, মুওয়াত্তা মালেক ২২২, ২৪২, দারেমী ১৫৬৯।

৫০২. মুসলিম ৮৫৩, আবূ দাউদ ১০৪৯
সুবুলুস সালাম (২/৮৭) ইমাম সনয়ানী বলেন, হাদীসটি এযতিরাব ও এনকেতার দোষে দুষ্ট। যয়ীফুল জামে (৬১৩) যয়ীফ আত-তারগীব (৪২৮) আবূ দাউদ ১০৪৯ গ্রন্থদ্বয়ে আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। হাশীয়া বুলুগুল মারাম (৩০৮) গ্রন্থে বিন বায বলেন, অধিকাংশ রাবীগণ আবূ বুরদা থেকে মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছে । মারফু হিসেবে শুধু মাখরামা বিন বুকাইর তার পিতা থেকে বর্ননা করেছে।

৫০৩. জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীস- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ জুমুআর দিন বার ঘন্টা। এর মধ্যে কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহর কাছে কোন কিছু চায় তবে তিনি নিজেই তা দেন। তাই তোমরা আসরের পর তা অন্বেষণ কর।

৫০৪. নাসায়ী ১৩৮৯, আবূ দাউদ ১০৪৮, ইবনু মাজাহ ১১৩৯

مَشْرُوْعِيَّةُ الدُّعَاءِ فِيْ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর সলাতে দু'আ করা শরীয়তসম্মত

٤٦٨- وَعَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ.

৪৬৮। সামুরাহ বিন্ জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'মিন ও মু'মিনাহ সকলের জন্য প্রতি জুমু'আহতে ক্ষমা চাইতেন–বায্যার দুর্বল সানাদে।[৫০৬]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْقِرَاءَةِ وَالْوَعْظِ فِي الْخُطْبَةِ

জুমু'আর খুতবাতে কুরআন পাঠ ও নসীহত করা বৈধ

٤٦٩- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ.

৪৬৯। জাবির বিন্ সামুরাহ থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুৎবাতে কুরআন হতে আয়াত পাঠ করে জনগণকে নসীহত করতেন। আবূ দাঊদ আর মুসলিমে এর মূল বক্তব্য রয়েছে।[৫০৭]

---

৫০৫. ইমাম সনয়ানী তাঁর সুবুলুস সালাম ২/৮৯ গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের সনদে আব্দুল আযীয বিন আব্দু রহমান রয়েছে। ইমাম আহমাদ তাঁর সম্পর্কে বলেন, সে হাদীস বর্ণনা করতে উল্টা-পাল্টা করত সেই হাদীসগুলো হয় মিথ্যা না হয় বানোয়াট। দারাকুতনী বলেন, সে মুনকারুল হাদীস । ইমাম যাহাবী তানকীহুত তাহকীক (১/২৭৭) গ্রন্থে উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন, মুহাদ্দীসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসির তাঁর ইরশাদুল ফকীহ ইলা মা'রিফাতি আদিল্লাতিত তানবীহ (১/১৯৪) গ্রন্থেও উক্ত রাবীকে মাতরূক বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু উসাইমীন তাঁর আশ-শারহুল সুমতে' (৫/৩৮ গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়।

৫০৬. ইমাম হায়সামী তাঁর মাজুমুয়াতুয যাওয়ায়েদ (২/১৯৩) গ্রন্থে বলেন, বায্যারের সনদে ইউসুফ বিন খালেদ আস সামতী নামক বর্ননাকারী রয়েছে সে দুর্বল। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (২/৯০) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইউসুফ বিন খালিদ আল বাসতী রয়েছেন, তিনি দুর্বল। ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়িদ (২/১৯৩) গ্রন্থেও অনুরূপ বলেছেন। ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম (২/৩৬৫) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। শাইখ সুমাইর আয যুহাইরী উক্ত হাদীসের সনদ উল্লেখ করেছেন এভাবে : حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي؛ يوسف بن خالد، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب بــه، وعنـــده زيـــادة মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, খালিদ বিন ইউসুফ দুর্বল, আর তার পিতা ইউসুফ বিন খালিদ আস সামতীকেও মুহাদ্দিসগণ বর্জন করেছেন। আর ইবনু মুঈন তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। এর সনদের অপরবর্ণনাকারী জা'ফর বিন সাদ বিন সামুরাহ শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন। খুবাইব বিন সুলাইমান হচ্ছেন মাজহুল বর্ণনাকারী। সনদের প্রতিটি বর্ণনাকারীর অবস্থা দেখে এ কথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই যে, ইবনু হাজার যে হাদীসটিকে 'লীন' বলেছেন, সে কথাটিও লীন।

৫০৭. মুসলিম ৮৬২, ৮৬৬, তিরমিযী ৫০৭, আবূ দাউদ ১০৯৩, ১০৯৪, ১১০৭, নাসায়ী ১৪১৫, ১৪১৭, ১৪১৮, ইবনু মাজাহ ১১০৫, ১১০৬, আবূ দাউদ ২০২৮৯
মুসলিমের শব্দ হচ্ছে- عن جابر بن سمرة، قال: "كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قـصدا، وخطبتـه قـصدا. জাবির বিন সামুরাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে একাধিক জুমুআ আদায় করেছি। এতে তার খুতবা ছিল মধ্যম এবং নামাযও ছিল মধ্যম।

بَيَانُ مَنْ لَا تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ

জুমু'আর সলাত যাদের উপর আবশ্যক নয় তাদের বর্ণনা

٤٧٠- وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ؓ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوْكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيْضٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُوْرِ عَنْ أَبِي مُوْسَى.

৪৭০ ত্বরিক বিন্ শিহাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, চার প্রকার লোক ব্যতীত জুমু'আহ প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামাআতে আদায় করা ফরয।[৫০৮]

(চার প্রকার হচ্ছে) : ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, বালক, পীড়িত –আবূ দাঊদ। তিনি বলেছেন, ত্বরিক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে শোনেননি। হাকিম এটি উক্ত ত্বরিকের মাধ্যমে আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। অতএব, হাদীসটি মাওসুল।

٤٧١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

৪৭১। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুসাফিরের জন্য জুমু'আহ ওয়াজিব নয় –ত্ববারানী দুর্বল সানাদে।[৫০৯]

اسْتِحْبَابُ اسْتِقْبَالِ الْاِمَامِ حَالَ الْخُطْبَةِ

খুতবা অবস্থায় ইমামের দিকে মুখ করে বসা

٤٧٢- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ؓ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ [إِذَا] اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

৪৭২। 'আবদুল্লাহ্ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বরাবর হয়ে মিম্বারে উঠতেন, তখন আমরা তাঁকে আমাদের সম্মুখে করে নিতাম। তিরমিযী দুর্বল সানাদে।[৫১০]

---

৫০৮. আবূ দাঊদ ১০৬৭

৫০৯. তাবারানী আল আওসাত্ব হাঃ ৮২২।

৫১০. তিরমিযী ২০৯, নাসায়ী ৬৭২, আবূ দাঊদ ৫৩১, ইবনু মাজাহ ৭১৪, আহমাদ ১৫৮৩৬, ১৭৪৪৩
ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসের একজন রাবী হচ্ছে মুহাম্মদ বিন আল ফযল বিন আতিয়্যাহ, আর সে হলো দুর্বল। (তিরমিযী ৫০৯) ইমাম শওকানী একই কথা বলেছেন, (নাইলুল আওতার (৩/৩২২) বিন বায তার হাশিয়া বুলুগুল মারামে বলেন, সে হচ্ছে দুর্বল (৩১১)। ইবনু হাজার বলেন, তাকে সকলেই মিথ্যাবাদী বলে জানত।
আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন শাহেদ থাকার কারণে। (ফাযলুস সালাত ১৫, মিশকাত ১৩৫৯, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ১৭৮০) ইবনে উসাইমীন বলেন, এর সনদ দুর্বল হলেও মতন শক্তিশালী।[] শারহে বুলুগুল মারাম ২/৩৭২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/২৬৩।
হাদীসটিকে ইবনু হাজার, (১৩৫) ইমাম শওকানী নাইলুল আওতার ৪/৯ গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।, ইবনে উসাইমীন শরহে বুলুগুল মারাম ২/৩৮৬ গ্রন্থে বলেন, এর মতনটি মুনকার, সহীহ নয়।

٤٧٣- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ اِبْنِ خُزَيْمَةَ.

৪৭৩। ইবনু খুযাইমাহ কর্তৃক সংকলিত বারাআ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসটি উক্ত হাদীসের শাহিদ সমার্থক।

حُكْمُ اعْتِمَادِ الْخَطِيْبِ عَلَى عَصَا اَوْ قَوْسٍ

খুতবা দেয়া অবস্থায় লাঠি বা ধনুকের উপর ভর করার বিধান

٤٧٤- وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: «شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

৪৭৪। হাকাম বিন হায্ন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে জুমু'আহ্র সলাতে উপস্থিত হলাম। তিনি লাঠি বা ধনুকের উপর ভর দিয়ে (খুত্বাহতে) দাঁড়ালেন।[৫১১]

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

অধ্যায় (১৩) : ভীতিকর অবস্থার সময় সলাত

كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ اذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِيْ غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ

যখন শত্রুরা কিবলা ব্যতিত অন্য দিকে হবে তখন সলাতুল খাওফ বা ভয়-ভীতি অবস্থার সলাত পাঠের পদ্ধতি

٤٧٥- عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، «عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ

ইবনু আদী তার আল কামিল ফিয যুআফা ১/১২ গ্রন্থে, ইবনুল কাইসারানী তার যাখীরুতুল হুফফায ৪/২০৩১ গ্রন্থে, ইমাম যাহাবী তার সিয়ারু আলামুন নুবালা ১২/৫৮৬ ও ২/১১৮ গ্রন্থে, ইমাম হাইসামী তার মাজমাউজ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে, ইমাম সানআনী তার সুবুলুস সালাম ২/১০০ গ্রন্থে, আলবানী তার সিলসিলা যঈফা ৪৩৯৪, যঈফুল জামে ৪৯১১, ইবনে উসাইমীন তার শারহে বুলুগুল মারামে ২/৩৮৬ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। এবং সকলেই এ হাদীসের একজন রাবী ওয়ালীদ বিন ফযলকে দুর্বল, মাতরুক, মাজহুল ইত্যাদি বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনু হিব্বান ও দারাকুতনীও তার ব্যাপারে একই মন্তব্য করেছেন।

৫১১. আবূ দাউদ ১০৯৬, আহমাদ ১৭৪০০। আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হাকাম বিন হাযন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে সাতজন অথবা নয়জনের একটি দল নিয়ে আসলাম। আমরা তাঁর নিকট প্রবেশ করে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা আপনার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি। আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করুন। আপনি আমাদেরকে কিছু করতে নির্দেশ দিন। আমরা তথায় কিছুদিন অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে জুমু'আর সালাতে উপস্থিত হলাম। তিনি একটি ধনুক অথবা লাঠির উপরে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসার পর বরকতময় সংক্ষিপ্ত কিছু ভাল কথা বললেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ নিশ্চয় তোমাদের যা কিছু আদেশ করা হয় তা তোমরা করতে সক্ষম নও। বরং তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বান করো এবং সুসংবাদ দিয়ে যাও।

اِنْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

وَوَقَعَ فِي "اَلْمَعْرِفَةِ" لِابْنِ مَنْدَهْ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ أَبِيْهِ.

৪৭৫। সালিহ ইবনু খাওয়াত (রাঃ) এমন একজন সহাবী থেকে বর্ণনা করেন যিনি যাতুর রিকা'র যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সলাতুল খাওফ আদায় করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে কাতারে দাঁড়ালেন এবং অপর দলটি থাকলেন শত্রুর সম্মুখীন। এরপর তিনি তার সঙ্গে দাঁড়ানো দলটি নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মুক্তাদীগণ তাদের সলাত পূর্ণ করে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর দ্বিতীয় দলটি এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাক'আত আদায় করে স্থির হয়ে বসে থাকলেন। এরপর মুক্তাদীগণ তাদের নিজেদের সলাত সম্পূর্ণ করলে তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন। শব্দ বিন্যাস মুসলিমের। এবং ইবনু মান্দাহ-এর 'মা'রিফা' নামক গ্রন্থে 'সালিহর পিতা (খাওয়াত) হতে' হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।[৫১২]

٤٧٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوْا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوْا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

৪৭৬। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে নাজ্‌দ এলাকায় যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমরা শত্রুর মুখোমুখী কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন। একদল তাঁর সঙ্গে সলাতে দাঁড়ালেন এবং অন্য একটি দল শত্রুর মুখোমুখী অবস্থান করলেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর সংগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নিয়ে এক রুকূ' ও দু'টি সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর এ দলটি যারা সলাত আদায় করেনি, তাঁদের স্থানে চলে গেলেন এবং তাঁরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)এর পিছনে এগিয়ে এলেন, তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁদের সঙ্গে এক রুকূ' ও দু' সাজদাহ্ করলেন এবং পরে সালাম ফিরালেন। অতঃপর তাদের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজে নিজে একটি রুকূ' ও দু'টি সাজদাহ্ (সহ সলাত) শেষ করলেন। শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[৫১৩]

كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ اِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِيْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ

যখন শত্রুরা কিবলামুখী থাকবে তখন সলাতুল খাওফ বা ভয়-ভীতি অবস্থার সলাত পাঠের পদ্ধতি

৫১২. বুখারী ৪১২৯, ৪১২৭, মুসলিম ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, তিরমিযী ৫৬৫, নাসায়ী ১৫৩৬, ১৫৩৭, ১৫৫২, আবূ দাউদ ১২৩৭, ১২৩৮, ১২৩৯, ইবনু মাজাহ ১২৫৯, মুওয়াত্তা মালেক ৪৪০ , ৪৪১

৫১৩. বুখারী ৯৪২, ৯৪৩, ৪১৩২, ৪১৩৪, ৪৫৩৫, মুসলিম ৮৩৯, তিরমিযী ৫৬৪, নাসায়ী ১৫৩৯, ১৫৪০, ১৫৪২, আবূ দাউদ ১২৪৩, ইবনু মাজাহ ১২৫৮, আহমাদ ৪১২৪, ৬৩১৫, ৬৩৯৫, মুওয়াত্তা মালেক ৪৪২, দারেমী ১৫২১

٤٧٧- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ وَكَبَّرْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُوْدَ، قَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ» فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوْا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلِ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي» فَذَكَرَ مِثْلَهُوَفِي آخِرِهِ: «ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ وَسَلَّمْنَا جَمِيْعًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৭৭। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে ভীতিকর অবস্থার সলাতে উপস্থিত ছিলাম। আমরা দুটি সারিতে সারিবদ্ধ হলাম, একটি সারি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে থাকলো, আর শত্রুসেনা দল আমাদের ও কিবলার মধ্যে রইলো। এ অবস্থায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আল্লাহু আকবার' বললেন। আমরাও সকলেই আল্লাহু আকবার বললাম। তারপর তিনি রুকূ' করলেন, আমরাও রুকূ' করলাম। তারপর তিনি রুকূ' হতে মাথা ওঠালেন, আমরাও একই সঙ্গে সকলেই মাথা ওঠালাম। তারপর তিনি তাঁর নিকটতম সারিটিসহ সাজদায় অবনমিত হয়ে পড়লেন আর পেছনের সারিটি সাজদায় না গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তাঁর সাজদাহ্ পূর্ণ হলে তাঁর নিকটের সারিটি দাঁড়াল।

অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেন। 'তারপর তিনি সাজদাহ্ করলেন ও তাঁর সঙ্গে প্রথম সারিও সাজদাহ্ করল। তারপর যখন তাঁরা দাঁড়ালেন তখন দ্বিতীয় সারি সাজদাহ্ করল। তারপর প্রথম সারি পিছিয়ে গেল ও দ্বিতীয় সারি অগ্রসর হল'–এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ এতেও বর্ণিত হয়েছে। এরই বর্ণনার শেষাংশে আছে–তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাম ফিরালে আমরাও সকলেই সালাম ফিরালাম।[৫১৪]

٤٧٨- وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ، وَزَادَ: «أَنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ».

৪৭৮। আবূ দাউদে আবূ আয়্যাশ যুরাকী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে আছে ঃ 'এ ঘটনাটি 'উস্ফান' নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল।'[৫১৫]

صَلَاةُ الْاِمَامِ بِكُلِّ طَائِفَةٍ بِرَكْعَتَيْنِ صَلَاةٌ مُنْفَرِدَةٌ

প্রত্যেক দলের সাথে ইমামের দু' রাকা'আত সলাত প্রত্যেকের দলের জন্য স্বতন্ত্র সলাত হিসেবে গণ্য হবে

٤٧٩- وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِيْنَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ».

---

৫১৪. বুখারী ৪১৩৭, মুসলিম ৮৪০, নাসায়ী ১৫৪৫, ১৫৩৬, ১৫৪৭, ইবনু মাজাহ ১২৬০, আহমাদ ১৪৫১১, ১৪৫০১

৫১৫. আবূ দাঊদ ১২৩৬, নাসায়ী ১৫৪৯, ১৫৫০

৪৭৯। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক নাসায়ীতে অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সহাবীদের একদলকে দু'রাক'আত সলাত পড়িয়েছিলেন, তারপর সালাম ফিরালেন। তারপর অন্যদলকে দু'রাক্আত সলাত আদায় করালেন, তারপর সালাম ফিরালেন।[৫১৬]

٤٨٠- وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ.

৪৮০। আবূ বাক্রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আবূ দাউদে অনুরূপ আরো একটা হাদীস রয়েছে।

جَوَازُ الْاقْتِصَارِ فِيْ صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ طَائِفَةٍ

প্রত্যেক দলের জন্য এক রাক'আত করে ভয়ের সলাত সীমাবদ্ধ করা বৈধ

٤٨١- وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوْا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৪৮১। হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভয়ের অবস্থায় (দু'দলের মধ্যে) একদলকে এক রাক্'আত ও অপর দলকে এক রাক্'আত পড়িয়েছেন। তাঁরা ঐ সলাত (আর) পূর্ণ করেননি। –আহমাদ, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী, ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন।[৫১৭]

٤٨٢- وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৪৮২। ইবনু খুযাইমাহ হতে ইবনু 'আব্বাস হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।[৫১৮]

٤٨٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৪৮৩। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– যে কোন পদ্ধতিতে হোক না কেন ভয়ের সময়ের সলাত হচ্ছে এক রাক্আত। –বায্যার দুর্বল সানাদে।[৫১৯]

سُقُوْطُ سُجُوْدِ السَّهْوِ فِيْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

ভয়ের সলাতে সাহউ- সাজদাহ নেই

٤٨٤- وَعَنْهُ مَرْفُوْعًا: «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

---

৫১৬. বুখারী ৪১২৭০, নাসায়ী ১৫৫২, ১৫৫৪

৫১৭. আহমাদ আবূ দাউদ ১২৪৬, নাসায়ী ১৫২৯, ১৫৩০।

৫১৮. সহীহঃ ইবনু খুযাইমাহ ১৩৪৪।

৫১৯. মুনকার: বায্যার ৬৭৮। ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার (৪/৯) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দুর্বল। ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম (২/৩৮৬) গ্রন্থে বলেন, متنه منكر ليس بصحيح হাদীসের মতন বা মূল কথা মুনকার, সহীহ নয়।

৪৮৪। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ভয়ের সলাতে 'সাহউ সাজদাহ' নেই। দারাকুৎনী দুর্বল সানাদে।[৫২০]

بَابُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ

অধ্যায় (১৪) : দু 'ঈদের সলাত

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الْفِطْرَ وَالصَّوْمَ مَعَ جَمَاعَةِ النَّاسِ

রোযার শুরু ও শেষ দলবদ্ধ হতে হবে

٤٨٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৪৮৫। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–'ঈদুল ফিত্‌র ঐটি যেটিতে জনগণ (রমাযানের সওম পালনের পর) সওমবিহীন কাটাবে আর 'ঈদুল আযহা হচ্ছে, যেদিন লোকেরা কুরবানী করে সেদিন।[৫২১]

حُكْمُ الصَّلَاةِ اذَا لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيْدِ الَّا بَعْدَ الزَّوَالِ

সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে ঈদের (চাঁদের খরব অবগত হলে) সলাত আদায়ের বিধান

٤٨٦- وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ ﷺ، «أَنَّ رَكْبًا جَاءُوْا، فَشَهِدُوْا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ أَنْ يُفْطِرُوْا، وَإِذَا أَصْبَحُوْا يَغْدُوْا إِلَى مُصَلَّاهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ -وَهَذَا لَفْظُهُ- وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

৪৮৬। আবূ 'উমাইর বিন্ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর চাচাদের (সহাবীদের) (ﷺ) নিকট থেকে বর্ণনা করে বলেন, একদল আরোহী এসে সাক্ষ্য দিল যে, গতকাল সন্ধ্যায় তারা আকাশে চাঁদ দেখেছে। ফলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ইফতার করতে বললেন ও পরদিন সকালে 'ঈদের ময়দানে যেতে নির্দেশ দিলেন। –এ শব্দ বিন্যাস আবূ দাউদের এবং তার সানাদ সহীহ্।[৫২২]

---

৫২০. দারাকুতনী ২/৫৮/১। ইবনু আদী তাঁর আল কামিল ফিয যুআফা (৭/১২) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবদুল হামীদ বিন আস সিররী রয়েছেন যিনি মাজহুল বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম যাহাবী তাঁর মীযানুল ই'তিদাল (২/১১৮) গ্রন্থে বলেন, আস সিরী বিন আবদুল হামীদ মাতরূকুল হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ থেকে একই হাদীস এসেছে যেটিকে তিনি একই গ্রন্থে (২/৫৪১) একে মুনকার বলেছেন। ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর আল'জামেউস সগীর (৭৬৪৪) গ্রন্থে উক্ত দুটি বর্ণনাকেই দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী যঈফুল জামে (৪৯১১), সিলসিলা যঈফা (৪৩৯৪) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।

৫২১. তিরমিযী ৮০২।

৫২২. আবূ দাউদ ১২৫৭, নাসায়ী ১৫৫৭, ইবনু মাজাহ ১৬৫৩, আহমাদ ২০০৫৬, ২০০৬১

الْأَكْلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ

ঈদুল ফিত্বরের দিন (ঈদগাহে) যাওয়ার পূর্বে পানাহার করা

٤٨٧- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ -وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ-: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا.

৪৮৭। আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ঈদুল ফিত্‌রের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। বুখারী ভিন্ন একটি মু'আল্লাক (বিচ্ছিন্ন) সূত্রে যেটি আহমাদ সংযুক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন (সেখানে আছে এভাবে) "ঐ খেজুরগুলো তিনি একটি একটি করে খেতেন।[৫২৩]

حُكْمُ الْأَكْلِ يَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ الْخُرُوْجِ

ঈদুল আয্‌হার দিবসে (ঈদগাহে) বের হওয়ার পূর্বে পানাহারের বিধান

٤٨٨- وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ﷺ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৪৮৮। 'আবদুল্লাহ্ বিন বুরায়দাহ তাঁর পিতা বুরাইদাহ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিত্‌র-এর দিন কিছু না খেয়ে বের হতেন না। আর 'ঈদুল আযহার দিন সলাতের পূর্বে কিছু খেতেন না। –ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৫২৪]

حُكْمُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ لِصَلَاةِ الْعِيْدِ

ঈদের সলাতের জন্য মহিলাদের বের হওয়ার বিধান

٤٨٩- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيْدَيْنِ؛ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৮৯। উম্মু আতীয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আদিষ্ট হতাম সাবালিকা, যুবতী ও হায়িযা মেয়েদেরকে 'ঈদগাহে নিয়ে যাবার জন্য। তারা হাজির হবে পুণ্য কাজে এবং মুসলিমদের দু'আয় সামিল হবে, তবে হায়িযা নারীরা সলাত আদায়ের স্থান হতে দূরে অবস্থান করবে।[৫২৫]

---

৫২৩. বুখারী ৯৫৩, তিরমিযী ৫৪৩, আহমাদ ১১৮৫৯, ১৩০১৪ ইবনু মাজাহ ১৭৫৪

৫২৪. তিরমিযী ৫৪২, ইবনু মাজাহ ১৭৫৬, আহমাদ ২২৪৭৪, ২২৫৩৩, দারেমী ১৬০০
বিন বায তার হাশিয়া বুলুগুল মারাম ৩১৯ গ্রন্থে এ হাদীসের সনদকে উত্তম বলেছেন, ইবনু হাজার তার ফতহুল বারী ২/৫১৯ গ্রন্থে বলেন, এর সনদ নিয়ে সমালোচনা আছে, ইমাম যাহাবী তার মীযানুল ইতিদাল ১/৩৭৩ গ্রন্থে বলেন, এর মুতাবাআত রয়েছে। আলবানী তার তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ১৩৮৫, তিরমিযী ৫৪২ গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন। ইমাম সুয়ূতী জামেউস সগীর ৬৮৮২ গ্রন্থেও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৫২৫. বুখারী ৩২৪, ৩৫১, ৯৭১, ৯৭৪, ৯৮০, ৯৮১, ১৬৫২, মুসলিম ৮০৯০, তিরমিযী ৫৩৯, নাসায়ী ৩৯০, ১৫৫৮, ১৫৫৯, আবূ দাঊদ ১৩৩৬, ১১৩৯, ইবনু মাজাহ ১৩০৭, ১৩০৩, আহমাদ ২০২৬৫, দারেমী ১৬০৯।

تَقْدِيْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের দিন খুতবার পূর্বে সলাত আদায় করতে হবে

٤٩٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ : «كَانَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ: يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৯০। ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাক্‌র এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উভয় 'ঈদের সলাত খুত্‌বার আগে আদায় করতেন।[৫২৬]

حُكْمُ النَّافِلَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيْدِ وَبَعْدَهَا

ঈদের সলাতের পূর্বে ও পরে নফল সলাত পড়ার বিধান

٤٩١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

৪৯১। ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ঈদুল ফিত্‌রে দু' রাক'আত সলাত আদায় করেন। এর পূর্বে ও পরে কোন সলাত আদায় করেননি।[৫২৭]

تَرْكُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْعِيْدِ

ঈদের সলাত আযান ও ইক্বামত হীন

٤٩٢- وَعَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيْدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

৪৯২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে আরও বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের সলাত আযান ও ইকামাত ব্যতীতই আদায় করেছেন। -এর মূল বক্তব্য বুখারীতে রয়েছে।[৫২৮]

جَوَازُ التَّطَوُّعِ بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الرُّجُوْعِ مِنَ الْمُصَلَّى

ঈদগাহ থেকে (বাড়িতে) প্রত্যাবর্তন করার পর দু' রাক'আত নফল পড়া বৈধ

٤٩٣- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৪৯৩। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের সলাতের আগে কোন সলাত আদায় করতেন না। তবে তিনি তাঁর বাড়িতে ফিরে আসার পর দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন। –ইবনু মাজাহ হাসান সানাদে।[৫২৯]

---

৫২৬. বুখারী ৯৫৭, ৯৬৩, মুসলিম ৮৮৮, তিরমিযী ৫৩১, নাসায়ী ১৫৬৪, ইবনু মাজাহ ১২৭৬, আহমাদ ৫৬৩০

৫২৭. বুখারী ৯৮, ৮৫৩, ৯৬২, ৯৬৪, ৯৭৭, মুসলিম ৮৪৪, ৮৮৬, নাসায়ী ১৫৬৯, আবূ দাউদ ১১৪২, ১১৪৭, ইবনু মাজাহ ১২৭৩, ১২৭৪, আহমাদ ১৯০৫, ১৯৮৪, ২০৬৩, দারেমী ১৬০৩, ১৬১০

৫২৮. বুখারী ৯৮, ৮৫৩, ৯৬২, ৯৬৪, ৯৭৭, মুসলিম ৮৪৪, ৮৮৬, নাসায়ী ১৫৬৯, আবূ দাউদ ১১৪২, ইবনু মাজাহ ১২৭৩, ১২৭৪, আহমাদ ১৯০৫, ১৯৮৪, ২০৬৩, দারেমী ১৬০৩, ১৬১০

৫২৯. ইবনু মাজাহ ১২৯৩, আহমাদ ১০৮৪২, ১০৯৬২

مَشْرُوْعِيَّةُ صَلَاةِ الْعِيْدِ فِي الْمُصَلَّى وَخُطْبَةِ النَّاسِ

ঈদগাহে ঈদের সলাত ও জনগণকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দেয়া শরীয়তসম্মত

٤٩٤- وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ -وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوْفِهِمْ- فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৯৪। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ঈদুল ফিত্‌র ও 'ঈদুল আযহার দিন 'ঈদমাঠে যেতেন এবং সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ শুরু করতেন তা হল সলাত। আর সলাত শেষ করে তিনি লোকেদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা তাঁদের কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাঁদের নাসীহাত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন।[৫৩০]

التَّكْبِيْرُ فِيْ صَلَاةِ الْعِيْدِ وَعَدَدُهُ

ঈদের সলাতে তাকবীর ও তার সংখ্যা

٤٩٥- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ «التَّكْبِيْرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُوْلَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيْحَهُ.

ইবনু হাজার তার দিরায়াহ ১/২১৯ গ্রন্থে, ইমাম শওকানী নাইলুল আওতার (৩/৩৭০) গ্রন্থে, আলবানী সহীহ ইবনু মাজাহ (১০৭৬), সহীহুল জামে (৪৮৫৯) গ্রন্থে, ইমাম সুয়ূতী জামেউস সগীর (৬৮৯৭) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইমাম শওকানী বলেন, এর সনদে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন উকাইল রয়েছেন আর তার সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে।

৫৩০. বুখারী ৩০৪, ১৪৬২, ১৯৫১, মুসলিম ৮০, ৮৮৯, নাসায়ী ১৫৭৬, ১৫৭৯, ইবনু মাজাহ ১২৮৮, আহমাদ ১০৬৭৫, ১০৮৭০। পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছে, فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم! فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة যদি তিনি কোন সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের আলাদা করে নিতেন। অথবা যদি কোন বিষয়ে নির্দেশ জারি করার ইচ্ছা করতেন তবে তা জারি করতেন। অতঃপর তিনি ফিরে যেতেন। আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, লোকেরা বরাবর এ নিয়মই অনুসরণ করে আসছিল। অবশেষে যখন মারওয়ান মাদীনাহ্‌র 'আমীর হলেন, তখন 'ঈদুল আযহা বা 'ঈদুল ফিত্‌রের উদ্দেশে আমি তাঁর সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন 'ঈদমাঠে পৌঁছলাম তখন সেখানে একটি মিম্বর দেখতে পেলাম, সেটি কাসীর ইব্‌নু সাল্‌ত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তৈরি করেছিলেন। মারওয়ান সলাত আদায়ের পূর্বেই এর উপর আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। আমি তাঁর কাপড় টেনে ধরলাম। কিন্তু তিনি কাপড় ছাড়িয়ে খুত্‌বাহ দিলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা (রসূলের সুন্নাত) পরিবর্তন করে ফেলেছ। সে বলল, হে আবূ সা'ঈদ! তোমরা যা জানতে, তা গত হয়ে গেছে। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যা জানি, তা তার চেয়ে ভাল, যা আমি জানি না। সে তখন বলল, লোকজন সলাতের পর আমাদের জন্য বসে থাকে না, তাই ওটা সলাতের আগেই করেছি।

৪৯৫। 'আম্র বিন্ শুয়াইব হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'ঈদুল ফিতর-এর সলাতে অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে প্রথম রাক'আতে সাত ও পরবর্তী রাক'আতে পাঁচ আর কিরাআত পাঠ উভয় ক্ষেত্রেই তাকবীরের পর। –আবূ দাঊদ[৫৩১] তিরমিযী হাদীসটি বুখারী থেকে নকল করেছেন, বুখারী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।[৫৩২]

مَا يُقْرَا بِهِ فِيْ صَلَاةِ الْعِيْدِ

ঈদের সলাতে যা পড়তে হবে

٤٩٦- وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِـ (ق)، وَ (اقْتَرَبَتْ)» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৪৯৬। আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আয্হার সলাতে সূরা 'ক্বাফ' ও সূরা 'ইক্তারাবাত (সূরা ক্বামার)' পাঠ করতেন।[৫৩৩]

مَشْرُوْعِيَّةُ مُخَالَفَةِ الطَّرِيْقِ اذَا خَرَجَ لِلْعِيْدِ

ঈদের সলাতের জন্য বের হলে রাস্তা পরিবর্তন শরীয়তসম্মত

٤٩٧- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيْدِ خَالَفَ الطَّرِيْقَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

৪৯৭। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'ঈদমাঠে আসা যাওয়ার সময় রাস্তা পরিবর্তন করতেন।[৫৩৪]

٤٩٨- وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوُهُ.

৪৯৮। আবূ দাঊদ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫৩৫]

اسْتِحْبَابُ اظْهَارِ السُّرُوْرِ فِي الْعِيْدَيْنِ

দু' ঈদে আনন্দ প্রকাশ করা মুস্তাহাব

٤٩٩- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ: "قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

---

৫৩১. হাদীসটি সহীহ। আবূ দাঊদ তা বর্ণনা করেছেন। যদিও হাদীসটির মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, তবুও এর শাহেদ হাদীস থাকার কারণে তা সহীহ।

৫৩২. আবূ দাঊদ ১১৫১, ১১৫২, ইবনু মাজাহ ১২৭৮।

৫৩৩. মুসলিম ৮৯১, তিরমিযী ৫৬৪, নাসায়ী ১৫৬৭, আবূ দাঊদ ১১৫৪, আহমাদ ২১৪০৪, মুওয়াত্তা মালেক ৪৩৩

৫৩৪. বুখারী ৯৮৬

৫৩৫. আবূ দাঊদ ১১৫৬, ইবনু মাজাহ ১১৯৯। আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন এক রাস্তা দিয়ে যেতেন আর অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরতেন।

৪৯৯। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মাদীনাহতে আগমন করেন সে সময় তারা (মদীনাহ্‌বাসীগণ) দু'টো দিনে খেলাধূলা করত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে এ দু'টোর পরিবর্তে উত্তম দু'টো দিন দিয়েছেন। আযহার দিন, ফিত্‌রের দিন। আবূ দাঊদ, নাসায়ী উত্তম সানাদ সহকারে।[৫৩৬]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْخُرُوْجِ الَى الْعِيْدِ مَاشِيًا

ঈদের মাঠে হেঁটে যাওয়া শরীয়তসম্মত

٥٠٠- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

৫০০। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,–সুন্নাত হচ্ছে ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া–তিরমিযী একে হাসানরূপে বর্ণনা করেছেন।[৫৩৭]

جَوَازُ صَلَاةِ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ لِعُذْرٍ

কোন সমস্যার কারণে ঈদের সলাত মসজিদে পড়া বৈধ

٥٠١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَاةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ.

৫০১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। ঈদের দিনে বৃষ্টি নামায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে তাঁদের নিয়ে ঈদের সলাত আদায় করেছিলেন। –আবূ দাঊদ দুর্বল সানাদে।[৫৩৮]

بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ

অধ্যায় ঃ (১৫) : চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সলাত

---

৫৩৬. আবূ দাঊদ ১১৩৪, নাসায়ী ১৫৫৬, আহমাদ ১১৫৯৫, ১২৪১৬।

৫৩৭. তিরমিযী ৫৩০, ইবনু মাজাহ ১২৯৬
ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার (৩/৩৫২) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের সনদে খালিদ বিন ইলিয়াস রয়েছেন যিনি শক্তিশালী রাবী নন, এরূপ মন্তব্য করেছেন বাযযার। ইবনু মুঈন ও ইমাম বুখারী বলেন, সে মানসম্পন্ন রাবী নয়। ইমাম আহমাদ ও নাসায়ী তাকে মাতরুক হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইমাম নববী তাঁর মাজমূ (৫/১০) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের সনদের উৎস হচ্ছে হারিস আল আওয়া থেকে যার যঈফ হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ ঐকমত্য। ইবনু উসাইমীনও তাঁর মাজমু ফাতাওয়া (২০/৪০৯) গ্রন্থে উক্ত রাবীদের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। অনুরূপভাবে হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারী (২/৫২৩) গ্রন্থেও এর সনদকে যঈফ বলেছেন।

৫৩৮. আবূ দাঊদ ১১৬০, ইবনু মাজাহ ১২১৩।
ইমাম নববী তাঁর খুলাসা (২/৮২৫) গ্রন্থে এর সনদকে হাসান বলেছেন। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার (৩/৩৫৯) গ্রন্থে এর সনদে একজন মাজহূল রাবীর কথা বলেছেন। আলবানীও সালাতুল ঈদাইন গ্রন্থে (৩২) ও ইমাম সানআনী সুবুলুস সালাম (২/১১) গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন। ইবনুল কাত্তান আল-ওয়াহম ওয়াল ইহাম (৫/১৪৪) গ্রন্থেও হাদীসটিকে অশুদ্ধ বলেই ইঙ্গিত করেছেন। আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ (১৩৯৩), ও আবূদাউদ (১১৬০) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল অভিহিত করেছেন। বিন বায হাশিয়া বুলুগুল মারাম (৩২৪) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ঈসা বিন আবদুল আলা বিন ফুরুওয়া রয়েছেন যিনি মাজহূল। মুহাদ্দিস আযীমাবাদীও আওনুল মাবূদ (৪/১৭) গ্রন্থে উক্ত রাবীকে মাজহূল হিসেবেই আখ্যায়িত করেছেন।

الْحِكْمَةُ مِنَ الْكُسُوْفِ، وَمَاذَا يُصْنَعُ اذَا وَقَعَ

চন্দ্র সূর্যগ্রহণের রহস্য ও যখন তা সংঘটিত হবে তখনকার করণীয়

٥٠٢- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ: «اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ، فَقَالَ النَّاسُ: اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ ابْرَاهِيْمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا، فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوْا، حَتَّى تَنْكَشِفَ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى يَنْجَلِيَ».

৫০২। মুগীরাহ ইব্‌নু শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় যে দিন (তাঁর পুত্র) ইবরাহীম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইন্‌তিকাল করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা তখন বলতে লাগল, ইব্‌রাহীম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন তা দেখবে, তখন গ্রহণমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করবে এবং সলাত আদায় করবে।[৫৩৯] বুখারীর ভিন্ন একটি বর্ণনায় আছে–(গ্রহণমুক্ত হয়ে) 'পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত'।[৫৪০]

٥٠٣- وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ «فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ».

৫০৩। আর বুখারীতে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে আছে ঃ এ অবস্থা দূর না হওয়া পর্যন্ত সলাত আদায় করবে এবং দু'আ করতে থাকবে।[৫৪১]

مَشْرُوْعِيَّةُ النِّدَاءِ لِصَلَاةِ الْكُسُوْفِ وَالْجَهْرُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সলাতের জন্য আযান ও তাতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পাঠ করা শরীয়তসম্মত

٥٠٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.

৫০৪। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্যগ্রহণের সলাতে[৫৪২] তাঁর কিরাআত সশব্দে পাঠ করেন এবং চার রুকূ' ও চার সাজদাহ্‌সহ দু' রাক'আত সলাত আদায় করেন। এটা মুসলিমের শব্দ বিন্যাস। মুসলিমেরই অন্য বর্ণনায় আছে ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সলাতের জামা'আতের

---

৫৩৯. ইমাম বুখারী এবং মুসলিম (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনায় فَقَالَ النَّاسُ কথাটির যেমন উল্লেখ নেই তেমনি বুখারীর বর্ণনায় حتى تنكشف শব্দটির উল্লেখ নেই।

৫৪০. বুখারী ১০৪৩, ১০৬১, ৬১৯৯, মুসলিম ৯১৫, আহমাদ ১৭৬৭৬, ১৭৭১৩

৫৪১. বুখারী ১০৪০, ১০৪৮, ১০৬২, ১০৬৩, নাসায়ী ১৪৫৯, ১৪৬৩, ১৪৯১

৫৪২. বুখারী এবং মুসলিমে الخسوف শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

ঘোষণার জন্য ঘোষণাকারী পাঠাতেন ঃ (এই বলার জন্য) 'আস্‌সালাতু জামি'আহ্' (অর্থঃ) জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের জন্য (হাজির হও)।[৫৪৩]

كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সলাতের পদ্ধতি

٥٠٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : «اِنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا، وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ، [ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا، وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ]، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا، وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৫০৫। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন সলাত আদায় করেন এবং তিনি সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ পাঠ করতে যত সময় লাগে সে পরিমাণ দীর্ঘ কিয়াম করেন। অতঃপর দীর্ঘ রুকূ' করেন। অতঃপর মাথা তুলে পুনরায় দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ' করলেন। তবে তা প্রথম রুকূ'র চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি সাজদাহ্ করেন। আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর আবার দীর্ঘ রুকূ' করেন, তবে তা পূর্বের রুকূ'র চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিয়াম করলেন, তবে তা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ' করেন, তবে তা প্রথম রুকূ' অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি সাজদাহ্ করেন এবং সলাত শেষ করেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেছে। তারপর লোকেদের জন্য একটি ভাষণ দিলেন।[৫৪৪] –শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[৫৪৫]

---

৫৪৩. বুখারী ১০৬৫, ১০৬৬, ১০৪৪, ১০৪৬, ১০৪৭, মুসলিম ৯০১

৫৪৪. فخطب الناس উক্তিটি হাদীসের নাস নয়। বরং তা ইমাম হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রঃ) এর অভিব্যক্তি। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতের পরই খুতবা দিতেন। তারপর তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা হতে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। তিনি বললেন ঃ আমিতো জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে দুনিয়া কায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। অতঃপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কী কারণে? তিনি বললেন ঃ তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহ্‌সান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি

Contents

٥٠٦- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «صَلَّى حِيْنَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ».

৫০৬। মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে–সূর্যগ্রহণ লাগলে তিনি আট রুকূ' ও চার সাজদাহতে (দু-রাক্আত) সলাত আদায় করলেন।[৫৪৬]

٥٠٧- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ مِثْلُ ذَلِكَ.

৫০৭। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٥٠٨- وَلَهُ: عَنْ جَابِرٍ ﷺ «صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ».

৫০৮। মুসলিমে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৬টি রুকূ' ও চারটি সাজদাহতে (দু'রাক্আত) সলাত আদায় করেছিলেন।

٥٠٩- وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ: «صَلَّى، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ».

৫০৯। আবূ দাউদে উবাই বিন্ কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–পাঁচ রুকূ' ও দু' সাজদাহতে এ সলাত আদায় করলেন। দ্বিতীয় রাক্আতেও তাই করলেন।[৫৪৭]

مَا يُقَالُ عِنْدَ هُبُوْبِ الرِّيْحِ

বাতাস জোরে প্রবাহিত হলে বা ঝড়ের অবস্থায় যা বলতে হয়

٥١٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَا هَبَّتْ رِيْحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا"» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

৫১০। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রবল ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাঁটু পেতে বসে পড়তেন আর এই বলে দু'আ করতেন– হে আল্লাহ! তুমি একে আমাদের জন্য রহমত (কল্যাণপ্রসূ) কর আর তাকে তুমি 'আযাবে পরিণত করো না। –শাফি'ঈ ও ত্ববারানী।[৫৪৮]

সারা জীবন সদাচরণ কর, অতঃপর সে তোমার হতে (যদি) সামান্য ত্রুটি পায়, তা হলে বলে ফেলে, তোমার কাছ থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না।

৫৪৫. বুখারী ২৯, ৪৩১, ৪৪৮, ১০৪৬, ১০৪৭, ১০৫২, মুসলিম ৯০৭, ১৪৯৩, আহমাদ ১৮৬৭

৫৪৬. মুসলিম ৯০৮ সহীহ। ইমাম বাইহাকী তার সুনানুল কুবরা (৩/৩২৭) গ্রন্থে বলেন, ইমাম বুখারী এ সংক্রান্ত ব্যাপারে চার রুকু ও চার সাজদা ব্যাতীত অন্য কোন রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন নি। ইমাম বাযযার আল বাহরুয যিখার (১১/১৩৮) গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

৫৪৭. আবূ দাউদ ১১৮২, আহমাদ ১০৭১৯

বিন বায বুলুগুল মারামের হাশিয়ায় (৩২৮) বলেন, এর সনদে আবূ জাফর আররাযী নামক দুর্বল রাবী রয়েছেন। স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে তার দলীল অগ্রহণযোগ্য। ইমাম যায়লায়ী নাসবুর রায়াহ (২/২২৭) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবূ জাফর আর রাযী ঈসা বিন আবদুল্লাহ বিন মাহান রয়েছেন যিনি সমালোচিত। আলবানী আবূ দাউদের (১১৮২) নং হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আবদুল বার (৩/৩১১) বলেন, এর সনদ শক্তিশালী নয়। ইমাম নববী আল খুলাসা (২/৮৫৮) গ্রন্থে এর সনদে দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন।

حُكْمُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الزَّلْزَلَةِ وَصِفَتِهَا

ভূমিকম্পের সময় সলাত পড়ার বিধান ও তার বর্ণনা

٥١١- وَعَنْهُ: «أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৫১১। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভূমিকম্পের সময় ছ'টি রুকূ' ও চারটি সাজদাহতে (দু'রাক্'আত) সলাত আদায় করলেন, এবং তিনি বললেন, এরূপ হচ্ছে-আল্লাহ্‌র বিশেষ নিদর্শন প্রকাশকালের সলাত।

٥١٢- وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ.

৫১২। শাফি'ঈ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অনুরূপ একটি হাদীস উধৃত করেছেন উক্ত হাদীসের শেষাংশ ব্যতীত।

بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

অধ্যায় (১৬) : সলাতুল ইসতিসকা বা বৃষ্টির জন্য সলাত

مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَكَيْفِيَّةِ الْخُرُوجِ لَهَا

বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত শরীয়তসম্মত ও সলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পদ্ধতি

٥١٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «خَرَجَ النَّبِيُّ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

৫১৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিনয়ী ও নম্রভাবে, সাধারণ পোশাক পরে, ভীত বিহ্বল হয়ে রওয়ানা করে ধীরপদে (মাঠে) পৌঁছে দু' রাক'আত সলাত পড়লেন, যেভাবে তিনি ঈদের সলাত পড়েন। কিন্তু তিনি তোমাদের এই খুতবাহ্‌র ন্যায় খুতবাহ দেননি। -তিরমিযী, আবূ 'আউয়ানাহ ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৫৪৯]

كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَخُطْبَتِهِ

বৃষ্টি প্রার্থনার সলাতের পদ্ধতি ও তার খুতবা

---

৫৪৮. নাসিরুদ্দীন আলবানী তাখরীজ মিশকাত (১৪৬৪) এর সনদকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন, সিলসিলা যঈফা (৫৬০০) গ্রন্থে বলেছেন, এ সংক্রান্ত সবই মুনকার। ইমাম যায়লায়ী তাখরীজুল কাশশাফ (৩/৫৯) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে হুসাইন বিন কায়েস রয়েছে যাকে ইমাম আহমাদ ও নাসায়ী দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। এর অন্য একটি সনদ রয়েছে। আলবানীর সিলসিলা যঈফা (৪২১৭) গ্রন্থেও হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন

৫৪৯. আবূ দাউদ ১১৬৫, ১১৬৬, তিরমিযী ৫৫৮, নাসায়ী ১৫০৬, ১৫০৮। ইবনু হিব্বান হাঃ ২৮৬২। تبذل শব্দের অর্থ ঃ সাজসজ্জা পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক বেশভুষা ধারণ করা। আর ترسل হচ্ছেঃ হাঁটা-চলায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া না করা।

٥١٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قُحُوْطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ، فَخَرَجَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدَبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِيْنٍ" ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: "غَرِيْبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ" وَقِصَّةُ التَّحْوِيْلِ فِي "اَلصَّحِيْحِ" مِنْ:

৫১৪। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন– লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে অনাবৃষ্টির অভিযোগ জানালে তিনি মিম্বার আনার আদেশ দিলেন–যেটি তাঁর জন্য মুসল্লায় (মাঠে) পাতা হয়েছিল, তিনি লোকদিগকে সলাতের উদ্দেশে বের হবার জন্য একটি ধার্য দিনের ওয়াদাও করলেন। তারপর তিনি সূর্যের একাংশ প্রকাশিত হবার সময় বেরিয়ে পড়লেন। এবং মিম্বারের উপর বসলেন, তারপর আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, তোমরা তোমাদের অঞ্চলে খরা-পীড়িত হবার কথা বলেছ, আর আল্লাহ্‌ও (বিপদ মুক্তির জন্য) তাঁর নিকট প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। এ বলে তিনি দুয়া আরম্ভ করলেন– উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন। আররহমানির রহীম। মালিকি ইয়াউমিদ্দীন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। ইয়াফ'আলু মা ইউরীদ। আল্লাহুম্মা আনতাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আনতাল গানী। ওয়া নাহনুল ফুকারাউ। আনযিল 'আলাইনাল গাইসা। ওয়াজ'আল মা আনযালতা 'আলাইনা কুওওয়াতান ওয়া বালাগান ইলা হীন। অর্থ ঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্তে যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। তিনি করুণাময় অত্যন্ত দয়ালু। বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ, তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তুমি ধনাঢ্য আর আমরা অভাবগ্রস্ত, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর, তুমি যা আমাদের জন্য বর্ষণ করবে তাকে আমাদের জন্য শক্তির আধার কর ও এটাকে বিশেষ সময়ের জন্য উদ্দেশ্য পূরণের উপযোগী কর।" তারপর তিনি তাঁর দু'হাত উঠালেন ও তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তা উঁচু করতেই থাকলেন। তারপর তিনি লোকেদের দিকে পিঠ করলেন ও হাত উত্তোলন অবস্থায় তাঁর চাদরকে উলটিয়ে নিলেন। এবারে আবার তিনি লোকেদের দিকে পুনঃ মুখ ফিরালেন ও মিম্বার হতে নামলেন। তারপর দু'রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। এরপরে আল্লাহ্ একখণ্ড মেঘের উদ্ভাবন করলেন– মেঘ গর্জন করতে লাগল, বিদ্যুৎ চমকাল তারপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। –আবূ দাঊদ গরীব বলেছেন, এর সানাদ জাইয়্যিদ (উত্তম)।[৫৫০]

---

৫৫০. আবূ দাঊদ ১১৭৩

٥١٥- حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيْهِ: «فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ، يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ».

৫১৫। চাদর উল্টানোর ঘটনাটি সহীহ্ বুখারীতেও 'আবদুল্লাহ্ বিন যায়দ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তাতে আরও আছে– অতঃপর ক্বিব্লাহ্মুখী হয়ে দু'আ করলেন তারপর দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন। তিনি উভয় রাক'আতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করলেন।[৫৫১]

٥١٦- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ؛ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ.

৫১৬। এবং দারাকুত্নিতে আবূ জা'ফর বাকেরের মুরসাল হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাঁর চাদরকে উল্টালেন যেন দুর্ভিক্ষও উল্টে গিয়ে সচ্ছলতা আসে।[৫৫২]

حُكْمُ الْاسْتِسْقَاءِ فِيْ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর খুতবায় বৃষ্টি প্রার্থনার বিধান

٥١٧- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ؟ [عَزَّ وَجَلَّ] يُغِيْثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا"» فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫১৭। আনাস ইব্নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুমু'আহ'র দিন মাসজিদে প্রবেশ করল। এ সময় আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রসূল! ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আপনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দান করেন।তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। (তারপর রাবী হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করেছেন) তাতে বৃষ্টি বন্ধ করার দু'আও উল্লেখ আছে।[৫৫৩]

حُكْمُ الْاسْتِسْقَاءِ بِدُعَاءِ الصَّالِحِيْنَ

সৎ ব্যক্তিদের দু'আর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করার বিধান

٥١٨- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ؛ «أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَحِطُوْا يَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

---

৫৫১. বুখারী ১০০৫, ১০১১, ১০১২ ১০২৪, মুসলিম ৪৯৪, ১৯৫৭, তিরমিযী ৫৫৬। আব্দুল্লাহ বিন যায়েদঃ তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আসেম আল মাযেনী। তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুয়াজ্জিন আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ নন। যারা তাকে মুয়াজ্জিন আব্দুল্লাহ বলেছেন, তন্মধ্যে একজন হলেন সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ (রঃ)।

৫৫২. দারাকুতনী ২/৬৬/২, হাকিম ১/৩২৬।

৫৫৩. বুখারী ৯৩২, ৯৩৩, ১০১৩, ১০১৪, মুসলিম ৮৯৫, ৮৯৭, ১৯৫৫

৫১৮। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনাবৃষ্টির সময় 'আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওয়াসীলাহ দিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! (আগে) আমরা আমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওয়াসীলাহ দিয়ে দু'আ করতাম এবং আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচার ওয়াসীলাহ্ দিয়ে দু'আ করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। এর ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হত। এর ফলে বৃষ্টি বর্ষণ হতো। বুখারী।[৫৫৪]

اسْتِحْبَابُ التَّعَرُّضِ لِلْمَطَرِ

বৃষ্টির পানি গ্রহণ করা

٥١٩- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «أَصَابَنَا -وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ - مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، وَقَالَ: "إِنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১৯। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা বৃষ্টিতে পড়লাম, তখন আমরা আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গেই ছিলাম। তিনি তাঁর (শরীরের কিছু অংশ হতে) কাপড় হটিয়ে নিলেন ফলে বৃষ্টির পানি তাঁর শরীরে পড়লো। তিনি বললেন ঃ এটা তাঁর প্রতিপালকের তরফ থেকে (রহম স্বরূপ) প্রথম বৃষ্টি হিসেবে আসলো (সেই মৌসুমের)।[৫৫৫]

اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ نُزُوْلِ الْمَطَرِ

বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ করা মুস্তাহাব

٥٢٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» أَخْرَجَاهُ.

---

৫৫৪. বুখারী ১০১০, ২৭১০

৫৫৫. মুসলিম ৮৯৮, আবূ দাঊদ ৫৯০০, আহমাদ ১১৯৫৭।

পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছে, হে আল্লাহ্! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من روائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة -ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب- فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت. وخرجنا نمشي في الشمس". আল্লাহ্র কসম! আমরা তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘ নেই, মেঘের সামান্য টুক্রাও নেই। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘরবাড়ি ছিল না। তিনি বলেন, হঠাৎ সাল'আর ওপাশ হতে ঢালের মত মেঘ উঠে এল এবং মধ্য আকাশে এসে ছড়িয়ে পড়লো। অতঃপর প্রচুর বর্ষণ হতে লাগল। আল্লাহ্র কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পাইনি। এর পরের জুমু'আয় সে দরওয়াজা দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন দু' হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ্! টিলা, মালভূমি, উপত্যকায় এবং বনভূমিতে বর্ষণ করুন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা বেরিয়ে রোদে চলতে লাগলাম।

৫২০। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃষ্টি দেখলে বলতেন, হে আল্লাহ্! মুষলধারায় কল্যাণকর বৃষ্টি দাও।[৫৫৬]

حُكْمُ الْاسْتِسْقَاءِ بِدُوْنِ صَلَاةٍ

সলাত ব্যতীত বৃষ্টি প্রার্থনার বিধান

٥٢١- وَعَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ: «اَللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا، كَثِيفًا، قَصِيفًا، دَلُوقًا، ضَحُوكًا، تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا، قِطْقِطًا، سَجْلًا، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي "صَحِيحِهِ".

৫২১। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃষ্টি চাওয়ার (ইসতিসকার) সময় এই বলে দু'আ করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের এমন মেঘ দাও– যা ঘন, গর্জনকারী, বিদ্যুৎ চমকান মেঘ হয় যা থেকে তুমি আমাদের উপর মুষলধারায় বর্ষণকারী ছোট ও সূক্ষ্ম-ঘন ফোটাবিশিষ্ট পর্যাপ্ত বৃষ্টি দিবে–হে প্রবল প্রতাপশালী মহা সম্মানিত। আবূ 'আউওয়ানাহ তাঁর সহীহ গ্রন্থে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৫৫৭]

وُجُوْدُ الْاسْتِسْقَاءِ فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ

পূর্বেবর্তী উম্মতের মাঝে বৃষ্টি প্রার্থনার প্রচলন ছিল

٥٢٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْتَسْقِي، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ، فَقَالَ: ارْجِعُوْا لَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৫২২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইসতিস্কার সলাত আদায়ের জন্য সুলাইমান (আ) বের হয়ে এসে দেখলেন যে, একটি পিঁপড়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পা-গুলোকে আকাশের দিকে করে এই বলে প্রার্থনা করছে 'হে আল্লাহ্! আমরা তোমার সৃষ্টির মধ্যে এক প্রকার সৃষ্ট জীব–আমরা তোমার পানির পূর্ণ মুখাপেক্ষী রয়েছি। এটা শুনে সুলাইমান (আ) তাঁর সঙ্গীদের বললেন, তোমরা ফিরে চলো– অন্যের প্রার্থনার ফলে তোমরাও পানি পেয়ে গেলে। –হাকিম একে সহীহ বলেছেন।[৫৫৮]

مَشْرُوْعِيَّةُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِيْ دُعَاءِ الْاسْتِسْقَاءِ

বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আ করার সময় দু' হাত উত্তোলন করা শরীয়তসম্মত

٥٢٣- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

---

৫৫৬. বুখারী ১০৩২, নাসায়ী ১৫২৩, ইবনু মাজাহ ২৮৯০, আহমাদ ২৩৬২৪

৫৫৭. আবূ আওয়ানাহ তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সনদ দুর্বল। আত্-তালখীসুল হাবীর ২/৯৯। শাইখ সুমাইর আয যুহাইর তালখীসুল হাবীর (২/৯৯) গ্রন্থের বরাতে বলেন, এ হাদীসের শব্দগুলো অপরিচিত, আবূ আওয়ানা অত্যন্ত নিম্নমানের সনদে এটিকে বর্ণনা করেছেন।

৫৫৮. হাকিম ১/৩২৫-৩২৬। আলবানী ইরওয়াউল গালীল (৬৭০) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

৫২৩। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসতিসকার সলাতে আকাশের দিকে হাতের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা ইশারা করেছিলেন।[৫৫৯]

بَابُ اللِّبَاسِ

অধ্যায় (১৭) : পরিচ্ছদ

تَحْرِيْمُ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ عَلَى الرِّجَالِ

পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান হারাম

٥٢٤- عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

৫২৪। আবূ 'আমির আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার[৫৬০] ও রেশমী কাপড় হালাল মনে করবে। –এর মূল বক্তব্য বুখারীতে রয়েছে।[৫৬১]

٥٢٥- وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫২৫। হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং তিনি মোটা ও চিকন রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে ও তাতে উপবেশন করতে নিষেধ করেছেন।[৫৬২]

مِقْدَارُ مَا يُبَاحُ مِنَ الْحَرِيْرِ

(পুরুষের যতটুকু রেশমী কাপড় বৈধ)

٥٢٦- وَعَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৫২৬। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রেশমের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে দুই বা তিন বা চার আঙুল পরিমাণ কাপড় হলে তা ব্যবহার করতে পারে। শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[৫৬৩]

---

৫৫৯. মুসলিম ৮৯৬, আবূ দাঊদ ১১৭১, ১৪৮৭, আহমাদ ৮৭৩০।
৫৬০. الحر শব্দের অর্থ হচ্ছে الفرج তথা যৌনাঙ্গ। এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তারা যিনাকে হালাল করে নিবে।
৫৬১. আবূ দাঊদ ৪০৩৯, বুখারী ৫৫৯০
৫৬২. বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩৭, মুসলিম ২০৬৭, তিরমিযী ১৮৮৭
৫৬৩. বুখারী ৫৮২৮, ৫৮২৯, মুসলিম ২০৬৯

جَوَازُ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِلتَّدَاوِيْ بِهِ

চিকিৎসার জন্য রেশমী কাপড় পরিধান বৈধ

٥٢٧- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصِ الْحَرِيْرِ، فِي سَفَرٍ، مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫২৭। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আবদুর রাহমান ইব্‌নু আওফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে তাদের শরীরে চুলকানি থাকায় রেশমী জামা পরিধান করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।[৫৬৪]

اِبَاحَةُ الْحَرِيْرِ لِلنِّسَاءِ

মহিলাদের জন্য রেশমী কাপড় বৈধ

٥٢٨- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «كَسَانِي النَّبِيُّ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيْهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

৫২৮। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এক জোড়া রেশমী কাপড় পরতে দেন। আমি তা পরে বের হই। কিন্তু তাঁর [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] মুখমণ্ডলে রাগের ভাব আমি লক্ষ্য করি। কাজেই আমি তা আমার পরিবারের মহিলাদের মধ্যে বণ্টন করে দেই। –শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[৫৬৫]

اِبَاحَةُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ وَتَحْرِيْمِهِمَا عَلَى الذُّكُوْرِ

স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় মহিলাদের বৈধ আর পুরুষদের জন্য হারাম

٥٢٩- وَعَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

৫২৯। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– আমার উম্মাতের নারীদের জন্য সোনা ও রেশম ব্যবহার হালাল করা হয়েছে, এবং পুরুষদের উপর হারাম করা হয়েছে। -তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন।[৫৬৬]

اِسْتِحْبَابُ اظْهَارِ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى مِنَ اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ

পোশাকসহ অন্য সকল ক্ষেত্রেকছু দিয়ে আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ মুস্তাহাব

٥٣٠- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

---

৫৬৪. বুখারী ২৯১৯, ২৯২০, ২৯২২, ৫৮২৯, মুসলিম ২০৭৬, ৫২৬৮

৫৬৫. বুখারী ২৬১৪, ৫৩৬৬, ৫৮৪০, মুসলিম ২০৭১, ৫২৬২।

৫৬৬. নাসায়ী ৫১৪৮, তিরমিযী ১৭২০

৫৩০। 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর বান্দাকে কোন 'নি'মাত' দান করেন তখন তার নিদর্শন তার মধ্যে দেখতে পছন্দ করেন।[৫৬৭]

النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ

রেশমী কাপড় ও হলুদ রঙের কাপড় পরিধান নিষেধ

٥٣١- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৩১। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাসমী (এক জাতীয় রেশমী কাপড় যা মিসরে তৈরী হয়) ও মু'আসফার (গাঢ় হলুদ রঙের কাপড়) কাপড়দ্বয় পরিধান নিষেধ করেছেন।[৫৬৮]

٥٣٢- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: "أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৩২। 'আবদুল্লাহ্ বিন 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দু' খানা মুয়াস্ফার কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে বলেছিলেন, তোমার মা তোমাকে কি এগুলো পরিধান করতে হুকুম করেছেন?[৫৬৯]

جَوَازُ لُبْسِ الثَّوْبِ الَّذِي فِيْهِ يَسِيْرُ الْحَرِيْرِ

যে কাপড়ে সামান্য পরিমাণ রেশমী রয়েছে তা পরিধান করা বৈধ

٥٣٣- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَكْفُوْفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ، بِالدِّيبَاجِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَأَصْلُهُ فِي "مُسْلِمٍ"، وَزَادَ: «كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا» وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي "الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ" «وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ».

৫৩৩। আস্মা বিন্তু আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি জুব্বা (লম্বা জামা) বের করে দিলেন, যার সামনের দিক, দু আস্তিন, নীচের অংশে দিবাজ (মোটা রেশমের সঞ্জার) লাগান ছিল– আবূ দাঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। মূল বক্তব্য মুসলিমে রয়েছে। মুসলিমের অতিরিক্ত বর্ণনায় আছে ঃ এটা 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র নিকট তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছিল। তারপর আমি (আস্মা) সেটি হস্তগত করলাম। ঐটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরতেন। ফলে আমরা সেটি ধুয়ে (তার পানি) আমাদের রুগ্ন ব্যক্তিদের আরোগ্য কামনা করতাম। বুখারী স্বীয় আদাবুল মুফ্রাদ নামক গ্রন্থে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন প্রতিনিধি দল এলে ও জুমু'আয় এটা পরিধান করতেন।[৫৭০]

---

৫৬৭. সহীহ: বাইহাক্বী ৩/২৭১। বাইহাক্বীর সনদ যঈফ কিন্তু তার শাহিদ থাকায় হাদীসটি সহীহ।

৫৬৮. মুসলিম ২০৭৮, তিরমিযী ১৭২৫, ১৭২৭, ১৮০৮, পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছে ঃ আর তিনি স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে এবং রুকুতে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬৯. মুসলিম ২০৭৭, নাসায়ী ৫২১৬, ৫২১৭, আহমাদ ৬৪৭৭, পূর্ণ হাদীসটি হচ্ছে, আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন ঃ আমি বললাম, আমি কি তা ধুয়ে ফেলব? রাসূল বললেন, বরং তুমি এগুলোকে জ্বালিয়ে দাও।

৫৭০. আবূ দাঊদ ৪০৫৪, আহমাদ ২৬৪০২।

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

পর্ব (৩) : জানাযা

الْأَمْرُ بِإِكْثَارِ ذِكْرِ الْمَوْتِ

মৃত্যুর কথা অধিক মাত্রায় স্মরণ করার নির্দেশ

٥٣٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৫৩৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—সর্ব প্রকার ভোগ-বিলাসের কর্তনকারী মৃত্যুকে অধিক হারে স্মরণ কর। —ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৫৭১]

حُكْمُ تَمَنِّي الْمَوْتَ

মৃত্যু কামনা করার বিধান

٥٣٥- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ يَنْزِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৩৫। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ দুঃখ কষ্টে পতিত হবার কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি কিছু করতেই চায়, তা হলে সে যেন বলে ঃ হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ, যতদিন আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মরে যাওয়া কল্যাণকর হয়।[৫৭২]

مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ

মু'মিনের মৃত্যুর সময় কপাল ঘেমে যায়

٥٣٦- وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৫৩৬। বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—মু'মিনের মৃত্যু ঘটে কপালের ঘামের সাথে। —ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৫৭৩]

مَشْرُوْعِيَّةُ تَلْقِيْنِ الْمُحْتَضِرِ «لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ»

মরণাপন্ন ব্যক্তিকে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ মনে করে দেয়া শরীয়তসম্মত

---

৫৭১. তিরমিযী ২৩০৭, নাসায়ী ১৮২৪, ইবনু মাজাহ ৪২৫৮, আহমাদ ৭৮৬৫।

৫৭২. বুখারী ৫৬৭১, ৬৩৫১, ৭২৩৩, মুসলিম ২৬৮০, তিরমিযী ৯৭১, নাসায়ী ১৮২০, ১৮২১, আবূ দাউদ ৩১০৮, মাজাহ ৪২৬৫, আহমাদ ১১৫৬৮

৫৭৩. তিরমিযী ৯৮২, নাসায়ী ১৮২৮, ইবনু মাজাহ ১৪৫২, আহমাদ ২২৫১৩।

٥٣٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ.

৫৩৭। আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই) কালিমাহর তাল্‌কীন (স্মরণ করিয়ে) দাও।[৫৭৪]

حُكْمُ قِرَاءَةِ {يٰس} عَلَى الْمُحْتَضِرِ

মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকটে সূরা ইয়াসিন পাঠের বিধান

٥٣٨- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اقْرَؤُوْا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৫৩৮। মা'কাল বিন ইয়াসির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিদের নিকট সূরা 'ইয়াসীন' পড়। -ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৫৭৫]

مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ لِحَاضِرِ الْمَيِّتِ

উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে মৃত ব্যক্তির জন্য যা করণীয়

٥٣٩- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ، اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ" فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: "لَا تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ" ثُمَّ قَالَ: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

৫৭৪. মুসলিম ৯১৫, তিরমিযী ৯৭৬, নাসায়ী ১৮২৬, অর্থাৎ ঃ তোমরা মুমূর্ষু ব্যক্তির সামনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে থাক যাতে করে এটাই তার জীবনের শেষ কথা হয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "فإنه من كان آخر كلمته: لا إله إلا الله. عند الموت، دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه" মৃত্যুর সময় যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে কোন একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও তার এর পূর্বে যাই হোক না কেন।

৫৭৫. আবূ দাউদ ৩১২১, ইবনু মাজাহ ১৪৪৮, আহমাদ ১৯৭৮৯
ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বললেও ইমাম সুয়ূত্বী জামেউস সগীর (১৩৪৪) গ্রন্থে এক হাসান বলেছেন। তবে বিন বাযের ফাতাওয়া নূর আলাদ দারব (১৪/২৬১) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।
আলবানী যঈফুল জামে (১০৭২) গ্রন্থেও একে দুর্বল বলেছেন। ইবনু উসাইমীন আশ শারহুল মুমতি (৫/২৪৯) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মতানৈক্য ও সমালোচনা রয়েছে। ইবনুল কাত্তান আল অহ্‌ম ওয়াল ইহাম (৫/৪৯) গ্রন্থে বলেন, এটি বিশুদ্ধ নয়। ইমাম নববী আল আযকার (১৯২) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দুর্বল এতে দুজন মাজহূল রাবী রয়েছে। আলবানী আবূ দাউদ (৩১২১), ইরওয়াউল গালীল (৬৮৮), তারগীব (৮৮৪), যঈফা (৫৮৬১) গ্রন্থসমূহে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।
ইবনু উসাইমীন মাজমূ ফাতাওয়া (৭৪/১৭) গ্রন্থেও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।
ইমাম নাবুবী মাজমু' (৫/১১০) গ্রন্থে বলেন, তার ইসনাদ দুর্বল, তাতে দু'জন মাজহুল ব্যক্তি রয়েছে।
আলবানী তাখরীজু মিশকাতিল মাসাবীহ (৫৮৯২) গ্রন্থে তার শেষের অতিরিক্ত অংশকে হাসান বলেছেন।

৫৩৯। উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ সালামাহর নিকটে এসে দেখলেন যে, তাঁর (মৃত্যুর পর) চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত রয়েছে, তিনি তা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন– যখন রূহ 'কবয' করে নেয়া হয় তখন চোখ রূহ এর অনুগামী হয়। তার পরিবারের কতক লোক তখন চীৎকার করে কেঁদে উঠল; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা নিজের জন্য যা কল্যাণকর, শুধু সেটাই চাও। কেননা তোমরা যা বল তার জন্য ফেরেশতাকুল (এ সময়) আমীন আমীন বলতে থাকেন। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দু'আ করলেন– হে আল্লাহ্! আবূ সালামাকে ক্ষমা কর, হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দাও, তাঁর কবরকে সম্প্রসারিত কর, তাঁর কবরকে আলোকোজ্জ্বল কর এবং তার পরবর্তীতে তুমি তার পরিবারে দায়িত্বশীল দান কর।[৫৭৬]

اسْتِحْبَابُ تَغْطِيَةِ الْمَيِّتِ قَبْلَ تَجْهِيْزِهِ

(মৃত কাফন দাফনের পূর্বে ঢেকে দেয়া মুস্তাহাব

٥٤٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৪০। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইনতিকাল করলে তাকে হিবারাহ নামক চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।[৫৭৭]

جَوَازُ تَقْبِيْلِ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করা বৈধ

٥٤١- وَعَنْهَا «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﷺ قَبَّلَ النَّبِيَّ بَعْدَ مَوْتِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫৪১। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর মৃত্যুর পর (কপাল) চুম্বন করেন।[৫৭৮]

وُجُوْبُ الْمُبَادَرَةِ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির ঋণ দ্রুত পরিশোধ করা আবশ্যক

٥٤٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

৫৪২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–মু'মিনের নফস্ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যে পর্যন্ত না তার কৃত ঋণ পরিশোধ করা হয়। –আহমাদ ও তিরমিযী; তিরমিযী একে হাসান বলেছেন।[৫৭৯]

---

৫৭৬. মুসলিম ৯২০, আবূ দাউদ ২১১৮, ইবনু মাজাহ ১৪৫৪, আহমাদ ২৬০০৩

৫৭৭. বুখারী ৫৮১৪, নাসায়ী ১৮৯৯, আবূ দাউদ ৩১২০, আহমাদ ২৪২৪২।

৫৭৮. বুখারী ১২৪২, ৩৬৭০, ৪৪৫৪, মুসলিম ২২১৩, নাসায়ী ১৮২৯, ১৮৪০, ১৮৪২, ইবনু মাজাহ ১৬২৭, আহমাদ ২৪২৪২, ২৭৮০৭।

৫৭৯. তিরমিযী ১০৭৯, ১০৭৮, ইবনু মাজাহ ২৪১৩, আহমাদ ৯৩৮৭, ৯৮০০, দারেমী ২৫৯১।

مَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ اذَا كَانَ مُحْرِمًا

মৃত ব্যক্তি যখন মুহরিম হবে তখন তাকে যা করা হবে

٥٤٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: «اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৪৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি উট হতে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছে তার সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দাও আর দু'খানা কাপড়ে তাকে দাফন কর।[৫৮০]

حُكْمُ تَجْرِيْدِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غَسْلِهِ

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময় উলঙ্গ করার বিধান

٥٤٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «لَمَّا أَرَادُوْا غَسْلَ النَّبِيِّ قَالُوْا: وَاللهُ مَا نَدْرِي، نُجَرِّدُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ لَا؟» الْحَدِيْثَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

৫৪৪। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, যখন তারা (সহাবাগণ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে গোসল দেয়ার মনস্থ করেন তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা জানিনা আমরা কি করব। আমরা অন্যান্য মৃতের ন্যায় তাঁর কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে তাঁর গোসল সম্পন্ন করব, নাকি না খুলেই গোসল দেব? (এটি দীর্ঘ হাদীসের খণ্ডাংশ)।[৫৮১]

حُكْمُ تَغْسِيْلِ الْمَيِّتِ وَصِفَتِهِ

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার বিধান ও তার বর্ণনা

٥٤٥- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا».

---

৫৮০. বুখারী ১২৬৫, ১২৬৬, ১২৬৭, মুসলিম ১২০৬, তিরমিযী ৯৫১, নাসায়ী ১৯০৪, ২৮৫৪, ২৮৫৫, আবূ দাউদ ৩২২৮, ২২৪০, ইবনু মাজাহ ২০৮৪, আহমাদ ১৮৫৩, ১৯১৭, ২৫৮৬, দারেমী ১৮৫২। বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনায় পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছে, তাঁকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তাঁর মস্তক আবৃত করবে না। কেননা, কিয়ামাতের দিবসে সে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্থিত হবে।

৫৮১. আবূ দাউদ ৩১৪১, আহমাদ ২৫৭৭৪
শায়খ আলবানী আহকামুল জানায়েয (৬৬) গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।
আবূ দাউদে (৩১৪১) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
ইমাম আলবানী সহীহ আবূ দাউদের (৩১৪১) নং হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا».

৫৪৫। উম্মু আতিয়্যাহ্ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইন্তিকাল করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আসলেন- আমরা তখন তাঁর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন : তোমরা তাকে তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তার চেয়ে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পূর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে খবর দাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদেরকে দিয়ে বললেন: এটি তাঁর শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে দাও। ভিন্ন একটি বর্ণনায় আছে- ডান দিক থেকে উযুর অঙ্গগুলো হতে গোসল শুরু কর। বুখারীতে আছে- আমরা তাঁর চুলগুলোতে তিনটি বেণী করে গেঁথে দিয়ে পেছনের দিকে রেখে দিলাম।[৫৮২]

مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ الرَّجُلُ

কয়টি কাপড়ে পুরুষকে কাফন দেয়া যায়

٥٤٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৪৬। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তিনটি ইয়ামানী সাহূলী সাদা সূতী বস্ত্র দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।[৫৮৩]

جَوَازُ التَّكْفِيْنِ فِي الْقَمِيْصِ

কামীস (জামা) দিয়ে কাফন দেয়া বৈধ

٥٤٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيْصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيْهِ، فَأَعْطَاهُ [إِيَّاهُ]» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৪৭। ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু উবাই (মুনাফিক সর্দার)-এর মৃত্যু হলে তার পুত্র (যিনি সাহাবী ছিলেন) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, আপনার জামাটি আমাকে দান করুন। আমি সেটা দিয়ে আমার পিতার কাফন পরাতে ইচ্ছা করি। ফলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জামাটি তাঁকে দিয়ে দিলেন।[৫৮৪]

---

৫৮২. বুখারী ১৬৭, ১২৫৩, ১২৫৪, ১২৫৫, মুসলিম ৯৩৯, ৯২৯, তিরমিযী ৯৯০, নাসায়ী ১৮৮৪, ২২৮৩, আবূ দাঊদ ২১৪৫, ইবনু মাজাহ ১৪৫৯, আহমাদ ২৬৭৫২।

৫৮৩. বুখারী ১২৬৪, ১২৭১, ১২৭৩, ১২৭২, মুসলিম ৯৪১, তিরমিযী ৯৯৬, নাসায়ী ১৮৯৭, ১৮৯৯, আবূ দাউদ ২১৫১, ইবনু মাজাহ ১৪৩৯, আহমাদ ২৩৬০২, ২৪১০৪, ২৪৩৪৮, মুওয়াত্তা মালেক ৫২৮। سحولية শব্দটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, শব্দটির س বর্ণে পেশ দ্বারা পড়লে অর্থ হবে ঃ ইয়ামানের নগরী। আযহারী বলেছেনঃ س বর্ণে যবর দিলে নগরীর নাম আর পেশ দিলে পোশাক-পরিচ্ছদ অর্থ হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, পেশ দিলে নগরীর নাম আর যবর দিলে ধোপার অর্থ দিবে। كرسف শব্দের অর্থ قطن তথা তুলা, সুতা।

৫৮৪. বুখারী ১২৬৯, ৪৬৭০, ৪৬৭২, ৫৭৯৬, মুসলিম ২৪০০, ২৭৭৪, তিরমিযী ৩০৯৮, নাসায়ী ১৯০০, ইবনু মাজাহ ১৫৩২, আহমাদ ৪৬৬৬

اسْتِحْبَابُ التَّكْفِيْنِ فِي الثَّوْبِ الْأَبْيَضِ

সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া মুস্তাহাব

٥٤٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوْا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

৫৪৮। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর কেননা সেটাই তোমাদের কাপড়গুলোর মধ্যে উত্তম এবং তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের এতেই কাফন দাও। –তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন।[৫৮৫]

اسْتِحْبَابُ تَحْسِيْنِ الْكَفْنِ

সুন্দর কাপড়ে কাফন দেয়া মুস্তাহাব

٥٤٩- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৪৯। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে কাফন দেবে, তখন যেন তাকে ভাল কাফনই দেয়।[৫৮৬]

جَوَازُ تَكْفِيْنِ الْاثْنَيْنِ فِيْ ثَوْبٍ وَدَفْنِهِمَا فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ

দু'জনকে এক কাপড়ে কাফন দেয়া ও এক কবরে দাফন দেয়া বৈধ

٥٥٠- وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟"، فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوْا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫৫০। জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদের শহীদগণের দু' দু' জনকে একই কাপড়ে (ক্ববরে) একত্র করতেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করতেন, তাঁদের উভয়ের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জানত? দু' জনের মধ্যে এক জনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে তাঁকে ক্ববরে পূর্বে রাখতেন। তাঁদেরকে গোসল দেয়া হয়নি ও তিনি তাদের জানাযা সলাতও আদায় করেননি।[৫৮৭]

النَّهْيُ عَنِ الْمُغَالَاةِ فِيْ الْكَفْنِ

কাফনের কাপড়ে বাড়াবাড়ি করা নিষেধ

٥٥١- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُوْلُ: "لَا تُغَالُوْا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيْعًا"» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

---

৫৮৫. ইবনু মাজাহ ১৪৭২, তিরমিযী ৯৯৪, আবূ দাউদ ৪০৬১, আহমাদ ২২২০ ২০২৭, ২৪১৬।

৫৮৬. মুসলিম ৯৪৩, নাসায়ী ১৮৯৫, ২০২৪, আবূ দাউদ ২১৪৮, ইবনু মাজাহ ১৫২১, আহমাদ ১৩৭৩২, ১৪১১৫, ১৪২৫২।

৫৮৭. বুখারী ১৩৪৩, ১৩৪৫, ১৩৪৬, ১৩৪৭, তিরমিযী ১০২৬, নাসায়ী ১৯৫৫, ২০২১, আবূ দাউদ ৩১২৮, ইবনু মাজাহ ১৫১৪, আহমাদ ১৩৭৭৭।

৫৫১। 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কাফনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না (অধিক মূল্যে ক্রয় করবে না)। কেননা তা সহসাই ছিনিয়ে নেয়া হবে।[৫৮৮]

جَوَازُ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ

স্বামী স্ত্রীকে গোসল করানো বৈধ

٥٥٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ» الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৫৫২। 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাঁকে বলেন, তুমি আমার পূর্বে মারা গেলে আমি তোমাকে গোসল দিব। (এটি দীর্ঘ হাদীসের খণ্ডাংশ)। -ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৫৮৯]

٥٥٣- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

৫৫৩। আসমা বিন্তু 'উমাইশ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা (রাঃ) 'আলী (রাঃ)-কে তার গোসল দেয়ার জন্য ওয়াসিয়াত করেছিলেন।[৫৯০]

حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ

দণ্ডে নিহত ব্যক্তির উপর জানাযার সলাত পড়ার বিধান

٥٥٤- وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ -فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: «ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৫৪। বুরাইদাহ (রাঃ) হতে গামিদিয়াহ (রমণীর) ঘটনায় বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাকে ব্যভিচারের কারণে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করার নির্দেশ দিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, তারপর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তার জানাযার সলাত আদায় করা হয় ও তাকে দাফন করা হয়।[৫৯১]

---

৫৮৮. আবূ দাঊদ ৩১৫৪।

ইমাম যাহাবী আল মুহাযযাব (৩/১৩৩৬) গ্রন্থে বলেন, এর সানাদে ইনকিতা' রয়েছে। ইবনু মুলক্বিন তুহফাতুল মুহতাজ ২/১৮ গ্রন্থে সহীহ অথবা হাসান বলেছেন। (যেমন মুক্বদ্দামাতে তার উপর শর্ত করেছেন। মুহাম্মাদ জারুল্লাহ আস্-সা'দী নাওয়াফিউল উতরহ (৪৫৭) গ্রন্থে হাসান বলেছেন। আলবানী যঈফুল জামে (৬২৪৭) গ্রন্থে যঈফ বলেছেন। আবূ দাঊদ সুনানু আবু দাঊদে (৩১৫৪) সাকাতা আনহু বলেছেন।{কিন্তু তিনি তার রিসালাতে মাক্কাহ বাসীর ব্যাপারে বলেছেন প্রত্যেক সাকাতা আনহুই স্বালিহ। আল বানী যঈফ আবূ দাউদে (৩১৫৪) একে দুর্বল বলেছেন।

৫৮৯. সহীহ: আহমাদ ৬/২২৮; ইবনু মাজাহ ১৪৬৫

৫৯০. হাসান। দারাকুতনী ২/৭৯/১২।

حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

আত্মহত্যাকারীর উপর জানাযার সলাত পড়ার বিধান

٥٥٥- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৫৫। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এমন একটি মাইয়্যিতের নিকট আনা হল যে লোহার ফলা দ্বারা আত্মহত্যা করেছিল, ফলে তিনি তার উপর সলাত আদায় করেননি।[৫৯২]

حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ

কাফন-দাফনের পরে মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার সলাত পড়ার বিধান

٥٥٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ- قَالَ: «فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ [فَقَالُوْا: مَاتَتْ، فَقَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُوْنِي"؟ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوْا أَمْرَهَا] فَقَالَ: "دُلُّوْنِي عَلَى قَبْرِهَا"، فَدَلُّوْهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَزَادَ مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ»

৫৫৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। যে মহিলাটি মাসজিদ ঝাড়ু দিত তার সম্পর্কে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন সহাবীগণ বললেন, সে মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? সহাবীগণ যেন তার ব্যাপারে তেমন কোন গুরুত্ব দেননি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। তারা কবরটি দেখিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তার কবরের নিকট গেলেন এবং তার জানাযার সলাত আদায় করলেন।

মুসলিম এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন ঃ তারপর তিনি বললেন–কবরগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, আল্লাহ্ তাআলা আমার সলাতের কারণে তাদের কবরগুলোকে আলোকোজ্জ্বল করে দেন।[৫৯৩]

النَّهْيُ عَنِ النَّعْيِ

মৃত্যুর সংবাদ প্রচার নিষেধ

٥٥٧- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

৫৫৭। হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু সংবাদ প্রচারে নিষেধ করতেন। –আহমাদ, তিরমিযী, তিরমিযী একে হাসান বলেছেন।[৫৯৪]

---

৫৯১. মুসলিম ১৬৯৫, আবূ দাঊদ-৪৪৩৩, ৪৪৩৪, আহমাদ ২২৪৩৩, ২২৪৪০, দারেমী ২২২৪

৫৯২. مشاقص মুসলিম ৯৭৮, তিরমিযী ১০৬৮, নাসায়ী ১৯৬৪, ইবনু মাজাহ ১৫২৬, আহমাদ ২০২৯২, ২০২২৭। শব্দটি مشقص এর বহুবচন। এর অর্থ ঃ বর্শা।

৫৯৩. বুখারী ৪৫৮, ৪৬০, ১২২৭, মুসলিম ৯৫৬, আবূ দাঊদ ২২০৩, ইবনু মাজাহ ১৫২৭, আহমাদ ৮৪২০, ৮৮০৪, ৯০১৯

حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ وَكَيْفِيَّتُهَا

অনুপস্থিত ব্যক্তির জানাযার বিধান ও তার পদ্ধতি

٥٥٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৫৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাজাশী যেদিন মারা যান সেদিন-ই আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যুর খবর দেন এবং জানাযার স্থানে গিয়ে লোকেদের কাতারবন্দী করে চার তাক্‌বীর আদায় করলেন।[৫৯৫]

اسْتِحْبَابُ كَثْرَةِ الْجَمْعِ عَلَى الْجَنَازَةِ

জানাযাতে লোকসংখ্যা অধিক হওয়া মুস্তাহাব

٥٥٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ، فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৫৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ যদি কোন মুসলিম মারা যায় আর আল্লাহর সাথে শিরক্ করেনি এমন চল্লিশ জন মুসলিম যদি তার জানাযায় (সলাতের জন্য) দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর জন্য শাফা'আত করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা গ্রহণ করেন।[৫৯৬]

بَيَانُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ مِنْ جَنَازَةِ الْمَرْأَةِ

মহিলার জানাযার সলাতে ইমামের দাঁড়ানোর বিবরণ

٥٦٠- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৬০। সামুরাহ ইব্‌নু জুন্‌দাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পশ্চাতে আমি এমন এক স্ত্রীলোকের জানাযার সলাত আদায় করেছিলাম, যিনি নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। তিনি তার (স্ত্রীলোকটির) মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।[৫৯৭]

جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে জানাযার সলাত বৈধ

---

৫৯৪. তিরমিযী ৯৮৬, ইবনু মাজাহ ১৪৭৭, আহমাদ ২২৯৪৫

৫৯৫. বুখারী ১২১৮, ১২২৮, ১২২৩, ১২৪৫, মুসলিম ৯৫১, তিরমিযী ১০২২, নাসায়ী ১৮৭৯, ১৯৭২, ১৯৮০, আবূ দাউদ ২২০৪, ইবনু মাজাহ ১৫৩৪, আহমাদ ৭১০৭, ৭২৪১, ৭৭২৮, মুওয়াত্তা মালেক ৫৩০।

৫৯৬. মুসলিম ৯৪৮, আহমাদ ২৫০৫।

৫৯৭. বুখারী ২৩২, ১২৩২, মুসলিম ৯৬৪, তিরমিযী ১০২৫, নাসায়ী ৩৯৩, ১৯৭৯, আবূ দাউদ ৩১৯৫, ইবনু মাজাহ ১৪৯৩, আহমাদ ১৯৬৪৯, ১৯৭০১।

٥٦١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৬১। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বায়যাআর পুত্রদ্বয়ের (সাহল ও সুহাইল-এর) সলাত মাসজিদে আদায় করেছিলেন।[৫৯৮]

عَدَدُ تَكْبِيْرَاتِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ

জানাযার সলাতে তাকবীরের সংখ্যা

٥٦٢- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ﷺ قَالَ: «كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ.

৫৬২। 'আবদুর রহমান বিন আবূ লাইলা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়দ ইবনু আরকাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদের জানাযার সলাতে চার তাকবীর বলতেন। তিনি এক জানাযার সলাতে পাঁচ তাকবীর বলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঁচ তাকবীরও বলেছেন।[৫৯৯]

٥٦٣- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ «أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ» رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَأَصْلُهُ فِي "الْبُخَارِيِّ".

৫৬৩। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাহল ইব্নু হুনায়ফের (জানাযার সলাতে) ছয় তাকবীর উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, তিনি (সাহল ইব্নু হুনায়ফ) ছিলেন একজন বাদ্‌রী সহাবী। সা'ঈদ বিন মানসুর এটি বর্ণনা করেছেন আর এর মূল বক্তব্য বুখারীতে রয়েছে।[৬০০]

٥٦٤- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

৫৬৪। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জানাযায় চার তকবীর বলতেন এবং প্রথম তাকবীরের (পর) ফাতিহাতিল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পাঠ করতেন। শাফি'ঈ দুর্বল সানাদে এটি বর্ণনা করেছেন।[৬০১]

---

৫৯৮. মুসলিম ৯৭৩, তিরমিযী ১০২৩, নাসায়ী ১৯৬৭, ১৯৬৮, আবূ দাউদ ৩১৮৯, ৩১৯০, ইবনু মাজাহ ১৫১৮, আহমাদ ২৩৯৭৭, মুওয়াত্তা মালেক ৫২৮

৫৯৯. মুসলিম ৯৫৭, তিরমিযী ১০২৩, ১৯৮২, নাসায়ী ১৯৮২, আবূ দাউদ ৩১৯৭, ইবনু মাজাহ ১৫০৫, আহমাদ ১৮৭৮৬, ১৮৮১৩, ১৮৮২৫।

৬০০. বুখারী ৪০০৪। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, ইব্নু মা'কিল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে (তিনি বলেছেন), 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাহল ইব্নু হুনায়ফের (জানাযার সলাতে) তাকবীর উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, তিনি (সাহল ইব্নু হুনায়ফ) বাদ্‌র যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।

৬০১. ইবনু হাজার আস কলানী বুলুগুল মারামে (১৫৭) এর সানাদকে দুর্বল বলেছেন। বিন বায বুলুগুল মারামের হাশিয়ায় (৩৫৫) বলেন, এর সানাদে রয়েছেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন উকাইল যিনি দুর্বল। আর তদাপেক্ষাও দুর্বল রাবী

وُجُوْبُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْأوْلَى

প্রথম তাকবীর পর (জানাযা সালাতে) সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক

٥٦٥- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: "لِتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ"» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫৬৫। ত্বলহাহ্ ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আওফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর পিছনে জানাযার সলাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং (সলাত শেষে) বললেন, (আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করলাম) যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, এটা সুন্নাত।[৬০২]

مَا يُدْعَى بِهِ فِيْ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ

জানাযা সলাতে যে দু'আগুলো পড়তে হয়

٥٦٦- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: «صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৬৬। 'আউফ্ বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি জানাযার সলাত আদায় করেছিলেন; আমি তাঁর এ দুআটি মুখস্থ করে নিলাম। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম-মাগফির লাহূ ওয়ারহামহু, ওয়া 'আফিহি, ওয়া'ফু আন্‌হু, ওয়া আক্‌রিম নুযুলাহূ, ওয়া ওয়াস্‌সি মাদ-খালাহূ, ওয়াগসিলহু বিলমা'ই ওয়াস সাল্‌জি ওয়াল বারাদি, ওয়া নাক্কিহী মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কায়তাস সাউবাল আবইয়াযা মিনাদ দানাসি, ওয়া আবদিলহু দারান খায়রান মিন দারিহি, ওয়া আহলান খায়রান মিন আহলিহী, ওয়া যাওজান খায়রান মিন যাওজিহি, ওয়া আদ্‌খিলহুল জান্নাতা, ওয়াকিহী ফিতনাতাল কাবরি ওয়া 'আযাবান নার] অর্থ ঃ ইয়া আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করে দাও, তার উপর করুণা কর, তাকে শক্তি দাও এবং তাকে রেহাই দাও। তার উপর সহৃদয় হও এবং তার প্রবেশদ্বার প্রশস্ত করে দাও এবং তাকে পানি,

---

হচ্ছেন ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ যিনি ইমাম শাফেয়ীর উসতাদ। আর তিনি অধিকাংশের নিকট তিনি দুর্বল। ইবনু উসাইমীন বুলুগুল মারামের শারাহ (২/৫৬৪) গ্রন্থে বলেন, এটি দুর্বল তরে কিয়াস ও অর্থ একে শক্তিশালী করে। আলবানী ইরওয়াউল গালীল (৭৩৪) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম (২/১৬৫) গ্রন্থে বলেন, এটি দুর্বল তবে এর শাহেদ হাদীস রয়েছে।

শাওকানী তুহফাতুয যাকিরীন (৩৭১) গ্রন্থে মুতাররফ রয়েছে তিনি যয়ীফ। কিন্তু বাইহাকী শক্তিশালী বলেছেন। রুবায়ী ফাতহুল গাফ্‌ফার (৭৩২/২) গ্রন্থে বলেন তার সানাদ দুর্বল। আলবানী আহকামুল জানায়িয (১৫৫) গন্থে বলেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। বাইহাকী সুনানুল কুবরা (৪/৩৯) গ্রন্থে বলেন, এ বর্ণনাটি শক্তিশালী। মুসলিম সহীহ মুসলিম (৪৫১) গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।

৬০২. বুখারী ১৩৩৫, তিরমিযী ১০২৪, ১০২৬, ১০২৭, নাসায়ী ১৯৮৭, আবূ দাউদ ২১৯৮।

বরফ ও তুষার দ্বারা ধৌত করে দাও। তার গুনাহসমূহ পরিস্কার করে দাও, সাদা কাপড় যে ভাবে দাগমুক্ত করে ধৌত করা হয়। সে যে ধরণের আবাসের সঙ্গে পরিচিত তার থেকে তাকে উত্তম আবাস দাও এবং যে ধরনের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত তার থেকে উত্তম পরিবার দাও এবং তার স্ত্রী হতে উত্তম স্ত্রী দাও। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবরের ফিতনা হতে আর জাহান্নামের আগুন হতে তাকে রক্ষা কর।[৬০৩]

٥٦٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُوْلُ: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا، وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ.

৫৬৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানাযার সলাতে বলতেন ঃ উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম-মাগফির লিহাইয়্যিনা, ওয়া মাইয়্যিতিনা, ওয়া শাহিদিনা, ওয়া গায়িবিনা, ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবী-রিনা, ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়ায়তাহূ মিন্না ফা আহ্ইহী 'আলাল ইসলামি ওয়া মান তাওয়াফ্ফায়তাহূ মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু 'আলাল ঈমানি, আল্লাহুম্মা লা তাহ্রিম্না আজরাহূ ওয়ালা তুযিল্লানা বা'দাহু। অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখো তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করো, তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যুদান করো। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করো না এবং এর পরে আমাদের পথভ্রষ্ট করো না।"[৬০৪]

اَلْأَمْرُ بِإِخْلَاصِ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির জন্য আন্তরিকতার সাথে দু'আ করার নির্দেশ

٥٦٨- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৫৬৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যখন তোমরা কোন মৃতের জন্য সলাত আদায় করবে-তখন তার জন্য আন্তরিকভাবে দু'আ কর। আবূ দাঊদ। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৬০৫]

---

৬০৩. মুসলিম ৯৬৩, তিরমিযী ১০২৫, নাসায়ী ১৯৮৩, ১৯৮৪, মুসলিমের বর্ণনায় আরো রয়েছে, আওফ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেনঃ فتمنيت أن لو كنت أنا الميت؛ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت মৃত ব্যক্তির উপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্ত দু'য়ার কারণে আমি কামনা করেছিলাম যদি আমি সেই মৃত ব্যক্তিটি হতাম!

৬০৪. আবূ দাঊদ ৩২০১, ৩২০০, তিরমিযী ১০২৪, ইবনু মাজাহ ১৪৯৮, নাসায়ী ১৯৮৬। হাদীসটি মূলতঃ মুসলিমে নেই।

৬০৫. আবূ দাঊদ ৩১৯৯, ইবনু মাজাহ ১৪৯৭

مَشْرُوْعِيَّةُ الْاسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

জানাযার সলাত দ্রুত করা শরীয়তসম্মত

٥٦٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৬৯ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুতগতিতে চলবে। কেননা, সে যদি পুণ্যবান হয়, তবে এটা উত্তম, যার দিকে তোমরা তাকে এগিয়ে নিচ্ছ. আর যদি সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি আপদ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় হতে জলদি নামিয়ে ফেলছ।[৬০৬]

اجْرُ مَنْ اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ

যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হবে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে

٥٧٠- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ" قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ: «حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ».

وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ».

৫৭০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত, আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দু' কীরাত। জিজ্ঞেস করা হল দু' কীরাত কী? তিনি বললেন, দু'টি বিশাল পর্বত সমতুল্য (সাওয়াব)। মুসলিমে আছে– "কবরে রাখা পর্যন্ত হাজির থাকল।"

বুখারীতে আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় আছে–যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও পুণ্যের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার অনুগমন করে এবং তার সলাত-ই-জানাযা আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, সে দু' কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হল উহুদ পর্বতের মতো।[৬০৭]

---

৬০৬. বুখারী ১৩১৫, মুসলিম ৯৪৪, তিরমিযী ১০১৫, নাসায়ী ১৯১০ , ১৯১১, আবূ দাউদ ২১৮১, ইবনু মাজাহ ১৪৭৭, আহমাদ ২৭৩০৪, ৭৭১৪, মুওয়াত্তা মালেক ৫৭৪

৬০৭. বুখারী ৪৭, ১২২৪, ১৩২৫, মুসলিম ৯৪৫, তিরমিযী ১০৪০, নাসায়ী ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৬, , আবূ দাউদ ২১৬৮, ইবনু মাজাহ ১৫২৯, আহমাদ ৪৪২৯, ৭১৪৮, বুখারীর বর্ণনায় পূর্ণ হাদীসটি হচ্ছে, "ومن صلى عليها، ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط" আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হবার পূর্বেই চলে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে।

مَكَانُ الْمُشَاةِ مَعَ الْجَنَازَةِ

জানাযার সাথে চলার পদ্ধতি

٥٧١- وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ.

৫৭১। সালিম তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নাবী (ﷺ) , আবূ বাক্র ও 'উমার (রাঃ)-কে লাশের আগে আগে হেঁটে যেতে দেখেছেন। পাঁচজনে (আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন এবং নাসায়ী একে ক্রটিযুক্ত গণ্য করেছেন এবং এক জামা'আত মুহাদ্দিস একে মুরসাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৬০৮]

نَهْيُ النِّسَاءِ عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ

জানাযায় মহিলাদের উপস্থিতি নিষেধ

٥٧٢- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৭২। উম্মু আতিয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জানাযার পশ্চাদানুগমণ করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমাদের উপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়নি।[৬০৯]

حُكْمُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

জানাযার জন্য দাঁড়ানোর বিধান

٥٧٣- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوْضَعَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৭৩। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা কোন জানাযা দেখবে তখন তোমরা দাঁড়িয়ে যাও। আর যে তার সাথে যাবে সে মাইয়্যেতকে রাখার পূর্বে যেন না বসে।[৬১০]

كَيْفِيَّةُ اِدْخَالِ الْمَيِّتِ قَبْرَهُ

মৃত ব্যক্তিকে ক্ববরে প্রবেশ করানোর পদ্ধতি

٥٧٤- وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيْدَ «أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

---

৬০৮. তিরমিযী ১০০৭, ১০০৮, ৩১৭৯, নাসায়ী ১৯৪৪, ১৯৪৫, ইবনু মাজাহ ১৪৮২, মুওয়াত্তা মালেক ৫২৪

৬০৯. বুখারী ২১৩, ১২৭৮, ১২৭৯, ৫৩৪২, মুসলিম ৯২৮, নাসায়ী ৩৫৩৪, আবূ দাঊদ ২৩০২, ইবনু মাজাহ ২০৮৭, আহমাদ ২০২৭০, ২৬৭৫৯, দারেমী ২২৮৬

৬১০. বুখারী ১২০৯, ১৩১০, মুসলিম ৯৫৯, তিরমিযী ১০৪৩, নাসায়ী ১৯১৪, ১৯১৭, ১৯১৮, আবূ দাঊদ ২১৭৩, আহমাদ ১০৮১১, ১০৯২৫, ১০৯৭৩।

৫৭৪। আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ্ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুর্দাকে পায়ের দিক দিয়ে কবরে প্রবেশ করিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, এটাই সুন্নাত (সঠিক পদ্ধতি)।[৬১১]

مَا يُقَالُ عِنْدَ اِدْخَالِ الْمَيِّتِ قَبْرَهُ

মৃত ব্যক্তিকে কবরে প্রবেশ করার সময় যা বলতে হয়

٥٧٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُوْرِ، فَقُوْلُوْا: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ.

৫৭৫। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মুর্দাকে যখন তোমরা কবরে রাখবে তখন বলবে– 'বিস্‌মিল্লাহি অ-'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহি।' অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নামে ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিধান অনুযায়ী (দাফন করা হলো)। -ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন আর দারাকুৎনী একে মাওকূফ হিসেবে এর ইল্লত (দোষ) বর্ণনা করেছেন।[৬১২]

تَحْرِيْمُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা হারাম

٥٧٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

৫৭৬। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–মুর্দার হাড় ভাঙ্গা জীবিতের হাড়ভাঙ্গার মতই (মন্দ কার্য)। আবূ দাঊদ হাদীসটি মুসলিমের সানাদের শর্তানুযায়ী।[৬১৩]

٥٧٧- وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «فِي الْإِثْمِ».

৫৭৭। ইবনু মাজাহ উম্মু সালামাহ্‌র হাদীস বর্ণনায় একথা বৃদ্ধি করেছেন ঃ (উভয়ই) পাপের কাজ।[৬১৪]

---

৬১১. আবূ দাঊদ ৩২১১।

৬১২. আবূ দাঊদ ৩২১৩, তিরমিযী ১০৪৬ ইবনু মাজাহ ১৫৫০, ১৫৫৩, আহমাদ ৪৭৯৭, ৪৯৭০, ৫২১১।

৬১৩. আবূ দাঊদ ৩২০৭, ইবনু মাজাহ ১৬১৬, আহমাদ ২৩৭৮৭, ২৪১৬৫, ২৪২১৮।

৬১৪. ইবনু মাজাহ ১৬১৭। শাইখ সুমাইর আয যুহাইরী বলেন, এটি হাদীসের অংশ নয়, বরং এটি কতিপয় বারীর নিজস্ব ব্যাখ্যা। ইবনুল মুলকিন তাঁর আল বাদরুল মুনীর (৬/৭৭০) গ্রন্থে এর সনদকে হাসান বলেছেন। ইমাম সুয়ূত্বী আল জামেউস সগীর (৬২৩২) গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল (৭৬৩) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। তবে তিনি যঈফুল জামে' (৪১৭০১) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। তিনি যঈফ ইবনু মাজাহ (৩১৯) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি দুর্বল তবে فِي الْإِثْمِ কথাটি ছাড়া বাকী কথা সহীহ।

صِفَةُ الْقَبْرِ وَالدَّفْنِ

ক্ববর ও দাফনের বিবরণ

٥٧٨- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: «أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৭৮। সা'দ বিন্ আবূ ওয়াক্কাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জন্য কবর তৈরী কর এবং এর পাশে কাঁচা ইট খাড়া করে দিবে, যেমনটি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কবরে করা হয়েছিল।[৬১৫]

٥٧٩- وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ ﷺ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৫৭৯। বাইহাকীতে জাবির (রাঃ) হতে অনুরূপই হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি বৃদ্ধি করেছেন ঃ তাঁর কবর যমীন হতে এক বিঘৎ পরিমাণ উঁচু করা হয়েছিল। –ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন।[৬১৬]

النَّهْيُ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ وَالْقُعُوْدِ عَلَيْهِ

ক্ববর পাকা ও তার উপর ঘর নির্মাণ করা এবং সেখানে বসা নিষেধ

٥٨٠- وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ».

৫৮০। উক্ত রাবী হতে মুসলিমে আছে রসূলুল্লাহ (ﷺ) কবরকে চুন-সুরকী দিয়ে পাকা করে গাঁথতে এবং কবরের উপর বসতে ও তার উপর কোন কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।[৬১৭]

حُكْمُ الْحَثْوِ فِي الْقَبْرِ

ক্ববরে মাটি দেয়ার বিধান

٥٨١- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ، وَأَتَى الْقَبْرَ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

---

৬১৫. মুসলিম ৯৬৬, নাসায়ী ২০০৭, ২০০৮, ইবনু মাজাহ ১৫৫৬, আহমাদ ১৪৯২, ১৬০৪

৬১৬. ইবনু হাজার আসকালানী আত্-তালখীসুল হাবীর (২/৬৯৩) গ্রন্থে বলেন, অন্য একটি মুরসাল সানাদে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে জাবের নেই। আলবানী ইরওয়াউল গালীল (৭৫৬) গ্রন্থে হাদীসটিকে মুনকার ও যঈফ বলেছেন। বাইহাকী সুনানুল কুবরা (৩/৪১১) গ্রন্থে মুরসাল বলেছেন, শওকানী নাইলুল আওত্বার (৪/১৩২) গ্রন্থেও অনুরূপ বলেছেন। যাহাবী তানকীহুত তাহকীক (১/৩১৯) গ্রন্থে একে মুনকাতি বলেছেন।
বিন বায বুলুগুল মারামের হাশিয়ায় (৩৬৪) বলেন, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল আর স্পষ্ট হচ্ছে যে, হাদীসটি জাল।
ইবনু হাজার আসকালানী বুলুগুল মারাম (১৬১) গ্রন্থে বলেন হাদীসটি মারফূ ও মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত। ইবনু উসাইমীন বুলুগুল মারামের শরাহ (২/৬০৪)তে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৬১৭. মুসলিম ৯৭০ তিরমিযী ১০৫২, নাসায়ী ২০২৭, ২০২৮, ২০২৯, আবূ দাউদ ৩২২৫, ইবনু মাজাহ ২৫৬২ , ১৫৬৩, আহমাদ ১৩৭২৫, ১৪২২২৭, ১৪২২৭

৫৮১। 'আমির বিন্ রাবী'আহ থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) 'উসমান বিন্ মায'উন (রাঃ)-এর জানাযা সলাত আদায় করেছিলেন এবং তাঁর কবরের নিকট এসে দাঁড়ান অবস্থায় তিন মুঠো মাটি দিয়েছিলেন।[৬১৮]

اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ دَفْنِهِ

মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পরে তার জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব

٥٨٢- وَعَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: "اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ"» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৫৮২। 'উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মুর্দার দাফন সম্পন্ন করে স্থির হয়ে দাঁড়াতেন ও বলতেন, -তোমরা তোমাদের ভাই-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর তার ঠিক (অবিচল) থাকার জন্য প্রার্থনা কর। কেননা সে এখনই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৬১৯]

حُكْمُ تَلْقِيْنِ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ

মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তালকিন দেয়ার বিধান

٥٨٣- وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ أَحَدِ التَّابِعِيْنَ قَالَ: «كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللهُ، وَدِيْنِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ» رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ مَوْقُوْفًا.

৫৮৩। যম্‌রাহ বিন হাবীব থেকে বর্ণিত। যিনি ছিলেন তাবি'ঈদের একজন, তিনি বলেন, মৃতের কবর ঠিকঠাক হবার পর যখন লোকজন অবসর পায় তখন কবরের নিকটে এরূপ বলাকে লোক পছন্দ মনে করতোঃ হে অমুক, তুমি বল ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই) তিনবার। রাব্বিইয়াল্লাহ্ (আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক)। দীনিইয়াল্ ইসলাম, (ইসলাম আমার দ্বীন)। নাবীয়ী মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ ﷺ আমার নবী)। সা'ঈদ বিন মনসুর মাওকুফভাবে বর্ণনা করেছেন।[৬২০]

٥٨٤- وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ مَرْفُوْعًا مُطَوَّلًا.

---

৬১৮. অত্যন্ত দুর্বল। দারাকুতনী ২/৭৬, হাঃ ১, ইমাম বাইহাকী তাঁর আস সুনান আল কুবরা (৩/৪১০) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দুর্বল, তবে এর মুরসাল শাহেদ বিদ্যমান। আর এটি কখনও মারফূ' হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল মুলকিন তাঁর আল বাদরুল মুনীর (৫/৩১৬) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।

৬১৯. আবূ দাউদ ৩২২১, হাকিম ১/৩৭০

৬২০. যঈফ। সাঈদ ইবনু মানসূর এটি মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম (২/৬০৪) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তবে বিন বায হাশিয়া বুলুগুল মারাম (৩৬৪) বলেন, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল এমনটি জাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

Contents

৫৮৪। তাবারানীতে আবূ উমামাহ হতে মারফূ' সূত্রে একটি দীর্ঘ বর্ণনাতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।[৬২১]

اسْتِحْبَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ لِلرِّجَالِ

পুরুষদের জন্য ক্ববর যিয়ারত করা মুস্তাহাব

٥٨٥- وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ زَادَ التِّرْمِذِيُّ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ».

৫৮৫। বুরায়দাহ বিন্ হুসাইব আল-আসলামী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– আমি তোমাদের কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা যিয়ারত করো। তিরমিযীতে অতিরিক্ত আছে– "এটা পরকালকে স্মরণ করাবে।[৬২২]

٥٨٦- زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: «وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا».

৫৮৬। ইবনু মাজাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর হাদীসে একথা বৃদ্ধি করেছেন, "এটা পৃথিবীর ব্যাপারে অনাগ্রহ সৃষ্টি করবে"।[৬২৩]

تَحْرِيْمُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ لِلنِّسَاءِ

নারীদের জন্য (অধিক মাত্রায়) ক্ববর যিয়ারত করা হারাম

٥٨٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

---

৬২১. তাবরানী ১২১৪, আল-মুজামুল কাবীর ৭৯৭৯। যঈফ। এ হাদীসের সনদ দুর্বল। দেখুন আল-মাজমূ' ৫/৩০৪, ইবনুস সালাহ বলেন, এ হাদীসের সনদ প্রতিষ্ঠিত নয়। ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস একমত। এ হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন আইয়াশ নিজ এলাকা ব্যতীত অন্য এলাকার লোকদের থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল। আর তিনি যাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি শামের অধিবাসী নন। বরং হেযাযের অধিবাসী। হায়সামী তাহযীবু মুখতাসারুস সুনান (৭/২৫০) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের একদল রাবী রয়েছেন যাদেরকে আমি চিনি না। সানয়ানী বলেন, সকল মুহাক্কিক্বদের ঐকমত্যে এ হাদীসটি দুর্বল। এ হাদীসের উপর আমল করা বিদআত। ঈ'য বিন আব্দুস সালাম বলেন, দাফনকৃত মাইয়্যেতকে তালকীন দেয়া সঠিক নয়, বরং তা বিদআত।

৬২২. মুসলিম ৯৭৭, ১৯৭৭, নাসায়ী ২০৩২, ২০২৩, ৪৪২৯, আবূ দাঊদ ৩৩২৫, ৩৬৯৮, আহমাদ ২২৪৪৯, ২২৪৯৪, ২২৫০৬।

৬২৩. যঈফ। ইবনু মাজাহ ৫১৭১, আহমাদ ৪৩০৭। মিনহাতুল আল্লাম (৪/৩৫৭) গ্রন্থে রয়েছে- এ হাদীসের সকল রাবী শক্তিশালী। তবে আইয়ুব বিন হানী নামক একজন রাবী আছেন যাঁর সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। হাফেয ইবনু হাজার তাঁর তাকরীব গ্রন্থে বলেন, সে সত্যবাদী তবে তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। এ হাদীসে ইবনু যুরাইজ তাদলীস করেছেন। তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কার থেকে বর্ণনা করছেন তা পরিষ্কার করেননি।

৫৮৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারাতকারী নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিরমিযী, ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৬২৪]

تَحْرِيْمُ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে ক্রন্দন করা হারাম

٥٨٨- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : «لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

৫৮৮। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাপ করে ক্রন্দনকারিণী ও তা শ্রবণকারিণীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।[৬২৫]

٥٨٩- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا نَنُوْحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৮৯। উম্মু আতিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাই'আত গ্রহণকালে আমাদের কাছ হতে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমরা (কোন মৃতের জন্য) বিলাপ করব না।

٥٩٠- وَعَنْ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৯০। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বিলাপ করে কাঁদার ফলে মুর্দাকে কবরে 'আযাব দেয়া হয়।[৬২৬]

٥٩١- وَلَهُمَا: نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ.

৫৯১। মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও অনুরূপ হাদীস উক্ত কিতাবদ্বয়ে (বুখারী, মুসলিমে) রয়েছে।[৬২৭]

---

৬২৪. তিরমিযী ১০৫৬, ইবনু মাজাহ ১৫৭৬, ইবনু হিব্বান ৩১৭৮

৬২৫. আবূ দাঊদ ৩১২৮, আহমাদ ১১২২৮
আলবানী তারগীব (২০৬৮) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, ইমাম হাইসামী তার মাজমাউয যাওয়ায়িদ (১৭) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসে আল-হাসান বিন আতিয়্যাহ নামক একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। আবূ দাঊদ সুনানু আবী দাঊদ (৩১২৪) গ্রন্থে সাকাতু আনহু বলেন, এবং তার রিসালাতে মাক্কাবাসীকে বলেন প্রত্যেক সাকাতা আনহু সালেহ। ইবনু আদী আল কামিলু ফিয যুআফা ৬/৫৫ গ্রন্থে মাহফুয নয় বলেছেন।ইবনুল মুলকিন তাঁর আল-বাদরুল মুনীর (৫/৩৬২) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের সানাদে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বিন আতিয়্যাহ রয়েছেন, তিনি তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তারা তিনজনই দুর্বল বর্ণনাকারী। বিন বায তার বুলূগুল মারামের হাশিয়া (৩৬৬) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসে আল-হাসান বিন আতিয়্যাহ আল উফী নামক রাবী রয়েছেন তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনু হাজার আসকালানী তাদের দুজনকে বিশেষভাবে দুর্বল আখ্যায়িত করে বলেছেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেছেন।

৬২৬. বুখারী ১২৯২, ১২৮৮, ১২৯০, মুসলিম ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, তিরমিযী ১০০২, নাসায়ী ১৮৫৩, ১৮৫৮, ইবনু মাজাহ ১৫৯৩, আহমাদ ২০৯, ৩২৮৮।

৬২৭. বুখারী ১২৮৮, ১২৯১, ১২৯২ মুসলিম ৯৩৩, তিরমিযী ১০০০, আহমাদ ১৭৬৭৪, ১৭৭১৯, ১৭৮২৭, বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, যে (মৃত) ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হয়, তাকে বিলাপকৃত বিষয়ের উপর 'আযাব দেয়া হবে। মুসলিম শেষে يوم القيامة শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন।

جَوَازُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ بِدُوْنِ رَفْعِ صَوْتٍ

মৃত ব্যক্তির জন্য আওয়াজ ছাড়া ক্রন্দন করা বৈধ

٥٩٢- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «شَهِدْتُ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ تُدْفَنُ، ١٥١ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫৯২। আনাস ইব্নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক কন্যা [উম্মু কুলসুম (রা.)]-এর দাফনকালে উপস্থিত হলাম। আল্লাহর রসূল কবরের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) বলেন, তখন আমি তাঁর চক্ষু হতে অশ্রু ঝরতে দেখলাম।[৬২৮]

حُكْمُ الدَّفْنِ فِي اللَّيْلِ

রাত্রে দাফন করার বিধান

٥٩٣- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوْا» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه.

وَأَصْلُهُ فِي "مُسْلِمٍ"، لَكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.

৫৯৩। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মৃতদেরকে রাতের বেলা দাফন করবে না, তবে উপায় না থাকলে করবে। –ইবনু মাজাহ। এর মূল বক্তব্য মুসলিমে রয়েছে। কিন্তু তিনি (রাবী) বলেন, নাবী এ সম্বন্ধে কড়াকড়ি করেছেন–রাত্রে কবর দিলে জানাযার সলাত আদায় না করে যেন তা কবরস্থ না করা হয়।[৬২৯]

اسْتِحْبَابُ اعْدَادِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য খাবার পাঠানো মুস্তাহাব

٥٩٤- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ -حِيْنَ قُتِلَ- قَالَ النَّبِيُّ "اصْنَعُوْا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ"» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيَّ.

৫৯৪। 'আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন জা'ফরের নিহত (শহীদ) হবার সংবাদ (মাদীনাহতে) পৌঁছল তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, –জা'ফরের পরিবারবর্গের জন্য তোমরা খাবার তৈরি কর। কারণ তাদের নিকট এমন এক বিপদ এসেছে যা তাদেরকে শোকাভিভূত কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলেছে।[৬৩০]

---

৬২৮. বুখারী ১২৪২, ১২৮৫, আহমাদ ১১৭৬৬, ১২৯৮৫।

৬২৯. মুসলিম ৯৪৩, নাসায়ী ১৮৯৫, আবূ দাঊদ ৩১৪৮, আহমাদ ১৩৭৩২।

৬৩০. তিরমিযী ৯৯৮ , আবূ দাঊদ ২১৩২, ইবনু মাজাহ ১৬১০।

مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْمَقْبَرَةِ

কবরস্থানে প্রবেশ করার সময় যা বলতে হয়

٥٩٥- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ﷺ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْا إِلَى المَقَابِرِ: «السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৯৫। সুলাইমানের পিতা বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহাবীদের কবরস্থানে যাবার সময় এ দু'আটি শিক্ষা দিতেন। উচ্চারণ ঃ আসসালামু আলাইকুম আহলিদ-দিয়ারী, মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়া ইন্না ইন্‌শা আল্লাহু বিকুম লাহিকূনা, আস্‌আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াহ। অর্থ ঃ ঈমানদার ও মুসলিম কবরবাসীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আমি আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আল্লাহর কাছে আমাদের এবং তোমাদের জন্য প্রশান্তি চাচ্ছি।[৬৩১]

٥٩٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمَدِيْنَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.

৫৯৬। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনাহ্‌র কবরস্থান হয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাদের দিকে মুখ করে এই দুআ বললেন—'আস্‌সালামু 'আলাইকুম ইয়া আহ্‌লাল কবূরি, ইয়াগফিরুল্লাহু লানা অলাকুম আনতুম্‌ সালাফুনা অ-নাহনু বিল্‌ আসারি।' অর্থ ঃ হে কবরবাসী, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্‌ আমাদের ও তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিন, (পরকালের যাত্রায়) তোমরা আমাদের অগ্রগামী আর আমরা তোমাদের পশ্চাতে গমনকারী। –তিরমিযী একে হাসানরূপে রিওয়ায়াত করেছেন।[৬৩২]

---

৬৩১. মুসলিম ৯৭৫, নাসায়ী ২০৪০, ইবনু মাজাহ ১৫৪৭, আহমাদ ২২৪৭৬, ২২৫৩০।

৬৩২. তিরমিযী ১০৫৩

ইবনু হাজার আসকালানী তার আল ফুতুহাতে আররব্বানিয়্যাহ (৪/২২০) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান আখ্যায়িত করে বলেন, কাবূস ব্যতীত এ হাদীসের সকল রাবী বিশুদ্ধ, কেননা সে বিতর্কিত। বিন বায তার বুলূগুল মারামের হাশিয়ায় (৩৭০) বলেন, এর সনদের রাবী কাবূস বিন আবূ যাবীনার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে, অবশিষ্ট সকল রাবী বিশ্বস্ত।

শাইখ আলবানী তাহক্বীক রিয়াযুস স্বালিহীন (৫৮৯), তাখরীজ মিশকাত (১৭০৯) গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তিনি তার আহকামুল জানায়িয (২৪৯) গ্রন্থে উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন, তার থেকে দলীল গ্রহণ করা যায় না, সম্ভবত ইমাম তিরমিযী এ হাদীসের অনেক শাহেদ থাকার কারণে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, কেননা সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা এর অর্থ সুসাব্যস্ত।

النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الْاَمْوَاتِ

মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া নিষেধ

٥٩٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫৯৭। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা মৃতদের গালি দিও না। কারণ, তারা স্বীয় কর্মফল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।[৬৩৩]

٥٩٨- وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ نَحْوَهُ، لَكِنْ قَالَ: «فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ».

৫৯৮। তিরমিযী মুগীরাহ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতে গালি না দেয়ার স্থলে ঃ "এতে তোমরা জীবিতদের কষ্ট দিবে" কথাটি উল্লেখ রয়েছে।[৬৩৪]

---

৬৩৩. বুখারী ৬৫১৬, নাসায়ী ১৯২৬, আবূ দাঊদ ৪৮৯৯, আহমাদ ২৪৯৪২, দারেমী ২৫১১

৬৩৪. তিরমিযী ১৯৪২, ১৯৮২, আহমাদ ১৭৭৪৩।

Contents

كِتَابُ الزَّكَاةُ

পর্ব (৪) : যাকাত

مَا جَاءَ فِيْ وُجُوْبِ الزَّكَاةِ

যাকাত প্রদান ওয়াজিব হওয়ার দলীল

٥٩٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ» فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ: «أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৫৯৯। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসেবে) প্রেরণ করেন। অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে সদাকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রদের মাঝে প্রদান করা হবে।[৬৩৫] শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[৬৩৬]

احْكَامُ زَكَاةِ الْابِلِ وَالْغَنَمِ

উট ও ছাগলের যাকাত

٦٠٠- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ «هَذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُوْلَهُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِيْنَ إِلَى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا

---

৬৩৫. বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: "إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أمولهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب" নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আয (রাঃ) -কে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসেবে) প্রেরণ করেন। অতঃপর বললেন, সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহবান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যদি সেটা তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে সদাকাহ (যাকাত) ফার্‌য করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রদের মাঝে প্রদান করা হবে। যদি সেটা তারা মেনে নেয় তবে তুমি তাদের কেবল ভাল ভাল সম্পদ যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হতে সাবধান থেকো। আর মাযলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা, তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।

৬৩৬. বুখারী ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, মুসলিম ১৯, তিরমিযী ৬২৫, ২০১৪, নাসায়ী ২৪২৫, আবূ দাঊদ ১৫৮৪, ইবনু মাজাহ ১৭৮৩, আহমাদ ২০৭২, দারেমী ১৬১৪।

Contents

حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ إِلَى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمائَةٍ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَاوَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيْهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬০০। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কাছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল্লাহ তা'আলা যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন সে সম্পর্কে লিখে জানালেন, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে, চব্বিশ ও তার চেয়ে কম সংখ্যক উটের যাকাত বকরী দ্বারা আদায় করা হবে। প্রতিটি পাঁচটি উটে একটি বকরী এবং উটের সংখ্যা পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত হলে একটি মাদী বিনতে মাখায।[৬৩৭] ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি মাদী বিন্‌তে লাবূন।[৬৩৮] ছয়চল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত ষাড়ের পালযোগ্য একটি হিক্‌কা[৬৩৯], একষট্টি হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জাযা'আ[৬৪০], ছিয়াত্তর হতে নব্বই পর্যন্ত দু'টি বিন্‌তে লাবূন, একানব্বইটি হতে একশ' বিশ পর্যন্ত ষাঁড়ের পালযোগ্য দু'টি হিক্‌কা আর একশ' বিশের অধিক হলে (অতিরিক্ত) প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে বিনতে লাবূন এবং

---

৬৩৭. যে উটনীর বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে।

৬৩৮. যে উটনীর দু'বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে।

৬৩৯. হিক্কাহ বলা হয় এমন উটনীকে যার তিন বছর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বছরে উপনীত হয়েছে।

৬৪০. যে উটনীর চার বছর পূর্ণ হয়ে পঞ্চম বছরে প্রবেশ করেছে তাকে "জাযায়া" বলা হয়।

(অতিরিক্ত) প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি করে হিক্কা। যার চারটির বেশি উট নেই, সেগুলোর উপর কোন যাকাত নেই, তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে।[৬৪১]

আর বকরীর যাকাত সম্পর্কে ঃ গৃহপালিত বকরী চল্লিশটি হতে একশ বিশটি পর্যন্ত একটি বকরী। এর বেশি হলে দু'শটি পর্যন্ত দু'টি বকরী। দু'শর অধিক হলে তিনশ' পর্যন্ত তিনটি বকরী। তিনশ'র অধিক হলে প্রতি একশ'-তে একটি করে বকরী। কারো গৃহপালিত বকরীর সংখ্যা চল্লিশ হতে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই। তবে স্বেচ্ছায় দান করলে তা করতে পারে।

যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশুকে (পালের বকরীকে) একত্র করা যাবে না আর (যাকাত না দেয়ার বা কম দেয়ার উদ্দেশে) একত্রিত দলকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। পশুপালের শরীকদের মধ্যে হলে ন্যায্যভাবে যাকাত আদায়ের হিসাব আপোষে মিল করে নেবে। যাকাতে দাঁত পড়া[৬৪২], বয়স্ক পশু দেয়া চলবে না। ত্রুটিযুক্ত পশু ও পাঠা যাকাত দেয়া যাবে না, তবে যদি সদাকাহ গ্রহণকারী সেচ্ছায় নেয় তবে ভিন্ন কথা। চাঁদির জন্য ওশরের চারভাগের একভাগ (অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের একভাগ)। যদি একশত নব্বই দিরহাম বা তার কম থাকে তবে–তবে যাকাত দিতে হবে না, তবে যদি মালিক ইচ্ছা করে দিতে পারে।

যদি কারো উট এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যাকে একটি জাযা'আহ (পঞ্চম বর্ষে পতিত উটনী) সদাকাহ দিতে হবে, আর যদি তার নিকট না থাকে বরং হিক্কা থাকে তাহলে তার নিকট হতে হিক্কা নেয়া হবে আর তারসাথে দুটি ছাগল গ্রহণ করা হবে। যদি কারো উট এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যাকে একটি হিক্কা (চতুর্থ বর্ষে পতিত উটনী) সদাকাহ দিতে হবে, অথচ যদি তার নিকট না থাকে বরং জাযা'আহ থাকে তাহলে তার নিকট হতে জাযা'আহ নেয়া হবে আর আদায়কারী তাকে কুড়িটি দিরহাম অথবা দুটি ছাগল ফিরিয়ে দিবে।[৬৪৩]

مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ الْبَقَرِ

গরুর যাকাত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

٦٠١- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

৬০১। মু'আয্ বিন জাবাল থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাঁকে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে প্রতি ৩০টি গরুর জন্য ১টি তাবী' (১ বছর বয়সের বকনা বাছুর) গ্রহণ করতে আর প্রতি ৪০টি গরুতে একটি মুসিন্না বা দু-বছরের গাভী অথবা বলদ গ্রহণ করতে বলেছেন। আর প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক অমুসলিমের নিকট হতে এক দিনার বা তার সমমূল্যের মু'আফিরী কাপড় নিতে আদেশ দিয়েছিলেন। –পাঁচজনে (আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ), শব্দ বিন্যাস আহমাদের, তিরমিযী এটিকে

---

৬৪১. رَبُّهَا এর অর্থ হচ্ছে ঃ صاحبها এখানে এর দ্বারা যাকাতদাতাকে বুঝানো হচ্ছে।

৬৪২. هرمة শব্দের অর্থ যার দাঁত পড়ে যায়। অর্থাৎ শেষ বয়সে উপনীত হওয়া জন্তু যাকাতের মাল হিসেবে দেয়া যাবে না।

৬৪৩. বুখারী ১৪৪৮, ১৪৫০, নাসায়ী ২৪৪৭, ২৪৫৫, ৫২০১, আবূ দাঊদ ১৫৬৭, ইবনু মাজাহ ১৮০০, আহমাদ ১১৬৭৮, ১২২২৬, ১২২০৯।

হাসান বলেছেন এবং এর মাওসুল হওয়ার ব্যাপারে মতভেদের কথা ইঙ্গিত করেছেন; ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৬৪৪]

مَشْرُوْعِيَّةُ بَعْثِ السُّعَاةِ لِقَبْضِ الزَّكَاةِ

যাকাত গ্রহণের জন্য দূত পাঠানো শরীয়তসম্মত

٦٠٢- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ.

৬০২। 'আমর বিন শুআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি (তার দাদা) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– "মুসলমানের (পশু সম্পদের) সদাকাহ্ আদায় করা হবে পশুর পানি পানের স্থান থেকে।[৬৪৫]

٦٠٣- وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُوْرِهِمْ».

৬০৩। আর আবূ দাউদে আছে "মুসলমানদের যাকাত তাদের ঘর থেকেই গ্রহণ করা হবে।[৬৪৬]

حُكْمُ زَكَاةِ الرَّقِيْقِ وَالْخَيْلِ

গোলাম ও ঘোড়ার যাকাতের বিধান

٦٠٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ».

৬০৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ মুসলিমের উপর তার গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নেই।[৬৪৭]

মুসলিমে আছে ঃ সদাকাতুল্ ফিৎর ব্যতীত দাসের কোন সদাকাহ (যাকাত) নেই।

حُكْمُ مَانِعِ الزَّكَاةِ

যাকাত অস্বীকারকারীর বিধান

٦٠٥- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوْهَا

---

৬৪৪. ইবনু মাজাহ ২০২৭, তিরমিযী ৬২৩, নাসায়ী ২৪৫০, ২৪৫১, ২৪৫৩, ইবনু মাজাহ ১৮০৩, আহমাদ ২১৫০৫, ২১৫২২, ২১৫৭৯, , মুওয়াত্তা মালেক ৫৯৮, দারেমী ১৬২৩, ১৬২৪।

৬৪৫. আহমাদ ৬৭৪১, ৬৭৪২, ৬৮৯৩, তিরমিযী ১১৮১, নাসায়ী ৩৭৯৪, আবূ দাউদ ২১৯০, ইবনু মাজাহ ২০৪৭।

৬৪৬. আবূ দাউদ ১৫৯১, আহমাদ ৬৬৯১, ৬৯৭৩, ৫৯৮৫।

৬৪৭. বুখারী ১৪৬৩, ১৪৬৪, মুসলিম ৬১৯, ৯৮২, তিরমিযী ৬২৮, নাসায়ী ২৪৬৭, ২৪৬৮, আবূ দাউদ ১৫৯৪, ১৫৯৫, ইবনু মাজাহ ১৮১২, আহমাদ ৭২৫৩, ৭২৪৯, ৭৪০৫, দারেমী ১৬৩২।

وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوْتِهِ.

৬০৫। বাহ্য ইবনু হাকীম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মাঠে প্রতিপালিত প্রতি ৪০টি উটের জন্য একটি দু' বছরের উট্নী (বিনতু লাবুন)। যাকাতের হিসাবের সময় কোন উট পৃথক করা যাবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় যাকাত দিবে তার জন্য রয়েছে নেকী। আর যে অস্বীকৃতি জানাবে তার নিকট হতে আমরা অবশ্যই তা আদায় করে নেব এবং তার সম্পদের একটি বিশেষ অংশও নিব যা আমাদের প্রতিপালকের সম্পদ বলে পরিগণিত। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বংশধরের জন্য সে সম্পদ হতে বিন্দুমাত্রও হালাল করা হয়নি। আহ্মাদ, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী। হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন। শাফি'ঈ (রহ) বিষয়টিকে প্রামাণিকতা ভিত্তিতে তার পক্ষাবলম্বন করবেন বলে বলেছেন।[৬৪৮]

اشْتِرَاطُ الْحَوْلِ لِوُجُوْبِ الزَّكَاة

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য একবছর অতিক্রম হওয়া শর্ত

٦٠٦- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ- فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ.

৬০৬। 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–তোমার নিকট দুইশত দিরহাম জমা হবার পর গচ্ছিত থাকার মেয়াদ বছর পূর্ণ হলে তার জন্য–পাঁচ দিরহাম (যাকাত)। আর বিশটি দিনার এক বছর যাবত জমা থাকলে তার জন্য অর্ধ দিনার (যাকাত)। তার চেয়ে কমে যাকাত নেই। আর বেশি হলে তার হিসাব অনুপাতে (যাকাত দিতে) হবে। নিসাব পরিমাণ কোন সম্পদের (গচ্ছিত থাকার) মেয়াদ এক বছর অতিবাহিত না হলে যাকাত নেই। -এটার সানাদ হাসান। এর সানাদের মারফূ' হওয়া সম্বন্ধে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে।[৬৪৯] (স্বর্ণমুদ্রা হচ্ছে দিনার আর রৌপ্যমুদ্রা

---

৬৪৮. আবূ দাঊদ ১৫৭৫, নাসায়ী ২৪৪৪, ২৪৪৯, দারেমী ১৬৭৭।
আবূ দাঊদ সুনানু আবী দাঊদে (১৫৭৫) সাকাতা আনহু বলেছেন, এবং তিনি বলেন প্রত্যেক সাকাতু আনহু সহীহ। ইবনু হাযাম মুহাল্লা (৬/৫৭) গ্রন্থে সহীহ নয় বলেছেন। আল খাতীবুল বাগদাদী তারীখুল বাগদাদ ৯/৪৫৪) গ্রন্থে তাতে আব্দুল্লাহ ইবনু হাযির রয়েছেন, দারাকুতনী বলেন, শক্তিশালী নয়। যাহাবী তানকীহুত তাহকীক (১/৩৫৭) গ্রন্থে বাহায নামক রাবীকে মুনকার করেছেন। আল আইনী উমদাতুল কারী (৯/১৯) গ্রন্থে তার সানাদ সহীহ বলেছেন। শাওকানী নাইলুল আওতার (৪/১৭৯) গ্রন্থে তাতে বাহায নামে একজন রাবী আছে, তার মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। আহমাদ শাকির মুহাল্লা (৬/৫৭) গ্রন্থে বলেন, তাতে বাহায ইবনু হাকীম রয়েছে, তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, ইবনু হাযাম বলেন, বাহায ইবনু হাকীম আদালাতের ক্ষেত্রে মাশহুর নয় এবং তার পিতা হাকীম অনুরূপ, (আমি বলছি) বরং বাহয ও তার পিতা সিকাহ। আলবানী নাকদুন নুসূস (৫৯) গ্রন্থে বলেছেন তার সানাদ হাসান। আলবানী সহীহ আল জামি' (৪২৬৫) গ্রন্থে হাসান বলেছেন।

৬৪৯. হাদীসটি ইমাম দারাকুতনী স্থগিত করার দ্বারা দুর্বল বলে আখ্যায়িত করলেও ইমাম বুখারী তা সহীহ বলেছেন।

হচ্ছে দিরহাম)[৬৫০]

٦٠٧- وَلِلتِّرْمِذِيِّ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ الْحَوْلُ» وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

৬০৭। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিরমিযীতে আছে–কারো কোন সম্পদ সঞ্চিত হলে তার গচ্ছিত অবস্থার উপর একটি বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য যাকাত ফরয হয় না। এর সানাদের মাওকুফ হওয়াটাই অগ্রগণ্য।[৬৫১]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الْمَاشِيَةَ الَّتِيْ أُعِدَّتْ لِلْعَمَلِ لَا زَكَاةَ فِيْهَا

যে সকল গৃহপালিত পশু দ্বারা কাজ করানো হয় তাতে কোন যাকাত নেই

٦٠٨- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.

৬০৮। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন–কাজে নিয়োজিত গরুর কোন যাকাত নেই। –আবূ দাঊদ, দারাকুৎনী। এরও মাওকূফ হওয়াটা বেশি অগ্রগণ্য।[৬৫২]

مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيْمِ

ইয়াতিমের সম্পদের যাকাত

٦٠٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

৬০৯। 'আমর বিন শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা আবদুল্লাহ্ বিন 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যদি কেউ সম্পদশালী ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ক হয় তবে সে যেন তা ব্যবসায় খাটায়। উক্ত সম্পদকে এমনি ফেলে রাখবে না যাতে সদাকাহ (যাকাত) উক্ত মালকে খেয়ে (নিঃশেষ করে দেয়) ফেলে। তিরমিযী ও দারাকুৎনী দুর্বল সানাদে।[৬৫৩]

---

৬৫০. আবূ দাঊদ ১৫৭৩, ১৫৭৪, তিরমিযী ৬২০, নাসায়ী ২৪৭৭, ২৪৭৮, ইবনু মাজাহ ১৭৯০, আহমাদ ৭১৩, ৯১৫, ১২৭০, দারেমী ১৬২৯।

৬৫১. তিরমিযী ৬৩১, ৬৩২, মুওয়াত্তা মালেক ৬৫৭।

৬৫২. আবূ দাঊদ ১৫৭৩, ১৫৭৪, তিরমিযী ৬২০, নাসায়ী ২৪৭৭, ২৪৭৭৮, ইবনু মাজাহ ১৭৯০, আহমাদ ৯১৩, , ৯১৫, দারেমী ১৬২৯।

৬৫৩. তিরমিযী ৬৪১, দারাকুতনী ২/১০৯-১১০
ইবনু কাসীর ইরশাদুল ফাকীহ (১/২৪৩), ইবনু হাজার আসকালানী দিরায়্যাহ (১/২৪৯) গ্রন্থে বলেন, তাতে দুর্বলতা রয়েছে।
রুবায়ী ফাতহুল গাফ্ফার (২/৮১৭) গ্রন্থে বলেছেন, তার সানাদ দুর্বল।
আলবানী যঈফুত তিরমিযী (৬৪১) গ্রন্থে বলেন, দুর্বল।

٦١٠- وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

৬১০। এর সমার্থক একটি হাদীস শাফি'ঈ মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।[৬৫৪]

اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُزَكِّي

যাকাত প্রদানকারীদের জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব

٦١١- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬১১। 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট নিজেদের সদাকাহ নিয়ে উপস্থিত হতো তখন তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি তাদের উপর রহমত বর্ষণ কর।[৬৫৫]

حُكْمُ تَعْجِيْلِ الزَّكَاةِ

ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করার বিধান

٦١٢- وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ الْعَبَّاسَ «سَأَلَ النَّبِيَّ فِي تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

৬১২। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার মালের বর্ষপূর্তির পূর্বে যাকাত প্রদানের ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেন।[৬৫৬]

نِصَابُ زَكَاةِ الْحُبُوْبِ وَالثِّمَارِ

শস্য ও ফলের যাকাতের নেসাব

ইমাম তিরমিযী সুনানুত তিরমিযী (৬৪১) গ্রন্থে তার সানাদে সমালোচনা রয়েছে।
ইবনু হাজার আসকালানী বুলুগুল মারাম (১৭১) গ্রন্থে বলেন, তার সানাদ দুর্বল।
আল আইনী উমদাতুল কারী (৮/৩৪১) গ্রন্থে বলেন, দুর্বল।
আলবানী যঈফুল জামি' (২১৭৯) গ্রন্থে বলেন, যঈফ।

৬৫৪. ইমাম শাফিঈ এটি ইবনু জুরাইজ সূত্রে ইউসুফ বিন মাহিক থেকে বর্ণনা করেছেন। এখানে ইবনু জুরাইজ মুদাল্লিস। শাইখ সুমাইর আয যুহাইরী বলেন, এর অন্য শাহেদ রয়েছে। আর সেখানেও দুর্বল রাবী থাকায় হাদীসটির হুকুম দুর্বল হিসেবেই বহাল থাকল।

৬৫৫. বুখারী ১৪৯৭, ৪১৬৬, ৬৩৫৯, মুসলিম ১০৭৮, মুসলিম নাসায়ী ২৪৫৯, মুসলিম আবূ দাঊদ ১৫৯০, ইবনু মাজাহ ১৭৯৬, মুসলিম আহমাদ ১৮৬৩২
বুখারী এবং মুসলিমে রয়েছে, 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট নিজেদের সদাকাহ নিয়ে উপস্থিত হতো তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ! অমুকের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। একদা আমার পিতা সদাকাহ নিয়ে হাযির হলে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আবূ আওফা'র বংশধরের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

৬৫৬. তিরমিযী ৬৭৮, মুসলিম ৬৭৯, আবূ দাঊদ ১৬২৪, ইবনু মাজাহ ১৭৯৫, আহমাদ ৮২৪, দারেমী ১৬২৬

٦١٣- وَعَنْ جَابِرٍ [بْنِ عَبْدِ اللهِ] عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬১৩। জাবির বিন 'আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– চাঁদিতে ৫ উকিয়ার কমে সদাকাহ (যাকাত) ওয়াজিব নয়। এবং উটে পাঁচ যাওদের কমে যাকাত নেই। এবং খেজুরে ৫ অসাকের কমে যাকাত নেই।[৬৫৭]

(৫ উকিয়া ৭৩৫ গ্রাম, ৫ যাওদ = ৩ থেকে ১০টি উটের একটি পাল, ৫ ওয়াসাক = সাড়ে ১২ কেজি)

٦١٤- وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ: «لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ» وَأَصْلُ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬১৪। মুসলিমে আবূ সা'ঈদের রিওয়ায়াতকৃত হাদীসে রয়েছে ঃ খেজুর ও শস্যে ৫ অসাকের কমে যাকাত (ফরয) নেই।[৬৫৮] আবূ সা'ঈদের মূল হাদীসটি বুখারী, মুসলিমে রয়েছে।[৬৫৯]

مِقْدَارُ زَكَاةِ الْحُبُوْبِ والثِّمَارِ

শস্য ও ফলে যাকাতের পরিমাণ

٦١٥- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: «أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ».

৬১৫। সালিম বিন 'আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। নাবী (ﷺ) বলেছেন– বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতীত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর (দশমাংশ) 'উশর ওয়াজিব হয়। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ (বিশ ভাগের এক ভাগ) 'উশর। বুখারী; আর আবূ দাউদে আছে, যদি মাটি সিক্ত হয় তাহলে দশমাংশ 'উশর। আর পশু বা সেচযন্ত্রের সাহায্যে সেচকৃত উৎপাদিত ফসলে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।[৬৬০]

---

৬৫৭. মুসলিম ৯৮০, ইবনু মাজাহ ১৭৯৪, আহমাদ ১৩৭৪৮

৬৫৮. মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত শস্যদানা এবং খেজুরে সদাকাহ নেই।

৬৫৯. মুসলিম ৯৭৯, বুখারী ১৪০৫, ১৪৪৭, ১৪৫৯, তিরমিযী ৬২৬, নাসায়ী ২৪৪৮, ২৪৪৬, , আবূ দাউদ ১৫৫৮, ১৫৫৯, ইবনু মাজাহ ১৭৯৯, ১৭৯৩, আহমাদ ১১০১২, ১১১৭০, ১১৫২০, মুওয়াত্তা মালেক ৫৭৫, ৫৭৬, দারেমী ১৬২৩, ১৬২৪

বুখারীতে রয়েছে, "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة" পাঁচের কম সংখ্যক উটের উপর যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়া-এর কম পরিমাণ রূপার উপর যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসক-এর কম পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যের উপর সদাকাহ (উশর) নেই।

৬৬০. বুখারী ১৪৮৩, তিরমিযী ৬৪০, নাসায়ী ২৪৮৮, আবূ দাউদ ১৫৮৬, ইবনু মাজাহ ১৮১৭

مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحُبُوْبِ وَالثِّمَارِ

যে পরিমাণ শস্য ও ফলে যাকাত ওয়াজিব

٦١٦- وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ ؛ وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيْبِ، وَالتَّمْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

৬১৬। আবূ মূসা আল আশ'আরী ও মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাঁদের বলেছিলেন, শুধুমাত্র চার প্রকার জিনিস হতে সদাকাহ গ্রহণ করবে ঃ বার্লি, গম, কিশমিশ ও খেজুর।[৬৬১]

٦١٧- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ ﷺ: «فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

৬১৭। দারাকুৎনীতে মু'আয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শশা-খিরা, তরমুজ, আনার ও আখ জাতীয় জিনিসের যাকাত ('উশ্‌র) রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাফ করে দিয়েছেন। এর সানাদটি দুর্বল।[৬৬২]

مَا جَاءَ فِيْ خَرْصِ الثِّمَارِ وَمَا يُتْرَكُ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ

ফলের অনুমান করা ও চাষির জন্য যা ছেড়ে দেয়া হবে

٦١٨- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوْا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

৬১৮। সাহ্‌ল বিন আবূ হাসমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন, যখন তোমরা হিসাব করবে (খেজুর জাতীয় ফলের যাকাত) তখন তা হতে এক তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে হিসেব করবে; যদি এক তৃতীয়াংশ ছাড়তে না পার তাহলে এক চতুর্থাংশ ছাড়বে। -ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৬৬৩]

---

৬৬১. বুখারী ১৪৮৩, আবূ দাউদ ১৫৯৬, তিরমিযী ৬৫০, নাসায়ী ২৪৮৮, ইবনু মাজাহ ১৮১৭

৬৬২. মুহাম্মাদ বিন আবদুল হাদী আল মুহাররার (২১৫) গ্রন্থে বলেন, এর সানাদে ইসহাক বিন ইয়াহইয়া আছে তাকে আহমাদ নাসায়ী ও অন্যরা পরিত্যাগ করেছেন। আর সে হচ্ছে মুরসাল। যাহাবী তানকীহিত তাহকীক (১/৩৩৭) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। যাহাবী মুহায্‌যাব ৩/১৪৮৫) গ্রন্থে বলেন তাতে সমালোচনা রয়েছে। শওকানী আল ফাতহুর রব্বানী (৭/৩২৯৫) গ্রন্থে হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনুল কাইয়িম আল মানারুল মুনীফ (৯৯) গ্রন্থে হাদীসটি বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন।

৬৬৩. আবূ দাউদ ১৬০৫, তিরমিযী ৬৪৩, নাসায়ী ২৪৯১, আবূ দাউদ ১৫২৮৬, ১৫৬৬২
বিন বায বুলুগুল মারামের শারাহ (৩৮১) গ্রন্থে এর সানাদকে হাসান বলেছেন। শাইখ আলবানী সিলসিলা যঈফা (২৫৫৬), যঈফুল জামে (৪৭৬), আবূ দাউদ (১৬০৫), তিরমিযী (৬৪৩) গ্রন্থসমূহে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বাযযার আল বাহরুয যিখার (৬/২৭৯) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন নাইয়্যার পরিচিত। ইবনুল কাইয়্যিম আলামুল মুআক্কিয়ীন (২/২৬৬) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনু হাজার আত্-তালখীসুল

٦١٩- وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ ﷺ قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ.

৬১৯। 'আত্তাব বিন আসীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেভাবে খেজুরের হিসাব করা হয় সেভাবেই আঙ্গুরেরও হিসাব করতে হবে। আঙ্গুরের যাকাতে কিশমিশ নিতে হবে। -এর সানাদে রাবীদের মধ্যে যোগসূত্রে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।[৬৬৪]

حُكْمُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

অলংকারে যাকাতের বিধান

٦٢٠- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ؛ «أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: "أَتُعْطِيْنَ زَكَاةَ هَذَا؟" قَالَتْ: لَا قَالَ: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟" فَأَلْقَتْهُمَا» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.

৬২০। আম্‌র বিন শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, জনৈকা নারী তার মেয়েকে নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর নিকট এলেন। তার কন্যার হাতে দুখানা সোনার বালা ছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি এগুলোর যাকাত আদায় কর? সে বলল, না। তিনি (ﷺ) বললেন, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ ঐগুলো দিয়ে আগুনের বালা বানিয়ে তোমাকে পরতে দিলে তুমি কি খুশী হবে? (এটা শুনে) সে দু'টোকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।[৬৬৫] -এর সানাদ শক্তিশালী

٦٢١- وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ.

৬২১। এবং 'আয়িশা কর্তৃক বর্ণিত (অনুরূপ) হাদীসটিকে হাকিম সহীহ্ বলেছেন।[৬৬৬]

٦٢٢- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ «أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَكَنْزٌ هُوَ؟ [فَـ] قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ"» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

হাবীর (২/৭৫৫) গ্রন্থে বলেন, যদিও এর সনদে আবদুর রহমান বিন মাসউদ রয়েছে তার পরও এর শাহেদ হাদীস রয়েছে। সানআনী সুবুলুস সালাম (২/২২১) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ হচ্ছে মাজহূল হাল। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার (৪/২০৫) গ্রন্থে বলেন, আব্দুর রহমান বিন মাসউদ বিন নাইয়্যার সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা জানা যায় না। এর শাহেদ রয়েছে আর তাতে রয়েছে ইবনু লাহীআহ

৬৬৪. আবূ দাঊদ ১৬০৩, তিরমিযী ৬৪৪, নাসায়ী ২৩১৮, ইবনু মাজাহ ১৮১৯।
ইবনু হাজার আত্-তালখীসুল হাবীর (২/৭৫৩) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটির উৎস হচ্ছে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব আত্তাব থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আবূ দাউদ বলেন, ইবনুল মুসাইয়্যিবন তার (আত্তাব) থেকে শুনেন নি। ইবনু কানে বলেন, তিনি তার যুগ পাননি। আলবানী আবূ দাউদ (১৬০৩) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম সানআনী সুবুলুস সালাম (২/২১) গ্রন্থে ও ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার (৪/২০৫) গ্রন্থে ইবনু হাজারের অনুরূপ উদ্ধৃতিই পেশ করেছেন।

৬৬৫. আবূ দাঊদ ১৫৬৩, তিরমিযী ৬৩৭, নাসায়ী ২৪৭৯, আহমাদ ৬৬২৯, ৬৮৬২, ৬৯০০

৬৬৬. আবূ দাঊদ ১৫৬৫, হাকিম ১/৩৮৯-৩৯০

৬২২। উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি স্বর্ণের বালা পরতেন। তারপর তিনি বললেন, –হে আল্লাহ্‌র রসূল! এগুলো কি (কুরআনে উল্লেখিত) গচ্ছিত সম্পদ (কানয) ? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন, 'যদি এর যাকাত আদায় কর তবে তা কান্‌য হবে না। –হাকিম একে সহীহ্‌ বলেছেন।[৬৬৭]

زَكَاةُ عُرُوْضِ التِّجَارَةِ

ব্যবসা সামগ্রীর যাকাত

٦٢٣- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا؛ أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ.

৬২৩। সামুরাহ বিন্‌ জুনদূব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নির্দেশ দিতেন ঐসকল সম্পদ হতে সদাকাহ বের করতে যেগুলো আমরা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করতাম। –এর সানাদে সামান্য দুর্বলতা রয়েছে।[৬৬৮]

زَكَاةُ الرِّكَازِ

পুঁতে রাখা মালের যাকাত

٦٢٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: "وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬২৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–রিকাযের (ভূগর্ভস্থ পুঁতে রাখা সম্পদের) জন্য পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।[৬৬৯]

٦٢٥- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-: "إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُوْنَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُوْنَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ "» أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

---

৬৬৭. আবূ দাউদ ১৫৬৪, দারাকুতনী ২/১০৫/১, হাকিম ১/৩৯০

৬৬৮. আবূ দাউদ হাঃ ১৫৬২। ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম (২/২১৪) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে সুলায়মান বিন সামরাহ নামক মাজহূল রাবী রয়েছে। ইমাম শওকানী আস-সাইলুল জাররার (২/২৭) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে একাধিক মাজহূল রাবী রয়েছে। ইবনুল কাত্তান আল ওয়াহ্‌ম ওয়াল ইহাম (৫/১৩৯) গ্রন্থে বলেন, এর সনদের রাবী খুবাইব বিন সুলাইমান বিন সামরাহ ও তার পিতাকে তার সমসাময়িক কেউ চিনতেন না। ইমাম যাহাবী মিযানুল ই'তিদাল (১/৪০৭) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি অস্পষ্ট। ইমাম যাহাবী তানকীহুত তাহকীক (১/৩৪৬) গ্রন্থে এর সনদকে লীন উল্লেখ করেছেন।

৬৬৯. বুখারী ২৩৫৬, , ৬৯১২, ৬৯১৩, মুসলিম ১৭১০, তিরমিযী ৬৪২, ১৩৭৭, নাসায়ী ২৪৯৫, আবূ দাউদ ২০৮৫, ৪৫৯৩, ইবনু মাজাহ ২৬৭৩, ইবনু মাজাহ ২০৮০, ৭২১৩
বুখারী এবং মুসলিমে পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছে, "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খণি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

৬২৫। 'আম্‌র বিন শু'আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ কোন লোক কোন বিরান জায়গায় কোন সম্পদ পেলে সে সম্বন্ধে (ﷺ) বলেছেন, যদি তা কোন লোক-বসতিস্থানে পাও তবে তা প্রচার করে লোকেদের জানিয়ে দাও আর যদি কোন বিরান জায়গায় পাও তবে তাতে ও রিকাযে পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিবে। ইবনু মাজাহ্ হাসান সানাদে।[৬৭০]

زَكَاةُ الْمَعَادِنِ

খনিজ সম্পদের যাকাত

٦٢٦- وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

৬২৬। বিলাল বিন্ হারিস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) কাবালিয়াহ অঞ্চলের খনিজ সম্পদের সদাকাহ গ্রহণ করেছেন।[৬৭১]

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

অধ্যায় (১) : সদাকাতুল ফিত্‌র

حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَمِقْدَارُهَا وَنَوْعُهَا

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ ও বিধান

٦٢٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ، وَالْكَبِيْرِ، مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬২৭। ইব্‌নু 'উমার (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) সদাকাতুল ফিতর হিসেবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা' পরিমাণ আদায় করা ফারয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের সলাতের বের হবার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬৭২]

٦٢٨- وَلِابْنِ عَدِيٍّ ؟ [مِنْ وَجْهٍ آخَرَ]، وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ: «اغْنُوْهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ».

---

৬৭০. হাসান। শাফিয়ী ১/২৪৮/৬৭৩, ইবনু হাজার হাদীসটিকে ইবনু মাজাহর সাথে সম্পৃক্ত করে ভুল করেছেন। বরং এ হাদীসটিকে হাফেজ ইব্‌নু হাজার আসকালানীর আত্-তালখীসুল হাবীর নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৬৭১. আবূ দাউদ ৩০৬১, মুওয়াত্তা মালেক ৫৮২
আলবানী ইরওয়াউল গালীল (৮৩০) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে (৩/৩১) বলেন এটি রাসূল ﷺ পর্যন্ত পৌছার দিক থেকে সঠিক নয়। আলবানী সহীহ ইবনু খুযাইমাহ (২৩২৩) গ্রন্থেও একে দুর্বল বলেছেন।

৬৭২. বুখারী ১৫০৩, ১৫০৪, ১৫০৭, ১৫০৯, মুসলিম ৯৮৪, তিরমিযী ৬৭৫, ৬৭৬, নাসায়ী ২৫০২, ২৫০৩, আবূ দাউদ ১৬১১, ১৬১৩, ১৬১৪, ইবনু মাজাহ ১৮২৬, আহমাদ ৪৪৭২, ৫১৫২, মুওয়াত্তা মালেক ৬২৭, দারিমী ১৬৬১, ২৫২০

৬২৮। ইবনু 'আদী ও দারাকুৎনী দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন ঃ তাদের নিকট সদাকাতুল ফিতর পৌঁছে দিয়ে তাদের এ দিনে রুযীর খোঁজে বের হওয়ার প্রয়োজন মিটিয়ে দাও।[৬৭৩]

٦٢٩- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: «كُنَّا نُعْطِيْهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ».

قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ ﷺ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلِأَبِي دَاوُدَ: «لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا».

৬২৯। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এক সা' খাদ্যদ্রব্য বা এক সা' খেজুর বা এক সা' যব বা এক সা' কিসমিস দিয়ে সদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম। উক্ত কেতাবদ্বয়ে আরও আছে ঃ "অথবা এক সা' পনির দিতাম।" আবূ সা'ঈদ বলেন ঃ আজও তাই বের করবো (দিব) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যামানায় যেমনভাবে পূর্ণ এক সা' (বের) করতাম। আবূ দাউদে আবূ সা'ঈদের কথাটি এভাবে আছে– "এক সা' ব্যতীত আমি বের করব (দেবই) না।[৬৭৪]

بَيَانُ الْحِكْمَةِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَوَقْتُ اخْرَاجِهَا

যাকাতুল ফিতরের রহস্য বর্ণনা ও তার আদায়ের সময়

٦٣٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৬৩০। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোযাদারের অনর্থক কথাবার্তা ও অশালীন আচরণের কাফ্‌ফারাস্বরূপ এবং গরীব-মিসকীনদের আহারের সংস্থান করার জন্য সদাকাতুল ফিত্‌র (ফিতরা) নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের সলাতের পূর্বে তা পরিশোধ করে (আল্লাহ্‌র নিকট)– তা গ্রহণীয় দান। আর যে ব্যক্তি ঈদের সলাতের পর তা পরিশোধ করে, তাও দানসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি দান। আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ আর হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৬৭৫]

بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

অধ্যায় (২) : নফল সদাকাহ

৬৭৩. ইমাম সানআনী সুবুলুস সালাম (২/২১৮) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মুহাম্মাদ বিন উমার আল ওয়াকিদী রয়েছে। সে দুর্বল। ইমাম নববী আল মাজমূ (৬/১২৬) গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন, আলবানী ইরওয়াউল গালীল (৮৪৪) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন, উসাইমীন শারহুল মুমতে (৬/১৭১) গ্রন্থেও একে দুর্বল বলেছেন।

৬৭৪. বুখারী ১৫০৫, ১৫০৬, ১৫০৮, ১৫১০, মুসলিম ৯৮৫, তিরমিযী ৬৭৩, নাসায়ী ২৫১১, ২৫১২, ২৫১৩, আবূ দাঊদ ১৬১৬, ১৬১৮, ইবনু মাজাহ ১৮২৯, আহমাদ ১০৭৯৮, ১১৩০১, মুওয়াত্তা মালেক ৬২৮, দারেমী ১৬৬৪

৬৭৫. আবূ দাঊদ ১৬০৯, ইবনু মাজাহ ১৮২৭

اخْفَاءُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

গোপনে নফল সাদাক্বাহ করা

٦٣١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৩১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আ'নহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সাত ধরনের লোককে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ছায়ায় এমন দিনে আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়াই থাকবে না অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তার মধ্যে আছে (ঐ ব্যক্তি) : "সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না।"[৬৭৬]

فَضْلُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

নফল সাদাক্বার ফযীলত

٦٣٢- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ» رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৬৩২। 'উক্‌বাহ বিন 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আ'নহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিটি মানুষ তার সদাকাহর ছায়ায় আশ্রয় পাবে যতক্ষণ না কিয়ামতে মানুষের হিসাবের নিষ্পত্তি হয়। ইবনু হিব্বান ও হাকিম।

بَيَانُ انَّ افْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا وَافَقَ حَاجَةَ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ

দানগ্রহীতার একান্ত প্রয়োজন মিটায় এমন দান সব চেয়ে উত্তম

---

৬৭৬. বুখারী ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসলিম ১০৩১, তিরমিযী ২২৯১, নাসায়ী ৫২৮০, আহমাদ ৯৩৭৩, মুওয়াত্তা মালেক ১৭৭৭

পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছে, "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه". والسياق للبخاري. وانقلبت جملة "حتى لا تعلم.." عند مسلم، فوقعت هكذا: "حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله" যে দিন আল্লাহ্র (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে, ৩. সে ব্যক্তি যার অন্তর মাসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, ৪. সে দু' ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহ্র ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহ্র জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহ্র জন্য, ৫. সে ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহ্বান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করি', ৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না, ৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্র যিক্‌র করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে।

٦٣٣- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا [مُسْلِمًا] ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوْعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ لِيْنٌ.

৬৩৩। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন মুসলিম তার কোন বিবস্ত্র মুসলিম ভাইকে কাপড় পরিধান করালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতের সবুজ পোষাক পরিধান করাবেন। কোন মুসলিম তার ক্ষুধার্ত মুসলিম ভাই-কে খাবার খাওয়ালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। কোন মুসলিম তার কোন তৃষ্ণার্ত মুসলিম ভাইকে পানি পান করালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও মোহরাঙ্কিত স্বর্গীয় সুধা পান করাবেন। আবূ দাউদ দুর্বল সানাদে।[৬৭৭]

بَيَانُ اَيِّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ

কোন্ প্রকারের দান সর্বোত্তম

٦٣٤- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৬৩৪। হাকীম ইব্‌নু হিযাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ–পোষণের দায়িত্ব তুমি বহন কর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে সদাকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি (পাপ ও ভিক্ষা করা হতে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা হতে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[৬৭৮]

٦٣٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ"» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

৬৩৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সর্বোত্তম সদাক্বাহ কোনটি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন–স্বল্প সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির কষ্টার্জিত বস্তু হতে সদাক্বাহ (দান); আর (দানের সময়) অধীনস্থদের থেকে আরম্ভ (অগ্রাধিকার) কর। –আর ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম এটিকে সহীহ্ বলেছেন।[৬৭৯]

---

৬৭৭. আবূ দাউদ ১৬৮২, তিরমিযী ২৪৪৯, আহমাদ ১০৭১৭।
আলবানী তাখরীজু মিশকাতিল মাস্বাবীহ (১৮৫৫) গ্রন্থে বলেন, দুর্বল।
আল বানী সিলসিলাতুয যঈফা (৪৫৫৪) গ্রন্থে বলেন, খুব দুর্বল।

৬৭৮. বুখারী ১৪২৭, ২৭৫১, ২১৪৩, মুসলিম ১০২৪, ১০২৫, তিরমিযী ২৪৬৩, নাসায়ী ২৫৩১, ২৫৩৪, ২৫৪৩, আবূ দাউদ ১৬৭৬, আহমাদ ৭১১৫, ৭৩০১, দারিমী ১৬৫০, ১৬৫৩।

৬৭৯. আবূ দাউদ ১৬৭৬, ১৬৭৭, বুখারী ১৪২৬, ১৪২৭, ৫৩৫৫, তিরমিযী ২৪৬৩, নাসায়ী ২৫৬৪, ২৫৪৪, আহমাদ ৭১১৫, ৭৩০১, দারেমী ১৬৫১

مَا جَاءَ فِيْ انَّ النَّفْقَةَ الْوَاجِبَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى التَّطَوُّعِ

পরিবারের আবশ্যিক ভরণ-পোষণ নফল দানের পূর্বে বিবেচ্য

٦٣٦- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «" تَصَدَّقُوْا " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، عِنْدِي دِيْنَارٌ؟ قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ "» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৬৩৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা সদাকাহ প্রদান কর। জনৈক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমার নিকট একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) আছে। তিনি বললেন–তুমি ওটা নিজেকেই দান কর (রেখে দাও)। লোকটা বললোঃ আমার নিকট আরও একটি আছে। তিনি উত্তরে বললেন ঃ এটা তোমার ছেলেদের (সন্তানের) জন্য খরচ কর।[৬৮০] লোকটা বললো আমার নিকট আরো একটি আছে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ ওটা তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ কর। লোকটা বললো ঃ আমার কাছে আরো একটি আছে। নাবী বললেন– ওটা তোমার খাদিমের জন্য খরচ কর। লোকটা বললো ঃ আমার কাছে আরো একটি মুদ্রা আছে। নাবী বললেন–তুমিই ভাল জান (এটা কোথায় খরচ করবে)। আবূ দাঊদ, নাসায়ী, আর ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৬৮১]

بَيَانُ اجْرِ الْمَرْاةِ اذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে দান করলে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে

٦٣٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اِكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৩৭। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন স্ত্রী যদি তার ঘর হতে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া খাদ্যদ্রব্য সদাকাহ করে তবে এ জন্যে সে সওয়াব লাভ করবে আর উপার্জন করার কারণে স্বামীও সওয়াব পাবে[৬৮২] এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্য জনের সওয়াবে কোন কমতি হবে না।[৬৮৩]

---

৬৮০. প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থে আরও রয়েছে, তিনি(সাহাবী)বলেন, আমার কাছে আরও আছে। তিনি বললেন, তুমি তা তোমার স্ত্রীকে দান করে দাও।

৬৮১. আবূ দাঊদ ১৬৯১, নাসায়ী ২৫২৫, আহমাদ ৭২৭১, ৯৭২৬

৬৮২. বুখারী এবং মুসলিমে, "اكتسب" শব্দটির স্থানে "كسب" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৬৮৩. বুখারী ১৪২৫, ১৪২৭, ১৪৪০, ১৪৪১, মুসলিম ১০২৪, তিরমিযী ৬৭২, আবূ দাঊদ ১৬৮৫, ইবনু মাজাহ ২২৯৪, আবূ দাঊদ ১৬৯৪, ২৫৮২৮।

حُكْمُ اعْطَاءِ الزَّوْجَةِ صَدَقَتُهَا لِزَوْجِهَا

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে দান করার বিধান

٦٣٨- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: «جَاءَتْ زَيْنَبُ اِمْرَأَةُ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ "صَدَقَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ"» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬৩৮। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু মাস'উদের স্ত্রী যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) (নবী (ﷺ) এর নিকট) এসে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আজ আপনি সদাকাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার অলংকার আছে। আমি তা সদাকাহ করার ইচ্ছা করেছি। ইব্‌নু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মনে করেন, আমার এ সদাকায় তাঁর এবং তাঁর সন্তানদেরই হক বেশি। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, ইব্‌নু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঠিক বলেছে। তোমার স্বামী ও সন্তানই তোমার এ সদাকাহ্‌র অধিক হক্‌দার।"[৬৮৪]

ذَمُّ الْمَسْأَلَةِ وَمَا فِيْهَا مِنَ الْوَعِيْدِ

যাচঞা করা নিন্দনীয় এবং এ ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন

٦٣٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

৬৮৪. বুখারী ২০৪, ৯০৫৬, ১৯৫১, মুসলিম ৮০, ৮৮৯, নাসায়ী ১৫৭৬, ১৫৭৯, ইবনু মাজাহ ১৬৮৮, আবূ দাঊদ ১০৬৭৫, ১০৮৭০, ১০৯২২

হাদীসের প্রথমাংশ হচ্ছে, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: " أيها الناس تصدقوا " فمر على النساء، فقال: " يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار " فقلـــن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: " تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ". ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه. فقيل: يا رسول الله! هـــذه زينـــب. فقال: " أي: الزيانب " فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: " نعم. ائذنوا لها " فأذن لها. قالت: يا نبي الله ! إنك أمرت ... الحديث এক ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিত্‌রের দিনে আল্লাহর রসূল ﷺ ঈদগাহে গেলেন এবং সলাত শেষ করলেন। পরে লোকেদের উপদেশ দিলেন এবং তাদের সদাকাহ দেয়ার নির্দেশ দিলেন আর বললেন ঃ লোক সকল! তোমরা সদাকাহ দিবে। অতঃপর মহিলাগণের নিকট গিয়ে বললেন ঃ মহিলাগণ! তোমরা সদাকাহ দাও। আমাকে জাহান্নামে তোমাদেরকে অধিক সংখ্যক দেখানো হয়েছে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এর কারণ কী? তিনি বললেন ঃ তোমরা বেশি অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়ে থাক। হে মহিলাগণ! জ্ঞান ও দীনে অপরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়চেতা পুরুষের বুদ্ধি হরণকারিণী তোমাদের মত কাউকে দেখিনি। যখন তিনি ফিরে এসে ঘরে পৌঁছলেন, তখন ইব্‌নু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) -এর স্ত্রী যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! যায়নাব এসেছেন। তিনি বললেন, কোন্ যায়নাব? বলা হলো, ইব্‌নু মাস'উদের স্ত্রী। তিনি বললেন ঃ হাঁ, তাকে আসতে দাও। তাকে অনুমতি দেয়া হলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নাবী ﷺ আজ আপনি সদাকাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। .... শেষের অংশটুকু উপরে বর্ণিত হয়েছে।

৬৩৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সব সময় মানুষের কাছে চেয়ে থাকে, সে কিয়ামাতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় কোন গোশ্ত থাকবে না।[৬৮৫]

٦٤٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৪০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– যে ব্যক্তি তার সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লোকেদের নিকট যাচঞা করে, প্রকৃতপক্ষে সে জ্বলন্ত আগুনই যাচঞা করে। কাজেই সে চাইলে জ্বলন্ত আগুন কমও চাইতে পারে বেশিও চাইতে পারে।[৬৮৬]

الْحَثُّ عَلَى الْعَمَلِ وَذَمُّ الْمَسْأَلَةِ

কাজ করতে উৎসাহ প্রদান ও যাচঞা করার নিন্দা

٦٤١- وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوْهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬৪১। যুবাইর ইব্নু 'আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনা এবং তা বিক্রি করা, ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (যাচঞা করার লাঞ্ছনা হতে) রক্ষা করেন, তা মানুষের কাছে সওয়াল করার চেয়ে উত্তম, চাই তারা দিক বা না দিক।[৬৮৭]

مَا يَسْتَثْنَى مِنْ ذَمِّ السُّؤَالِ

কোন প্রকারের যাচঞা করা নিন্দনীয় নয়

٦٤٢- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

৬৪২। সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– যাচঞা করা হচ্ছে একটি ক্ষতচিহ্ন মাত্র। যে ব্যক্তি যাচঞা করল যে যেন নিজের মুখমণ্ডলকেই ক্ষতবিক্ষত (কলঙ্কিত) করল। তবে সে ব্যক্তি নিরুপায় হলে দেশের সুলতানের নিকট চাইতে পারে। তিরমিযী একে সহীহ্ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৬৮৮]

بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

অধ্যায় (৩) : সদাকাহ (যাকাত ও 'উশুর) বণ্টন পদ্ধতি

---

৬৮৫. "مزعة" শব্দের অর্থ قطعة অর্থাৎ টুকরা। বুখারী ৪৭১৮, মুসলিম ১০৪০, নাসায়ী ২৫৮৫, ৪৬২৪, ৫৫৮৪,
৬৮৬. মুসলিম ১০৪১, ইবনু মাজাহ ১৮২৮, আহমাদ ৭১২৩।
৬৮৭. বুখারী ১৪৭১, ২০৭৫, ২৩৭৩, ইবনু মাজাহ ১৮২৬, আহমাদ ১৪১০, ১৪৩২।
৬৮৮. তিরমিযী ৬৮১, নাসায়ী ২৫৯৯, ২৬০০, আহমাদ ১৯৬০০, ১৯৭০৭।

الْغَنِيُّ الَّذِيْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

যে ধনীর জন্য যাচঞা করা বৈধ

٦٤٣- عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِيْنٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

৬৪৩। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ সচ্ছল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। তবে পাঁচজন ধনী ব্যক্তির জন্য তা হালাল ঃ যাকাত আদায়কারী কর্মচারী (বেতন বাবদ), যে ব্যক্তি তার নিজস্ব মাল দ্বারা যাকাতের মাল ক্রয় করে এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াইকারী, কোন গরীব ব্যক্তি তার প্রাপ্ত যাকাত কোন সচ্ছল ব্যক্তিকে উপহাস্বরূপ দিলে। আহমাদ, আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজা, হাকিম সহীহ্ বলেছেন আর মুরসাল হবার দোষও প্রকাশ করেছেন।[৬৮৯]

حُكْمُ الصَّدَقَةِ لِلْغَنِيِّ وَالْقَوِيِّ الْمُكْتَسِبِ

ধনী ও উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণের বিধান

٦٤٤- وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ﷺ؛ «أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيْهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتُمَا، وَلَا حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

৬৪৪। 'উবায়দুল্লাহ্ বিন 'আদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁকে দু'জন লোক বলেছেন, তাঁরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে কিছু সদাকাহ (যাকাতের মাল) চাইতে গেলে নাবী তাদের প্রতি লক্ষ্য করলেন, তারা খুব হৃষ্টপুষ্ট, ফলে তিনি তাদের বললেন, তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদের দিব তবে সদাকাহ্‌র মালে (সরকারী বায়তুলমালে) কোন ধনী ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির কোন অধিকার নেই। –নাসায়ী একে কাবি (দৃঢ়) সানাদের হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৯০]

جَوَازُ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

প্রয়োজনের সময় যাচঞা করা বৈধ

٦٤٥- وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اِجْتَاحَتْ

---

৬৮৯. ইবনু মাজাহ ১৮৪১, আবূ দাঊদ ১৬২৫, ১৬২৭, আহমাদ ১১১৪৪, মুওয়াত্তা মালেক ৬০৪
৬৯০. আবূ দাঊদ ১৬৩৩, নাসায়ী ২৫৯৮।

مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا ؟؟[صَاحِبُهَا] سُحْتًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

৬৪৫। ক্বাবীসাহ্ বিন্ মুখারিক আল্ হিলালী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তিন প্রকারের লোক ব্যতীত অন্য কারো যাচঞা করা হালাল বা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি কারো (ঋণ) পরিশোধের যামীন হয় তার জন্য ঐ পরিমাণ যাচঞা করা বৈধ যে পরিমাণের জন্য সে যামীন হয়েছে। তার পর তা বন্ধ করে দেবে। যে ব্যক্তির সম্পদ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তার জীবন যাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত যাচঞা করতে পারবে। আর ঐ অভাবী ব্যক্তি যার পক্ষে তার উক্ত গোত্রের তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে। তার আর্থিক জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যাচঞা করা তারপক্ষে বৈধ। হে ক্বাবীসাহ্, জেনে রাখ এছাড়া যে কোন প্রকার যাচঞা হারাম। যে অবৈধ যাচঞা করবে সে হারাম ভক্ষণ করবে।[৬৯১]

حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِيْ الْمُطَّلِبِ

বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের জন্য যাকাত গ্রহণের বিধান

٦٤٦- وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا آلِ مُحَمَّدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৪৬। 'আবদুল মুত্তালিব বিন রাবী'আহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–নিশ্চয়ই সদাকাহ (যাকাত উশুর)ও তাঁর বংশধরের জন্য বাঞ্ছিত নয়। সদকা হচ্ছে জনগণের (দেহ থেকে বের হওয়া) ময়লা মাত্র। অপর বর্ণনায় আছে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর বংশধরের জন্য বৈধ নয়।[৬৯২]

٦٤٧- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ"» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬৪৭। জুবাইর ইবনু মুতঈম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বানূ মুত্তালিবকে দিয়েছেন, আর আমাদের বাদ দিয়েছেন। অথচ আমরা এবং তারা আপনার সঙ্গে একই স্তরে সম্পর্কিত। তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, বানূ মুত্তালিব ও বানূ হাশিম একই স্তরের।[৬৯৩]

---

৬৯১. মুসলিম ১০৪৪, নাসায়ী ২৫৭৯, ২৫৯১, আবূ দাউদ ১৬৪০, আহমাদ ১৫৮৪০, ২০০৭৮, দারেমী ১৬৭৮।

৬৯২. মুসলিম ১০৭২, নাসায়ী ২৬০৯, আবূ দাউদ ২৯৮৫, আহমাদ ১৭০৬৪।

৬৯৩. বুখারী ৩৫০৩, ৪২২৯, নাসায়ী ৪১২৬, ৪১২৭, আবূ দাউদ ২৯৭৮, ২৯৭৯, ২৯৮০, ইবনু মাজাহ ২৮৮১, আহমাদ ১৬২৯৯, ১৬২২৭, ১৬৩৪১,

حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِيْ بَنِيْ هَاشِمٍ

বনূ হাশীমের দাস-দাসীদের পক্ষে সাদাকা গ্রহণ করার বিধান

٦٤٨- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اِصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ فَأَسْأَلَهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ "» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

৬৪৮। আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাখযুম বংশের জনৈক ব্যক্তিকে সদাকাহর (যাকাতের) দায়িত্বে পাঠিয়েছিলেন। সে আবূ রাফি'কে (রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গোলাম) বললো, আপনি আমার সঙ্গে চলুন আপনি তা থেকে (যাকাত থেকে) কিছু পেয়ে যাবেন। আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, না! যতক্ষণ না নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করব ততক্ষণ (আমি তা গ্রহণ করব না)। তিনি তাঁর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন ঃ (এ ব্যাপারে) গোলাম তার মুনিবের সম্প্রদায়ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়, আর আমাদের (বনু হাশেম গোত্রের) জন্য সদাকাহ (যাকাত) মোটেই বৈধ নয়।[৬৯৪]

جَوَازُ اخْذِ الْمَالِ اذَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ اشْرَافٍ وَلَا سُؤَالٍ

চাওয়া বা কামনা ছাড়া যখন কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ করা বৈধ

٦٤٩- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُوْلُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُوْلُ: "خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৪৯। সালিম বিন 'আবদুল্লাহ্ বিন 'উমার থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কিছু দান করতে চাইলেন। ফলে 'উমার বললেন–যে আমার থেকে বেশি ফকীর তাকে দিন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন– এটা লও। হয় তুমি একে নিজের সম্পদ করে নাও, নাহলে তুমি তা সদাকাহ করে দাও। নির্লোভ ও না চাইতেই যা এ সদাকাহর সম্পদ হতে পাবে তা তুমি গ্রহণ কর। (আর ঐরূপ না হলে) ঐ সম্পদের দিকে তোমার মনসংযোগ ঘটাবে না।[৬৯৫]

---

৬৯৪. আবূ দাউদ ১৬৫০, তিরমিযী ৬৫৭, নাসায়ী ২৬১২, আহমাদ ২৬৬৪১।

৬৯৫. মুসলিম ১০৪৫, বুখারী ১৪৭৩, ৭১৬৩, নাসায়ী ২৬০৫, ২৬০৬, ২৬০৭, আবূ দাউদ ১৬৪৮, আহমাদ ১০১, ১২৭, ২৮১, দারেমী ১৬৪৭

كِتَابُ الصِّيَامِ

পর্ব (৫) : সিয়াম (রোযা পালন)

النَّهْيُ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِالصَّوْمِ

সাওম পালন করে রমাযানকে গ্রহণ করা নিষেধ

٦٥٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৫০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা কেউ রমাযানের একদিন কিংবা দু'দিন আগে হতে সওম শুরু করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে সেদিন সওম পালন করতে পারবে।[৬৯৬]

حُكْمُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

(চাঁদ উঠা-না উঠা) সন্দেহের দিনে রোযা রাখার বিধান

٦٥١- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ» وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

৬৫১। 'আম্মার বিন ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহ-দিনে সওম পালন করল সে অবশ্যই আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরুদ্ধাচরণ করল। এ হাদীসকে বুখারী (রহঃ) মু'আল্লাক হিসেবে এবং পাঁচজনে (আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ) মাওসুলরূপে একে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন।[৬৯৭]

تَعْلِيْقُ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ بِالرُّؤْيَةِ

রোযা রাখা এবং ভঙ্গ করা চাঁদ দেখার সাথে সম্পর্কিত

٦٥٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا [قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا [لَهُ] ثَلَاثِيْنَ» وَلِلْبُخَارِيِّ: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ».

---

৬৯৬. বুখারী ১৯১৪৩, মুসলিম ১০৮২ , ১১০৯, তিরমিযী ৬৮৪, ৬৮৫, নাসায়ী ২১৭২, ২১৭৩, আবূ দাঊদ ২৩২৫, ইবনু মাজাহ ১৬৫০, আহমাদ ৭১৫৯, ৭৭২২, ৮২৭০, দারেমী ১৬৮৯

৬৯৭. সিলাহ বিন যুফার বলেন, আমরা আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁর কাছে ভুনা ছাগলের গোশত নিয়ে আসা হলো। তিনি সকলকে খেতে বললেন। তখন কতিপয় লোক সরে গিয়ে বলল, আমি রোযাদার। আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করলেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ দাঊদ ২৩৩৪, তিরমিযী ৬৮৬, নাসায়ী ২১৮৮, ইবনু মাজাহ ১৬৪৫ , দারেমী ১৬৮২

৬৫২। ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা তা (চাঁদ) দেখবে তখন সওম রাখবে, আবার যখন তা দেখবে তখন সওম ছাড়বে। আর যদি আকাশ মেঘলা থাকে তবে সময় হিসাব করে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে। মুসলিমের হাদীসে আছে ঃ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে ত্রিশ দিন গণনা কর। বুখারীতে আছে ঃ ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।[৬৯৮]

٦٥٣- وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ».

৬৫৩। বুখারীতে আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে আছে– "মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।"[৬৯৯]

اَلْاِكْتِفَاءُ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ فِي دُخُوْلِ رَمَضَانَ

সাওম আরম্ভ হওয়ার ব্যাপারে একজনের সাক্ষ্যদানই যথেষ্ট

٦٥٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «تَـرَاءَى النَّـاسُ الْهِـلَالَ، فَـأَخْبَرْتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

৬৫৪। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। লোকেরা আমাকে হিলাল (নতুন চাঁদ) দেখলো। তাই আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সংবাদ দিলাম যে আমি চাঁদ দেখেছি। ফলে তিনি নিজে সওম পালন করলেন এবং লোকেদেরকে সওম পালনের আদেশ দিলেন। –ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৭০০]

٦٥٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟" قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا"» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ.

৬৫৫। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। কোন একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে এসে বললো, আমি চাঁদ দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি কি এ সত্যের সাক্ষ্য দাও যে 'আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই'–সে বললো, হাঁ। তারপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন–তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে 'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল। লোকটা বললো, হাঁ। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে বিলাল! আগামী কাল সওম পালনের নির্দেশটি লোকেদের মাঝে ঘোষণা করে দাও। -ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন। নাসায়ী এর মুরসাল হওয়াকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন।[৭০১]

---

৬৯৮. বুখারী ১৯০০, ১৯০৬, ১৯০৭, ১৯০৮ মুসলিম ১০৮০, নাসায়ী ২১২০, ২১২১, আবূ দাঊদ ২২১৯, ২৩২০, আহমাদ ৪৪৭৪, ৪৫৯৭, ৪৮০০, মুসলিম ৬২৩, ৬২৪, দারেমী ১৬৮৪

৬৯৯. বুখারী ১৯০৯, মুসলিম ১০৮১, তিরমিযী ৬৮৪, নাসায়ী ২১১৭, ২১১৮, ২১১৯, ইবনু মাজাহ ১৬৫৫, আহমাদ ৭৪৬৪, ৭৫২৭, দারেমী ১৬৮৫

৭০০. আবূ দাঊদ ২৩৪২, দারেমী ১৬৯১

৭০১. আবূ দাঊদ ২৩৪১, তিরমিযী ৬৯১, নাসায়ী ২১১২, ২১১৩, ইবনু মাজাহ ১৬৫২, ১৬৯২। সাম্মাক বিন হারব ইকরামা থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। সাম্মাক ইকরামা থেকে বর্ণনার সময় এলোমেলো

بَيَانُ انَّ الصِّيَامَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ نِيَّةٍ

সাওমের নিয়্যাত অপরিহার্য

٦٥٦- وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيْحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوْعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ».

৬৫৬। হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাত থাকতে ফরয রোযার নিয়াত করলো না তার রোযা হয়নি। –তিরমিযী ও নাসায়ী এর মাওকুফ হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন; ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান এর মারফূ' হওয়াকে সঠিক বলেছেন।

আর দারাকুৎনীর মধ্যে আছে– "তার সওম হবে না যে রাতের বেলাতেই (ফরয) সওম পালন ঠিক (নিয়্যাত) না করবে।[৭০২]

حُكْمُ نِيَّةِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مِنَ النَّهَارِ وَحُكْمُ قَطْعِهِ

দিনের বেলায় নফল সাওমের নিয়্যাত এবং ভঙ্গ করার বিধান

٦٥٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟" قُلْنَا: لَا قَالَ: "فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ" ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: "أَرِيْنِيْهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا" فَأَكَلَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৫৭। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা আমার নিকট এসে বললেন– তোমার নিকট কোন খাবার আছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে আমি এখন সায়িম (সওম পালনকারী)। তারপর অন্য একদিন তিনি আমাদের নিকট আসলে আমরা বললাম, আমাদের জন্য 'হায়স' উপঢৌকন হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তিনি বললেন, তা আমাকে দেখাও, আমি কিন্তু (নফল) সায়িম (রোযাদার) হিসেবে সকাল করেছি, তারপর তিনি খাদ্য গ্রহণ করলেন।[৭০৩]

اسْتِحْبَابُ تَعْجِيْلِ الْافْطَارِ

সময় হওয়ার সাথে সাথেই তাড়াতাড়ি ইফতার করা মুস্তাহাব

করে বর্ণনা করেছেন। তিনি কখনও মারফূ' আবার কখনও মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শাইখ সুমাইর আয যুহাইর বলেন, মুসনাদে আমি এ হাদীসটি পাইনি।

৭০২. আবূ দাউদ ২৪৫৪, তিরমিযী ২৭৩০, নাসায়ী ২২৩১, ২২৩২, ২২৩৪, ইবনু মাজাহ ১৭০০, আহমাদ ২৫৯১৮, মুওয়াত্তা মালেক ৬২৭, দারেমী ৬৯৮

৭০৩. মুসলিম ১১৫৪, নাসায়ী ২২২২, ২৩২৩, ২৩২৮, আবূ দাউদ ২৪৫৫, আহমাদ ২৫২০৩

Contents

٦٥٨- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৫৮। সাহল ইব্‌নু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ লোকেরা যতদিন শীঘ্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।[৭০৪]

٦٥٩- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا».

৬৫৯। তিরমিযীতে আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বরাতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, "নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন– আমার বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় তারা যারা শীঘ্র ইফতার করে।"[৭০৫]

التَّرْغِيْبُ فِي السَّحُوْرِ

সাহরীর ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

٦٦٠- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৬০। আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা সাহরী খাও, কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে।[৭০৬]

مَا يُسْتَحَبُّ الْافْطَارُ عَلَيْهِ

যা দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব

٦٦١- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

---

৭০৪. বুখারী ১৯৫৭, মুসলিম ১০৯৮, তিরমিযী ৬৯৯, ইবনু মাজাহ ১৬৯৭, আহমাদ ২২৩৬৩, ২২৩৫২, মুওয়াত্তা মালেক ৬২৮

৭০৫. তিরমিযী ৭০০, আবূ দাঊদ ৮১৬০।
আলবানী যঈফুত তারগীব (৬৪৯) বলেন, দুর্বল।
আলবানী যঈফুল জামি' (৪০৪১) গ্রন্থে বলেন, দুর্বল।
আলবানী সহীহ ইবনু খুযাইমা (২০৬২) গ্রন্থে বলেছেন, তার সানাদ যঈফ।
আলবানী যঈফ তিরমিযীতে (৭০০) বলেছেন, দুর্বল।
আহমাদ শাকির মুসনাদ আহমাদ (১২/২৩২) গ্রন্থে বলেছেন, তার সানাদ সহীহ। যাহাবী মিযানুল ই'তিদাল (৪/১১০) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মাসলামা বিন আলী রয়েছে যিনি দুর্বল।

৭০৬. বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ১০৯৫, তিরমিযী ৭০৮, নাসায়ী ২১৪৬, ইবনু মাজাহ ১৬৮২, আহমাদ ১১৫২৯, ১২৮২৩, দারেমী ১৬৯৬।

৬৬১। সুলায়মান বিন 'আমির আয্‌যাব্বী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– যখন কেউ ইফতার করবে তখন সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে, যদি সে তা না পায় তাহলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কেননা সেটা পরিবত্রকারী। -ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৭০৭]

حُكْمُ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

লাগাতার (ইফতার না করে) সাওম রাখার বিধান

٦٦٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي " فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: " لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ " كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِيْنَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৬২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা ইফতার না করে লাগাতার সওম রেখো না। তখন মুসলিমদের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো ঃ হে আল্লাহর রসূল্! আপনি তো ইফতার না করে লাগাতার সওম রাখেন। উত্তরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছ? আমি রাত কাটাই তাতেই আমার রব আমাকে খাওয়ান ও পান করান। কিন্তু তাঁরা লাগাতার সওম রাখা থেকে বিরত হলো না। ফলে তাদের সঙ্গে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও দু'দিন অথবা (বর্ণনাকারী বলেছিলেন) দু' রাত লাগাতার সওম রাখলেন। এরপর তাঁরা নতুন চাঁদ দেখতে পেলেন। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ যদি চাঁদ (আরও কয়েক দিন) দেরী করে উঠত, তাহলে আমিও (লাগাতার সওম রেখে) তোমাদের সওমের সময়কে বাড়িয়ে দিতাম, তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য। (বিসাল অর্থ পানাহার না করেই বিরতিহীনভাবে সওম পালন করা)[৭০৮]

ما يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ تَرْكُهُ

রোযাদার ব্যক্তির যা পরিত্যাগ করা উচিত

---

৭০৭. তিরমিযী ৬৯৫, আবূ দাউদ ২২৫৫, ইবনু মাজাহ ১৬৯৯, আহমাদ ১৫৭৯২, ১৫৭৯৮, ১৭৪১৪, দারেমী ১৭০১। আল বানী যঈফুত তিরমিযী (৬৯৫) গ্রন্থে বলেছেন, দুর্বল।
ইবনু বায হাশিয়্যাতু বুলুগিল মারাম লি ইবনিল বায (৪০৬) গ্রন্থে তার সানাদ সুন্দর।
আল বানী যঈফু ইবনি মাজাহ (৩৩৪) যঈফ বলেছেন।
সুয়ূতী আল জামিউস সগীর (৪৬৪) সহীহ বলেছেন। আল বানী সিলসিলাতুয যঈফা (৬৩৮৩) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন।
আল বানী যঈফুত তিরমিযী (৬৫৮) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। মুনযিরী আত তারগীব ওয়াত তারহীব (১/১৫১) গ্রন্থে তার সানাদ সহীহ ও হাসান বলেছেন।
আল বানী সহীহুত তিরমিযী (৬৫৮) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন।
ইবনু হাজার মুহাল্লা (৭/৩১) গ্রন্থে বলেছেন, তার দ্বারা দালীল গ্রহন করা যাবে। আল বানী যঈফুত তারগীব (৬৫১) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন।

৭০৮. বুখারী ৬৭০১, মুসলিম ১৬৪২, তিরমিযী ১৫২৭, নাসায়ী ৩৮৫২, ৩৮৫৩, ৩৮৫৪, আবূ দাউদ ২৩০১, আহমাদ ১১৬২৭, ১১৭১৭, ১২৪৭৮।

٦٦٣- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ.

৬৬৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে লোক মিথ্যা কথা এবং সে অনুসারে কাজ করা আর মূর্খতা পরিহার করলো না, আল্লাহ্র নিকট তার পানাহার বর্জনের কোন প্রয়োজন নেই। -শব্দ বিন্যাস আবূ দাউদের।[৭০৯]

حُكْمُ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

রোযাদারের চুম্বন এবং স্বর্শ করার বিধান

٦٦٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فِي رَمَضَانَ».

৬৬৪। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওমের অবস্থায় চুমু খেতেন এবং গায়ে গা লাগাতেন। তবে তিনি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চেয়ে অধিক সক্ষম ছিলেন। -শব্দ মুসলিমের।

মুসলিম ভিন্ন একটি বর্ণনায় "তিনি রমাযানে এরূপ করেছেন" কথাটি বৃদ্ধি করেছেন।[৭১০]

حُكْمُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

সাওম পালনকারীর শিঙ্গা লাগানোর বিধান

٦٦٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬৬৫। ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহরিম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং সায়িম (রোযা রাখা) অবস্থায়ও শিঙ্গা লাগিয়েছেন।[৭১১]

٦٦٦- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيْعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ [وَالْمَحْجُوْمُ] "» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

৬৬৬। শাদ্দাদ বিন আওস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাকী নামক স্থানে এক ব্যক্তির নিকট এলেন যে রমাযান মাসে রক্তমোক্ষণ (শিঙ্গা লাগিয়েছিল) করছিল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

---

৭০৯. বুখারী ১৯০৩, ৬০৫৭, তিরমিযী ৭০৭, ২৩৬২, আবূ দাউদ ২৩৬২, ইবনু মাজাহ ১৬৮৯, আহমাদ ৮৫২৯, ১০১৮৪।

৭১০. বুখারী ১৯২৭, ১৯২৮, মুসলিম ১১০৪, তিরমিযী ৭২৮, ৭২৯, আবূ দাউদ ২৩৮২, ২৩৮৩, ২৩৮৪, ইবনু মাজাহ ১৬৮৩, ১৬৮৭, আহমাদ ২৩৬১০, ২৩৬২৪, মুওয়াত্তা মালেক ৬৪৬, দারেমী ৭২৯, ১৭২২

৭১১. বুখারী ১৮২৫, ১৯৩৮, ২৯২৯, ২১০৩, মুসলিম ১২০২, তিরমিযী ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, নাসায়ী ২৮৪৫, ২৮৪৬, ২৮৪৭, ১৮২৫, ইবনু মাজাহ ১৬৮২, ২০৮১, আহমাদ ১৮৫২, ১৯২২, দারেমী ১৮১৯, ১৯২১।

রক্তমোক্ষক ও যার রক্তমোক্ষণ করা হয়েছে তারা উভয়ে রোযা ভঙ্গ করেছে। -আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ সাব্যস্ত করেছেন।[৭১২]

٦٦٧- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ؛ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ فَقَالَ: " أَفْطَرَ هَذَانِ "، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ.

৬৬৭। আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম দিকে সিঙ্গা লাগান মাক্রূহ্ হবার কারণ ছিল, জাফার বিন আবূ তালিব সওমের অবস্থায় সিঙ্গা লাগিয়েছিলেন আর নাবী (ﷺ) তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন—এরা দুজনেই সওম ভঙ্গ করে ফেলেছে। তারপর তিনি (ﷺ) সায়িমকে সিঙ্গা লাগানোর ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন। ফলে আনাস (রাঃ) সায়িম অবস্থায় সিঙ্গা লাগাতেন। —দারাকুৎনী একে কাবি (মজবুত) সানাদ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।[৭১৩]

حُكْمُ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

রোযাদারের সুরমা লাগানোর বিধান

٦٦٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ.

৬৬৮। 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) সায়িম (রোযা রাখা) অবস্থায় চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। ইবনু মাজাহ দুর্বল সানাদে। তিরমিযী বলেছেন—এ অধ্যায়ে এ ব্যাপারে কোন সহীহ্ বর্ণনা নেই।[৭১৪]

حُكْمُ صَوْمِ مَنْ اكَلَ اوْ شَرِبَ ناسِيا

ভুলে পানাহারকারীর সাওমের বিধান

٦٦٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

৭১২. আবূ দাউদ ২৩৬৭, ২৩৬৯, ২৩৭০, ২৩৭১, ইবনু মাজাহ ১৬৮০, ১৬৮১, আহমাদ ১৬৬৬৮, ১৬৬৭৫, দারেমী ১৭৩০।

৭১৩. ইমাম যাহাবী তানকীহুত তাহকীক ১/৩৮২ গ্রন্থে বলেন, খালেদ নামে এতে একজন বর্ণনাকারী আছে যাকে ইমাম আহমাদ মুনকার বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। আরও রয়েছে আবদুল্লাহ ইবনুল মুসান্না যাকে ইমাম আবূ দাউদ দুর্বল বলেছেন। তথাপিও ইমাম বুখারী এ দুজনের বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আলবানী ইরওয়াউল গলীল (৪/৭২) গ্রন্থে বলেছেন, সে বিশ্বস্ত রাবী।

৭১৪. তিরমিযী ৭২৬।
ইবনু হাজার আসকালানী আত্-তালখীসুল হাবীর (২/৭৮২) গ্রন্থে সাঈদ ইবনু সাঈদকে দুর্বল বলেছেন।
ইবনু উসাইমিন বুলুগুল মারামের শরাহ (৩/২২২) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন।

৬৬৯। আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ সওম পালনকারী ভুলক্রমে যদি আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার সওম পুরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।[৭১৫]

٦٧٠- وَلِلْحَاكِمِ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» وَهُوَ صَحِيْحٌ.

৬৭০। হাকিমে আছে, যে ব্যক্তি ভুলক্রমে ইফতার করে ফেলল তার জন্য কোন কাযা বা কাফ্‌ফারা নেই। হাদীসটি সহীহ্।[৭১৬]

اثَرُ الْقَيْءِ عَلَى الصِّيامِ

সাওমের ক্ষেত্রে বমির প্রভাব

٦٧١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

৬৭১। আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেন ঃ যার মুখ ভরে বমি হয় তাকে রোযা কাযা করতে হবে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বমি করে তাকে রোযার কাযা করতে হবে। -আহমাদ একে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন ও দারাকুৎনী একে মজবুত সানাদের হাদীস হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।[৭১৭]

حُكْمُ الصِّيامِ فِي السَّفَرِ

সফরে রোযা রাখার বিধান

٦٧٢- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ قَالَ: "أُوْلَئِكَ الْعُصَاةُ، أُوْلَئِكَ الْعُصَاةُ"».

وَفِي لَفْظٍ: «فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৭২। জাবির বিন 'আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাক্কা বিজয়কালে রমাযান মাসে (মদীনা থেকে মাক্কাভিমুখে) যাত্রা করেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ সওম পালন করছিলেন। যখন তিনি 'কুরা'আল গামীম' নাম স্থানে পৌঁছলেন তখন এক পেয়ালা পানি নিয়ে ডাকলেন ও ঐ পানির পেয়ালা এমন উঁচু করে ধরলেন যাতে লোকেরা তা দেখতে পেলো। তারপর তিনি তা পান করলেন। অতঃপর তাঁকে বলা হলো এরপরও কিছু লোক রোযা রেখেছে। তিনি ﷺ বললেন, ওরা অবাধ্য, ওরা অবাধ্য!

---

৭১৫. বুখারী ১৯৩৩, ৬৬৬৯, মুসলিম ১১৫৫, তিরমিযী ৭২১, আবূ দাঊদ ২৩৯৮, ইবনু মাজাহ ১৬৭৩, আহমাদ ৮৮৮৯, ৯২০৫, দারেমী ১৭২৬, ১৭২৭

৭১৬. হাসান। হাকিম ১/৪৩০, ইবনু খুযাইমাহ ১৯৯০

৭১৭. আবূ দাঊদ ২৩৮০, তিরমিযী ৭২০, ইবনু মাজাহ ১৬৭৩, আহমাদ ১০০৮৫, দারেমী ১৭২৯

ভিন্ন একটি বর্ণনায় এ শব্দ রয়েছে, নাবী (ﷺ)-কে বলা হল, লোকেদের উপর (আজ) সওম পালন কঠিন হয়ে পড়েছে। আপনি কি করেন এরই অপেক্ষায় তারা আছে। তারপর 'আসরের পরে পানির পেয়ালা নিয়ে ডাকলেন ও অতঃপর তিনি পানি পান করলেন।[৭১৮]

٦٧٣- وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رِضَى اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ "» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৭৩। হাম্‌যাহ বিন 'আম্‌র আল-আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! (ﷺ) আমি সফরের অবস্থায় সওম পালনের মত ক্ষমতা রাখি। রোযা পালন আমার জন্য কি কোন দূষনীয় হবে। তদুত্তরে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন–এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত অবকাশ, যে তা গ্রহণ করবে সে তাতে উত্তম করবে, আর যে সওম পালন পছন্দ করবে তারও কোন ক্ষতি নেই।[৭১৯]

٦٧٤- وَأَصْلُهُ فِي " الْمُتَّفَقِ " مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ؛ «أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ»

৬৭৪। 'আয়িশা (রাঃ) হতে এ হাদীসটির মূল মুত্তাফাকুন 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিমে) রয়েছে। তাতে আছে ঃ 'হামযাহ বিন্ আম্‌র জিজ্ঞেস করলেন।'[৭২০]

حُكْمُ الْكَبِيْرِ الَّذِيْ لا يُطَيِّقُ الصِّيامَ

দূর্বল-অক্ষম ব্যক্তিদের রোযা রাখার বিধান

٦٧٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ.

৬৭৫। ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতি বৃদ্ধের জন্য সওম পালনের ব্যাপারে এই অবকাশ দেয়া হয়েছে যে, সে প্রতি সওমের বদলে একজন মিসকীনকে ইফতার করাবে ও খাওয়াবে। তার উপর কাযাও নেই। দারাকুৎনী ও হাকিম একে সহীহ্ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৭২১]

حُكْمُ جِماعِ الصَّائِمِ فِيْ نَهَارِ رَمَضَانَ

দিনের বেলায় রোযাদার ব্যক্তি সহবাস করলে তার বিধান

---

৭১৮. মুসলিম ১১১৪, তিরমিযী ৭১০, নাসায়ী ২২৬৩।

৭১৯. মুসলিম ২৪৭৭, বুখারী ১৪৩, তিরমিযী ২৮২৪, ইবনু মাজাহ ১৬৬, আহমাদ ২২৯৩, ২৪১৮, ২৮৭৪।

৭২০. বুখারী ১৯৪২, ১৯৪৩, মুসলিম ১১২১, তিরমিযী ৭১১, নাসায়ী ২৩০৬, আবূ দাউদ ২৪০২, ইবনু মাজাহ ১৬৬২, আহমাদ ২৫০৭৯
পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছে, أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: "إن شئت فصم، وإن شئت فافطر " হামযা বিন আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সফরে রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তদুত্তরে তিনি বললেন, যদি রোযা রাখতে চাও তাহলে রাখ। আর যদি না রাখতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেল।

৭২১. হাদীসটি সহীহ। দারাকুতনী ২/২০৫/৬, হাকিম ১/৪৪০। ইমাম দারাকুতনী বলেনঃ এর ইসনাদ সহীহ। ইমাম হাকিম বলেনঃ হাদীসটি বুখারীর শর্তানুপাতে সহীহ।

٦٧٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ " قَالَ: لَا قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لَا قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟ " قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا "، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: " اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ "» رَوَاهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৬৭৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ কি বিষয় তোমাকে ধ্বংস করেছে? সে বলল, আমি সায়িম (রোযা রাখা) অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তুমি কি একাধারে দু'মাস সওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন ঃ ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। তারপর সে বসে রইল। এ সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এক 'আরাক পেশ করা হল যাতে খেজুর ছিল। 'আরাক হল ঝুড়ি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ এগুলো নিয়ে সদাকাহ করে দাও। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার চাইতেও বেশি অভাবগ্রস্তকে সদাকাহ করব? আল্লাহর শপথ, মাদীনার উভয় লাবা অর্থাৎ উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসে উঠলেন এবং তাঁর দাঁত (আনইয়াব) দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও।[৭২২] –শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।

حُكْمُ صَوْمِ مَنْ اصْبَحَ جُنُبًا

অপবিত্র অবস্থায় সকালকারীর সাওমের বিধান

٦٧٧-٦٧٨- وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ: [وَ] لَا يَقْضِي.

৬৭৭-৬৭৮। 'আয়িশা ও উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যৌন অপবিত্রতা বা জুনুবী অবস্থায় সকাল (সুবহে সাদিক) করতেন, তারপর (ফাজরের সলাতের পূর্বে) গোসল করতেন ও সওম

৭২২. বুখারী ১৯৩৬, মুসলিম ১১১১, তিরমিযী ৭২৪, আবূ দাউদ ২৩৯০,২৩৯২, ইবনু মাজাহ ১৬৭১, আহমাদ ৬৯০৫, ৭২৪৮, মালিক ৬৬০, দারিমী ১৭১৬।

পালন করতেন। মুসলিমে উম্মু সালামাহর হাদীসে অতিরিক্ত আছে, "তিনি ঐরূপ সওমের কাযা আদায় করতেন না।"[৭২৩]

حُكْمُ قَضَاءِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হওয়া সাওম কাযা করার বিধান

٦٧٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৭৯। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: সওমের কাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে সওম আদায় করবে।[৭২৪]

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

অধ্যায় (১) : নফল সওম ও তার নিষিদ্ধকাল

ايامٌ يُسْتَحَبُّ صِيامُها

যে দিনগুলোতে রোযা রাখা মুস্তাহাব

٦٨٠- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ الْأَنْصَارِيِّ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ: " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ "، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ قَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ" وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ، وَبُعِثْتُ فِيْهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ "» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৮০। আবূ কাতাদাহ আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আরাফাহর দিনে সওম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন–এর দ্বারা বিগত ও আগত এক বছরের গোনাহ্ (পাপ) মোচন হয়। 'আশুরাহর দিনের সওম পালন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন–বিগত এক বছরের পাপ মোচন হয়। সোমবারের দিনে সওম পালন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, এটা সেদিন যেদিন আমি জন্মেছি এবং নুবুওয়াত লাভ করেছি আর আমার উপর (কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে।[৭২৫]

فَضْلُ صِيامِ السِّتِّ مِنْ شَوَّال

শাওয়াল মাসের ছয় রোযার ফযীলত

٦٨١- وَعَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

৭২৩. বুখারী ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩২, মুসলিম ১১০৯ তিরমিযী ৭৭৯, আবূ দাঊদ ১৯৮৪, ১৯৮৫, ২৩৮৮, আহমাদ ২৩৫৪২, মুওয়াত্তা মালেক ৬৪১, ৬৪২, দারেমী ১৭২৫

৭২৪. বুখারী ১৯৫২, মুসলিম ১১৪৭, আবূ দাঊদ ২৪০০, ২৩১১, আহমাদ ২৩৮৮০।
সতর্কবানী ঃ উক্ত হাদীসে যে রোযা রাখার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে তা শুধুমাত্র মানতের রোযা।

৭২৫. মুসলিম ১১৬২, তিরমিযী ৬৭৬, নাসায়ী ২৩৮২, আবূ দাঊদ ২৪২৫, ইবনু মাজাহ ১৭১৩, আহমাদ ২২০২৪

৬৮১। আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–যে ব্যক্তি রমাযানের সওমব্রত পালনের পর শাওয়ালেরও ৬টি সওম পালন করল, (পুণ্যের দিক দিয়ে) পূর্ণ একটি বছর সওম পালন করল।[৭২৬]

فَضْلُ الصَّوْمِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعالي

আল্লাহর রাস্তায় রোযা রাখার ফযীলত

٦٨٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৬৮২। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–যে বান্দা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধরত অবস্থায় একটি দিন সওম পালন করবে আল্লাহ্ তার (বিনিময়ে) তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন। শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[৭২৭]

هَدْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيْ صِيامِ التَّطَوُّعِ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নফল রোযা পালনের পদ্ধতি

٦٨٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৬৮৩। 'আয়িশা্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একাধারে (এত অধিক) সওম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর সওম পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এত বেশি) সওম পালন না করা অবস্থায় একাধারে কাটাতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) সওম পালন করবেন না। আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রমাযান ব্যতীত কোন পুরা মাসের সওম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে কোন মাসে অধিক (নফল) সওম পালন করতে দেখিনি। শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[৭২৮]

فَضْلُ صِيامِ ثَلاثَةِ ايامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখার ফযীলত

٦٨٤- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَصُوْمَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

---

৭২৬. মুসলিম ১১৬৪, তিরমিযী ৭৫৯, আবূ দাঊদ ২৪৩৩, ইবনু মাজাহ ১৭১৬, আহমাদ ২৩০২২।

৭২৭. বুখারী ২৮৪০, মুসলিম ১১৫৩, তিরমিযী ১৬২৩, নাসায়ী ২২৫১, ২২৫৩, ২২৫২, ইবনু মাজাহ ১৭১৭, আহমাদ ১০৮২৬, দারেমী ২৩৯৯

৭২৮. বুখারী ৪৩, ১১৩২, ১১৫১, ১৯৬৯, মুসলিম ৭৪১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৫, নাসায়ী ৭৬২, ১৬১৬, ১৬৪২, আবূ দাঊদ ১২১৭, ১২৬৮, ১২৭০, ইবনু মাজাহ ১৭১০, ৪২২৮, আহমাদ ২৩৫২৩, মুওয়াত্তা মালেক ৪২২, ৬৮৮।

৬৮৪। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে প্রতি মাসে তিনটি (নফল) সওম পালনের (ঐচ্ছিক) নির্দেশ দিলেন, (চাঁন্দ্র মাসের) ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। -ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৭২৯]

حُكْمُ تَطَوُّعِ الْمَرْأَةِ بِالصَّوْمِ وَزَوْجُها شَاهِدٌ

স্বামীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর নফল রোযা রাখার বিধান

٦٨٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ».

৬৮৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন স্বামী উপস্থিত থাকবে, তখন স্বামীর অনুমতি ব্যতীত মহিলার জন্য সওম পালন বৈধ নয়। –শব্দ বিন্যাস বুখারী। আবূ দাউদে একথাও আছে, "রমাযানের সওম ব্যতীত"।[৭৩০]

حُكْمُ صَوْمِ الْعِيْدَيْنِ

দু'ঈদে রোযা রাখার বিধান

٦٨٦- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৮৬। আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। অবশ্য রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটো দিন সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। –ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল্ আযহার (কুরবানীর) দিন।[৭৩১]

حُكْمُ صِيامِ ايامِ التَّشْرِيْكِ

আইয়্যামুত তাশরীকের (ঈদুল আযহার পরবর্তী তিন দিন) রোযা রাখার বিধান

٦٨٧- وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلّٰهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৮৭। নুবায়শাতুল্ হুযালী থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে (যিলহাজ্জের ১১ হতে ১৩ তারিখ) খাওয়া, পানাহার ও আল্লাহ্ তাআলার যিক্র আযকারের দিন। অর্থাৎ কুরবানীর দিনসহ তার পরে আরো তিনদিন মতান্তরে দু-দিন সওম পালন নিষিদ্ধ।[৭৩২]

٦٨٨- وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

---

৭২৯. তিরমিযী ৭৬১, নাসায়ী ২৪২৪।

৭৩০. বুখারী ২০৬৬, ৫১৯২, ৫১৯৫, ৫২৬০, মুসলিম ১০২৬, আবূ দাঊদ ১৬৮৭, আহমাদ ২৭৪০৫।

৭৩১. বুখারী ৩৬৭, ১৯৯১, ২১৪৪, ২১৪৭, ৫৮২০, ৫৮২২, মুসলিম ৮২৭, নাসায়ী ৫৬৬, ৫৬৭, আবূ দাঊদ ২৪১৭, ইবনু মাজাহ ২১৭০, ২৫৫৯, আহমাদ ১০৬২৯, ১০৭১০।

৭৩২. মুসলিম ১১৪১, আহমাদ ২০১৯৮, ২০২০২।

৬৮৮। 'আয়িশা ও ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, যাঁর নিকট কুরবানীর পশু নেই তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে সওম পালন করার অনুমতি দেয়া হয়নি।[৭৩৩]

حُكْمُ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর দিনে রোযা রাখার বিধান

٦٨٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৮৯। আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত। নাবী () বলেছেন, রাতগুলোর মধ্যে থেকে শুধু জুমু'আহর রাতকে কিয়ামের (তাহাজ্জুদের) জন্য নির্দিষ্ট কর না। আর দিনগুলোর মধ্যে শুধু জুমু'আহর দিনটিকে সওম পালনের জন্য নির্দিষ্ট কর না। হাঁ, তবে কেউ (পূর্ববর্তী অভ্যাসের কারণে এক নির্দিষ্ট তারিখে) সওম পালন করে আসছে সেই তারিখটি যদি জুমুআহর দিনে পড়ে যায় তবে কোন দোষ নেই।[৭৩৪]

٦٩٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَصُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৯০। তাঁর [আবূ হুরাইরা] থেকেই আরও বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ () বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুম'আর দিনে সওম পালন না করে কিন্তু তার পূর্বে একদিন অথবা পরের দিন (যদি পালন করে তবে জুমু'আর দিনে সওম পালন করা যায়)।[৭৩৫]

حُكْمُ الصَّوْمِ اذا انْتَصَفَ شَعْبَانُ

মধ্য শা'বান হলে রোযা রাখার বিধান

٦٩١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُوْمُوْا» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ.

৬৯১। আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ () বলেছেন–শা'বানের অর্ধেক (১৫ দিন গত) হলে কোন নফল সওম পালন করবে না। -আহমাদ একে মুনকার হাদীসরূপে (অগ্রহণযোগ্য) আখ্যায়িত করেছেন।[৭৩৬]

النَّهْيُ عَنْ صِيامِ يَوْمِ السَّبْتِ وَالْاحَدِ

শনিবার ও রবিবার রোযা রাখা নিষেধ

---

৭৩৩. বুখারী ১৯৯৭, ১৯৯৯, মুওয়াত্তা মালেক ৯৭২।

৭৩৪. বুখারী ১৯৮৫, মুসলিম ১১৪৪, তিরমিযী ৭৪৩, আবূ দাউদ ২৪২০, ইবনু মাজাহ ১৭২৩, আহমাদ ৭৩৪১, ৭৭৮০, ১০৫০৯।

৭৩৫. বুখারী ১৯৮৫, মুসলিম ১১৪৪, তিরমিযী ৭৪৩, আবূ দাউদ ২৪২০, ইবনু মাজাহ ১৭২৩, আহমাদ ৭৩৪১, ৭৭৮০, ১০৫০৯।

৭৩৬. আবূ দাউদ ২৩৩৭, তিরমিযী ৭২৮, ইবনু মাজাহ ১৬৫১, আহমাদ ৯৪১৪, দারেমী ১৭৪০

Contents

٦٩٢- وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوْخٌ.

৬৯২। আস্‌সাম্মা বিন্‌তু বুস্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ফরয ব্যতীত তোমরা শনিবারে সওম পালন করনা। যদি তোমরা খাবার মত কিছু না পাও তবে আঙ্গুরের ছিলকা বা গাছের ডালও চিবিয়ে নেবে। –এর রাবীগুলো নির্ভরযোগ্য তবে এটা মুয্‌তারিব হাদীস। মালিক এ হাদীস গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। আবূ দাঊদ বলেন, হাদীসটি মান্‌সুখ (রহিত)।[৭৩৭]

الرُّخْصَةُ فِيْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ وَالْاَحَدِ

শনিবার এবং রবিবারে রোযা রাখার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান

٦٩٣- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُوْمُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَيَوْمُ الْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُوْلُ: " إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيْدٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ "» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ.

৬৯৩। উম্মু সালামাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব দিনে সওম পালন করতেন তার মধ্যে শনি ও রবিবারেই বেশি সওম পালন করতেন। আর তিনি বলতেন–এ দু'টি দিন মুশরিকদের 'ঈদ (খুশীর) উদ্‌যাপনের দিন, আমি তাদের বিপরীত করতে চাই। নাসায়ী ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ বলেছেন আর শব্দ বিন্যাস তারই।[৭৩৮]

حُكْمُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

আরাফার দিবসে আরাফার মাঠে উপস্থিত থেকে রোযা রাখার বিধান

٦٩٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ.

৬৯৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আরাফাহর ময়দানে অবস্থানকালে 'আরাফাহ দিবসের সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। -ইবনু খুযাইমাহ ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন, উকাইলী একে মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) বলেছেন।[৭৩৯]

---

৭৩৭. আবূ দাউদ ২৪২১, তিরমিযী ৭৪৪, ইবনু মাজাহ ১৭২৬, আহমাদ ২৬৫২৪, দারেমী ১৭৪৯।

৭৩৮. নাসায়ী কুবরা ২/১৪৬, ইবনু খুযাইমাহ ২১৬৭।
শাইখ আলবানী সহীহ ইবনু খুযাইমাহ (২১৬৮), তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ (২০১০) গ্রন্থে বলেছেন, এর সনদ দুর্বল। সিলসিলা যঈফা (১০৯৯) গ্রন্থেও এর সনদের দুর্বলতার কথা বলেছেন। জিলবাবুল মারআহ (১৭৯) গ্রন্থে বলেছেন, তাতে দুর্বলতা রয়েছে।

৭৩৯. আবূ দাউদ ২৪৪০, ইবনু মাজাহ ১৭৩২।

حُكْمُ صَوْمِ الدَّهْرِ

সারা বছর সাওম ব্রত পালনের বিধান

٦٩٥- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৯৫। 'আবদুল্লাহ্ বিন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিরতিহীন সওম পালন করে সেটা সওম নয়।[৭৪০]

٦٩٦- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ».

৬৯৬। মুসলিমে আবূ কাতাদাহ হতে বর্ণিত আছে এরূপ শব্দে ঃ "সওম ও ইফতার কোনটিই হয় না।[৭৪১]

بَابُ الِاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

অধ্যায় (২) : ই'তিকাফ ও রামাযান মাসে রাতের সলাত

فَضْلُ قِيَامِ رَمَضَانَ

রমাযান মাসে রাতের সলাতের তাৎপর্য

٦٩٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৯৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমাযানে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় তারাবীহ্র সলাতে দাঁড়াবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।[৭৪২]

ইবনু উসাইমিন বুলুগুল মারামের শরাহ (৩/২৫৮) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নববী মাজমু' (৬/৩৮০) গ্রন্থে বলেছেন, এর সনদে অপরিচিত রাবী রয়েছে। কিন্তু বিন বুলুগুল মারামের হাশিয়া (৪২৫) গ্রন্থে তার সানদকে উত্তম বলেছেন। শাইখ আলবানী যঈফুল জামি' (৬০৬৯) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। যঈফ তারগীব (৬১২), যঈফ আবূ দাউদ আবী (২৪৪০) দুর্বল বলেছেন। ইবনু উসাইমীন শারহুল মুমতি' (৬/৪৭১)।
ইবনু উসাইমিন শারহুল বুখারী লি ইবনি উসাইমিন (৪/৯৯) গ্রন্থে বলেছেন, এতে দুর্বলতা রয়েছে। ইবনু উসাইমিন শারহু বুলুগিল মারাম লি ইবনু উসাইমিন (৩/২৮৭) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন।

৭৪০. বুখারী ১১৩১, ১১৫২, ১১৫৩, ১৯৭৭, মুসলিম ১১৫৯, তিরমিযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, ২২৪৪, ২২৮৮, আবূ দাঊদ ১২৮৮, ১২৮৯, ১২৯০, ইবনু মাজাহ ১২৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৩৪১, ৬৪৫৬, ৬৪৮০, দারেমী ২৪৮৬।

৭৪১. মুসলিম ১১৬২, তিরমিযী ৭৬৭, নাসায়ী ২২৮২, ২২৮৩, আবূ দাঊদ ২৪২৫, ইবনু মাজাহ ১৭১৩, আহমাদ ২২০২৪, ২২০৪৪।

৭৪২. বুখারী ৩৫, ৩৭, ২০০৯ মুসলিম ৭৬০, তিরমিযী ৬৮৩, নাসায়ী ২১৯৯, ২১৯৮, ২২০০, আবূ দাঊদ ১২৭১, ১২৭২, আহমাদ ৭৭২৯, দারেমী ১৭৭৬

فَضْلُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

রমাযানের শেষ দশ দিনে আমল করার ফযীলত

٦٩٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ -أَيْ: الْعَشْرُ الْأَخِيْرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৯৮। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমাযানের শেষ দশক আসত তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত্র জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।[৭৪৩]

حُكْمُ الْاِعْتِكَافِ

ই'তিকাফের বিধান

٦٩٩- وَعَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৯৯। তাঁর ['আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাযানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীগণও (সে দিনগুলোতে) ই'তিকাফ করতেন।[৭৪৪]

مَتَى يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكَفَهُ ؟

ই'তিকাফকারী কখন তার ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করবে?

٧٠٠- وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭০০। তাঁর ['আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] থেকেই বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন ফাজরের সলাত আদায় করে ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করতেন।[৭৪৫]

حُكْمُ خُرُوْجِ الْمُعْتَكِفِ اَوْ جُزْءٌ مِنْ بَدَنِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ

ই'তিকাফকারীর মাসজিদ হতে বের হওয়া বা শরীরের কোন অঙ্গ বের করার বিধান

---

৭৪৩. বুখারী ২০২৪, মুসলিম ১১৭৪, তিরমিযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬২৯, আবূ দাঊদ ১২৭৬, ইবনু মাজাহ ১৭৬৭, ১৭৬৮, আহমাদ ২২৬১১, ২২৮৫৬, ২২৮২৯

৭৪৪. বুখারী ২০২৬, মুসলিম ১১৭২, তিরমিযী ৭৯০, আবূ দাঊদ ২৪৬২, আহমাদ ২৩৬১, ২৩৭১৩, মুওয়াত্তা মালেক ৬৯৯

৭৪৫. বুখারী ২০২৪, ২০৩৩, ২০৪১, ২০৪৫, মুসলিম ১১৭৩, তিরমিযী ৭৯১, নাসায়ী ৭০৯, আবূ দাঊদ ২৪৬৪, ইবনু মাজাহ ১৭৭১, আহমাদ ২৪০২৩, ২৫৩২৯।
বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, রমাযানের শেষ দশকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই'তিকাফ করতেন। আমি তাঁর তাঁবু তৈরি করে দিতাম। তিনি ফজরের সলাত আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন।

٧٠١- وَعَنْهَا قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৭০১। তাঁর ['আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে থাকাবস্থায় আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি যখন ই'তিকাফে থাকতেন তখন (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না। –শব্দ বুখারীর।[৭৪৬]

مِنْ أَحْكَامِ الْاعْتِكَافِ

ই'তিকাফের বিধানাবলী

٧٠٢- وَعَنْهَا قَالَتْ: «السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُوْدَ مَرِيْضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ.

৭০২। তাঁর ['আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত বা শরয়ী ব্যবস্থা হচ্ছে– তিনি কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবেন না, জানাযায় শামিল হবেন না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না ও তাকে জড়াবে না, প্রয়োজন থাকলেও (মাসজিদ হতে) বের হবেন না তবে যা না হলে মোটেই চলবে না (যেমন পায়খানা ও পেশাব করার জন্যে); এবং সওম ব্যতীত ই'তিকাফ হয় না এবং জুমুআহ মাসজিদ ব্যতীত অন্যত্র ই'তিকাফ হয় না– আবূ দাঊদ। এর রাবীদের মধ্যে কোন ক্রুটি নেই, তবে এর শেষাংশ মাওকুফ হওয়াটাই সমিচীন (অর্থাৎ সওম ব্যতীত ই'তিকাফ নেই হতে শেষাংশ রাবীর নিজস্ব কথা)।[৭৪৭]

هَلِ الصَّوْمُ شَرْطٌ فِي الْاعْتِكَافِ؟

ই'তিকাফের ক্ষেত্রে রোযা রাখা কি শর্ত?

٧٠٣- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.

৭০৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ই'তিকাফকারীর উপর সওম পালন জরুরী (ফরয) নয়, তবে সে যদি ইচ্ছা করে রাখতে পারে। –এটারও মাওকূফ হওয়া অধিক সঙ্গত (ইবনু 'আব্বাসের নিজস্ব কথা)।[৭৪৮]

---

৭৪৬. বুখারী ২৪৮, ২৫০ , ২৬১, ২০২৯, মুসলিম ২১৬, ২১৯, ২২১, ৩২১, তিরমিযী ১৩২, ১৭৫৫, নাসায়ী ২৩১, ২২৩, আবূ দাউদ ৭৭, ২৪২, ২৪৩, ইবনু মাজাহ ৩৭৬, ৬৩৩, আহমাদ ২৩৪৯৪, ২৩৫৬১, ২২৬৪০, মুওয়াত্তা মালেক ১০০, ১২৮, দারেমী ৭৪৮, ১০৩৩, ১০৩৭

৭৪৭. আবূ দাউদ ২৪৭৩

৭৪৮. দারাকুতনী ২/১৯৯/৩, হাকিম ১/৪৩৯, মাওকূফ। শাইখ আলবানী যঈফুল জামি' (৪৮৯৬), সিলসিলা যঈফা (৪৩৩৭৮) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী আদদিরাইয়াহ ১/২৮৮ গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি মাওকূফ

الزَّمَنُ الَّذِيْ تُلْتَمَسُ فِيْهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ

লাইলাতুল কাদর যে সময়ে অন্বেষণ করতে হয়

٧٠٤- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭০৪। ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কতিপয় সহাবীকে স্বপ্নের মাধ্যমে রমাযানের শেষের সাত রাত্রে লাইলাতুল ক্বদ্‌র দেখানো হয়। (এ শুনে) আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে।[৭৪৯] (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি এর সন্ধান প্রত্যাশী, সে যেন শেষ সাত রাতে সন্ধান করে।[৭৫০]

تَحْدِيْدُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِلَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ

২৭ তম রাত্রিকে লাইলাতুল কাদর হিসেবে নির্দিষ্টকরণ

٧٠٥- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ وَقَدْ اِخْتُلِفَ فِي تَعْيِيْنِهَا عَلَى أَرْبَعِيْنَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي " فَتْحِ الْبَارِي

৭০৫। মু'আবীয়াহ বিন আবূ সুফ্‌ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাইলাতুল কদ্‌র সম্বন্ধে বলেছেন, তা ২৭শে রমাযানের রাত। আবূ দাঊদ এটি বর্ণনা করে মাওকুফ হবার ব্যাপারেই অভিমত দিয়েছেন।

লাইলাতুল কদরের দিনক্ষণ নির্ণয়ের ব্যাপারে ৪০ প্রকার মতভেদপূর্ণ কওল (কথা) রয়েছে। যার উল্লেখ আমি ফতহুল বারীতে (বুখারীর শরায়) করেছি।[৭৫১]

بِمَ يَدْعُوْ مَنْ وَافَقَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

লাইলাতুল ক্বাদারের সন্ধান পাওয়া ব্যক্তি কি দোয়া পড়বে?

হওয়াই সঠিক। ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনান আল কুবরা ৪/৩১৯ গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন নাসর আর রমলী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৭৪৯. কেউ কেউ হামযায় পেশ দিয়ে পড়েছেন তাহলে অর্থ হবে أظن তথা আমি ধারনা করছি। আবার অনেকেই হামযায় যবর দিয়ে পড়েছেন, তাহলে অর্থ হবে, আমি জানি।

৭৫০. বুখারী ২০১৫, ৬৯৯১, মুসলিম ১১৬৫, আহমাদ ৪৪৮৫, ৪৫৩৩, ৪৬৫৭, মুওয়াত্তা মালেক ৭০৬।

৭৫১. আবূ দাঊদ ১৩৮৬।

٧٠٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ: " قُوْلِي: اللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي "» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

৭০৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি কদরের রাত পেয়ে যাই তবে তাতে কী বলবো? তিনি বলেন ঃ তুমি বলবে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী)। "হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করতেই ভালোবাসো। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও" -তিরমিযী ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন।[৭৫২]

جَوَازُ شَدِّ الرِّحَالِ لِاحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لِقَصْدِ الْاعْتِكَافِ

৩টি মাসজিদের যে কোনটিতে ইতিকাফের উদ্দেশ্যে গমণ বৈধ

٧٠٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭০৭। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– (সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে সফর কর না) তিনটি মাসজিদ ব্যতীত ঃ ১. মাসজিদুল হারাম, ২. মাসজিদুল আক্‌সা এবং ৩. আমার মাসজিদ[৭৫৩]

---

৭৫২. তিরমিযী ৩৫১৩, ইবনু মাজাহ ৩৮৫০।

৭৫৩. বুখারী ৫৮৬, ১১৮৯, ১৮৬৪, মুসলিম ৮২৭, নাসায়ী ৫৬৬, ৫৬৭, ইবনু মাজাহ ১২৪৯, ১৪১০, ১৭২১, আহমাদ ১০৬৩৯, ১০৯৫৫, ১১০১৭, দারেমী ১৭৫৩

পর্ব (৬) : হাজ্জ প্রসঙ্গ

بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

অধ্যায় ১ : হজ্জেএর ফাযীলাত ও যাদের উপর হাজ্জ ফরয তার বিবরণ

فَضْلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

হজ্ব এবং উমরার ফযীলত

٧٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭০৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ এক 'উমরাহ'র পর আর এক 'উমরাহ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হলো হাজ্জে মাবরূরের প্রতিদান।[৭৫৪]

حُكْمُ الْعُمْرَةِ

'উমরার বিধান

٧٠٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ "» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحِ.

৭০৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! মহিলাদের জন্য কি জিহাদ বাধ্যতামূলক? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তাদের উপরও জিহাদ ফরয, তবে তাতে অস্ত্রবাজি নাই। তা হচ্ছে হজ্জ ও উমরা। -শব্দ বিন্যাস ইবনু মাজাহর, সহীহ্ সানাদে। এর মূল রয়েছে বুখারীতে।[৭৫৫]

---

৭৫৪. বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ১৩৪৯, তিরমিযী ৯৩৩, নাসায়ী ২৬২২, ২৬২৩, ২৬২৯, ইবনু মাজাহ ২৮৮৭, ২৮৮৮, আহমাদ ৭২০৭, ৯৬২৫, ৯৬৩২, মুওয়াত্তা মালেক ৭৭৬, দারেমী ১৭৯৫

মাবরূর শব্দের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, যে হজ্জের মধ্যে কোন প্রকার গুনাহর সংমিশ্রণ ঘটেনি। উক্ত হাদীসে বারংবার উমরা করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হচ্ছে, আর যারা এটাকে অপছন্দনীয় বলে মনে করেন তাদের বিরোধিতা করছে উক্ত হাদীস। আল্লাহই ভাল জানেন।

৭৫৫. বুখারী ১৮৬১, ২৭৮৪, ২৭৭৫, নাসায়ী ২৬২৮, ২৯০১

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! জিহাদকে আমরা সর্বোত্তম 'আমল মনে করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ করবো না? তিনি বললেন ঃ না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হল, হাজ্জে মাবরূর। অপর একটি রিওয়ায়াতে আছে, সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে সুন্দর জিহাদ হচ্ছে হাজ্জ্ব, হাজ্জে মাবরূর।

٧١٠- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: " لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ " رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ.

৭১০। জাবির বিন 'আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন বেদুঈন নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি আমাকে জানান যে 'উমরাহ' পালন আমার উপর কি ওয়াজিব (আবশ্যক)? তিনি বললেন–না, তবে যদি তুমি কর তা তোমার জন্য কল্যাণের কাজ হবে। -এর মাওকুফ হওয়াটা বেশি যুক্তিযুক্ত। ইবনু 'আদী অন্য একটি দুর্বল সানাদে হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন।[৭৫৬]

٧١١- عَنْ جَابِرٍ ﷺ مَرْفُوْعًا: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيْضَتَانِ».

৭১১। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে মারফূ'রূপে, তাতে আছে, "হাজ্জ ও 'উমরাহ উভয় ফরয কাজ।"[৭৫৭]

مِنْ شُرُوْطِ وُجُوْبِ الْحَجِّ

হজ্ব ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

٧١٢- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، مَا السَّبِيْلُ؟ قَالَ: " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ "» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ.

৭১২। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-কে বলা হল ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! সাবীল কি জিনিস? তিনি বললেন, পাথেয় ও বাহন। –হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন। এর সানাদের মুরসাল হওয়াই যুক্তিযুক্ত।[৭৫৮]

٧١٣- وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

৭১৩। তিরমিযীও ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন–কিন্তু তাঁর সানাদ য'ঈফ।[৭৫৯]

---

৭৫৬. তিরমিযী ৯৩১, আহমাদ ১৩৯৮৮, ১৪৪৩১
ইবনু হাযম মুহাল্লা (৭/৩৬) গ্রন্থে বলেছেন এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বআ রয়েছে, তার দ্বারা দলিল সাব্যস্ত হয় না। ইমাম বাইহাক্বী তাঁর সুনান আল সুগরা ২/১৪৩ গ্রন্থে বলেন, মাওকূফ হিসেবে এটি মাহফূয, আর এটি মারফূ হিসেবে দুর্বল সনদে বর্ণিত। ইমাম যাহাবী আল মুহাযযিব 8/১৭২৯ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইয়াহইয়া দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী যদিও তাকে সহীহ রিজালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।। ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ২/৮৭ গ্রন্থে বলেন, ইমাম আহমাদ ও ইমাম তিরমিযীর সনদেও হাজ্জাজ বিন আরত্বআ রয়েছে, আর সে দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত।

৭৫৭. যঈফ। ইবনু আদী ফিল কামিল ৪/১৪৬৮। ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনান আল কুবরা (৪/৩৫০) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবদুল্লাহ বিন লাহিয়া রয়েছেন যার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় না। ইমাম যইলয়ী তাঁর নাসবুর রায়াহ (৩/১৪৭) গ্রন্থে যায়দ বিন সাবিতের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন, এর সনদে ইসমাঈল বিন মুসলিম আল মাক্কী রয়েছেন যাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন। ইবনু কাসীর তাঁর ইরশাদুল ফাকীহ (১/৩০১) গ্রন্থেও উক্ত রাবীকে অত্যন্ত দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

৭৫৮. ইবনু হাজার আসকালানী আত্-তালখীসুল হাবীর (৩/৮৩৩) বলেছেন তার সানাদ সহীহ।
আলবানী ইরওয়াউল গলীল (৯৮৮) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। বিন বায তাঁর মাজমুআ ফাতাওয়া ১৬/৩৮৬ গ্রন্থে একে হাসান লিগাইরিহী বলেছেন। ইমাম আবূ দাউদ তারঁ মারাসীলে ২৩৪ নম্বরে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

حُكْمُ حَجِّ الصَّبِيِّ

বাচ্চার হজ্বের বিধান

٧١٤- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: " مَنِ الْقَوْمُ؟ " قَالُوْا: الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوْا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: " رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: " نَعَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ "» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭১৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে রাওহা'[৭৬০] নামক স্থানে একদল যাত্রীর সাক্ষাত হলে তাদেরকে বললেন, তোমরা কে? তারা বললো, (আমরা) মুসলিম। তারপর তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? তিনি বললেন–(আমি) আল্লাহ্‌র রসূল! এ সময় জনৈকা মহিলা তার বাচ্চা তুলে ধরে বললো, এর কি হাজ্জ আছে? তিনি বললেন, হাঁ, তবে তার নেকী তুমি পাবে।[৭৬১]

حُكْمُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ بِبَدَنِهِ

কুরবানী করতে অপারগ ব্যক্তির হজ্বের বিধান

٧١٥- وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتِ اِمْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: " نَعَمْ " وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৭১৫। ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একই বাহনে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে আরোহণ করেছিলেন। এরপর খাশ'আম গোত্রের জনৈকা মহিলা উপস্থিত হল। তখন ফযল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই মহিলার দিকে তাকাতে থাকে এবং মহিলাটিও তার দিকে তাকাতে থাকে। আর আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে থাকে। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর বান্দার উপর ফরযকৃত হাজ্জ আমার বয়োঃবৃদ্ধ পিতার উপর ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না, আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় করবো? তিনি বললেন ঃ হাঁ (আদায় কর)। ঘটনাটি বিদায় হাজ্জের সময়ের। শব্দ বুখারীর।[৭৬২]

---

৭৫৯. তিরমিযী ২৯৯৮, ইবনু মাজাহ ২৮৯৬
শাইখ আলবানী যঈফ তিরমিযী ২৯৯৮ গ্রন্থে বলেন, এটি অত্যন্ত দুর্বল, তবে العج والثج কথাটি অন্য হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত। ইমাম যায়লায়ী নাসবুর রায়াহ ৩/৯ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে হুসাইন ইবনুল মাখারিক হচ্ছে দুর্বল।

৭৬০. রাওহা" মদীনা থেকে ৬৩ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

৭৬১. মুসলিম ১৩৩৬, নাসায়ী ২৬৪৫, ২৬৪৬, ২৬৪৭, আবূ দাঊদ ১৭৩৬, ১৯০১, আহমাদ ২১৭৭, ২৬০৫, মুওয়াত্তা মালেক ৯৬১

৭৬২. বুখারী ১৫১৩, ১৮৫৪, ১৮৫৫, ৪৩৯৯, মুসলিম ১২৩৪, ১২৩৫, তিরমিযী ৯৩৮, নাসায়ী ২৬৩৫, ২৬৪১, আবূ দাঊদ ১৮০৯, ইবনু মাজাহ ২৯০৭, আহমাদ ১৮১৫, ১৮২৫, মুওয়াত্তা মালেক ৮০৬, দারেমী ১৮৩১, ১৮৩২

حُكْمُ الْحَجِّ عَمَّنْ نَذَرَهُ، ثُمَّ ماتَ قَبْلَ ادَائِهِ

হজ্জের মান্নত করে আদায় করার পূর্বেই মৃত্যুবরণকারীর বিধান

٧١٦- وَعَنْهُ: «أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ "، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اِقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৭১৬। ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, আমার আম্মা হাজ্জের মান্নত করেছিলেন তবে তিনি হাজ্জ আদায় না করেই ইন্তিকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ হতে হাজ্জ করতে পারি? আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তার পক্ষ হতে তুমি হাজ্জ আদায় কর। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর যদি তোমার আম্মার উপর ঋণ থাকত তা হলে কি তুমি তা আদায় করতে না? সুতরাং আল্লাহর হক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহ্‌র হকই সবচেয়ে বেশী আদায়যোগ্য।[৭৬৩]

ما جَاءَ فِيْ انَّ حَجَّ الصَّغِيْرِ وَالَّرقِيْقِ لا يُجْزِئُ عَنِ الْفَرِيْضَةِ

নাবালেগ ছেলে এবং দাসের কৃত হজ্ব "ফরজ হজ্ব" হবে না

٧١٧- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ [أَنْ يَحُجَّ] حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ [أَنْ يَحُجَّ] حَجَّةً أُخْرَى» رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوْظُ أَنَّهُ مَوْقُوْفٌ.

৭১৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে হাজ্জ করল অতঃপর বয়োঃপ্রাপ্ত হলে (সামর্থাবান থাকলে) অন্য আরো একটি হাজ্জ তাকে করতে হবে। কোন দাস তার দাসত্বকালে হাজ্জ করলে তাকে স্বাধীন হবার পর আবার একটি হাজ্জ করতে হবে। ইবনু আবূ শাইবাহ, বায়হাকী, এর সবগুলো বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, তবে তার মারফূ' হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে এবং মাওকুফ হওয়াটাই নিরাপদ।[৭৬৪]

حُكْمُ سَفَرِ الْمَرْاةِ بِدُوْنِ مَحْرَمٍ

মাহরাম পুরুষ ব্যতিত মহিলার সফরের বিধান

---

৭৬৩. বুখারী ১৮৫২, ৬৬৯৯, ৭৩১৫, নাসায়ী ২৬৩৩, আহমাদ ২১৪১, ২৫১৪, দারেমী ২২৩২।

৭৬৪. মারফূ হিসেবে হাদীসটি সহীহ। আত্-তালখীসুল হাবীর ২/২২০, বাইহাকী ৪/৩২৫।
ইমাম বায়হাকীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, যে কোন আরবী ব্যক্তি হাজ্জ করার পর হিজরত করে তাহলে তাকে আবার হাজ্জ করতে হবে।

Contents

٧١٨- وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُوْلُ: « لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اِكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: " اِنْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ " » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৭১৮। তাঁর [ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর খুৎবাহতে বলতে শুনেছি ঃ কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের একাকী সঙ্গী হবে না, তবে তার সঙ্গে যদি তার মাহরাম (স্বামী ও যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ এমন লোক) থাকে। আর কোন মহিলা যেন তার মাহরাম ব্যতীত একাকী সফরে না যায়। এটি শুনে একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার সহধর্মিনী হাজ্জের জন্য বেরিয়ে গেছে আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য লিপিবদ্ধ (নির্বাচিত) হয়েছি। তিনি (ﷺ) বললেন–যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হাজ্জ পালন কর। –শব্দ মুসলিমের।[৭৬৫]

شَرْطُ النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ

কারও পক্ষ থেকে হজ্ব করার শর্ত

٧١٩- وَعَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: " مَنْ شُبْرُمَةُ؟ " قَالَ: أَخٌ [لِي]، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: " حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ " قَالَ: لَا قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ "» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ.

৭১৯। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ "শুবরুমার পক্ষ থেকে আমি তোমার কাছে হাযির হয়েছি"। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করেন ঃ শুবরুমা কে? সে বললো, আমার ভাই, অথবা বললো, আমার এক নিকটাত্মীয়। তিনি বলেন ঃ তুমি কি কখনও নিজের পক্ষ হতে হজ্জ করেছো? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে তোমার নিজের পক্ষ থেকে আগে হজ্জ করো, অতঃপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করো। আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন। আর আহমাদের নিকট হাদীসটির মাককূফ হওয়াটাই অধিক সাব্যস্ত।[৭৬৬]

---

৭৬৫. বুখারী ১৮৬২, ২০০৬, ২০৬১, ৫২৪৩, মুসলিম ১৩৪১, ইবনু মাজাহ ২৯০০, আহমাদ ১৯২৫, ২২২১

৭৬৬. আবূ দাউদ ১৮১১, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান ৯৬২।

উক্ত হাদীসের দুর্বলতা নিয়ে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু বড় বড় আয়েম্মায়ে কিরামগণ যেমন আহমাদ,তাহাবী,দারাকুতনী,ইবনু দাকীকুল ঈদ এবং অন্যান্যরা উক্ত হাদীসটিকে দূর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর এটাই নির্ভরযোগ্য কথা।

ইমাম শওকানী আল ফাতহুর রব্বানী ৮/৪১৪ গ্রন্থে বলেন, : এ হাদীসকে ত্রুটিযুক্ত করা হয়েছে মাওকূফ বলে, তবে এটি ত্রুটি নয়, কেননা, আবদাহ বিন সুলাইমান মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। যদিও হাদীসটিকে মাওকূফের দোষে দুষ্ট বলা হয়েছে তথাপি আব্দাহ বিন সুলাইমান কর্তৃক হাদীসটি মারফু' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু তিনি সিকাহ রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। শাইখ আলবানী সহীহ আবূ দাউদ ১৮১১, সহীহ ইবনু মাজাহ ২৩৬৪, ইরওয়াউল গালীল ৯৯৪ গ্রন্থত্রয়ে একে সহীহ বলেছেন। ইবনু উসাইমীন আশ শারহুল মুমতি ৭/৩১ গ্রন্থে

وُجُوْبُ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ

জীবনে একবার হজ্ব করা আবশ্যক

٧٢٠- وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «" إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ " فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: " لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ "» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ.

৭২০। ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে খেতাব করলেন (খুত্‌বাহ দিলেন) : আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের উপর হাজ্জ ফরয করেছেন। (একথা শুনে) আকরা' বিন হাবিস দাঁড়িয়ে গেল আর বলল, প্রতিবছরই কি (ফরয) হে আল্লাহ্‌র রসূল!। তিনি বললেন–আমি তা বললেই তোমাদের উপর ওয়াজিব (ফরয) হয়ে যেত। হাজ্জ একবারই ফরয। আর যা বাড়তি করবে সেটা নফল হিসেবে পরিগণিত।[৭৬৭]

٧٢١- وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

৭২১। মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এর মূল হাদীস রয়েছে।[৭৬৮]

بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

অধ্যায় (২) : মীকাত (ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থানসমূহ)

الْمَوَاقِيْتُ الَّتِيْ ثَبَتَ تَحْدِيْدُهَا نَصًّا

যে সমস্ত মীকাত (হজ্বের ইহরাম বাঁধার জন্য নির্বাচিত স্থানসমূহ) দলীল দ্বারা সাব্যস্ত

বলেন, : اختلف العلماء في رفعه ووقفه واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه। অর্থাৎ বিদ্বানগণ এ হাদীসের মারফূ'-মাওকূফ এবং সহীহ-যঈফ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন।

৭৬৭. আবূ দাউদ ১৭২১, নাসায়ী ২৬২০, ইবনু মাজাহ ২৮৮৬, আহমাদ ২৩০৪, ২৬২৭, ২৫০০, দারেমী ১৭৮৮ ইমাম আহমাদের বর্ণনায় আরো রয়েছে, যদি তা ফরয করা হয়,তোমরা শুনবেনা এবং আনুগত্যও করবেনা। নাসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে, অতঃপর তোমরা আমার কথা শুনবেনা এবং আমার আনুগত্যও করবেনা।

৭৬৮. মুসলিম ১৩৩৭, বুখারী ৭৩৭৭, তিরমিযী ২৬১৯, ইবনু মাজাহ ১, ২, আহমাদ ৭৩২০, ৭৪৪৯, ৮৪৫০
عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا " فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو قلت: نعم. لوجبت. ولما استطعتم " ثم قال: " ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে খুতবা দেওয়ার সময় বলেন, হে লোক সকল, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করেছেন, তাই তোমরা হাজ্ব কর। তখন জনৈক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তা কি প্রত্যেক বছর করতে হবে? তিনি চুপ থাকলেন এমনকি তিনি একথাটি তিন বার বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, যদি আমি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তা ফরয হয়ে যেত। আর তোমরা তা করতে সক্ষম হতে না। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে যে বিষয় বলা থেকে বিরত রয়েছি, তা তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। কেননা তোমাদের ইতিপূর্বের লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্ন করা এবং তাদের নাবীদের ব্যাপারে মতানৈক্য করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। যখন আমি তোমাদের কোন বিষয়ে আদেশ দেই তা তোমরা যথাসাধ্যভাবে কর। আর যদি কোন ব্যাপারে নিষেধ করি তাহলে তা থেকে বিরত থাক।

٧٢٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭২২। ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহ্রাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মাদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফা, নজ্দবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। হাজ্জ ও 'উমরাহর নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী সকলের জন্য উক্ত স্থানগুলো মীকাতরূপে গণ্য এবং যারা এ সব মীকাতের ভিতরে (অর্থাৎ মাক্কার নিকটবর্তী) স্থানের অধিবাসী, তারা যেখান হতে হাজ্জের নিয়্যাত করে বের হবে (সেখান হতে ইহরাম বাঁধবে)। এমন কি মক্কাবাসী মক্কা হতেই (হাজ্জের) ইহরাম বাঁধবে।[৭৬৯]

ما وَرَدَ فِي الْمِيْقاتِ ذاتُ عِرْقٍ

"যাতুইরক" মীকাত প্রসঙ্গে

٧٢٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

৭২৩। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরাকীদের জন্য 'যাতু 'ইর্ক'-কে ইহ্রাম বাঁধার স্থান মনোনীত করেছেন।[৭৭০]

٧٢٤- وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِهِ.

৭২৪। মুসলিমের নিকট জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এ হাদীসের মূল বর্ণিত আছে কিন্তু এর রাবীর হাদীসটি মারফূ' হবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন।[৭৭১]

٧٢٥ - وَفِي الْبُخَارِيِّ: «أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ».

৭২৫। এবং বুখারীতে আছে, ২য় খলিফা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'যাতু 'ইর্ক'-কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।[৭৭২]

---

৭৬৯. বুখারী ১৫২৪, ১৫২৬, ১৫২৯, ১৫৩০, মুসলিম ১১৮১ ১১৮৯, নাসায়ী ২৬৫৪, ২২২৪, ২২৭২, ৩০৫৬, দারেমী ১৭৯২।

৭৭০. নাসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে, "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر: الجحفة، ولأهل العراق: ذات عرق، ولأهل نجد: قرنا، ولأهل اليمن: يلملم" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনাহ বাসীদের জন্য যুলহুলায়ফা, শাম এবং মিসর বাসীদের জন্য জুহফা, ইরাক বাসীদের জন্য যাতু ইরক, নাজদ বাসীদের জন্য ক্বারনুল মানাযিল এবং ইয়ামান বাসীদের জন্য ইয়ালামলাম মীকাত নির্ধারণ করেছেন। আবূ দাঊদ ১৭৩৯, নাসায়ী ২৬৫৩।

৭৭১. মুসলিম ১১৮৩, ২৯১৫।

৭৭২. বুখারী ১৫৩১।

٧٢٦- وَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ: الْعَقِيقَ».

৭২৬। আহমাদ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযীতে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মাক্কার) পূর্বদিকের লোকেদের জন্য 'আকীক' নামক স্থানকে মীকাতরূপে নির্ধারণ করেছেন।[৭৭৩]

بَابُ وُجُوْهِ الْاحْرَامِ وَصِفَتِهِ

অধ্যায় (৩) : ইহ্‌রামের প্রকারভেদ ও তার গুণ পরিচয়

٧٢٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭২৭। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাতুল বিদার বছর আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে বের হই। আমাদের মধ্যে কেউ কেবল 'উমরাহ'র ইহ্‌রাম বাঁধলেন, আর কেউ হাজ্জ ও 'উমরাহ উভয়টির ইহ্‌রাম বাঁধলেন। আর কেউ শুধু হাজ্জ-এর ইহ্‌রাম বাঁধলেন এবং আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলেন। ফলে যাঁরা কেবল 'উমরাহর জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন তাঁরা ('উমরাহ সমাধা করে) হালাল হলেন আর যাঁরা হাজ্জ বা হাজ্জ ও 'উমরাহ উভয়ের জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন তাঁরা কুরবানীর দিন না আসা পর্যন্ত হালাল হতে পারলেন না।[৭৭৪]

بَابُ الْاحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

অধ্যায় (৪) : ইহ্‌রাম ও তার সংশ্লিষ্ট কার্যাদি

مَوْضِعُ اهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহরাম বাঁধার স্থান

٧٢٨- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

৭৭৩. তিরমিযী ৮৩২, আবূ দাঊদ ১৭৪০। তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ্‌ গ্রন্থে ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এর সনদে ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ এ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সে দুর্বল। তিনি আত্‌-তালখীসুল হাবীর ৩/৮৪৬ গ্রন্থে বলেন, ইমাম মুসলিম এ রাবীর আলোচনায় বলেন, তিনি তার দাদা মুহাম্মাদ বিন আলী থেকে হাদীস শুনেছেন বলে জানা যায় না। শাইখ আলবানী যঈফ তিরমিযী ৮৩২, ইরওয়াউল গালীল ১০০২ গ্রন্থে একে মুনকার বলেছেন। আহমাদ শাকের মুসনাদ আহমাদ ৫/৭৩ গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

৭৭৪. বুখারী ২৯৪, ৩০৫, ৩১৬, ১৫১৮, ১৫৫৬, ১৫৬২, মুসলিম ১২১১, তিরমিযী ৯৩৪, ৯৪৫, নাসায়ী ২৯০, ২৪৮, আবূ দাঊদ ১৭৮২, ১৯৯৫, ইবনু মাজাহ ২৯৬৩, ২৯৯৯, আহমাদ ২৩৫৮১, ২৩৬৩৯, ১৮৬২।

৭২৮। ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুল-হুলাইফার মাসজিদের নিকট হতে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।[৭৭৫]

مَشْرُوْعِيَّةُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

উচ্চৈস্বরে তালবিয়া পাঠ করা অপরিহার্য

٧٢٩- وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيْلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

৭২৯। খাল্লাদ ইবনুস সাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমার নিকট জিবরীল (আ) এসে আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন আমার সাহাবীগণকে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠের আদেশ দেই। -তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৭৭৬]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْغُسْلِ عِنْدَ الْاحْرَامِ

ইহ্‌রাম বাঁধার সময় গোসল করা শরীয়তসম্মত

٧٣٠- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

৭৩০। যায়দ বিন সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহ্‌রামের কাপড় খুলে গোসল করেছেন। তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন।[৭৭৭]

ما يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُهُ

ইহ্‌রামরত ব্যক্তির যা পরিধান করা হারাম

٧٣١- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوْا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৭৩১। 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসিত হলেন, মুহরিম ব্যক্তি কী প্রকারের কাপড় পরবে? আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ সে জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে টাখ্‌নুর নিচ পর্যন্ত মোজা কেটে (জুতার ন্যায়)

---

৭৭৫. বুখারী ১৫৪১, মুসলিম ১১৮৬, নাসায়ী ২৭৫৭, তিরমিযী ৮১৮, আবূ দাউদ ১৭৭১, আহমাদ ৪৮০৪, ৪৮২৭, মুওয়াত্তা মালেক ৭৪০।

৭৭৬. দারেমী ১৮০৯, তিরমিযী ৮২৯, নাসায়ী ২৭৫৩, আবূ দাউদ ১৮১৪, আহমাদ ১৬১২২, ১৬১৩১, মালিক ৭৪৪, দারিমী ১৮০৯।

৭৭৭. তিরমিযী ৮৩০, দারেমী ১৭৯৪

পরবে। তোমরা জা'ফরান বা ওয়ারস্ (এক প্রকার খুশবু) রঞ্জিত কোন কাপড় পরবে না। –শব্দ মুসলিমের।[৭৭৮]

اسْتِحْبَابُ الطِّيْبِ عِنْدَ الْاحْرَامِ

ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব

٧٣٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৩২। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহ্‌রাম বাঁধার সময় আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গায়ে সুগন্ধি মেখে দিতাম এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে ইহরাম খুলে ফেলার সময়ও।[৭৭৯]

حُكْمُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَخُطْبَتِهِ

ইহরামরত ব্যক্তির বিবাহ করা এবং বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার বিধান

٧٣٣- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৩৩। 'উসমান বিন 'আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুহ্‌রিম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না ও কারো বিবাহ দিবে না এবং বিয়ের প্রস্তাবও দিবে না।[৭৮০]

حُكْمُ اكْلِ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدِ الْحَلَالِ

ইহরামকারীর ইহরাম থেকে মুক্ত ব্যক্তির শিকার খাওয়ার বিধান

٧٣٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ الْأَنْصَارِيِّ «فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ، وَكَانُوْا مُحْرِمِيْنَ: " هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ ؟ " قَالُوْا: لَا قَالَ: " فَكُلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ "» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৩৪। আবূ কাতাদাহ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি গাইর মুহরিম (ইহরাম বিহীন) অবস্থায় একটি জংলী গাধা শিকারের ঘটনা সম্বন্ধে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ইহ্‌রামে থাকা সহাবীদের বললেন,

---

৭৭৮. বুখারী ১৩৪, ৩৬৬, ১৫৪২, ১৮৪২, মুসলিম ১১৫৭, তিরমিযী ৮৩৩, নাসায়ী ২৬৬৬, ২৬৬৭, আবূ দাউদ ১৮২৩, ইবনু মাজাহ ২৯২৯, ২৯৩২, আহমাদ ৪৪৪০, ৪৪৬৮, মু ৭১৬, ৭১৭, দারেমী ১৭৯৮।

৭৭৯. বুখারী ২৬৭, ২৭০, ২৭১, ১৫৩৯, মুসলিম ১১৮৯, ১১৯০, ১১৯১, ১৯ তিরমিযী ৯১৭, ৯৬২, নাসায়ী ৪১৭, ৪৩১, ২৬৮৪, আবূ দাউদ ১৭৪৫, ১৭৪৬, ইবনু মাজাহ ২৯২৬, ২৯২৭, আহমাদ ২৩৫৮৫, ২৩৫৯১, মুওয়াত্তা মালেক ৭২৭, দারেমী ১৮০১, ১৮০২

৭৮০. মুসলিম ১৪০৯, তিরমিযী ৮৪০, নাসায়ী ২৮৪২, ২৮৪৪, আবূ দাউদ ১৮৪১, ইবনু মাজাহ ১৯৬৬, আহমাদ ৪০৩, মুওয়াত্তা মালেক ৭৮০, দারেমী ১৮২৩, ৪৬৪

তোমাদের কেউ কি এর উপর আক্রমণ করতে তাকে আদেশ বা ইঙ্গিত করেছ? তাঁরা বললেন, না, আমরা তা করিনি। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তাহলে বাকী গোশত তোমরা খেয়ে নাও।[৭৮১]

حُكْمُ اَكْلِ الْمُحْرِمِ ما صِيْدَ مِنْ اَجْلِهِ

মুহরিম ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শিকারকৃত জীবজন্তু খাওয়ার বিধান

٧٣٥ - وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه «أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: " إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ "» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৩৫। স'ব বিন জাস্‌সামাহ আললায়সী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। 'আল-আব্‌ওয়া' কিংবা 'ওয়াদ্দান' নামক স্থানে অবস্থানকালে তিনি একটি জংলী গাধা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য উপঢৌকন দিয়েছিলেন। তাঁর উপঢৌকন এসেছিল। সেটা তিনি গ্রহণ না করে বললেন, আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় না থাকলে এটি ফেরত দিতাম না, কিন্তু আছি বলেই ফেরত দিলাম।[৭৮২]

الدَّوَابُّ الَّتِيْ تُقْتَلُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

যে সকল জীবজন্তু হারাম সীমানার মধ্যে এবং এর বাইরে হত্যা করা যায়

٧٣٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي [الْحِلِّ وَ] الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৩৬। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী এত ক্ষতিকর যে, এগুলোকে (হালাল) ও হারামের মধ্যেও হত্যা করা যাবে। (যেমন) কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর।[৭৮৩]

حُكْمُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

ইহরামরত ব্যক্তির শিঙ্গা লাগানোর বিধান

٧٣٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৩৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহ্‌রাম অবস্থায় সিঙ্গা লাগিয়েছেন।[৭৮৪]

---

৭৮১. বুখারী ১৮২৪, আবূ দাঊদ ৩৭৮৫, ৩৭৮৭, ইবনু মাজাহ ৩১৮৯।

৭৮২. আবওয়া এবং ওয়াদ্দান - মাক্কাহ এবং মাদীনাহর মাঝখানে দুটি জায়গার নাম। বুখারী ২৫৯৬, মুসলিম ১১৯৩, ১১৯৪, তিরমিযী ৮৪৯, নাসায়ী ২৮১৯, ২৮২০, ২৮২৩, ইবনু মাজাহ ৩০৯০, আহমাদ ১৫৯৮৭, ১৫৯৮৮, ১৬২২৯, মুওয়াত্তা মালেক ৭৭৯৩, দারেমী ১৮৩০, ১৮২৮।

৭৮৩. বুখারী ১৮২৯, ৩৩১৪, মুসলিম ৭২৮, ১১৯৮, তিরমিযী ৮৭৭, নাসায়ী ২৮২৯, ২৮৮১, ২৮৮২, ইবনু মাজাহ ৩০৭, আহমাদ ২৩৫৩২, ২৪০৪৮, দারেমী ১৮১৭।

৭৮৪. বুখারী ১৮১৬, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ২১০৩, মুসলিম ১২০১, ১২০২, তিরমিযী ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, নাসায়ী ২৮৪৫, ২৮৪৬, ২৮৪৭, আবূ দাঊদ ১৮৩৫, ১৮৩৬, ২৩৭২, ১৬৮২, ৩০৮১, আহমাদ ১৮৫২, ১৯২২, ১৯৪৪।

فِدْيَةُ حَلْقِ الْمُحْرِمِ رَأسَهُ

মুহরিম ব্যক্তির মাথা মুণ্ডনের ফিদইয়া (জরিমানা)

٧٣٨- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ قَالَ: «حُمِلْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ "» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৩৮। কা'ব বিন উজ্‌রাহ্‌ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নাবী (ﷺ)-এর নিকটে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হল তখন আমার চেহারায় উকুন বেয়ে পড়ছে। তিনি (তা দেখে) বললেন, তোমার কষ্ট কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা আমি দেখিনি! আর তিনি বললেন–তুমি কি একটি ছাগল পাবে? আমি বললাম–না, তিনি বললেন, তবে তুমি তিন দিন সওম পালন করবে বা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' (প্রায় ১২৫০ গ্রাম) পরিমাণ খাদ্য খাওয়াবে (উকুনের উপদ্রবে চুল কর্তনের জন্য)।[৭৮৫]

حُرْمَةُ مَكَّةَ

মক্কার মর্যাদা

٧٣٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مَكَّةَ، قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ " فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا، فَقَالَ: " إِلَّا الْإِذْخِرَ "» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৩৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রসূল (ﷺ)-কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি (ﷺ) লোকেদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা মক্কায় (আবরাহার) হস্তি বাহিনীকে প্রবেশ করতে দেননি এবং তিনি তাঁর রসূল ও মু'মিন বান্দাদেরকে মাক্কার উপর আধিপত্য দান করেছেন। আমার আগে অন্য কারোর জন্য মাক্কায় যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না, তবে আমার পক্ষে দিনের সামান্য সময়ের জন্য বৈধ করা হয়েছিল, আর তা আমার পরেও কারোর জন্য বৈধ হবে না। কাজেই এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না, এখানকার গাছ কাটা ও উপড়ানো যাবে না, ঘোষণার নিয়ককারী ব্যক্তি ব্যতীত এখানকার পড়ে থাকা জিনিস তুলে নিতে পারবে না। যার কোন লোক এখানে নিহত হয় সে দু'টির মধ্যে তার কাছে যা ভাল বলে বিবেচিত হবে, তা গ্রহণ করবে (খুনীর মৃত্যুদণ্ডের জন্য বিচারপ্রার্থী হবে কিংবা এর বদলে অর্থ গ্রহণ করবে)। 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, তবে ইযখিরের অনুমতি দিন। কেননা, আমরা এগুলো আমাদের

---

৭৮৫. বুখারী ১৮১৪, ১৮১৫, ১৮১৮, মুসলিম ১২০১, তিরমিযী ৯৫৩, ২৯৭৪, নাসায়ী ১৮৫১, ২৮৫২, আবূ দাউদ ১৮৫৭, আহমাদ ১৭৬৪৩, ১৭৬৫৪, ১৭৬৬৫, মুওয়াত্তা মালেক ৯৫৫, ৯৫৬।

কবরের উপর এবং ঘরের কাজে ব্যবহার করে থাকি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ইযখির ব্যতীত (অর্থাৎ তা কাটা ও ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হল)।[৭৮৬]

حُرْمَةُ الْمَدِيْنَةِ

মদীনার মর্যাদা

٧٤٠- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا إِبْرَاهِيْمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৪০। 'আবদুল্লাহ্ বিন যায়দ বিন 'আসিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন ও তার জন্য দু'আ করেছেন। আমি মাদীনাহ্‌কে হারাম ঘোষণা করেছি, যেমন ইবরাহীম (আঃ) মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং আমি মাদীনাহ্‌র মুদ ও সা' এর জন্য (বরকতের) দু'আ করেছি। যেমন ইবরাহীম (আঃ) মক্কার জন্য দু'আ করেছিলেন।[৭৮৭]

حُدُوْدُ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ

মদীনার হারামের সীমানা

٧٤١- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৪১। 'আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–মদীনাহর হারাম 'আইর ও সাওর স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী এলাকা জুড়ে।[৭৮৮]

بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُوْلِ مَكَّةَ

অধ্যায় (৫) : হাজ্জের বিবরণ ও মক্কায় প্রবেশ

صِفَةُ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ্বের বর্ণনা

٧٤٢- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَجَّ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: " اِغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي "

---

৭৮৬. বুখারী ১১২, ২৪৩৪, ৬৮৮০, মুসলিম ১৩৫৫, আবূ দাউদ ২০১৭, আহমাদ ৭২০১, দারেমী ২৬০০, ইবনু মাজাহ ২৬২৪।
৭৮৭. মুসলিম ১৩৬০, আহমাদ ১৬০১১।
৭৮৮. বুখারী ১১১, ১৮৭০, ৩০৪৭, ৬৭৫৫, মুসলিম ১৩৭০, তিরমিযী ১৪১২, ২১২৭, নাসায়ী ৪৭৩৪, ৪৭৩৫, ৪৭৪৪, ২০৩৪, ৪৫৩৪, ২৬৫৮, আহমাদ ৬১৬, ৬০০, ৭৮৪, দারেমী ২৩৫৬।

وَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اِسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ: " لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ " حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اِسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيْمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ.

ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ " " أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ " فَرَقِيَ الصَّفَا، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ [وَحْدَهُ] أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى اِنْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي [سَعَى] حَتَّى إِذَا صَعَدَتَا مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ، كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا - فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ:

فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا إِلَى مِنًى، وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا.

حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيْلاً، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: " أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِيْنَةَ، السَّكِيْنَةَ "، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً أَرْخَى لَهَا قَلِيْلاً حَتَّى تَصْعَدَ.

حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اِضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا.

فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرَ فَحَرَّكَ قَلِيْلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلاً.

৭৪২। জাবির বিন 'আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) হাজ্জ (যাত্রা) করেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে হাজ্জ ব্রত পালনে বের হই। তারপর আমরা 'যুলহুলাইফাহ' নামক স্থানে এলাম। এখানে আসার পর আস্মা বিন্তু 'উমাইস (আবূ বাক্র (রাঃ)-এর স্ত্রী) সন্তান প্রসব করলেন। ফলে নাবী তাঁকে বললেন– গোসল কর, কাপড়কে লেঙ্গুটার মত পরিধান কর আর হাজ্জের ইহ্রাম বাঁধো। রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাসজিদে সলাত সমাধান করে তাঁর কাস্ওয়া নাম্নী উটনীতে আরোহণ করলেন। উটটি যখন তাঁকে নিয়ে 'বাইদাহ' বরাবর পৌঁছল তখন তিনি তাওহীদ বাণী ঘোষণা (তালবিয়াহ পাঠ) করতে লাগলেনঃ উচ্চারণ ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'মাতা, লাকা ওয়াল মুল্ক, লা শারীকা লাকা। অর্থ ঃ আমি তোমার খেদমতে হাজির হয়েছি, ইয়া আল্লাহ, আমি তোমার খেদমতে হাযির হয়েছি। আমি তোমার খিদমাতে হাযির হয়েছি, তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা, নেয়ামত ও রাজত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।

এভাবেই আমরা চলতে চলতে বায়তুল্লায় পৌঁছে গেলাম, তিনি হাজারে আসওয়াদে চুম্বন দিলেন, তারপর তিনবার রামল করলেন এবং চার বার সাধারণ গতিতে চললেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের নিকট এসে সলাত আদায় করলেন। পুনরায় রুকনে (হাজারে আসওয়াদে) ফিরে গিয়ে তাতে চুম্বন করলেন। তারপর দরজা দিয়ে বের হয়ে 'সাফা' পাহাড়ের দিকে বের হলেন। তারপর সাফার কাছাকাছি পৌঁছে পাঠ করলেন ঃ 'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্যতম।' তারপর বললেন– আল্লাহ যেখান থেকে প্রথমে শুরু করেছেন আমিও সেখান থেকেই শুরু করছি। এ বলে তিনি সাফা পাহাড়ে উঠলেন যেখান থেকে তিনি বায়তুল্লাহ্ দেখতে পেলেন– কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ্র তাওহীদের ঘোষণা দিলেন ও তাকবীর পাঠ করলেন অতঃপর বললেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহু। লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ, আনযাযা ওয়া'দাহূ, ওয়া নাসারা 'আব্দাহূ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্দাহু। অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসা তাঁর, তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন। তিনি একাই ষড়যন্ত্রকারীদের পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি তার মধ্যে প্রার্থনা বা দুআ করলেন তিনবার। তারপর তিনি সাফা পাহাড় থেকে 'মারওয়া' পাহাড়ের উদ্দেশ্যে নামলেন এবং যখন বাতনে ওয়াদিতে (দুই সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থান) গিয়ে পা দুটি রাখলেন তখন তিনি মৃদু দৌড়ালেন। উপরে উঠে যাওয়ার পর মারওয়া পর্যন্ত সাধারণভাবে চললেন। এবং সাফার ন্যায়ই সবকিছু 'মারওয়াতে'ও করলেন। এখানে জাবির (রাঃ) পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে এরূপও আছে, যখন তারবিয়া দিবস (৮ই যিল্হিজ্জা) আসলো, তিনি সওয়ারীতে চড়ে 'মিনা' অভিমুখী হলেন এবং নাবী (ﷺ) সেখানে যুহর, 'আসর, মাগরিব, 'ইশা ও ফাজরের সলাত আদায় করলেন। তারপর অল্প কিছুকাল অবস্থান করলেন

যতক্ষণে সূর্যোদয় হল। তারপর (মুয্দালিফাহ্) অতিক্রম করে 'আরাফাহ পর্যন্ত আসলেন। দেখলেন তাঁর জন্য পূর্ব থেকেই নামিরাহ[৭৮৯] (বর্তমান মাসজিদে নামিরাহ্) নামক স্থানে একটি তাঁবু পেলেন। তিনি তাতে স্থান নিলেন। তারপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল,তাঁর কাসওয়া নাম্নী উটনীকে তৈরি করার আদেশ করলেন, তার উপর পালান বসান হল তারপর তিনি বাত্নে ওয়াদী-তে পৌছে গেলেন। এখানে জনগণের উদ্দেশ্যে খুত্বাহ প্রদান করলেন। তারপর আযান ও ইকামাত দেয়ালেন ও যুহরের সলাত আদায় করলেন। তারপর সেখানেই 'আসরের সময় হলে 'আসরের আযান, ইকামাত দেয়ালেন ও আসরের সলাত আদায় করলেন। এ দুই সলাতের মধ্যে আর কোন সলাত আদায় করেননি, তারপর সওয়ার হয়ে মাওকেফে (অবস্থানক্ষেত্রে) এলেন তাঁর উটনী কাসওয়ার পেট সাখরাতের দিকে এবং পথিকের চলার পথকে তাঁর সম্মুখে রেখে কিবলামুখী হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করলেন। হলুদ রং কিছু কেটে গেল, সূর্যের গোলাই ভালভাবে ডুবে গেল, (তখন) তিনি এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন যে, কাসওয়ার লাগাম এমনভাবে টেনে ধরা হয়েছিল যে, তার মাথা নাবীর পালানের 'মাওরিকে' এসে ঠেকে যাচ্ছিল। এবং তিনি ডান হাতে ইশারা করে ঘোষণা করছিলেন–হে জনগণ! ধীর ও শান্ত থাকুন। যখনই কোন পাহাড়ের কাছাকাছি এসে যাচ্ছিলেন কাসওয়ার লাগাম কিছুটা ঢিল দিচ্ছিলেন, যেন সে উপরে উঠতে পারে। অবশেষে মুযদালিফাহ্ এসে পৌছলেন এবং সেখানে একটি আযান ও দুটি ইকামাতে মাগরিব ও 'ইশা উভয় সলাত সম্পদান করলেন। এ দুই সলাতের মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কোন নফল সলাত আদায় করেননি। তারপর ফাজর উদিত হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকলেন। তারপর ফাজর সুস্পষ্ট (সুবহি সাদিক) হয়ে গেলে আযান ও ইকামাত দিয়ে ফাজরের সলাত আদায় করলেন। তার পর সওয়ার হয়ে মাশ'আরুল হারাম পর্যন্ত এলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে দু'আ করলেন, তাকবীর ও তাহলীল ঘোষণাসহ–আকাশ বেশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর সূর্যদয়ের পূর্বেই বাত্নে মুহাসসিরে আসলেন। এখানে সওয়ারীকে একটু জোরে চালালেন। তারপর মাঝামাঝি পথটি ধরে চললেন যেটি জামরাতুল কুবরা বরাবর বেরিয়ে গেছে। তারপর এসে পৌছলেন গাছের নিকটস্থ জামরার নিকট এবং বাত্নে ওয়াদী হতে সাতবার কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেক বার নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করলেন। তারপর কুরবানীর মাঠে এসে কুরবানী করে রসূলুল্লাহ (ﷺ) উটে সওয়ার হয়ে বাইতুল্লাহ পৌছলেন (তাওয়াফে ইফাযাহ সম্পন্ন করার জন্য) ও মক্কায় যুহরের সলাত আদায় করলেন। মুসলিম সুদীর্ঘভাবে।[৭৯০]

حُكْمُ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّلْبِيَةِ

তালবীয়া পাঠের পর দোয়া করার বিধান

٧٤٣- وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

---

৭৮৯. আরাফার পার্শ্ববর্তী একটি স্থান। আরাফার কোন স্থান নয়।

৭৯০. মুসলিম ১২১৬, ১২১৮, বুখারী ১৫১৬, ১৫৬৮, ১৬৫১, ১৭৮৫, তিরমিযী ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, নাসায়ী ২৯১, ৪২৯, ৬০৪, আবূ দাঊদ ১৭৮৭, ১৭৮৮, ১৭৮৯, ইবনু মাজাহ ২৯১৩, ২৯১৯, ২৯৫১, আহমাদ ১৩৮০৬, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, মালিক ৮১৬, ৮৩৫, ৮৩৬, দারেমী ১৮৫০, ১৮৯৯।

৭৪৩। খুযাইমাহ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হাজ্জ বা 'উমরাহর তালবিয়া (লাব্বাইকা ঘোষণা) পাঠ করতেন তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তিনি তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত কামনা করতেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার ওয়াসীলাহতে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাইতেন। শাফি'ঈ দুর্বল সানাদে।[৭৯১]

ما جَاءَ فِيْ انَّ مِنًى كُلَّهَا مَنْحَرٌ، وَعَرَفَةَ وَجَمْعَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

মিনার যে কোন অংশে কুরবানী বৈধ এবং আরাফা ও মুযদালিফার যে কোন অংশে অবস্থান বৈধ

٧٤٤- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوْا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৪৪। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি এখানে কুরবানী করলাম। মিনার সমস্ত স্থানই কুরবানী করার স্থান। অতএব, তোমরা তোমাদের অবস্থানক্ষেত্রে কুরবানী কর, আর আমি এখানে দাঁড়িয়েছি–'আরাফাহর সমস্ত অংশ জুড়েই অবস্থান ক্ষেত্র। আর আমি এখানে অবস্থান করেছি, আর 'জাম্'উন' বা মুযদালিফার সমস্ত এলাকাই অবস্থান ক্ষেত্র।[৭৯২]

مِنْ اَيْنَ يَكُوْنُ دُخُوْلُ مَكَّةَ وَالْخُرُوْجُ مِنْهَا؟

কোন দিক হতে মক্কায় প্রবেশ এবং বাহির হবে?

٧٤٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৪৫। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কায় আসেন তখন এর উচ্চ স্থান দিয়ে প্রবেশ করেন এবং নীচু স্থান দিয়ে ফিরার পথে বের হন।[৭৯৩]

اسْتِحْبَابُ الْاغْتِسَالِ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ

মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব

٧٤٦- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

৭৯১. ইবনু হাজার আত্-তালখীসুল হাবীর ৩/৮৬২ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে সালিহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ যায়েদাহ আবূ ওয়াকেদ আল লাইসী মাদানী দুর্বল বর্ণনাকারী। ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ২/৩২৪ গ্রন্থে উক্ত রাবীকে দুর্বল বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৫/৫৪ গ্রন্থে একই কথা বলেছেন। শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ২৪৮৩ গ্রন্থে তাকে দুর্বল বলেছেন।

৭৯২. মুসলিম ১২১৬, ১২১৮, ১২৬৩, ১২৯৯

৭৯৩. বুখারী ১৫৭৭, ১৪০, মুসলিম ১২৫৮, তিরমিযী ৮৫৩, আবূ দাউদ ১৮৬৯, আহমাদ ২৩৬০১

৭৪৬। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (ইবনু 'উমার) মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বে যূ-তুওয়া নামক স্থানে পৌঁছে ভোর পর্যন্ত রাত যাপন করতেন এবং অতঃপর ফাজরের সলাত আদায় করে গোসল করতেন এবং বলতেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপই করেছিলেন।[৭৯৪]

حُكْمُ السُّجُوْدِ عَلَى الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ

হাজরে আসওয়াদের (কালো পাথর) উপর সাজদা করার বিধান

٧٤٧- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْفُوْعًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوْفًا.

৭৪৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'হাজরে আসওয়াদ'কে চুম্বন করতেন এবং তার উপর মাথা রাখতেন। হাকিম 'মারফূ''রূপে এবং বায়হাকী মাওকুফরূপে।[৭৯৫]

مَشْرُوْعِيَّةُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ، وَبَيَانُ مَوَاضِعِهِ

তাওয়াফের মধ্যে "রমল" করা শরীয়তসম্মত এবং এর স্থানসমূহ

٧٤٨- وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ «أَنْ يَرْمُلُوْا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوْا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৪৮। ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে দু'টি রুকনের (ইয়ামানী ও হাজারু আসওয়াদ) মধ্যবর্তী স্থানে (তওয়াফ কালে) প্রথম তিন চক্রে রামল করতে ও পরের চারবার স্বাভাবিক চলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৭৯৬]

حُكْمُ اسْتِلَامِ اَرْكَانِ الْكَعْبَةِ

কা'বার স্তম্ভ সমূহকে স্পর্শ করার বিধান

٧٤٩- وَعَنْهُ قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৪৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দিকের দুটো ইয়ামানী কোণ (ইয়ামানী ও হাজারে আল-আসওয়াদ) ব্যতীত বাইতুল্লাহর আর কোন কোণ স্পর্শ করতে দেখিনি ।[৭৯৭]

---

৭৯৪. বুখারী ১৬৬, ৪৮৩, ৪৯২, ১৫৩৩, মুসলিম ১১৮৭, ১২৯৭, ১২৫৯, নাসায়ী ১১৭, ২৬৬০, ২৬৬১, আবূ দাঊদ ১৭৭২, ৪০৬৪, আহমাদ ৪৪৪৮, ৪৬০৪, ৪৮৭২, মুওয়াত্তা মালেক ৭৪২, ৯০২৩, দারেমী ১৮৩৮, ১৯২৭।

৭৯৫. মারফূ-মাওকূফ উভয় বর্ণনায় সহীহ

৭৯৬. বুখারী ১৬০২, ১৬৪৯, ৪২৫৬, ৪২৫৭, মুসলিম ২১৬৬, নাসায়ী ২৯৪৫, ২৯৭৯, আবূ দাঊদ ১৮৮৬, আহমাদ ১৯২৪, ২০৩০, ২০৭৮

বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণকে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করতে (উভয় কাঁধ হেলে দুলে জোর কদমে চলতে)এবং উভয় রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু স্বাভাবিক গতিতে চলতে নির্দেশ দিলেন। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তাদেরকে তিনবার রামল করতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে হাঁটার নির্দেশ দিলেন।

৭৯৭. মুসলিম ১২৬৯, তিরমিযী ৮৫৮, আহমাদ ১৮৮০, ২২১১।

حُكْمُ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ

হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার বিধান

٧٥٠- وَعَنْ عُمَرَ ﷺ «أَنَّهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ [الْأَسْوَدَ] فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৫০। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, তিনি হাজ্‌রে আসওয়াদ চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।[৭৯৮]

مَشْرُوْعِيَّةُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِالْعَصَا وَنَحْوِهِ

লাঠি অথবা এর সদৃশ অন্য কিছু দ্বারা হাজরকে স্পর্শ করার বৈধতা

٧٥١- وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৫১। আবূ আত্তুফাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তার ছড়ির সাহায্যে কালো পাথরকে স্পর্শ করে পরে ঐ ছড়িটিতে চুম্বন করতে দেখেছি।[৭৯৯]

حُكْمُ الْاِضْطِبَاعِ فِي الطَّوَافِ

তাওয়াফে 'ইযতিবা' করার বিধান

٧٥٢- وَعَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ ﷺ قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

৭৫২। ইয়ালা বিন উমাইয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবুজ চাদরে ইয্‌তিবা (ডান বাহুকে চাদরের বাইরে দিকে বের করে) করে তাওয়াফ করেছেন। -তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন।[৮০০]

مَشْرُوْعِيَّةُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ اذَا غَدَا الَي عَرَفَةَ

আরাফায় গমনকালে তালবিয়া এবং তাকবীর পাঠ করার বৈধতা

٧٥٣- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ [مِنَّا] الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

৭৯৮. বুখারী ১৫৯৭, ১৬০৫, ১৬১০, মুসলিম ১২৭০, তিরমিযী ৮৬০, নাসায়ী ২৯৩৭, ২৯৩৮, ইবনু মাজাহ ২৯৪৩, আহমাদ ১০০, ১৩২, ১৭৭, মুওয়াত্তা মালেক ৮২৪, দারেমী ১৮৬৪

৭৯৯. মুসলিম ১২৭৫, আবূ দাঊদ ১৮৭৯, ইবনু মাজাহ ২৯৪৯, আহমাদ ২৩২৮৬।

৮০০. আবূ দাঊদ ১৮৮৩, তিরমিযী ৮৫৯, ইবনু মাজাহ ২৯৫৪, আহমাদ ১৭৪৯২, ১৭৪৯৫, দারেমী ১৮৪৩

৭৫৩। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে যারা তালবিয়া পড়তে চাইত তারা পড়ত, তাতে বাধা দেয়া হতো না এবং যারা তাকবীর পড়তে চাইত তারা তাকবীর পড়ত, এতেও বাধা দেয়া হতো না।[৮০১]

جَوَازُ انْصِرَافِ الضَّعْفَةِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِلَيْلٍ

রাত্রিবেলায় দুর্বল ব্যক্তিদের মুযদালিফা থেকে চলে যাওয়ার বৈধতা

٧٥٤- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الثَّقَلِ، أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ».

৭৫৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে সামানপত্র নিয়ে অথবা দুর্বল (হাজী)-দের সঙ্গে করে রাতের বেলাতেই মুযদালিফাহ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[৮০২]

٧٥٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «اِسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً -تَعْنِي: ثَقِيْلَةً- فَأَذِنَ لَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

৭৫৫। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সওদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে তাঁর পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগের অনুমতি চেয়েছিলেন। কারণ তাঁর শরীর ভারি হয়েছিল, ফলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন।[৮০৩]

حُكْمُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ

ফজরের পূর্বে জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার বিধান

٧٥٦- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَفِيْهِ اِنْقِطَاعٌ.

৭৫৬। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বললেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে জামরাহতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে না। -এর সানাদটি ইনকিতা' (সূত্র ছিন্ন)।[৮০৪]

---

৮০১. বুখারী ৯৭০, ১৬৫৯, মুসলিম ১২৮৫, নাসায়ী ৩০০০, ইবনু মাজাহ ৩০০৮, মুওয়াত্তা মালেক ৭৫৩
মুহাম্মদ ইব্‌নু আবূ বাকার সাকাফী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) -কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তাঁরা উভয়ে সকাল বেলায় মিনা হতে 'আরাফার দিকে যাচ্ছিলেন, আপনারা এ দিনে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে থেকে কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, ... হাদীস।

৮০২. বুখারী ১৬৭৭, ১৬৭৮, ১৬৫৬, ১৮৫৬, মুসলিম ২২৭৭, ২২৭৮, ২২৮০, তিরমিযী ৮৯২, ৮৯৩নাসায়ী ৩০৩২, ৩১৩৩, ৩০৪৮, আবূ দাউদ ১৯৩৯, ১৯৪১, ইবনু মাজাহ ৩০২৬, আহমাদ ১৯২৩, ১৯৪০, ২০৮৩

৮০৩. বুখারী ১৬৮০, ১৬৮১, মুসলিম ১২৯০, নাসায়ী ৩০৩৭, ৩০৪৯, ইবনু মাজাহ ৩০২৭, আহমাদ ২৩৪৯৫, ২৪১১৪, দারেমী ১৮৮৬

৮০৪. আবূ দাউদ ১৯৩৯, ১৯৪০ ১৯৪৩ বুখারী ১৬৭৭, ১৬৭৮, ১৮৫৬, মুসলিম ১২৯৩ ১২৯৪, ৮৯২, তিরমিযী ৮৯২, ৮৯৩, নাসায়ী ৩০৩২, ৩০৩৩, ইবনু মাজাহ ৩০২৫, ৩০২৬, আহমাদ ২০৮৩, ২৮৩৭

٧٥٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أَرْسَلَ النَّبِيُّ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

৭৫৭। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরবানীর রাতে, উম্মু সালামাহকে (কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য) পাঠিয়েছিলেন। ফলে তিনি ফাজরের পূর্বে জামরাহতে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। তারপর মক্কা গিয়ে 'তওয়াফে ইফাযা' সম্পন্ন করেন। মুসলিমের শর্তানুযায়ী এর সানাদ (সহীহ্)।[৮০৫]

مِنْ أَحْكَامِ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَالْمَبِيْتُ بِجَمْعٍ

মুযদালিফায় রাত্রিযাপন এবং আরাফায় অবস্থানের বিধানাবলী

٧٥٨- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

৭৫৮। 'উরওয়াহ বিন মুযার্‌রাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে আমাদের এ (মুযদালিফায় অবস্থানকালীন) ফাজরের সলাতে হাজির হবে ও আমরা সেখান হতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে অবস্থান করবে, আর যে 'আরাফাহ'র ময়দানেও রাতে বা দিনে যে কোন সময় এর পূর্বে অবস্থান করল–তার হাজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল ও অতঃপর সে যাবতীয় (হাজামতের) প্রয়োজন মেটাল (চুল নখ কাটার সময়ে পৌছে গেল)। –তিরমিযী, ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।[৮০৬]

وَقْتُ الْاِفَاضَةِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ

মুযদালিফা থেকে ফিরার সময়

٧٥٩- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لَا يُفِيْضُوْنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُوْلُوْنَ: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৭৫৯। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে– মুশরিকরা সূর্য না উঠা পর্যন্ত রওয়ানা হত না। তারা বলত, হে সাবীর![৮০৭] আলোকিত হও। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বিপরীত করলেন এবং তিনি সূর্য উঠার আগেই রওয়ানা হলেন।[৮০৮]

---

৮০৫. আবূ দাঊদ ১৯৪২
ইবনু হাজার আসকালানী আদ দিরায়াহ ২/২৪ গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন। তবে আত্-তালখীসুল হাবীর ৩/৮৯০ গ্রন্থে এটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা হওয়ার কথা বলেছেন। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীলে (১০৭৭) যয়ীফ বলেছেন।

৮০৬. আবূ দাঊদ ১৯৫০, তিরমিযী ৮৯১, নাসায়ী ৩০৩৯, ৩০৪০, ৩০৪১, ইবনু মাজাহ ৩০১৬, আহমাদ ১৫৭৭৫, ১৭৮৩৬, দারেমী ১৮৮৮

৮০৭. "সাবীর" মিনায় গমণের পথে বাম পার্শ্বে অবস্থিত একটি পরিচিত পাহাড়ের নাম আর তা মাক্কাহর সবচেয়ে বড় পাহাড়।

مَتَىٰ يَقْطَعُ الْحَاجُّ التَّلْبِيَةَ ؟

হজ্ব আদায়কারী কখন তালবিয়া পাঠ করা শেষ করবে?

٧٦٠- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَا: «لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭৬০। ইবনু 'আব্বাস ও উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জামরাতুল 'আকাবাহতে পাথর ছোঁড়া পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকতেন।[৮০৯]

الْمَكَانُ الَّذِيْ تُرْمَى مِنْهُ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

যে স্থান হতে জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে হয়

٧٦١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ «أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ: هٰذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৬১। 'আবদুল্লাহ্ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বাইতুল্লাহকে নিজের বামে রেখে এবং মিনাকে ডানে রেখে বড় জামরাকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। এরপর তিনি বললেন, এ তাঁর দাঁড়াবার স্থান যাঁর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে।[৮১০]

وَقْتُ رَمْيِ الْجِمَارِ

জামরায় কংকর নিক্ষেপের সময়

٧٦٢- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «رَمَىٰ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ فَإِذَا زَادَتْ الشَّمْسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৬২। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরবানী দিবসে যুহার (চাশতের) সময় ('আকাবাহ) জামরাহতে কংকর ছুঁড়েছিলেন। আর তার পরে (দিবসগুলোতে) সূর্য ঢলে যাবার পর।[৮১১]

---

৮০৮. 'আমর ইব্নু মায়মূন (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) -এর সাথে ছিলাম। তিনি মুযদালিফাতে ফজরের সলাত আদায় করে (মাশ'আরে হারামে) উকূফ করলেন এবং তিনি বললেন, অতঃপর উক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন। বুখারী ৩৮৩৮, তিরমিযী ৮৯৬, নাসায়ী ৩০৪৭, আবূ দাঊদ ১৯৩৮, ৩০২২, আহমাদ ৮৫, ২০০, ২৭৭

৮০৯. বুখারী ১৫৪৪, ১৬৮৫, ১৬৮৬, মুসলিম ১২৮১, তিরমিযী ৯১৮, নাসায়ী ৩০৫৫, ৩০৫৬, ৩০৮০, ইবনু মাজাহ ৩০৩৯, ৩০৪০, আহমাদ ১৮৬৩, ২৪২৩, দারেমী ১৯০২

৮১০. বুখারী ১৭৪৭, ১৭৪৮, ১৭৫০, মুসলিম ১২৯৬, তিরমিযী ৯০১, নাসায়ী ৩০৭০, ৩০৭১, আবূ দাঊদ ১৯৭৪, ইবনু মাজাহ ৩০৩০, আহমাদ ৭৪৩৮, ৪৩৬৫।

৮১১. মুসলিম ১২১৬, বুখারী ১৫১৬, ১৫৬৮, তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬, নাসায়ী ২৯১, ৪২৯, ৬০৪, আবূ দাঊদ ১৭৮৭, ১৭৮৯, ইবনু মাজাহ ২৯১৩, ২৯৫১, ২৯১৯, আহমাদ ১৩৮০৬, ১৩৮২৭, মুওয়াত্তা মালেক ৮১৬, ৮৩৫, ৮৩৬, দারেমী ১৮৫০, ১৮৯৯

পূর্ণাঙ্গ হাদীস : " أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة ؟ قلنا بلى.

Contents

كَيْفِيَّةُ رَمْيِ الْجِمَارِ

জামরায় কংকর নিক্ষেপের পদ্ধতি

٧٦٣- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُوْمُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُوْمُ طَوِيْلاً، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُوْلُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৭৬৩। ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, তিনি প্রথম জামরায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত তুলে দু'আ করতেন। অতঃপর মধ্যবর্তী জামরায় কঙ্কর মারতেন এবং একটু বাঁ দিকে চলে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। এরপর বাতন ওয়াদী হতে জামরায়ে 'আকাবায় কঙ্কর মারতেন। এর কাছে তিনি বিলম্ব না করে ফিরে আসতেন এবং বলতেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে এরূপ করতে দেখেছি।[৮১২]

قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض "

তোমরা কি জান আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সব চেয়ে বেশি জানেন। নাবী ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবতঃ নাবী ﷺ-এর নাম পরিবতন করে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য কোন নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রসূল ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের জান-মাল তোমাদের জন্য তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, এ মাসের এবং এ শহরের। নাবী ﷺ সহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ শোন! আমি কি পৌছিয়েছি তোমাদের কাছে? সহাবীগণ বললেন, হাঁ (হে আল্লাহর রসূল)। অতঃপর তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার দাওয়াত) পৌছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন থাকে যে, শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী। তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

৮১২. বুখারী ১৭৫৩, ১৭৫১, নাসায়ী ৩০৮৩, ইবনু মাজাহ ৩০৩২, আহমাদ ৪৩৬৫, ৬৩৬৮, দারেমী ১৯০৩।

مَرْتَبَةُ التَّقْصِيْرِ مِنَ الْحَلْقِ

ন্যাড়া করা কিংবা চুল খাট করার ফযিলতের তারতম্য

٧٦٤- وَعَنْـ [ـهُ] ؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: " اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ " قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: " وَالْمُقَصِّرِيْنَ "» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৬৪। 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যারা মাথার চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তৃতীয় বার বললেন ঃ যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও।[৮১৩]

حُكْمُ التَّرْتِيْبِ بَيْنَ مَنَاسِكِ الْحَجِّ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের দিন হজ্বের কাজসমূহের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিধান

٧٦٥- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوْا يَسْأَلُوْنَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ: " اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ " فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: " اِرْمِ وَلَا حَرَجَ " فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: " اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ "» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৬৫। 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আমর ইব্নু 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বিদায় হাজ্জের দিবসে মিনায় লোকেদের সম্মুখে (বাহনের উপর) দাঁড়ালেন। লোকেরা তাঁকে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করছিল। জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমি ভুলক্রমে কুরবানীর পূর্বেই মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ যবেহ কর, কোন ক্ষতি নেই। আর এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ভুলক্রমে কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কঙ্কর ছুঁড়ো, কোন অসুবিধে নেই। 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আমর (রাঃ) বলেন, 'নাবী ﷺ সেদিন পূর্বে বা পরে করা যে কোন কাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হচ্ছিলেন, তিনি এ কথাই বলেছিলেন ঃ কর, কোন ক্ষতি নেই।[৮১৪]

مَشْرُوْعِيَّةُ تَقْدِيْمِ النَّحْرِ عَلَى الْحَلْقِ

মাথা মুণ্ডন করার পূর্বে কুরবানী করার বৈধতা

٧٦٦- وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

---

৮১৩. বুখারী ১৭২৬, ১৭২৭, ১৭২৯, ৪৪১০, মুসলিম ১৩০১, ১৩০৪, তিরমিযী ৯১৩, নাসায়ী ২৮৫৯, আবূ দাঊদ ১৯৭৯, ইবনু মাজাহ ৩০৪৪, আহমাদ ৪৬৪০, মুওয়াত্তা মালেক ৯০১, দারেমী ১৮৯৩, ১৯০৬

৮১৪. বুখারী ৮৩, ১৩২৪, ১৭৩৬, ১৭৩৮, মুসলিম ১৩০৬, তিরমিযী ৯১৬, আবূ দাঊদ ২০১৪, ইবনু মাজাহ ৩০৫১, আহমাদ ৬৩৪, মুওয়াত্তা মালেক ৯৫৯, দারেমী ১৯০৭, ১৯০৮

৭৬৬। মিসওয়ার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথা কামানোর আগেই কুরবানী করেন এবং সাহাবাদের অনুরূপ করার নির্দেশ দেন।[৮১৫]

بِمَ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الأَوَّلُ ؟

প্রথম হালাল হওয়া কিভাবে অর্জিত হয়

٧٦٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

৭৬৭। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–তোমাদের কঙ্কর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডন শেষ হলে নারী (যৌন সম্ভোগ) ব্যতীত সুগন্ধি ও অন্যসব (নিষিদ্ধ) বস্তু তোমাদের জন্য বৈধ। আহমাদ ও আবূ দাঊদ; এর সানাদ দুর্বল।[৮১৬]

مَشْرُوْعِيَّةُ التَّقْصِيْرِ دُوْنَ الْحَلْقِ فِيْ حَقِّ الْمَرْأَةِ

মহিলাদের বেলায় মাথা মুণ্ডন না করে চুল (সামান্য) ছোট করাই শরীয়তসম্মত

٧٦٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৭৬৮। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মেয়েরা মাথা মুণ্ডন করবে না তারা (চুলের অগ্রভাগ) সামান্য পরিমাণ ছাঁটবে। –আবূ দাঊদ উত্তম সানাদে।[৮১৭]

حُكْمُ تَرْكِ الْمَبِيْتِ بِمِنًى

মিনায় রাত্রি যাপন পরিত্যাগ করার বিধান

٧٦٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

৮১৫. বুখারী ১৬৯৫, ১৮১১, ২৭১৩, ২৭৩৪, নাসায়ী ২৭৭১, আবূ দাঊদ ১৭৫০ ২৭৬৫, ২৭৬৬, ইবনু মাজাহ ২৮৭৫, আহমাদ ১৮৪৩০, ১৮৪৪১।

৮১৬. আবূ দাঊদ ১৯৭১, ১৯৭৮, আহমাদ ২৪৫৭৯।
ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ২/৩৪০ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বআ রয়েছে। এছাড়াও তার থেকে আরো সনদ রয়েছে যেগুলোর মূল ভিত্তিমূলে তিনিই রয়েছেন। বিন বায মাজমু ফাতাওয়া ২৫/২৩৮ গ্রন্থে এর সনদের উপর সমালোচনা রয়েছে বলে সতর্ক করেছেন। ইমাম নববী আল মাজমু ৮/২২৫ গ্রন্থে এর সনদকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ১০৪৬,যঈফুল জামে ৫২৭, গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। আর তিনি হুজ্জাতুন নাবী ৮১ বলেন এর সনদ দুর্বল ও মতনে গরমিল রয়েছে। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৫/১৫০ গ্রন্থে হাজ্জাজ বিন আরত্বআকে দুর্বল বলেছেন।

৮১৭. আবূ দাঊদ ১৯৮৫, দারেমী ১৯০৫

৭৬৯। ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আব্বাস ইব্‌নু 'আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাজীদের পানি পান করানোর উদ্দেশে মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় কাটানোর অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন।[৮১৮]

٧٧٠- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوْتَةِ عَنْ مِنًى، يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُوْنَ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

৭৭০। 'আসিম বিন 'আদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উটের চালকদের হাজীদের মিনার বাইরে রাত কাটানোর জন্য অনুমতি দান করেছিলেন। তারা কুরবানীর দিন কঙ্কর মারবে। অতঃপর তার পরের পরের দিন (১৩ তারিখে) দুইদিনের (১২ ও ১৩ তারিখের) একত্রে কঙ্কর মারবে। তারপর ইয়াউমুন নাফরের দিন (১৪ই তারিখে দিনে যদি মিনায় অবস্থান করে তবে তিনটি জামরাকে ৭টি করে) কঙ্কর মারবে। –তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৮১৯]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْخُطْبَةِ بِمِنًى

মিনায় খুতবা দেয়ার বৈধতা

٧٧١- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ» الْحَدِيْثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৭১। আবূ বাক্‌রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরবানীর দিন আমাদের খুত্‌বাহ প্রদান করেছেন। (দীর্ঘ হাদীসের খণ্ডাংশ)[৮২০]

٧٧٢- وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الرُّؤُوْسِ فَقَالَ: "أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ؟"» الْحَدِيْثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৭৭২। সাররায়া বিনতু নাব্‌হা-ন (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়াউমি রু'উসের দিন আমাদেরকে খুত্‌বাহতে বললেন, এটা কি আইয়ামু তাশ্‌রীকের দিবসগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী সময় নয়? অর্থাৎ ১১ তারিখও তাশরীকের দিন। (দীর্ঘ হাদীসের খণ্ডাংশ)। আবূ দাঊদ উত্তম সানাদে।[৮২১]

---

৮১৮. বুখারী ১৬৩৪, ১৭৬৬, মুসলিম ১৩১২, তিরমিযী ৯২২, দারেমী ১৮৭০।

৮১৯. আবূ দাঊদ ১৯৭৫, ১৯৭৬, তিরমিযী ৯৫৪, ৯৫৫, নাসায়ী ২০৬৮, ইবনু মাজাহ ৩০৩৬, মালিক ৯৩৫

৮২০. বুখারী ৬৭, ১০৫, ১৭৪১, ৩১৯৭, মুসলিম ১৬৭৯, ইবনু মাজাহ ২৩৩, আহমাদ ১৯৮৭৩, ১৯৯৩৬, ১৯৯৮৫, দারেমী ১৯১৬

৮২১. আবূ দাঊদ ১৯৫৩।
শাইখ আলবানী সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ২৯৭৩, যঈফ আবূ দাউদ ১৯৫৩ গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৫/১৬৩ গ্রন্থে বলেন, দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। । ইমাম নববী আল মাজমু ৮/৯১ গ্রন্থে এর সনদকে হাসান বলেছেন। ইমাম ইবনু কাসীর ইরশাদুল ফাকীহ ১/৩৪৪ গ্রন্থে এর শাহেদ থাকার কথা বলেছেন।

اكْتِفَاءُ الْقَارِنِ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ وَاحِدٍ

কিরান হজ্বকারীদের জন্য এক তাওয়াফ এবং এক সায়ীই যথেষ্ট

٧٧٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৭৩ 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বলেছেন– বাইতুল্লাহর তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সাঈ তোমার হাজ্জ ও উমরাহ্ সম্পাদন করার জন্য যথেষ্ট।[৮২২]

عَدَمُ مَشْرُوْعِيَّةِ الرَّمَلِ فِيْ طَوَافِ الْافَاضَةِ

তাওয়াফে ইফাযায় রমল না করা শরীয়তসম্মত

٧٧٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

৭৭৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাত চক্করের একটি চক্করেও তাওয়াফে ইফাযায় রামল করেননি –তিরমিযী ব্যতীত পাঁচজনে (আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, হাকিম, ইবনু মাজাহ)। হাকিম একে সহীহ্ সাব্যস্ত করেছেন। (রামল হচ্ছে দুবাহু দুলিয়ে দুলিয়ে বীরত্বের সাথে চলা)[৮২৩]

حُكْمُ النُّزُوْلِ بِالْأَبْطَحِ

আবতাহ নামক স্থানে অবতরণের বিধান

٧٧٥- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭৭৫। আনাস ইব্নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুহর, 'আসর, মাগরিব ও 'ইশার সলাত আদায়ের পর মুহাস্সাবে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন, পরে সওয়ার হয়ে বাইতুল্লাহর দিকে গেলেন এবং বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করলেন।[৮২৪]

٧٧٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ -أَيْ: النُّزُوْلَ بِالْأَبْطَحِ- وَتَقُوْلُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

৮২২. মুসলিম ২৭৯৮, বুখারী ১০০৭, ৪৬৯৩, ৪৭৭৪, ৪৮০৯, তিরমিযী ৩২৫৪, আহমাদ ৪০৯৩, ৪১৭৪, দারেমী ১৭৩।

৮২৩. আবূ দাউদ ২০০১, ইবনু মাজাহ ৩০৬০।
শাইখ আলবানী সহীহ আবূ দাউদ ২০০১, সহীহ ইবনু মাজাহ ২৫০১ গ্রন্থ একে সহীহ্ বলেছেন। আর তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ২৬০৬ গ্রন্থে বলেন, এর সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৮২৪. বুখারী ১৭৫৬, দারেমী ১৮৭৩

৭৭৬। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবতহ নামক স্থানে অবতরণ করলেন না। তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখানে এ জন্যই অবতরণ করেছিলেন যে, এটা এমন এটা সহজতর বিরতির স্থান ছিল যেখান থেকে সহজে (মাদীনার দিকে) বের হওয়া যেত।[৮২৫]

حُكْمُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

বিদায়ী তাওয়াফের বিধান

٧٧٧- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৭৭। ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেদের আদেশ দেয়া হয় যে, তাদের শেষ কাজ যেন হয় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ। তবে এ হুকুম ঋতুবতী মহিলাদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।[৮২৬]

مُضَاعَفَةُ الصَّلَاةِ فِيْ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ

মক্কা এবং মাদীনার মাসজিদে সলাত আদায়ে অধিক সাওয়াব

٧٧٨- وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صَلَاةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

৭৭৮। ইব্‌নু যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–আমার এ (মদীনার) মাসজিদে আদায়কৃত সলাত মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মাসজিদে আদায়কৃত সলাতের চেয়ে এক হাজার সলাত অপেক্ষা উত্তম। আর মাসজিদুল হারামে আদায়কৃত সলাত আমার মাসজিদে আদায়কৃত সলাত হতে শতগুণ শ্রেয়তর। –ইবনু হিব্বান একে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।[৮২৭]

بَابُ الْفَوَاتِ وَالْاِحْصَارِ

অধ্যায় (৬) : হাজ্জ সম্পাদনে কোন কিছু ছুটে যাওয়া ও শত্রু দ্বারা বাধাগ্রস্ত হওয়া

حُكْمُ مَنْ احْصِرَ عَنِ الْعُمْرَةِ

উমরাহ্ করা থেকে বাধাগ্রস্ত ব্যক্তির বিধান

٧٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «قَدْ أُحْصِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اِعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

---

৮২৫. মুসলিম ১৩১১, বুখারী ১৭৬৫, তিরমিযী ৯২৩, আবূ দাঊদ ২০০৮, ইবনু মাজাহ ৩০৬৭, আহমাদ ২৩৬২৩, ২৫০৪৭, ২৫৩৯৫।

৮২৬. বুখারী ৩৩০, ১৬৩৩, ১৭৫৯, ১৭৬১, মুসলিম ১৩২৮, আহমাদ ৫৭৩১, ২৬৮৮১দ ১৯৩৩, ১৯৩৪

৮২৭. আহমাদ ৪/৫, ইবনু হিব্বান ১৬২০

৭৭৯। ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (হুদাইবিয়াতে) বাধাপ্রাপ্ত হন। তাই তিনি মাথা ন্যাড়া করে নেন। স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হন এবং প্রেরিত জানোয়ার কুরবানী করেন। অবশেষে পরবর্তী বছর 'উমরাহ আদায় করেন।[৮২৮]

حُكْمُ الْاشْتِرَاطِ عِنْدَ الْاحْرَامِ

ইহরাম বাঁধার সময় শর্তারোপ করার বিধান

٧٨٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ " حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي "» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৮০। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুবা'আ বিনতে যুবায়র বিন আব্দুল মুত্তালিব-এর নিকট গেলেন। তখন সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি হজ্জে যাবার ইচ্ছে করছি। অথচ আমি অসুস্থবোধ করছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি হাজ্জের নিয়্যতে বেরিয়ে যাও এবং আল্লাহ্‌র কাছে এই শর্তারোপ করে বল, হে আল্লাহ্! যেখানেই আমি বাধাগ্রস্ত হব, সেখানেই আমি আমার ইহ্‌রাম শেষ করে হালাল হয়ে যাব।[৮২৯]

مَنْ حَصَلَ لَهُ مَانِعٌ مِنْ اتْمَامِ نُسُكِهِ

হজ্ব পূর্ণ করতে গিয়ে কারও কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে

٧٨١- وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عُرِجَ، فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ فَسَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَا: صَدَقَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

৭৮১। আল-হাজ্জাজ ইবনে আমর আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ যার হাড় ভেঙ্গে গেলো অথবা যে লেংড়া হয়ে গেলো (ইহরাম বাঁধার পর), সে ইহরামমুক্ত হয়ে গেলো। সে পরবর্তী বছর হজ্জ করবে। (ইকরিমা বলেন), আমি এ হাদীস ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ও আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) -র নিকট বর্ণনা করলে তারা উভয়ে বলেন, তিনি (হাজ্জাজ) সত্য বলেছেন। −তিরমিযী একে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।[৮৩০]

---

৮২৮. বুখারী ১৮০৯।

৮২৯. বুখারী ৫০৮৯, মুসলিম ১২০৭, নাসায়ী ২৭৬৮, আহমাদ ২৪৭৮০, ২৫১৩১।

৮৩০. আবূ দাউদ ১৮৬২, তিরমিযী ৯৪০, নাসায়ী ২৮৬০, ২৮৬১, ইবনু মাজাহ ৩০৭৭৩০৭৮, আহমাদ ১৫৩০৪, দারেমী ১৮৯।

قَالَ مُصَنِّفُهُ حَافِظُ الْعَصْرِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو الْفَضْلِ؛ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْكِنَانِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ أَبْقَاهُ اللهُ فِي خَيْرٍ:

آخِرُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وَهُوَ النِّصْفُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ قَالَ: وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهُ فِي ثَانِي عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَثَمَانِمِائَةٍ، وَهُوَ آخِرُ " الْعِبَادَاتِ "يَتْلُوْهُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي

যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসের হাফেয ক্বাযিউল কুযাত আবূল ফযল আহমাদ বিন আলী বিন হাজার বিন কিনানী আল-আসকালানী মিসরী (রহঃ) সংকলিত এ মহামূল্যবান গ্রন্থের ১ম খণ্ডের লেখা সমাপ্ত হয় রবিউল মাসের ১২ তারিখ ৮২৭ হিজরী সালে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا دَائِمًا أَبَدًا، غَفَرَ اللهُ لِكَاتِبِهِ، وَلِوَالِدَيْهِ، وَلِكُلِّ الْمُسْلِمِيْنَ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

পর্ব (৭) : ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

بَابُ شُرُوْطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

অধ্যায় (১) : ক্রয় বিক্রয়ের শর্তাবলী ও তার নিষিদ্ধ বিষয়

فَضْلُ البَيْعِ المَبْرُوْرِ

উত্তম ক্রয়-বিক্রয়ের ফযীলত

٧٨٢ - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

৭৮২। রিফা'আহ বিন রাফি' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন– 'কোন্ প্রকারের জীবিকা উত্তম?' উত্তরে তিনি বললেন– নিজ হাতের কামাই এবং সৎ ব্যবসায়। –হাকিম একে সহীহ বলেছেন।[৮৩১]

مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ

যে সমস্ত ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে

٧٨٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيْرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟فَقَالَ: " لَا هُوَ حَرَامٌ "، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ، ثُمَّ بَاعُوْهُ، فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৮৩। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মাক্কাহ বিজয়ের বছর মাক্কাহয় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল হারাম করে দিয়েছেন মদ, মৃতপ্রাণী, শূকর ও মূর্তি ক্রয় বিক্রয়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! মৃত

৮৩১. সহীহ, বাযযার ২য় খণ্ড ৮৩ পৃষ্ঠা, হাকিম ২য় খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা।

জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তা দিয়ে তো নৌকায় প্রলেপ দেয়া হয় এবং চামড়া তৈলাক্ত করা হয় আর লোকে তা প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকে। তিনি বললেন, না, সেটিও হারাম। তারপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ যখন তাদের জন্য মৃত জিনিসের চর্বি হারাম করে দেন, তখন তারা তা সংগ্রহ করে, তা বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করে।[৮৩২]

الْحُكْمُ فِيْ اخْتِلَافِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيْ

ক্রেতা এবং বিক্রেতার মতবিরোধের বিধান

٧٨٣ -١- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُوْلُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৭৮৩-১। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছিঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতবিরোধের সময় যদি কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে সেক্ষেত্রে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে নতুবা তারা চুক্তি বাতিল করবে। –হাকিম একে সহীহ বলেছেন।[৮৩৩]

مِنَ الْمَكَاسِبِ الْخَبِيْثَةِ

নিকৃষ্ট উপার্জনসমূহ

٧٨٤ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ ﵁ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৮৪। আবূ মাসঊদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিশ্রমিক (গ্রহণ করতে)।[৮৩৪]

حُكْمُ اشْتِرَاطِ مَنْفَعَةِ الْمَبِيْعِ

বিক্রিত দ্রব্য থেকে সুবিধা পাওয়ার জন্য শর্তারোপ করার বিধান

٧٨٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ «أَنَّهُ كَانَ [يَسِيْرُ] عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: " بِعْنِيْهِ بِوُقِيَّةٍ " قُلْتُ: لَا ثُمَّ

---

৮৩২. جملـو অর্থ ঃ اذابـو। অর্থাৎ গলিয়ে ফেলা। বুখারী ২২৩৬, ৪২৯৬, ৪৬৩৩, মুসলিম ১৫৮১, তিরমিযী ১২৯৭ নাসায়ী ৪২৫৬, ৪২৬৯, আবূ দাউদ ৩৪৮৬, ইবনু মাজাহ ২১৬৭, আহমাদ ১৪০৬৩, ১৪০৮৬।

৮৩৩. আবূ দাউদ ৩৫১১, তিরমিযী ১২৭০, নাসায়ী ৪৬৪৮, ৪৬৪৯, দারেমী ২৫৪৯।

৮৩৪. বুখারী ২২৮২, ৫৩৪৬, ৫৭৬১, মুসলিম ১৫৬৭, তিরমিযী ১১৩৩, ১২৭৬, নাসায়ী ৪২৯২, ৪৬৬৬, আবূ দাউদ ৩৪২৮, , ৩৪৮১, ইবনু মাজাহ ২১৫৯, ৩৭৪৪, আহমাদ ১৬৬২২, ১৬৬২৬, মুওয়াত্তা মালেক ১৩৬৩, দারেমী ২৫৬৮।
উক্ত হাদীসে তিনটি বিষয়ের হারাম সাব্যস্ত হয়। ১. কুকুরের মূল্য নেওয়া হারাম। আর তা সমস্ত কুকুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যা ইমাম মালেক এবং শাফেয়ী (রহঃ) এর অভিমত। ২. ব্যভিচারিণীর উপার্জন হারাম। ৩. গণক ভাগ্য গণনা করে যা কিছু নেয় তা হারাম। আর তা সকলের মতে হারাম।

قَالَ: " بِعْنِيهِ " فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ: " أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ.

৭৮৫। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত– তিনি একটা উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। উটটি অচল হয়ে যাওয়াতে তাকে ছেড়ে দেয়ার ইরাদা করলেন; তিনি বলেন, তখন নাবী (ﷺ)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলে তিনি আমার জন্য দু'আ করলেন, আর উটটিকে প্রহার করলেন, তারপর থেকে উটটি এমন গতিতে চলতে লাগল যা ইতিপূর্বে আর চলেনি। তারপর নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন– তুমি একে আমার নিকট এক উকিয়াহর বিনিময়ে বিক্রি কর। আমি বললাম, না। অতঃপর দ্বিতীয়বার তিনি বললেন, এটা আমার কাছে বিক্রি কর। ফলে আমি ঐটি তাঁর নিকট এক উকিয়াহ্র মূল্যে বিক্রি করে দিলাম এবং বাড়ি পর্যন্ত তার উপর চড়ে যাবার শর্ত করে নিলাম। যখন বাড়ি পৌঁছালাম তখন উটটি নিয়ে তাঁর নিকটে এলাম। ফলে সেটির নগদ মূল্য তিনি দিয়ে দিলেন। তারপর ফিরে আসছি এমন সময় তিনি আমার পেছনে লোক পাঠালেন এবং আমাকে বললেন– তুমি কি মনে করছ যে, আমি তোমার উটটি কম মূল্য দিয়ে নিতে চাচ্ছি– তুমি তোমার উট ও দিরহামগুলো নাও, এ (সবই) তোমার জন্য। –এ (শব্দের) ধারাবাহিকতা মুসলিমের।[৮৩৫]

حُكْمُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

"মুদাব্বার" গোলাম বিক্রির বিধান

٧٨٦ - وَعَنْهُ قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ فَبَاعَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৮৬। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সহাবী তাঁর একমাত্র দাসকে মুদাব্বের* করে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। সেটি ছাড়া তার আর কোন সম্পদ ছিল না। ফলে নাবী (ﷺ) দাসটিকে নিয়ে ডেকে আনালেন ও বিক্রি করে দিলেন।[৮৩৬]

---

৮৩৫. বুখারী ৪৪৩, ১৮০১, ২০৯৭, মুসলিম ৭১৫, তিরমিযী ১১০০, নাসায়ী ৪৫৯০, ৪৫৯১, আবূ দাউদ ৩৩৪৭, ৩৫০৫, ইবনু মাজাহ ১৮৬০, আহমাদ ১৩৭১০, ১৩৭৬৪, দারেমী ২২১৬।

৮৩৬. বুখারী ২২৩১, ২৪০৪, মুসলিম ৯৯৭, তিরমিযী ১২১৯, নাসায়ী ৪৬৫২, ৪৬৫৩, আবূ দাউদ ৩৯৫৫, ৩৯৫৭, ইবনু মাজাহ ২৫১২, আহমাদ ১৩৭১৯, ১৩৮০৩, দারেমী ২৫৭৩।

যে দাস বা দাসীকে তার মনিব জীবিতাবস্থায় তাঁর মৃত্যুর পর মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়া এমন দাস-দাসীকে মুদাব্বের বলা হয়। অর্থাৎ মনিব মারা যাবার সাথে সাথে সে মুক্ত হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদীস থেকে দলীল।
জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذرة عبداً له عن دُبُر. فبلغ ذلك رسول الله –صلى الله عليه وسلم–، فقال: " ألك مال غيره؟" فقال: لا. فقال: " من يشتريه مني "؟ فاشتراه نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله –صلى الله عليه وسلم–، فدفعها إليه. ثم قال: " ابدأ بنفسك، فتصدق عليها. فإن فضَل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا. وهكذا " يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك
قلت: وقوله: " عن دُبُر ": أي: علق عتقه بموته، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي উযরাহ সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি তার

حُكْمُ السَّمْنِ تَقَعُ فِيْهِ الْفَأْرَةُ

ইদুর পড়ে যাওয়া ঘিয়ের বিধান

٧٨٧ - وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَضِيَ عَنْهَا؛ «أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيْهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَنْهَا فَقَالَ: " أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوْهُ "» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ.

৭৮৭। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী মাইমূনাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, ঘি-এর মধ্যে পড়ে ইঁদুর মারা যাওয়া সম্বন্ধে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ইঁদুরটিকে উঠিয়ে ফেলে তার চারপাশের ঘি ফেলে দিয়ে তা খাও। -আহমাদ ও নাসায়ী বৃদ্ধি করেছেন ঃ "জমে যাওয়া ঘি-এর জন্য (এরূপ ব্যবস্থা)"।[৮৩৭]

٧٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا وَقَعَتْ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ.

৭৮৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– যদি জমা ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়ে তাহলে ইঁদুরটি ও তার আশেপাশের ঘি ফেলে দাও, আর যদি ঘি তরল হয় তাহলে (ঘি নেয়ার জন্য) এগিয়ো না। (তা সম্পূর্ণ গ্রহণের অনুপযোগী)। -বুখারী ও আবূ হাতিম এ হাদীসের রাবীর উপর অহমের হুকুম জারী করেছেন (তার স্মৃতিশক্তি ছিল দুর্বল)।[৮৩৮]

حُكْمُ بَيْعِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ

কুকুর এবং বিড়াল ক্রয় বিক্রয়ের বিধান

٧٨٩ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ؟ فَقَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: «إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ».

মৃত্যুর পরে তার গোলাম আযাদ হবে বলে ঘোষণা দিল, বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেনঃ তোমার কাছে কি এ ছাড়া অন্য কোন সম্পদ আছে? সে বললঃ না। তিনি বললেন, কে আমার কাছ থেকে এ গোলামটি খরিদ করবে? নুয়াইম বিন আব্দুল্লাহ আল আদাবী একে আটশত দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে নিয়ে আসা হলো, তিনি তাকে তার কাছে দিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, তুমি প্রথমে নিজেকে দান করবে। যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে তাহলে তোমার পরিবারের পিছনে ব্যয় করবে। যদি তারপরও কিছু অতিরিক্ত থাকে, তাহলে তোমার আত্মীয় স্বজনদের সদকা করবে। عن دبر ঃ অর্থাৎ মনিবের মৃত্যুর সাথে দাস আযাদের সম্পর্ক করা। এ ভাবে বলা যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ।

৮৩৭. বুখারী ২৩৫, ২৩৬, ৪৫৩৮, তিরমিযী ১৭৯৮, নাসায়ী ৪২৫৮, ৪২৫৯, ৪২৬০, আবূ দাউদ ৩৮৪১, ৩৮৪২, আহমাদ ২৬২৫৬, ২৬৩০৭, মুওয়াত্তা মালেক ১৮১৫, দারেমী ৭৩৮, ২০৮৩।

৮৩৮. আবূ দাউদ ৩৮৪১, ৩৮৪২, বুখারী ২৩৫, ২৩৬, ৫৫৩৮, তিরমিযী ১৭৯৮, নাসায়ী ৪২৫৮, ৪২৫৯, ৪২৬০, আহমাদ ২৬২৫৬, মুওয়াত্তা মালেক ১৮১৫, দারেমী ৭৩৮, ২০৮৩।

৭৮৯। আবূ যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বিড়াল ও কুকুরের মূল্য (এর বৈধাবৈধ) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কারণে ধমক দিয়েছেন। –নাসায়ীতে রয়েছে শিকারী কুকুরের মূল্য ব্যতীত। অর্থাৎ শিকারী কুকুরের মূল্য বৈধ।[৮৩৯]

صِحَّةُ الشُّرُوْطِ الْمَشْرُوْعَةِ وَبُطْلانُ غَيْرِها

শরীয়ত সম্মত সকল শর্তের বৈধতা এবং এছাড়া অন্য সকল শর্ত বাতিল বলে গন্য হওয়া

٧٩٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «جَاءَتْنِي بَرِيْرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ، فَأَعِيْنِيْنِي فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ؛ فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ.

فَقَالَ: خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ [خَطِيْبًا]، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:" أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَالَ: «اِشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ»

৭৯০। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমার কাছে এসে বলল, আমি আমার মালিক পক্ষের সাথে নয় উকিয়া দেয়ার শর্তে মুকাতাবা[৮৪০] করেছি– প্রতি বছর যা হতে এক উকিয়া করে দিতে হবে। আপনি (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য করুন। আমি বললাম, যদি তোমার মালিক পক্ষ পছন্দ করে যে, আমি তাদের একবারেই তা পরিশোধ করব এবং তোমার ওয়ালা-এর অধিকার আমার হবে, তবে আমি তা করব। তখন বারীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার মালিকদের নিকট গিয়ে তা বলল। তারা তাতে অস্বীকৃতি জানাল। বারীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাদের নিকট হতে (আমার কাছে) এল। আর তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে বলল, আমি (আপনার) সে কথা তাদের কাছে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য ওয়ালার অধিকার সংরক্ষণ ছাড়া রাযী হয়নি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা শুনলেন, 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তা সবিস্তারে জানালেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য ওয়ালার শর্ত মেনে নাও। কেননা, ওয়ালা এর হক তারই, যে আযাদ করে। 'আয়িশা

---

৮৩৯. মুসলিম ১৫৬৯, তিরমিযী ১২৭৯, নাসায়ী ৪২৯৫, ৪৬৬৮, আবূ দাউদ ৩৪৭৯, ৩৪৮০, ইবনু মাজাহ ২১৬১, আহমাদ ১৪০০২, ১৪৭২৮।

৮৪০. বুখারী ৪৫৬, ১৪৯৩, ২১৫৫, ২৫৩৬, ২৫৬১, মুসলিম ১৫০৪, তিরমিযী ১২৫৬, আবূ দাউদ ৩৯২৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৩, মুওয়াত্তা মালেক ১৫১৯।
নিজের দাস-দাসীকে কোন কিছুর বিনিময়ে আযাদ করার চুক্তিকে মুকাতাবা বলে।

(রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাই করলেন। এরপর আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, লোকদের কী হলো যে, তারা আল্লাহর বিধান বহির্ভুত শর্তারোপ করে। আল্লাহর বিধানে যে শর্তের উল্লেখ নেই, তা বাতিল বলে গণ্য, একশত শর্ত করলেও না। আল্লাহর ফায়সালাই সঠিক, আল্লাহর শর্তই সুদৃঢ়। ওয়ালার হাক্ব তো তারই, যে মুক্ত করে। শব্দ বিন্যাস বুখারীর। মুসলিমে আছে– নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললেন, তাকে কিনে নাও, তাদের জন্য অলা-র শর্ত কর।[৮৪১]

حُكْمُ بَيْعِ امَّهَاتِ الْاَوْلَادِ

উম্মুল অলাদ (যে দাসীর গর্ভে মনিবের সন্তান জন্মগ্রহন করেছে তার) বিক্রয়ের বিধান

٧٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوْهَبُ، وَلَا تُوْرَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ.

৭৯১। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জননী দাসী বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেছেন, বিক্রি করা যাবে না, হেবা (দান) করা যাবে না, ওয়ারিস হিসেবেও কেউ তাকে অধিগ্রহণ করতে পারবে না। তার মালিক যতদিন চাইবে ততদিন তার দ্বারা ফায়দা উঠাবে। মালিকের মৃত্যুর পর সে স্বাধীন হয়ে যাবে। –বাইহাকী বলেছেন– এ হাদীসের কিছু বর্ণনাকারী, অহম বা অনিশ্চয়তার ভিত্তিতে 'মারফূ' বর্ণনা করেছেন।[৮৪২]

٧٩٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا، أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ حَيٌّ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

৭৯২। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা জননী দাসী বিক্রি করে দিতাম আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মধ্যে জীবিত ছিলেন, এ বিষয়টিকে আমরা দোষ হিসেবে দেখতাম না। -ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৮৪৩]

النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ وَثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ

উদ্বৃত পানি বিক্রয় করা এবং মাদী জন্তুর উপর নর উঠানোর মজুরী গ্রহণ করা নিষেধ

---

৮৪১. 'অলা' অর্থ মুক্তির পর দাস দাসীর সঙ্গে মুক্তিদাতার আত্মীয়তা সুলভ সম্পর্ক ও মিরাস লাভের অধিকার।

৮৪২. ইবনু মাজাহ ২৫১৭, আবূ দাউদ ৩৯৫৪।

৮৪৩. নাসায়ী কুবরা ৩য় খণ্ড ১৯৯ পৃষ্ঠা, ইবনু মাজাহ ২৫১৭, দারাকুতনী ৪র্থ খণ্ড ১৩৫, ১৩৬ পৃষ্ঠা, ইবনু হিব্বান ১২১৫। অপর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যুগে উম্মুল ওয়ালাদ বিক্রি করতাম। যখন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খলিফা হলেন, তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন। অতঃপর আমরা এ থেকে বিরত হলাম।

٧٩٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ».

৭৯৩। জাবির বিন 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্বৃত্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

(মুসলিমের) অন্য বর্ণনায় আছে– নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নরকে মাদীর উপর (গর্ভসঞ্চারের উদ্দেশ্যে যৌন মিলন ঘটানোর ব্যবস্থা বিক্রি করতে) উঠাতে নিষেধ করেছেন।[৮৪৪]

٧٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৭৯৪। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুকে পাল দেয়া বাবদ বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন।[৮৪৫]

مِنَ الْبُيُوْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا

যে সমস্ত ব্যবসা নিষিদ্ধ

٧٩٥ - وَعَنْهُ؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৭৯৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন গর্ভস্থিত বাচ্চার গর্ভের প্রসবের মেয়াদের উপর বিক্রি করতে। এটি জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত এক ধরনের বিক্রি ব্যবস্থা। কেউ এ শর্তে উটনী ক্রয় করত যে, এই উটনীটি প্রসব করবে পরে ঐ শাবক তার গর্ভ প্রসব করার পর তার মূল্য পরিশোধ করা হবে। –শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[৮৪৬]

النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

ওয়ালা –এর বিক্রয় এবং তা হেবা করা নিষেধ

٧٩٦ - وَعَنْهُ؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৯৬। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'অলা'*-এর বিক্রয় ও হেবা (দান)-কে নিষিদ্ধ করেছেন।[৮৪৭]

---

৮৪৪. মুসলিম ১৫৬৫, নাসায়ী ৪৬৬০, ৪৬৭০, ইবনু মাজাহ ২৪৭৭, আহমাদ ১৪২২৯, ১৪২৩৪, ১৪৪২৮।

৮৪৫. বখারী ২২৮৪, তিরমিযী ১২৭৩, নাসায়ী ৪৬৭১, আবূ দাউদ ৩৪২৯, আহমাদ ৪৬১৬।

৮৪৬. বুখারী ২১৪৩, ২২৫৬, ৩৮৪৩, মুসলিম ১৫১৪, তিরমিযী ১২২৯, নাসায়ী ৪৬২৩ , ৪৪২৪, ৪৬২৫, আবূ দাউদ ৩৩৮০, ইবনু মাজাহ ২১৯৭, আহমাদ ৩১৬, ৪৪৭৭, , ৪৪৫৬৮।

৮৪৭. বুখারী ২৫৩৫, ৬৭৫৬, মুসলিম ১৫০৬ তিরমিযী ১২৩৬, ২১২৬, নাসায়ী ৪৬৫৭, ৪৬৫৮, আবূ দাউদ ২৯১৯, ইবনু মাজাহ ২৭৪৭, ২৭৪৮, আহমাদ ৪৫৪৭, ৫৪৭২, মুওয়াত্তা মালেক ১৫২২, দারেমী ২৫৭২, ৩১৫৫, ৩১৫৬।

النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

ধোঁকা দিয়ে বিক্রি করা নিষেধ

٧٩٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৯৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষিদ্ধ করেছেন, কেনা-বেচায় পাথর নিক্ষেপ প্রথা আর প্রতারণামূলক যাবতীয় ব্যবসায়।[৮৪৮]

النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ

খাদ্য বস্তু হাতে আসার পূর্বেই মৌখিকভাবে বিক্রি করা নিষেধ

٧٩٨ - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৯৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আয়িশা রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু ক্রয় করলো, সে যেন তা না মেপে বিক্রি না করে।[৮৪৯]

حُكْمُ الْبَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ

এক জিনিস বিক্রির মধ্যে দুই জিনিস বিক্রি করার বিধান

٧٩٩ - وَعَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا».

৭৯৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একই বিক্রয়ের মধ্যে দু'টি বিক্রয় সাব্যস্ত করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। -তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।

আবূ দাউদে আছে– যে ব্যক্তি একই বিক্রয়ের মধ্যে একাধিক বিক্রয় করতে চায় তার জন্য বিক্রয়টি কম-বেশী হবে–যা সুদ বলে গণ্য।[৮৫০]

مِنْ مَسَائِلِ الْبَيْعِ

ক্রয় বিক্রয়ের কতিপয় মাসআলা

٨٠٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ.

অলা বলা হয় উত্তরাধিকারের অধিকারকে। আযাকৃত দাস দাসীর মৃত্যুর পর তার ফেলে যাওয়া সম্পদের হকদার হয় সেই আযাদকারী অথবা তার ওয়ারিসগণ। পক্ষ থেকে আযাদকারী ব্যক্তি অর্জন করে থাকে। জাহেলিয়াতের যুগে আযাদলাভকারীর মৃত্যুর পূর্বেই দাস দাসীদের বিক্রি অথবা দান করে দিত।

৮৪৮. তিরমিযী ১২৩০, নাসায়ী ৪৫১৮, আবূ দাউদ ৩৩৭৮, ইবনু মাজাহ ২১৯৪, আহমাদ ৭৩৬৩, দারেমী ২৫৫৪, ২৫৬৩।

৮৪৯. মুসলিম ১৫২৮, আহমাদ ৮২৩৫, ৮৩৮৩।

৮৫০. তিরমিযী ১২৩১, আবূ দাউদ ৩৪৬১, আহমাদ ৯৩০১, ২৭২৪৫, নাসায়ী ৪৬৩২।

وَأَخْرَجَهُ فِي " عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ " مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيْفَةَ، عَنْ عَمْرٍو الْمَذْكُوْرِ بِلَفْظِ: " نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ " وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الْأَوْسَطِ " وَهُوَ غَرِيْبٌ.

৮০০। 'আম্র বিন শু'আইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– 'সালাফ ও বিক্রয় বৈধ নয়।' 'একই বিক্রয়ে দু'টি শর্ত বৈধ নয়।' 'যাতে কোন জিম্মাদারী নেই তাতে কোন লাভ নেই।' যা তোমার দখলে নেই তা বিক্রয়যোগ্যও নয়। -তিরমিযী, ইবনু খুযাইমাহ ও হাকিম সহীহ্ বলেছেন।[৮৫১]

ইমাম হাকিম উলূমুল হাদীস গ্রন্থে উপরোক্ত সাহাবী থেকেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বর্ণন উদ্ধৃত করেন, তাতে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ শর্তারোপ করে বিক্রি করা নিষেধ করেছেন। ইমাম তাবারানীও তাঁর আওসাত গ্রন্থে একই সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা গরীব।[৮৫২]

حُكْمُ بَيْعِ الْعُرْبُوْنِ

"উরবুন" নামক বিক্রির বিধান

٨٠١ - وَعَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهِ.

৮০১। আমর বিন শু'আইবের সূত্রে উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উরবান'* নামক ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী ইমাম মালিক; তিনি বলেন, হাদীসটি 'আম্র বিন শু'আইব এর সূত্রে পৌঁছেছে।[৮৫৩]

---

৮৫১. আবূ দাউদ ৩৫০৪, তিরমিযী ১২৩৪, নাসায়ী ৪৬১১, ইবনু মাজাহ ২১৮৮, আহমাদ ৬৫৯১, দারেমী ২৫৬০, হাকিম ২য় খণ্ড ১৭।
'সালাফ ও বিক্রয়' অর্থ ঃ ক্রেতা-বিক্রেতাকে ঋণ হিসেবে অর্থ দেবে এ শর্তে যে তার নিকটে বিক্রেতা পণ্যের মূল্য কম নেবে।

৮৫২. ইমাম হাকিম তাঁর লিখিত উলূমিল হাদীস গ্রন্থে ১২৮পৃষ্ঠায়, ইমাম ত্বাবারানী তার আল ওয়াসাত গ্রন্থে, যেমনটি রয়েছে মাজমাউল বাহরাইন (১৯৭৩) আবদুল্লাহ বিন আইয়ুব আয যরীর সূত্রে, তিনি মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আযযুহালী থেকে, তিনি আবদুল ওয়ারিস বিন সাঈদ থেকে, তিনি বলেন, আমি মাক্কায় এসে সেখানে আবূ হানীফা, ইবনু আবী লাইলা, ইবনু শুবরুমাকে পেলাম। আমি আবূ হানীফাকে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি শর্তারোপ করে কোন কিছু বিক্রি করে, তার সম্পর্কে আপনার কি অভিমত। তিনি বললেন, বিক্রি ও শর্ত উভয়ই বাতিল। এরপর আবূ লাইলার নিকট এসে একই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, বিক্রি বৈধ, কিন্তু শর্ত বাতিল। এরপর ইবনু শুবরুমার নিকট অনুরূপ জিজ্ঞেস করলে, তিনি উত্তর দিলেন, বিক্রি ও শর্ত উভয়টি বৈধ। সুবহানাল্লাহ। ইরাকের তিনজন ফীকহের মধ্যে একটি মাসআলাতেই মতানৈক্য। এরপর আমি ইমাম আবূ হানীফার নিকট এসে তাদের কথা বললে, তিনি বললেন, তারা কি বলেছে তা আমি জানিনা। এই বলে তিনি উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন, তা শুনে আমি বললাম, এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল। আবদুল্লাহ বিন আইয়ুব হচ্ছে মাতরুক। আবূ হানীফা সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী যে মন্তব্য করেছেন তা হচ্ছে, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে যঈফ।

৮৫৩. মুওয়াত্তা মালেক ২য় খণ্ড ৬০৯। ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনান আল কুবরা ৫/৩৪২ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আসেম বিন আবদুল আযীয আল শাজাঈ রয়েছে যার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আর হাবীব বিন আবূ হাবীব হচ্ছে দুর্বল,

النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ السِّلْعَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا

পন্য হাতে আসার পূর্বেই বিক্রি করা নিষেধ

٨٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «اِبْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوْقِ، فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوْزَهُ إِلَى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوْزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৮০২। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি বাজারে জয়তুনের তেল ক্রয় করলাম। ক্রয় পাকাপাকি হবার পর একজন লোক আমার কাছে এসে আমাকে তাতে একটা ভাল লাভ দিতে চাইলো। আমিও তার হাতে হাত মেরে বিক্রয় পাকাপাকি করতে চাইলাম। হঠাৎ করে কোন লোক পেছন থেকে আমার হাত ধরে নিল। আমি পেছনে চেয়ে দেখলাম– তিনি যায়দ বিন সাবেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি বললেন, যেখানে ক্রয় করবেন ঐ স্থানে বিক্রয় করবেন না–যতক্ষণ না আপনার স্থানে নিয়ে না যান। অবশ্য রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্রয় করার স্থানে পণ্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন–যতক্ষণ না তা ক্রেতা তার ডেরায় বা স্থানে নিয়ে না যায়। –শব্দ বিন্যাস আবূ দাউদের। ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৮৫৪]

حُكْمُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ فِضَّةً

স্বর্ণমুদ্রার বদলে রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ

٨٠٣ - وَعَنْهُ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنِّي أَبِيْعُ بِالْبَقِيْعِ، فَأَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيْرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

আবদুল্লাহ বিন আমের ও ইবনু লাহীআহ এর দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না। তাহযীবুল কামাল ৪/১১৬ গ্রন্থে আবূ হাতিম ও ইমাম নাসায়ী হাবীব বিন আবূ হাবীবকে মাতরূক আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ তাকে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ৩/২৮ গ্রন্থে বলেন, فيه راو لم يسم وسمي في رواية فإذا هو ضعيف وله طرق لا تخلو عن مقـال এ হাদীসে একজন রাবী আছেন যাঁর নাম উল্লেখ করা হয় নি। তবে অন্য একটি বর্ণনায় নাম উল্লেখ থাকলেও তিনি দুর্বল। তাছাড়া এর আরো অনেক সনদ রয়েছে যেগুলো সমালোচনা থেকে মুক্ত নয়। শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাত ২৭৯৩, যঈফ আবূ দাউদ ৩৫০২ গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু উসাইমীনও বুলুগুল মারামের শরাহ ৩/৫৬০ গ্রন্থে হাদীসটিকে বিশুদ্ধ নয় বলেছেন।

'উরবানের অর্থ ঃ বিক্রেতাকে দেয়া অফেরতযোগ্য বায়না।

৮৫৪. আবূ দাউদ ৩৪৯৯, ইবনু হিব্বান ১১২০, হাকিম ২য় খণ্ড ৪০পৃষ্ঠা। আহমাদ ৩৯৭,৪৬২৫, ৪৭০২, ৫২১৩,৫২৮২।

৮০৩। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! অবশ্য আমি 'বাকী' (নামক স্থানে) উট বিক্রয় করে থাকি; দীনারের বিনিময়ে বিক্রয়ের কথা বলে দিরহাম নিয়ে থাকি– আর দিরহামের বিনিময়ের কথা বলে দীনার নিয়ে থাকি। এটার পরিবর্তে এগুলো আর এগুলোর পরিবর্তে এটা। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ঐ দিনের বাজার দরে নিলে তাতে দোষ নেই। তাহলে যেন একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যাবার পূর্বেই তোমাদের মধ্যের (লেন-দেনের) আর কিছু বাকী না থাকে। -হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৮৫৫]

النَّهْيُ عَنِ النَّجْشِ

ধোঁকা দেওয়া নিষেধ

٨٠٤ - وَعَنْهُ قَالَ: «نَهَى عَنِ النَّجْشِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮০৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজ্শ বা ধোঁকা দিয়ে দাম বাড়ানোর কাজকে নিষিদ্ধ করেছেন।[৮৫৬]

النَّهْيُ عَنْ بَعْضِ الْمُعَامَلَاتِ

কতিপয় লেনদেন নিষেধ

٨٠٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

৮০৫। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাকালাহ (ওজন করা গমের বিনিময়ে জমির কোন শস্য বিক্রয় করা) মুযাবানাহ (গাছে লাগানো ফলকে শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করা); মুখাবারাহ (অর্থাৎ জমির অনির্দিষ্ট কিছু অংশ ভাড়া দেয়া) এবং সুন্‌ইয়াই (কোন বস্তুর সওদার সমষ্টি থেকে কিছু অংশ পৃথকীকরণকে) নিষিদ্ধ করেছেন– তবে তা নিশ্চিতভাবে জানা থাকলে দোষ নেই। তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন।[৮৫৭]

---

৮৫৫. আবূ দাউদ ৩৩৫৪, তিরমিযী ১২৪২, নাসায়ী ৪৫৮২, ৪৫৮৩, ৪৫৮৯, ইবনু মাজাহ ২২৬২, আহমাদ ৫৫৩০, ৬২০৩, দারেমী ২৫৮১।

শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ ৩৩৫৪, ইরওয়াউল গালীল ১৩৫৯ গ্রন্থে যঈফ বলেছেন। যঈফ নাসায়ী ৪৫৯৬ গ্রন্থে বলেন, এটি দুর্বল তবে মাওকূফ হিসেবে সহীহ। ইমাম বাইহাকী সুনান আল কুবরা ৫/২৮৪ গ্রন্থে বলেন, تفرد برفعه سماك بن حرب عـن سـعيد بـن جـبير সাম্মাক বিন হারব একাই সাঈদ বিন যুবাইর থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আহমাদ শাকের মুসনাদ আহমাদ ৭/২৬৪, ৯/১৬৭ গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

৮৫৬. বুখারী ২১৪২, নাসাঈ ৪৪৯৭, ৪৫০৫, ইবনু মাজাহ ২১৭৩, আহমাদ ৬৪১৫, মালিক ১৩৯২।

৮৫৭. আবূ দাউদ ৩৪০৪, ৩৪০৬, বুখারী ২৩৮১, মুসলিম ১৫৩৬, তিরমিযী ১২৯০, নাসায়ী ৩৯২০, ৪৫২৩, ৪৫২৪, ইবনু মাজাহ ২২৬৬, আহমাদ ১৩৯৪৮, ১৪৪২৭, ১৪৭৮২।

٨٠٦ - وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৮০৬। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাকালাহ; মুখাযারাহ (ব্যবহাররোপযোগী হয়নি এমন কাঁচা ফল বিক্রয় করা), মুলামাসাহ (বিক্রয়ের কাপড় না দেখেই হাত দিয়ে ছুয়ে বিক্রয় পাকা করা), মুনাবাযাহ (পণ্যদ্রব্য যেমন কাপড়কে ক্রেতা বিক্রেতা একে অপরের উপর নিক্ষেপ দ্বারা বিক্রয় পাকা করা) ও মুযাবানাহ (অর্থাৎ গাছে ফল থাকা অবস্থায় তা শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রি করা)-এর বেচা-কেনা নিষিদ্ধ করেছেন।[৮৫৮]

النَّهْيُ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِيْ

বহিরাগত বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাত করা এবং গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় করা নিষিদ্ধ

٨٠٧ - وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ " قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ " قَالَ: لَا يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৮০৭। ত্বাউস থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা পণ্যবাহী কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে সস্তায় পণ্য খরিদের উদ্দেশে) সাক্ষাৎ করবে না এবং শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। রাবী তাউস (রহ.) বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে, তাঁর এ কথার অর্থ কী? তিনি বললেন, তার হয়ে যেন সে প্রতারণামূলক দালালী না করে। আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, শহরে লোক গ্রাম্য লোকের (ক্রয়-বিক্রয়ে) যেন দালালী না করে। –শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[৮৫৯]

٨٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَلَقَّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮০৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পণ্য আমদানীকারীদের সাথে পথে গিয়ে ক্রয় করবে না; এভাবে ক্রয় করলে বিক্রেতা মোকামে পৌঁছে ঐ ক্রয় বাতিল করার অধিকারী হবে।[৮৬০]

---

৮৫৮. বুখারী ২২০৭। المخاضرة ঃ শস্যদানা এবং ফলফলাদি উপযোগী হওয়ার পূর্বেই বিক্রি করা।
৮৫৯. বুখারী ২১৬৪, ২২৭৪, মুসলিম ১৫২১, নাসায়ী ৪৫০০, আবূ দাউদ ৩৪৩৯, ইবনু মাজাহ ২১১৭, আহমাদ ৩৪৭২।
৮৬০. মুসলিম ১৫১৯, তিরমিযী ১২২১, নাসায়ী ৪৫০১, আবূ দাউদ ৩৪৩৭, ইবনু মাজাহ ২১৭৮, আহমাদ ৭৭৬৬, ৮৯৬৯, দারেমী ২৫৬৬।

النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ اخِيْهِ اوْ سَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ

কোন ভাইয়ের বিক্রয়ের উপর বিক্রয় করা (কমমূল্যে বিক্রয় করার প্রস্তাব দেয়া) এবং কোন ভাইয়ের ক্রয়ের উপর ক্রয় করা (বেশী দাম দিয়ে ক্রয় করার প্রস্তাব দেওয়া) নিষিদ্ধ

٨٠٩ - وَعَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ».

৮০৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী কর্তৃক বিক্রয় করা হতে নিষেধ করেছেন এবং তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না। কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে।[৮৬১] কেউ যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। কোন মহিলা যেন তার বোনের (সতীনের) তালাকের দাবী না করে, যাতে সে তার পাত্রে যা কিছু আছে, তা নিজেই নিয়ে নেয়। (অর্থাৎ বর্তমান স্ত্রীর হক নষ্ট করে নিজে তা ভোগ করার জন্য) –মুসলিম শরীফে আরো আছে– কোন মুসলিম ভাইয়ের ক্রয় করার দরের উপরে দর করবে না।[৮৬২]

النَّهْيُ عَنِ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ الْاَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ

দাস-দাসীদের বিক্রির ক্ষেত্রে এদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো (অর্থাৎ একজনকে এক জায়গায় আর অন্যজনকে আরেক জায়গায় বিক্রি করা) নিষেধ

٨١٠ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه [قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَهُ شَاهِدٌ.

৮১০। আবূ আইউব আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দাসী বিক্রয়কালে মাতা-পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় পরকালে তার প্রিয়জনের থেকে আল্লাহ্ তাকে পৃথক করে দেবেন। –আহমাদ (রহঃ); তিরমিযী ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন কিন্তু তার সানাদ সম্বন্ধে বিরূপ বক্তব্য রয়েছে; এ হাদীসটির একটা শাহেদ বা সমর্থক রয়েছে।[৮৬৩]

---

৮৬১. শহরবাসী যেন গ্রাম্য লোককে ঠকিয়ে দেয়ার উদ্দেশে গ্রাম্য লোকের পক্ষে পণ্য বিক্রয় না করে। নিজের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধি করে অধিক সুখ সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশে কোন নারী যেন তার সতীনকে তালাক দেয়ার জন্য স্বামীকে উদ্বুদ্ধ না করে।

৮৬২. বুখারী ২১৪৮, ২১৫০, ২১৫১, ২১৬০, ২১৬২, ২৭২৩, মুসলিম ১০৭৬, ১৪১৩, ১৫১৫, তিরমিযী ১১১৪, ১১৯০, ১১০০, নাসায়ী ৩২৩৯, ৩২৪০, আবূ দাউদ ২০৮০, ৩৪৩৭, ৩৪৩৮, ইবনু মাজাহ ২১৭২, ২১৭৪, আহমাদ ৭২০৭, ৭২৭০, দারেমী ২১৭৫, ২৫৫৩, ২৫৬৬।
ইমাম মুসলিম তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে على سوم المسلم -এর বদলে على سوم أخيه রয়েছে।

৮৬৩. তিরমিযী ১২৬৬, ১২৮৩, আহমাদ ২২৯৮৮, ২৩০০২, দারেমী ২৪৭৯।

٨١١ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيْعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيْعًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ الْقَطَّانِ.

৮১১। 'আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দুটি দাসভাইকে বিক্রয়ের আদেশ দিয়েছিলেন। আমি তাদেরকে পৃথকভাবে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমি এ কথা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানালে তিনি বললেন, তাঁদেরকে পেলে ফেরত আনবে এবং তুমি তাঁদেরকে একত্রে বিক্রয় করবে। (অর্থা তারা দুইভাই যেন একত্রে বাস করতে পারে।) –এটির সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য; ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু জারূদ, ইবনু হিব্বান, হাকিম, তাবারানী ও ইবনু কাত্তান এটিকে সহীহ বলেছেন।[৮৬৪]

حُكْمُ التَّسْعِيْرِ

দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি করার বিধান

٨١٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: «غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ -تَعَالَى-، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ" » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

৮১২। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর যুগে একবার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলো। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য মূল্য বেঁধে দিন। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী, সংকোচনকারী, সম্প্রসারণকারী এবং রিযিক দানকারী। আমি আমার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করতে চাই যে, কেউ যেন আমার বিরুদ্ধে রক্তের ও সম্পদের কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে। –ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন।[৮৬৫]

النَّهْيُ عَنِ الْاحْتِكَارِ

(খাদ্য দ্রব্য) গুদামজাত করার বিধান

٨١٣ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮১৩। মা'মার বিন 'আবদিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত কেবল (সমাজ বিরোধী) পাপী লোকেরাই করে থাকে।[৮৬৬]

---

৮৬৪. আহমাদ ৭৬০, ১১১৫, তিরমিযী ২১৪৫, ইবনু মাজাহ ৮১।

৮৬৫. আবূ দাউদ ৩৪৫১, তিরমিযী ১৩১৪, ইবনু মাজাহ ২২০০, আহমাদ ১২১৮১, দারেমী ২৫৪৫।

৮৬৬. মুসলিম ১৬০৫, তিরমিযী ১২৬৭, আবূ দাউদ ৩৪৪৭, ইবনু মাজাহ ২১৫৪, আহমাদ ১৫৩৩১, ১৫৩৩৪, দারেমী ২৫৪৫। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ومن احتكر فهو خاطئ অর্থাৎ যে গুদামজাত করে সেই পাপী (সমাজবিরোধী)।

نَهْيُ الْبَائِعِ عَنِ التَّصْرِيَةِ

উট, গরু, ছাগলের দুধ আটকিয়ে রেখে বিক্রয় করা নিষেধ

٨١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» وَفِي رِوَايَةٍ: «لَهُ، عَلَّقَهَا» الْبُخَارِيُّ: «رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

৮১৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তোমরা উটনী ও বকরীর দুধ (স্তন্যে) আটকিয়ে রেখ না। যে ব্যক্তি এরূপ পশু ক্রয় করে, সে দুধ দোহনের পরে দু'টি অধিকারের যেটি তার পক্ষে ভাল মনে করবে তাই করতে পারবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে ক্রয়কৃত পশুটি রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরত দিবে এবং এর সাথে এক সা' পরিমাণ খেজুর দিবে।

মুসলিমে রয়েছে ঃ ক্রেতা ৩ দিন পর্যন্ত ফেরতের সুযোগ পাবে। অন্য হাদীসে, মুআল্লাকরূপে বুখারীতেও আছে– এক সা' খাদ্য দ্রব্য দেবে, গম দিলে হবে না, ইমাম বুখারী বলেছেন– এক্ষেত্রে খেজুরের কথা অধিক উল্লেখ রয়েছে।[৮৬৭]

٨١٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ.

৮১৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (স্তন্যে) দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী ক্রয় করে তা ফেরত দিতে চায়, সে যেন এর সঙ্গে এক সা' পরিমাণ খেজুরও দেয়। বুখারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু); ইসমাইলী বর্ণনা অতিরিক্ত করেছেন যে, খেজুর হতে এক সা' বা আড়াই কেজি মালিককে দেবে।[৮৬৮]

النَّهْيُ عَنِ الْغِشِّ

প্রতারনা, ঠগবাজি করা নিষেধ

٨١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ " قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ؛ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

৮৬৭. বুখারী ২১৪৮, মুসলিম ১০৭৬, ১৫১৩, ১৫১৫, তিরমিযী ১১৩৪, ১১৯০, ১২২১, ১২২২, ১২৫১, ১২৫২, নাসায়ী ৩২৩৯-৩২৪২, ৪৪৮৭, আবূ দাউদ ২০৮০, ৩৪৩৭, ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৩৪৪৪।

৮৬৮. বুখারী ২১৪৯, ইবনু মাজাহ ২২৪১, আহমাদ ৪০৮৫।

Contents

৮১৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটা 'খাদ্য-স্তুপের' পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে তাঁর হাত তাতে প্রবেশ করালেন। ফলে তাঁর আঙ্গুলে কিছু ভিজা অনুভূত হল। তারপর তিনি বললেন, হে খাদ্য বিক্রেতা, এ আবার কি? লোকটি বললেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল, ওতে বৃষ্টি পেয়েছে। তিনি বললেন, 'কেন তুমি ঐ ভেজা অংশটাকে উপরে রাখলে না– তাহলে লোকে তা দেখতে পেত। যে ধোকাবাজী করে (কেনা-বেচা করে) সে আমাদের নীতিতে নয়।'[৮৬৯]

تَحْرِيْمُ بَيْعِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا

মদ তৈরীকারকদের নিকট আঙ্গুর বিক্রি করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

٨١٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ﷺ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ، حَتَّى يَبِيْعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيْرَةٍ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الْأَوْسَطِ " بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৮১৭। 'আবদুল্লাহ বিন বুরাইদাহ হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– আঙ্গুর পাড়বার মৌসুমে বিক্রয় না করে যে ব্যক্তি মদ তৈরিকারকদের নিকটে বিক্রয় করার জন্য আঙ্গুরকে গোলাজাত করে রাখে তাহলে সে জেনে-বুঝেই বলপূর্বক জাহান্নামে প্রবেশ করে। তাবারানীর আল-আওসাত নামক কিতাবে উত্তম সানাদে বর্ণনা করেছেন।[৮৭০]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

জিম্মাদার ব্যক্তি লভ্যাংশের হকদার

٨١٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ الْقَطَّانِ.

৮১৮। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– (দাস-দাসী বা পশু বা অন্য কিছুর হতে) লভ্যাংশের অধিকার জিম্মাদারী পাবে। (কেননা, ক্ষয়-ক্ষতির দায়-দায়িত্ব তারই)। –বুখারী ও আবূ দাউদ রহঃ একে যয়ীফ বলেছেন; তিরমিযী, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু জারূদ, ইবনু হিব্বান, হাকিম ও ইবনু কাত্তান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৮৭১]

---

৮৬৯. মুসলিম ১০২, তিরমিযী ১৩১৫, ইবনু মাজাহ ২২২৪, আহমাদ ৭২৫০, ২৭৫০০।
صبرة বলা হয় খাদ্যের স্তুপকে অর্থাৎ যেখানে অনেক খাদ্য জমা থাকে।

৮৭০. ইমাম নববী আল মাজমু ৯/২৬২ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হযম আল মাহাল্লা ৮/৪৩৬ গ্রন্থে বলেন, : এর সনদে এক ব্যক্তি রয়েছে যার নাম জানা যায়নি যে তিনি কে? শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাত ২৮৬৭ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে হাবীব বিন সাবিত রয়েছে যে হাকিম বিন হিযাম থেকে এ হাদীসটি শুনেইনি। সে মুদাল্লিস, আন আন করে বর্ণনা করেছে।

৮৭১. আবূ দাউদ ৩৫০৮, ৩৫০৯, ৩৫১০, তিরমিযী ১২৮৫, ১২৮৬, নাসায়ী ৪৪৯০, ইবনু মাজাহ ২২৪২, ২২৪৩, আহমাদ ২৩৭০৫, ১৩৯৯৩, ২৪৩২৬।

حُكْمُ تَصَرُّفِ الْفُضُوْلِيِّ

লভ্যাংশ খরচ করার বিধান

٨١٩ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيْهِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيْثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ.

৮১৯। উরওয়া আল-বারিকী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য একটা কুরবানীর জন্তু বা ছাগল কেনার উদ্দেশে তাকে একটি দীনার দেন। তিনি তাঁর জন্য দু'টি ছাগল কিনে এর একটি এক দীনারে বিক্রয় করে একটি দীনার ও একটি চাগল নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য বরকতের দোয়া করেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি মাটি কিনলে তাতেও লাভবান হতেন। -বুখারী অন্য হাদীসের আনুসঙ্গিকরূপে হাদীসটি তাখরীজ করেছেন তবে তার শব্দ ব্যবহার করেননি।[৮৭২]

٨٢٠ - وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا: مِنْ حَدِيْثِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ.

৮২০। তিরমিযী এর পৃষ্ঠপোষকরূপে হাকিম বিন হিযামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৮৭৩]

مِنْ مَسَائِلِ بُيُوْعِ الْغَرَرِ

ধোকা দিয়ে বিক্রি করার কতিপয় মাসআলা

٨٢١ - وَعَنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُوْنِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوْعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَالْبَزَّارُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

৮২১। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গবাদি পশুর গর্ভস্থ বাচ্চা প্রসবের পূর্বে, পশুর স্তনের দুধ পরিমাণ না করে, পলাতক গোলাম, গানীমাতের মাল বণ্টনের পূর্বে, দান-খয়রাত হস্তগত করার পূর্বে এবং ডুবুরীর বাজির ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। –ইবনু মাজাহ, বায্যার ও দারাকুতনী দুর্বল সানাদে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।[৮৭৪]

---

৮৭২. বুখারী ৩৬৪৩, আবূ দাউদ ৩৩৮৪, তিরমিযী ১২৫৮, ইবনু মাজাহ ২৪০২, আহমাদ ১৮৮৬৭, ১৮৮৭৩।

৮৭৩. তিরমিযী ১২৫৭, আবূ দাউদ ৩৩৮৬। এর সনদ দুর্বল।

৮৭৪. আহমাদ ১০৯৪৪, ইবনু মাজাহ ২১৯৬। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার (৫/২৪৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে শহর বিন হাউশাব রয়েছে, যে বিতর্কিত। ইবনুল কাইয়িম যাদুল মাআদ (৫/৭৩৬) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না। ইবনু হাযম আল মাহাল্লা (৮/৩৯০) গ্রন্থে বলেন, এর মধ্যে দুজন অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে। শাইখ আলবানী যঈফ ইবনু মাজাহ (৪২৯) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।

٨٢٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ.

৮২২। ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মাছ পানিতে থাকা অবস্থায় ক্রয় করবে না– কেননা এটা একটা ধোঁকা বিশেষ। –আহমাদ এর সানাদকে মাওকূফ হওয়া সঠিক বলে ইঙ্গিত করেছেন।[৮৭৫]

مِنْ مَسَائِلِ بُيُوْعِ الْغَرَرِ ايْضًا

ধোকা দিয়ে বিক্রি করার আরও কতিপয় মাসআলা

٨٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوْفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الْأَوْسَطِ " وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي " الْمَرَاسِيلِ " لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ.

وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوْفًا عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৮২৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাওয়ার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং পশম পশুর শরীরে থাকা অবস্থায় এবং দুধ ওলানে থাকাকালীন বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। –তাবারানীর আল-আওসাত, দারাকুতনী, আবূ দাউদ–ইকরামার মারাসিলে এটি বর্ণনা করেছেন, আর এটা (মুরসাল হওয়াটা) অগ্রগণ্য; আবূ দাউদ এটাকে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শক্তিশালী সানাদে মাওকূফরূপেও বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বাইহাকী (রাহিমাহুল্লাহ) তা প্রাধান্য দিয়েছেন।[৮৭৬]

٨٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِيْنِ، وَالْمَلَاقِيْحِ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِ [هِ] ضَعْفٌ.

৮২৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাযামীন (পশুর পেটের বাচ্চা) ও মালাকীহ্ নরের পিঠের বীর্য (নসল সূত্র) বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। বায্যার (রাহিমাহুল্লাহ); এর সানাদ দুর্বল।[৮৭৭]

---

৮৭৫. আহমাদ ৩৬৭৬, ৩৭২৪, ৩৮২৪, মুসলিম ২১৬৯, ইবনু মাজাহ ১৩৯। একে আহমাদ শাকের মুসনাদ আহমাাদ (৫/২৫০) গ্রন্থে, আলবানী যঈফুল জামে (৬২৩১) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইবনু উসাইমীন তার বুলুগুল মারামের শরাহতে (৩/৬২০) পৃষ্ঠায় একে পরিষ্কার মাওকূফ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শওকানী আদ দুরারুল মাযীয়্যাহ (২৫২) গ্রন্থে বলেন, এর মধ্যে ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ রয়েছে। তবে তিনি নাইলুল আওত্বার গ্রন্থে (৫/২৪৩) গ্রন্থে এ হাদীসের শাহেদ থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।

৮৭৬. আবূ দাউদ ১৮২, তিরমিযী ৮৫, নাসায়ী ১৬৫, ইবনু মাজাহ ৪৮৩, আহমাদ ১৫৮৫৭।

৮৭৭. ইমাম হাইসামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৪/১০৭) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে সালিহ বিন আবূ আল আখযর রয়েছে যে দুর্বল। ইবনু হাজার আসকালানী আত্-তালখীসুল হাবীর ৩/৯৫৮ গ্রন্থে উক্ত রাবীকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম সুয়ূত্বী

بَابُ الْخِيَارِ

অধ্যায় (২) : ক্রয়ের ঠিক রাখা, না রাখার স্বাধীনতা

اسْتِحْبَابُ اقَالَةِ النَّادِمِ فِي الْبَيْعِ

ক্রয়-বিক্রয়ের মালামাল ফেরত প্রদানকারী ব্যক্তিকে সুযোগ দেয়া মুস্তাহাব

٨٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

৮২৫। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের (বা অনুতপ্ত ব্যক্তির অনুরোধে) চুক্তি ভঙ্গের সুযোগ দিলো, আল্লাহ তার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন। –ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৮৭৮]

ثُبُوْتُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ

ক্রেতা এবং বিক্রেতার বেচা কেনার স্থান পরিত্যাগ করা পর্যন্ত সাওদা বাতিল করার অধিকার থাকা

٨٢٦ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৮২৬। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দু' ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাদের উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে অথবা একে অপরকে ইখতিয়ার প্রদান না করবে, ততক্ষণ তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। এভাবে তারা উভয়ে যদি ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি তারা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের কেউ যদি তা পরিত্যাগ না করে তবে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে। –শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[৮৭৯]

نَهْيُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَنْ تَرْكِ الْمَجْلِسِ خَشْيَةَ الْاسْتِقَالَةِ

চুক্তিভঙ্গের শঙ্কায় ক্রেতা-বিক্রেতার স্থান ত্যাগ করা নিষেধ

আল জামেউস সগীর ৯৩৫৬, ও শাইখ আলবানী সহীহুল জামে ৬৯৩৭ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। সালেহ আল উসাইমীন বুলুগুল মারামের শরাহ ৩/৬২৩ গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দুর্বল তবে অর্থগত দিক দিয়ে এটি সহীহ।

৮৭৮. আবূ দাউদ ৩৪৬০, ইবনু মাজাহ ২১৯৯, আহমাদ ৭৩৮৩।

৮৭৯. বুখারী ২১১২, ২১০৭, ২১০৯, ২১১১, ২১১৩, মুসলিম ১৫৩১, তিরমিযী ১২৪৫, নাসায়ী ৪৪৬৫, ৪৪৬৬, ৪৪৭১, আবূ দাউদ ৩৪৪৫, ৪৪৭০, মুওয়াত্তা মালেক ১৩৭৪।

٨٢٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ

وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا».

৮২৭। 'আম্‌র বিন শু'আইব হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয় বেচাকেনার স্থান ছেড়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত (ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার) অধিকারী থাকবে। এ সুযোগ থাকবে তাদের জন্য–যারা খেয়ার বা অধিকার দেয়ার চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করবে। ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহার করবে এ ভয়ে অন্যকে ছেড়ে চলে যাওয়া হালাল বা বৈধ হবে না।

আর অন্য বর্ণনায় আছে–'এ অধিকার তাদের উভয়ের স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত।'[৮৮০]

حُكْمُ الْخِيَارِ لِمَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

কেনা বেচায় প্রতারিত ব্যক্তির বিক্রয় বাতিল করার অধিকার থাকার বিধান

٨٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮২৮। আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, এক সাহাবী নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া হয়। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলবে কোন প্রকার ধোঁকা নেই।[৮৮১]

بَابُ الرِّبَا

অধ্যায় (৩) : সুদ

تَحْرِيْمُ الرِّبَا وَمَا جَاءَ فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ

সুদের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এবং এর কঠিন শাস্তির প্রসঙ্গ

٨٢٩ - عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: " هُمْ سَوَاءٌ "» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

৮৮০. আবূ দাউদ ৩৪৫৬, তিরমিযী ১২৪৭, নাসায়ী ৪৪৮৩, আহমাদ ৬৬৬২।

৮৮১. বুখারীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, এরপর লোকটি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এই কথা বলত। আর মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, লোকটি বেচাকেনার সময় "ধোঁকা দিবে না" এ কথাটি বলত। লোকটির নাম হচ্ছে ঃ হিব্বান বিন মুনকায আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। বুখারী ২১১৭, ২৪০৭, ২৪১৪, ৬৯৬৪, মুসলিম ১৫৩৩ নাসায়ী ৪৪৮৪, আবূ দাউদ ৩৫০০৯।

৮২৯। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন– নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদ লেন-দেনের লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে লানত করেছেন। আর তিনি তাদের সকলকে সমান (অপরাধী) বলেছেন।[৮৮২]

٨٣٠ - وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ.

৮৩০। বুখারীতেও আবূ জুহাইফাহ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৮৮৩]

٨٣١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ.

৮৩১। 'আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন– সুদের সত্তরটি স্তর (প্রকারভেদ) রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোটটি হচ্ছে– কোন ব্যক্তি তার মা বিবাহ করার ন্যায় আর কোন মুসলিম ভাই-এর সম্মান হানী করাও বড় ধরনের সুদের সমতুল্য (পাপ কাজ)। –ইবনু মাজাহ সংক্ষিপ্তভাবে; হাকিম পূর্ণভাবে বর্ণনা করে সহীহ্ বলেছেন।[৮৮৪]

اَلْاَصْنَافُ الرِّبَوِيَّةُ وَكَيْفِيَّةُ الْمُبَادَلَةِ فِيْهَا

সুদী লেনদেনের প্রকার এবং পন্য বিনিময়ের পদ্ধতি

٨٣٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৩২। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সমান পরিমাণ ছাড়া তোমরা সোনার বদলে সোনা বিক্রি করবে না, একটি অপরটি হতে কম-বেশী করবে না।[৮৮৫] সমান ছাড়া তোমরা রূপার বদলে রূপা বিক্রি করবে না ও একটি অপরটি হতে কম-বেশী করবে না। আর নগদ মুদ্রার বিনিময়ে বাকী মুদ্রা বিক্রি করবে না।[৮৮৬]

٨٣٣ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৮২. মুসলিম ১৫৯৮, আহমাদ ১৩৮৫১।

৮৮৩. বুখারী ২০৮৬, ২২৩৮, ৫৩৪৭, ৫৯৪৫, আবূ দাউদ ৩৬৮৩, আহমাদ ১৮২৮১, ১৮২৮৮।

৮৮৪. ইবনু মাজাহ ২২৭৫, হাকিম (২/৩৭)।

৮৮৫. لَا تُشِفُّوا শব্দের অর্থ ঃ لا تفضلوا অর্থাৎ প্রাধান্য না দেওয়া।

৮৮৬. বুখারী ২১৭৬, ২১৭৭, ২১৭৯, মুসলিম ১৫৮৪, ১৫৯৬, তিরমিযী ১১৬২, নাসায়ী ৪৫৬৫, ৪৫৭০, ইবনু মাজাহ ২২৫৭, আহমাদ ১০৬২৩, ১০৬৭৮, ১১০৮৮, মালিক ১৩২৪।

৮৩৩। 'উবাদাহ বিন সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– সোনার দ্বারা সোনা, রূপার দ্বারা রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর ও লবণের বদলে লবণ লেনদেন (কম-বেশি না করে) একই রকমে সমপরিমাণে ও হাত বাঁ হাত অর্থাৎ নগদে বিক্রয় চলবে। যখন ঐ বস্তুগুলোর মধ্যে প্রকারভেদ থাকবে তখন নগদে তোমরা ইচ্ছানুযায়ী বিক্রয় কর।[৮৮৭]

٨٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৩৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– সোনার পরিবর্তে সোনার (লেনদেন) ওজনে সমানে সমানে হবে আর রূপা, রূপার পরিবর্তে ওজনে বরাবর হতে হবে। যে ব্যক্তি এ সবের লেন দেনে বেশী দেবে বা বেশি নেবে তা সুদ বলে গণ্য হবে।[৮৮৮]

تَحْرِيْمُ التَّفَاضُلِ بَيْنَ نَوْعَيِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ

পরস্পর বিনিময়ে একই জাতীয় পণ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ হারাম

٨٣٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟" فَقَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا» وَقَالَ فِي الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ: " وَكَذَلِكَ الْمِيْزَانُ ".

৮৩৫। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে খায়বারে তহসীলদার নিযুক্ত করেন। সে জানীব নামক (উত্তম) খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারের সব খেজুর কি এ রকমের? সে বলল, না, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! এরূপ নয়, বরং আমরা দু' সা' এর পরিবর্তে এ ধরনের এক সা' খেজুর নিয়ে থাকি এবং তিন সা' এর পরিবর্তে এক দু' সা'। তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এরূপ করবে না। বরং মিশ্রিত খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম দিয়ে জানীব খেজুর ক্রয় করবে এবং তিনি বললেন, ওজন করা হয় এমন বস্তুর লেনদেন এরূপভাবে হবে। মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, এভাবেই এর পরিমাপ করতে হবে।[৮৮৯]

الْجَهْلُ بِالتَّسَاوِي فِي الرَّبَوِيَّاتِ كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ

নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে অনির্দিষ্ট বস্তু লেনদেনের বিধান

---

৮৮৭. মুসলিম ১৫৮৭, তিরমিযী ১১৬১, নাসায়ী ৪৫৬০, ৪৫৬১, ৪৫৬২, আবূ দাউদ ৩৩৪৯, ইবনু মাজাহ ২২৫৪, আহমাদ ২২১৭৫, ২২২১৭, দারেমী ২৫৭৯।

৮৮৮. মুসলিম ১৫৮৮, নাসায়ী ৪৫৫৯, ৪৫৬৭, ইবনু মাজাহ ২২৫৫, আহমাদ ৭১৩১, ৯৯২০, মুওয়াত্তা মালেক ১৩২৩।

৮৮৯. বুখারী ২২০১, ২২০৩, ৪২৪৭, ৭৩৫১, মুসলিম ১৫৯৩, নাসায়ী ৪৫৫৩, ৪৫৫৯, ইবনু মাজাহ ২২৫৫, ২২৫৬, আহমাদ ১০৬৯১, ১১০২০, মুওয়াত্তা মালেক ১৩১৪, ১৩১৫, দারেমী ২৫৭৭।

٨٣٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৩৬। জাবির বিন 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বদলে খেজুরের ঐরূপ স্তুপ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যার কোন পরিমাণ জানা নেই।[৮৯০]

حُكْمُ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রির বিধান

٨٣٧ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ " وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيْرَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৩৭। মা'মার বিন 'আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, খাদ্য বস্তুর বদলে–বরাবর, সমানে সমান লেনদেন হবে। সাহাবী বলেছেন– আমাদের তৎকালীন সাধারণ খাদ্য বস্তু ছিল যব।[৮৯১]

حُكْمُ مُبَادَلَةِ الرِّبَوِيِّ بِرِبْوِي وَمَعَهُ غَيْرُهُ

এক পণ্যের সাথে অন্য পণ্য মিলিত থাকাবস্থায় লেনদেনের বিধান

٨٣٨ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﷺ قَالَ: «اِشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاِثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا، فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: " لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৩৮। ফুযালাহ বিন 'উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের (ঐতিহাসিক) দিবসে আমি একখানা হার বারো দিনারের বদলে খরিদ করেছিলাম। তাতে সোনা ও ছোট দানা বা পুঁতি (মূল্যবান পাথর) ছিল। ঐগুলোকে আমি পৃথক করে খুলে ফেলায়[৮৯২] তাতে আমি বারো দিনারের অধিক (সোনা) পেলাম। এ সংবাদ আমি নাবী (ﷺ)-কে দিলাম। তিনি বললেন, এটিকে খোলার পূর্বে বিক্রয় করা যাবে না।[৮৯৩]

حُكْمُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً

বাকীতে প্রাণীর বদলে প্রাণী বিক্রির বিধান

---

৮৯০. মুসলিমে مكيلها এর বদলে مكيلتها রয়েছে। মুসলিম ১৫৩০, নাসায়ী ৪৫৪৭।

৮৯১. মুসলিম ১৫৯১, নাসাঈ ৪৫৭৩, ৪৫৭৪, আবূ দাউদ ৩৩৫১, ৩৩৫২, ৩৩৫৩, আহমাদ ২৩৪২১, ২৩৪৪২, ২৩৪৪৮।

৮৯২. অর্থাৎ আমি সোনাকে এক পার্শ্বে এবং নাগিনা (মুল্যবান পাথর) কে এক জায়গায় রাখলাম।

৮৯৩. মুসলিম ১৫৯১, নাসায়ী ৪৫৭৩, ৪৫৭৪, আবূ দাউদ ৩৩৫১, ৩৩৫২, ৩৩৫৩, আহমাদ ২৩৪২১, ২৩৪২২।

٨٣٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ الْجَارُودِ.

৮৩৯। সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রাণীর বদলে প্রাণী বাকীতে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। -তিরমিযী ও ইবনু জারূদ একে সহীহ বলেছেন।[৮৯৪]

٨٤٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ «أَنَّ رَسُولَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৮৪০। 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে একটি সৈন্যদলের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন উট নিঃশেষিত, ফলে তিনি তাকে সাদাকাহর উটের উপর উট সংগ্রহের আদেশ দিলেন। বর্ণনাকারী (সাহাবী) বলছেন, আমি সদাকাহর উট এলে একটি উটের বদলে দু'টি উট দেব বলে উট সংগ্রহ করতে লাগলাম। –এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।[৮৯৫]

حُكْمُ بَيْعِ الْعِينَةِ

'ঈনা' ক্রয় বিক্রয়ের বিধান[৮৯৬]

٨٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- [قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

وَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

৮৪১। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন– আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা 'ঈনা (নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পুনঃ মূল্য কম দিয়ে ক্রেতার নিকট হতে ঐ বস্তু ফেরত নিয়ে) কেনা-বেচা করবে আর গরুর লেজ ধরে নেবে এবং চাষবাসেই তৃপ্ত থাকবে আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ (সংগ্রাম) করা বর্জন করবে তখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে অবমাননার কবলে ফেলবেন আর তোমাদের দ্বীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তোমাদের উপর থেকে এটা অপসারিত করবেন না। –আবূ দাউদ নাফি' কর্তৃক বর্ণিত। এর সানাদে ত্রুটি রয়েছে; আহমাদেও তদ্রূপ আতা কর্তৃক বর্ণিত; এর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য; ইবনু কাত্তান এটিকে সহীহ বলেছেন।[৮৯৭]

---

৮৯৪. তিরমিযী ১২৩৭, নাসায়ী ৪৬২০, আবূ দাউদ ৩৩৫৬, ইবনু মাজাহ ২২৭০, আহমাদ ১৯৬৩০, ৬৯৩, দারেমী ২৫৬৪।

৮৯৫. হাকিম ২য় খণ্ড ৫৬, ৫৭, বাইহাক্বী ৫ম খণ্ড ২৮৭-২৮৮।

৮৯৬. (বাকীতে কোন দ্রব্য বেশী মূল্যে বিক্রি করে ক্রেতার কাছ থেকে পুনরায় কম মূল্যে ক্রয় করাকে ঈনা বেচা কেনা বলে)

৮৯৭. আবূ দাউদ ৩৪৬২, আহমাদ ৪৮১০, ৪৯৮৭, ২৭৫৭৩।

حُكْمُ الْهَدَايَةِ فِيْ مُقَابَلَةِ الشَّفَاعَةِ

কারও জন্য সুপারিশ করার বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ করার বিধান

٨٤٢ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيْهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

৮৪২। আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন্ ভায়ের জন্য সুপারিশ করল, অতঃপর তার জন্য হাদিয়া দিল তার পর সুপারিশকারী তা গ্রহণ করল, তাহলে সে সুদেরই এক বড় দরজায় উপনীত হল। -এর সানাদটি আলোচনা সাপেক্ষ।[৮৯৮]

تَحْرِيْمُ الرِّشْوَةِ

ঘুষের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

٨٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

৮৪৩। 'আবদুল্লাহ বিন্ 'আম্‌র বিন্ আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন। –তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন।[৮৯৯]

النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

'মুযাবানাহ' নামক ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ

٨٤٤ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ؛ أَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

৮৯৮. আবূ দাউদ ৩৫৪১, আহমাদ ২১৭৪৮।.
বিন বায হাশিয়া বুলুগুল মারাম ৫০৫ গ্রন্থে একে হাসান লিগাইরিহী বলেছেন। ইমাম শওকানী আদ দুরারী আল মাযীয়া ৩০৫, নাইলুল আওত্বার ৯/১৭২ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আশ শামির দুই গোলাম, আল কাসিম বিন আবদুর রহমান আবূ আবদুর রহমান আল আমুবী রয়েছে যারা বিতর্কিত। শাইখ আলবানী সহীহ আবূ দাউদ ৩৫৪১, সহীহুল জামে ৬৩১৬, গ্রন্থ দ্বয়ে একে হাসান বলেছেন। তবে সিলসিলা সহীহাহ ৩৪৬৫ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। আত তালীকাতুর রযীয়্যাহ ২/৫৩০ গ্রন্থে বলেন, এর সকল রাবী বিশ্বস্তও তাঁরা মুসলিমের বর্ণনাকারী।

৮৯৯. আবূ দাউদ ৩৫৮০, তিরমিযী ১৩৩৭, ইবনু মাজাহ ২৩১৩, আহমাদ ৬৪৯৬, ৬৭৯১।

৮৪৪। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুযাবানা নিষেধ করেছেন, আর তা হলো বাগানের ফল বিক্রয় করা। খেজুর হলে মেপে শুকনো খেজুরের বদলে, আঙ্গুর হলে মেপে কিসমিসের বদলে, আর ফসল হলে মেপে খাদ্যের বদলে বিক্রি করা। তিনি এসব বিক্রি নিষেধ করেছেন।[৯০০]

حُكْمُ مُبَادَلَةِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ مِنَ الرِّبَوِيَاتِ

শুকনো খেজুরের বিনেময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করার বিধান

٨٤٥ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالُوْا: نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

৮৪৫। সা'দ বিন আবূ আক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন– আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শুকনা খেজুরের সাথে তাজা খেজুরের বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তাজা খেজুর শুকালে কি কমে যায়? লোকজন বলেন, হাঁ। তিনি এ জাতীয় লেনদেন করতে নিষেধ করেন। -ইবনু মাদীনী, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন।[৯০১]

النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ

ঋণে পরিবর্তে ঋণ বিক্রয় করা নিষেধ

٨٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ» رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

৮৪৬। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কালয়ী দ্বারা কালায়ী অর্থাৎ ঋণের পরিবর্তে ঋণ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ইসহাক, বায্যার দুর্বল সানাদে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।[৯০২]

---

৯০০. বুখারী ১৪৮৬, ২১৭১, ২১৭৩, ২১৮৪, ২২০৫, মুসলিম ১৫৩৪, ১৫৩৮, ১৫৩৯, তিরমিযী ১২২৬, ১২২৭, নাসায়ী ৩৯২১, ৪৫১৯, ৪৫২০, আবূ দাউদ ৩৩৬১, ৩৩৬৭, ইবনু মাজাহ ২২১৪, ২২৬৫, ২২৬৮, আহমাদ ৪৪৭৬, ৪৪৭৯, ৪৫১১, মুওয়াত্তা মালেক ১৩০৩, ১৩১৭, দারেমী ২৫৫৫।

৯০১. আবূ দাউদ ৩৩৫৯, তিরমিযী ১২২৫, নাসায়ী ৪৫৪৫, ইবনু মাজাহ ২২৬৪, আহমাদ ১৫১৮, ১৫৪৭, মুওয়াত্তা মালেক ১৩১৬।

৯০২. বিন বায হাশিয়া বুলুগুল মারাম ৫০৮ বলেন, ইবরাহীম বিন আবূ ইয়াহইয়া থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, যিনি যঈফ। মাজমুআ ফাতাওয়া ১৯/৪২ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইবনু উসাইমীন বুলুগুল মারামের শরাহ ৪/৪৯ গ্রন্থেও একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৫/২৫৪ গ্রন্থ বলেন, মূসা বিন উবাইদাহ আর রাবযী এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, আমরা তার থেকে হাদীস বর্ণনা বৈধ মনে করি না। শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ২৭৯২, ইরওয়াউল গালীল ১৩৮২ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْاُصُوْلِ وَالثِّمَارِ

অধ্যায় (৪) : বাই-'আরায়ার অনুমতি, মূল বস্তু (গাছ) ও ফল বিক্রয়

حُكْمُ الْعَرَايَا

'আরায়া"র বিধান[৯০৩]

٨٤٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: «رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُوْنَهَا رُطَبًا».

৮৪৭। যায়দ ইব্‌নু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরায়্যার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন যে, ওযনকৃত খেজুরের বিনিময়ে গাছের অনুমানকৃত খেজুর বিক্রি করা যেতে পারে।

মুসলিমে আছে– আরিয়া ক্রয়-বিক্রয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুমতি দিয়েছেন। বাড়ীওয়ালা শুকনো খেজুর দিয়ে গাছের তাজা খেজুর অনুমানের ভিত্তিতে নিবে এবং ঐ টাট্‌কা খেজুর খাবে।[৯০৪]

٨٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৪৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঁচ অসাকের কম পরিমাণ অথবা পাঁচ অসাক পরিমাণ (গাছের) তাজা খেজুর অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন।[৯০৫]

النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ ظُهُوْرِ صَلاحِها

গাছের ফল ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পূর্বেই বিক্রয় করা নিষেধ

٨٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: " حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ ".

৮৪৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গাছের ফল ব্যবহার উপযোগী হওয়ার আগেই তা বিক্রি করতে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে নিষেধ করেছেন।

---

৯০৩. (নির্দিষ্ট মাপের শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুর আন্দাজের ভিত্তিতে ক্রয় করা)

৯০৪. বুখারী ২১৯২, ১৪৮৬, ২১৭১, ২১৭৩, ২১৮৫, মুসলিম ১৫৩৪, ১৫৩৮, ১৫৩৯, তিরমিযী ১২২৬, ১২২৭, নাসায়ী ৩৯২১, ৪৫২০, আবূ দাউদ ৩৩৬৭, ৩৩৬৮, ইবনু মাজাহ ২২১৪, ২২৬৫, ২২২৬৮, আহমাদ ৪৪৭৬, ৪৪৭৯, ৪৮৫৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৩০৩, ১৩১৭, দারেমী ২৫৫৫।

৯০৫. বুখারী ২৩৯২, ২১৯০, মুসলিম ১৫৪১, তিরমিযী ১৩০১, নাসায়ী ৪৫৪১, আবূ দাউদ ৩৩৬৪, আহমাদ ৭১৯৫, মুওয়াত্তা মালেক ১৩০৭।

অন্য বর্ণনায় আছে– সেলাহ্ (পুষ্ট) হবার অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলতেন, 'ফলের দুর্যোগকাল উত্তীর্ণ হওয়া।'[৯০৬]

٨٥٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيْلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: " تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৮৫০। আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্য ফলে পরিপক্কতা আসার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। 'পরিপক্কতা'র অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেছেন– ফলের রং যেন লালচে বা হলুদ হয়ে ওঠে। –শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[৯০৭]

٨٥١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

৮৫১। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আঙ্গুরের ক্ষেত্রে কালচে রং না ধরা পর্যন্ত তা বিক্রয় করতে এবং শস্য দৃঢ় পুষ্ট হবার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। -ইব্নু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৯০৮]

الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ

গাছের ফল বিক্রি করার পর যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতির পরিমানমত মূল্য বিক্রেতার ছেড়ে দেওয়ার আদেশ

٨٥٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ».

৮৫২। জাবির বিন 'আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– যদি তুমি তোমার কোন (মুসলিম) ভাই-এর নিকটে ফল বিক্রয় কর তারপর তা কোন দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার নিকট থেকে কিছু (মূল্য বাবদ) গ্রহণ করা তোমার জন্য বৈধ হবে না। কারণ তোমার মুসলিম ভাইয়ের মাল (মূল্য) তুমি কিসের বিনিময়ে নেবে?

---

৯০৬. এখানে আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। বুখারী ১৪৮৬, ২১৭১, ২১৭৩, ২১৮৪, ২১৮৫, ২২০৫, মুসলিম ১৫৩৪, ১৫৩৮, ১৫৩৯, ১৫৪২, তিরমিযী ১২২৬, নাসায়ী ৩১২১, ৪৫১৯, ৪৫২০, আবূ দাউদ ৩৩৬১, ৩৩৬৭, ইবনু মাজাহ ২২১৪, ২২৬৭, আহমাদ ৪৪৭৬, ৪৫১১, মুওয়াত্তা মালেক ১৩০৩, দারেমী ২৫৫৫।

৯০৭. বুখারী ১৪৮৮, ২১৯৫, ২১৯৭, ২১৯৯, মুসলিম ১৫৫৫, তিরমিযী ১২২৮, নাসায়ী ৪৫২৬, ইবনু মাজাহ ৩৩৭১, ইবনু মাজাহ ২২১৭, আহমাদ ১১৭২৮, ১২২৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৩০৪।

৯০৮. বুখারী ১৪৮৮, ২১৯৭, ২১৯৯, ২২০৮, মুসলিম ১৩৫, আবূ দাউদ ৩৩৭১, তিরমিযী ১২২৮, নাসায়ী ৪৫২৬, ইবনু মাজাহ ২২১৭আহমাদ ১২২২৭, ১২৯০১, মুওয়াত্তা মালেক ১৩০৫।

Contents

অন্য বর্ণনায় আছে– অবশ্য নাবী (ﷺ) দুর্যোগে ক্ষতির পূরণ করতে বলেছেন। অর্থাৎ এ অবস্থায় ক্ষতির পরিমাণমত মূল্য না নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৯০৯]

حُكْمُ ثَمَرِ النَّخْلِ اذَا بِيعَ بَعْدَ التَّابِيْرِ

খেজুর বাগান তা'বীর করার পর বিক্রি করার বিধান[৯১০]

٨٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৫৩। ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন– যে ব্যক্তি খেজুর গাছ তা'বীর (ফুলের পরাগায়ণ) করার পর গাছ বিক্রয় করে, তার ফল বিক্রেতার। কিন্তু ক্রেতা শর্ত করলে তা তারই।[৯১১]

ابْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ، وَالرَّهْنِ.

অধ্যায় (৫) : সালম (অগ্রিম) ক্রয় বিক্রয়, ঋণ ও বন্ধক

مَشْرُوْعِيَّةُ السَّلَمِ وَبَيَانُ شُرُوْطِهِ

অগ্রিম বেচা কেনার বৈধতা এবং এর শর্তসমুহের বর্ণনা

٨٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِيْنَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبُخَارِيِّ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ".

৮৫৪। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন লোকেরা এক বা দু' বছরের বাকীতে খেজুর সলম (অগ্রিম বিক্রি পদ্ধতিতে) বেচা-কেনা করত। এতে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি খেজুরে সলম করতে চায় সে যেন নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওজনে সলম করে। বুখারীতে 'ফলের' স্থলে 'যে কোন বস্তুর' কথা উল্লেখের রয়েছে।[৯১২]

---

৯০৯. الجائحة: প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফলফলাদি নষ্ট হয়ে যাওয়া। বুখারী ৪৮৩২, ৪৯৮৭, ৫৯৮৭, মুসলিম ২৫৫৪, আহমাদ ৭৮৭২, ৮১৬৭, ৮৭৫২।

৯১০. (খেজুরের নর জাতীয় গাছের শীষ কেটে নিয়ে মাদী খেজুর গাছের শীষকে চিরে দিয়ে তার মধ্যে ভরে দিয়ে বেঁধে দেওয়াকে তা'বীর বলে)

৯১১. বুখারী ২২০৩, ২২০৪, ২২০৬, ২৭১৬, ২৩৭৯, ২৭১৬ মুসলিম ১৫৪৩, তিরমিযী ১২৪৪, নাসায়ী ৪৬৩৫, ৪৬৩৬, আবূ দাউদ ৩৪৩৩, ইবনু মাজাহ ২২১০, ২২১১, আহমাদ ৫২৮৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৩০২, ২৫৬১, দারেমী ২৫৬১।

বুখারী এবং মুসলিমে আরো রয়েছে, আর যদি কেউ গোলাম বিক্রয় করে এবং তার সম্পদ থাকে তবে সে সম্পদ যে বিক্রি করল তার। কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে তাহলে তা হবে তার।

৯১২. বুখারী ২২৩৯, ২২৪১, ২২৫৩, মুসলিম ১৬০৪, তিরমিযী ১৩১১, ৪৬১৬, আবূ দাউদ ৩৪৬৩, ইবনু মাজাহ ২২৮০, আহমাদ ১৮৭১, ১৯৩৮, ২৫৪৪, দারেমী ২৫৮৩।

٨٥٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَا: «كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৮৫৫। 'আবদুর রহমান বিন আব্‌যা ও 'আবদুল্লাহ বিন আবী আওফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে (জিহাদে) আমরা মালে গনীমত লাভ করতাম, আমাদের কাছে সিরিয়া হতে কৃষকগণ আসলে আমরা তাদের সঙ্গে গম, যব ও যায়তুনে সলম করতাম।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে- এবং তেলে- নির্দিষ্ট মেয়াদে। তিনি [মুহাম্মাদ ইবনু আবূ মুজালিদ (রহ.)] বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাদের নিকট সে সময় ফসল মওজুদ থাকত, কি থাকত না? তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা এ বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করিনি।[৯১৩]

جَزَاءُ مَنْ اخَذَ امْوَالَ النَّاسَ يُرِيْدُ ادَاءَهَا اوْ اتْلَافَهَا

মানুষের সম্পদ নষ্ট করা অথবা ফেরত দেয়ার উদ্দেশ্যে গ্রহনকারীর প্রতিদান

٨٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৮৫৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের মাল (ধার) নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা নেয় বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করেন।[৯১৪]

حُكْمُ شِرَاءِ السِّلْعَةِ بثمن ماجل

পণ্য বিক্রয় করার বিধান

٨٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ! إِنَّ فُلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৮৫৭। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! অমুক (ইয়াহূদী) লোকের কাপড় সিরিয়া থেকে এসেছে, আপনি যদি তার নিকট লোক পাঠান তাহলে দু'খানা কাপড় বাকীতে এ কথার উপর আনবেন যে, পরে সক্ষম হলে তার দাম দিয়ে দিবেন। ফলে তিনি তার কাছে লোক পাঠালেন কিন্তু সে তা দিলনা। –এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য (সিকা)।[৯১৫]

---

৯১৩. বুখারী ২২৫৪, ২২৫৫, নাসায়ী ৪৬১৪, ৪৬১৫, আবূ দাউদ ৩৪৬৪, ৩৪৬৬, ইবনু মাজাহ ২২৮২, আহমাদ ১৮৬৩৩, ১৮৯০৬।

৯১৪. বুখারী ২৩৮৭, ইবনু মাজাহ ১৪১১, আহমাদ ৮৫১৬, ৫১৩৫।

৯১৫. তিরমিযী ১২১৩, নাসায়ী ৪৬২৮, হাকিম ২য় খণ্ড ২৩-২৪ পৃষ্ঠা।

Contents

حُكْمُ انْتِفاعِ الْمُرْتَهِنِ بِالرَّهْنِ

বন্ধক রাখা জিনিসের বন্ধক গ্রহীতার উপকার নেয়ার বিধান

٨٥٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৮৫৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বাহনের পশু বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণে তাতে আরোহণ করা যাবে। তদ্রূপ দুধেল প্রাণী বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণে দুধ পান করা যাবে। (মোট কথা) আরোহণকারী এবং দুধ পানকারীকেই খরচ বহন করতে হবে।[৯১৬]

الْمُرْتَهَنُ لا يَسْتَحِقُّ الرَّهْنَ بِعَجْزِ الرَّاهِنِ عَنِ الْأَدَاءِ

বন্ধকদাতা কর্জ আদায়ে অপারগতার কারণে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধক রাখা জিনেসের হকদার হবে না

٨٥٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوْظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

৮৫৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– বন্ধক রাখা বস্তু থেকে তার মালিককে বঞ্চিত করা যাবে না। যা লাভ হবে তা তার এবং লোকসানও তাকেই নিতে হবে। -হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য কিন্তু আবূ দাউদ ও অন্য মুহাদ্দিসের নিকটে এটা মুরসাল হাদীস বলে সংরক্ষিত।[৯১৭]

جَوَازُ الْقَرْضِ وَالزِّيَادَةُ فِيْ رَدِّ الْبَدَلِ

কর্জ করা এবং তা পরিশোধের সময় অতিরিক্ত দেওয়া জায়েয

٨٦٠ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا.

قَالَ: " أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

৯১৬. বুখারী ২৫১১, ২৫১২, তিরমিযী ১২৫৪, আবূ দাউদ ৩৫২৬, ইবনু মাজাহ ২৪৪০, আহমাদ ৭০৮৫, ৯৭৬০।

৯১৭. হাকিম ২য় খণ্ড ৫১ পৃষ্ঠা, মারাসীল আবূ দাউদ ১৮৭ ইবনু হাজার আসকালানী আত্-তালখীসুল হাবীর ৩/১০০০ গ্রন্থে বলেন: বলা হয়ে থাকে যে, له غنمه، وعليه غرمه কথাটি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের নিজের কথা। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ১৪০৬ গ্রন্থে মুরসাল বলেছেন, তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ২৮১৮ গ্রন্থে মুনকার যঈফ মন্তব্য করেন, আত তালীকাতুর রযীয়্যাহ ২/৪৮১ গ্রন্থে বলেন, সনদটি সহীহ মুসলিমের শর্তভিত্তিক। ইমাম দারাকুতনী তাঁর সুনান ২/৬১৬ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবূ আসমাহ ও বাশার রয়েছে দু'জনই দুর্বল রাবী। মুহাম্মাদ বিন আমর হতে বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। ইমাম যাহাবী তানকীহুত তাহকীক ২/১০৭ গ্রন্থে বলেন فيه عبد الله بن نصر الأصم ليس بعمدة এর সনদে আবদুল্লাহ বিন নাসর আল উসাম নির্ভরযোগ্য নয়।

৮৬০। আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটা অল্প বয়সের উট[৯১৮] ধার নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর নিকটে যাকাতের উট এসে গেলে তিনি আবূ রাফে'কে ঐরূপ অল্প বয়সের একটি (বাকারাহ্) উট দিয়ে দিতে আদেশ দিলেন। আবূ রাফে' বললেন, আমি সপ্তম বছরে পদার্পণকারী রাবায়ী উত্তম উট ব্যতীত পাচ্ছি না।[৯১৯] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাকে ভাল উটই দিয়ে দাও। কারণ লোকেদের মধ্যে অবশ্য ঐ ব্যক্তি উত্তম যিনি ঋণ পরিশোধে উত্তম। (মুসলিম)[৯২০]

حُكْمُ الْقَرْضِ اذَا جَرَّ مَنْفَعَة

ঋণে লাভ বা উপস্বত্ত লাভের বিধান

٨٦١ - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا» رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

৮৬১। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, লাভ বা উপস্বত্ত লাভের এরূপ সমস্ত ঋণই সুদে গণ্য হবে। হাদীসটিকে হারিস বিন আবূ উসামাহ বর্ণনা করেছেন; এর সানাদ সাকিত বা অগ্রহণযোগ্য বা বাতিল।[৯২১]

٨٦٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيْفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ.

৮৬২। ফুযালাহ বিন 'উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, বাইহাকীতে দুর্বল সূত্রে এই হাদীসটির একটি শাহিদ (সমর্থক হাদীস) রয়েছে।[৯২২]

٨٦٣ - وَآخَرُ مَوْقُوْفٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.

৮৬৩। এবং 'আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বুখারীতে একটা মাওকূফ হাদীস রয়েছে।[৯২৩]

---

৯১৮. অল্প বয়সের উটকে بكر (বাকর) বলা হয়।

৯১৯. মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, خياراً رَبَاعِياً আর رَبَاعِياً বলা হয় ঐ উটকে যার বয়স ছয় বছর পূর্ণ হয়ে সাত বছরে পড়েছে। خيار বলা হয় ভালো উটকে।

৯২০. মুসলিম ১৬০০, তিরমিযী ১৩১৮, নাসায়ী ৪৬১৭, আবূ দাউদ ৩৩৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৮৫, আহমাদ ২৬৬৪০, মুওয়াত্তা মালেক ১৩৮৪, দারেমী ২৫৬৫। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি কর্জ পরিশোধে উত্তম।

৯২১. ইমাম শওকানী আল ফাতহুর রব্বানী ৭/৩৬৬৬, নাইলুল আওত্বার ৫/৩৫১ ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ৩/৮২, ইবনু হাজার আসকালানী আত্-তালখীসুল হাবীর ৩/৯৯৭ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে সাওয়ার বিন মাসআব (আল হামদানী) মাতরূক। ইমাম সুয়ূত্বী আল জামেউস সগীর ৬৩৩৬ গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। বিন বায মাজমু ফাতাওয়া ১৯/২৯৪ গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন, তবে মাজমু ফাতাওয়া ২৫/২৫৬ গ্রন্থে বলেন, এটি দুর্বল তবে অর্থগত দিক থেকে সহীহ। সালেহ আল উসাইমীন বুলুগুল মারামের শরাহ ৪/১০২, গ্রন্থে বলেন, 'এটি বিশুদ্ধ নয়' শারহুল মুমতি ৯/১০৬ গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ১৩৯৮, যঈফুল জামে ৪২৪৪ গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। তবে ইরওয়াউল গালীল ১৩৯৭ গ্রন্থে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৯২২. যঈফ। বাইহাকী ৫ম খণ্ড ৩৫০ পৃষ্ঠা।

৯২৩. বুখারী ৩৮১৪, ৭৩৪২।

بَابُ التَّفْلِيْسِ وَالْحَجْرِ

অধ্যায় (৬) : দেউলিয়া ও সম্পত্তির কর্তৃত্ব বিলোপ

حُكْمُ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

নিঃস্ব ব্যক্তির নিকটে ঋণদাতা তার মাল হুবহু পেয়ে গেলে তার বিধান

٨٦٤ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ [قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৬৪। আবূ বাক্‌র ইবনু 'আবদির রহমান কর্তৃক আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যখন কেউ তার মাল এমন লোকের কাছে পায়, যে নিঃসম্বল হয়ে গেছে, তবে অন্যের চেয়ে সে-ই তার বেশী হকদার।[৯২৪]

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي اِبْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ.

ইমাম আবূ দাউদ ও মালিক উক্ত আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মুরসালরূপে এরূপ শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন 'কোন ব্যক্তি কোন বস্তু (বাকীতে) বিক্রয় করল, তারপর ক্রেতা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লো, অথচ বিক্রেতা তার মূল্য বাবদ কিছুই গ্রহণ করেনি–যদি ঐ বিক্রিত বস্তুটি পূর্ববৎই থেকে থাকে তাহলে বিক্রেতাই ঐ বস্তুর অধিক হকদার হবে।

আর যদি ক্রেতা মরে গিয়ে থাকে তাহলে বিক্রেতা অন্যান্য মহাজনদের সমপর্যায়ভুক্ত হবে।[৯২৫]

বাইহাকী একে মাওসূল বা অবিচ্ছিন্ন সানাদযুক্ত হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন ও আবূ দাউদের অভিমতের অনুকূলে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।[৯২৬]

عَنْ أَبِي بُرْدة قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً، وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرضٍ الرِّبا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حِمْل تِبْن، أو حِمْل شعير، أو حمل قَتٍّ، فإنه ربا. " تنبيه ": نفى صاحب " سبل السلام " وجود هذا الأثر في البخاري، وتبعه على ذلك كل من أخرج " البلوغ " إما تصريحاً وإما تلميحاً. مع أنه يوجد في موضعين من " الصحيح ". وانظر " الأصل "

আবূ বুরদাহ (রহ.) বলেন, আমি মাদীনাহ্য় গেলাম; আবদুল্লাহ ইব্‌নু সালামের সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাদের এখানে আসবে না? তোমাকে আমি খেজুর ও ছাতু খেতে দেব এবং একটি ঘরে থাকতে দেব। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি এমন স্থানে (ইরাকে) বসবাস কর, যেখানে সুদের কারবার খুব ব্যাপক। যখন কোন মানুষের নিকট তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সেই মানুষটি যদি তোমাকে কিছু ঘাস,খড় অথবা খড়ের ন্যায় সামান্য কিছুও হাদীয়া পেশ করে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করো না, যেহেতু তা সুদের অন্তর্ভুক্ত।

৯২৪. বুখারী ২৪০২, মুসলিম ১৫৫৯, তিরমিযী ১২৬২, ৪৬৭৬, নাসায়ী ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, আবূ দাউদ ৩৫১৯, ৩৫২০, ইবনু মাজাহ ২৩৫৮, ২৩৫৯, আহমাদ ৭০৮৪, ৭৩২৫, ৭৩৪৩, মুওয়াত্তা মালেক ১৩৮৩, দারেমী ২৫৯০।

৯২৫. আবূ দাউদ ৩৫২২।

৯২৬. বাইহাকী ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪৭ পৃষ্ঠা।

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ.

আর 'উমার বিন খালদাহ কর্তৃক আবূ দাউদে ও ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে– আমরা আমাদের এক নিঃস্ব বন্ধুর ব্যাপারে আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকটে আসলাম। তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ফয়সালা অনুযায়ী ফয়সালা দেব। (তা হচ্ছে) যে ব্যক্তি বাকীতে কোন বস্তু ক্রয় করার পর নিঃস্ব হয়ে যায় অথবা মারা যায়, আর বিক্রেতা ব্যক্তি তার ঐ মাল ঠিকভাবে পেয়ে যায়, তাহলে সে ঐ বস্তুর সর্বাপেক্ষা অধিক হকদার হবে। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। আর আবূ দাউদ একে যঈফ বলেছেন এবং অত্র হাদীসে মৃত্যুর উল্লেখ সংযোজিত অংশটুকুকেও তিনি যঈফ বলেছেন।[৯২৭]

تَحْرِيمُ مَطْلِ الْوَاجِدِ وَمَا يُبَاحُ فِي حَقِّهِ

সামর্থবান ব্যক্তির ঋণখেলাপি হওয়া হারাম এবং তার বিরুদ্ধে যা করা বৈধ

٨٦٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৮৬৫। 'আম্‌র ইবনু শারীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সামর্থ্যবান ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করার অপরাধ তার সম্মানহানি ও শাস্তিপ্রাপ্তিকে বৈধ করে দেয়। -বুখারী হাদীসটিকে মু'আল্লাকরূপে বর্ণনা করেছেন; ইব্‌নু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৯২৮]

قِسْمُ مَالِ الْمُفْلِسِ وَمَشْرُوعِيَّةُ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ

নিঃস্ব ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন এবং তাকে দান করা শরীয়তসম্মত

٨٦٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: «أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৬৬। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে কোন ব্যক্তি ফল ক্রয় করে তাতে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তার ঋণের বোঝা বেড়ে যায়। ফলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা তাকে সাদাকাহ (সাহায্য) প্রদান কর। লোকেরা তাকে সাদাকাহ বা সাহায্য করলো

---

৯২৭. হাদীসের সনদটি দুর্বল। আবূ দাউদ ৩৫২৩, ইবনু মাজাহ ২৩৬০, হাকিম ২য় খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা।

৯২৮. ইবনু মাজাহ ৩৬২৭, আবূ দাউদ ৩৬২৮, নাসাঈ ৪৬৯০, ইবনু মাজাহ ২৪২৭, আহমাদ ১৮৯৬২।

কিন্তু ঐ সাহায্যের পরিমাণ ঋণ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করার মত হল না। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার পাওনাদারদেরকে বললেন, যা পাচ্ছ তা নাও, এর অধিক আর তোমাদের জন্য হবে না।[৯২৯]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْحِجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ

নিঃস্ব ব্যক্তির মালিকানা হরণ শরীয়তসম্মত

٨٦٧ - وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرُجِّحَ.

৮৬৭। কা'ব বিন মালিক কর্তৃক তাঁর পিতা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, অবশ্য রসূলুল্লাহ (ﷺ) (তাঁর প্রিয় সাহাবী) মু'আযের মালের উপর ক্রোক আরোপ করেছিলেন, আর তাঁর ঋণ পরিশোধ হেতু তাঁর মাল বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। দারাকুতনী (রহঃ), হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন; আবূ দাউদ একে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি মুরসাল হওয়াকে অগ্রগণ্য বলেছেন।[৯৩০]

٨٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: "فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ" وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ.

৮৬৮। ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার ১৪ বছর বয়সে ওহুদ যুদ্ধের সময় আমাকে যোদ্ধাদের মধ্যে শামিল করার জন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকটে হাজির করা হলে তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। তারপর খন্দকের যুদ্ধের সময় ১৫ বছর বয়সে আমাকে তাঁর সম্মুখে পেশ করা হলে তিনি আমাকে এর অনুমতি প্রদান করেন।[৯৩১]

বাইহাকীতে আছে, আমাকে অনুমতি দেননি আর আমাকে সাবালক মনে করেননি। ইব্নু খুযাইমাহ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।[৯৩২]

---

৯২৯. মুসলিম ১৫৫৬, তিরমিযী ৬৫৫, নাসায়ী ৪৫৩০, ৪৬৭৮, আবূ দাউদ ৩৪৬৯, ইবনু মাজাহ ২৩৫৬ আহমাদ ১১১৫৭।

৯৩০. মারফূ' হিসেবে যঈফ। মুরসাল হিসেবে সহীহ। ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আত্-তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে ৩য় খণ্ড ১০০১ পৃষ্ঠায় হাদীসটিক মুরসাল বলেছেন। তিনি তার লিসানুল মীযান গ্রন্থে ১ম খণ্ড ৩৬৫ পৃষ্ঠায় বলেন, এর বর্ণনাকারীর মধ্যে ইবরাহীম বিন মু'আবিয়া আয যিয়াদী রয়েছে। উকাইলী তার আযযুআফা আল কাবীর গ্রন্থে ১ম খণ্ড ৬৮ পৃষ্ঠায় উক্ত ইবরাহীম সম্পর্কে বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সমর্থনে অন্য কেউ হাদীস বর্ণনা করেন নি। ইমাম হাইসামী মাজমাউজ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে ৪র্থ খণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠায় এ রাবীকে দুর্বল বলেছেন।

৯৩১. বুখারী ২৬৬৪, ৪০৯৭, ৪১০৭, মুসলিম ১৮৬৮, তিরমিযী ১৭১১, নাসায়ী ৩৪৩১, আবূ দাউদ ৪৪০৬, ইবনু মাজাহ ২৫৪৩, ৪৬৪৭।
বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনায় আরো রয়েছে, নাফি' (রহ.) বলেন, আমি খলীফা 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীযের নিকট গিয়ে এ হাদীস শুনালাম। তিনি বললেন, এটাই হচ্ছে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়সের সীমারেখা। অতঃপর তিনি তাঁর গভর্নরদেরকে লিখিত নির্দেশ পাঠালেন যে, (সেনাবাহিনীতে) যাদের বয়স পনের হয়েছে তাদের জন্য যেন ভাতা নির্দিষ্ট করেন।

৯৩২. ইবনু হিব্বান ৪৭০৮, দারাকুতনী ৩য় খণ্ড ৩৫১ পৃষ্ঠা। আবদুর রাযযাক ইবনু জুরাইজ থেকে এ হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে সমর্থন করেছেন।

اَلْبُلُوْغُ بِالْاِنْبَاتِ

গুপ্ত স্থানে লোম উঠার মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া

٨٦٩ - وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ ﷺ قَالَ: «عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيْلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيْلِي» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

৮৬৯। আতিয়্যাহ কুরাযী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বানূ কুরাইযার (সামরিক শাস্তির) ঘটনাকালে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে আমাদেরকে হাজির করা হয়, তাতে যে সব যুবকের গুপ্ত স্থানের লোম উদ্‌গম হয়েছিল তাদেরকে (অপরাধী ধরে) হত্যা করা হল আর যাদের তা বের হয়নি তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল। আমার সে সময় তা বের হয়নি বলে আমাকে (নাবালেগ ধরে) ছেড়ে দেয়া হয়েছিল– ইব্‌নু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৯৩৩]

حُكْمُ تَصَرُّفِ الْمَرْاةِ فِيْ مَالِهَا بِلا اذْنِ زَوْجِها

স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রীর নিজের মাল হতে খরচ করার বিধান

٨٧٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوْزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৮৭০। ‘আম্‌র বিন শু‘আইব হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন মহিলার জন্য স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোন দান করা বৈধ হবে না।

অন্য শব্দে আছে, কোন স্ত্রীলোকের জন্য তার মালের হস্তান্তর বা অন্যকে প্রদান করা বৈধ হবে না যদি তাঁর স্বামী তার ইজ্জত আব্‌রুসহ জীবনযাপনের দায়িত্ব বহন করেন। –ইমাম হাকিম সহীহ্ বলেছেন।[৯৩৪]

مَا جاءَ فِيْ انَّ الْاعْسَارَ لا يَثْبُتُ الا بِشَهَادَةِ ثَلاثَةٍ

কোন ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তিনজন সাক্ষী ব্যতীত গ্রহীত হবে না

٨٧١ - وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ [الْهِلَالِيِّ] قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِجْتَاحَتْ

---

৯৩৩. তিরমিযী ১৫৮৪, নাসায়ী ৩৪৩০, ৪৯৮১, আবূ দাউদ ৪৪০৪, ইবনু মাজাহ ২৫৪২ আহমাদ ১৮২৯৯, ১৮৯২৮, ২২১৫২, দারেমী ২৪৬৪।

৯৩৪. নাসায়ী ২৫৪০, ৩৭৫৬ আবূ দাউদ ৩৫৪৬, ৩৫৪৭, আহমাদ ৬৬৪৩, ৭০১৮।

مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْلَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৭১। কাবীসাহ বিন মুখারিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক ব্যতীত কারও জন্য ভিক্ষা করা বৈধ নয়। ১ কোন ব্যক্তি কারও ঋণ পরিশোধের জিম্মাদারী নিয়েছে তা আদায় দেয়া পর্যন্ত তার ভিক্ষা চাওয়া বৈধ– তারপর সে তা থেকে বিরত থাকবে। ২ কোন ব্যক্তির ধনসম্পদ কোন দুর্যোগহেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তার জন্য– তার জীবন ধারনের সামর্থ্য অর্জন পর্যন্ত ভিক্ষা করা বৈধ হবে। ৩ ঐ ব্যক্তি যাকে দুর্ভিক্ষে পেয়েছে, অতঃপর তার অনাহার থাকার পক্ষে তার কওমের মধ্যে থেকে তিনজন জ্ঞানী লোক সাক্ষী দেন যে অমুক ব্যক্তিকে দুর্ভিক্ষে পেয়েছে, তার জন্য ভিক্ষা করা বৈধ হবে।[৯৩৫]

بَابُ الصُّلْحِ

অধ্যায় (৭) : আপোষ মীমাংসা

جَوَازُ الصُّلْحِ مَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرِيْعَةِ

শরীয়ত বিরোধী না হলে সন্ধি করা জায়েয

٨٧٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَنْكَرُوْا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيْفٌ وَكَأَنَّهُ اِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ.

৮৭২। 'আম্‌র বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– মুসলিমদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করা বৈধ কাজ, তবে তার দ্বারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা হলে তা অবৈধ হবে। মুসলিম ব্যক্তি স্বীয় শর্তাদি পালনেও বাধ্য, তবে ঐ শর্ত পালনে বাধ্য নয় যার দ্বারা হালাল বস্তুকে হারাম ও হারাম বস্তুকে হালাল করা হয়। –তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস মুনকার বলেছেন। কেননা এ হাদীসের রাবী 'কাসীর বিন 'আবদুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আওফ দুর্বল।[৯৩৬] তিরমিযী সম্ভবতঃ সানাদের আধিক্যতা হেতু হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।[৯৩৭]

٨٧٣ - وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.

৮৭৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।[৯৩৮]

---

৯৩৫. মুসলিম ১০৪৪, নাসায়ী ২৫৭৯, ২৫৯১, আবূ দাউদ ১৬৪০, আহমাদ ১৫৪৮৬, ২০০৭৮, দারেমী ১৬৭৮।

৯৩৬. বরং আবূ দাউদ এবং শাফিয়ী (রহঃ) বলেছেন, সে মিথ্যার স্তম্ভগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি স্তম্ভ। অর্থাৎ সে বড় মিথ্যুক।

৯৩৭. তিরমিযী ১৩৫২, ইবনু মাজাহ ২৩৫৩।

৯৩৮. আবূ দাউদ ৩৫৯৪, আহমাদ ৮৫৬৬।

نَهْيُ الْجَارِ عَنْ مَنْعِ جَارِهِ مِنْ غَرْزِ خَشَبَةٍ فِيْ جِدَارِهِ

মুসলিম প্রতিবেশী তার অপর প্রতিবেশী ভাইকে তার দেয়ালে কাঠ গাড়তে দিতে বাধা প্রদাণ করা নিষেধ

٨٧٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " قَالَ: «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ " ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৭৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে নিষেধ না করে। তারপর আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, কী হল, আমি তোমাদেরকে এ হাদীস হতে উদাসীন দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর কসম, আমি সব সময় তোমাদেরকে এ হাদীস বলতে থাকব।[৯৩৯]

النَّهْيُ عَنِ مَالِ الْمُسْلِمِ الا بِطَيِّبِ نَفْسٍ مِنْهُ

মুসলিম ভাইয়ের অসন্তুষ্ট মনে তার সামান্যতম সম্পদ নেওয়া নিষেধ

٨٧٥ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ فِي " صَحِيْحَيْهِمَا ".

৮৭৫। আবূ হুমাইদ সাঈদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন লোক তার ভাই-এর অন্তরকে ব্যথিত করে তার লাঠি (সামান্য বস্তু) গ্রহণও বৈধ হবে না। –ইবনু হিব্বান ও হাকিম তাঁদের সহীহা এর মধ্যে।[৯৪০]

بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

অধ্যায় (৮) : অপর ব্যক্তির উপর ঋণ ন্যস্ত করা ও কোন বস্তুর যামীন হওয়া

مَشْرُوْعِيَّةُ الْحَوَالَةِ وَقُبُوْلِهَا

হাওলার (অপর ব্যক্তির উপর কর্জ ন্যস্ত করা) বৈধতা এবং তা গ্রহণ করা

٨٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ».

---

৯৩৯. বুখারী ২৪৬৩, ৫৬২৭, ৫৬২৮, মুসলিম ১৬০৯, ১৩৫৩, ৩৬৩৪, আবূ দাউদ ৩৬৩৪, ইবনু মাজাহ ২৩৩৫, আহমাদ ৭১১৪, ৭২৩৬, ৭৬৪৫, মুওয়াত্তা মালেক ১৪৬২।

৯৪০. ইবনু হিব্বান ১১৬৬, সহীহ আত্তারগীব লি আলবানী ১৮৭১, গায়াতুল মারাম ৪৫৬।

৮৭৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। যখন তোমাদের কাউকে (তার জন্যে) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়। আহ্মাদের অন্য বর্ণনায় আছে ঃ হাওয়ালা করলে তা মেনে নেবে।[৯৪১]

جَوَازُ ضِمَانِ دَيْنِ الْمَيِّتِ وَانَّهُ لا يَبْرَا الا بِالْاَدَاءِ

মৃত ব্যক্তির কর্জের জিম্মা নেওয়া জায়েয এবং তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি (শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না

٨٧٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: " أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قُلْنَا: دِيْنَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " أُحِقَّ الْغَرِيْمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

৮৭৭। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমাদের কোন একজন সাহাবী ব্যক্তি ইনতিকাল করায় আমরা তাঁর গোসল দিলাম, খুশবু লাগালাম, কাফন পরালাম। তারপর তাঁর লাশ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে হাজির করলাম। আমরা বললাম, তাঁর জানাযা পড়ান। তিনি দু-এক পা এগিয়ে আসলেন, অতঃপর বললেন, তাঁর কি কোন ঋণ রয়েছে? আমরা বললাম, দু'টি দীনার (ঋণ আছে)। এ কথা শুনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফিরে গেলেন। আর কাতাদাহ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দু'টির ঋণ পরিশোধের জিম্মা নিলেন। তারপর আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে এলাম, আবূ কাতাদাহ বললেন, আমার জিম্মায় ঐ দীনার দু'টি রইলো। তৎপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে ঋণ দাতার হক এবারে সাব্যস্ত হল এবং মৃতব্যক্তি ঋণ থেকে মুক্ত হল তো? আবূ কাতাদাহ উত্তরে বললেন, জি-হাঁ। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত সাহাবীর জানাযার সলাত আদায় করলেন। ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৯৪২]

جَوَازُ ضِمَانِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

দরিদ্র মৃত ব্যক্তির ঋনের জিম্মা রাষ্টীয় কোষাগারের নেওয়া জায়েয

٨٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: " هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: " صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

৯৪১. বুখারী ২২৮৮, ২৪০০, মুসলিম ১৫৬৪, ১৩০৮, নাসায়ী ৪৬৮৮, ৪৬৯১, আবূ দাউদ ৩৩৪৫, ইবনু মাজাহ ২৪৫৩, আহমাদ ৭২৯২, মুওয়াত্তা মালেক ১৩৭৯, দা ২৫৮৬।

৯৪২. মুসলিম ৪৬৭, আবূ দাউদ ২৯৫৪, ২৯৫৬, ৩৩৪৩, নাসায়ী ১৫৭৮, ১৯৬২, ইবনু মাজাহ ২৪১৬, আহমাদ ১৩৭৪৪, ১৩৯২৪, ইবনু হিব্বান ৩০৬৪।

Contents

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً».

৮৭৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যখন কোন ঋণী ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হত তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে তার ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত মাল রেখে গেছে কি? যদি তাঁকে বলা হত যে, সে তার ঋণ পরিশোধের মতো মাল রেখে গেছে তখন তার জানাযার সলাত আদায় করতেন। নতুবা বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় করে নাও। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তাঁর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, তখন তিনি বললেন, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। তাই কোন মু'মিন ঋণ রেখে মারা গেলে সে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, সে সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।[৯৪৩]

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে– 'যে মরে যাবে আর ঋণ পরিশোধের মত কিছু রেখে না যায়।[৯৪৪]

حُكْمُ الْكَفَالَةِ فِي الْحُدُوْدِ

হাদ্দের ক্ষেত্রে জিম্মা নেওয়ার বিধান

٨٧٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

৮৭৯। 'আম্‌র বিন শু'আইব হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হদ্-এর ব্যাপারে কোন জিম্মাদারী নেই। –বাইহাকী দুর্বল সানাদে।[৯৪৫]

بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

অধ্যায় (৯) : যৌথ ব্যবসা ও উকিল নিযোগ করা

الْحَثُّ عَلَى الْمُشَارَكَةِ مَعَ النُّصْحِ وَعَدَمِ الْخِيَانَةِ

শরীকানা ব্যবসার ক্ষেত্রে উপদেশ সহকারে উৎসাহ প্রদাণ এবং এতে খিয়ানত না করা

٨٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «قَالَ اللهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

---

৯৪৩. বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনায় আরো রয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাল রেখে গেল, তা তার ওয়ারিশদের।

৯৪৪. বুখারী ৪৭৬, ২১৩৮, ২২৬৩, আবূ দাউদ ৪০৮৩, আহমাদ ২৫০৯৮।

৯৪৫. ইমাম যাহাবী তানকীহুত তাহকীক ২/১১৭ গ্রন্থে বলেন, এটি মুনকার। উমার অপরিচিত ব্যক্তি। ইমাম সুয়ূত্বী আল জামেউস সগীর ৯৯২১, শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ১৪১৫, যঈফুল জামে ৬৩০৯ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইবনু উসাইমীন বুলুগুল মারামের শরাহ ৪/১৬৬ গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন।

৮৮০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন– যতক্ষণ দু'জন শরীকদার ব্যবসায়ে একে অপরের সাথে খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) না করে ততক্ষণ আমি তাদের তৃতীয় শরীক হিসাবে (তাদের সহযোগিতা করতে) থাকি। অতঃপর যখন খিয়ানত করে, তখন আমি তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাই (তারা আমাদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়)। –হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৯৪৬]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الشَّرِكَةَ مَعْرُوْفَةٌ قَبْلَ الْاسْلَامِ

শরীকানা ব্যবসায় ইসলাম আসার পূর্বেও প্রচলিত ছিলো

٨٨١ - وَعَنْ السَّائِبِ [بْنِ يَزِيْدَ] الْمَخْزُوْمِيِّ ﷺ «أَنَّهُ كَانَ شَرِيْكَ النَّبِيِّ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: " مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيْكِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

৮৮১। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ মাখযূমী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র সাথে ব্যবসায়ে শরীক ছিলেন তাঁর নাবী হওয়ার পূর্বে। তারপর তিনি (মাখযুমী) মাক্কাবিজয় দিবসে এলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বাগত জানিয়ে বললেন, 'মারহাবা স্বাগতম–হে আমার ভাই! আমার শেয়ারদার'।[৯৪৭]

حُكْمُ شَرِكَةِ الْاَبْدَانِ

একাধিক অংশীদার হওয়ার বিধান

٨٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: «اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيْمَا نُصِيْبُ يَوْمَ بَدْرٍ» الْحَدِيْثَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ.

৮৮২। আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আমি গানীমাতের মালের ব্যাপারে অংশীদার হই (এই মর্মে যে, আমরা যা পাবো তা তিনজনে ভাগ করে নিবো)। হাদীসের শেষে আছে- সা'দ দু'জন বন্দী আনলেন, আমি ও আম্মার কিছুই আনতে পারলাম না।[৯৪৮]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْوَكَالَةِ

উকিল (ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি) নিয়োগ করার বৈধতা

---

৯৪৬. আবূ দাউদ ৩৩৮৩। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল (১৪৬৮), যঈফ তারগীব (১১১৪), গায়াতুল মারাম ৩৫৭, যঈফুল জামে' ১৭৪৮, যঈফ আবূ দাউদ (৩৩৮৩) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। আর নাকদুন নুসূস ৩০ গ্রন্থে বলেন এর সনদে দুর্বলতা ও দুটি ত্রুটি রয়েছে।। ইমাম দারাকুতনী আত্-তালখীসুল হাবীর ৩/১০১৭ গ্রন্থে বলেন, : [معلول بالإرسال। মুরসাল হওয়ার দোষে দুষ্ট।

৯৪৭. আবূ দাউদ ৪৮৩৬, ইবনু মাজাহ ২২৮৪।

৯৪৮. আবূ দাউদ ৩৩৮৮, নাসায়ী ৪৬৯৭, ইবনু মাজাহ ২২৮৮। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৫/৩৯২ গ্রন্থে ও শাইখ আলবানী আত তালীকাতুর রযীয়্যাহ ২/৪৬৯ গ্রন্থে এটিকে মুনকাতি বলেছেন। আলবানী যঈফ ইবনু মাজাহ ৪৫৩, যঈফ নাসায়ী ৩৯৪৭, ৪৭১১, ইরওয়াউল গালীল ১৪৭৪ গ্রন্থে একে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

٨٨٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- «قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقَالَ: " إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ.

৮৮৩। জাবির বিন আবদিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি খাইবারে যাবার মনস্থ করি। তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে আসলাম। তিনি বললেন– যখন তুমি খাইবারে আমার উকিল বা প্রতিনিধির নিকটে গমন করবে তখন তুমি তার নিকট থেকে পনেরো 'অসক' (খেজুর) নিয়ে নেবে। আবূ দাউদ সহীহ্ বলেছেন।[৯৪৯]

حُكْمُ تَصَرُّفِ الْوَكِيْلِ فِيْ مَصْلَحَةِ مُوَكِّلِهِ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে দায়িত্বভার অর্পনকারীর কল্যাণে মাল খরচের বিধান

٨٨٤ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً» الْحَدِيْثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيْثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

৮৮৪। 'উরওয়াহ বারিকী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে একটি দীনার দিয়ে তাঁর জন্য কুরবানীর জন্তু ক্রয় করতে পাঠিয়েছিলেন।

অন্য হাদীসের মধ্যে তিনি এ অংশটুকু বর্ণনা করেছেন যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।[৯৫০]

جَوَازُ الْوَكَالَةِ فِيْ قَبْضِ الزَّكَاةِ مِنْ أَرْبَابِهَا

যাকাতদাতাদের কাছ থেকে যাকাত উসুল করার জন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করার বৈধতা

٨٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ» الْحَدِيْثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৮৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ইমরান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সদাকাহ (যাকাত) আদায়ের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। (হাদীসটির আরো অংশ রয়েছে)।[৯৫১]

---

৯৪৯. আবূ দাউদ ৩৬৩৩। শাইখ আলবানী মিশকাতুল মাসাবীহ ২৮৬৫ গ্রন্থে বলেন, ইবন ইসহাক আন আন করে করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে মুদাল্লিস। তিনি যঈফুল জামে ২৮৮ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৬/৩ গ্রন্থেও উক্ত রাবীর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

৯৫০. সহীহ, আবূ দাউদ ৩৩৮৪, ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর লিখিত ইরশাদুল ফাকীহ (২/৬৩) ইবনু আবদুল বার লিখিত আততামহীদ (২/১০৮) গ্রন্থে হাদীসটিকে উত্তম বলেছেন। ইবনুল মুলকিনের আল বাদরুল মুনীর (৬/৪৫২) সহীহ সনদে।

৯৫১. বুখারী ১৪৬৮, মুসলিম ৯৮৩, ৩৭৬১, নাসায়ী ২৪৬৪, আবূ দাউদ ১৬২৩, আহমাদ ৮০৮৫।
বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিলে বলা হলো, .– منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس [بن عبد المطلب] – عم رسول الله –صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله [ورسوله] وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس [بن عبد المطلب فعم رسول الله –صلى الله عليه وسلم–] فهي علي (رواية: عليه) [صدقة] ومثلها معها ইব্নু জামীল, খালিদ ইব্নু ওয়ালীদ ও 'আব্বাস ইব্নু 'আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাকাত প্রদানে অস্বীকার করছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ ইব্নু জামীলের যাকাত না দেয়ার কারণ এ ছাড়া কিছু নয় যে, সে দরিদ্র ছিল, পরে আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর রসূলের বরকতে সম্পদশালী হয়েছে। আর খালিদের ব্যাপার হলো তোমরা খালিদের উপর অন্যায় করেছ, কারণ সে তার বর্ম ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে আবদ্ধ রেখেছে।

جَوَازُ الْوَكَالَةِ فِيْ نَحْرِ الْهَدْيِ

উট কুরবানী করার ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়োগ করা জায়েয

٨٨٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ» الْحَدِيْثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৮৬। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তেষট্টিটি উট কুরবানী করলেন এবং 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে অবশিষ্টগুলি (৩৭টি) যবাহ করার নির্দেশ দিলেন (এ হাদীসটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ)[৯৫২]

جَوَازُ الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُوْدِ اثْبَاتًا وَاسْتِيْفَاءً

হাদ্দের ক্ষেত্রে উকিল নিয়োগ করার বৈধতা

٨٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ فِي قِصَّةِ الْعَسِيْفِ قَالَ النَّبِيُّ «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» الْحَدِيْثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৮৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যভিচারীর ঘটনায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, হে উনাইস (ইবনু যিহাক আসলামী) সে মহিলার নিকট যাও। যদি সে (অপরাধ) স্বীকার করে তবে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর। (দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ)।[৯৫৩]

بَابُ الْاِقْرَارِ فِيْهِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمَا اشْبَهَهُ

অধ্যায় (১০) : সকল বিষয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান

وُجُوْبُ قَوْلِ الْحَقِّ وَانْ كَانَ مُرًّا

সত্য কথা বলা আবশ্যক যদিও তা তিক্ত

٨٨٨ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «قُلِ الْحَقَّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا» صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ.

৮৮৮। আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তুমি সত্য কথা বলবে যদিও তা তিক্ত (অপ্রিয়) হয়। ইবনু হিব্বান, তিনি দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণনা করে সহীহ্ বলেছেন।[৯৫৪]

আর 'আব্বাস ইব্নু 'আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তো আল্লাহর রসূলের চাচা। তাঁর যাকাত তাঁর জন্য সদাকাহ এবং সমপরিমাণও তার জন্য সদাকাহ।

৯৫২. মুসলিম ২৮১৫, আহমাদ ২৪৩২৪।

৯৫৩. বুখারী ২৩১৫, ২৬৪৯, ২৭২৫, মুসলিম ১৬৯৮, তিরমিযী ১৪৩৩, নাসায়ী ৫৪১০, ৫৪১১, আবূ দাউদ ৫৫৫, ৪৪৪৫, ইবনু মাজাহ ২৫৫৯, আহমাদ ১৬৫৯০, মুওয়াত্তা মালেক ১৫৫৬, দারেমী ২৩১৭।

بَابُ الْعَارِيَةِ

অধ্যায় (১১) : অপরের বস্তু থেকে সাময়িকভাবে উপকৃত হওয়া

وُجُوْبُ رَدِّ مَا اخِذَ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ

অন্যের মালিকানাধীন সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক

৮৮৯ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৮৮৯। সামুরাহ বিন্ জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ধাররূপে গৃহীত বস্তু ফেরত না দেয়া পর্যন্ত গ্রহীতা (ক্ষয়-ক্ষতির) দায়ী থাকবে। -হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৯৫৫]

وُجُوْبُ رَدِّ الْأَمَانَاتِ وَالْعَوَارِيْ وَنَحْوِهَا

আমানত ও ধার নেয়া বস্তু ফেরৎ দেয়া ওয়াজিব

৮৯০ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ.

৮৯০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমার নিকটে আমানতরূপে রক্ষিত বস্তু আমানত দাতাকে ফেরত দাও আর তোমার সাথে খেয়ানত করে এমন লোকের সাথেও তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। –তিরমিযী একে হাসান বলেছেন আর হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন। আর আবূ হাতিম রাযী একে মুন্কার (দুর্বল হাদীস) বলেছেন। হাদীস শাস্ত্রের একদল হাফিয হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা আরীয়ার অন্তর্ভুক্ত।[৯৫৬]

حُكْمُ ضِمَانِ الْعَارِيَةِ

"আরিয়া"র যিম্মা নেওয়ার বিধান

---

৯৫৪. সহীহ তারগীব ২৮৬৮, ইবনু হিব্বান ৩৬১, ৪৪৯। এর শাহেদ হাদীস রয়েছে।

৯৫৫. আবূ দাউদ ৩৫৬১, তিরমিযী ১২৬৬, ইবনু মাজাহ ২৪০০, আহমাদ ১৯৫৮২, ১৯৬৪৩, দারেমী ১৫৯৬। ইবনু হাজার আসকালানী ফাতহুল বারী ৫/২৮৫ গ্রন্থে বলেন, সামুরা থেকে হাসানের শ্রবণ বিষয়ের মতভেদ অতি আলোচিত। তিনি আত্-তালখীসুল হাবীর ৩/১০২২ গ্রন্থেও একই মন্তব্য করেছেন। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৬/৪০ গ্রন্থেও অনুরূপ বলেছেন। শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ ৪৭৪, ইরওয়াউল গালীল ১৫১৬, যঈফুল জামে ৩৭৩৭ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। আবদুর রহমান মুবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/১৫৯ গ্রন্থেও একই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ইমাম যাহাবী আল মুহাযযিব ৭/৩৪১৫ গ্রন্থে এর সনদকে সালেহ বলেছেন, ইমাম সুয়ূত্বী আল জামেউস সগরী ৫৪৫৫ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছে। আহমাদ শাকের উমদাতুত তাফসীর ১/৩৪৪ গ্রন্থে এর বিশুদ্ধতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

৯৫৬. আবূ দাউদ ৩৫৩৫, তিরমিযী ১২৬৪, দারেমী ২৫৯৭।

٨٩١ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِيْنَ دِرْعًا "، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

৮৯১। ইয়া'লা বিন্ উমাইয়াহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন– রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন, যখন আমার দূতগণ (প্রেরিত লোকগণ) তোমার নিকটে আসবে তখন তুমি তাদেরকে ৩০টি বর্ম দিবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! ওগুলো কি ক্ষতিপূরণের দায়িত্বমুক্ত সাময়িক ঋণ বিশেষ না পরিশোধ্য ধার মাত্র? তিনি বললেন, পরিশোধীয় ধার স্বরূপ। –ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।[৯৫৭]

٨٩٢ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوْعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৮৯২। সাফওয়ান বিন্ উমাইয়াহ থেকে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) তাঁর নিকট থেকে হুনাইন যুদ্ধের সময় কিছু বর্ম ধার নিয়েছিলেন, ফলে সাফওয়ান তাঁকে বললেন, হে মুহাম্মদ! এটা জোরপূর্বক গ্রহণ করা হল? তিনি বললেন না, ক্ষতিপূরণ দায়যুক্ত ফেরত দেয়ার শর্তে নেয়া হলো। -হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[৯৫৮]

٨٩٣ - وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيْفًا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

৮৯৩। ইমাম হাকিম এর একটি সমর্থক দুর্বলর হাদীস ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৯৫৯]

بَابُ الْغَصْبِ

অধ্যায় (১২) : জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে কিছু অধিকার করা

اثم مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ

অন্যায়ভাবে এক বিঘৎ পরমাণ কারও জমি দখল করার গুনাহ

٨٩٤ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

৯৫৭. আবূ দাউদ ৩৫৬২, ৩৫৬৩, ৩৫৬৬, আহমাদ ২৭০৮৯। নাসাঈ কুবরা (৩/৪০৯), ইবনু হিব্বান ১১৭৩।

৯৫৮. আবূ দাউদ ৩৫৬২, ৩৫৬৩, ৩৫৬৬, আহমাদ ২৭০৮৯।

৯৫৯. হাকিম (২/৪৭)। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ৫/৩৪৪ গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু সহীহ আবূ দাউদ ৩৫৬২ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। তিনি আত তালীকাত আর রযীয়্যাহ ২/৪৮৮ গ্রন্থে এর শাহেদ থাকার কথা বলেছেন। ইমাম শওকানীও নাইলুল আওত্বার ৬/৪১ গ্রন্থে শাহেদ থাকার কথা বলেছেন।

৮৯৪। সা'ঈদ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আন'আনহু) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– যে ব্যক্তি যুল্‌ম করে অন্যের এক বিঘত যমীনও আত্মসাৎ করে, ক্বিয়ামাতের দিন সাত তবক যমীনের শিকল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।[৯৬০]

حُكْمُ مَنْ اتْلَفَ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

অপরের বস্তু নষ্ট করলে তার বিধান

٨٩٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيْهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: " كُلُوْا " وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ لِلرَّسُوْلِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُوْرَةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» وَصَحَّحَهُ.

৮৯৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন'আনহু) হতে বর্ণিত যে, একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোন এক সহধর্মিণীর কাছে ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীনদের অপর একজন খাদিমের মারফত এক পাত্রে খাবার পাঠালেন। তিনি পাত্রটি ভেঙ্গে ফেললেন। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা জোড়া লাগিয়ে তাতে খাবার রাখলেন এবং (সাথীদেরকে) বললেন, তোমরা খাও এবং উক্ত খাদিমকে দিয়ে ভাল পেয়ালাটি (ভাঙ্গাটির বদলে) পাঠিয়ে দিলেন। আর ভাঙ্গা পেয়ালাটি রেখে দিলেন। তিরমিযী 'আয়িশা-কে ভঙ্গকারিণী বলে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি বর্ধিত বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, 'খাবার নষ্ট করলে (জরিমানা স্বরূপ) খাবার ও পাত্র নষ্ট করলে তার পরিবর্তে পাত্র। তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন।[৯৬১]

حُكْمُ مَنْ زَرَعَ فِيْ ارْضِ غَيْرِهِ

অন্যের জমিতে চাষাবাদ করার বিধান

٨٩٦ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَيُقَالُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ.

৮৯৬। রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আন'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের জমি তাদের অনুমতি ছাড়াই আবাদ করবে সে তার জন্য কোন শস্য প্রাপ্য হবে

---

৯৬০. বুখারী ২৪৫২, ৩১৯৮, মুসলিম ১৫১০, তিরমিযী ১৪১৮, আহমাদ ১৬৩১, ১৬৩৬, ১৬৫২, দারেমী ২৬০৬।

৯৬১. বুখারী ৫২২৫, ২৪৮১, তিরমিযী ১৩৫৯, ৩৯৫৫, ৩৫৬৭, ইবনু মাজাহ ২৩৩৪, আহমাদ ১১৬১৬, ১৩৩৬১, দারেমী ২৫৯৮।

না–কেবল সে খরচ পাবে। –তিরমিযী একে হাসান বলেছেন; বলা হয়ে থাকে, বুখারী একে যয়ীফ বলেছেন।[৯৬২]

حُكْمُ مَنْ غَرَسَ نَخْلًا فِيْ ارْضِ غَيْرِهِ

অন্যের জমিতে খেজুর গাছ রোপন করার বিধান

৮৯৭ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيْهَا نَخْلًا، وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ وَقَالَ: " لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

৮৯৭। 'উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন এক সহাবী বলেছেন, অবশ্য দু'জন লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সমীপে একখণ্ড জমির বিবাদ মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হয়েছিল; তাদের এক জনের জমিতে অন্যজন খেজুর গাছ রোপণ করেছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জমির মালিককে জমি প্রদান করেছিলেন, আর গাছ রোপণকারীকে গাছ উঠিয়ে নিতে হুকুম দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন অত্যাচারী রোপণকারীর জন্য কোন হক (দাবী) সাব্যস্ত নয়। –আবূ দাউদ হাসান সানাদে।[৯৬৩]

৮৯৮ - وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ " السُّنَنِ " مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍوَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِيْنِ صَحَابِيِّهِ.

৮৯৮। আসহাবে সুনানে সা'ঈদ বিন যায়দ থেকে 'উরওয়াহ কর্তৃক শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে। এর মাউসূল ও মুরসাল (যুক্ত ও ছিন্ন সূত্র) এবং সাহাবী নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে মতবিরোধ ঘটেছে।

تَغْلِيْظُ تَحْرِيْمِ الدِّمَاءِ وَالْاَمْوَالِ وَالْاَعْرَاضِ

কারও সম্পদ , রক্ত (খুন) এবং সম্মানহানী করার ব্যাপারে কঠিনভাবে নিষেধাজ্ঞা

৮৯৯ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ [وَأَعْرَاضَكُمْ] عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৯৯। আবূ বাক্রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরবানী দিবসে মিনায় ভাষণ দানকালে বলেছেন, 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর মর্যাদাসম্পন্ন।[৯৬৪]

---

৯৬২. আবূ দাউদ ৩৪০৩, তিরমিযী ১৩৬৬, ইবনু মাজাহ ২৪৬৬, আহমাদ ১৫৫০৪।

৯৬৩. আবূ দাউদ ৩০৭৪, ৩০৭৬, তিরমিযী ১৩৭৮, মুওয়াত্তা মালেক ১৪৫৬।

৯৬৪. বুখারী ৬৭, ১০৫, ১৭৪১, ৩১৯৭, মুসলিম ১৬৭৯, ইবনু মাজাহ ২৩৩, আহমাদ ১৯৮৭৩, ১৯৮৯৪, দারেমী ১৯১৬।

بَابُ الشُّفْعَةِ

অধ্যায় (১৩) : শুফ্‌'আহ বা অগ্রে ক্রয়ের অধিকারের বিবরণ

مَشْرُوْعِيَّةُ الشُّفْعَةِ ، وَمَا ثَبَتَ فِيْهِ حُكْمُ شُفْعَةِ الْجَارِ

শুফ্‌'আহ শরীয়তসম্মত এবং প্রতিবেশির শুফ্‌'আহর বিধান

٩٠٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيْكِهِ».

وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৯০০। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়নি, তাতে শুফ্‌'আহ এর ফায়সালা দিয়েছেন। যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তাও পৃথক হয়ে যায়, তখন শুফ্‌'আহ এর অধিকার থাকে না। -শব্দ বিন্যাস বুখারী থেকে গৃহীত।[৯৬৫]

মুসলিমে আর একটি বর্ণনায় আছে– শুফ্‌'আহ প্রত্যেক অংশ বিশিষ্ট বস্তুতে রয়েছে–তা জমি হোক, বাড়ি হোক বা প্রাচীরবেষ্টিত বাগ-বাগিচা হোক। এগুলি তার শরীকদারকে বিক্রয় করার প্রস্তাব না দিয়ে অন্যের কাছে বিক্রয় করা সঙ্গত নয়– (অন্য বর্ণনায় শরীকদারকে বিক্রয়ের প্রস্তাব না দেয়া পর্যন্ত বৈধ হবে না।)

তাহাবীর বর্ণনায় আছে– নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত বস্তুতেই 'শুফ্‌'আর' বিধি জারী করেছিলেন। তাহাবীর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

حُكْمُ شُفْعَةِ الْجَارِ

প্রতিবেশির শুফ্‌'আহর বিধান

٩٠١ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيْهِ قِصَّةٌ.

৯০১। আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ঘরের প্রতিবেশী সর্বাপেক্ষা শুফ্‌'আহ্‌র হকদার। -এর মধ্যে একটি ঘটনা রয়েছে।[৯৬৬]

---

৯৬৫. وصرفت ঃ চলাচলের পথ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়া। বুখারী ২২১৩, ২২১৪, ২২৫৭, ২৪৯৫, ২৪৯৬, ৬৯৭৬, মুসলিম ১৬০৮, তিরমিযী ১৩৭০, নাসায়ী ৪৬৪৬, ৪৭০০, আবূ দাউদ ৩৫১৪, ইবনু মাজাহ ২৪৯৯, আহমাদ ১৩৭৪৩, দারেমী ২৬২৮।

৯৬৬. বুখারী ২২৫৮, ৬৯৭৭, ৬৯৭৮, ৬৯৮০, ৬৯৮১, নাসায়ী ৪৭০২, আবূ দাউদ ৩৫১৬, ইবনু মাজাহ ২৪৯৫, আহমাদ ২৩৩৫৯, ২৬৬৩৯।

٩٠٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ.

৯০২। আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ বাড়ির প্রতিবেশী বাড়ির বেশী হকদার। নাসায়ী (রহঃ), ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন। এর একটি দুর্বল দিক রয়েছে।[৯৬৭]

٩٠٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৯০৩। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, প্রতিবেশী অন্যের চেয়ে তার শুফ্'আহ্র অধিক হকদার– যদি উভয়ের রাস্তা এক হয় তাহলে প্রতিবেশী অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য (বিক্রয়কারী) প্রতিবেশীকে তার বাড়ি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে (তাকে না জানিয়ে অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারবে না)। –এর সকল রাবী নির্ভরযোগ্য।[৯৬৮]

وَقْتُ الشُّفْعَةِ

শুফ্'আহর সময়

বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, عن عمرو بن الشريد قال: " وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المِسْوَر بن مَخْرَمة فوضع يده على إحدى منكبيّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي –صلى الله عليه وسلم– فقال: يا سعد ابتعْ مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجَّمَة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي –صلى الله عليه وسلم– يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياه" . والسقب: بالسين المهلة وأيضا الصاد المهلة: القرب والملاصقة. ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة আমর ইবনু শারীদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) -এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রাঃ) এসে তাঁর হাত আমার কাঁধে রাখেন। এমতাবস্থায় নাবী (ﷺ) -এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি' (রাঃ) এসে বললেন, হে সা'দ! আপনার বাড়ীতে আমার যে দু'টি ঘর আছে, তা আপনি আমার নিকট হতে খরিদ করে নিন। সা'দ (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, আমি সে দু'টি খরিদ করব না। তখন মিসওয়ার (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, আপনি এ দু'টো অবশ্যই খরিদ করবেন। সা'দ (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কিস্তিতে চার হাজার (দিরহাম)-এর অধিক দিব না। আবূ রাফি' (রাঃ) বললেন, এই ঘর দু'টির বিনিময়ে আমাকে পাঁচশ' দীনার দেয়ার প্রস্তাব এসেছে। আমি যদি আল্লাহর রসূল (ﷺ) -কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, প্রতিবেশী অধিক হকদার তার নৈকট্যের কারণে, তাহলে আমি এ দু'টি ঘর আপনাকে চার হাজার (দিরহাম)-এর বিনিময়ে কিছুতেই দিতাম না। আমাকে এ দু'টি ঘরের বিনিময়ে পাঁচশ' দীনার দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তারপর তিনি তা তাঁকে (সা'দকে) দিয়ে দিলেন।

৯৬৭. আবূ দাউদ ৩৫১৭, তিরমিযী ১৩৬৮, আহমাদ ১৯৫৮৪, ১৯৬২০, ১৯৬৭০।
আল ইলালুল কাবীর ২১৪ গ্রন্থে ইমাম বুখারী বলেন, : الصحيح حديث الحسن عن سمرة وحديث قتادة عن أنس ليس بمحفوظ। সঠিক কথা হচ্ছে সামুরা থেকে হাসানের হাদীস এবং আনাস থেকে কাতাদার হাদীস মাহফূয (নিরাপদ) নয়। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ১৫৩৯, সহীহ আবূ দাউদ ৩৫১৭ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। অনুরূপ ইমাম সুয়ূত্বীও আল জামেউস সগীর ৩৫৭৪ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

৯৬৮. তিরমিযী ১৩৬৯, আবূ দাউদ ৩৫১৮, ইবনু মাজাহ ২৪৯৪, আহমাদ ১৩৮৪১।

٩٠٤ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: " وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ " وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

৯০৪। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- 'শুফআ'র হক উট বাঁধা রশি খুলে ফেলার অনুরূপ। -বায্যারে আরো আছে- অনুপস্থিত শরীকের জন্য শুফ্'আহর হক কার্যকর নয়। -এ হাদীসের সানাদ য'ঈফ।[৯৬৯]

بَابُ الْقِرَاضِ

অধ্যায় (১৪) : লভ্যাংশের বিনিময়ে কারবার

مَا رُوِيَ انَّ الْقِرَاضَ مِنَ الْعُقُوْدِ الْمُبَارَكَةِ

ঋণ প্রদানে বরকত হয়

٩٠٥ - عَنْ صُهَيْبٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৯০৫। তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে ঃ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে ক্রয়-বিক্রয়, মুকারাযা ব্যবসা এবং পারিবারিক প্রয়োজনে গমে যব মিশানো, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়। -ইবনু মাজাহ দুর্বল সানাদে।[৯৭০]

جَوَازُ اشْتِرَاطِ رَبِّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ

সম্পদের মালিক যৌথ ব্যবসায় কল্যাণমূলক যে কোন শর্ত করতে পারে

---

৯৬৯. ইবনু মাজাহ ২৫০০। ইবনু হাজার তাঁর দিরায়াহ (২/২০৩) গ্রন্থে এর সনদেক যঈফ বলেছেন, অনুরূপভাবে ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম (৩/১২০) গ্রন্থে বলেন, এর দ্বারা দলিল সাব্যস্ত হবে না। ইমাম শওকানী তাঁর আস সাইলুল জাররার (৩/১৭৫) গ্রন্থে বলেন, মুনকার, প্রমাণিত নয়। শাইখ আলবানী তাঁর যঈফুল জামে (৩৪৩৯) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন, ইরওয়াউল গালীল ১৫৪২ ও যঈফ ইবনু মাজাহ ৪৯০ গ্রন্থে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। এর সনদে ইবনুল বাইলামানী রয়েছেন যিনি তাঁর পিতা থেকে যে কপি থেকে বর্ণনা করেন সেটি জাল। তার দলিল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু আদী তাঁর আল কামিল ফিয যু'আফা (৭/৩৮৪) গ্রন্থে বলেন, এর বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল বাইলামানী সে দুর্বল। ইবনু উসাইমীন তার বুলুলুগুল মারামের শরাহ (৪/২২৯) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দুর্বল আর মতন হচ্ছে শায (বিরল)।

৯৭০. বিন বায তাঁর হাশিয়া বুলুগুল মারাম ৫৩৭ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে তিনজন অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে। ইমাম শওকানী আদ দুরারী আল মাযিয়্যাহ ২৮৪ গ্রন্থে বলেন, এতে দু'জন অপরিচিত রাবী রয়েছে। তিনি নাইলুল আওত্বার ৫/৩৯৪ গ্রন্থে বলেন, নাসর ইবনুল কাসেম আবদুর রহীম বিন দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, যারা উভয়েই অপরিচিত। শাইখ আলবানী যঈফ ইবনু মাজাহ ৪৫৪, যঈফুল জামে ২৫২৫ গ্রন্থদ্বয়ে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। আবার তাখরীজ মিশকাত ২৮৬৬ গ্রন্থে শুধু দুর্বল বলেছেন। কিন্তু সিলসিলা যঈফা ২১০০ গ্রন্থে একে মুনকার বলেছেন। মীযানুল ই'তিদাল ২/৬০৫ গ্রন্থে ইমাম যাহাবীও একে মুনকার বলেছেন।

٩٠٥-١ وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ «أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيْلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوْبَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا» وَهُوَ مَوْقُوْفٌ صَحِيْحٌ.

৯০৫-১ হাকিম বিন্ হিযাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি যৌথভাবে কারবার করার জন্য কোন ব্যক্তিকে কোন মাল দিলে এ শর্তগুলো আরোপ করতেনঃ জানোয়ার ও কাঁচা অস্থায়ী মালে আমার পুঁজি লাগাবে না, আমার মাল সামুদ্রিক যানে চাপাবে না, কোন প্লাবনভূমিতে তা নিয়ে রাখবে না। যদি তুমি এরূপ কিছু কর তাহলে তুমি আমার মালের খেসারত দিতে বাধ্য থাকবে। –দারাকুতনী, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।[৯৭১]

ইমাম মালিক মুআত্তায় বলেছেন– আলা বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াকূব হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ইয়াকূব) উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাল নিয়ে উভয়ের মধ্যে লাভ বণ্টিত হবার শর্তে ব্যবসা করেছিলেন। –এই হাদীস মাওকূফ্ সূত্রে সহীহ্।[৯৭২]

بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْاِجَارَةِ

অধ্যায় (১৫) : মসাকাত বা বিনিময়ে তত্ত্বাবধান ও ইজারাহ বা ভাড়া বা ঠিকায় সম্পাদন

جواز المساقاة بالجزء المعلوم

অংশ নির্ধারণ করে বর্গা দেয়া

٩٠٦ – عَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوْا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوْا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا "، فَقَرُّوْا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ».

وَلِمُسْلِمٍ: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا».

৯০৬। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহূদীদের সঙ্গে উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেক শর্তে খায়বারের জমি বর্গা দিয়েছিলেন।

---

৯৭১. দারাকুতনী (৩/৬৩) শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন।
৯৭২. মুওয়াত্তা মালিক (২/৬৮৮)।

উক্ত সহীহ্ দ্বয়ের অন্য বর্ণনায় আছে– তখন ইয়াহূদীরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর কাছে অনুরোধ করল যেন তাদের সে স্থানে বহাল রাখা হয় এ শর্তে যে, তারা সেখানে চাষাবাদের দায়িত্ব পালন করবে আর ফসলের অর্ধেক তাদের থাকবে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাদের বললেন, আমরা এ শর্তে তোমাদের এখানে বহাল থাকতে দিব যতদিন আমাদের ইচ্ছা। কাজেই তারা সেখানে বহাল রইল। অবশেষে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদেরকে নির্বাসিত করে দেন।[৯৭৩]

মুসলিমে আছে– উৎপন্ন ফল ও শস্যের অর্ধেকের বিনিময়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ) খায়বারের ইহূদীদেরকে সেখানকার খেজুর বাগান ও আবাদী জমি তাদের নিজ ব্যয়ে আবাদ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

جَوَازُ كُرَّاءِ الْأَرْضِ بِالشَّيْءِ الْمَعْلُوْمِ

নির্দিষ্ট জিনিসের বিনিময়ে জমি কেরায়া ভাড়া করার বৈধতা

٩٠٧ – وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ ﷺ قَالَ: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُوْمٌ مَضْمُوْنٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِيْهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

৯০৭। হান্‌যালাহ বিন কাইস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাফি' বিন্ খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে সোনা ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি ইজারায় (লাগানোর) বৈধতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সাহাবী রাফি') বললেন, এতে কোন দোষ নেই। লোকেরা নাবী (ﷺ)-এর যুগে পানি প্রবাহের স্থলে, নহর ও নালার পাড়ের আর কোন ক্ষেতের অংশ বিশেষের বিনিময়ে ঠিকার লেনদেন করত। এসবের কোনটি নষ্ট হয়ে যেত আর কোনটি ঠিক থাকত এবং কোনটি ঠিক থাকত আর কোনটি নষ্ট হয়ে যেত, আর তখন এসব ঠিকা ব্যতীত অন্য কোনরূপ ঠিকা ছিল না। এই (অনিশ্চিত অবস্থার) ঠিকা সম্বন্ধেই নাবী (ﷺ) তাকে ধমক দিয়েছেন।

কিন্তু এমন জ্ঞাত বস্তু যা নিশ্চিত ফলপ্রসূ ও জিম্মাদারীর যোগ্য তাতে ঠিকা দেয়ার ব্যবস্থায় কোন দোষ নেই।

অত্র কেতাবের সংকলক আসকালানী (রহ) বলেছেন– এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত সাধারণভাবে জমি ঠিকা দেয়ার নিষেধাজ্ঞাসূচক সংক্ষিপ্ত হাদীসটির বিশ্লেষণ স্বরূপ।[৯৭৪]

---

৯৭৩. বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনায় আরো রয়েছে, অবশেষে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদেরকে তাইমা ও আরীহায় নির্বাসিত করে দেন। বুখারী ২২৮৬, ২৩২৮, ২৩২৯, ২৩৩১, ২৩৩৮, ২৪৯৯, মুসলিম ১৫৫১, তিরমিযী ১৩৮৩, নাসায়ী ৩৮৬৩, ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, আবূ দাউদ ৩০০৮, ৩৩৯৩ , ৩৩৯৪, ইবনু মাজাহ ২৪৫৩, ২৪৬৭, ৪৪৯০, ৪৬৪৯, ৪৭১৮, মুওয়াত্তা মালেক ১৪১৫।

৯৭৪. বুখারী ২২৮৬, ২৩২৭, ২৩৩২, ২৩৩৯, ২৩৪৪, ২৩৪৭, মুসলিম ১৫৪৭, ১৫৪৮, তিরমিযী ১২২৪, ১৩৮৪, নাসায়ী ৩৮৬২, ৩৮৬৩, ৩৮৬৪, আবূ দাউদ ৩৩৯২, ৩৩৯৩, ইবনু মাজাহ ২৪৪৯, ২৪৫৩, আহমাদ ৪৫৭২মুওয়াত্তা মালেক ১৪১৫।

٩٠٨ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ [وَأَمَرَ] بِالْمُؤَاجَرَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.

৯০৮। সাবিত ইবনু যাহ্হাক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে অংশ ধার্য চাষ আবাদের ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঠিকা প্রদানের আদেশ দিয়েছেন।[৯৭৫]

حُكْمُ اجْرَةِ الْحَجَّامِ

শিঙ্গা লাগিয়ে মজুরী নেওয়ার বিধান

٩٠٩ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّهُ قَالَ: «اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ» وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯০৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিঙ্গা লাগালেন এবং যে তাঁকে শিঙ্গা লাগিয়েছে, তাকে তিনি মজুরী দিলেন। যদি তা হারাম হতো তবে তিনি তা দিতেন না।[৯৭৬]

٩١٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯১০। রাফি' বিন খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সিঙ্গা লাগানোর উপার্জন নোংরা বস্তু।[৯৭৭]

اثْمُ مَنْ مَنَعَ العَامِلَ اجْرَتَهُ

কর্মচারীর মজুরী না দেয়ার বিধান

٩١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «قَالَ اللهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯১১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি, যে কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য

---

৯৭৫. মুসলিম ১৫৪৯, আহমাদ ১৫৯৫৩, দারেমী ২৬১৬।

৯৭৬. বুখারী ১৮৩৫, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ২১০৩, মুসলিম ১২০২, তিরমিযী ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, নাসায়ী ২৮৪৫, ২৮৪৬, আবূ দাউদ ১৮৩৫, ১৮৩৬, ২৩৭২, ইবনু মাজাহ ১৬৮২, ৩০৮১, ১৮৫২, ১৯২২, দারেমী ১৮১৯, ১৮২১।

৯৭৭. মুসলিম ১৫৬৮, তিরমিযী ১২৭৫, নাসায়ী ৪২৯৪, আবূ দাউদ ৩৪২১, আহমাদ ১৫৩৮৫, ১৫৪০০, দারেমী ২৬২১। মুসলিমের বর্ণনায় সম্পূর্ণ হাদীসটি হচ্ছেঃ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারীর মাহরানা এবং শিঙ্গা লাগানোর উপার্জন নোংরা বস্তু।

ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিয়োগ করে পুরো কাজ আদায় করে আর তার পারিশ্রমিক দেয় না।[৯৭৮]

حُكْمُ اخْذِ الْاجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْانِ

কুরআন শিখিয়ে বেতন নেওয়ার বিধান

٩١٢ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اللهِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

৯১২। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা মজুরী গ্রহণ কর এমন সব বস্তুর মধ্যে কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার।[৯৭৯]

وُجُوْبُ الْمُبَادَرَةِ بِاعْطاءِ الْاجِيْرِ اجْرَهُ

কর্মচারীর মজুরী দ্রুত দেওয়া আবশ্যক

٩١٣ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ.

৯১৩। ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই মজুরী দিয়ে দাও।[৯৮০]

---

৯৭৮. বুখারী ২২২৭, ২২৭০, ইবনু মাজাহ ২৪৪২, আহমাদ ৮৪৭৭।

৯৭৯. বুখারী ৫৭৩৭। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, عن ابن عباس النبي أن نفراً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مرُّوا بمـاء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء. فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سـليماً. فـانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فَبَرَأَ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله ! أخذ على كتاب الله أجراً؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسـلم-: إن أحـق ... الحـديث। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহাবীগণের একটি দল একটি কূয়ার পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। কূপের পাশে অবস্থানকারীদের মধ্যে ছিল সাপে কাটা এক ব্যক্তি কিংবা তিনি বলেছেন, দংশিত এক ব্যক্তি। তখন কূপের কাছে বসবাসকারীদের একজন এসে তাদের বলল ঃ আপনাদের মধ্যে কি কোন ঝাড়-ফুঁককারী আছেন? কূপ এলাকায় একজন সাপ বা বিচ্ছু দংশিত লোক আছে। তখন সহাবীদের মধ্যে একজন সেখানে গেলেন। এরপর কিছু বক্‌রী দানের বিনিময়ে তিনি সূরা ফাতিহা পড়লেন। ফলে লোকটির রোগ সেরে গেল। এরপর তিনি ছাগলগুলো নিয়ে তাঁর সাথীদের নিকট আসলেন, কিন্তু তাঁরা কাজটি পছন্দ করলেন না। তাঁরা বললেন ঃ আপনি আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর পারিশ্রমিক নিয়েছেন। অবশেষে তাঁরা মাদীনায় পৌঁছে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করলেন।

৯৮০. ইবনু মাজাহ ২৪৪৩। ইমাম হাইসামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/১০১ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে শারকি বিন কাত্তামী রয়েছে, সে দুর্বল। ইমাম সুয়ূত্বী আল জামেউস সগীর ১১৬৪ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম এর সনদে দুজন দুর্বল বর্ণনাকারী পেয়েছে- শারকি বিন কাত্তামী ও মুহাম্মাদ বিন যিয়াদকে। কিন্তু শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ২৯১৮ নং গ্রন্থে একে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন, ইরওয়াউল গালীল ১৪৯৮ গ্রন্থে সহীহ ও সহীহুল জামে ১০৫৫ গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন।

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ أَبِيْ يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ،وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ،وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.

আবূ ইয়া'লা ও বাইহাকীতে আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আর ত্বাবারানীতে জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এ ব্যাপারে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তার সবগুলোই য'ঈফ হাদীস।[৯৮১]

وُجُوْبُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْاجْرَةِ

মজুরীর পরিমান জানা আবশ্যক

٩١٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيْهِ اِنْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حَنِيْفَةَ.

৯১৪। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে লাগাবে সে যেন তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে কাজে লাগায়। 'আবদুর রায্‌যাক রহ. এর সানাদ মুন্‌কাতে', আর বাইহাকী আবূ হানীফাহ (রহ)-এর মাওসূল বা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৯৮২]

بَابُ احْيَاءِ الْمَوَاتِ

অধ্যায় (১৬) : অনাবাদী জমির আবাদ

مَنْ عَمَّرَ ارْضًا لَيْسَتْ لِاحَدٍ فَهُوَ احَقُّ بِهَا

যে ব্যক্তি পরিত্যক্ত মালিকবিহীন জমি আবাদ করবে ঐ জমির হাক্বদার সেই ব্যক্তি হবে

٩١٥ - عَنْ عُرْوَةَ ﷺ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯১৫। 'উরওয়াহ হতে বর্ণিত, তিনি 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি পরিত্যক্ত মালিকহীন জমি আবাদ করবে ঐ জমির হকদার সে ব্যক্তিই হবে। উরওয়াহ বলেছেন, এরূপ ফয়সালাহ 'উমার (রাঃ) তাঁর খিলাফাত আমলে করেছেন।[৯৮৩]

٩١٦ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلًا وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ، فَقِيْلَ: جَابِرٌ، وَقِيْلَ: عَائِشَةُ، وَقِيْلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ.

---

৯৮১. বাইহাকী (৬/১২১) হাসান সনদে, আবূ ইয়ালা (৬৬৮২), তাবারানী সগীর (৩৪)।

৯৮২. ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আত্-তালখীসুল হাবীর (৩/১০৩৩) গ্রন্থেও এটিকে মুনকাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক (৮/২৩৫) হাদীস নং ১৫০২৩। এর সমর্থনে মা'মার থেকে হাম্মাদ সূত্রে মুরসাল সূত্রেও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৯৮৩. বুখারী ২৩৩৫, আহমাদ ২৪৩৬২।

৯১৬। সা'ঈদ ইবনু যায়দ থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি অনাবাদী মৃত জমিকে আবাদ করবে ঐ জমি তারই হবে। -তিরমিযী একে হাসান বলেছেন, আর তিনি বলেছেন, এটা মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

বর্ণনাকারী 'সাহাবী' নির্ণয়ের ব্যাপারে মতভেদ আছে– কেউ বলেছেন জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু), কেউ বলেছেন 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা), কেউ বলেছেন 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), তবে প্রথম মত জাবির (রাঃ) অধিক অগ্রগণ্য।[৯৮৪]

مَا جاءَ فِي الْحِمَى

চারণভূমি প্রসঙ্গে

٩١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯১৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, সা'ব বিন জাস্‌সামাহ আল-লাইসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, চারণভূমি সংরক্ষিত করা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ) ছাড়া আর কারো অধিকারে নেই।[৯৮৫]

٩١٨ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ.

৯১৮। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বা উদ্দেশ্যহীনভাবে কাকেও কোন রকম কষ্ট দেয়া বৈধ নয়।[৯৮৬]

٩١٩ - وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مُرْسَلٌ.

৯১৯। ইবনু মাজাহয় আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃকও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আর হাদীসটি মুওয়াত্তায় রয়েছে মুরসালরূপে।[৯৮৭]

مِنْ انْوَاعِ الْاحْيَاءِ

অনাবাদী জমি আবাদ করার প্রকার সমূহ

---

৯৮৪. তিরমিযী ১৩৭৮, ১৩৭৯, আবূ দাউদ ৩০৭৩।

৯৮৫. বুখারী ২৩৭০, মুসলিম ১৭৪৫,তিরমিযী ১৫৭০, আবু দাউদ ২৬৭২,৩০৮৩,৩০৮৪, ইবনু মাজাহ ২৮৩৯, আহমাদ ২৭৯০২,২৭৮০৯,১৬২৪৩।

৯৮৬. ইবনু মাজাহ ২৩৪১,আহমাদ ২৮৬২।

৯৮৭. বাইহাকী, সুনান আল কুবরা (৬/৬৯), ইমাম নববী আল আরবাউনা (৩২) গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন। ইমাম যাহাবী মীযানুল ই'তিদাল (২/৬৬৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবদুল মালিক বিন মু'আয আন নুসাইবী রয়েছে। আমি তাকে চিনি না। অনুরূপ হাদীস উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) থেকে, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

٩٢٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ الْجَارُوْدِ.

৯২০। সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমিকে প্রাচীরবেষ্টিত করে নিবে ঐ স্থান তারই হবে। -ইবনু জারূদ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৯৮৮]

حَرِيْمُ الْبِئْرِ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ

বিরানভূমিতে কূপ খননকারীর অধিকার

٩٢١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

৯২১। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কূপ খনন করবে তার জন্য ঐ কূপের সংলগ্ন চল্লিশ হাত স্থান তার গৃহ পালিত পশুর অবস্থান ক্ষেত্ররূপে তার অধিকারভুক্ত হবে। –ইবনু মাজাহ দুর্বল সানাদে।[৯৮৯]

مَا جَاءَ فِيْ اقْطَاعِ الْاَرَاضِيْ

জমি বরাদ্দ প্রসঙ্গ

٩٢٢ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

৯২২। 'আলাকামাহ বিন ওয়ায়িল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি পিতা (ওয়ায়েল) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে হায্রা মাওত নামক স্থানে কিছু জমি জায়গীরস্বরূপ দিয়েছিলেন। -ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[৯৯০]

٩٢٣ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ فَقَالَ: "أَعْطُوْهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيْهِ ضَعْفٌ.

৯২৩। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর জন্য তার ঘোড়ার দৌড়ানোর শেষ সীমা পর্যন্ত জমি দেয়ার জন্য বরাদ্দ করলেন। অতঃপর তিনি ঘোড়া দৌড়ালেন ও তা একস্থানে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর তিনি তার চাবুকখানি নিক্ষেপ করলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবার বললেন, তাকে তাঁর চাবুক নিক্ষিপ্ত হবার স্থান পর্যন্ত দিয়ে দাও। –এর সানাদে দুর্বলতা আছে।[৯৯১]

---

৯৮৮. আবু দাউদ ৩০৭৭,আহমাদ ২৭৭০৬, ১৯৭২৬।

৯৮৯. ইবনু মাজাহ ২৪৮৬।

৯৯০. আবু দাউদ ৩০৫৮, ৩০৫৯, তিরমিযী ১৩৮১, আহমাদ ২৬৬৯, ,দারেমী ২৬০৯।

৯৯১. আবু দাউদ ৩০৭২। ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ৩/১৩৫ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবদুল্লাহ বিন আমর বিন খাফস নামক বিতর্কিত বর্ণনাকারী রয়েছে। ইবনু উসাইমীন তাঁর বুলুগুল মারাম ৪/২৭০ গ্রন্থেও এর সনদে

اشْتِرَاكُ النَّاسِ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَا وَالنَّارِ

ঘাস, পানি এবং আগুনে মানুষের সমভাবে শরীক

٩٢٤ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৯২৪। একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নাবী (ﷺ) এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছিলাম। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, সমস্ত মানুষ তিনটি বস্তুতে সমভাবে অংশীদার–ঘাস, পানি ও আগুন। –এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।[৯৯২]

بَابُ الْوَقْفِ

অধ্যায় (১৭) : ওয়াক্ফের বিবরণ

مَا يَدُوْمُ مِنْ عَمَلِ الْانْسَانِ بَعْدَ مَوْتِهِ

মৃত্যুর পরও মানুষের যে আমল অব্যাহত থাকে

٩٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯২৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মৃত্যুর পর মানুষের তিনটি 'আমল ব্যতীত সকল 'আমল বন্ধ হয়ে যায়। সাদাকাতুল জারিয়াহ, উপকারী 'ইলম বা বিদ্যা, সৎ সন্তান যে (পিতা-মাতার জন্য) দু'আ করে।[৯৯৩]

حُكْمُ الشُّرُوْطِ فِي الْوَقْفِ

ওয়াকফের শর্তসমূহ

٩٢٦ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ".

দুর্বলতার কথা বলেছেন। শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ ৩০৭২, আত তালীকাত আর রযীয়্যাহ ২/৪৫৯ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম শওকানী আদ দুরারী আল মাযীয়্যাহ ২৮০ ও নাইলুল আওত্বার ৬/৫৬ গ্রন্থদ্বয়ে উক্ত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন খাফস নামক বর্ণনাকারীকে বিতর্কিত বলেছেন।

৯৯২. আবু দাউদ ৩৪৭৭, আহমাদ ২২৫৭০।

৯৯৩. বুখারী ২১০৭, ,২১০৯,২১১১, মুসলিম ১৫৩১, তিরমিযী ১২৪৬, নাসায়ী ৪৪৬৫,৪৪৬৬, ৪৪৬৮, আবু দাউদ ৩৪৫৪, ইবনু মাজাহ ২১৮১,২৮৩৬, আহমাদ ৩৬৯, ৪৪৭০মালেক ১৩৭৪,দারেমী ২৪৫১।

قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوْرَثُ، وَلَا يُوْهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيْقًا» غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ».

৯২৬। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি যা ইতোপূর্বে আর কখনো পাইনি। (আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কী আদেশ দেন?) আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে জমির মূলস্বত্ত ওয়াক্‌ফে রাখতে এবং উৎপন্ন বস্তু সদাকাহ করতে পার।' ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ শর্তে তা সদাকাহ (ওয়াক্‌ফ) করেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, তা দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না।' তিনি সদাকাহ করে দেন এর উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহ্‌র রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য। (রাবী আরও বললেন) তার দায়িত্বশীল তা ন্যায়সঙ্গতভাবে খেলে দোষ নেই। বন্ধুকে খাওয়াতে পারবে[৯৯৪] যদি সে নিজস্ব স্বার্থে মাল বৃদ্ধিকারী না হয়। –শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, তার মূল বস্তুকে ওয়াক্‌ফ করে রাখ, বিক্রয় করা, হেবা করা চলবে না বরং তার ফল খরচ করে দিতে হবে।[৯৯৫]

حُكْمُ وَقْفِ الْمَنْقُوْلِ

ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু স্থানান্তর করার বিধান

٩٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : «بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ» الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ : «وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اِحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯২৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে যাকাত ওসুল করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। (এটা দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ) (তাতে আছে) 'কিন্তু খালেদ বিন-অলিদ স্বীয় বর্মগুলো ও অস্ত্রসমূহকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যবহারের জন্য (জিহাদের জন্য) ওয়াক্‌ফ করে রেখেছিলেন।[৯৯৬]

---

৯৯৪. বুখারীর বর্ণনায় আছে, কিংবা বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ালে কোন দোষ নেই। তবে তা সঞ্চয় করা যাবে না।

৯৯৫. বুখারী ২৭৩৭, ২৭৬৪, ২৭৭২, ২৭৭৩, মুসলিম ১৬৩৩, তিরমিযী ১২৭৫, নাসায়ী ৩৬০৩, ৩৬০৪, আবু দাউদ ২৮৭৮, ইবনু মাজাহ ২৩৮৬,২৩৯৭, আহমাদ ৪৫৯৪,৫১৫৭।

৯৯৬. বুখারী ১৪৬৮, মুসলিম ৯৮৩, ,তিরমিযী ৩৭৬১, ২৪৬৪।

بَابُ الْهِبَةِ

অধ্যায় (১৮) : হিবা বা দান, উম্‌রী বা আজীবন দান ও রুক্‌বা দানের বিবরণ

النَّهْيُ عَنْ تَفْضِيْلِ بَعْضِ الْاَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ

দান করার ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে তারতম্য করা নিষেধ

٩٢٨ - عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : «إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا"؟ فَقَالَ : لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " فَارْجِعْهُ"».

وَفِي لَفْظٍ : «فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ : " أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ"؟ قَالَ : لَا قَالَ: " اِتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ " فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ : «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" ثُمَّ قَالَ : " أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً"؟ قَالَ : بَلَى قَالَ : " فَلَا إِذًا».

৯২৮। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, তার পিতা তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এলেন এবং বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব পুত্রকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ। তিনি বললেন, না; তিনি বললেন, তবে তুমি তা ফিরিয়ে নাও।[৯৯৭]

অন্য শব্দে এরূপ আছে– আমার পিতা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে হাজির হলেন যাতে করে তাঁকে এ ব্যাপারে সাক্ষী করে নিতে পারেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, তোমার প্রত্যেক ছেলের জন্য কি এরূপ দান করেছ? সাহাবী বললেন, না, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমার সন্তানদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন কর। ফলে আমার পিতা [বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বাড়ি ফিরে এলেন ও ঐ দান ফেরত নিলেন।[৯৯৮]

মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় আছে– নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তবে তুমি এর জন্য আমাকে ব্যতীত অন্যকে সাক্ষী করে রাখ। তারপর বললেন, তুমি কি পছন্দ কর যে, তোমার প্রতি তারা (পুত্রগণ) সমভাবে সদ্ব্যবহার করুক। সহাবী বললেন, হ্যাঁ, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে তুমি এরূপ করো না।[৯৯৯]

تَحْرِيْمُ الرُّجُوْعِ فِي الْهِبَةِ

দান করে ফিরিয়ে নেওয়া হারাম

---

৯৯৭. বুখারী ২৫৮৬, মুসলিম ২৫০০।

৯৯৮. বুখারী ২৫৮৭, তিরমিযী ১৩৬৭, নাসায়ী ৩৬৭২-৩৬৮৫, আবূ দাউদ ৩৫৪২, ইবনু মাজাহ ২৩৭৫, ২৩৭৬, আহমাদ ১৭৮৯০, ১৭৯০২, মালিক ১৪৭৩।

৯৯৯. মুসলিম ১৬২৩।

٩٢٩ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيْءُ، ثُمَّ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ" » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

• وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُوْدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ»

৯২৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে এরপর তার বমি খায়।

বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় আছে, খারাপ উপমা দেয়া আমাদের জন্য শোভনীয় নয় তবু যে দান করে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মতো, যে বমি করে তা আবার খায়।[১০০০]

جَوَازُ رُجُوْعِ الْوَالِدِ فِيْ هِبَتِهِ لِوَالِدِهِ

ছেলেকে দান করা বস্তু পিতার ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ

٩٣٠ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا ؛ إِلَّا الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

৯৩০। ইবনু 'উমার ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন মুসলিমের জন্য কিছু দান করার পর পুনরায় তা ফেরত নেয়া হালাল নয়। তবে পিতা তার পুত্রকে যা দান করে তা ফেরত নিতে পারে। –তিরমিযী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন।[১০০১]

مَشْرُوْعِيَّةُ قُبُوْلِ الْهَدِيَّةِ

উপঢৌকন গ্রহণ করা

٩٣١ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৩১। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীয়া (উপঢৌকন) গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন।[১০০২]

১০০০. বুখারী ২৫৮৯, ২৬২১, ২৬২২, মুসলিম ১৬২২, তিরমিযী ১২৯৮, নাসায়ী ৩৬৯৩, ৩৬৯৪,আবু দাউদ ৩৫৩৮, ইবনু মাজাহ ২৩৮৫, ,আহমাদ ১৮৭৫, ৩২৫৯।

১০০১. আবু দাউদ ৩৬৩৯, তিরমিযী ২১৩২, ইবনু মাজাহ ২৩৭৭, ২৪৮২, নাসাঈ ৩৬৯০, আহমাদ ২১২০, ৪৭৯৫। ইবনু হিব্বান ৫১০১ এবং হাকিমের (২/৪৬) বর্ণনায় আরো রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন কিছু দান করার পর আবার তা ফিরিয়ে নিয়ে নেয় সে ঐ কুকুরের মত যে পেট পূর্ণ করার পর বমি করে এবং কিছুক্ষণ পর আবার সেই বমির দিকে প্রত্যাবর্তন করে (অর্থাৎ আবার তা খায়)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

১০০২. বুখারী ২৫৮৫, তিরমিযী ১৯৫৩, আবু দাউদ ৩৫৩৬, আহমাদ ২৪০৭০।

٩٣٢ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ : " رَضِيْتَ"؟ قَالَ : لَا فَزَادَهُ، فَقَالَ : "رَضِيْتَ"؟ قَالَ : لَا فَزَادَهُ قَالَ : "رَضِيْتَ"؟ قَالَ : نَعَمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

৯৩২। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে কোন এক ব্যক্তি একটি উট দান করেছিল। নাবী (ﷺ) তার প্রতিদান দিয়ে বললেন, –তুমি কি সন্তুষ্ট হলে? সে বলল–না, তিনি তাকে আরো দিয়ে বললেন সন্তুষ্ট হলে? সে বলল, না। তিনি তাকে আরো দিয়ে বললেন, সন্তুষ্ট হলে? এবারে সে বলল, জী-হাঁ। –ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[১০০৩]

مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَي وَالرُّقْبَي

উমরা এবং রুকবা প্রসঙ্গ[১০০৪]

٩٣٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ : «أَمْسِكُوْا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوْهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ» وَفِي لَفْظٍ : «إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُوْلَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا».

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ : «لَا تُرْقِبُوْا، وَلَا تُعْمِرُوْا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».

৯৩৩। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, উমরী বা আজীবন দান তার জন্য সাব্যস্ত হবে যার জন্য তা হেবা করা হয়েছে।[১০০৫]

মুসলিমে আছে– তোমাদের মাল তোমাদের জন্য রাখ, তা নষ্ট করে ফেল না। যদি কেউ কাউকে জীবনতক দান করে তাহলে এ দান তার জীবন ও মরণতকই হবে, আর তার মৃত্যুর পর তার সন্ত ানগণেরও হবে।

অন্য শব্দে এরূপ এসেছে– নাবী (ﷺ) বৈধ বলেছেন ঐ উমরী দান যাতে হিবাকারী বলবে যে, এ দান তোমার জন্য ও তোমার সন্তানদের (ওয়ারিসদের) জন্যও। কিন্তু যদি বলে এ দান তোমার জীবনতক মাত্র। তাহলে ঐ দান সিদ্ধ না হয়ে মালিকেরই থেকে যাবে।[১০০৬]

১০০৩. আহমাদ ৭৫০, ৭৮২, ৭৮৩, মালিক ২৭৬, নাসায়ী ১২৮, ১২৯, ইবনু মাজাহ ৫৫২, দারিমী ৭১৪, ইবনু হিব্বান ১১৪৬।

১০০৪. العمرى (উমরা) হচ্ছে কাউকে কোন বস্তুর মালিক বানানোর পদ্ধতি। এর ধরণ হচ্ছে- কেউ কাউকে বললো, তোমার জীবিত থাকা পর্যন্ত এ ঘর আমি তোমাকে দিলাম। তোমার মৃত্যুর পর আমি আবার ফিরিয়ে নেব। অথবা আমার মৃত্যু পর্যন্ত তুমি মালিক। আমি মারা যাওয়ার পর তুমি এ ঘর আমার পরিবারকে ফেরত দিবে। আর الرقى (রুকা) হচ্ছে- কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ঘর দিয়ে দিল এ শর্তে যে, আমাদের মধ্যে যে পরে মারা যাবে সেই এর মালিক।

১০০৫. বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) 'উমরাহ (বস্তু) সম্পর্কে ফায়সালা দিয়েছেন যে, যাকে দান করা হয়েছে, সে-ই সেটার মালিক হবে।

১০০৬. মুসলিমের বর্ণনায় আরো রয়েছে, মা'মার (রঃ) বলেন, ইমাম যুহরী (রঃ) এর উপরই ফতোয়া দান করতেন।

আবূ দাউদে ও নাসায়ীতে আছে– তোমরা রুক্বা ও উমরা করবে না। যে কিছু রুক্বা বা উম্রা করবে তাহলে তা তার ওয়ারিসদের জন্যও হবে।[১০০৭]

نَهْيُ الْمُتَصَدِّقِ عَنْ شِرَاءِ صَدَقَتِهِ

সদকা দানকারীর স্বীয় সদকা গ্রহণ করা নিষেধ

٩٣٤ - وَعَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ : «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : " لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ... » الْحَدِيْثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৩৪। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক লোককে আমি আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় আরোহণের জন্য দান করলাম। ঘোড়াটি যার নিকট ছিল, সে তার চরম অযত্ন করল। তাই সেটা আমি তার নিকট হতে কিনে নিতে চাইলাম। আমার ধারণা ছিল যে, সে তা কম দামে বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এক দিরহামের বিনিময়েও যদি সে তোমাকে তা দিতে রাজী হয় তবু তুমি তা ক্রয় কর না। (এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ।)[১০০৮]

مَا جَاءَ فِيْ اسْتِحْبَابِ الْهَدِيَّةِ وَاثَرِهَا

হাদিয়া (উপহার) দেয়া মুস্তাহাব এবং এর প্রভাব

٩٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «تَهَادُوْا تَحَابُّوْا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي " الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ " وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৯৩৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, অন্যকে হাদীয়া দাও তাহলে আপোষে ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারবে। বুখারী তাঁর আদাবুল মুফ্রাদে ও আবূ ইয়া'লা–উত্তম সানাদে।[১০০৯]

٩٣٦ - وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيْمَةَ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

৯৩৬। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–আপোষে উপঢৌকন দিতে থাকো, কেননা উপঢৌকন দ্বারা মনের হিংসা-বিদ্বেষজনিত গ্লানি দূর হয়ে যায়। –বায্যার দুর্বল সানাদে।[১০১০]

১০০৭. বুখারী ২৬২৫, মুসলিম ১৬২৫, তিরমিযী ১৩৫০, ১৩৫১, নাসায়ী ৩৭২৭, ৩৭৩১, ৩৭৩৬।

১০০৮. বুখারী ১৪৯০, ২৬২৩, ২৬৩৬, ২৯৭০, মুসলিম ১৬২০, তিরমিযী ৬৩৮, নাসায়ী ২৬১৫, ২৬১৬, আবূ দাউদ ১৫৯৩, ইবনু মাজাহ ২৩৯০, ২৩৯২, আহমাদ ১৬৭, ২৬০, ২৮৩, মুওয়াত্তা মালেক ৬২৪, ৬২৫। বুখারীতে রয়েছে, . ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, খারাপ উপমা দেয়া আমাদের জন্য শোভনীয় নয় তবু যে দান করে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মতো, যে বমি করে তা আবার খায়।

১০০৯. বুখারী ৫৫৩, ৫৯৪ নাসায়ী ৪৭৪, ইবনু মাজাহ ৬৯৪, আহমাদ ২২৪৪৮, ২২৫১৭।

٩٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৩৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীর হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশ্‌তযুক্ত হাড় হলেও।[১০১১]

حُكْمُ هِبَةِ الثَّوَابِ

সাওয়াবের আশায় দান করার বিধান

٩٣٨ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوْظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ

৯৩৮। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন হেবা বা দান করে সেই তার উপর বেশী হক্‌দার, যতক্ষণতার কোন বিনিময় প্রাপ্ত না হয়। –হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন; মাহফূয (সংরক্ষিত) সানাদ হিসেবে এটা ইবনু 'উমার হতে, উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কথা বর্ণিত।[১০১২]

بَابُ اللُّقَطَةِ

অধ্যায় (১৯) : পড়ে থাকা বস্তুর বিধি নিয়ম

جَوَازُ اخْذِ الشَّيْءِ الْيَسِيْرِ وَانَّهُ لَيْسَ بِلُقْطَةٍ

পড়ে থাকা সামান্য বস্তু নেওয়া জায়েয আর এটা পড়ে থাকা বস্তুর বিধানে ধর্তব্য নয়

٩٣٩ - عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : «مَرَّ النَّبِيُّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ، فَقَالَ : " لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০১০. ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ৩/১৪৫ গ্রন্থে বলেন, এর বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে। এর যতগুলো সনদ আছে এর কোনটিই বিতর্কমুক্ত নয়। ইমাম হাইসামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/১৪৯ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আয়িয বিন শুরাইহ নামক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ৬/৪৫ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে বকর বিন বাক্কার দুর্বল বর্ণনাকারী। তিনি যঈফুল জামে ২৪৯২ গ্রন্থেও একে দুর্বল বলেছেন। বাযযার ১৯৩৭।

১০১১. বুখারী ৬০১৭, মুসলিম ১০৩০, তিরমিযী ২১৩০, আহমাদ ৭৫৩৭, ৮০০৫। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী "ফাতহুল বারী'তে فرسن শব্দের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ তা একটি ছোট হাড় যেখানে গোশত কম থাকে।

১০১২. ইমাম দারাকুতনী তাঁর সুনান (২/৬৩৭) গ্রন্থে বলেন, এটি মারফূ' হিসেবে সাব্যস্ত নয়, রবং সঠিক হচ্ছে এটি মাওকূফ। ইমাম বাইহাকী আসসুনান কুবরা (৬/১৮১) গ্রন্থে বলেন, এর মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। শাইখ আলবানী যঈফুল জামে ৫৮৮৩, সিলসিলা যঈফা ৩৬২ গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

৯৩৯। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাস্তায় পড়ে থাকা খেজুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমার যদি আশঙ্কা না হত যে এটি সাদাকার খেজুর তাহলে আমি এটা খেতাম।[১০১৩]

احْكَامُ اللُّقَطَةِ

কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বিধানাবলী

٩٤٠ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: " اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا" قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟قَالَ: "هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ " قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟قَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৪০। যায়দ ইবনু খালিদ জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে এসে পতিত (হারানো) বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তুমি তার থলে ও বাঁধন চিনে রাখ তার পর তা এক বছর ধরে ঘোষণা দিতে থাকো, যদি মালিক এসে যায় ভাল, নচেৎ তুমি তাকে ব্যবহারে নিতে পারবে। লোকটি বলল ঃ 'হারানো ছাগল পাওয়া গেলে?' তিনি বললেন, 'সেটি তোমার হবে, নাহলে তোমার ভাইয়ের, না হলে বাঘের।' লোকটি বলল, হারানো উটের কি হবে? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'উট নিয়ে তোমার কী হয়েছে? তার তো আছে পানির মশক ও শক্ত পা। পানির নিকট যেতে পারে এবং গাছ খেতে পারে। কাজেই তাকে ছেড়ে দাও, এমন সময়ের মধ্যে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।'[১০১৪]

٩٤١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৪১। যায়দ বিন খালিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি হারানো পশুকে আশ্রয় দেবে প্রচার না করা পর্যন্ত সে পথভ্রষ্ট (অন্যায়কারী) বলে গণ্য হবে।[১০১৫]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْاشْهَادِ عَلَى اللُّقَطَةِ

হারানো বস্তু পেলে কাউকে সাক্ষী করে রাখার বৈধতা

٩٤٢ - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ، وَابْنُ حِبَّانَ.

১০১৩. বুখারী ২০৫৫, ২৪৩১, ২৪৩৩, মুসলিম ১০৭১, আবূ দাউদ ১৬৫১, ১৬৫২, আহমাদ ২৭৪১৮, ১১৯৩৪।

১০১৪. বুখারী ৯১, ২৩৭২, ২৪২৭, ২৪২৮, ২৪৩০, ২৪৩৬, মুসলিম ১৭২২, তিরমিযী ১৩৭২, আবূ দাউদ ১৭০৪, ১৭০৬, ইবনু মাজাহ ২৫০৪, ২৫০৭, আহমাদ ১৬৫৯৮, মুওয়াত্তা মালেক ১৪৮২।

১০১৫. মুসলিম ১৭২৫, আহমাদ ১৬৭৭।

৯৪২। ইয়ায্ বিন হিমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন হারানো বস্তু পাবে সে যেন নির্ভরযোগ্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী করে রাখে এবং ঐ বস্তুর পাত্র ও তার বন্ধন (সঠিক পরিচয় লাভের নিদর্শনগুলো) তার স্বীয় অবস্থায় ঠিক রাখে, অতঃপর তাকে গোপন বা গায়েব করে না রাখে। তারপর যদি ঐ বস্তুর মালিক এসে যায় তাহলে সেই প্রকৃত হকদার হবে, অন্যথায় তা আল্লাহ্র মাল হিসেবে যাকে তিনি দেন তারই হবে। –ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু জারূদ ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[১০১৬]

حُكْمُ لُقْطَةِ الْحَاجِّ

হজ্ব সম্পাদনকারীর পড়ে থাকা কোন বস্তু উঠানোর বিধান

٩٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৪৩। 'আবদুর রহমান বিন 'উসমান তাইমী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজ্ব পালনকারীদের পড়ে থাকা কোন বস্তু উঠাতে নিষেধ করেছেন।[১০১৭]

حُكْمُ لُقْطَةِ الْمُعَاهِدِ

চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তির পড়ে থাকা কোন মাল উঠানোর বিধান

٩٤٤ - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

৯৪৪। মিক্দাদ্ বিন মা'দীকারিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সাবধান! তীক্ষ্ম বড় দাঁতধারী হিংস্র পশু, গৃহপালিত গাধা আর যিম্মীদের পড়ে থাকা কোন মাল তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে যদি যিম্মী মালিক সেটাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করে তাহলে তা কুড়িয়ে নেয়া যাবে।[১০১৮]

بَابُ الْفَرَائِضِ

অধ্যায় (২০) : ফারায়িয বা মৃতের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির বণ্টন বিধি

تَقْدِيْمُ اصْحَابِ الْفُرُوْضِ عَلَى الْعَصَبَاتِ

আসাবাদের পূর্বে আসহাবুল ফারায়েয মীরাস পাবে[১০১৯]

٩٤٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০১৬. আবূ দাউদ ১৭০৯, ইবনু মাজাহ ২৫০৫, আহমাদ ১৭০২৭, ১৭৮৭২।

১০১৭. মুসলিম ১৭২৪, আবূ দাউদ ১৭১৯, আহমাদ ১৫৪৬।

১০১৮. আবূ দাউদ ৩৮০৪।

১০১৯. আসাবাহ সে সমস্ত ওয়ারিসকে বলা হয় যাদের নির্ধারিত কোন অংশ নেই। 'যাবিল ফুরুয' বা নির্ধারিত অংশ-ওয়ালাদেরকে অংশ বের করে দেয়ার পর এরা অবশিষ্টাংশের ওয়ারিস হয় এবং কিছু অবশিষ্ট না থাকলে বঞ্চিত হয়।

৯৪৫। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সুনির্দিষ্ট অংশের হকদারদের মীরাস পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বাকী থাকবে তা (মৃতের) নিকটতম পুরুষের জন্য।[১০২০]

لا تَوَارُثَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ

মুসলমান এবং কাফেরের মাঝে উত্তরাধিকার সূত্র নেই

٩٤٦ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৪৬। উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুসলিম কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না, আর কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।[১০২১]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الْاخَوَاتَ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

বোনেরা মেয়ের সাথে আসাবাহ হয়

٩٤٧ - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ - «قَضَى النَّبِيُّ " لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৯৪৭। ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফয়সলা করেছেন, কন্যা পাবে অর্ধাংশ আর পৌত্রী পাবে ষষ্ঠাংশ। এভাবে দু'তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে। বাকী এক তৃতীয়াংশ পাবে বোন।[১০২২]

১০২০. বুখারী ৬৭৩২, ৬৭৩৫, ৬৭৩৭, ৬৭৪৫, মুসলিম ১৬১৫, তিরমিযী ২০৯৪, আবূ দাউদ ২৮৯৮, ইবনু মাজাহ ২৭৪০, ২৬৫২, ২৬৫৭, দারেমী ২৯৮৬।

১০২১. বুখারীতে المسلم শব্দের স্থলে المؤمن শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; দু স্থানেই। বুখারী ১৫৮৮, ৩০৫৮, ৪২৮৩, ৬৭৬৩, মুসলিম ১৬১৪, তিরমিযী ২১০৭, আবূ দাউদ ২৯০৯, ইবনু মাজাহ ২৭২৯, ২৭৩০, আহমাদ ২১৩০১, ২১৩১৩, মুওয়াত্তা মালেক ১১০৪, ১১০৫, দারেমী ২৯৯৮, ৩০০০।

১০২২. বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, عن هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى ؛ عن ابنة . وابنة ابن وأخت ؟ فقال : للابنة النصف . وللأخت النصف . وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى ؟ فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي –صلى الله عليه وسلم– : ... فذكره . وزاد : فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود . فقال : "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم" হুযায়ল ইব্নু শুরাহ্বীল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) -কে কন্যা, পুত্রের কন্যা এবং ভগ্নির (মীরাস) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তখন তিনি বললেন, কন্যার জন্য অর্ধেক আর ভগ্নির জন্য অর্ধেক। (তিনি বললেন) তোমরা ইব্নু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) -এর কাছে যাও, তিনিও হয়ত আমার মতই বলবেন। অতঃপর ইব্নু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) -কে জিজ্ঞেস করা হল এবং আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যা বলেছেন সে সম্পর্কে তাঁকে জানানো হল। তিনি বললেন, (ও রকম সিদ্ধান্ত দিলে) আমি তো পথভ্রষ্ট হয়ে যাব, হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না। আমি এ ব্যাপারে ঐ ফায়সালাই দিচ্ছি, যে ফায়সালা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদান করেছিলেন। কন্যা পাবে অর্ধাংশ আর পৌত্রী পাবে ষষ্ঠাংশ। এভাবে দু'তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে। বাকী এক তৃতীয়াংশ পাবে বোন। এরপর আমরা আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) -এর কাছে আসলাম এবং ইব্নু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যা বললেন, তা তাকে জানালাম। তখন তিনি বললেন ঃ এ অভিজ্ঞ মনীষী যতদিন তোমাদের মাঝে থাকবে ততদিন আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করো না। বুখারী ৬৭৩৬, ৬৭৪২, তিরমিযী ২০৯৩, আবূ দাউদ ২৮৯০, ইবনু মাজাহ ২৭২১, আহমাদ ৩৬৮৪, ৪০৬২।

لا تَوَارُثَ بَيْنَ اَهْلِ مِلَّتَيْنِ

দুই ভিন্ন ধর্মের লোকদের মাঝে উত্তরাধিকার সূত্র নেই

٩٤٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ.

৯৪৮। 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দু'টি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা একে অপরের ওয়ারিস হবে না। -ইমাম হাকিম (রহ) উসামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বর্ণিত শব্দ বিন্যাসে এবং নাসায়ী (রহঃ) উসামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসকে অত্র ('আবদুল্লাহ্-এর) হাদীসের শব্দে বর্ণনা করেছেন।[১০২৩]

مِيْرَاثُ الْجَدِّ

দাদার মীরাছ (উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ)

٩٤٩ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : «إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيْرَاثِهِ؟ فَقَالَ : " لَكَ السُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : " إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيْلَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

৯৪৯। 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো, আমার ছেলের ছেলে নাতির মৃত্যু হয়েছে, তার মিরাস থেকে আমার জন্য কি হক রয়েছে? তিনি বললেন– এক ষষ্ঠাংশ। লোকটি ফিরে গেলে আবার তাকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডেকে বললেন, তোমার জন্য আর এক ষষ্ঠাংশ। লোকটি ফিরলে পুনরায় তাকে ডেকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে দিলেন এর পরবর্তী ষষ্ঠাংশ তোমার খাদ্যের জন্য (আসবাবরূপে) প্রাপ্ত। –তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন, এটা 'ইমরান থেকে হাসান বাসরীর বর্ণনায় রয়েছে। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে– হাসান বাসরী 'ইমরান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে শ্রবণ করেননি।[১০২৪]

১০২৩. আবূ দাউদ ২৯১১, ইবনু মাজাহ ২৭৩১, আহমাদ ৬৬২৬, ৬৮০৫।

১০২৪. তিরমিযী ২০৯৯, আবূ দাউদ ২৮৯৬।

ইবনু উসাইমীন শরহে বুলুগুল মারাম ৪/৩৬৯ গ্রন্থে একে মুনকাতি বলেছেন। আবদুর রহমান মুবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৫১৮ গ্রন্থে বলেন, الحسن أسند ابن أبي حاتم عن الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين شيئا] এর সনদে রয়েছে হাসান, ইবনু আবূ হাতিম ইমামগণ থেকে এটি বর্ণনা করেন যে, হাসান ইমরান বিন হুসাইন থেকে কোন কিছুই শুনেনি। শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ২৯৯৬ ও যঈফ আবূ দাউদে (২৮৯৬) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।

مِيْرَاثُ الْجَدَّةِ

দাদীর মীরাছ

٩٥٠ - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ﷺ، عَنْ أَبِيهِ ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا أُمٌّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ، وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ.

৯৫০। ইবনু বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃতের মাতা না থাকার অবস্থায় সম্পত্তি থেকে দাদীর জন্য এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। -ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু জারূদ সহীহ্ বলেছেন আর ইবনু আদী হাদীসটিকে শক্তিশালী বলেছেন।[১০২৫]

مِيْرَاثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

রক্ত সম্পর্কীয়দের মীরাছ

٩٥١ - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

৯৫১ মিকদাদ্ ইবনু মা'দীকারিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– যার কোন ওয়ারিস নেই, তার মামা তার ওয়ারিস হবে। -আবু যুর'আতার্ রাযী হাসান বলেছেন এবং হাকিম ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[১০২৬]

٩٥٢ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ﷺ قَالَ : «كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : " اللهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

৯৫২। আবূ উমামাহ ইবনু সহ্ল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'উমার (রাঃ) আবূ উবায়দাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে লিখে জানিয়েছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যার কোন অভিভাবক নেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তার অভিভাবক এবং যার কোন ওয়ারিস নেই মামাই তার ওয়ারিস। –তিরমিযী একে হাসান বলেছেন এবং ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।[১০২৭]

مِيْرَاثُ الْحَمْلِ

বাচ্চার মীরাস

٩٥٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِذَا اِسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وُرِّثَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১০২৫. আবূ দাউদ ২৮৯৫।

১০২৬. ইবনু মাজাহ ২৭৩৮, আবূ দাউদ ২৮৯৯, ২৯০০, ২৯০১, আহমাদ ১৬৭২৩, ১৬৭৪৮।

১০২৭. তিরমিযী ২১০৩, ইবনু মাজাহ ২৭৩৭।

৯৫৩। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ভূমিষ্ঠ সন্তান যদি শব্দ করে চীৎকার দেয় তাহলে তাকে ওয়ারিস বলে গণ্য করতে হবে। –ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।[১০২৮]

حُكْمُ تَوْرِيْثِ الْقَاتِلِ

হত্যাকারীকে উত্তরাধিকারী করার বিধান

٩٥٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ.

৯৫৪। 'আম্‌র বিন শু'আইব হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হত্যাকারীর জন্য নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কোন অধিকার নেই। –হাদীসটিকে ইবনু 'আবদিল বার্ শক্তিশালী বলেছেন, নাসায়ী ইল্লাত বা ত্রুটিযুক্ত হাদীস বলেছেন, কিন্তু হাদীসটির 'আম্‌র এর উপর মাওকূফ হওয়াটাই সঠিক।[১০২৯]

اَلْاِرْثُ بِالْوَلَاءِ

ওয়ালা সূত্রে উত্তরাধিকারী

٩٥٥- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ الْمَدِيْنِيِّ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

৯৫৫। 'উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, মৃতের পিতা ও পুত্র যা অধিকার করবে তা আসাবা সূত্রেই পাবে, সে যেই হোন না কেন। –ইবনুল মাদানী ও ইবনু 'আবদিল বার্ সহীহ্ বলেছেন।[১০৩০]

مِنْ اَحْكَامِ الْوَلَاءِ

ওয়ালার বিধানাবলী

১০২৮. তিরমিযী ১০৩২, ইবনু মাজাহ ১৫০৮, ২৭৫০, ২৭৫১, দারেমী ৩১২৫।

১০২৯. ইমাম সনআনী তাঁর সুবুল সালাম (৩/১৫৯) গ্রন্থে বলেন, এর অনেক শাহেদ থাকার কারণে সামগ্রিকভাবে এর আমল রহিত হয় না। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে (৫৪২২) গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনু উমার থেকে বর্ণিত একই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। পক্ষান্তরে ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর মাওয়াফিকাতুল খবরিল খবর (২/১০৫) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত। ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর মুসনাদ আল ফারুক (১/৩৭৭) গ্রন্থে বলেন, এটি ইসমাঈল বিন আইয়্যাশ হেজাযীদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে কিনা ইসলামের প্রসিদ্ধ ইমামগণের নিকট অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম (৪/৩৮১) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়নি। আর তিনি তাঁর শরহুল মুমতি' (১১/৩১৯) গ্রন্থে বলেছেন, এটি বিশুদ্ধ নয়। ইমাম যাহাবী তাঁর তানকীহুত তাহকীক (২৫/১৫৯) গ্রন্থে বলেন, হেজাযীদের থেকে ইসমাইলের বর্ণনাসূত্রটি যঈফ।

১০৩০. আবূ দাউদ ২৯১৭, ইবনু মাজাহ ২৭৩২।

٩٥٦ – وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوْهَبُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ : مِنْ طَرِيْقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوْسُفَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৯৫৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দাসমুক্ত করার দ্বারা 'ওয়ালা'[১০৩১] নামে যে সম্পর্ক মুক্তকারী মুনিব ও দাসের মধ্যে স্থাপিত হয় তা বংশীয় সম্পর্কের ন্যায় (স্থায়ী)। সেটি বিক্রয় হয় না ও দানও করা যায় না। হাকিম শাফি'ঈ (রহ)-এর সূত্রে তিনি মুহাম্মদ বিন হাসান থেকে, তিনি আবূ ইউসুফ হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন; ইমাম বাইহাকী ত্রুটিযুক্ত বা দুর্বল বলেছেন।[১০৩২]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اعْلَمُ الصَّحَابَةِ بِالْفَرَائِضِ

ফারায়েযের ক্ষেত্রে যায়েদ বিন হারেছ (রা:) সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে বিজ্ঞ

٩٥٧ – وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

৯৫৭। আবূ কিলাবাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তোমাদের মধ্যে ফারায়িয বা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ে অধিক পারদর্শী। –তিরমিযী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম সহীহ বলেছেন কিন্তু এর উপর মুরসাল হবার ত্রুটি আরোপ করা হয়েছে।[১০৩৩]

بَابُ الْوَصَايَا

অধ্যায় (২১) : অসিয়তের বিধান

الْحَثُّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْوَصِيَّةِ

ওয়াসিয়্যাত দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদাণ

১০৩১. ওয়ালা হচ্ছে সেই মুক্ত দাস, যাকে মুক্ত করে দেয়া হলেও শুধুমাত্র সুসম্পর্কের কারণে মুনিব কর্তৃক সম্পত্তি থেকে কিছু প্রদান করা হয়।

১০৩২. ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর নাযরিয়াতুল আকদ (৮০) গ্রন্থে বলেন, এটি হাসান থেকে মুরসাল রূপে উত্তম সনদে বর্ণিত। বিন বায হাশিয়া বুলুগুল মারাম ৫৬২ গ্রন্থে বলেন, এর শাহেদ থাকার কারণে হাসান। ইবনু উসাইমীনও ৪/৩৮৪ গ্রন্থে একই কথা বলেছেন। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ১৭৩৮ ও ১৬৬৮ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। ইমাম সুয়ূত্বীও আল জামেউস সগীর ৯৬৮৭ গ্রন্থেও একে সহীহ বলেছেন।

১০৩৩. ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (৩/১৬১) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত কেননা, আবূ কিলাবা আনাস থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি। বিন বায (তাঁর) হাশিয়া বুলুলুগুল মারাম (৫৬৩) গ্রন্থে বলেন, মুরসালের কারণে হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত। ইবনু উসাইমীন তাঁর বুলুলুগুল মারামের শরাহ (৪/৩৮৬) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।

٩٥٨ – عَنْ اِبْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৫৮। ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির এটা উচিত নয় যে, কোন ব্যাপারে কোন ওয়াসিয়্যাত করতে ইচ্ছা করার পর লিখিত আকারে কাছে না রেখে দু'দিন অতিবাহিত করে।[১০৩৪]

بَيَانُ مِقْدَارِ مَا يُوْصَي بِهِ

কতটুকু পরিমাণ ওয়াসিয়্যাত করা হবে – এর বর্ণনা

٩٥٩ – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : «يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا اِبْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ : " لَا " قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ : " لَا " قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ : " الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৫৯। সা'দ বিন আবূ অক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি সম্পদশালী। আর একমাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার উত্তরাধিকারী নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু' তৃতীয়াংশ সদাকাহ করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি আবার নিবেদন করলাম, তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদেরকে খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।[১০৩৫]

১০৩৪. বুখারী ২৭৩৮, মুসলিম ১৬২৭, তিরমিযী ৯৭৪, ২১১৮, নাসায়ী ৩৬১৫, ৩৬১৮, আবূ দাউদ ২৮৬২, ইবনু মাজাহ ২৬৯৯, আহমাদ ৪৪৫৫, ৪৫৬৩, মুওয়াত্তা মালেক ১৪৯২।

১০৩৫. বুখারী ৫৬, ১২৯৫, ২৮৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, আবূ দাউদ ২৮৬৫, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, মুওয়াত্তা মালেক ১৪৯৫, দারেমী ৩১৯৬। বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে।

عن سعد بن أبي وقاص ، قال : عادني رسول الله –صلى الله عليه وسلم– في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يا رسول الله ! بلغني ما ترى من الوجع ، وأنا ذو مال ... الحديث . وزادا : " ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها . حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك . قال: قلت : يا رسول الله ! أخلّف بعد أصحابي ؟ قال : إنك لن تُخلّف ، فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله ، إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى يُنفع بك أقوامٌ ويُضرّ بك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرهم . ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة"

সা'দ ইব্নু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য আসতেন। একদা আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আমার রোগ চরমে পৌঁছেছে আর আমি সম্পদশালী। অতঃপর উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে। তারপর আরো রয়েছে, আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের হতে পিছনে থেকে যাব? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে

اسْتِحْبَابُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদাকাহ দান করা মুস্তাহাব

٩٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوْصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : " نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৯৬০। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু সদাকাহ করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হতে সদাকাহ করলে তিনি এর প্রতিফল পাবেন কি? তিনি [নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বললেন, হ্যাঁ। শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[১০৩৬]

حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

ওয়ারিছের জন্য ওয়াসিয়্যাত করার বিধান

٩٦١ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ.

৯৬১। আবূ উমামাহ বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব কোন ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা যাবে না। –আহমাদ ও তিরমিযী একে হাসান বলেছেন এবং ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু জারূদ একে শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন।[১০৩৭]

٩٦٢ - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، وَزَادَ فِي آخِرِهِ : «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

৯৬২। দারাকুতনী ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন–তার শেষে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, 'তবে যদি উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করে'। এর সানাদ হাসান।[১০৩৮]

থেকে নেক 'আমল করতে থাক, তাহলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তাছাড়া, সম্ভবত তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকার লাভ করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্! আমার সাহাবীগণের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস! সা'দ ইব্‌নু খাওলার জন্য (এ বলে) আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মাক্কাহ্য় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

১০৩৬. বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তুমি তাঁর পক্ষ থেকে সাদাকাহ কর। বুখারী ১৩২৮, ২৭৬০, মুসলিম ১০০৪, নাসায়ী ৩৬৪৯, আবূ দাউদ ২৮৮১, ইবনু মাজাহ ২৭১৭, আহমাদ ২৩৭৩০, মুওয়াত্তা মালেক ১৪৯০।

১০৩৭. আবূ দাউদ ৩৫৬৫, তিরমিযী ৬৭০, ইবনু মাজাহ ২২৯৫, ২৩৯৮, আহমাদ ২১৭৯১।

১০৩৮. ইমাম সুয়ূত্বী আল জামেউস সগীর ৯৭৫১, শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩০১০ ও যঈফুল জামে ৬১৯৮ গ্রন্থত্রয়ে একে দুর্বল বলেছেন। তবে শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ১৬৫৬ গ্রন্থে একে মুনকার বলেছেন।

Contents

بَيَانُ فَضْلِ اللهِ تَعَالَى بِشَرْعِيَّةِ الْوَصِيَّةِ

ওয়াসিয়্যাতের বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের বর্ণনা

٩٦٣ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ : " قَالَ النَّبِيُّ «إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ؛ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

৯৬৩। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের সওয়াবকে বৃদ্ধি করার সুযোগ দেবার জন্যে তোমাদের মালের তৃতীয়াংশ তোমাদের মৃত্যুর সময় তোমাদেরকে দান করেছেন।[১০৩৯]

٩٦٤ - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه.

৯৬৪। ইমাম আহমাদ ও বায্যার হাদীসটিকে আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[১০৪০]

٩٦٥ - وَابْنُ مَاجَهْ : مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

৯৬৫। আর ইবনু মাজাহ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। এর সকল সূত্র দুর্বল কিন্তু এক সূত্র অন্য সূত্র (সানাদ) দ্বারা শক্তিশালী হচ্ছে। (আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন।)[১০৪১]

بَابُ الْوَدِيعَةِ

অধ্যায় (২২) : কোন বস্তু আমানাত রাখা

حُكْمُ ضِمَانِ الْوَدِيعَةِ

কোন বস্তু কারো সংরক্ষনের জিম্মায় রাখার বিধান

٩٦٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ» أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

১০৩৯. ইবনু হাজার আসকালানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (৩/১৬৮) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইসমাঈল বিন আইয়াশ ও তার উসতায উতবা বিন হুমাইদ উভয়ে দুর্বল। ইবনুল মুলকিন তাঁর আল বাদরুল মুনীর (৭/২৫৪) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আল কাসিম বিন আবদুর রহমান রয়েছে যে কিনা দুর্বল। এর মধ্যে আরও রয়েছে ইসমাঈল বিন আইয়াশ তিনিও দুর্বল, (তার উসতায) উতবা বিন হুমাইদকে ইমাম আহমাদ দুর্বল বলেছেন। একই হাদীস সামান্য পরিবর্তিত শব্দে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) ও আবুদ দারদা ও আবূ উমামা আল বাহিলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর অবস্থাও একই। (নাইলুল আওত্বার (৬/১৪৯), সাইলুল জাররার (৪/৪৭৩), আত তালীকাতে রযীয়্যাহ (৩/৪১১)।

১০৪০. বাযযার ১৩৮২, আহমাদ ২৬৯৩৬।

১০৪১. ইবনু মাজাহ ২৭০৯।

৯৬৬। 'আম্‌র বিন শু'আইব হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কেউ কারো কাছে ওয়াদিয়া রাখলে (তা ধ্বংস হলে) তার কোন ক্ষতিপূরণ নাই। –এর সানাদ য'ঈফ।[১০৪২]

وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ.

وَبَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيْمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

হাফিয ইবনু হাজার (রহ) বলেছেন– সাদাকাহ বণ্টনের বর্ণনা যাকাতের বর্ণনার শেষে বর্ণিত হয়েছে; আর ফাই এবং গানীমাতের মালের বণ্টনের বর্ণনা জিহাদের বর্ণনার পরে বর্ণিত হবে ইন্‌শাআল্লাহ তা'আলা।

১০৪২. ইবনু মাজাহ ২৪০১। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৬/৩৮ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আল মুসান্না ইবনুস সাবাহ সে মাতরূক, লাহীআহ তাকে অনুসরণ করেছে। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ১৫৪৭, সহীহ ইবনু মাজাহ ১৯৫৯, সহীহুল জামে ৬০২৯, সিলসিলা সহীহা ২৩১৫ গ্রন্থে এসে হাসান বলেছেন।

كِتَابُ النِّكَاحِ

পর্ব (৮) : বিবাহ

التَّرْغِيْبُ فِي النِّكَاحِ

বিবাহ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

٩٦٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৬৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বলেছেন, হে যুব সম্প্রদায়! যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা বিয়ে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। সওম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে।[১০৬০]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الزَّوَاجَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

বিবাহ করা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সুন্নাত

٩٦٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ : " لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৬৮। আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (একদা) আল্লাহ্‌র জন্য স্তূতি বর্ণনা ও প্রশংসা করলেন, আর বললেন– আমি তো সলাত আদায় করি, ঘুমাই, সওম পালন করি, সওম (নফল) রাখি কোন সময়ে ত্যাগও করি, মহিলাদের বিবাহ করি (এসবই আমার আদর্শভুক্ত)। ফলে যে ব্যক্তি আমার তরীকাহ (জীবনযাপন পদ্ধতি) হতে বিমুখ হবে সে আমার উম্মাতের মধ্যে নয়।[১০৬১]

১০৬০. বুখারী ১৯০৫, ৫০৬৫, মুসলিম ১৪০০, তিরমিযী ১০৮১, নাসায়ী ২২৪০ , ২২৪১, ২২৪২, আবূ দাউদ ২০৪৬, ইবনু মাজাহ ১৮৪৫, আহমাদ ৩৫৮১, দারেমী ২১৬৫, ২১৬৬।

১০৬১. বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ১৪০১, নাসায়ী ৩২১৩, আহমাদ ১৩১২২, ১৩৩১৬। বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে-

عن أنس بن مالك – رضي الله عنه– يقول : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي –صلى الله عليه وسلم– يسألون عن عبادة النبي –صلى الله عليه وسلم– ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها . فقالوا : وأين نحن من النبي –صلى الله عليه وسلم– ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً ، فجاء رسول الله –صلى الله عليه وسلم– ، فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم . . . الحديث

আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর 'ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর স্ত্রীদের বাড়িতে আসল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন

اسْتِحْبَابُ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ

স্নেহপরায়ন, বেশী সন্তান প্রসবিনী নারীদেরকে বিবাহ করা

٩٦٩ - وَعَنْهُ قَالَ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًا، وَيَقُوْلُ ": تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

৯৬৯। আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বিবাহের দায়িত্ব নিতে আদেশ করতেন আর অবিবাহিত থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তিনি আরো বলতেন, তোমরা এমন সব মহিলাদেরকে বিবাহ কর যারা প্রেম প্রিয়া ও বেশী সন্তান প্রসবিনী হয়। কেননা তোমাদেরকে নিয়ে আমি কিয়ামাতের দিনে আমার উম্মাতের আধিক্যের গর্ব প্রকাশ করব। –ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।[১০৬২]

٩٧٠ - وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ.

৯৭০। আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্‌নু হিব্বানে মা'কাল বিন ইয়াসার থেকে এ হাদীসের শাহিদ বা সমর্থক হাদীস রয়েছে।[১০৬৩]

الصِّفَاتُ الَّتِيْ مِنْ اجْلِهَا تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ

যে সমস্ত গুণাবলীর কারণে মেয়েদের বিবাহ করা হয়

٩٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.

৯৭১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয় ঃ তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১০৬৪]

তারা 'ইবাদাতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ্ ক্ষমা ক'রে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর সলাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সব সময় সওম পালন করব এবং কক্ষনো বাদ দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী সংসর্গ ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা কি ঐ সব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহ্‌কে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত; অথচ আমি সওম পালন করি............অতঃপর উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

১০৬২. ইবনু হিব্বান ১২২৮। আহমাদ ১২২০২, ১৩১৫৭।

১০৬৩. আবূ দাউদ ২০৫০, নাসায়ী ৩২২৭।

১০৬৪. বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ১৪৬৬, নাসায়ী ৩২৩০, আবূ দাউদ ২০৪৭, ইবনু মাজাহ ২৮৫৮, আহমাদ ৯২৩৭, দারেমী ২১৭০।

مَا يُدْعَي بِهِ لِلْمُتَزَوِّجِ

নব দম্পতির জন্য যে দুআ করতে হয়

٩٧٢ - وَعَنْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

৯৭২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বিবাহ উপলক্ষে কাউকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলতেন : «بَارَكَ اللهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ»

"আল্লাহ্ তোমাদের বরকত দান করুন, তোমাদের উপর বরকত নাযিল করুন এবং কল্যাণের সাথে তোমাদের একত্র করুন।" –তিরমিযী, ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন।[১০৬৫]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْخُطْبَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ

বিবাহ সংঘটিত হওয়ার সময় খুতবা পাঠ করা

٩٧٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ : «عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ : " إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

৯৭৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের প্রয়োজনের সময় এ তাশাহ্হুদ পড়া শিক্ষা দিতেন– "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের কাজের নিকৃষ্টতা থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রসূল" এর পরে তিনি তিনটি আয়াত পড়তেন।* -তিরমিযী ও হাকিম একে হাসান বলেছেন।

* আয়াত তিনটি হচ্ছে– সূরা আন-নিসার প্রথম আয়াত, সূরা আলু 'ইমরানের ১০২ আয়াত (মুসলেমুন) পর্যন্ত, সূরা আহযাবের (৭০-৭১ নং আয়াত) পর্যন্ত।[১০৬৬]

مَشْرُوْعِيَّةُ نَظَرِ الْخَاطِبِ اِلَي الْمَخْطُوْبَةِ

বিয়ের প্রস্তাবকারীর প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখা শরীয়তসম্মত

১০৬৫. আবূ দাউদ ২১৩০, ২১৩৩, তিরমিযী ১০৯১, ইবনু মাজাহ ১৯০৫, আহমাদ ৮৭৩৩, দারেমী ২১৭৪।

১০৬৬. আবূ দাউদ ২১১৮, তিরমিযী ১১০৫, নাসায়ী ১১০৪, ইবনু মাজাহ ১৮৯২, আহমাদ ৩৭১২, দারেমী ২২০২।

٩٧٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوْهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৯৭৪। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন মেয়েকে বিবাহের পয়গাম বা প্রস্তাব দিবে তখন দেখা সম্ভব হলে, যে বিষয় বিবাহের জন্য তাকে আহ্বান করে তা যেন দেখে নেয়। -এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[১০৬৭]

٩٧٥ - وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ ؛ عَنِ الْمُغِيْرَةِ

৯৭৫। হাদীসটির শাহিদ (সমর্থক) হাদীস তিরমিযী ও নাসায়ীতে মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে রয়েছে।[১০৬৮]

٩٧٦ - وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ : مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.

৯৭৬। ইবনু মাজাহয় ও ইবনু হিব্বানে মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে।[১০৬৯]

٩٧٧ - وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ " قَالَ : لَا قَالَ : " اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا».

৯৭৭। মুসলিমে- আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, একজন মহিলাকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন এমন একজন সহাবীকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কি মেয়েটিকে দেখেছ? সাহাবী বললেন, না। তিনি বললেন, যাও, তাকে গিয়ে দেখ।[১০৭০]

النَّهْيُ عَنْ خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى خِطْبَةِ اخِيْهِ

মুসলমান ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর অন্য কারও প্রস্তাব দেওয়া নিষেধ

٩٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৯৭৮। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, এক মুসলিম ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপরে অন্য ভাইকে প্রস্তাব দিতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব উঠিয়ে নেবে বা তাকে অনুমতি দেবে। -শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[১০৭১]

بِمَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ ؟

কি দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয় ?

১০৬৭. আবূ দাউদ ২০৮২, আহমাদ ১৪১৭৬, ১৪৪৫৫।

১০৬৮. তিরমিযী ১০৮৭, নাসায়ী ৩২৩৫, ইবনু মাজাহ ১৮৬৫, আহমাদ ১৭৬৭৮, ১৭৬৮৮, দারেমী ২১৭২।

১০৬৯. ইবনু মাজাহ ১৮৬৪, আহমাদ ১৫৫৯৮।

১০৭০. মুসলিম ১৪২৪, নাসায়ী ৩২৩৪, আহমাদ ৭৭৮৩, ৭৯১৯।

১০৭১. বুখারী ২১৩৯, ২১৬৫, ৫১৪২, মুসলিম ১৪১২, নাসায়ী ৩২৪৩, ৪৫০৪, আবূ দাউদ ২০৮১, ইবনু মাজাহ ২১৭১, আহমাদ ৪৭০৮, মুওয়াত্তা মালেক ১১১২, ১৩৯০, দারেমী ২১৭৬, ২৫৬৭।

٩٧٩ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا قَالَ : " فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ؟ " فَقَالَ : لَا، وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : " اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ " فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ؟فَقَالَ : لَا، وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًافَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ "، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَفَقَالَ : لَا وَاللهِ، يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَالَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ " فَجَلَسَ الرَّجُلُ، وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ؛ فَرَآهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ " قَالَ : مَعِي سُوْرَةُ كَذَا، وَسُوْرَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا فَقَالَ : " تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ " قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : "اِذْهَبْ، فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : «اِنْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : «أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

৯৭৯। সাহ্ল ইব্নু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি আমার জীবনকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে এসেছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিকে তাকালেন এবং সতর্ক দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। তারপর তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলাটি দেখল, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সম্পর্কে কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না, তখন সে বসে পড়ল। এরপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! যদি আপনার বিয়ের প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার সঙ্গে এর বিয়ে দিয়ে দিন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর করলো- না, আল্লাহ্র কসম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার কাছে কিছুই নেই। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে দেখ, কিছু পাও কিনা। এরপর লোকটি চলে গেল। ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি কিছুই পাইনি। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আবার দেখ, লোহার একটি আংটিও যদি পাও। তারপর লোকটি আবার ফিরে গেল। এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! তাও পেলাম না, কিন্তু এই আমার লুঙ্গি (শুধু এটাই আছে)। (রাবী) সাহ্ল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তার কাছে কোন চাদর ছিল না। লোকটি এর অর্ধেক তাকে দিতে চাইল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে তোমার লুঙ্গি দিয়ে কী করবে? তুমি যদি পরিধান কর, তাহলে তার

কোন কাজে আসবে না, আর সে যদি পরিধান করে, তবে তোমার কোন কাজে আসবে না। তারপর বেশ কিছুক্ষণ লোকটি নীরবে বসে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়াল। সে যেতে উদ্যত হলে নাবী ﷺ তাকে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী পরিমাণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ আছে? সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং সে গণনা করল। নাবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি তোমার মুখস্থ আছে। সে বলল, হাঁ। নাবী ﷺ বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে তোমার কাছে এ মহিলাটিকে তোমার অধীনস্থ করে (বিয়ে) দিলাম। বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় আছে, আমি তোমাকে তার উপরে অধিকার দিয়ে দিলাম– তোমার জানা কুরআন তাকে শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে।[১০৭২]

٩٨٠ - وَلِأَبِي دَاوُدَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : «مَا تَحْفَظُ؟" قَالَ : سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيْهَا قَالَ : " قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِيْنَ آيَةً».

৯৮০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে আবূ দাউদে আছে, নাবী (ﷺ) লোকটিকে বললেন, তোমার কি (কুরআনের কিছু) মুখস্থ আছে? সে বললো, সূরা বাকারাহ্ ও তার পরের সূরা (আল 'ইমরান)। তিনি বললেন, ওঠ! তাকে বিশটি আয়াত (মাহরানা র বিনিময়ে) শিখিয়ে দাও।[১০৭৩]

وُجُوْبُ اعْلَانِ النِّكَاحِ

বিবাহের ঘোষণা দেওয়া আবশ্যক

٩٨١ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৯৮১। 'আমির বিন 'আবদুল্লাহ বিন যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, বিবাহ সংবাদকে ছড়িয়ে দাও। –হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[১০৭৪]

اشْتِرَاطُ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ

বিবাহে অভিভাবক থাকা শর্ত

٩٨٢ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوْسَى ﷺ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

১০৭২. বুখারী ২৩১১, ৫০২৯, ৫০৩০, ৫০৮৭, ৫১২১, ৫১২৬, মুসলিম ১৪২৫, তিরমিযী ১১১৪, নাসায়ী ৩২৮০, আবূ দাউদ ২১১১, ইবনু মাজাহ ১৮৮৯, আহমাদ ২২২৯২, মুওয়াত্তা মালেক ১১১৮,দারেমী ২২০১।

১০৭৩. বুখারী ২৩১১, ৫০২৯, ৫০৩০, ৫০৮৭, ৫১২১, মুসলিম ১৪২৫, তিরমিযী ১১১৪, আবূ দাউদ ২১১১, নাসায়ী ৩২০০, ৩৩৫৯, ইবনু মাজাহ ১৮৮৯, আহমাদ ২২২৯২, ২২৩৪৩, মুওয়াত্তা মালেক ১১১৮, দারেমী ২২০১। ইবনু উসাইমীন তার শরহে বুলুগুল মারাম ৪/৪৬৮ গ্রন্থে বলেন, علمها عشرين آية বাক্যটি মাহফুয নয়। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ৬/৩৪৬ গ্রন্থে বলেন, এই অতিরিক্তটুকু মুনকার।

১০৭৪. হাকিম ২৮৩, আহমাদ ১৫৬৯৭ শু'আইব অরনাউত হাদীসটিকে হাসান লিগাইরী বলেছেন।

৯৮২। আবূ বুরদাহ ইবনু আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বিবাহ অলী ব্যতীত সিদ্ধ হবে না। -ইবনুল মাদীনী, তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন এবং মুরসাল হবার ত্রুটি আরোপ করেছেন।[১০৭৫]

٩٨٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৯৮৩। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে নারীকে তার অভিভাবক বিবাহ দেয়নি তার বিবাহ বাতিল। স্বামী তার সাথে সহবাস করলে তাতে সে মাহরের অধিকারী হবে। তাদের মধ্যে মতবিরোধ হলে সে ক্ষেত্রে যার অভিভাবক নাই, শাসক তার অভিভাবক। –আবূ আওয়ানাহ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[১০৭৬]

وُجُوْبُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ، وَاسْتِئْمَارِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ

বিবাহের ক্ষেত্রে বিধবার কাছ থেকে সুস্পষ্ট ভাবে অনুমতি নেওয়া এবং কুমারীর (চুপ থাকা) অনুমতি নেওয়া আবশ্যক

٩٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ : " أَنْ تَسْكُتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন বিধবা নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কেমন করে তার অনুমতি নেয়া হবে। তিনি বললেন, তার চুপ থাকাটাই হচ্ছে তার অনুমতি।[১০৭৭]

٩٨٥ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوْتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৮৫। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বিধবা মেয়েরা নিজেদের ব্যাপারে ওয়ালীর থেকে অধিক হকদার আর কুমারী, (সাবালিকার) অনুমতি নিতে হবে– তাদের নীরবতা অনুমতি বলে গণ্য হবে।

وَفِي لَفْظٍ : «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১০৭৫. আবূ দাউদ ২০৮৫, তিরমিযী ১১০১, ইবনু মাজাহ ১৮৮১, আহমাদ ১৯০২৪, ১৯২৪৭।

১০৭৬. আবূ দাউদ ২০৮৩, তিরমিযী ১১০২, ইবনু মাজাহ ১৮৭৯, ১৮৮০, আহমাদ ২৩৬৮৫, ২৩৮৫১, দারেমী ২১৮৪।

১০৭৭. বুখারী ৫১৩৬, ৬৯৬৮ , ৬৯৭০, মুসলিম ১৪১৯, তিরমিযী ১১০৭, নাসায়ী ৩১৬৪, ৩২৬৭, আবূ দাউদ ২০৯২, ২০৯৩, ইবনু মাজাহ ১৮৭১, আহমাদ ৭০৯১, ৭৩৫৬, দারেমী ২১৮৬।

অন্য শব্দ বিন্যাসে এরূপ আছে– বিধবা মেয়েদের সাথে ওয়ালীর কোন ব্যাপার নেই। আর ইয়াতীম মেয়েদের অনুমতি নিতে হবে।[১০৭৮]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الْمَرْاَةَ لَيْسَ لَهَا وِلَايَةٌ فِي النِّكَاحِ

বিবাহের মধ্যে মহিলার অভিভাবকত্ব নেই

٩٨٦ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৯৮৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন মহিলা অপর কোন মহিলাকে বিবাহ দিবে না এবং কোন মহিলা নিজেকেও বিবাহ দিবে না। –হাদীসটির সকল রাবী নির্ভরযোগ্য।[১০৭৯]

اَلنَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

'শিগার" বিবাহ নিষিদ্ধ

٩٨٧ – وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ : «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ ؛ وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ اِبْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيْرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.

৯৮৭। নাফি' থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশ্‌শিগার নিষিদ্ধ করেছেন। 'আশ্-শিগার' হলো ঃ কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিবে এবং তার কন্যা নিজের পুত্রের জন্য আনবে এবং দু কন্যাই মাহ্‌র পাবে না।

অন্য সূত্রে বুখারী ও মুসলিম একমত হয়ে বলেছেন 'শিগার' নামক বিবাহের ব্যাখ্যাটি নাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিজের উক্তি।[১০৮০]

تَخْيِيْرُ الْبِكْرِ اذَا زُوِّجَتْ وَهِيَ كَارِهَةٌ

কুমারী মেয়েকে পছন্দ করার স্বাধীনতা দেয়া যখন তার অমতে বিবাহ দেয়া হয়

১০৭৮. মুসলিম ১৪২১, তিরমিযী ১১০৮, নাসায়ী ৩২৬০, ৩২৬১, আবূ দাউদ ২০৯৮, ২১০০, ইবনু মাজাহ ১৮৭০, আহমাদ ১৮৯১, মুওয়াত্তা মালেক ১১১৪, দারেমী ২১৮৮, ২১৮৯।

১০৭৯. ইবনু মাজাহ ১৮৮২।

১০৮০. বুখারী ৫১১২, ৬৯৬০, মুসলিম ১৪১৫, তিরমিযী ১১১৪, নাসায়ী ৩৩৩৪, ৩৩৩৭, আবূ দাউদ ২০৭৪, ইবনু মাজাহ ১৮৮৩, আহমাদ ৪৫১২, ৪৬৭৮, ৪৮৯৯, মুওয়াত্তা মালেক ১১৩৪, দারেমী ২১৮০। বুখারীতে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন, আমি নাফি' (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'শিগার' কী? তিনি বললেন, কেউ এক ব্যক্তির মেয়ে বিয়ে করবে এবং সে তার মেয়ে ঐ ব্যক্তির কাছে বিনা মহরে বিয়ে দেবে। কেউ কোন লোকের বোনকে বিয়ে করবে এবং সে তার বোনকে ঐ লোকের কাছে বিনা মহরে বিয়ে দেবে।

٩٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- «أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

৯৮৮। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, একটি কুমারী মেয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট এসে তাঁকে জানায় যে, তার পিতা তার অমতে তাকে বিবাহ দিয়েছে। ফলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েটিকে ঐ বিবাহ বহাল রাখা বা বহাল না রাখার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিলেন। -হাদীসটি মুরসালের দোষে দুষ্ট।[১০৮১]

حُكْمُ الْمَرْاةِ اذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ

যে নারীর বিয়ে দুজন অভিভাবক দিবে –এর বিধান

٩٨٩ - وَعَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

৯৮৯। হাসান হতে বর্ণিত, তিনি সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দু'জন অলী যে মহিলার বিবাহ দু'জনের কাছে দিয়ে দিবে–এরূপ অবস্থায় ঐ মহিলা প্রথম স্বামীর হবে। –তিরমিযী একে হাসান বলেছেন।[১০৮২]

حُكْمُ نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ اذْنِ مَوَالِيْهِ

মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে দাসের বিবাহের বিধান

٩٩٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ.

৯৯০। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে দাস তার মুনিবের বা আপনজনের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করবে সে ব্যভিচারী বা যিনাকারী বলে গণ্য হবে। –তিরমিযী; তিনি একে সহীহ্ও বলেছেন, ইবনু হিব্বানও তদ্রূপ।[১০৮৩]

النَّهْيُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْاةِ وَعَمَّتِهَا اوْ خَالَتِهَا

স্ত্রীর ফুফু অথবা খালাকে একত্রে বিবাহ করা নিষেধ

১০৮১. বুখারী ৫৯৬০, মুসলিম ১৪১৫, তিরমিযী ১১১৪, নাসায়ী ৩৩৩৪, ৩৩৩৭, আবূ দাউদ ২০৭৪, ইবনু মাজাহ ১৮৮৩, আহমাদ ৪৫১২, ৪৬৭৮, ৪৮৯৯, মুওয়াত্তা মালেক ১১৩৪, দারেমী ২১৮০।

১০৮২. আবূ দাউদ ২০৮৮, তিরমিযী ১১১০, নাসায়ী ৪৬৮২, ইবনু মাজাহ ২১৯০, আহমাদ ১৯৫৮১, ১৯৭৯, ১৯৬২৮,দারেমী ২১৯৩। শাইখ আলবানী যঈফ নাসায়ী ৪৬৯৬, যঈফ তিরমিযী ১১১০, যঈফ আবূ দাউদ ২০৮৮, যঈফ ইবনু মাজাহ ৪২৫ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন, যঈফুল জামে ২২২৪, ইরওয়াউল গালীল ১৮৫৩ গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩০৮৯ গ্রন্থে বলেন, হাসান বাসরী আন আন করে বর্ণনা করেছেন। সে মুদাল্লিস। ইমাম শওকানী নাইলুল আওতার ৫/২৫৩ গ্রন্থে বলেন, من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف হাসানের সামুরা থেকে বর্ণনা করা ও শ্রবণ করা বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

১০৮৩. তিরমিযী ১১১১, ১১১২, আবূ দাউদ ২০৭৮, আহমাদ ১৪৬১৩, ১৪৬৭৩, দারেমী ২৩৩৩।

٩٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আ'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কেউ যেন ফুফু ও তার ভাতিজিকে এবং খালা এবং তার বোনঝিকে একত্রে বিয়ে না করে।[১০৮৪]

نَهْيُ الْمُحْرِمِ انْ يَتَزَوَّجَ اوْ يُزَوِّجَ غَيْرَهُ

ইহরামরত ব্যক্তির নিজের বিবাহ করা বা অপরকে বিবাহ দেওয়া নিষেধ

٩٩٢ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : «وَلَا يَخْطُبُ» وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ : «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ».

৯৯২। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আ'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হাজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে আছে এমন (মুহরিম) ব্যক্তি নিজে বিবাহ করতে পারবে না এবং অন্যকে বিয়ে দিতেও পারবে না।

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে– সে বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারবে না; ইবনু হিব্বানের অতিরিক্ত বর্ণনায় আছে– তাকেও বিবাহের প্রস্তাব দেয়া চলবে না।[১০৮৫]

٩٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আ'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাইমুনাকে (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মুহ্‌রিম্‌ অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন।[১০৮৬]

٩٩٤ - وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ مَيْمُوْنَةَ رضي الله عنها نَفْسِهَا «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ».

৯৯৪। মাইমূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে নিজের সম্পর্কে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে হালাল (ইহ্‌রামহীন) অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন।[১০৮৭]

حُكْمُ الشُّرُوْطِ فِي النِّكَاحِ

বিবাহে শর্তাবলীর বিধান

১০৮৪. বুখারী ৫১০৯, ৫১১১, মুসলিম ১৪০৮, তিরমিযী ১১২৬, নাসায়ী ৩২৮৮, ৩২৮৯, আবূ দাউদ ২০৬৫, ২০৬৬, ইবনু মাজাহ ১৯২৯, আহমাদ ৭০৯৩, ৭৪১৩, মুওয়াত্তা মালেক ১১২৯, ১২৭৮, দারেমী ২১৭৮।

১০৮৫. মুসলিম ১৪০৯, তিরমিযী ৮৪০, নাসাঈ ২৮৪২-২৮৪৪, ৩২৭৫, ৩২৭৬, আবূ দাউদ ১৮৪১, ইবনু মাজাহ ১৯৬৬, আহমাদ ৪০৩, ৪৬৪, মালিক ৭৮০, দারিমী ১৮২৩, ২১৯৮।

১০৮৬. বুখারী ৪২৫৯, ৫১১৪, মুসলিম ১৪১০, তিরমিযী ৮৪২, ৮৪৩, নাসায়ী ২৮৩৭, ২৮৩৮, ২৮৪০, আবূ দাউদ ১৮৪৪, ইবনু মাজাহ ১৯৬৫, আহমাদ ১৯২২,দারেমী ১৮২২। হাদীসটি যেহেতু মুত্তাফাকুন আলাইহের হাদীস সুতরাং এর সনদসূত্র নিয়ে কারো কোন প্রকার সন্দেহ নেই। তবে মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আ'আলা আনহু) এটি ভুলবশতঃ বলেছেন। কেননা, যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, তিনি নিজেই পরবর্তী হাদীসে হালাল অবস্থায় বিবাহের কথা বলছেন।

১০৮৭. মুসলিম ১৪১১, তিরমিযী ৮৪৫, আবূ দাউদ ১৮৪৩ ইবনু মাজাহ ১৯৬৪, আহমাদ ২৬২৮৮, দারেমী ১৮২৪।

٩٩٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৫। 'উক্‌বাহ্ বিন 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে শর্তের দ্বারা তোমরা মেয়েদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করে নিয়েছ ঐ শর্তসমূহ পূরণের সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।[১০৮৮]

النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ

٩٩٦ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ : «رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৯৬। সালামাহ বিন আল-আক্ওয়া (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আওতাস' (১) অভিযানকালে তিন দিনের জন্য 'মুত্আহ' বা সাময়িক বিবাহ-এর অনুমতি দিয়েছিলেন, তারপর তিনি তা নিষিদ্ধ করে দেন।[১০৮৯]

٩٩٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৭। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার যুদ্ধাভিযানের সময় 'মুত্আহ' (সাময়িক বিবাহ) নিষিদ্ধ করেন।

وَعَنْهُ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَ عَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েদের সাথে মুত্'আহ বিবাহ করা, গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া, খাইবার যুদ্ধে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।[১০৯০]

وَعَنْ رَبِيْعَ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِيْ الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَي يَوْمَ الْقِيَا مَةِ: فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٍ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْ هُنَّ شَيْئًا' أخرجه مسلم و أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان.

১০৮৮. বুখারী ২৭২১, ৫১৫১, মুসলিম ১৪১৮, , তিরমিযী ১১২৭, নাসাঈ ৩২৮১, ৩২৮২, আবূ দাউদ ২১৩৯, ইবনু মাজাহ ২১৫৪, আহমাদ ১৬৮৫১, ১৬৯১১, দারেমী ২২০৩।

১০৮৯. বুখারী ৫১১৯, মুসলিম ১৪০৫, আহমাদ ১৬০৬৯, ১৬০৯৯, বুখারী। আওতাস হচ্ছে তায়েফের একটি উপত্যকা। আর عام اوطاس বলা হয় মক্কা বিজয়ের বছরকে।

১০৯০. বুখারী ৪২১৬, ৫১১৫, ৫৫২৩, ৫৯৬১, মুসলিম ১৪০৭, তিরমিযী ১১২১, ১৭৯৪, নাসায়ী ৩৩৬৪, ৩৩৬৫, ৩৩৬৬, ইবনু মাজাহ ১৯৬১, আহমাদ ৫৯৩, ৮১৪, মুওয়াত্তা মালেক ১০৮০, দারেমী ১৯৯০, ২১৯৭।

৯৯৮। রবী' বিন সাবুরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে মেয়েদের সাথে 'মুত্আ' বিবাহ (স্বল্পকালীন বিবাহ) করতে অনুমতি দিয়েছিলাম। অবশ্য আল্লাহ্ তাআলা এখন কিয়ামাত পর্যন্ত তা হারাম করে দিয়েছেন। যদি ঐরূপ কোন মেয়ে কারো নিকটে এখনও থেকে থাকে তবে তার পথকে উন্মুক্ত করে দিবে অর্থাৎ তাকে বিদায় করে দিবে এবং তাকে তোমাদের দেয়া কিছু ফেরত নেবে না। মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ ও ইবনু হিব্বান।[১০৯১]

تَحْرِيْمُ نِكَاحِ التَّحْلِيْلِ

"হিল্লা" বিবাহ করা হারাম

٩٩٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : «لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

৯৯৮। ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তিন তালাক প্রাপ্তা) স্ত্রীকে হালালাকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের উপর লানত করেছেন। –তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১০৯২]

٩٩٩ - وَفِي الْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ ﷺ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

৯৯৯। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেও এ অনুচ্ছেদে অনুরূপ হাদীসই বর্ণিত হয়েছে।[১০৯৩]

تَحْرِيْمُ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ وَانْكَاحِ الزَّانِي

ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা হারাম এবং তাকে ব্যভিচারীর সাথে বিবাহ দেওয়া

১০৯১. মুসলিম ১৪০৬, আবূ দাউদ ২০৭২, ইবনু মাজাহ ১৯৬২, নাসাঈ ৩৩৬৮, আহমাদ ১৪৯১৩., ১৪৯২১, দারিমী ২১৯৫, ২১৯৬।

১০৯২. নাসায়ী ৩৪১৬, তিরমিযী ১১১৯, ১১২০, আবূ দাউদ ২০৭৬, ইবনু মাজাহ ১৯৩৫, আহমাদ ৪২৭১, ৪২৯৬, দারেমী ২২৫৮।
হিলা বিবাহ ইসলামে নিষিদ্ধ। তালাকদাতা স্বামীর নিকট পুনরায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য যৌন মিলনের পর তালাক দেয়ার শর্তে কোন ব্যক্তির নিকট সাময়িক বিবাহ দেয়াকে হিলা বিবাহ বলা হয়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বিবাহকারী ও প্রদানকারী উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন। অথচ আমাদের দেশের কিছু মৌলবী আল্লাহর রাসূলের এ অভিসম্পাতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে, ঢালাওভাবে এ অনৈতিক বিবাহের প্রচলন বহাল রেখেছে। আল্লাহর রাসূলের ভাষায় এদেরকে ভাড়াটিয়া পাঠা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মূলতঃ সহীহ হাদীসকে অগ্রাহ্য করে এক তহুরে বা এক বৈঠকে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য না করে তিন তালাক ধরে নেয়ার কারণে আমাদের দেশে এ অনৈতিক কর্মকাণ্ড অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়ে থাকে। হানাফী মাযহাবের আলিমদের হাদীস বিরোধী ফাতোয়াও অনেকটা এর জন্য দায়ী। আল্লাহ আমাদের হাদীস অমান্য করা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ) বলেছেন- হালালা নামক অভিশপ্ত বিবাহ দ্বারা ঐ স্ত্রী, হালালাকারী ও পূর্বস্বামী কারো জন্য হালাল হবে না। (মিশরীয় টীকা)

১০৯৩. নাসায়ী ৩৪১৬।

١٠٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُوْدُ إِلَّا مِثْلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

১০০০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, দোর্‌রা লাগান (যিনার দায়ে শাস্তি প্রাপ্তা) মেয়েকে তার মত (দুশ্চরিত্র) পুরুষ ব্যতীত বিবাহ করবে না। –এর সকল রাবী নির্ভরযোগ্য।[১০৯৪]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاثًا لا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা অপর কাউকে বিবাহ না করা পর্যন্ত তার পূর্বের স্বামীর জন্য বৈধ নয়

١٠٠١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : «طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : "لَا حَتَّى يَذُوْقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

১০০১। 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিল; ঐ স্ত্রীলোকটিকে কোন ব্যক্তি বিবাহ করে, তারপর তাকে সহবাসের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয়। তারপর তার প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করে। এ সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেনঃ না, যতক্ষণ না পরবর্তী স্বামী তার স্বাদ গ্রহণ (সঙ্গম) করবে যেমন তার পূর্বস্বামী গ্রহণ করেছে। -শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[১০৯৫]

بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

অধ্যায় (১) : বিবাহের ব্যাপারে সমতা ও বিচ্ছেদের স্বাধীনতা

مَا جَاءَ فِيْ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ بِالنَّسَبِ

বিবাহে বংশের সমতা রক্ষা প্রসঙ্গ

١٠٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

১০০২। ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আরবগণ একে অপরের সমপর্যায়ের, মুক্ত কৃতদাস মুক্ত কৃতদাসের সমতুল্য, তবে জোলা বা তাঁতী ও হাজ্জাম ব্যতীত। -এর সানাদে একজন রাবীর নাম অজ্ঞাত। আবু হাতিম একে মুনকার বলেছেন।[১০৯৬]

১০৯৪. আবূ দাউদ ২০৫২, আহমাদ ৮১০১।

১০৯৫. বুখারী ২৬৩৯, ৫২৬০, ৫২৬১, ৫২৬৫, মুসলিম ১৪৩৩, তিরমিযী ১১১৮, নাসায়ী ৩২৮৩, ৩৪০৯, ইবনু মাজাহ ১৯৩২, আহমাদ ২৩৫৩৮, ২৩৫৭৮, দারিমী ২২৬৭, ২২৬৮।

১০৯৬. ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানুল কুবরা ৭/১৩৪ গ্রন্থে একে মুনকাতি বলেছেন। ইমাম যাহাবী তানকীহুত তাহকীক ২/১৮১ গ্রন্থে বলেন, এর একজন বর্ণনাকারী আলী সে মাতরুক অনুরূপ উসমানও। ইবনু উসাইমীন তাঁর বুলুগুল

١٠٠٣ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

১০০৩। ঐ হাদীসের একটি শাহিদ বায্যারে মু'আয্ বিন জাবাল থেকে মুন্‌কাতে (বিচ্ছিন্ন) সানাদে রয়েছে।

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الْنَّسَبَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْكَفَاءَةِ

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে বংশ কোন বিবেচ্য বিষয় নয়

١٠٠٤ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا : «اِنْكِحِي أُسَامَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০০৪। ফাতিমাহ বিনতু কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছেন, উসামাহ বিন যায়দকে বিবাহ কর।[১০৯৭]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الْمَهْنَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْكَفَاءَةِ

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে পেশা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়

١٠٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوْا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوْا إِلَيْهِ" وَكَانَ حَجَّامًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

১০০৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হে বনি বায়াযাহ, তোমরা আবূ হিন্দের বিবাহ দিয়ে দাও আর তার সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক কায়িম কর। আবূ হিন্দ পেশায় হাজ্জাম ছিলেন– আবূ দাউদ ও হাকিম হাসান সানাদে।[১০৯৮]

تَخْيِيْرُ الْامَةِ اذَا عُتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ

দাসীকে আযাদ করার পর তার (দাস) স্বামীর সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থায়ী রাখা বা না রাখার অধিকার দেয়া

١٠٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : «خُيِّرَتْ بَرِيْرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِيْنَ عَتَقَتْ».

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا : «أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا» وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا : «كَانَ حُرًّا» وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا.

মারামের শরাহ ৪/৫১৬ গ্রন্থেও একে মুনকার বলেছেন। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৬/২৬৩ গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ৬/২৬৮ গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি মুনকাতি, তথাপিও ইবনু জুরাইজ মুদাল্লিস, সে আন আন করে বর্ণনা করেছে। আর তিনি যঈফুল জামে ৩৮৫৭ ও ইরওয়াউল গালীল ১৮৬৯ গ্রন্থে এ মর্মে আবদুল্লাহ ইবনু উমার, আয়িশা ও মাআয বিন জাবাল সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলোকে জাল বলে অভিহিত করেছেন।

১০৯৭. মুসলিম ১৪৮০, তিরমিযী ১১৩৫, ১১৮০, নাসায়ী ৩২২২,৩২৩৭,৩২৪৪, আবূ দাউদ ২২৮৪, ২২৮৮,২২৮৯, ইবনু মাজাহ ১৮৬৯,২০২৪,২০৩৫, আহমাদ ২৬৫৬০,২৬৭৭৫, মালেক ১২৩৪, দারেমী ২১৭৭,২২৭৪।

১০৯৮. আবূ দাউদ ২১০২,৩৮৫৭, ইবনু মাজাহ ৩৪৭৬, আহমাদ ৮৩০৮।

১০০৬। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরাকে তার দাসত্ব মোচনের পর তার (দাস) স্বামীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক বহাল রাখা না রাখার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। (এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ)।

মুসলিমে 'আয়িশা বর্ণিত আছে যে, তাঁর স্বামী দাস ছিলেন[১০৯৯] এবং অন্য বর্ণনায় আছে তার স্বামী স্বাধীন ছিলেন। তবে (অর্থাৎ দাস ছিলেন) প্রথম এ বর্ণনাটি সর্বাপেক্ষা ঠিক।

বুখারীতে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি দাস ছিলেন।[১১০০]

حُكْمُ مَنْ اسْلَمَ وَتَحْتَهُ اخْتَانِ

যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে এমতাবস্থায় তার কাছে আপন দু'বোন স্ত্রী হিসেবে রয়েছে – এর বিধান

١٠٠٧ - وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : «قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ.

১০০৭। যাহ্হাক্ বিন ফাইরূয দায়লামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমার বিবাহে দু' (সহোদর) বোন রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেন ঃ তোমার ইচ্ছামত এদের মধ্যে একজনকে তালাক দিয়ে পৃথক করে দাও। -ইবনু হিব্বান, দারাকুতনী ও বাইহাকী একে সহীহ্ বলেছেন; আর বুখারী সানাদের ত্রুটি বর্ণনা করেছেন।[১১০১]

حُكْمُ مَنْ اسْلَمَ وَتَحْتَهُ اكْثَرُ مِنْ ارْبَعٍ

চারের অধিক স্ত্রী থাকাবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীর বিধান

١٠٠٨ - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، «أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ.

১০৯৯. মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, আর যদি সে স্বাধীন থাকতো তাহলে তিনি তাকে ইখতিয়ার দিতেন না।

১১০০. বুখারী ৪৫৬, ১৪৯৩,২১৫৫, ৫০৯৭, মুসলিম ১৫০৪,তিরমিযী ১২৫৬, আবূ দাউদ ৩৯২৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৫, মালেক ১৫১৯।

১১০১. তিরমিযী ১১২০, নাসায়ী ৩৪১৬, আহমাদ ৪২৭১, ৪২৯৬, মালেক ২২৫৮। মুহাম্মাদ বিন আবদুল হাদী তাঁর তানকীহ তাহকীক আত তালীক ৩/১৮৩ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: ইমাম বুখারী বলেন, الضحاك بن فيروز عن أبيه عنه وهب الجيشاني لا نعرف سماع بعضهم من بعض। ইমাম বুখারী বলেন, যহহাক বিন ফাইরোজ তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা ওয়াহ জাইশানী থেকে শুনেছেন, এ বিষয়ে আমরা জানি না। আলবানী সহীহ আবূ দাউদ ২২৪৩, সহীহ ইবনু মাজাহ ১৬০০ গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন, তাখরীজ মিশকাত ৩১১৩ গ্রন্থে এর সনদকে মাওকুফ ও অত্যন্ত দুর্বল বলা হয়েছে। ইমাম বুখারী আত তারীখুল কাবীর ৩/২৪৮ গ্রন্থে বলেন, এর সনদটি বিতর্কিত। আবদুর রহমান মুবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৫৯৯ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইবনু লাহিআহ রয়েছে।

১০০৮। সালিম হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গাইলান বিন সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করেন, সে সময় তাঁর দশটি স্ত্রী ছিল—তারা সকলেই তাঁর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মধ্যে চারজনকে পছন্দ করে রাখতে হুকুম দিলেন। —ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন আর বুখারী, আবূ যুর'আহ ও আবূ হাতিম-এর ইল্লত বর্ণনা করেছেন।[১১০২]

حُكْمُ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ احَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন অপরজনের পূর্বে ইসলাম গ্রহনকরার বিধান

١٠٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «رَدَّ النَّبِيُّ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِيْنَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ.

১০০৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কন্যা 'যায়নাব' (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে প্রথম বিবাহের সুবাদে ছয় বছর পর আবূল আস ইবনুর রবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট ফেরত পাঠান। নতুনভাবে তাঁর বিবাহ পড়াননি। —আর আহমাদ ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[১১০৩]

١٠١٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ» قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيْثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

১০১০। 'আম্র ইবনু শু'আইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় কন্যা যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে তাঁর স্বামী আবুল 'আসের নিকটে নতুনভাবে বিবাহ পড়িয়ে ফেরত দিয়েছিলেন।

তিরমিযী বলেছেন, ইবনু 'আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সানাদের দিক দিয়ে জাইয়্যিদ (উত্তম), তাতে 'আম্র বিন্ শু'আইবের হাদীসের উপর 'আমল রয়েছে (কার্যকর করা হচ্ছে)।[১১০৪]

১১০২. তিরমিযী ১১২৮, ইবনু মাজাহ ১৯৫৩,আহমাদ ৪৫৯৫,৪৬১৭, মালেক ১২৪৩। ইমাম বুখারী আল মুহারার ৩৫৭ গ্রন্থে হাদীসটিকে অরক্ষিত বলেছেন। এ হাদীসের সনদে আবূ যারআ ও আবূ হাতি ও অন্যান্য বর্ণনাকারী রয়েছে যারা বিতর্কিত। আলবানী সহীহ তিরমিযী ১১২৮, তাখরীজ মিশকাত ৩১১১ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। ইমাম শওকানী আদ দিরারী আল মাযিয়্যাহ ২১৩ গ্রন্থে বলেন, : এ হাদীসটি ক্রটিযুক্ত, কেননা প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর (নিজস্ব) কথা। ইমাম শওকানী অবশ্য তাঁর ফাতহুল কাদীর ১/৬৩২ গ্রন্থে বলেন, : এটি অনেক সনদে বর্ণিত হয়েছে, আর এর শাহেদ রয়েছে। আহমাদ শাকের মুসনাদ আহমাদ ৭/২৬৬ গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

১১০৩. আবূ দাউদ ২২৪০, তিরমিযী ১১৪৩,ইবনু মাজাহ ২০০৯।

১১০৪. তিরমিযী ১১৪২, ইবনু মাজাহ ২০১০।
ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ৩/২১১ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইবনু উসাইমীন তার বুলুগুল মারামের শরাহ ৪/৫২৭ গ্রন্থে বলেন, ইমাম দারাকুতনী তার সুনান ৩/১৮৩ গ্রন্থে বলেন, حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف المحدثون فيه والصحيح أنه من قبيل المتصل। আমর বিন শুআইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে— এ সনদের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ মতানৈক্য করেছেন। তবে সঠিক কথা হলো এটি মুত্তাসিল সনদ। শাইখ

١٠١١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «أَسْلَمَتْ اِمْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَة وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

১০১১। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে (দ্বিতীয়) বিবাহ করে নিলেন। তারপর তার পূর্ব স্বামী এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমিও ইসলাম গ্রহণ করেছি আর আমার ইসলাম গ্রহণের কথা আমার স্ত্রী জেনেছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ স্ত্রী লোকটিকে তার ২য় স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছেদ করে দিয়ে তার প্রথম স্বামীকে ফিরিয়ে দিলেন। –ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[১১০৫]

الْعُيُوْبُ فِي النِّكَاحِ

বিবাহের মধ্যে ত্রুটিসমূহ

١٠١٢ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : «تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ : " اِلْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ "، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيْلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُوْلٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُوْنَةً، أَوْ مَجْذُوْمَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيْسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا» أَخْرَجَهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

আলবানী ইরওয়াউল গালীল ৬/৩৪১ এ যঈফ আর ১৯২২ নং হাদীসে মুনকার বলেছেন। ইবনুল কাইয়িম তাঁর আহকামু আহলিয যিম্মাহ ২/৬৬৬ গ্রন্থে বলেন, হাদীসের ইমামগণ বলেছেন এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। ইমাম বুখারী আল ইলালুল কাবীর ১৬৬ গ্রন্থে বলেন, حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده এ ব্যাপারে আমর ইবনু শুআইব এর হাদীস থেকে ইবনু আব্বাসের হাদীসটি অধিক বিশুদ্ধ।। আবদুর রহমান মুবারকপুরবী তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৬১৩ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বআ রয়েছে সে আমর ইবনু শুআইব থেকে এটি শুনেনি। আর আর তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী আরযুমী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৬/৩০৪ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বআ রয়েছে যে হাদীসে তাদলীস করার ব্যাপারে অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তি, তাছাড়া তিনি আমর ইবনু শুআইব থেকে হাদীসটি শুনেনওনি। ইমাম শওকানী তাঁর আস সাইলুল জাররার গ্রন্থেও উক্ত রাবীকে দুর্বল বলেছেন।

১১০৫. আবূ দাউদ ২২৩৮,২২৩৯, তিরমিযী ১১৪৪, ইবনু মাজাহ ২০০৮, আহমাদ ২০৬০। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ মাজমুআ ফাতাওয়া ৩২/৩৩৭ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে সাম্মাক রয়েছে। শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ ২২৩৯, যঈফ ইবনু মাজাহ ৩৮৯, তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩১১৪, ইরওয়াউল গালীল ৬/৩৩৬ গ্রন্থে হাদীসটিকে সনদের দিক দিয়ে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু আহমাদ শাকের মুসনাদ আহমাদ ৪/৩৫০ গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

Contents

وَرَوَى سَعِيْدٌ أَيْضًا : عَنْ عَلِيٍّ ﷺ نَحْوَهُ، وَزَادَ : «وَبِهَا قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».

وَمِنْ طَرِيْقِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ : «قَضَى [بِهِ] عُمَرُ فِي الْعِنِّيْنِ، أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ»

১০১২। যায়দ বিন কা'ব বিন উজরাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বানু গিফার গোত্রের 'আলিয়াহ নামক এক মহিলাকে বিবাহ করেন। তারপর ঐ মহিলা নাবী রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকটে প্রবেশ করেন ও তাঁর দেহাবরণ উন্মোচন করেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কোমরের কাছাকাছি অঙ্গে সাদা দাগ দেখতে পান এবং তাঁকে বলেন– কাপড় পরে তুমি তোমার পরিবারের নিকটে চলে যাও। তিনি তাকে তার মোহর দিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ করেন।
হাকিম এটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সূত্রে জামিল বিন যায়দ একজন অজ্ঞাত রাবী বা বর্ণনাকারী। তাঁর ওস্তাদ কে ছিলেন এ নিয়ে বিরাট মতভেদ ঘটেছে।

সা'ঈদ বিন্ মুসাইয়্যিাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, 'উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন– যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার সাথে মিলন করতে গিয়ে দেখে যে, ঐ নারী শ্বেত কুষ্ঠরোগী বা পাগলী বা কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা তাহলে ঐ মহিলার জন্য তার স্বামীর উপর স্পর্শ করা (মিলন) হেতু মোহর আদায় যোগ্য হবে। তবে ঐ ব্যাপারে যদি কেউ ধোঁকা দিয়ে থাকে তাহলে তাকেই মোহরের জন্য দায়ী করা হবে। হাদীসটিকে সা'ঈদ বিন মানসূর, মালিক, ইবনু আবী শাইবাহ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।
উক্ত সাহাবী সা'ঈদ 'আলী (রাঃ) থেকে অনুরূপ আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন– তাতে আছে' আর যে মহিলার গুপ্তাঙ্গে ক্বার্ণ অর্থাৎ গুপ্তাঙ্গে দাঁতের অনুরূপ শক্ত বস্তু উদ্‌গত হয়ে থাকে তাহলে স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পাবে। আর ঐ স্ত্রীর সাথে মিলনে গুপ্তাঙ্গ ব্যবহার হয়ে থাকলে স্ত্রী মোহর প্রাপ্য হবে যা দ্বারা তার গুপ্তাঙ্গ হালাল হবে।

এবং সা'ঈদ বিন মুসায়্যিবের সূত্রে আরও আছে তিনি (সা'ঈদ) বলেছেন– 'উমার (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে ইন্নীন বা পুরুষত্বহীনকে এক বছর অবসর দেয়ার ফয়সালা প্রদান করেছিলেন। –এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।[১১০৬]

بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

অধ্যায় (২) : স্ত্রীলোকদের প্রতি সৎ ব্যবহার

১১০৬. ইবনু হযম তাঁর আল মাহাল্লী ১০/১১৫ গ্রন্থে বলেন, هذا من رواية جميل بن زيد وهو مطرح متروك جملة عن زيد ابن كعب وهو مجهول ثم هو مرسل এটি জামীল বিন যায়দ থেকে বর্ণিত, তিনি মাতরূক হিসেবে পরিত্যক্ত। এটা বর্ণিত হয়েছে যায়দ ইবনু কাব থেকে, তিনিও মাজহুল (অপরিচিত) মুরসাল (সনদ ছেড়ে) বর্ণনাকারী। ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ৩/২১৩ গ্রন্থে বলেন, জামীল থেকে বর্ণিত হাদীসটির ব্যাপারে মতানৈক্য করা হয়েছে। ইবনু উসাইমীন বুলুগুল মারামের শরাহ ৪/৫২৯ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে জামীল বিন যায়দ নামক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। ইমাম হাইসামীও মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/৩০৩ গ্রন্থে একই অভিমত পোষণ করেছেন। ইমাম বুখারী তানকীহ তাহকীকুত তালীক ৩/১৮৭ গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয় বলেছেন।

تَحْرِيْمُ اتْيَانِ الزَّوْجَةِ فِي الدُّبُرِ

স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা হারাম

١٠١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

১০১৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, স্ত্রীর বাহ্যদ্বারে সঙ্গমকারী ব্যক্তি অভিশপ্ত। -শব্দ বিন্যাস নাসায়ীর, এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এর সানাদের উপর ইরসালের দোষারোপ করা হয়েছে।[১১০৭]

١٠١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ.

১০১৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি পুরুষের অথবা স্ত্রীর বাহ্যদ্বারে সঙ্গম করবে তার প্রতি আল্লাহ্ তাকাবেন না। -হাদসিটিকে মাওকূফ হওয়ার দোষারোপ করা হয়েছে।[১১০৮]

الْحَثُّ عَلَى حُسْنِ مُعَامَلَةِ الزَّوْجَةِ

স্ত্রীর সাথে সদাচারণ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

١٠١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمَهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِمُسْلِمٍ : «فَإِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا».

১০১৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে আল্লাহ্ এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরার হাড় থেকে এবং সবচেয়ে বাঁকা হচ্ছে পাঁজরার ওপরের হাড়। যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দাও তাহলে বাঁকাই থাকবে। অতএব, তোমাদেরকে ওসীয়ত করা হলো নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য।

শব্দ বিন্যাস বুখারীর আর মুসলিমে আছে-আর যদি তোমরা তাদের থেকে ফায়দা উঠাতে চাও তাহলে বাঁকা থাকা অবস্থায়ই তাদের থেকে উপভোগ নিতে থাকবে। আর যদি সোজা করতে যাও তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর ভেঙ্গে ফেলার অর্থ তালাক দেয়া।[১১০৯]

১১০৭. আবূ দাউদ ২১৬২, ইবনু মাজাহ ১৯২৩, আহমাদ ৭৬২৭, ৮৩২৭, দারেমী ১১৪০।
১১০৮. তিরমিযী ১১৬৬।

نَهْيُ مَنْ طَالَتْ غِيْبَتُهُ انْ يَّطْرُقَ اهْلَهُ لَيْلا

যে ব্যক্তি দীর্ঘ দিন ধরে বাড়িতে অনুপস্থিত থাকে তার রাত্রিকালে (হঠাৎকরে) বাড়িতে প্রবেশ করা নিষেধ

١٠١٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : «كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ : " أَمْهِلُوْا حَتَّى تَدْخُلُوْا لَيْلًا - يَعْنِي : عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيْبَةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا».

১০১৬। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা কোন এক যুদ্ধে (হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তারপর যখন আমরা মাদীনাহ্য় প্রবেশ করব, এমন সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর এবং রাতে প্রবেশ কর, যেন অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রী নিজের অবিন্যস্ত কেশরাশি বিন্যাস করতে পারে এবং লোম পরিষ্কার করতে পারে।

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে–যখন তোমাদের কেউ দীর্ঘ সময় বাড়ি থেকে অনুপস্থিত থাকে সে যেন তার বাড়িতে রাত্রিকালে (হঠাৎ করে) প্রবেশ না করে।[১১১০]

تَحْرِيْمُ افْشَاءِ الرَّجُلِ سِرَّ زَوْجَتِهِ

স্বামী পক্ষে স্ত্রীর গোপন বিষয় ফাঁস করা হারাম

١٠١٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১০১৭। আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পরকালে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্র নিকটে ঐ লোকেরা হবে যে স্ত্রীকে উপভোগ করে এবং তার স্ত্রীও তাকে উপভোগ করে তারপর তার স্ত্রীর গুপ্ত রহস্য অন্যের নিকটে ফাঁস করে দেয়।[১১১১]

১১০৯. বুখারী ৩৩৩১, ৫১৮৪, ৫১৮৫, ৬০১৮, ৬১৩৮, ৬৪৭৫, মুসলিম ৪৭, ১৪৬৮, তিরমিযী ১১৮৮, আহমাদ ৭৫৭১, ৯২৪০, দারেমী ২২২২।

১১১০. বুখারী বুখারী ৪৪৩, ১৮০১, ২০৯৭, ২৩০৯, ২৩৮৫, ২৩৯৪, ২৬০৩, ২৬০৪, ২৭১৮, ২৮৬১, ৫০৭৯, মুসলিম ৭১৫, তিরমিযী ১১০০, নাসায়ী ৪৫৯০, ৪৫৯১, আবূ দাউদ ৩৩৪৭, ৩৫০৫, ইবনু মাজাহ ১৮৬০, আহমাদ ১৩৭১০, ১৩৭৬৪, দারেমী ২২১৬।

১১১১. মুসলিম ১৪৩৭, আবূ দাউদ ৪৮৭০, আহমাদ ১১২৫৮। শাইখ আলবানী যঈফুল জামে ২০০৭ গ্রন্থে ও সিলসিলা যঈফা ৫৮২৫, গায়াতুল মারাম ২৩৭ গ্রন্থে যঈফ বলেছেন, যঈফ আত তারগীব ১২৪০ গ্রন্থে মুনকার বলেছেন। আদাবুয যিফাফ ৭০ গ্রন্থে আলবানী বলেন, সহীহ মুসলিমে থাকলেও সনদের কারণে হাদীসটি দুর্বল। তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩১২৬ গ্রন্থে শাইখ আলবানী বলেন, মুসলিম এটিকে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আমর বিন হামযাহ আল উমাইরী। হাফিয ইবনু হাজার তার আত তাকরীব গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর আয যুআফা গ্রন্থে বলেন, ইবনু মুঈন তাকে দুর্বল বলেছেন।

مِنْ حُقُوْقِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

١٠١٨ - وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : «قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : " تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

১০১৮। হাকিম ইবনু মুআবিয়াহ হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন– আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের উপর স্ত্রীর হক কি? তিনি বললেন, তুমি যখন খাবে তোমার স্ত্রীকেও খাওয়াবে, আর যখন তুমি পোষাক পরবে তাকেও পোষাক পরাবে। আর মুখে আঘাত করবে না, তাকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিবে না, তার সাথে চলাফেরা, কথাবার্তা বর্জন করবে না– তবে বাড়ির মধ্যে রেখে তা করতে পারবে। –বুখারী এ হাদীসের কিছু অংশকে মুয়াল্লাক (সানাদ বিহীন) রূপে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।[১১১২]

جَوَازُ اتْيَانِ الزَّوْجَةِ عَلَى ايِّ صِفَةٍ اذَا كَانَ فِي الْقُبُلِ

স্ত্রীর সম্মুখভাগ দিয়ে যে কোন পদ্ধতিতে সঙ্গম করা জায়েয

١٠١٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ : "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" [اَلْبَقَرَة : ٢٢٣]» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

১০১৯। জাবির বিন 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইয়াহূদীরা বলত যে, যদি কেউ স্ত্রীর পেছন দিক থেকে সহবাস করে তাহলে সন্তান টেরা চোখের হয়। তখন (এর প্রতিবাদে) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[১১১৩]

مَا يُسْتَحَبُّ انْ يَّقُوْلَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ

সঙ্গমের সময় যা বলা মুস্তাহাব

١٠٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১১২. আবূ দাউদ ২১৪২-২১৪৪, ইবনু মাজাহ ১৮৫০।

১১১৩. বুখারী ৪৫২৮, মুসলিম ১৪৩৫, তিরমিযী ২৯৭৭, আবূ দাউদ ২১৬৩, ইবনু মাজাহ ১৯২৫, দারেমী ১১৩২,২২১৪।

১০২০। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–তোমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌন সঙ্গম করে, তখন যেন সে বলে, **"বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা"**-আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তুমি যা দান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। এরপরে যদি তাদের দু'জনের মাঝে কিছু ফল দেয়া হয় অথবা বাচ্চা পয়দা হয়, তাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।[১১১৪]

نَهْيُ الْمَرْأةِ عَنِ الْامْتِنَاعِ مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

স্ত্রীর স্বামীর বিছানায় (মিলনের জন্য) যাওয়ার অস্বীকৃতি জানানো নিষেধ

١٠٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِمُسْلِمٍ : «كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا».

১০২১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সঙ্গে একই বিছানায় শোয়ার জন্য ডাকে, আর সে আসতে অস্বীকার করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ঐ মহিলার ওপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকে। শব্দ বিন্যাস বুখারীর।

মুসলিমে আছে–আসমানে অবস্থানকারী ফেরেশ্তাগণ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকে যতক্ষণ না তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট হয়।[১১১৫]

تَحْرِيْمُ وَصْلِ الشَّعَرِ

কৃত্রিম চুল মাথায় লাগানো হারাম

١٠٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০২২। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐসব মহিলাদেরকে লানত করেছেন–যেসব মহিলা (কেশ বড় করার জন্য অন্য) কেশ সংযোগ করে আর যে মহিলা কেশ সংযোগ করায়, আর উলকিকারিণী এবং যে উলকি করায় এমন মহিলাদেরকেও।[১১১৬]

جَوَازُ الْغِيْلَةِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْغَزْلِ

'গীলা'র বৈধতা এবং 'আযল' এর নিষেধাজ্ঞা[১১১৭]

১১১৪. বুখারী ১৪১, ৩২৭১,৩৬৮৮, ৫১৬৫ মুসলিম ১৪৩৪, তিরমিযী ১০৯২, আবূ দাউদ ২১৬১, ইবনু মাজাহ ১৯১৯, আহমাদ ১৮৭০, ২৫৫১, দারেমী ২২১২।

১১১৫. বুখারী ৩২৩৭, মুসলিম ১৪৩৬, আবূ দাউদ ২১৪১, আহমাদ ৭৪২২, ৮৩৭৩, ৮৭৮৬, দারেমী ২২২৮।

১১১৬. বুখারী ৫৯৩৭, ৫৯৪২, ৫৯৪৭, মুসলিম ২১১৪, ১৭৫৯, ২৭৮৩, নাসায়ী ৩৪২৬, ৫০৯১, ৫২৫১, আবূ দাউদ ২১৬৮, ইবনু মাজাহ ১৯৮৭, আহমাদ ৪৭১০।

١٠٢٣ - وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : «حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُوْلُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيْلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّوْمِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيْلُوْنَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا" ثُمَّ سَأَلُوْهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৩। জুযামাহ বিনতু ওয়াহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কিছু লোকের মধ্যে আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম, আর তিনি বলছিলেন, 'আমি অবশ্য তোমাদেরকে 'গীলা' করার ব্যাপারে নিষেধ করার ইচ্ছা করেছিলাম। তারপর দেখলাম রোম ও পারস্যের লোকেরা 'গীলা'[১১১৮] করে থাকে তাতে তাদের শিশু সন্তানদের কোন ক্ষতি করে না। এরপর তাঁকে আয্ল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, –এটাতো গোপন শিশু হত্যা![১১১৯]

مَا جَاءَ فِيْ جَوَازِ الْعَزْلِ

'আযল' করার বৈধতা প্রসঙ্গে

١٠٢٤- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُوْدَ تُحَدِّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى قَالَ : " كَذَبَتْ يَهُوْدُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

১০২৪। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, একটি লোক বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার একটি দাসী আছে, আমি তার সাথে আয্ল[১১২০] করে থাকি। আর আমি তার গর্ভ ধারণ চাই না। অথচ পুরুষ যা চায় আমিও তা (যৌন মিলন) চাই। আর ইহুদীগণ বলে থাকে, আয্ল করা হচ্ছে মিনি শিশু হত্যা। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ইহুদীগণ মিথ্যা বলেছে। যদি আল্লাহ্ সন্তান সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তাহলে তুমি তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। শব্দ বিন্যাস আবূ দাউদের। এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।[১১২১]

١٠٢٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১১৭. গীলা বলা হয়- সন্তানকে দুধ পান করানো অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করাকে আর আযল বলা হয়- স্ত্রী সঙ্গম কালে বীর্য যোনির বাহিরে ফেলে দেয়াকে

১১১৮. 'গীলা' শব্দের অর্থ সন্তানকে দুধ খাওয়ান অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা। আবার কেউ বলেছেন, যে গর্ভবতী স্ত্রী সন্তানকে দুধ খাওয়াচ্ছে সেই মুহূর্তে তার সঙ্গে সঙ্গম করা।

১১১৯. মুসলিম ১৪৪২, তিরমিযী ২০৭৬,২০৭৭, নাসায়ী ৩৩২৬, আবূ দাউদ ৩৮৮২, ইবনু মাজাহ ২০১১,আহমাদ ২৬৪৯৪,২৬৯০১, মালেক ১২৯২, দারেমী ২২১৭।

১১২০. 'আযল' শব্দের অর্থ স্ত্রী সঙ্গমকালে বীর্য যোনির বাইরে স্খলন করা।

১১২১. বুখারী ২২২৯, ২৫৪২,৪১৩৮, আবূ দাউদ ২১৭০,২১৭২।

وَلِمُسْلِمٍ : «فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ فَلَمْ يَنْهَنَا».

১০২৫। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকালে 'আযল করতাম। যদি তাতে নিষেধ করার মত কিছু থাকতো তাহলে কুরআন সে ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করতো।

মুসলিমে আরো আছে– এ কথা আল্লাহর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যাওয়ার পরও তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি।[১১২২]

جَوَازُ طَوَافِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

এক গোসল দিয়ে স্ত্রীদের সহিত সঙ্গম করা জায়েয

١٠٢٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

১০২৬। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন শেষে একবার মাত্র গোসল করতেন। শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[১১২৩]

بَابُ الصَّدَاقِ

অধ্যায় (৩) : মাহরানার বিবরণ

صِحَّةُ جَعْلِ الْعِتْقِ صَدَاق

দাসীকে মুক্ত করে বিবাহ করাই মাহরানা হিসেবে গন্য হয়

١٠٢٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০২৭। আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রী সাফীয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর দাসত্ব মুক্তির বিনিময়কে তাঁর মাহরানা ধার্য করেছিলেন।[১১২৪]

مِقْدَارُ صِدَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنِسَائِهِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মাহরানার পরিমাণ

১১২২. বুখারী ৫২০৯, মুসলিম ১৪৪০, তিরমিযী ১১৩৭, ইবনু মাজাহ ১৯২৭, আহমাদ ১৩৯০৬, ১৪৫৪০, ১৪৬১৪।

১১২৩. বুখারী ২৬৮, ২৮৪, ৫০৪৮, মুসলিম ৩০৯, তিরমিযী ১৪০, নাসায়ী ২৬৪, আবূ দাউদ ২১৮, ইবনু মাজাহ ৫৮৮, ৫৮৯, আহমাদ ১১৫৩৫, ১১৬৮৭, ১২২২১, দারেমী ৭৫৩, ৭৫৪।

১১২৪. বুখারী ৩৭১,৬১০, ৯৪৭, ৫০৮৬, মুসলিম ১৩৪৫,১৩৬৫,১৩৬৮, তিরমিযী ১০৯৫,১১১৫,১৫৫০, নাসায়ী ৫৪৭,৩৩৪২, ৩৩৪৩, আবূ দাউদ ২৯৯৫,২৯৯৬,২৯৯৭, ইবনু মাজাহ ১৯০৯,১৯৫৭,২২৭২, আহমাদ ১১৫৩২,১১৫৮১,১১৬৬৮, মালেক ১৬৩৬, দারেমী ২২৪২,২২৪৩।

খায়বার যুদ্ধে বন্দিনী সাফীয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মুক্তি পণকে মাহরানাগণ্য করে তার বিনিময়ে তাঁকে বিয়ে করেন। মাহরানা হিসেবে মুদ্রা বা অলংকার পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তি কল্যাণ যে কোন জিনিস এমনটি নেকী লাভের উপকরণও মাহরানা হিসেবে প্রদান করতে পারে।

١٠٢٨ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؓ؛ أَنَّهُ قَالَ : «سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا قَالَتْ : نِصْفُ أُوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৮। আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নাবী (ﷺ) এর স্ত্রী 'আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম– নাবী (ﷺ) (বিবিদের জন্য) কি পরিমাণ মাহরানা দিয়েছিলেন? 'আয়িশা (রাঃ) বলেছেন– সাড়ে বারো উকিয়াহ্ বা স্বর্ণমুদ্রা পরিমাণ মাহরানা তিনি তাঁর স্ত্রীদের জন্য দিয়েছিলেন এবং নাশ্‌শ। আয়িশা (রাঃ) বলেন, নাশ্‌শ কি তা জান? রাবী বলেন, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, অর্ধ উকিয়াহ বা স্বর্ণ মুদ্রা। এগুলো যা রৌপ্য মুদ্রার পাঁচশত দিরহামের সমান। এটাই ছিল নাবী (ﷺ)-এর বিবিদের জন্য মাহরানা।[১১২৫]

وُجُوْبُ الصَّدَاقِ

বিবাহে মোহরানা দেওয়া আবশ্যক

١٠٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ -عَلَيْهِمَا السَّلَامُ- قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " أَعْطِهَا شَيْئًا "، قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ :" فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১০২৯। ইব্‌নে 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন 'আলী (রাঃ) ফাতিমাহ (রাঃ)-কে বিবাহ করেন তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বললেন– তুমি ফাতিমাহকে (মাহরানা স্বরূপ) কিছু দাও। 'আলী (রাঃ) বললেন, আমার নিকটে কিছু নেই। নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, তোমার হুতামিয়্যাহ বর্মটি কোথায়? আবূ দাউদ, নাসায়ী, হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।[১১২৬]

حُكْمُ هَدَايَا الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ وَأَوْلِيَائِهِ

স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্র এবং তার অভিভাবকদেরকে উপঢৌকন দেয়ার বিধান

١٠٣٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؓ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ.

১০৩০। আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, অনুষ্ঠানের পূর্বে যে উপঢৌকন, হাদিয়া

১১২৫. মুসলিম ১৪২৬, নাসায়ী ৩৩৪৭, আবূ দাউদ ২১০৫, ইবনু মাজাহ ১৮৮৬, আহমাদ ২৪১০৫, দারেমী ২১৯৯।
১১২৬. আবূ দাউদ ২১২৫, নাসায়ী ৩৩৭৫,৩৩৭৬।

(উপহার) ইত্যাদি দেয়া হয় তা নারীর প্রাপ্য এবং বিবাহের পর দেয় বস্তুসমূহ সেই পাবে, যাকে তা দান করা হয় বা যার জন্য তা আনা হয়। কোন ব্যক্তির সর্বাধিক অনুগ্রহ পাওয়ার অধিকারী হলো তার বোন অথবা তার কন্যা।[১১২৭]

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ انْ يَّفْرِضَ لَهَا

স্ত্রীর মোহরানা নির্ধারণের পূর্বে স্বামী মারা গেলে

١٠٣١ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - اِمْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُوْدٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ

১০৩১। আলকামাহ ইবনু মাস্‌উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে মোহর ধার্য না করে বিবাহ করলো আর তাঁর সাথে যৌন মিলন না করে মরে গেল এমন লোক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো। ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, মহিলাটি তার পরিবারের মহিলাদের সমপরিমাণ মোহর পাবে তার কম বা অধিক নয়, আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে স্বামীর সম্পদের ওয়ারিস হবে। অতঃপর মা'কিল বিন্ সিনান আশজায়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন, আমাদের এক মেয়ে 'বারওয়া'– বিনতে ওয়াশেক সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার ফয়সালার মতই এরূপ ফয়সালাহ করেছিলেন। এরূপ শুনে ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত খুশী হলেন। –তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, এবং আরো এক জামাআত মুহাদ্দিস হাসান বলেছেন।[১১২৮]

مَا جَاءَ فِيْ قِلَّةِ الْمَهْرِ وجَوَازُهُ بِغَيْرِ النَّقْدِ

অল্প মোহরানা প্রসঙ্গ এবং তা নগদ টাকার পরিবর্তে অন্য কিছু দ্বারা দেয়ার বৈধতা

١٠٣٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : " مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ سَوِيْقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اِسْتَحَلَّ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.

১১২৭. শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ ২১২৯, সিলসিলা যঈফা ১০০৭, যঈফুল জামে ২২২৯, যঈফ নাসায়ী ৩৩৫৩ গ্রন্থসমূহে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৬/৩২০ গ্রন্থে বলেন, আমর ইবনু শুআইব কর্তৃক তার পিতা থেকে, (বর্ণিত হাদীস হাসান) আর এ সনদে আমর ব্যতীত সকলেই বিশ্বস্ত। ইমাম সুয়ূত্বী আল জামেউস সগীর ২৯৯৩ গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন। বিন বায তার হাশিয়ায় ৫৯৬ এর সনদকে উত্তম বলেছেন। আহমাদ শাকেরও মুসনাদ আহমাদ ১০/১৭৯ গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন। ইমাম শওকানী তাঁর আস সাইলুল জাররার ২/২৮৬ গ্রন্থে বলেন, এ হাদীস সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই।

১১২৮. আবূ দাউদ ২১১৫, তিরমিযী ১১৪৫, নাসায়ী ৩৩৫৫, ৩৩৫৬,৩৩৫৮, ইবনু মাজাহ ১৮৯১, দারেমী ২২৪৬।

Contents

১০৩২। জাবির বিন্ 'আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,–যে ব্যক্তি কোন রমণীকে মহরানায় ছাতু বা খেজুর দিলো সে ঐ মহিলাকে (তার জন্য) হালাল করে নিলো। –আবূ দাউদ হাদীসটির মাওকূফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[১১২৯]

١٠٣٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُوْلِفَ فِي ذٰلِكَ.

১০৩৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির বিন রবীয়া (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা (রাবীয়া) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুখানা জুতার বিনিময়ে (মোহর ধার্যে) জনৈকা মহিলার নিকাহ্ বা বিবাহকে জায়িয করেছিলেন। –তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন এবং এ (সহীহ হওয়ার) ব্যাপারে ভিন্ন মতও রয়েছে।[১১৩০]

١٠٣٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «زَوَّجَ النَّبِيُّ رَجُلًا اِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : «لَا يَكُوْنُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوْفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.

১০৩৪। সাহ্ল বিন্ সা'দ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি লোহার আংটির বিনিময়ে একজন লোকের সাথে এক মহিলার বিবাহ দিয়েছিলেন। –এটা একটি পূর্ববর্তী দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ যা বিবাহ্ অধ্যায়ের প্রথম দিকে উল্লেখ রয়েছে।[১১৩১]

'আলী (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মোহর (সাধারণত) দশ দিরহামের কমে হয় না। –দারাকুৎনী, মাওকূফ রূপে; এর সানাদে ত্রুটি রয়েছে।[১১৩২]

১১২৯. মুসলিম ১৪০৫, আবূ দাউদ ২১১০, আহমাদ ১৪৪১০। শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ ২১১০,তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩১৪১, যঈফুল জামে ৫৪৫৩ গ্রন্থত্রয়ে একে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আত্-তালখীসুল হাবীর ৩/১২১৯ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মুসলিম বিন রুমান নামক দুর্বল রাবী আছে। আল-আইনী তাঁর উমদাতুল কারী ২০/১৯৪ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে রয়েছে মূসা, আর ইবনুল কাত্তান বলেন, তিনি তাকে চিনেন না, আবূ মুহাম্মাদ বলেন, لا يعول عليه তার উপর নির্ভর করা যায় না।

১১৩০. তিরমিযী ১১১৩, ইবনু মাজাহ ১৮৮৮। শাইখ আলবানী যঈফ ইবনু মাজাহ ৩৬৯ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন, ইমাম বাইহাকী তার সুনান আল কুবরা ৭/২৩৯ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আসিম বিন উবাইদুল্লাহ বিন আসিম বিন আমর ইবনুল খাত্তাব রয়েছেন, তার সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, আসিমকে ইবনু মুঈন দুর্বল বলেছেন। অনুরূপ একটি হাদীস মা আয়িশা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম যাহাবী তাঁর মযীনুল ই'তিদাল ১/৩৪৬ গ্রন্থে বলেন, এর সনদের এক বর্ণনাকারী বকর বিন শারুদের দোষত্রুটি উল্লেখ করা হয়েছে।

১১৩১. ইবনু হাজার তাঁর ইতহাফুল মাহরাহ ৬/১১ গ্রন্থে বলেন, : أخرجاه مطولا، لكن زيادة: فصه فضة ليس في الصحيحين -এ বিষয়ে দীর্ঘ হাদীস বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হলেও فصه ও فضة এ দু'টি শব্দের বৃদ্ধি গ্রন্থ দ্বয়ে নেই। ইমাম হাইসামী মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৪/২৮৪ গ্রন্থে বলেন, এর فضةসনদে আবদুল্লাহ বিন মাসআব আয যুবাইরী নামক দুর্বল রাবী রয়েছে।

Contents

اِسْتِحْبَابُ تَيْسِيْرِ الصَّدَاقِ

সামান্য পরিমান মোহরানা ধার্য করা মুস্তাহাব

١٠٣٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১০৩৫। ওক্‌বাহ ইবন্ 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, উত্তম মোহর হচ্ছে যা দেয়া সহজ হয়। –আবূ দাউদ; হাকিম সহীহ্ বলেছেন।[১১৩৩]

مَشْرُوْعِيَّةُ تَمْتِيْعِ الْمُطَلَّقَةِ بِمَا يَتَيَسَّرُ

তালাকপ্রাপ্তাকে সাধ্যানুযায়ী ভরণ-পোষণ প্রদান করা শরীয়তসম্মত

١٠٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- «أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ : " لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ "، فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ» أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوْكٌ.

১০৩৬। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। আল-জাওন কন্যা 'আমরাহকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট পেশ করা হলে সে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে (আল্লাহ্‌র) আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি বলেন ঃ তুমি এক মহান সত্তার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করেছো। অতঃপর তিনি তাকে তিন তালাক দিলেন এবং উসামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী তিনি তাকে (উপঢৌকনস্বরূপ) তিনখানা সাদা লম্বা কাপড় দেন। ইবনু মাজাহ; এর সানাদে একজন মাত্রূক (পরিত্যক্ত) রাবী রয়েছে।[১১৩৪]

১১৩২. দারাকুতনী ৩য় খণ্ড ২০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৪৯। ও ৩য় খণ্ড ২৪৫ পৃষ্ঠা হাদীস নং ১৩। ইবনু হযম তাঁর আল মাহাল্লা ৯/৪৯৪ গ্রন্থে হাদীসটি বাতিল বলেছেন। ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ৩/২৩৯ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মুবাশশির বিন উবাইদ নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন,: فيه مبشر بن عبيد قال أحمد كان يضع الحديث وروي عن جابر مرفوعا ولم يصح এর সনদে মুবাশশির বিন উবাইদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ বলেন, সে হাদীস তৈরী করত। হাদীসটি মারফূ সূত্রে জাবির থেকে বর্ণিত হলেও সহীহ নয়। ইবনু উসাইমীন বুলুগুল মারামের শরাহ ৪/৫৯৭ গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, তুহফাতুল আহওয়াযীতে ৩/৫৭৭, এর সনদে দাঊদ আল উয়াদী নামক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনান আল কুবরা ৮/২৬১ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে অপরিচিত ও দুর্বল বর্ণনাকারীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

১১৩৩. আবূ দাউদ ২১১৭, হাকিম ২য় খণ্ড ১৮১-১৮২ পৃষ্ঠা।

১১৩৪. ইবনু মাজাহ ২০৩৭, শাইখ আলবানী যঈফ ইবনু মাজাহ ৩৯৫ গ্রন্থে বলেন, উসামার বর্ণনাটি মুনকার, আর আনাসের বর্ণনাটি فأمر أبا أسيد أن يجهزها শব্দে সহীহ। তিনি সহীহ ইবনু মাজাহ ১৬৭০ গ্রন্থে বলেন, : فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثـوبين رازقـتين، -শব্দে সহীহ, তবে উসমাহ ও আনাসকে উল্লেখ করা মুনকার। ইবনু হাজার আসকালানী ফাতহুল বারী ৯/২৬৯ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে উবাইদ রয়েছে, সে মাতরুক। তিনি তাঁর আত্-তালখীসুল হাবীর ৩/১২২ গ্রন্থে বলেন, এর মধ্যে উবাইদ ইবনুল কাসিম রয়েছে সে واهي (মারাত্মক দুর্বল)। আর জাওনিয়ার ঘটনা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

١٠٣٧ - وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي " الصَّحِيْحِ " مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ.

১০৩৭। আর আবূ উসাইদ সা'ঈদী কর্তৃক মূল বিররণ সহীহ্ বুখারীর হাদীসে রয়েছে।[১১৩৫]

بَابُ الْوَلِيْمَةِ

অধ্যায় (৪) : ওয়ালিমাহ

مَشْرُوْعِيَّةُ وَلِيْمَةِ الزَّوَاجِ

বিবাহের ওয়ালিমা করা শরীয়তসম্মত

١٠٣٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ : " مَا هَذَا؟ "، قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : " فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

১০৩৮। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আবদুর রহমান ইব্নু 'আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দেহে সুফ্রার (হলুদ রং) চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, এ কী? 'আবদুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি এক মহিলাকে একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিয়ে করেছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এ বিয়েতে বারাকাত দান করুন। তুমি একটি ছাগলের দ্বারা হলেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর।; শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[১১৩৬]

১১৩৫. বুখারী ৫২৫৫, ৫৬৩৭, মুসলিম ২০০৭, আহমাদ ১৫৬৩১, ২২৩৬২। বুখারীতে উক্ত ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, আবূ উসায়দ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে বের হয়ে শাওত নামক বাগানের নিকট দিয়ে চলতে চলতে দু'টি বাগান পর্যন্ত পৌছলাম এবং এ দু'টির মাঝে বসলাম। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরা এখানে বসে থাক। তিনি (ভিতরে) প্রবেশ করলেন।

" وقد أُتِيَ بالجَوْنِيَة . . . فلما دخل عليها النبي –صلى الله عليه وسلم– قال : "هَبِي نفسك لي" . قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال : "فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن". فقالت : أعوذ بالله منك . فقال : "قد عُذْتِ بمَعَاذ" . ثم خرج علينا . فقال : يا أبا أسيد ! اكسها رَازِقِيَّتَيْن ، وأَلْحِقْهَا بأهلها "

তখন নু'মান ইব্ন শারাহীলের কন্যা উমাইমার খেজুর বাগানস্থিত ঘরে জাওনিয়াকে আনা হয়। আর তাঁর খিদমতের জন্য ধাত্রীও ছিল। নাবী যখন তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ কর। তখন সে বলল ঃ কোন রাজকুমারী কি কোন বাজারিয়া ব্যক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে? রাবী বলেন ঃ এরপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন তার শরীরে রাখার জন্য, যাতে সে শান্ত হয়। সে বললঃ আমি আপনার থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই। তিনি বললেন ঃ তুমি উপযুক্ত সত্তারই আশ্রয় নিয়েছ। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ হে আবূ উসায়দ! তাকে দু'খানা কাতান কাপড় পরিয়ে দাও এবং তাকে তার পরিবারের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।

১১৩৬. বুখারী ২০৪৯, ২২৯৩, ৩৭৮১, ৩৯৩৭, ৫০৭২, মুসলিম ১৪২৭, তিরমিযী ১০৯৪, ১৯৩৩, নাসায়ী ৩৩৪১, ৩৩৫২, ৩৩৭২, ২১০৯, ইবনু মাজাহ ১৯০৭, আহমাদ ১২২৭৪, ১২৫৬৪, ১২৭১০, মালেক ১১৫৭, দারেমী ২২০৪।

Contents

حُكْمُ اجَابَةِ الْوَلِيْمَةِ

ওয়ালিমার দাওয়াত কবুল করার বিধান

١٠٣٩ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ : «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ؛ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ».

১০৩৯। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কাউকে ওয়ালীমার দাওয়াত করা হলে তা অবশ্যই গ্রহণ করবে।

মুসলিমে আছে– যখন কেউ তার (মুসলিম) ভাইকে বিবাহ উপলক্ষে বা তদনুরূপ কোন ব্যাপারে দা'ওয়াত করবে তখন যেন সে তা গ্রহণ করে।[১১৩৭]

١٠٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১০৪০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– ওয়ালিমাহর ঐ খানা মন্দ খানা যার আগমনকারীকে নিষেধ করা হয় আর অস্বীকারকারীকে আহ্বান করা হয়। আর যে ব্যক্তি ওয়ালিমাহর দা'ওয়াত গ্রহণ করে না সে আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাফারমানী করে।[১১৩৮]

حُكْمُ اجَابَةِ الصَّائِمِ، وَالْأَكْلُ مِنَ الْوَلِيْمَةِ

রোযাদারের ওয়ালিমার দাওয়াতের সম্মতিদান এবং ভক্ষণ করা

١٠٤١ - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ؛ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.

১১৩৭. বুখারী ৪১৭৯, মুসলিম ১৪২৯, তিরমিযী ১০৯৮, আবূ দাউদ ৩৭৩৬, ৩৭৩৮, ইবনু মাজাহ ১৯১৪, আহমাদ ৪৬৯৮, ৪৭১৬, মালেক ১১৫৯, দারেমী ২০৮২, ২২০৫।

১১৩৮. বুখারী ৫১৭৭,মুসলিম ১৪৩২, আবূ দাউদ ৩৭৪২, ইবনু মাজাহ ১৯১৩, আহমাদ ৭৫৬৯, ৯০০৮, ১০০৪০, মালেক ১১৬০, দারেমী ২০৬৬।
ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ৩/২৪৭ গ্রন্থে বলেন, ইবনু উসাইমীন বুলুগুল মারামের শরাহ্ ৪/৬০৯ গ্রন্থে বলেন, এর সনদের ব্যাপারে কিছু কথা আছে। ইবনুল কাত্তান তাঁর আল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম ৩/১২১ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে যিয়াদ বিন আবদুল্লাহ ও আত্বা ইবনুস সায়িব বর্ণনাকারীদ্বয় হচ্ছে মুখতালিত্ব (এলোমেলো বর্ণনাকারী)। শাইখ আলবানী যঈফ তিরমিযী ১০৯৭, যঈফ আল জামে ৩৬১৬ গ্রন্থদ্বয়ে একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম সুয়ূত্ব আল জামেউস সগীর ৫২৬০ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন, আবদুর রহমান মুবারকপুরী তুহফাতুল আওয়াযী ৩/৫৫১ গ্রন্থে বলেন, له] شواهد يدل مجموعها أن للحديث أصلاً -এর অনেক শাহেদ থাকায় বোঝা যাচ্ছে হাদীসটির মূল ভিত্তি রয়েছে। বিন বায হাশিয়া বুলুগুল মারাম ৬০০ গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দুর্বল আর এর শাহেদ হাদীসগুলোও দুর্বল।

১০৪১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ দা'ওয়াত প্রাপ্ত (আমন্ত্রিত) হবে, সে যেন তা গ্রহণ করে। যদি আমন্ত্রিত ব্যক্তি রোযাদার হয় তবে সে তার জন্য দু'আ করবে। আর যদি রোযাদার না হয় তবে যেন সে খানা খায়।[১১৩৯]

١٠٤٢ - وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ وَقَالَ : «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

১০৪২। মুসলিমে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে; তাতে আছে- ইচ্ছা হলে খাবে নতুবা খাওয়া বর্জন করবে।[১১৪০]

حُكْمُ اجَابَةِ الدَّعْوَةِ بَعْدَ الْيَوْمِ الْاَوَّلِ

দাওয়াত দেওয়ার একদিন পর দাওয়াত কবুল করার বিধান

١٠٤٣ - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ " " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

১০৪৩। ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম দিবসের ওয়ালিমাহর খানা ন্যায্য, দ্বিতীয় দিবসের ওয়ালিমাহর খানা সুন্নাত, তৃতীয় দিবসের ওয়ালিমাহর খানা রিযা বা স্বীয় গৌরব জাহির করা। আর যে নিজের সুনাম ছড়ানোর উদ্দেশে কোন কাজ করে, আল্লাহ্ তাকে কিয়ামাত দিবসে জনগণের নিকটে প্রকাশ করে লাঞ্ছিত করবেন। –তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন; হাদীসটির রাবী সহীহ্ হাদীসের অনুরূপ।[১১৪১]

١٠٤٤ - وَلَهُ شَاهِدٌ : عَنْ أَنَسٍ ﷺ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ.

১০৪৪। ইবনু মাজাহতে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক, এ হাদীসের শাহেদ বা সমার্থক হাদীস বর্ণিত রয়েছে।[১১৪২]

১১৩৯. মুসলিম ১৪৩১, তিরমিযী ৭৮০, আবূ দাউদ ২৪৬০, আহমাদ ৭৬৯১, ১০২০৭।

১১৪০. বুখারী ১৪৩০, আবূ দাউদ ৩৭৪০, ইবনু মাজাহ ১৭৫১, আহমাদ ১৪৭৯৭।

১১৪১. الانطاع শব্দটি نطع এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে চামড়ার মাদুর বিশেষ। আর اقط হচ্ছে শুষ্ক দুধ অর্থাৎ পনির। তিরমিযী ১০৯৭। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (৩/২৭৪) গ্রন্থে বলেন, তার কথাটি ঠিক নয়। তবে এর রাবীগণ বুখারীর রাবী। এই বিষয়ে যতগুলো হাদীস রয়েছে কোনটিই সমালোচনামুক্ত নয়। ইবনু উসাইমীন তাঁর বুলুগুল মারামের শরাহ (৪/৬০৯) গ্রন্থে বলেন, সনদের দিক দিয়ে হাদীসটি ক্রটিপূর্ণ। ইবনুল কাত্তান তাঁর আল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম (৩/১২১) গ্রন্থে বলেন, এর মধ্যে যিয়াদ বিন আবদুল্লাহ ও আত্বা ইবনুস সায়িব রয়েছে। যারা এলোমেলো বর্ণনাকারী। ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারী (৯/১৫১) গ্রন্থে বলেন, এর ক্রটি রয়েছে।

১১৪২. ইবনু মাজাহ ১৯১৫। ইবনু হাজার তাঁর আত্-তালখীসুল হাবীর ৩/১২২৭ গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দুর্বল তবে এর শাহেদ হাদীস রয়েছে। ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ৩/২৪৮ গ্রন্থে বলেন, আবূ খালিদ আদ দালানী ব্যতীত এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত, কেননা সে বিতর্কিত। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ১৯৫১, যঈফ আবূ দাউদ ৩৭৫৬, তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩১৫৯ গ্রন্থত্রয়ে একে দুর্বল বলেছেন। তিনি তাঁর আত তালীকাতুর রযীয়্যাহ

Contents

هَدْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيْ وَلِيْمَةِ الزَّوَاجِ

বিবাহের ওয়ালিমার ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিক নির্দেশনা

١٠٤٥ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : «أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৪৫।. সাফিয়্যাহ বিনতে শাইবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোন সহধর্মিনীর বিবাহতে দু' মুদ[১১৪৩] যব-এর খাবার ওয়ালিমাহ দিয়েছিলেন।[১১৪৪]

١٠٤٦ - وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : «أَقَامَ النَّبِيُّ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

১০৪৬। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার এবং মাদীনাহ্র মাঝে তিন দিন অবস্থান করলেন এবং হুয়ায়্যার কন্যা সাফীয়ার সঙ্গে রাতে বাসর যাপনের ব্যবস্থা করলেন। আমি মুসলিমদেরকে তাঁর ওয়ালীমার দাওয়াত দিলাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দস্তরখানা বিছানোর নির্দেশ দিলেন এবং সেখানে গোশত ও রুটি ছিল না। খেজুর, পনির, মাখন ও ঘি রাখা হল। –শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[১১৪৫]

حُكْمُ مَا اذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ

দুজন নিমন্ত্রনকারী একত্রে দাওয়াত দিলে কার দাওয়াত কবুল করবে –এর বিধান

١٠٤٧ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ.

১০৪৭। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন–দু'জন নিমন্ত্রণকারী একত্র হলে, তোমার দরজার (বাড়ির) নিকটবর্তী ব্যক্তির দা'ওয়াত গ্রহণ করবে। আর যদি তাদের কেউ পূর্বে আসে তবে প্রথম ব্যক্তির দা'ওয়াত গ্রহণ করবে। –এর সানাদ দুর্বল।[১১৪৬]

৩/১৪১ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইয়াযীদ বিন আবদুর রহমান নামক বর্ণনাকারী হচ্ছে দুর্বল ও মুদাল্লিস। বিন বাযও তার হাশিয়া বুলুগুল মারাম ৬০২ গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাকারী ছাড়া হাদীসটির সনদকে উত্তম বলেছেন।

১১৪৩. একমুদে ৬২৫ গ্রাম, সুতরাং দু'মুদে ১২৫০ গ্রাম।

১১৪৪. বুখারীর অপর বর্ণনায় রয়েছে, لا آكل وأنا متكئ অর্থাৎ হেলান দেয়া অবস্থায় আমি খাবার খাই না। বুখারী ৫১৭২।

১১৪৫. বুখারী ৩৭১, ৬১০, ৯৪৭, ২১৩০, ২২২৮, মুসলিম ১৩৪৫, ১৩৬৫, ১৩৬৮, তিরমিযী ১০৯৫, ১১১৫, নাসায়ী ৫৪৭, ৩৩৪২, ৩৩৪৩, আবূ দাউদ ২০৫৪, ২৯৯৬, ইবনু মাজাহ ১৯০৯, ১৯৫৭, ২২৭২, আহমাদ ১১৫৩২, ১১৫৮১, ১১৬৬৮, মালেক ১০২০, ১৬৩৬, দারেমী ২২৪২, ২২৪৩, ২৪৭৫।

১১৪৬. আবূ দাউদ ৩৭৫৬, আহমাদ ২২৯৫৬। ইবনু হাজার তাঁর আত তালখীসুল হাবীর ৩/১২২৭ গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দুর্বল তবে এর শাহেদ হাদীস রয়েছে। ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ৩/২৪৮ গ্রন্থে বলেন, আবূ খালিদ আদ

مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

হেলান দিয়ে বসে খাওয়া

١٠٤٨ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৪৮। আবূ জুহাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি হিলান বা ঠেস লাগিয়ে বসে খাবার খাই না।[১১৪৭]

مِنْ اٰدَابِ الْأَكْلِ

খাওয়ার শিষ্টাচারিতা সমূহ

١٠٤٩ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ «يَا غُلَامُ ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৪৯। 'উমার ইবনু আবি সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন– হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাত দিয়ে আহার কর এবং তোমার নিকটবর্তী (স্থানের খাবার) থেকে খাও।[১১৪৮]

مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِ الْقَصْعَةِ

থালার চতুর্দিক থেকে খাওয়ার বিধান

١٠٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيْدٍ، فَقَالَ : "كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

১০৫০। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সমীপে একটি 'পেয়ালায়' করে সারিদ বা সুরুয়াতে ভিজানো রুটি আনা হলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন– তোমরা চতুর্দিক থেকে খাও, মধ্য থেকে খেওনা– কেননা বারকাত মধ্যেই অবতীর্ণ হয়। -শব্দ বিন্যাস নাসায়ীর; আর এর সানাদ সহীহ্।[১১৪৯]

দালানী ব্যতীত এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত, কেননা সে বিতর্কিত। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ১৯৫১, যঈফ আবূ দাউদ ৩৭৫৬, তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩১৫৯ গ্রন্থত্রয়ে একে দুর্বল বলেছেন। তিনি তাঁর আত তালীকাতুর রযীয়্যাহ (৩/১৪১) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইয়াযীদ বিন আবদুর রহমান নামক বর্ণনাকারী হচ্ছে দুর্বল ও মুদাল্লিস। বিন বাযও তার হাশিয়া বুলুগুল মারাম (৬০২) গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাকারী ছাড়া হাদীসটির সনদকে উত্তম বলেছেন।

১১৪৭. বুখারী ৫৩৯৮, ৫৩৯৯, তিরমিযী ১৮৩০, আবূ দাউদ ৩৭৬৯, ইবনু মাজাহ ৩২৬২, আহমাদ ১৮২৭৯, ১৮২৮৯, দারেমী ২০৭১।

১১৪৮. বুখারী ৫৩৭৭,৫৩৭৮,৫৩৭৫, মুসলিম ২০২২,আবূ দাউদ ৩৭৭৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৭,আহ্মাদ ১৫৮৯৫,১৫৯০২, মালেক ১৭৩৮, দারেমী ২০২৯, ২০৪৫।

১১৪৯. আবূ দাউদ ৩৭৭২, তিরমিযী ১৮০৫, ইবনু মাজাহ ৩২৭৭, দারেমী ২০৪৫।

مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ ذَمِّ الطَّعَامِ

খাবারকে নিন্দা করা অপছন্দনীয়

١٠٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : «مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোন খাবারের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করেননি। ভাল লাগলে তিনি খেতেন এবং খারাপ লাগলে রেখে দিতেন।[১১৫০]

النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ

বাম হাত দ্বারা খাওয়া নিষেধ

١٠٥٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَا تَأْكُلُوْا بِالشِّمَالِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫২। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- বাম হাতে খাবেনা, কেননা শয়তান বাম হাতে খেয়ে থাকে।[১১৫১]

النَّهْيُ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْاِنَاءِ اوِ النَّفْخِ فِيْهِ

পাত্রে ফুঁ দেওয়া অথবা শ্বাস ফেলা নিষেধ

١٠٥٣- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫৩। আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পান করবে তখন যেন সে পাত্রে শ্বাস ত্যাগ না করে।[১১৫২]

١٠٥٤ - وَلِأَبِي دَاوُدَ : عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ : «أَوْ يَنْفُخْ فِيْهِ» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০৫৪। আবূ দাউদে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক হাদীসটি এরূপই, তবে এতে এ অংশটুকু বেশি আছে- 'পানীয় পাত্রে ফুঁ দেবে না।' তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।[১১৫৩]

১১৫০. তিরমিযীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাত্রে শ্বাস ফেলতে এবং ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। বুখারী ৫৪০৯,৩৫৬৩, মুসলিম ২০৬৪, তিরমিযী ২০৩১, আবূ দাউদ ৩৭৬৩, ইবনু মাজাহ ৩২৫৯, আহমাদ ৯২২৩,৯৭৯১,৯৮৫৫।

১১৫১. মুসলিম ২০১৯, ইবনু মাজাহ ৩২৬৮, আহমাদ ১৩৭০৪, ১৩৭৬৬, ১৪০৯৬, মালেক ১৭১১।

১১৫২. বুখারী ১৫৩, ১৫৪, ৫৬৩০, মুসলিম ২৬৭, তিরমিযী ১৫, ১৮৮৯, নাসায়ী ২৪, ২৫, ৪৭, আবূ দাউদ ৩১, ইবনু মাজাহ ৩১০, আহমাদ ১৮৯২৭, ২২০১৬, দারেমী ৬৭৩।

১১৫৩. হাদীসের শেষে ইমাম বুখারী বৃদ্ধি করেছেন, বর্ণনাকারী আবূ কিলাবাহ (রহ.) বলেন, আমি ইচ্ছে করলে বলতে পারতাম যে, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ হাদীস রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিরমিযী ১৮৮৮, আবূ দাউদ ৩৭২৮,ইবনু মাজাহ ৩৪২৯।

بَابُ الْقَسْمِ

অধ্যায় (৫) : স্ত্রীদের হক বণ্টন

مَشْرُوْعِيَّةُ الْقِسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ

স্ত্রীদের মাঝে সমানভাবে পালা বণ্টন করা শরীয়তসম্মত

١٠٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُوْلُ : "اَللّٰهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ.

১০৫৫। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপন স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফের সাথে (সব কিছু) সমানভাবে বণ্টন করতেন, অতঃপর বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! এ হলো আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমার কাজ। যে বিষয়ে তোমার ক্ষমতা আছে, আমার সামর্থ্য নাই, সে বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করো না। -ইবনু হিব্বান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন কিন্তু তিরমিযী হাদীসটির মুরসাল হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[১১৫৪]

وُجُوْبُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِيْمَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ

স্ত্রীদের মাঝে পরিমানমত ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা আবশ্যক

١٠٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

১০৫৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– যার দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের একজনের চেয়ে অপরজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে, সে ক্বিয়ামাতের দিন একদিকে বক্রভাবে ঝুঁকে থাকা অবস্থায় উপস্থিত হবে। এর সানাদ সহীহ্।[১১৫৫]

مِقْدَارُ الْاِقَامَةِ عِنْدَ الزَّوْجَةِ الْجَدِيْدَةِ

নতুন স্ত্রীর নিকট অবস্থান করার পরিমাণ

১১৫৪. তিরমিযী ১১৪০, নাসায়ী ৩৯৪৩, আবূ দাউদ ২১৩৪, ইবনু মাজাহ ১৯৭১, আহমাদ ২৪৫৮৭, দারেমী ২২০৭। শাইখ আলবানী আবূ দাউদ গ্রন্থের (২১৩৪), ইরওয়াউল গালীল (২০১৮), এবং যয়ীফুল জামে' (৪৫১৩) গ্রন্থত্রয়ে হাদীসটিকে যয়ীফ মন্তব্য করেছেন। ইমাম বুখারী ইলালুল কাবীর গ্রন্থের (১৬৫) তে বলেন হাদীসটি মুরসাল। বিন বায মাজমাউল ফাতাওয়া (২৪৩-২১) তে বলেন, হাদীসটি প্রমাণিত। ইমাম শাওকানী ফাতহুর কাদীর (৭৮১/১), ইমাম সুয়ূতী আল জামিউস সগীর (৭১২৭) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১১৫৫. আবূ দাউদ ২১৩৩, তিরমিযী ১১৪১, নাসায়ী ৩৯৪২, ইবনু মাজাহ ১৯৬৯, আহমাদ ৮৩৬৩,৯৭৪০, দারেমী ২২০৬।

١٠٥٧ - وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

১০৫৭। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন– নাবী (সাঃ)-এর সুন্নাত হচ্ছে, যদি কেউ বিধবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী বিয়ে করে তবে সে যেন তার সঙ্গে সাত দিন অতিবাহিত করে এবং এরপর পালা অনুসারে এবং কেউ যদি কোন বিধবাকে বিয়ে করে এবং তার ঘরে পূর্ব থেকেই কুমারী স্ত্রী থাকে তবে সে যেন তার সঙ্গে তিন দিন কাটায় এবং তারপর পালাক্রমে। শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[১১৫৬]

تَخْيِيرُ الثَّيِّبِ فِي الْاقَامَةِ عِنْدَهَا بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالسَّبْعِ

অকুমারী স্ত্রীর তিন বা সাত দিন যে কোন মেয়াদে পালা গ্রহণের স্বাধীনতা

١٠٥٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ : "إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫৮। উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেনঃ এটা সুন্নাত বা বিধিসম্মত হবে– যখন মানুষ কোন কুমারীকে অকুমারীর উপর বিয়ে বিয়ে করবে, তার সাথে সাত দিন অবস্থান করার পর তার স্ত্রীদের মধ্যে সভাবে পালা বণ্টন করবে। আর যখন কোন অকুমারীকে বিয়ে করবে তখন তার সাথে একাধিক্রমে তিরন দিন অবস্থান করার পর তাদের পালা সমভাবে বণ্টন করবে।[১১৫৭]

جَوَازُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ يَوْمَهَا لِضُرَتِهَا

কোন স্ত্রী তার সতীনকে তার পালা দান করতে পারে

١٠٥٩- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- «أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫৯। 'আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সওদা বিনতে যাম'আহ (রাঃ) তাঁর পালার রাত 'আয়িশা (রাঃ)-কে দান করেছিলেন। নাবী (সাঃ) 'আয়িশা (রাঃ)-এর জন্য দু'দিন বরাদ্দ করেন- 'আয়িশা (রাঃ)-'র দিন এবং সওদা (রাঃ)-'র দিন।[১১৫৮]

১১৫৬. বুখারী ৫২১৩, ৫২১৪, মুসলিম ১৪৬১, তিরমিযী ১১৩৯, ,আবূ দাউদ ২১২৩,২১২৪, ইবনু মাজাহ ১৯১৬, আহমাদ ১১৫৪১, মালেক ১১২৪, দারেমী ২২০৯।

১১৫৭. মুসলিম ১৪৬০, আবূ দাউদ ২১২২, ইবনু মাজাহ ১৯১৭, আহমাদ ২৫৯৬৫, ২৫৯৯০, মালেক ১১২৩, দারেমী ২২১০।

১১৫৮. বুখারী ২৫৯৪, ২৬৩৭, ২৬৬১, ২৬৬৮, ২৮৭৯, মুসলিম ১৪৪৫, ২৭৭০, আবূ দাউদ ২১৩৮, ১৯৭০, ২৩৪৭, আহমাদ ২৪৩১৩, ২৪৩৩৮, ২৫০৯৫, দারেমী ২২০৮, ২৪২৩।
পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছে ঃ
"حتى مات عندها . قالت عائشة : فمات في اليوم الذي كان يدور عليَّ فيه في بيتي ، فقبضه الله ، وإن رأسه لبين نحري وسَحْرِي ، وخالط رِيقه ريقي"

جَوَازُ الدُّخُوْلِ عَلَى غَيْرِ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ اذَا كَانَ يُعَامِلُ نِسَاءَهُ كَذَالِكَ

পালা নেই এমন স্ত্রীর নিকট গমন করা বৈধ যখন অন্য স্ত্রীদের সাথে সমতা বহাল থাকবে

١٠٦٠ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ : «قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا اِبْنَ أُخْتِي ! كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوْفُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ اِمْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيْتَ عِنْدَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১০৬০। 'উরওয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছিলেন–হে আমার বোনের ছেলে, আমাদের নিকটে অবস্থান ব্যাপারে একজনকে অপরের উপরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনরূপ অধিক প্রাধান্য দিতেন না। এমন দিন খুব কমই যেত– তিনি আমাদের সকলের নিকট আগমন ব্যতীত থাকতেন, অর্থাৎ সকলের নিকটে প্রায়ই আসতেন। আমাদেরকে তিনি স্পর্শ ব্যতীত সকলের নিকটবর্তী হতেন। অবশেষে যাঁর নিকটে রাত্রি যাপনের বারি (পালা) থাকতো তিনি তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে রাত্রি যাপন করতেন। –শব্দ বিন্যাস আবূ দাউদের; হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।[১১৫৯]

١٠٦١– وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا– قَالَتْ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ» الْحَدِيْثَ.

১০৬১। মুসলিমে 'আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আসর সলাত পড়ে তাঁর সকল স্ত্রীর নিকটে যেতেন, তাতে তিনি সকলের নিকটে উপস্থিত হতেন। (এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ)[১১৬০]

مَشْرُوْعِيَّةُ الْقِسْمِ فِيْ حَالِ الْمَرَضِ

অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করা

١٠٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا– «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ : " أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ "، يُرِيْدُ : يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬২। 'আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তাঁর যে অসুখে ইন্তিকাল করেছিলেন, সেই অসুখের সময় জিজ্ঞেস করতেন, আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা? আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা? তিনি 'আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর পালার জন্য এরূপ বলতেন। সুতরাং উম্মাহাতুল

তিনি 'আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমার পালার দিনই আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন এ অবস্থায় যে, আমার বুক ও গলার মাঝখানে তাঁর বুক ও মাথা ছিল এবং তাঁর মুখের লালা আমার মুখের লালার সঙ্গে মিশেছিল।

১১৫৯. বুখারী ২৪৫০, ২৬৯৪, ৪৬০১, ৫২০৬, মুসলিম ৩০২১, আবূ দাউদ ২১৩৫।

১১৬০. বুখারী ৪৯১২, ৫২৬৭, ৫২৬৮, ৫৪৩১, ৫৫৯৯, ৫৬১৪, ৬৬৯১, মুসলিম ১৪৭৪, তিরমিযী ১৮৩১, নাসায়ী ৩৪২১, ৩৭৯৫, ৩৯৫৮, ইবনু মাজাহ ৩৩২৩, আহমাদ ২৩৭৯৫, ২৫৩২৪, দারেমী ২০৭৫।

মু'মিনীন (স্ত্রীগণ) তাঁকে যার ঘরে ইচ্ছে থাকার অনুমতি দিলেন। অতঃপর তিনি 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর গৃহে অবস্থান করেছিলেন।[১১৬১]

الْقُرْعَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ عِنْدَ السَّفَرِ بِإِحْدَاهُنَّ

স্ত্রীদের কোন একজনকে সফর সঙ্গী করতে হলে সকলের মাঝে লটারী করা

١٠٦٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬৩। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরের মনস্থ করলে স্ত্রীগণের মধ্যে লটারি করতেন। যার নাম আসত তিনি তাঁকে নিয়েই সফরে বের হতেন।[১১৬২]

النَّهْيُ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِيْ ضَرْبِ الزَّوْجَةِ

স্ত্রীকে অধিক প্রহার করা নিষেধ

١٠٦٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৬৪। 'আবদুল্লাহ বিন যাম্'আহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীদেরকে গোলামের মত প্রহার করো না।[১১৬৩]

بَابُ الْخُلْعِ

অধ্যায় (৬) : খোলা তালাক্বের বিবরণ

١٠٦٥ - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- «أَنَّ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه أَتَتْ النَّبِيَّ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِيْنٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ

১১৬১. বুখারী ৮৯০, ১৩৮৯, ৩১০০,৩৭৭৪, ৪৪৩৫, ৫২১৭, মুসলিম ২১৯২, ২৪৪৩, ২৪৪৪, তিরমিযী ৩৪৯৬, ইবনু মাজাহ ২৬২০, আহমাদ ২৩৬৯৬, ২৩৯৩৩, ২৪২৫৩, মালেক ৫৬২।

১১৬২. বুখারী ২৫৯৩, ২৬৩৭, ২৬৬১, ২৬৮৮, ৪৭৪৯, ৪৭৫০, ৫২১২, মুসলিম ২৪৪৫, ২৭৭০,আবূ দাউদ ২১৩৮, ইবনু মাজাহ ১৯৭০, ২৩৪৭, আহমাদ ২৪৩৩৮, ২৪৩১৩, ২৫০৯৫, দারেমী ২২০৮, ২৪২৩।

১১৬৩. বুখারী ৫২০৪, ৩৩৭৭, ৫৯৪২, ৬০৪২, মুসলিম ২৮৫৫,তিরমিযী ৩৩৪৩, ইবনু মাজাহ ১৯৮৩, আহমাদ ১৫৭৮৮, দারেমী ২২২০।
পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছেঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ آخِرِ الْيَـوْمِ» তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীদেরকে গোলামের মত প্রহার করো না। কেননা, দিনের শেষে তার সঙ্গে তো মিলিত হবে।
ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/৭ গ্রন্থে বলেন, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে হাজ্জাজ বিন আরত্বাআ নামক বর্ণনাকারী রয়েছে সে মুদাল্লিস।

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ "، قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : «وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا»

১০৬৫। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, সাবিত ইবনু কায়স এর স্ত্রী নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! চরিত্রগত বা দীনী বিষয়ে সাবিত ইবনু কায়সের উপর আমি দোষারোপ করছি না। তবে আমি ইসলামের ভিতরে থেকে কুফরী করা (অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে অমিল) পছন্দ করছি না। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? সে বলল ঃ হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তুমি বাগানটি গ্রহণ কর এবং মহিলাকে এক ত্বলাক্ব দিয়ে দাও।

বুখারীর অন্য বর্ণনায় এরূপ আছে– 'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে তালাক দেয়ার জন্য আদেশ করলেন।'[১১৬৪]

١٠٦٦ - وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ : «أَنَّ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ﷺ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عِدَّتَهَا حَيْضَةً».

১০৬৬। আবূ দাউদ ও তিরমিযী–যা তিনি হাসান বলেছেন– এতে আছে যে, অবশ্য সাবিত বিন কায়েসের স্ত্রী সাবিতের নিকট থেকে খোলা তালাক গ্রহণ করেছিলেন। ফলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাত্র এক হায়িয তাঁর ইদ্দতের ব্যবস্থা করেছিলেন।[১১৬৫]

١٠٦٧ - وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ : «أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا وَأَنَّ اِمْرَأَتَهُ قَالَتْ : لَوْلَا مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ».

১০৬৭। অন্য বর্ণনায় 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, সাবিত বিন কায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুৎসিত ছিলেন। ফলে তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্র ভয় না থাকলে সাবিত যখন আমার নিকট আসে তখন অবশ্যই আমি তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম।[১১৬৬]

১১৬৪. বুখারী ৫২৭৫, ৫২৭৭, নাসায়ী ৩৪৬৩, ইবনু মাজাহ ২০৫৬।
শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ৭/১০৩ পৃষ্ঠায় বলেন, এর সনদে আল হাজ্জাজ বিন আরত্বাআ নামক বর্ণনাকারী রয়েছে, তিনি মুদাল্লিস, আন আন করে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১৬৫. তিরমিযী ১১৮৫, নাসায়ী ৩৪৯৮, ২০৫৮।
ইবনু উসাইমীন বুলুগুল মারামের শরাহ ৫/৪ গ্রন্থে বলেন, এর সনদ নিয়ে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান যে, এটি মুরসাল নাকি মুত্তাসিল, আর এর অর্থগত দিক দিয়েও এটি মুনকার। শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ ২১৭৮, ইরওয়াউল গালীল ২০৪০, সিলসিলা সহীহাহ ৫/১৮ গ্রন্থত্রয়ে একে দুর্বল বলেছেন, ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৭/২ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইয়াহইয়া বিন সুলাইম রয়েছে যাকে নিয়ে বির্তক রয়েছে। আর মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হাদীসের সনদে উবাইদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আল ওয়াসাফী নামক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। অপরপক্ষে ইমাম সুয়ূত্বী আল জামেউস সগীর ৫৩ গ্রন্থে, বিন বায মাজমুআ ফাতাওয়া ২৫/২৫৩ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। বিন বায বুলুগুল মারামের হাশিয়া ৬১২ গ্রন্থে বলেন : এর সনদ উত্তম ও শক্তিশালী, কোন সনদে এটি মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হলেও সঠিক কথা হলো, এটি মুত্তাসিল।

১১৬৬. ইবনু মাজাহ ২৫০৭। ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/৭ গ্রন্থে বলেন, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে হাজ্জাজ বিন আরত্বাআ নামক বর্ণনাকারী রয়েছে সে মুদাল্লিস।

١٠٦٨ - وَلِأَحْمَدَ : مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ : «وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ».

১০৬৮। সাহ্‌ল বিন আবূ হাস্‌মাহ থেকে আহমদে রয়েছে, সাবিত্ব বিন কায়েসের ঘটনাটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম খোলা তালাক।[১১৬৭]

بَابُ الطَّلَاقِ

অধ্যায় (৭) : তালাক্বের বিবরণ[১১৬৮]

مَا جَاءَ فِي كَرَاهَةِ الطَّلَاقِ

তালাক দেওয়া অপছন্দনীয়

١٠٦٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

১০৬৯। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তালাক্ব হচ্ছে হালাল বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য বস্তু। আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। আবূ হাতিম হাদীসটির মুরসাল হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[১১৬৯]

حُكْمُ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ

হায়েয অবস্থায় তালাকের বিধান

১১৬৭. আহমাদ ১৫৬৬৩। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ৭/১০৩ পৃষ্ঠায় বলেন, এর সনদে আল হাজ্জাজ বিন আরত্বাআ নামক বর্ণনাকারী রয়েছে, তিনি মুদাল্লিস, আন আন করে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১৬৮. ত্বালাক্ব শব্দের অর্থ ত্যাগ, পরিত্যাগ, বর্জন, বিবাহবিচ্ছেদ। শরীয়তের পরিভাষায় দাম্পত্য জীবন থেকে স্ত্রীকে শরীয়তসম্মত পন্থায় পরিত্যাগ করার নাম তালাক্ব।

১১৬৯. ইবনু মাজাহ ২০১৮, আবূ দাউদ ২১৭৮। ইবনু উসাইমীন বুলুগুল মারামের শরাহ ৫/৪ গ্রন্থে বলেন, এর সনদ নিয়ে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান যে, এটি মুরসাল নাকি মুত্তাসিল, আর এর অর্থগত দিক দিয়েও এটি মুনকার। শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ ২১৭৮, ইরওয়াউল গালীল ২০৪০, সিলসিলা সহীহাহ ৫/১৮ গ্রন্থত্রয়ে একে দুর্বল বলেছেন, ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৭/২ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইয়াহইয়া বিন সুলাইম যাকে নিয়ে বির্তক রয়েছে। আর মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হাদীসের সনদে উবাইদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আল ওয়াসাফী নামক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। অপরপক্ষে ইমাম সুয়ূত্বী আল জামেউস সগীর ৫৩ গ্রন্থে, বিন বায মাজমুআ ফাতাওয়া ২৫/২৫৩ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। বিন বায বুলুগুল মারামের হাশিয়া ৬১২ গ্রন্থে বলেন, : إسناده جيد قوي [وقد روي مرسلا والراجح المتصل

শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২২৭, গায়াতুল মারাম ২৬১ গ্রন্থদ্বয়ে একে সহীহ বলেছেন, ইমাম ইবনুল কাইয়িম যাদুল মাআদ ৫/২২০ গ্রন্থে এর সনদকে মুসলিম শর্তে সহীহ বলেছেন। তবে শাইখ আলবানী যঈফ নাসায়ী ৩৪০১ যঈফ বলেছেন, ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারী ৯/২৭৫ গ্রন্থে বলেন, এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত কিন্তু মাহমুদ বিন লাবীদ নয়। মাহমুদ বিন লাবীদ এর শ্রবণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয় না।

١٠٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ : «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيْقَةً».

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ اِبْنُ عُمَرَ ﷺ : «أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اِثْنَتَيْنِ ؛ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيْمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ اِمْرَأَتِكَ».

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ».

১০৭০। ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে স্বীয় স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় ত্বলাক্ব দেন। ‘উমার ইব্ন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রসূলুল্লাহ বললেন ঃ তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং নিজের কাছে রেখে দেয় যতক্ষণ না সে মহিলা পবিত্র হয়ে আবার ঋতুবতী হয় এবং আবার পবিত্র হয়। অতঃপর সে যদি ইচ্ছে করে, তাকে রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছে করে তবে সহবাসের পূর্বে তাকে ত্বলাক্ব দেবে। আর এটাই ত্বলাক্বের নিয়ম, যে নিয়মে আল্লাহ্ তা‘আলা স্ত্রীদের ত্বলাক্ব দেয়ার বিধান দিয়েছেন।

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে ‘আপনি তাকে (ইবনু ‘উমারকে) হুকুম দিন তার স্ত্রীকে সে ফেরত নিক তারপর পবিত্র অবস্থায় বা গর্ভাবস্থায় তালাক্ব দিক।

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, এতে তার একটি তালাক্ব হিসাব ধরা হয়েছিল।

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে– ইবনু ‘উমার (রাঃ) কোন জিজ্ঞেসকারীকে বললেন, যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে এক বা দু-তালাক্ব দাও তাহলে এক্ষেত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আদেশ করেছিলেন– যেন আমি তাকে ফেরত নিই তারপর তার অন্য একটি হায়িয হওয়া পর্যন্ত তাকে আমি ঐ অবস্থায় রেখে দিই। অতঃপর পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দিই। তারপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক্ব দিই।

আর তুমি তাকে তিন তালাক্ব দিয়েছ আর তুমি তোমার প্রভুর যে নির্দেশ তোমার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে ছিল তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছ।

Contents

অন্য বর্ণনায় আছে– 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে স্ত্রী ফেরত দিয়েছিলেন আর হায়িয অবস্থার ঐ তালাক্বটিকে কোন ব্যাপার বলে মনে করেননি এবং তিনি বলেছিলেন যখন সে পবিত্র হবে তখন তালাক্ব দিবে অথবা (তালাক্ব না দিয়ে) রেখে দিবে।[১১৭০]

حُكْمُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَاحِبَيْهِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর দুই সাহাবীর যুগে তিন তালাকের বিধান

١٠٧١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوْا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৭১। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এবং আবূ বাক্র সিদ্দীকের শাসনামলে ও 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রথম দুবছরের খেলাফতকাল পর্যন্ত একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে একটিমাত্র তালাক গণ্য করা হতো। তারপর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন– লোক তো তালাক্ব সম্পাদনের সুযোগ গ্রহণ করে তাড়াহুড়ো করছে, এমতাবস্থায় যদি আমি ওটা (তিন তালাক্বকে) তাদের উপর চালু করেই দিই! ফলে তিনি তিন তালাক্বকে তাদের উপর চালু করেই দিলেন।[১১৭১]

حُكْمُ جَمْعِ الثَّلَاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

এক শব্দ দ্বারা তিন তালাক দেওয়ার বিধান

١٠٧٢ - وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ ﷺ قَالَ : «أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ جَمِيْعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ : " أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ" حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! أَلَا أَقْتُلُهُ؟» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُوْنَ.

১০৭২। মাহমুদ ইবনু লাবীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কোন লোক সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া হলো যে, লোকটি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছে। (এরূপ শুনে) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্যে আমি বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই কুরআন নিয়ে কি খেলা করা হচ্ছে? এমনকি এক ব্যক্তি (সাহাবী) দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি কি তাকে হত্যা করব না? -হাদীসটির রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।[১১৭২]

১১৭০. বুখারী ৪৯০৮, ৫২৫২, ৫২৫৩, ৫২৫৮, ৫৩৩২, ৫৩৩৩, মুসলিম ১০১৫, ১৪৭১, তিরমিযী ১১৭৫, ১১৭৬, নাসায়ী ৩৩৮৯, ৩৩৯০, ৩৩৯১, আবূ দাউদ ২১৭৯, ২১৮১, ২১৮২, ইবনু মাজাহ ২০১৯, ২০২২, আহমাদ ৩০৬, ৪৪৮৬, ৪৭৭৪, মালেক ১২২০, দারেমী ২২৬২, ২২৬৩।

১১৭১. মুসলিম ১৪৭২, নাসায়ী ৩৪০৬, নাসায়ী ২১৯৯, ২২০০।

১১৭২. শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবী ৩২২৭, গায়াতুল মারাম ২৬১ গ্রন্থদ্বয়ে একে সহীহ বলেছেন, ইমাম ইবনুল কাইয়িম যাদুল মাআদ ৫/২২০ গ্রন্থে এর সনদকে মুসলিম শর্তে সহীহ বলেছেন। তবে শাইখ আলবানী

مَا يَقَعُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ

তিন তালাক দ্বারা যা সংঘটিত হয়

١٠٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ "، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : «طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ اِمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ» وَفِي سَنَدِهَا اِبْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيْهِ مَقَالٌ.

১০৭৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সহাবী আবূ রুকানাহ তাঁর স্ত্রী উম্মু রুকানাহকে তালাক দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে তুমি 'রাজায়াত' কর অর্থাৎ ফেরত নাও, উক্ত সহাবী বললেন আমি তো তাকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছি। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তা তো আমি জানিই, তুমি তাকে ফিরিয়ে নাও।[১১৭৩]

মুসনাদে আহমাদের শব্দে আছে, সাহাবী আবু রুকানাহ তাঁর স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁর স্ত্রী বিচ্ছেদ হেতু পেরেশান হয়ে পড়লেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন– এটা তো একটি মাত্র তালাক্ব গণ্য হয়েছে। হাদীস দু'টির রাবী ইবনু ইসহাক– এ হাদীসে ত্রুটি রয়েছে।

١٠٧٤ - وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ : «أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ : "وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ» -.

১০৭৪। আবূ দাউদ অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে সূত্রটি এর থেকে উত্তম–তাতে আছে, অবশ্য আবূ রুকানাহ তাঁর স্ত্রী সুহায়মাহকে 'আল-বাত্তাহ তালাক' দিয়েছিলেন। আর তিনি বলেছিলেন– আল্লাহর শপথ! 'আমি তো এতে একটি মাত্র তালাকেরই ইচ্ছা করেছিলাম। ফলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীকে তার নিকট ফেরত দিয়েছিলেন।[১১৭৪]

যঈফ নাসায়ী ৩৪০১ যঈফ বলেছেন, ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারী ৯/২৭৫ গ্রন্থে বলেন, এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত কিন্তু মাহমুদ বিন লাবীদ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছেন এটি সাব্যস্ত হয় না।

১১৭৩. আবূ দাউদ ২১৯৬, ২১৯৭, ২১৯৮। শাইখ বিন বায তাঁর বুলুগুল মারামের হাশিয়া ৬১৫ গ্রন্থে বলেন, ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এর দুটি সনদে ইবনু ইসহাক রয়েছে, যার সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে, আমি (বিন বায) বলছি, ابن إسحاق صرح بالتحديث فزال التدليس وقامت الحجة بالحديث ইবনু ইসহাক স্পষ্টভাবে হাদ্দাসানা বলেছেন, একারণে তাদলীস (দোষ গোপন) দূর হয়ে গেল। আর এ হাদীস দিয়ে দলীলও দেয়া যাবে।

১১৭৪. আবূ দাউদ ২২০৬,১২০৮, তিরমিযী ১১৭৭, ইবনু মাজাহ ২০৫১, দারেমী ২২৭২। মুহাদ্দিস আযীমাবাদী তাঁর আওনুল মা'বূদ ৬/১৪৩ গ্রন্থে বলেন, ইবনু হযম তাঁর আল মাহাল্লী ১০/১৯০ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবদুল্লাহ বিন আলী ও উজাইর বিন আবদ নামক দুজন অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৭/১১ গ্রন্থে একে দুর্বল মুযতারাব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনুল কাইয়িম তাঁর তাহযীবুস সুনান ৬/২৬৬

حُكْمُ طَلاقِ الْهَازِلِ

রসিকতা করে তালাক দেওয়ার বিধান

١٠٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১০৭৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ তিনটি বিষয়ে বাস্তবিকই বলা হলেও যথার্থ বিবেচিত হবে অথবা উপহাসচ্ছলে বলা হলেও যথার্থ গণ্য হবে ঃ বিবাহ, তালাক ও প্রত্যাহার। নাসায়ী ব্যতীত চার জনে; হাকিম সহীহ্ বলেছেন।[১১৭৫]

١٠٧٦ - وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيْفٍ : «الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ».

১০৭৬। ইবনু 'আদীর অন্য একটি দুর্বল বর্ণনায় আছে– (ঐ তিনটি হচ্ছে) তালাক, দাসমুক্তি ও বিবাহ।[১১৭৬]

١٠٧٧ - وَلِلْحَارِثِ ابْنِ أَبِي أُسَامَةَ ﷺ : مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ رَفَعَهُ : «لَا يَجُوْزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ» وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ.

১০৭৭। উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) থেকে একটা মারফূ' সূত্রে হারিস ইবনু আবি উসামাহ হতে বর্ণিত হয়েছে; তিনটি ব্যাপারে খেল-তামাশা চলে না। তালাক, বিবাহ ও দাসমুক্তিতে। এ সম্বন্ধে যে কথা বলবে তার উপর তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এর সানাদ দুর্বল।[১১৭৭]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ بِحَدِيْثِ النَّفْسِ

অন্তরে তালাকের চিন্তা করলেই তালাক কার্যকর হয় না

١٠٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২১৯ গ্রন্থে বলেন, এর মধ্যে কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে। যঈফ আবূ দাউদে ২২০৬ একে দুর্বল বলেছেন।

১১৭৫. আবূ দাউদ ২১৯৪,মুসলিম ১১৮৪, ইবনু মাজাহ ২০৩৯।

১১৭৬. ইবনু আদী তাঁর আল কামিল ফিয যু'আফা (৭/১০৯) গ্রন্থে হাদীসটির মতনকে মুনকার বলেছেন। ইবনুল কীসরানী তাঁর দাখীরাতুল হুফফায (২/১১৮১) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে গালিব আল জাযরী রয়েছে সে বিশ্বস্ত নয়। শায়খ আলবানী তাঁর ইরওয়াউল গালীল (৬/২২৫) গ্রন্থে গালিব বিন আবদুল্লাহ আল জাযরীকে অত্যন্ত দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।

১১৭৭. ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আত্-তালখীসুল হাবীর (৪/১২৪৯) গ্রন্থে হাদীসটিকে মুনকাতি' বলেছেন। শায়খ আলবানী তাঁর ইরওয়াউল গালীল (৬/২২৬) গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম সন'আনী তাঁর সুবুলুস সালাম (৩/২৭৫) গ্রন্থে বলেন, এর মধ্যে ইবনু লাহিয়্যা ও এর মধ্যে ইনকিতা রয়েছে। ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার (৭/২১) গ্রন্থেও এর সনদে ইনকিতা।

১০৭৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার উম্মতের হৃদয়ে যে খেয়াল জাগ্রত হয় আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না সে তা কার্যে পরিণত করে বা মুখে উচ্চারণ করে।[১১৭৮]

بَيَانُ مَنْ لا يَقَع طَلاقُهُ

যাদের তালাক দেওয়া কার্যকর হয় না

١٠٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يَثْبُتُ.

১০৭৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আল্লাহ্ আমার উম্মাতকে ভুল, বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কৃত কাজের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। -আবূ হাতিম বলেন: এর সানাদ ঠিক নয়।[১১৭৯]

حُكْمُ تَحْرِيْمُ الزَّوْجَةِ

স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার বিধান

١٠٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : «إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ» وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الْأَحْزَاب : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ : «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا».

১০৮০। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হারাম বলে ঘোষণা দেয় সে ক্ষেত্রে কিছু (অর্থাৎ ত্বলাক্ব) হয় না। তিনি আরও বলেন ঃ "নিশ্চয় তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

মুসলিমে আছে, যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে হারাম বলে ব্যক্ত করে তখন তা শপথ বা কসম বলে গণ্য হয়–তার জন্য তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে।[১১৮০]

مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلاقِ

তালাকের আনুষাঙ্গিক শব্দাবলী

١٠٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- «أَنَّ اِبْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ، قَالَ : " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ، اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৭৮. বুখারী ৫২৬৯, মুসলিম ১২৭, তিরমিযী ১১৮৩, নাসায়ী ৩৪৩৩, ৩৪৩৪, ৩৪৩৫, আবূ দাউদ ২২০৯, ইবনু মাজাহ ২০৪০, আহমাদ ৮৮৬৪,৯২১৪,৯৭৮৬।

১১৭৯. ইবনু মাজাহ ২০৪৫।

১১৮০. বুখারী ৫২৬৬, ৪৯১১, মুসলিম ১৪৭৩, নাসায়ী ৩৪২০, ইবনু মাজাহ ২০৩৭, আহমাদ ১৯৭৭।

১০৮১। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, জাওনের কন্যাকে যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট (একটি ঘরে) পাঠানো হল আর তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, তখন সে বলল, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি তো এক মহামহিমের কাছে পানাহ চেয়েছ। তুমি তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে মিলিত হও।[১১৮১]

مَا جَاءَ فِيْ انَّهُ لا طَلاقَ الا بَعْدَ نِكَاحٍ

বিবাহের পরেই শুধুমাত্র তালাক দেয়া যায়

١٠٨٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُوْلٌ.

১০৮২। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বিবাহ সম্পাদন হওয়ার পর ব্যতীত তালাক নেই, আর দাস-দাসীর উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ব্যতীত দাসত্ব মুক্তি নেই। –হাকিম সহীহ্ বলেছেন, এর সানাদটির মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে।[১১৮২]

١٠٨٣ - وَأَخْرَجَ اِبْنُ مَاجَهْ : عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُوْلٌ أَيْضًا.

১০৮৩। ইবনু মাজাহ মিসওয়ার বিন মাখরামাহ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার সানাদটি হাসান, কিন্তু এটাও ত্রুটিযুক্ত।[১১৮৩]

١٠٨٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ﷺ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيْهِ.

১০৮৪। 'আম্‌র বিন শু'আইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে বিষয়ে মালিকানা নেই, সে বিষয়ে আদম সন্তানের কোন মানৎ মানা চলবে না এবং মালিকানা প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোন দাসত্ব মুক্তি নেই, বিবাহ সম্পাদনের মাধ্যমে স্ত্রীর অধিকার অর্জন ব্যতীত তালাক্ব নেই। –তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, বুখারী (রহঃ) হতে বর্ণিত, এ ব্যাপারে হাদীসের মধ্যে এটি সর্বাধিক সহীহ্।[১১৮৪]

حُكْمُ طَلاقِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ

শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য নয় এমন ব্যক্তির তালাকের হুকুম

১১৮১. বুখারী ৫২৫৪, নাসায়ী ৩৪১৭, ইবনু মাজাহ ২০৫০। তালাক্ব শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ বলেও তালাক্ব দেয়া যায়। এমনকি নিয়ত করলেও তালাক্ব পতিত হয়ে যায়। এ ধরনের তালাক্বকে 'ত্বালাকে কিনায়াহ' বলে।

১১৮২. হাকিম ২/২০৪। শাইখ সুমাইর আয যুহাইরী বলেন, আমি মুসনাদে আবূ ইয়ালার মুদ্রণে এটি পাইনি। আল্লাহই ভাল জানেন। আর হাদীসটি শাহেদ থাকার কারণে সহীহ। যা সামনে আসছে।

১১৮৩. ইবনু মাজাহ ২০৪৮।

১১৮৪. তিরমিযী ১১৮১,আবূ দাউদ ২১৯০,ইবনু মাজাহ ২০৪৭।

١٠٨٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيْقَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

১০৮৫। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা সুস্থ হয়। –হাকিম সহীহ্ বলেছেন, ইবনু হিব্বানও বর্ণনা করেছেন।[১১৮৫]

بَابُ الرَّجْعَةِ

অধ্যায় (৮) : রাজ'আত বা তালাক্বের পর (স্ত্রী ফেরত) নেয়ার বিবরণ

حُكْمُ الْاشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

রাজআত করার ব্যাপারে সাক্ষী রাখার বিধান

١٠٨٦- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوْفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

১০৮৬। 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ঐ লোক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলেন, যে ব্যক্তি তালাক দিয়ে রাজ'আত বা স্ত্রীকে ফেরত নেয় আর ফেরত নেয়ার কোন সাক্ষী রাখে না। তিনি বললেন, স্ত্রীর তালাকের ও তার রাজা'আতের উপর সাক্ষী রাখবে; আবূ দাউদ এরূপ মাওকূফ সানাদে বর্ণনা করেছেন, এ হাদীসের সানাদ সহীহ।[১১৮৬]

ইমাম বায়হাকী এ শব্দে বর্ণনা করেছেন– 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন 'যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর ফেরত নেয় কিন্তু ফেরত নেয়ার স্বাক্ষী করে রাখে না।'

অতঃপর তিনি বলেছিলেন–'এটা সুন্নাত তরীকা নয়। বরং সে এখন তার সাক্ষী করে রাখুক। তাবারানী, অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত করেছেন যে, সে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

١٠٨٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، «أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ لِعُمَرَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৮৫. আবূ দাউদ ৪৩৯৮, নাসায়ী ৩৪৩২, ইবনু মাজাহ ২০৪১, আহমাদ ২৪১৭৩,২৪১৮২, দারেমী ২২৯৬।
১১৮৬. আবূ দাউদ ২১৮৬, ইবনু মাজাহ ২০২৫।

১০৮৭। ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন– তখন নাবী (ﷺ) (তাঁর পিতা) 'উমার (রাঃ)-কে বলেছিলেন, তাকে ('আবদুল্লাহ) হুকুম করুন সে যেন তার স্ত্রীকে ফেরত নেয়।[১১৮৭]

بَابُ الْاِيْلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

অধ্যায় (৯) : ঈলা, যিহার ও কাফ্ফারার বিবরণ[১১৮৮]

مَنْ آلي الا يَدْخُلَ عَلَى امْرَاتِهِ

যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর নিকট সহবস্থান না করার শপথ করে

١٠٨٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «آلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِيْنِ كَفَّارَةً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

১০৮৮। 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে (নিকটবর্তী না হবার জন্য) 'ঈলা' বা কসম ও হারাম করেছিলেন। ফলে হালাল কাজকে হারাম করেছিলেন এবং তিনি এরূপ শপথ ভঙ্গ করার জন্য কাফ্ফারা প্রদান করেছিলেন। –রাবীগুলো নির্ভরযোগ্য।[১১৮৯]

من احكام الْايلاءِ

ঈ'লার (স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার শপথ করা) বিধানাবলী

١٠٨٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمُؤْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৮৭. বুখারী ৪৯০৮, ৫২৫২, ৫২৫৩, ৫২৫৮, ৫৩৩২, ৫৩৩৩, মুসলিম ১০১৫, ১৪৭১, তিরমিযী ১১৭৫, ১১৭৬, নাসায়ী ৩৩৮৯, ৩৩৯০, ৩৩৯১, আবূ দাউদ ২১৭৯, ২১৮১, ২১৮২, ইবনু মাজাহ ২০১৯, ২০২২, আহমাদ ৩০৬, ৪৪৮৬, ৪৭৭৪, মালেক ১২২০, দারেমী ২২৬২, ২২৬৩।

১১৮৮. ঈলা- অর্থ ঃ স্বামীর এরূপ কসম করা যে, 'আমি চার মাস কাল আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করব না।' চার মাসের কম মেয়াদে ঈলা হয় না তবে কিছু আলিম বলেছেন, এক দিনের জন্য এরূপ কসম করে চার মাস পর্যন্ত সহবাস বন্ধ রাখলে এটাও 'ঈলা' বলে গণ্য হবে।
যিহার- 'তুমি আমার প্রতি আমার মার পিঠের মত' স্ত্রীকে এরূপ বলার নাম যিহার। যদি কেউ পিঠের উল্লেখ না করে, পেটের উল্লেখ করে, মা-এর স্থানে বোন, খালা কি ঐরূপ কোন মুহরিমার সঙ্গে তুলনা করে তবুও তা যিহারভুক্ত হবে। প্রথম বস্তু দু'টি আরবে পূর্ব হতে প্রচলিত ছিল। স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তারা এর প্রয়োগ করতো।

১১৮৯. তিরমিযী ১২০১, ইবনু মাজাহ ২০৭২। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ৮/২০০ গ্রন্থে বলেন, মাসলামা বিন আলকামা ব্যতীত এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। তিনি সহীহ ইবনু মাজাহ ১৬৯৮ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৭/৫৬ গ্রন্থে এর সকল বর্ণনাকারীকে বিশ্বস্ত বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব তাঁর আল হাদীস ৪/১৬৬ গ্রন্থে বলেন, এটি মুরসাল হিসেবে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

১০৮৯। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে ত্বলাক্ব দেয়া পর্যন্ত তাকে (ঈলাকারীকে) আটকে রাখা হবে। আর ত্বলাক্ব না দেয়া পর্যন্ত ত্বলাক্ব প্রযোজ্য হবে না।[১১৯০]

١٠٩٠- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: «أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ كُلُّهُمْ يَقِفُوْنَ الْمُؤْلِي» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

১০৯০। সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি দশ জনেরও অধিক সহাবীকে দেখেছি তাঁরা (ঈলাকারীদেরকে) বিচারকের নিকট হাজির করেছেন। –শাফেয়ী।[১১৯১]

١٠٩١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ إِيْلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيْلَاءٍ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

১০৯১। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগের ঈলা এক বৎসর ও দু' বৎসর কাল দীর্ঘ হতো। আল্লাহ্ ঐ দীর্ঘ সময়কে চার মাস নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব যদি তা চার মাসের কম হয় তাহলে ঈলা বলে গণ্য হবে না।[১১৯২]

من احكام الظِّهارِ

যিহারের (স্ত্রী মায়ের সঙ্গে তুলনা করা) বিধানাবলী

١٠٩٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا؛ «أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: "فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ"» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيْهِ: «كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ».

১০৯২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে, অতঃপর তার সাথে সহবাস করে ফেলে। তারপর সে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে এসে বলল যে, আমি তো কাফ্‌ফারা দেয়ার পূর্বেই আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,–আল্লাহ্‌র আদেশ পালন না করে স্ত্রীর নিকটে যেও না। -তিরমিযী সহীহ্ বলেছেন, নাসায়ী এর ইরসাল হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[১১৯৩]

১১৯০. বুখারী ৫২৯১, মালেক ১১৮৪।

১১৯১. শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব তাঁর আল হাদীস (৪/১৬৬) গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন। নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর ইরওয়াউল গালীল (২০৮৬) গ্রন্থে يَقِفُوْنَ এর স্থলে يُوقِفُوْنَ শব্দে একই বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ باب ضرب يضرب এর স্থলে باب إفعال এর সিগাহ ব্যবহার করেছেন। আর হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১১৯২. বাইহাকী (৭/৩৮১)। ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৫/১৩) গ্রন্থে এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, এর বর্ণনারীকারীগণ বুখারীর বর্ণনাকারী।

১১৯৩. ইবনু মাজাহ ২০৬৫, তিরমিযী ১১৯৯, নাসায়ী ৩৪৫৭,৩৪৫৮,৩৪৫৯,আবূ দাউদ ২২২১,২২২২।

বায্‌যার অন্য সূত্রে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে অতিরিক্ত আছে– তুমি তোমার এ কাজের জন্য (কসম ভঙ্গের জন্যে) কাফ্‌ফারা দাও, এরূপ আর করবে না।

كَفَّارَةُ الظِّهَارِ

যিহারের কাফফারা সমূহ

١٠٩٣- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ ﷺ قَالَ: «دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ اِمْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "حَرِّرْ رَقَبَةً" قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنْ الصِّيَامِ؟ قَالَ: "أَطْعِمْ عِرْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ.

১০৯৩। সালামাহ ইবনু সাখ্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন– রামাযান মাস এসে যাবার পর আমার মনে ভয়ের উদ্রেক হল যে, হয়তো আমি আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে বসব। অনন্তর আমি তার নিকটবর্তী হলাম এমত অবস্থায় তার একটি অংশ (হাঁটুর নিম্নাংশ) রাত্রে আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল; ফলে আমি তার উপরে পতিত হলাম অর্থাৎ সহবাস করে ফেললাম। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, একটি দাস মুক্ত কর। আমি বললাম, আমি দাসের মালিক নই–কেবল আমি নিজেরই মালিক। তিনি বললেন,– একাদিক্রমে দুমাস সওম পালন কর। আমি বললাম, আমি সওম পালনের জন্যেই তো এ বিপদে পড়েছি। তিনি বললেন–তবে তুমি ষাট জন দরিদ্রকে এক অরাক বা ফারাক (আনুমানিক ৪৫ কেজি ওজনের) খেজুর খাইয়ে দাও। –ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু জারূদ একে সহীহ্ বলেছেন।[১১৯৪]

بَابُ اللِّعَانِ

অধ্যায় (১০) : লা'আন বা পরস্পরের প্রতি অভিশাপ প্রদান

مَشْرُوْعِيَّةُ اللِّعَانِ وَصِفَتِهِ

লি'আনের (স্বামী এবং স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অভিশাপ প্রদান করা) বৈধতা এবং এর বিবরণ

١٠٩٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا اِمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيْتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ الْآيَاتِ فِي سُوْرَةِ النُّوْرِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا النَّبِيُّ فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৯৪. আবূ দাউদ ২২১৩, তিরমিযী ১২০০,৩২৯৯, ইবনু মাজাহ ২০৬২, আহমাদ ২৩৮৮, দারেমী ২২৭৩।

১০৯৪। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অমুক ব্যক্তি (উআইমের 'আজলানী) জিজ্ঞেস করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি কি মনে করেন, আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত পায় তবে সে কি করবে? যদি সে এ কথা ফাঁস করে দেয় তাহলে তা বিরাট ব্যাপার হয়ে যাবে। আর যদি চুপ থেকে যায় তাহলে তাকে এরূপ বিরাট ব্যাপারে চুপ থাকতে হবে। (কথা শুনে) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কোন উত্তর দিলেন না। এরপর আর একদিন সে এসে বললো, যে জিজ্ঞেস আমি আপনাকে করেছিলাম তাতেই আমি আজ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। অতঃপর আল্লাহ্ (এর সমাধানকল্পে) সূরা নূরের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ঐসব আয়াত পড়ে শুনালেন এবং তাকে উপদেশ দিলেন ও জানালেন যে, পরকালের শাস্তি থেকে ইহকালের শাস্তি অনেক হালকা। উআইমের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন– না, আপনাকে যিনি সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ আমি তার উপর মিথ্যা বলছি না। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার স্ত্রীকে ডাকলেন, অনুরূপভাবে তাকে উপদেশ দিলেন। সে বললো না– সত্য সহকারে যে আল্লাহ্ আপনাকে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ। তিনি (আমার স্বামী) মিথ্যাবাদী। এরপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষের চারটি সাক্ষী আল্লাহ্‌র শপথযোগে গ্রহণ আরম্ভ করলেন তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে মেয়েটির সাক্ষ্য আল্লাহ্‌র কসম যোগে চারবার গ্রহণ করে তাদের মধ্যের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিলেন।[১১৯৫]

حُكْمُ صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ

লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীর মাহরানার বিধান

١٠٩٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَيْضًا «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ تَعَالَى، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا" قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! مَالِي؟ قَالَ: "إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৯৫। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীকে বলেছিলেন, আল্লাহই তোমাদের হিসাব নিবেন। তোমাদের একজন মিথ্যাবাদী। তার (মহিলার) উপর তোমার কোন অধিকার নেই। সে বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার মাল? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি যদি সত্যি কথা বলে থাক, তাহলে এ মাল তার লজ্জাস্থানকে হালাল করার বিনিময়ে হবে। আর যদি মিথ্যা বলে থাক, তবে এটা তুমি মোটেই চাইতে পার না, তুমি তো তার থেকে অনেক দূরে।[১১৯৬]

لِعَانُ الْحَامِلِ

গর্ভবতী স্ত্রীকে লি'আন করা

১১৯৫. বুখারী ৪৭৪৮, ৫৩০৬, ৫৩১১, ৫৩১৩, ৫৩১২, ৫৩১৪, মুসলিম ১৪৯৩, ১৪৯৪, তিরমিযী ১২০২, ১২০৩, নাসায়ী ৩৪৭৩, ৩৪৭৪, ৩৪৭৫,আবূ দাউদ ২২৫৭, ইবনু মাজাহ ২০৬৯,আহমাদ ৪০০, ৪৪৬৩, ৪৫৭৩, মালেক ১২০২, দারেমী ২২৩১,২২৩২।

১১৯৬. বুখারী ৪৭৪৮, ৫৩০৬, ৫৩১১, ৫৩১২, ৫৩১৪, ৫৩১৩, ৫৩১৫, মুসলিম ১৪৯৩, ১৪৯৪, তিরমিযী ১২০৩,নাসায়ী ৩৪৭৩, ৩৪৭৪, আবূ দাউদ ২২৫৭,২২৫৮,২২৫৯, ইবনু মাজাহ ২০৬৯, আহমাদ ৪৪৬৩, ,মালেক ১২০২, দারেমী ২২৩১।

١٠٩٦- وَعَنِ أَنَسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَبْصِرُوْهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৯৬। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (গর্ভবতী স্ত্রীকে অপবাদ দেয়া হলে) তোমরা মহিলার উপর লক্ষ্য রাখো, যদি সন্তান পূর্ণ সাদা ও সোজা (বাঁকা নয়) হয় তাহলে তা তার স্বামীরই হবে। আর যদি সন্তান সুর্মা মাখা চোখ ও কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট (নিগ্রোদের) হয় তাহলে যার সাথে তার ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয়েছে সন্তানটি তার হবে।[১১৯৭]

اسْتِحْبَابُ تَخْوِيْفِ الْمُلاعِنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ

লি'আনের কসম করার সময় পঞ্চমবারে আল্লাহর ভয় দেখানো মুস্তাহাব

١٠٩٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيْهِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ"» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

১০৯৭। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক ব্যক্তিকে (লি'আনের কসম করার সময়) ৫ম বারে তার হাত তার মুখে রাখবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন এটা (বিচ্ছেদকে ও মিথ্যাবাদীর শাস্তিকে) নিশ্চিতকারী। –এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।[১১৯৮]

فِرْقَةُ اللِّعَانِ

লি'আনের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর পৃথক হয়ে যাওয়া

١٠٩٨- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ -فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ- قَالَ: «فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৯৮। সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি দু'জন লি'আন বা পরস্পর অভিশাপকারীর ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন, যখন তারা স্বামী-স্ত্রী তাদের লি'আন কার্য সমাধান করলো তখন পুরুষটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি বলে সাব্যস্ত হবে–যদি আমি তাকে রেখে দিই। তারপর সে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ লাভের পূর্বেই তার স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিয়ে দিল।[১১৯৯]

حُكْمُ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ

ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করার বিধান

১১৯৭. মুসলিম ১৪৯৬, নাসায়ী ৩৪৬৮, আহমাদ ১২০৪২।

১১৯৮. বুখারী ২৬৭১,৪৭৪৭,৫৩০৭,আবূ দাউদ ২২৫৪,২২৫৬, তিরমিযী ৩১৭৯, আবূ দাউদ ২০৬৭, আহমাদ ২৪৬৪।

১১৯৯. বুখারী ৪৩০, ৪৭৪৫, ৪৭৪৬, ৫২৫৯, ৫৩০৯, ৬৮৫৪, ৭১৬৫, মুসলিম ১৪৯২, নাসায়ী ৩৪০২, আবূ দাউদ ২২৪৫, ২২৪৮, ২২৫১ ইবনু মাজাহ ২০৬৬, আহমাদ ২২২৯৭ মালেক ১২০১ দারেমী ২২২৯। লি'আন করার সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ এমনিতেই সংঘটিত হয়ে যায়, ত্বালাক দেয়ার প্রয়োজন পড়েনা। সুতরাং সে লোকটি অজ্ঞতার কারণে যা করেছেন তা বিধিসম্মত হয়নি।

١٠٩٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنَّ اِمْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ: "غَرِّبْهَا" قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ «قَالَ: طَلِّقْهَا قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ: "فَأَمْسِكْهَا"»

১০৯৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, কোন লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে এসে বলল,আমার স্ত্রী কোন স্পর্শকারীর হাতকে প্রত্যাখ্যান করে না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাকে দূর করে দাও। সে বলল, আমি ভয় করছি আমার অন্তর তার বাসনায় ঝুঁকে থাকবে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে তাকে উপভোগ করতে থাক। –রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

ইমাম নাসায়ী অন্য সূত্রে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে এরূপ শব্দে বর্ণনা করেছেন–'নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দাও, সে বললো, আমি তাকে ছেড়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারব না, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে তাকে রেখে দাও।[১২০০]

التَّحْذِيرُ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ بَعْدَ اثْبَاتِهِ

নিজ সন্তানকে স্বীকৃতি দানের পর পুনরায় অস্বীকার করার ব্যাপারে সতর্কীকরন

١١٠٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ -حِيْنَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ-: "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- اِحْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

১১০০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি দু'জন লি'আনকারী সম্বন্ধে কুরআনের আয়াত নাযিল হবার সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, যে নারী কোন সম্প্রদায়ের সাথে এমন বাচ্চাকে শামিল করে যে তাদের নয়, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই এবং তিনি কখনো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ নিজের সন্তানকে চিনতে পেরেও অস্বীকার করলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার থেকে আড়ালে থাকবেন এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে তাকে অপমান করবেন। –ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।[১২০১]

১২০০. আবূ দাউদ ২০৪৯, নাসায়ী ৩২২৯, ৩৪৬৪, ৩৪৬৫। শাইখ আলবানী সহীহ আবূ দাউদ ২০৪৯ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন, সহীহ নাসায়ী ৩৪৬৪ গন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

১২০১. ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম ৩/৩০৫ গ্রন্থে বলেন : আবদুল্লাহ বিন ইউনুস সাঈদ আল মাকবুরী থেকে একাই বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস ছাড়া আবদুল্লাহর অন্য কোন হাদীস পাওয়া যায় না। সুতরাং এর বিশুদ্ধতার বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ ২২৬৩, যঈফ নাসায়ী ৩৪৮১ গ্রন্থদ্বয়ে একে দুর্বল বলেছেন।

١١٠١- وَعَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ.

১১০১। 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সন্তানের প্রতি তার সন্তান হবার স্বীকৃতি এক মুহূর্তের জন্য দান করবে সে তার ঐ স্বীকৃতিকে আর অস্বীকার করতে পারবে না। –এ হাদীস হাসান ও মাওকূফ।[১২০২]

التَّعْرِيْضُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

সন্তান অস্বীকার করার ইঙ্গিত প্রদান

١١٠٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنَّ اِمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ؟ قَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟" قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟" قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: "هَلْ فِيْهَا مَنْ أَوْرَقَ؟"، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَأَنَّى ذَلِكَ؟"، قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ: "فَلَعَلَّ اِبْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ»، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ».

১১০২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার স্ত্রী একটি কাল রং-এর পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কিছু উট আছে কি? সে জবাব দিল হাঁ। তিনি বললেন : সেগুলোর রং কেমন? সে বলল : লাল। তিনি বললেন : সেগুলোর মধ্যে কোনটি ছাই বর্ণের আছে কি? সে বলল : হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তাহলে সেটিতে এমন রং কোত্থেকে এলো। লোকটি বলল : সম্ভবত পূর্ববর্তী বংশের কারণে এমন হয়েছে। তিনি বললেন : তাহলে হতে পারে, তোমার এ সন্তানও বংশগত কারণে এমন হয়েছে।[১২০৩]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে– (সে তার সন্তানের রং কালো বলে অভিযোগ করার পর) সন্তানকে অস্বীকার করার ইঙ্গিত করেছিল। আর রাবী হাদীসের শেষাংশে বলেছেন, নাবী (ﷺ) সন্তানটিকে অস্বীকার করার অবকাশ তাকে দেননি।

بَابُ الْعِدَّةِ وَالْاِحْدَادِ

অধ্যায় (১১) : ইদ্দত পালন[১২০৪], শোক প্রকাশ, জরায়ু শুদ্ধিকরণ ইত্যাদির বর্ণনা

১২০২. বাইহাকী আল কুবরা ৭ম খণ্ড ৪১১-৪১২ পৃষ্ঠা, এর সনদে মাজালিদ ইবনু সাঈদ রয়েছে, যাকে অনেকে যঈফ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আত তাকরীবুত তাহযীব গ্রন্থে বলেছেন, তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন, শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতিশক্তি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল।

১২০৩. বুখারী ৬৮৪৭, ৭৩১৪, মুসলিম ১৫০০তিরমিযী ২১২৮, নাসায়ী ৩৪৭৮, ৩৪৭৯, আবূ দাউদ ২২৬০, ইবনু মাজাহ ২০০২, আহমাদ ৭১৪১, ৭৭০২।

১২০৪. গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দতকাল হচ্ছে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া বা গর্ভখালি হওয়া পর্যন্ত। বিধবার ইদ্দতকাল হচ্ছে ৪ মাস ১০ দিন। তবে যদি সে গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া বা গর্ভখালি হওয়া পর্যন্ত। যার স্বামী

عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

গর্ভধারিণীর স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দাত পালন করা

١١٠٣- عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﷺ «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَأَصْلُهُ فِي " الصَّحِيْحَيْنِ " وَفِي لَفْظٍ: «أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً».

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ».

১১০৩। মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, সুবায়'আ আসলামীয়া তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সন্তান প্রসব করে। এরপর সে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করে, তিনি তাকে অনুমতি দেন। তখন সে বিয়ে করে।[১২০৫]

এর মূল হাদীস বুখারী ও মুসলিম-এ রয়েছে।[১২০৬] তাতে আছে–তিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর ৪০ রাত পর সন্তান প্রসব করেছিলেন।

আর মুসলিমের শব্দে এসেছে– যুহরী (তাবি'ঈ) বলেছেন ঃ রক্তস্রাব হওয়া অবস্থায় বিবাহ হওয়াতে আমি ত্রুটি মনে করি না, কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্বামী যেন তার নিকটবর্তী না হয়।[১২০৭]

عِدَّةُ الْأَمَةِ اِذَا عُتِقَتْ وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

আযাদকৃত দাসীর ইদ্দাত পালন করা

নিরুদ্দেশ হয়েছে এমন নারীর ইদ্দতকাল প্রণিধানযোগ্য মতে ৪ বছর অপেক্ষার পর বিচারক কর্তৃক বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা দেয়ার পর ৪ মাস ১০ দিন।

১২০৫. বুখারী ৫৩২০, নাসায়ী ৩৫০৬, ইবনু মাজাহ ২০২৯, আহমাদ ১৮৪৩৮, মালেক ১২৫২।

১২০৬. বুখারীতে রয়েছে।

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعِكك، فأبت أن تَنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تَنكحيه حتى تعتدِّي آخر الأجَلَيْن، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " انكحي "

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সহধর্মিণী সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের সুবায়'আ নামের এক স্ত্রীলোককে তার স্বামী গর্ভাবস্থায় রেখে মারা যায়। এরপর আবূ সানাবিল ইবনু বা'কাক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মহিলা তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। সে (আবূ সানাবিল) বলল ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! দু'টি মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদ অনুসারে ইদ্দাত পালন না করা পর্যন্ত তোমার জন্য অন্যত্র বিয়ে করা জায়িয হবে না। এর প্রায় দশ দিনের মধ্যেই সে সন্তান প্রসব করে। এরপর সে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে আসলে তিনি বললেন ঃ এখন তুমি বিয়ে করতে পার। (বুখারী ৪৯০৯)

১২০৭. মুসলিম ৩৮৮৪।

١١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أُمِرَتْ بَرِيْرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُوْلٌ.

১১০৪। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরাহ নাম্নী দাসীকে তিন হায়িয ইদ্দত পালনের জন্য হুকুম করা হয়েছিল। –বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য কিন্তু এর সানাদে কিছু সূক্ষ্ম ত্রুটি রয়েছে।[১২০৮]

* বারীরা আযাদ হওয়ার পর তাঁর দাস স্বামী হতে বিবাহ বিচ্ছেদ করার অনুমতি লাভ করে এবং সে বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিলে তাকে স্বাধীনা মেয়েদের ন্যায় তিন ঋতু ইদ্দত পালনের জন্য আদেশ করা হয়।

حُكْمُ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ مِن حَيْث النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَي

তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ভরনপোষনের ব্যয় এবং বাসস্থানের বিধান

١١٠٥- وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها، «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ -فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا-: "لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১০৫। শা'বী (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি ফাতিমাহ বিনতে কায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য কোন বাসস্থান ও খোর-পোষের ব্যবস্থা নেই।[১২০৯]

مَا تَجْتَنِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ

স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী শোক প্রকাশের সময় যা করা থেকে বিরত থাকবে

١١٠٦- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسَّ طِيْبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ

وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ مِنْ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبْ» وَلِلنَّسَائِيِّ: "وَلَا تَمْتَشِطْ"

১২০৮. ইবনু মাজাহ ২০৭৭।

১২০৯. বুখারী এবং মুসলিমে আরো রয়েছে-

"مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول"

তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' অথবা তিন বার বললেন, না। তিনি আরও বললেন ঃ এতো মাত্র চার মাস দশ দিনের ব্যাপার। অথচ জাহিলী যুগে এক মহিলা এক বছরের মাথায় বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত।

মুসলিম ১৪৮০, তিরমিযী ১১৩৫, ১১৮০, নাসায়ী ৩২২২, ৩২৩৭, ৩২৪৪, আবূ দাউদ ২২৮৪, ২২৮৮, ২২৮৯, ইবনু মাজাহ ১৮৬৯, ২০২৪, ২০৩৫, আহমাদ ২৬৭৭৫, ২৬৭৭৮, মালেক ১২৩৪, দারেমী ২১৭৭, ২২৭৪।

১১০৬। উম্মু আতীয়্যাহ থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোন মহিলা যেন কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশে না করে। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করতে পারবে এবং রঙ্গীন কাপড় পরবে না, তবে রঙ্গীন সুতোর কাপড় পরতে পারবে, সুর্মা ব্যবহার করবে না, সুগন্ধি দ্রব্য লাগাবে না। তবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য কিছু কুস্ত বা আযফার সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে। এ শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।

আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে অতিরিক্তভাবে আছে–'খেযাব' (মেহেদী) ব্যবহার করবে না আর নাসায়ীতে আছে চিরুনী লাগাবে না।[১২১০]

١١٠٧- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "إِنَّهُ يَشِبُ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيْهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيْهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ" قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَالَ: "بِالسِّدْرِ"» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

১১০৭। উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার স্বামী আবু সালামাহর ইনতিকাল হবার পর আমি আমার চোখে 'মুসব্বর' লাগিয়ে ছিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এতে তো চেহারাকে লাবণ্য দান করে, ফলে তুমি এটা রাত্র ব্যতীত লাগাবে না, আর দিনের বেলায় তাকে অপসারিত করবে, আর সুগন্ধি দ্বারা কেশ বিন্যাস করবে না এবং মেহেদী লাগাবে না। কেননা এটা হচ্ছে খিযাব।

উম্মু সালামাহ বলেন, আমি বললাম, তবে আমি কোন্ বস্তু দিয়ে চিরুনী করব? তিনি বললেন, কুলের পাতা দিয়ে। –এর সানাদ হাসান।[১২১১]

١١٠٨- وَعَنْهَا؛ «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: "لَا"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১০৮। উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক মহিলা বলল, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। তার চোখে অসুখ। আমি কি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারব? তখন রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, না।[১২১২]

جَوَازُ خُرُوْجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ لِحَاجَتِهَا

তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দাত পালনের সময় নিজ প্রয়োজনে বাহির হওয়া জায়েয

১২১০. বুখারী ১২৭৮, ১২৭৯, ৫৩৪০, ৫৩৪১, মুসলিম ৯৩৮, নাসায়ী ৩৫৩৪, আবূ দাউদ ২৩০২, ইবনু মাজাহ ২০৮৭, আহমাদ ২০২৭০, ২৬৭৫৯, দারেমী ২২৮৬।

১২১১. নাসায়ী ৩৫৩৭ আবূ দাউদ ২৩০৫। শাইখ আলবানী যঈফ নাসায়ী (৩৫৩৯) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর মীযানুল ই'তিদাল (৪/১৬৩) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আল মুগীরা ইবনুয যাহহাক রয়েছেন যার পরিচয় জানা যায় না। ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার (৭/৯৭) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আল মুগীরা ইবনুয যাহহাক রয়েছেন যার সম্পর্কে আবদুল হক ও আল মুনযিরী বলেন, তিনি মাজহুলুল হাল অর্থাৎ তার সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না।

১২১২. বুখারী ৫৩৩৯, ৫৭০৭, মুসলিম ১৪৮৯, ১৪৮৮, তিরমিযী ১১৯৭, ৩৫০১, নাসায়ী ৩৫০১, ৩৫০২

Contents

١١٠٩- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ فَقَالَ: بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১০৯। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার খালাকে তালাক্ব দেয়া হলে তিনি তাঁর খেজুর গাছের ফল নামাবেন বলে ইচ্ছা করেন। কোন লোক তাঁকে বের হবার জন্য ধমকালেন। ফলে তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সমীপে আসলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন–হাঁ, তুমি তোমার খেজুর ফল নামাবে। কেননা, তুমি এতে থেকে অচিরেই সাদাকাহ করবে অথবা সৎ কাজও করবে।[১২১৩]

مَكْثُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِيْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّةُ

স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর ইদ্দাত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বামীগৃহে অবস্থান করা

١١١٠- وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ؛ «أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي؛ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: "نَعَمْ" فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: " اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، والذُّهْلِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ.

১১১০। ফুরাইয়াহ বিনতে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, তার স্বামী স্বীয়– পলাতক ক্রীতদাসদের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। ফলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলে, তিনি বলেছেন, আমি এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে আমি আমার পিত্রালয়ে ফিরে যাই। কেননা আমার স্বামী আমার জন্য তাঁর কোন মালিকানাধীন বাসগৃহ ও খাদ্যবস্তু রেখে যাননি। তিনি বলেছেন– হাঁ রেখে যায়নি, অতঃপর আমি যখন কক্ষে রয়েছি, তিনি আমাকে ডেকে বললেন–তুমি তোমার ঘরেই থেকে যাও–যতক্ষণ না তোমার ইদ্দতের ধার্য সময় পূর্ণ না হয়। তিনি (ফুরাইয়াহ) বললেন– আমি চার মাস দশ দিন তথায় অবস্থান করলাম। তিনি বলেছেন– এরূপ ফয়সালা তৃতীয় খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও করেছিলেন। –তিরমিযী, যুহালী, ইবনু হিব্বান, হাকিম ও অন্যান্যগণ একে সহীহ বলেছেন।[১২১৪]

جَوَازُ انْتِقَالِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ لِلضَّرُوْرَةِ

তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর প্রয়োজনে জায়গা স্থানান্তর করা জায়েয

১২১৩. মুসলিম ১৪৮৩, নাসায়ী ৩৫৫০, আবূ দাউদ ২২৯৭, ইবনু মাজাহ ২০৩৪, আহমাদ ১৪০৩৫, দারেমী ২২৮৮।

১২১৪. আবূ দাউদ ২৩০০, তিরমিযী ১২০৪, নাসায়ী ৩৫২৮, ৩৫২৯, ইবনু মাজাহ ৩০৩১, আহমাদ ২৬৫৪৭, ২৬৮১৭, মালেক ১২৫৪, দারেমী ২২৮৭। শাইখ সুমাইর আয যুহাইরী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

١١١١- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها قَالَتْ: «يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১১১। ফাতিমাহ বিনতে কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার স্বামী আমাকে যথারীতি তিন তালাক দিয়েছেন। আমার ভয় হচ্ছে হয়তো আমার উপর চড়াও হয়ে যেতে পারে। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশের ফলে তিনি ঐ স্থান পরিবর্তন করে ফেলেন।[১২১৫]

مَا جَاءَ فِيْ عِدَّةِ امِّ الْوَلَدِ

উম্মুল ওয়ালাদের (এমন দাসী যার গর্ভে মনিবের সন্তান হয়েছে) ইদ্দাত পালন করা

١١١٢- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «لَا تُلْبِسُوْا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ.

১১১২। আমর ইবনু আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা আমাদের সামনে আমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতকে বিপর্যস্ত করো না। উম্মুল ওয়ালাদের[১২১৬] মুনিবের মৃত্যুতে ইদ্দত চার মাস দশ দিন। -দারাকুতনী হাদীসটিকে মুনকাতে' সানাদ হবার দোষারোপ করেছেন।[১২১৭]

تَفْسِيْرُ الْمُرَادِ بِالْاَقْرَاءِ

"আকরা" শব্দের ব্যাখ্যা

١١١٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ؛ الْأَطْهَارُ» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ.

১১১৩। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আকরাআ শব্দের অর্থ হায়িয পরবর্তী পবিত্র কাল। –মালিক, আহমাদ এবং নাসায়ী একটি সহীহ্ সানাদে কোন এক ঘটনা উপলক্ষে বর্ণনা করেছেন।[১২১৮]

مَا جَاءَ فِيْ عِدَّةِ الْاَمَةِ

দাসীর ইদ্দাত পালন করা

১২১৫. মুসলিম ১৪৮২, নাসায়ী ৩৫৪৭, ইবনু মাজাহ ২০৩৩।

১২১৬. যে ক্রীতদাসী তার মনীবের সন্তান ভূমিষ্ট করে তাকে উম্মু ওয়ালাদ বলা হয়। যারা মনীবের সন্তান প্রসব করে সেই ক্রীতদাসীকে আর বিক্রি করা যায় না।

১২১৭. ইমাম দারাকুতনী এ হাদীসটিকে ইনকিতার দোষে দুষ্ট করেছেন। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম ৩/৩১৯ গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি কুবাইসাহ বিন যুওয়াইব আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি তার নিকট থেকে শ্রবণই করেননি। তার মধ্যে দোষ এই রয়েছে যে, তারা দ্বারা ইযতিরাব অর্থাৎ এলোমেলো সংঘটিত হয়েছে। ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম ৫/১২৪ গ্রন্থে বলেন, এর মধ্যে দুটি ত্রুটি রয়েছে। শাইখ আলবানী সহীহ ইবনু মাজাহ ১৭০৭ গ্রন্থে, সহীহ আবূ দাউদ ২৩০৮ গ্রন্থদ্বয়ে একে সহীহ বলেছেন।

১২১৮. মুওয়াত্তা মালিক ১২২১।

١١١٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوْعًا وَضَعَّفَهُ.

১১১৪। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ ক্রীতদাসীর জন্য তালাক্ব মাত্র দু'তালাক্ব আর তার ইদ্দত পালন করতে হবে দু'হায়িয কাল। –দারাকুতনী মারফূ' সানাদে, তবে তিনি একে যয়ীফ বলেছেন।[১২১৯]

١١١٥- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَخَالَفُوْهُ، فَاتَّفَقُوْا عَلَى ضَعْفِهِ.

১১১৫। আর আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকিম একে সহীহ বলেছেন– অন্যান্য মুহাদ্দিস এতে দ্বিমত করে এর যঈফ হওয়াতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১২২০]

تَحْرِيْمُ وَطْءِ الْحَامِلِ مِنْ غَيْرِ الْوَاطِئِ

অন্যের দ্বারা সঞ্চারিত ভ্রূণ গর্ভে থাকাবস্থায় গর্ভবতীর সঙ্গে সঙ্গম করা হারাম

١١١٦ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ.

১১১৬। রুওয়য়ফি' ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন পরকালে বিশ্বাসী মুমিন মানুষের জন্য বৈধ হবে না যে সে নিজের পানি অপরের ক্ষেতের ফসলকে পান করাবে। –ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ্ এবং বায্যার হাসান বলেছেন।[১২২১]

حُكْمُ زَوْجَةِ الْمَفْقُوْدِ

স্বামী নিরুদ্দেশ হলে স্ত্রীর বিধান

১২১৯. ইবনু মাজাহ ২০৭৯, দারাকুতনী ৪র্থ খণ্ড ৩৮ পৃষ্ঠা। সালিম ও নাফি' সূত্রে ইবনু উমার কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি মাউকূফ হিসেবে সহীহ।

১২২০. তিরমিযী ১১৮২, ইবনু মাজাহ ২০৮০, দারেমী ২২৯৪। ইমাম বুখারী তাঁর আত তারীখুস সগীর ২/১১৯ গ্রন্থে বলেন, এতে মাযাহির বিন আসলাম নামক বর্ণনাকারীকে আবূ আসিম দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম খাত্তাবী তাঁর মাআলিমুস সুনান ৩/২০৭ গ্রন্থে বলেন, আহলুল হাদীসগণ একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম শওকানী তাঁর আদ দিরায়াহ ২৩৬ গ্রন্থেও একে দুর্বল বলেছেন, বিন বায তাঁর বুলুগুল মারামের হাশিয়া ৬৩৩ গ্রন্থে বলেন, এতে মাযাহের বিন আসলাম আল মাখযুমী আল মুদীনী নামক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। আলবানী যঈফ ইবনু মাজাহ ৪০৫, যঈফ আবূ দাউদ ২১৮৯, যঈফুল জামে ৩৬৫০ গ্রন্থসমূহে একে দুর্বল বলেছেন।

১২২১. আবূ দাউদ ২১৫৮, আহমাদ ১৬৬৪৪, দারেমী ২৪৭৭। গর্ভে যদি পূর্ব স্বামীর ভ্রূণ থাকা নিশ্চিত হয়, সেক্ষেত্রে পরবর্তী স্বামীর গর্ভবতীর সঙ্গে যৌন মিলন বৈধ নয়।

١١١٧- وَعَنْ عُمَرَ ﷺ - «فِي اِمْرَأَةِ الْمَفْقُوْدِ- تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.

১১১৭। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নিরুদ্দিষ্ট (দীর্ঘদিন অনুপস্থিত) পুরুষের স্ত্রীকে চার বৎসর কাল অপেক্ষা করার জন্য বলেছেন। অতঃপর সে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। –মালিক ও শাফিয়ী[১২২২]

١١١٨ - وَعَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اِمْرَأَةُ الْمَفْقُوْدِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

১১১৮। মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিরুদ্দিষ্ট বা দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ব্যক্তির সংবাদ তার স্ত্রীর নিকটে না পৌঁছা পর্যন্ত ঐ স্ত্রী তারই থাকবে। –দারাকুতনী দুর্বল সানাদে।[১২২৩]

تَحْرِيْمُ الْخَلْوَةِ بِالْمَرْاةِ الاجْنَبِيَّةِ

গায়রে মাহরাম নারীর সাথে একাকী থাকার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

١١١٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১১১৯। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বিবাহ করেছে এমন পুরুষ অথবা মাহরাম (কখনই বিবাহ বৈধ নয় এমন ব্যক্তি) ব্যতীত কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার নিকটে রাত্রে না থাকে।[১২২৪]

١١٢٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১১২০। ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মাহ্‌রামের বিনা উপস্থিতিতে কোন পুরুষ কোন নারীর সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করবে না।[১২২৫]

১২২২. মুওয়াত্তা মালিক ১২১৯। হাদীসটি দুর্বল। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (৩/৩২৪) গ্রন্থে বলেন, এর অনেক সনদ রয়েছে।

১২২৩. ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনান আল কুবরা (৭/৪৪৫) গ্রন্থে বলেন, এটি সম্বলিত হলেও এর সনদে এমন বর্ণনাকারী বিদ্যমান যাদের দ্বারা হাদীস গ্রহণ সিদ্ধ নয়। আল কামাল বিন আল হাম্মাম তাঁর শরহে ফতহুল কাদীর (৬/১৩৭) গ্রন্থে বলেন, এর একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন শুরাহবীলকে দুর্বল বলা হয়েছে। ইমাম যঈলয়ী তাঁর নাসবুর রায়াহ (৩/৪৭৩) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী তাঁর সিলসিলা যঈফা (২৯৩১) ও যঈফুল জামে ১২৫৩ গ্রন্থদ্বয়ে একে অত্যন্ত দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। সুমাইর আয যুহাইরী বলেন, এর বর্ণনারীকারীগণ হয় মাতরূক না হলে মাজহুল।

১২২৪. মুসলিম ২১৭১।

وُجُوْبُ اسْتِبْرَاءِ الْمُسَبِّيَةِ

যুদ্ধ বন্দীনীর জরায়ু মুক্ত করা আবশ্যক

١١٢١- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১১২১। আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আওতসের যুদ্ধের যুদ্ধ বন্দিনীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন। গর্ভধারিণীর প্রসব না করা পর্যন্ত এবং গর্ভধারিণী নয় এমন মহিলাদের সাথে এক হায়িয অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যেন যৌন মিলন করা না হয়। –হাকিম সহীহ বলেছেন।[১২২৬]

١١٢٢- وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ.

১১২২। দারাকুতনীতে এ হাদীসের শাহেদ বা সহযোগী একটি হাদীস ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে।[১২২৭]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ دُوْنَ الزَّانِيْ

স্ত্রী যার বিছানায় শয়ন করে ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান তারই হবে, ব্যভিচারীর নয়

١١٢٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِهِ.

১১২৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বিছানা যার তার সন্তান আর ব্যভিচারির জন্য পাথর।[১২২৮]

١١٢٤- وَمِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ.

১১২৪। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে একটি ঘটনা সম্বন্ধে বর্ণিত রয়েছে।

١١٢٥- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، عِنْدَ النَّسَائِيِّ.

১১২৫। ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে নাসায়ীতেও বর্ণিত হয়েছে।

١١٢٦- وَعَنْ عُثْمَانَ ﷺ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ.

১১২৬। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, আবূ দাউদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১২২৯]

১২২৫. বুখারী ১৮৬২, ৩০০৬, ৩০৬১, মুসলিম ১৩৪১, ইবনু মাজাহ ২৯০০, আহমাদ ১৯৩৫, ৩২২১।

১২২৬. আবূ দাউদ ২১৫৭, ২১৫৫ মুসলিম ১৪৫৬, তিরমিযী ১১৩২, ৩০১৬, ৩০১৭, নাসায়ী ৩৩৩৩, আহমাদ ১১৩৮৮, দারেমী ২২৯৫।

১২২৭. দারাকুতনী ৩৫৭।

১২২৮. বুখারী ৬৮১৮, ৬৭৫০, মুসলিম ১৪৫৮, তিরমিযী ১১৫৭, নাসায়ী ৩৪৮২, ৩৪৮৩, ইবনু মাজাহ ২০০৬, আহমাদ ৭২২১, ৭২০৫, ৯৬৯২, ৯৭৯৭, দারেমী ২২৩৫।

১২২৯. নাসায়ী ৩৪৮৪, ৩৪৮৭, আবূ দাউদ ২২৭৩, ইবনু মাজাহ ২০০৪, মালেক ১৪৪৯, ২২৩৬, ২২৩৭।

بَابُ الرَّضَاعِ

অধ্যায় (১২) : সন্তানকে দুধ খাওয়ান প্রসঙ্গ

مَا جَاءَ فِي الرَّضعَةِ وَالرَّضعَتَيْنِ

এক চুমুক অথবা দুই চুমুক দুধ পান করা প্রসঙ্গে

١١٢٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১১২৭। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, এক ঢোক অথবা দু'ঢোক পান করাতে বৈবাহিক সম্পর্ককে হারাম করে না।[১২৩০]

ما جَاءَ انَّ الرَّضَاعَ الْمُحَرِّمَ هُوَ مَا يَسُدُّ الْجُوْعَ

ক্ষুধা নিবারণের দুধ পান বৈবাহিক সম্পর্ককে হারাম করে

١١٢٨- وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أُنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১২৮। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নারীগণ, কে তোমার সত্যিকার দুধ ভাই তা যাচাই করে দেখে নিও। কেননা, ক্ষুধার কারণে দুধ পানের ফলেই শুধু দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[১২৩১]

حُكْمُ رَضَاعِ الْكَبِيْرِ

বড়দেরকে দুধ পান করানোর বিধান

١١٢٩- وَعَنْهَا قَالَتْ: «جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ قَالَ: "أَرْضِعِيْهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৩০. মুসলিম ১৪৫০, তিরমিযী ১১৫০, নাসায়ী ৩৩১০আবূ দাউদ ২০৬৩, ইবনু মাজাহ ১৯৪১, আহমাদ ২৩৫০৬, ২৪১২৩, দারেমী ২২৫১।

১২৩১. বুখারী ২৬৪৭, ৫১০২, মুসলিম ১৪৫৫, নাসায়ী ৩৩১২, আবূ দাউদ ২০৫৮, ইবনু মাজাহ ১৯৪৫, দারেমী ২২৫৬। বুখারী এবং মুসলিমে রয়েছে, عن عائشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة قال: "يا عائشة! انظرن..." 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট আসলেন, তখন আমার নিকট জনৈক ব্যক্তি ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে 'আয়িশাহ! এ কে? আমি বললাম, আমার দুধ ভাই। তিনি বললেন, হে 'আয়িশাহ! কে তোমার সত্যিকার দুধ ভাই তা যাচাই করে দেখে নিও। কেননা, ক্ষুধার কারণে দুধ পানের ফলেই শুধু দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

১১২৯। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহ্লাহ বিনতে সুহাইল এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! হুযাইফার আযাদকৃত দাস সালিম আমাদের সাথে আমাদের বাড়িতেই রয়েছে এবং সে পুরুষের যোগ্য পুরুষত্ব লাভ করেছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি তাকে তোমার দুধ পান করিয়ে দাও তুমি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে।[১২৩২]

مَا جَاءَ انَّ الرَّضَاعَ لِزَوْجِ الْمُرْضِعَةِ وَاقَارِبِهِ

দুধপানকারিণীর স্বামী এবং তার নিকট আত্মীয়ের বিধান

١١٣٠- وَعَنْهَا: «أَنَّ أَفْلَحَ -أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ- جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ وَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩০। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, পর্দার আইন চালুর পর আবূ কুআইসের ভাই আফ্লাহ্ 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকটে আসার অনুমতি চাইতে এলেন। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। অতঃপর যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এলেন, তখন আমি যা করেছি তা তাঁকে জানালাম। তিনি তাকে আমার নিকটে প্রবেশের অনুমতি দেবার জন্য আমাকে আদেশ দিলেন। আর বললেন, তিনি তো তোমার দুধ চাচা হচ্ছেন।[১২৩৩]

مِقْدَارُ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ

যতটুকু দুধ পান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়

١١٣١- وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩১. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; কুরআন নাযিলকৃত আয়াতে এ বিধান ছিল যে, দশবার দুধ পান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। তারপর পাঁচবার দুধ পান করার বিধান দ্বারা দশবার পান করার বিধান বাতিল করা হয়। এরূপ অবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তিকাল ঘটে এবং ঐ বিধানটি কুরআন হিসেবে পড়া হতে থাকে।[১২৩৪]

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

বংশ সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম , দুধ সম্পর্কের কারণেও তাদেরকে বিবাহ করা হারাম

১২৩২. বুখারী ৫০৮৮, মুসলিম ১৪৫৩, নাসায়ী ৩৩১৯, ৩৩২০, ৩৩২১, ৩৩২২, আবূ দাউদ ২০৬১, ইবনু মাজাহ ১৯৪৩, আহমাদ ২৩৫৮৮, ২৪৮৮৭, মালিক ১২৮৮, দারিমী ২২৫৭।

১২৩৩. বুখারী ৪৭৯৬, ৫১০৩, ৫২৩৯, ৬১৫৬, মুসলিম ১৪৪৫, তিরমিযী ১১৪৮, নাসায়ী ৩৩০১, ৩৩১৪, আবূ দাউদ ২০৫৭, মালেক ১২৭৮।

১২৩৪. মুসলিম ১৪৫২, তিরমিযী ১১৫০, নাসায়ী ৩৩০৭, আবূ দাউদ ২০৬২ ইবনু মাজাহ ১৯৪২, মালেক ১২৯৩, দারেমী ২২৫৩।

١١٣٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيْدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১৩২ ঃ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হামযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কন্যার স্বামী হবেন ভাবা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সে তো আমার জন্য হালাল নয়! কারণ সে তো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। দুধ সম্পর্ক ঐগুলো হারাম হবে যেগুলো বংশ সম্পর্কের জন্য হারাম হয়।[১২৩৫]

صِفَةُ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ وَزَمَنِهِ

কী পরিমাণ এবং কত সময় দুধ পান করলে হারাম সাব্যস্ত হবে

١١٣٣- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.

১১৩৩ ঃ উম্মু সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দুধ পান দ্বারা হারাম সাব্যস্ত তখন হবে, যখন দুধ পান দ্বারা সন্তানদের পেট পূর্ণ হবে, আর তা দুধ পানের উপযুক্ত সময়ে হবে।[১২৩৬]

١١٣٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوْعًا وَمَوْقُوْفًا، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوْفَ.

১১৩৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ দু'বছর বয়সের মধ্যে দুধ পান করা ব্যতীত দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না।[১২৩৭]

١١٣٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

১১৩৫ ঃ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে দুধ পান দ্বারা হাড় বর্ধিত হয় এবং গোশত বৃদ্ধি পায় এমন দুধ পান করা ব্যতীত সম্পর্ক সাব্যস্ত হয় না।[১২৩৮]

১২৩৫. বুখারী ৫১০০, মুসলিম ১৪৪৭, নাসায়ী ৩৩০৫, ৩৩০৬, ইবনু মাজাহ ১৯৩৮, আহমাদ ১৯৫৩, ২৪৮৬।

১২৩৬. তিরমিযী ১১৫২।

১২৩৭. মাউকূফ হিসেবে সহীহ। দারাকুতনী (৪৭৪০) মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, ইবনু 'আদী তাঁর কামিল (৭৫৬২) গ্রন্থে হাদীসটি হাইসাম বিন জামীল থেকে, তিনি সুফইয়ান বিন উইয়াইনা থেকে, তিনি আমর বিন দীনার থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, হাইসাম বিন জামীল ব্যতীত কেউ এটি ইবনু উইয়াইনাহ থেকে বর্ণনা করেনি। তার বিশ্বস্ততা প্রতিষ্ঠিত। সুমাইর আয যুহাইরী বলেন, ইমাম যঈলয়ী, আবদুল হক, ইবনু আবদুল হাদী, বাইহাকী প্রমুখ এটির মাউকূফ হওটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

১২৩৮. আবূ দাউদ ২০৬০, আহমাদ ৪১০৩। ইমাম শওকানী তাঁর সাইলুল জাররার ২/৪৬৭ গ্রন্থে বলেন, এটি মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদে দুজন অপরিচিত রাবী রয়েছেন। শাইখ আলবানী যঈফ আল জামে ৬২৯০, ইরওয়াউল গালীল ২১৫৩ গ্রন্থদ্বয়ে একে দুর্বল বলেছেন। যঈফ আবূ দাউদে ২০৬০ বলেন, দুর্বল, তবে সঠিক

حُكْمُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

স্তন্যদানকারীনীর সাক্ষ্যদানের বিধান

١١٣٦- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه؛ «أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟" فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৩৬ ঃ উক্ববাহ ইবনুল হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি আবূ ইহাবের কন্যা উম্মু ইয়াহইয়াকে বিয়ে করেছিলেন । তারপর কোন এক রমণী এসে বললো ঃ আমি তোমাদের (স্বামী-স্ত্রী) দুজনকে দুধ পান করিয়েছি। অতঃপর তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন ঃ এ কথার পর তুমি কিভাবে তার সঙ্গে সংসার করবে? অতঃপর 'উকবাহ তাঁর স্ত্রীকে আলাদা করে দিলেন এবং সে মহিলা অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল।[১২৩৯]

مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ اسْتِرْجَاعِ الْحَمْقَاءِ

নির্বোধ মেয়েদের দুধ পান করানো নিষেধ

١١٣٧- وَعَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ.

১১৩৭ ঃ যিয়াদ 'সাহমী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কম বুদ্ধির মেয়েদের দুধ পান করাতে নিষেধ করেছেন।[১২৪০]

بَابُ النَّفَقَاتِ

অধ্যায় (১৩) : ভরণপোষণের বিধান

جَوَازُ انْفَاقِ الْمَرْاةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ اذَا مَنَعَهَا الْكَفَايَةَ

স্বামীকে না জানিয়ে তার মাল স্ত্রীর খরচ করা জায়েয যখন যথেষ্ট পরিমাণে খরচ দিবে না

١١٣٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -اِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ لَا يُعْطِيْنِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِي وَيَكْفِي

হচ্ছে হাদীসটি মাওকূফ। এটি দুর্বল ইবুন উসাইমীন তাঁর আশ শারহুল মুমতি ১৩/৪৩২ গ্রন্থে বলেন, এর মধ্যে দুজন অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আত্তালখীসুল হাবীর ৪/১২৯৬ গ্রন্থে বলেন, আবূ মূসা ও তাঁর পিতাকে আবূ হাতিম অপরিচিত বর্ণনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

১২৩৯. বুখারী ২০৫২, ২৬৪০, ২৬৫৯, ২৬৬০, ৫১০৫, তিরমিযী ১১৫১, নাসায়ী ৩৬০৩, আবূ দাউদ ৩৬০৩, আহমাদ ১৫৭১৫, ১৮৯৩০, দারেমী ২২৫৫।

১২৪০. ইমাম আবূ দাউদ তাঁর আল মারাসীল (২৯৩) গ্রন্থে, ইমাম বাইহাকী তাঁর আল কুবরা (৭/৪৬৪ ও ৩/১৮০) গ্রন্থে, ইবনুল কাত্তান তাঁর আল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম (৩/৬৩) গ্রন্থে হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন যেমন বলেছেন ইবনু হাজার আসকালানী বুলুগুল মারামে, কারণ যিয়াদ সাহাবী নন।

بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ مَا يَكْفِيْكِ، وَيَكْفِي بَنِيْكِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩৮ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ উতবার কন্যা আবু সুফইয়ানের স্ত্রী হিন্দ্ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ আবূ সুফ্ইয়ান একজন কৃপণ লোক। আমাকে এত পরিমাণ খরচ দেন না, যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে যতক্ষণ না আমি তার অজান্তে মাল থেকে কিছু নিই। এমতাবস্থায় তাকে না জানিয়েই আমি তার মাল হতে যা নিয়ে থাকি তাতে কি আমার কোন গুনাহ্ হয়? তখন তিনি বললেন ঃ তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে যা যথেষ্ট হয় তা তুমি নিতে পার।[১২৪১]

بَيَانُ فَضْلِ الْمُنْفِقِ وَمَا تَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ عِنْدَ الْانْفَاقِ

খরচকারীর ফযীলতের বর্ণনা এবং খরচ করার সময় তার যে সমস্ত বিষয় লক্ষ রাখা উচিত

١١٣٩- وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُوْلُ: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ"» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

১১৩৯ ঃ তারিক্ব মুহারিবী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা মাদীনায় আগমন করলাম, আর তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তিনি তাতে বলছিলেন ঃ দাতার হাত উঁচু (মর্যদাসম্পন্ন)। তোমার পোষ্যদের মধ্যে দানের কাজ আরম্ভ কর। (যেমন) তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার বোন, ভাই; এভাবে যে যত তোমার নিকটাত্মীয় (তাকে পর্যায়ক্রমে দানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দাও)।[১২৪২]

وُجُوْبُ نَفَقَةِ الْمَمْلُوْكِ عَلَى مَالِكِهِ

দাসের যাবতীয় ভরণপোষণের জন্য মনিবের ব্যয় করা আবশ্যক

١١٤٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيْقُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪০ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ দাস আহার ও পরিধেয় বস্ত্রের হক্বদার, আর তাকে তার সামর্থ্যের বেশি কাজের বোঝা দেয়া যাবে না।[১২৪৩]

১২৪১. বুখারী ২২১১, ২৪৬০, ৫৩৫৯, ৫৩৭০, ৬৬৪১, মুসলিম ১৭১৪, নাসায়ী ৫৪২০, ৩৫৩২, ৩৫৩৩, ইবনু মাজাহ ২২৯৩, আহমাদ ২৩৫৯৭, ২৩৭১৭, দারেমী ২২৫৯।

১২৪২. নাসায়ী ২৫৩২।

১২৪৩. মুসলিম ১৬৬২, আহমাদ ৭৩১৭, ৮৩০৫।

وجوب نفقة الزوجة علي زوجها

স্বামীর উপর স্ত্রীর খরচাদি বহন ওয়াজিব

١١٤١- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ]"» الْحَدِيْثُ وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ

১১৪১ ঃ হাকীম ইবনু মু'আবিয়া আল্ কুশাইরী (রাঃ) তাঁর পিতা মু'আবিয়া হতে রিওয়ায়াত করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো স্ত্রীর হক্ব তার উপর কতটুকু? তিনি বললেন ঃ তুমি যখন আহার করবে তখন তাকেও আহার করাবে; আর যখন তুমি বস্ত্র পরবে, তখন তাকেও বস্ত্র পরাবে। মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না। আর অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করবে না। হাদীসটি ইতিপূর্বে ১০১৮ নং বর্ণিত হয়েছে।[১২৪৪]

١١٤٢- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -فِي حَدِيْثِ الْحَجِّ بِطُوْلِهِ- قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১১৪২ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে হাজ্জ সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীসে মেয়েদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তোমাদের উপর তাঁদের আহার ও পোশাক ন্যায্যভাবে বহন করা ন্যস্ত রয়েছে।[১২৪৫]

عَظْمُ مَسْؤُوْلِيَّةِ الْمَرْءِ عَمَّن تَلْزِمُهُ نَفَقَتُهُ

দায়িত্বশীলদের গুরু দায়িত্ব হচ্ছে অধীনস্থদের ব্যয়ভার বহন করা

١١٤٣- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ".

১১৪৩ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মানুষ পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার পোষ্যকে ভরণ-পোষণ না দিয়ে তাকে নষ্ট করে।[১২৪৬]

১২৪৪. আবূ দাউদ ২১৪২-২১৪৪, ইবনু মাজাহ ১৮৫০।

১২৪৫. মুসলিম ১২১৬, বুখারী ১৫১৬, ১৫৬৮, ১৬৫১, ১৭৮৫, তিরমিযী ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, নাসায়ী ২৯১, ৪২৯, ৬০৪, আবূ দাউদ ১৭৮৭, ১৭৮৮, ১৭৮৯, ইবনু মাজাহ ২৯১৩, ২৯১৯, ২৯৫১, আহমাদ ১৩৮০৬, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, মালিক ৮১৬, ৮৩৫, ৮৩৬, দারেমী ১৮৫০, ১৮৯৯।

১২৪৬. আহমাদ ৬৪৫৯, ৬৭৮০, আবূ দাউদ ১৬৯২। এ শব্দে হাদীসটি দুর্বল। ইমাম নাসায়ী তাঁর আশরাতুন নিসা (২৯৪, ২৯৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদও (১৬৯২) এটি বর্ণনা করেছেন। যার পূর্ণ সনদ হচ্ছে। আবূ ইসহাক ওয়াহব বিন জাবির থেকে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন। নাসায়ীর বর্ণনায় يعول এর স্থলে يقوت রয়েছে। শাইখ সুমাইর আয যুহাইর বলেন, ওয়াহব থেকে আবূ ইসহাক ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

مَا جَاءَ فِيْ نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

গর্ভবতী বিধবার ব্যয়ভার প্রসঙ্গ

١١٤٤- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ -يَرْفَعُهُ، فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ.

১১৪৪ ঃ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; (মারফূ সূত্রে) গর্ভবতী বিধবা মেয়েদের প্রসঙ্গে বলেন ঃ তাদের জন্য কোন খোর-পোষ হবে না। (কেননা এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর মালের ওয়ারিস হওয়ার সুযোগ বিধবা মেয়েদের জন্য রয়েছে)।[১২৪৭]

١١٤٥- وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪৫ ঃ খরচ না পাওয়ার ব্যবস্থা ফাতিমাহ বিনতু ক্বাইস এর হাদীস মূলে আগে সাব্যস্ত হয়েছে।[১২৪৮]

وُجُوْبُ الْاِنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوْكِ وَالْوَلَدِ

সন্তান, দাস এবং স্ত্রীর উপর খরচ করার আবশ্যকীয়তা

١١٤٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُوْلُ تَقُوْلُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

১১৪৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ উপরের হাত (দাতার হাত) নিচের (গ্রহীতার) হাত হতে উত্তম, তোমাদের প্রত্যেকেই তার দান কার্য তার পোষ্যদের মধ্যে আরম্ভ করবে। এমন যেন না হয় যে, বিবি বলতে বাধ্য হবে আমাকে খেতে তাও, না হয় তালাক দাও'।[১২৪৯]

ইমাম নাসায়ী বলেন, আবূ ইসহাক মাজহুল। তবে ইবনু হিব্বান তাঁর সিকাত (৫/৪৮৯) গ্রন্থে তাকে বিশ্বস্ত রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর মীযানুল ই'তিদাল (৪/৩৫০) গ্রন্থে বলেন, ইবনুল মাদীনী তাকে মাজহুল বলেছেন। তার অবস্থা জানা যায় না।

১২৪৭. ইমাম যাহাবী তাঁর আল মুহাযযিব ৬/৩০৩১ গ্রন্থে একে মারফু ও এর বর্ণনারীকারীগণকে বিশ্বস্ত বলেছেন। ইবনু উসাইমীন তাঁর বুলুগুল মারামের শরাহ ৫/১৮৮ গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি মারফূ হিসেবে বিশুদ্ধ নয়, তবে মাওকুফ হিসেবে নিরাপদ আর মারফু হিসেবে শায।

১২৪৮. মুসলিম ১৪৮০, তিরমিযী ১১৩৫, ১১৮০নাসায়ী ৩২২২, ৩২৩৭, ৩২৪৪, আবূ দাউদ ২২৮৪, ২২২৮, ২২৮৯, ইবনু মাজাহ ১৮৬৯, ২০২৪, ২০৩৫, আহমাদ ২৬৫৬০, ২৬৫৭৫, মালেক ১২৩৪, দারেমী ২১৭৭, ২২৭৪, ২২৭৫।

১২৪৯. ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর আল জামেউস সগীর ৬২৫৩ গ্রন্থে একে যঈফ বলেছেন, আহমাদ শাকের মুসনাদ আহমাদ ১১/৭২ গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন। শাইখ আলবানী তাঁর ইরওয়াউল গালীল ৯৮৯ ও৮৯৪ গ্রন্থে সহীহ বলেছেন, সহীহুল জামে ৪৪৮১ একে হাসান বলেছেন, গায়াতুল মারাম ২৪৫ গ্রন্থে বলেন, এই শব্দে দুর্বল, একই গ্রন্থে ২৭০ নং হাদীসে একে দুর্বল বলেছেন। সহীহ তারগীব ১৯৬৫ গ্রন্থে একে হাসান লিগাইরিহী বলেছেন, সহীহ আবূ দাউদ ১৬৯২ গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন।

Contents

مَا جَاءَ فِي الْفِرْقَةِ اذَا اعْسِرَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ

ভরন-পোষণে অক্ষম ব্যক্তির বিবাহ বিচ্ছেদ প্রসঙ্গ

١١٤٧- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ -فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».
أَخْرَجَهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْهُ قَالَ: «فَقُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ» وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيّ.

১১৪৭ ঃ সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব হতে ঐ ব্যক্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত; যে তার বিবিকে খেতে -পরতে দেয়ার সঙ্গতি রাখে না, তিনি বলেন ঃ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে। সাঈদ ইবনু মানসুর সুফইয়ান হতে, তিনি আবূ যিনাদ হতে, তিনি বলেন ঃ সাঈদকে বললাম (এ ব্যবস্থা কি রাসূলের) সুন্নত মূলে। তিনি বলেলেন ঃ সুন্নত মূলে।[১২৫০]

اذَا غَابَ الزَّوْجُ وَلَمْ يَتْرُكْ نَفَقَةً

যে স্বামী স্ত্রী থেকে দূরে থাকে এবং তাকে ভরনপোষন দেয় না

١١٤٨- وَعَنْ عُمَرَ ﷺ «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوْا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوْهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوْا أَوْ يُطَلِّقُوْا، فَإِنْ طَلَّقُوْا بَعَثُوْا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوْا» أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১১৪৮ ঃ উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি সৈন্যবাহিনীর পরিচালকবৃন্দের নিকট লিখেছিলেন, যেসব পুরুষ তাদের স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকছে, তাদের ব্যাপারে যেন এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যে, তারা তাদের স্ত্রীদের খোরপোষ আদায় করুক অথবা তালাক দিয়ে দিক যদি তালাকই দিয়ে দেয় তবে তাদের আবদ্ধ রাখাকালীন খরচ বিবিদের নিকটে তারা পাঠিয়ে দিক।[১২৫১]

مَرَاتِبُ النَّفَقَةِ وَمَنْ احَقُّ بِالتَّقْدِيْمِ؟

ভরনপোষনের স্তর এবং কে প্রথম পাওয়ার উপযুক্ত?

١١٤٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! عِنْدِي دِيْنَارٌ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ"

১২৫০. ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম ৩/৩৪৮ গ্রন্থে বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব এর মুরসাল হাদীস আমলযোগ্য। ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার ৭/১৩২ গ্রন্থে একে শক্তিশালী মুরসাল বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর তানকীহুত তাহকীক ২/২২৫ গ্রন্থে একে মুনকার বলেছেন। শাইখ আলবানী তাঁর আত্তালীকাত আর রযীয়্যাহ ২/২৫৮ গ্রন্থে বলেন, : এর সনদ সহীহ, তবে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করলে মুরসাল হবে। আর ইরওয়াউল গালীল ২১৬১ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।

১২৫১. মুসনাদ শাফিঈ ২য় খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২১৩, বাইহাকী (৭/৪৬৯), এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী মুসলিম বিন খালিদ যানজী যিনি অধিক বিভ্রাটে পতিত হয়েছেন।

قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ" قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْتَ أَعْلَمَ"» أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ.

১১৪৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ কোন লোক নাবী (ﷺ) এর কাছে এসে বললো ঃ আমার কাছে একটা দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) রয়েছে । তিনি বললেন ঃ তুমি ওটা তোমার জন্য ব্যবহার কর লোকটা বললো ঃ আরো একটা আছে, তিনি বললেন ঃ তুমি ওটা তোমার সন্তানের জন্য খরচ কর। লোকটি বললো, আমার কাছে আরো একটা আছে, তিনি বললেন ঃ তুমি তা তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ কর। লোকটি বললো ঃ আমার নিকট আরো একটা আছে। তিনি বললেন, তুমি সেটা তোমাদের খাদিমের জন্য খরচ করো। লোকটি বললো, আমার নিকট আরো আছে। তিনি বললেন, সে প্রসঙ্গে তুমি বেশি জানো।[১২৫২]

تَاكِيْدُ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ

মাতা-পিতার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়ার গুরুত্বারোপ

١١٥٠- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمَّكَ" قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ" قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ "؟ قَالَ: "أُمَّكَ" قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ؟ قَالَ: "أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ"» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

১১৫০ ঃ বাহ্য তার পিতা হাকীম হতে, তিনি তার দাদা (রাঃ) হতে, তিনি বলেছেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণ সাধন করার ক্ষেত্রে কে উত্তম? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। তারপর কে? তিনি বলেন ঃ তোমার মা। তারপর কে? কললেন ঃ তোমার মা। তারপরে কে? বললেন তোমার পিতা। তারপর যে তোমার যত নিকটাত্নীয় সে তত তোমার কল্যাণের বেশি হক্বদার।[১২৫৩]

بَابُ الْحَضَانَةِ

অধ্যায় (১৪) : লালন-পালনের দায়িত্ব বহন

سُقُوْطُ حَضَانَةِ الْاُمِّ اذَا تَزَوَّجَتْ

মা'ই সন্তান পালনের ব্যাপারে অধিক হাক্বদার যতক্ষণ সে অন্যত্র বিবাহ না করে

١١٥١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: «يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنَّ اِبْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১২৫২. আবূ দাউদ ১৬৯১, নাসায়ী ২৫৩৫, ৭৩৭১, আহমাদ ৭৩৭১, ৯৭৩৬। হাকিম (১ম খণ্ড ৪১৫ পৃষ্ঠা) তবে নাসায়ী এবং হাকিমে সন্তানের পূর্বে স্ত্রীর খরচের কথাও আছে।

১২৫৩. আবূ দাউদ ৫১৩৯, তিরমিযী ১৮৯৭, আহমাদ ১৯৫২৪, ১৯৫৪৪।

Contents

১১৫১ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; কোন এক রমণী এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ পুত্রের জন্য আমার পেট তার আধার, আমার স্তনদ্বয় তার জন্য মশক, আমার কোলই তাঁর আশ্রয় স্থল ছিল। তার পিতা আমাকে ত্বালাক দিয়েছে এবং আমার নিকট হতে তাকে ছিনিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ মেয়েটিকে বললেন ঃ তুমিই এ সন্তানের (পালনের) অধিক হাক্বদার যতক্ষণ তুমি অন্য স্বামী গ্রহণ না করবে।[১২৫৪]

مَا جَاءَ فِيْ تَخْيِيْرِ الْوَلَدِ بَيْنَ ابَوَيْهِ

মাতা-পিতার বিচ্ছেদে সন্তানের যে কোন একজনকে বেছে নেওয়া

১১٥٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: «يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ "يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوْكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتَ" فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

১১৫২ ঃ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; কোন এক রমণী বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমার স্বামী আমার পুত্রকে নিয়ে যেতে চান আর ঐ পুত্র আমার উপকার করছে এবং ইনাবার কুয়া হতে আমাকে পানি এনে পান করাচেছ। তারপর তার স্বামী এসে গেল তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হে বৎস! এটা তোমার পিতা আর এটা তোমার মাতা, তুমি তাদের যে কোন একজনের হাত ধরা বালকটি তার মা-এর হাত ধরলো ফলে তার মা তাকে নিয়ে চলে গেল।[১২৫৫]

حُكْمُ حَضَانَةِ الْابَوَيْنِ اذَا كَانَ احَدُهُمَا كَافِرًا

স্বামী/স্ত্রীর কেউ কাফির হলে সন্তান লালন-পালনের অধিকারী হওয়ার হুকুম

১১٥٣- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ؛ «أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ اِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيَّ الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: "اَللَّهُمَّ اِهْدِهِ" فَمَالَ إِلَى أَبِيْهِ، فَأَخَذَهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

১১৫৩ ঃ রাফি' ইবনু সিনান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি ইসলাম ক্বুবুল করলেন আর তার স্ত্রী ইসলাম ক্বুবুল করতে অস্বীকার করে। এরূপ অবস্থায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (কাফিরা) মাকে এক প্রান্তে বসালেন এবং পিতাকে বসালেন এবং বালকটিকে দু'জনের মাঝে বসালেন। বালকটি তার মার দিকে ঝুঁকে পড়তে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বলে দু'য়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকে সঠিক পথের সন্ধান দাও। তারপর সে তার পিতার দিকে অগ্রসর হলো, ফলে তার পিতা তাকে ধরে নিলো।[১২৫৬]

১২৫৪. আবূ দাউদ ২২৭৬, আহমাদ ৬৬৬৮, হাকিম ২০৭।
১২৫৫. আবূ দাউদ ২২৭৭, তিরমিযী ১৩৫৭, নাসায়ী ৩৪৯৬, আহমাদ ৯৪৭৯, দারেমী ২২৯৩।
১২৫৬. আবূ দাউদ ২২৪৪, আহমাদ ২৩২৪৫।

Contents

مَا جَاءَ انَّ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الامِّ فِي الْحَضَانَةِ

সন্তান লালন পালনের ব্যাপারে খালা মায়ের সমতুল্য

١١٥٤- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي اِبْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৫৪ ঃ বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; নাবী ﷺ হামযার কন্যা প্রসঙ্গে (দাবী উঠলে) (ﷺ) খালার পক্ষে ফয়সালা দিলেন এবং বললেন, 'খালা মায়ের স্থান অধিকারিণী।'[১২৫৭]

١١٥٥- وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فَقَالَ: «وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ»

১১৫৫ ঃ ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে আলি (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তাতে আছেঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলন ঃ মেয়ে খালার নিকটে থাকবে, কেননা খালা মাতার সমতুল্য।[১২৫৮]

فَضْلُ الْاحْسَانِ الَي الْخَدَمِ

দাস, কর্মচারীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করার ফযীলত

١١٥٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

১১৫৬ ঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো খাদিম যখন তার খাবার নিয়ে আসে, তখন তাকে যদি সাথে না বসায় তাহলে সে যেন তাকে এক লুক্মা বা দু' লুক্মা খাবার দেয়।[১২৫৯]

النَّهْيُ عَنْ تَعْذِيْبِ الْحَيَوَانِ

প্রাণীদের শাস্তি দেওয়া নিষেধ

١١٥٧- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا، تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৫৭. বুখারী ১৭৮১, ১৮৪৪, ২৬৯৮, ৩১৮৪, ৪২৫৮, মুসলিম ১৭৮৩, তিরমিযী ৯৩৮, ১৯০৪, আবূ দাউদ ১৮৩২, আহমাদ ১৮০৭৪, ১৮০৯৫, দারেমী ২৫০৭।

১২৫৮. আহমাদ ৭৭২। আবূ দাউদ ২২৭৮।

১২৫৯. বুখারী ২৫৫৭ মুসলিম ১৬৬৩, তিরমিযী ১৮৫৩, ইবনু মাজাহ ৩২৮৯, ৩২৯০, আহমাদ ৭২৯৩, ৭৪৬২, ৭৬৬৯, দারেমী ২০৭৩, ২০৭৪।

১১৫৭ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এক নারীকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে অবস্থায় বিড়ালটি মরে যায়। মহিলাটি ঐ কারণে জাহান্নামে গেল। কেননা সে বিড়ালটিকে খানা-পিনা কিছুই করাইনি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত।[১২৬০]

১২৬০. উক্ত হাদীসটি মুসলিমের শব্দানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। কেননা বুখারীর বর্ণনায় يوم القيامة শব্দটির উল্লেখ নেই। বুখারী ২৩৬৫, ৩৩১৮, মুসলিম ২২৪২, দারেমী ২৮১৪।

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

পর্ব (৯) : অপরাধ প্রসঙ্গ

حُرْمَةُ دَمِ الْمُسْلِمِ

মুসলমানের রক্তের মর্যাদা

١١٥٨- عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ؛ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ؛ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৫৮ ঃ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও এর প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে এমন কোন মুসলিমের জীবননাশ বৈধ নয়, তবে যদি সে তিনটি অপরাধের কোন একটি করে বসে (১) বিবাহিত হওয়ার পর যিনা (ব্যভিচার) করে (২) অন্যায়ভাবে কারো জীবন নাশ করে, (৩) ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতঃ মুসলমানের জামা'আত হতে যে দূরে চলে যায়।[১২৬১]

١١٥٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১১৫৯ ঃ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রসূল, তবে তিন-তিনটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) বিবাহিত ব্যভিচারী, জানের বদলে জান, আর নিজের দীন ত্যাগকারী মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ব্যক্তি।[১২৬২]

تَعْظِيْمُ شَانِ الدِّمَاءِ

রক্তের মর্যাদা

١١٦٠- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬১. বুখারী ৬৮৭৮, মুসলিম ১৬৭৬, তিরমিযী ১৪০২, নাসায়ী ৪০১৬, আবূ দাউদ ৪৩৫২ ইবনু মাজাহ ২৫৩৪, আহমাদ ৩৬১৪, ৪০৫৫দারেমী ২২৯৮, ২৪৪৭।

১২৬২. আবূ দাউদ ৪৩৫৩, নাসায়ী ৪০১৬, ৪০১৭, ৪০৪৮, আহমাদ ২৩৭৮৩, ২৫১৭২।

১১৬০ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিবসে মানুষের হক্ব প্রসঙ্গে সবার আগে খুনের বিচার করা হবে।[১২৬৩]

حُكْمُ قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ

দাসের হত্যার বদলে মনিবকে হত্যা করার বিধান

١١٦١- وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ ﷺ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ» وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ.

১১৬১ ঃ সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে আমরা তাকে হত্যা করব,যে তার দাসের নাক কান কাটবে আমরা তার নাক কান কেটে নেব।[১২৬৪]

حُكْمُ قَتْلِ الْوَالِدِ بِالْوَلَدِ

সন্তানকে হত্যার বদলে পিতাকে হত্যা করার বিধান

١١٦٢- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُوْدِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ.

১১৬২ ঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, সন্তানের হত্যার বদলে পিতাকে হত্যা করা যাবে না।[১২৬৫]

১২৬৩. বুখারী ৬৮৬৪, মুসলিম ১৬৭৮, তিরমিযী ১৩৯৬, ১৩৯৭, নাসায়ী ৩৯৯১, ৩৯৯২, ইবনু মাজাহ ২৬১৫, ২৬১৭, আহমাদ ৩৬৬৫, ৪১৮৮, ৪২০১।

১২৬৪. আবূ দাউদ ৪৫১৫, ৪৫১৮, তিরমিযী ১৪১৪, নাসায়ী ৪৭৩৬, ৪৭৩৭, ইবনু মাজাহ ২৬৬৩, আহমাদ ১৯৫৯৮, ১৯৬১৪, দারেমী ২৩৫৮। ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরায় ৮/৩৫ গ্রন্থে একে যঈফ বলেছেন। আর তিনি সুনানে সুগরার ৩/২১০ গ্রন্থে বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মুঈন ও শুবা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন সামুরা থেকে হাসান এর শ্রবণ করাকে। শাইখ আলবানী তাঁর তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৪০৪ গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব ৪/১৯৩ গ্রন্থে বলেন, হাসান পর্যন্ত সনদ সহীহ, মুহাদ্দিসগণ সামুরা থেকে হাসানের এ হাদীসটি শোনার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ইমাম শওকানী তাঁর আদদিরারী আল মাযীয়্যাহ ৪১১ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে, কেননা হাসান এটি সামুরা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি নাইলুল আওত্বর ৭/১৫৬ গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী তাঁর যঈফ আবূ দাউদ ৪৫১৫, যঈফ নাসায়ী ৪৭৬৭, যঈফ তিরমিযী ১৪১৪ গ্রন্থসমূহে একে দুর্বল বলেছেন। ইবনে উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম ৫/২২৯ গ্রন্থে বলেন : একে বিচ্ছিন্নতার দোষে দুষ্ট করা হয়েছে। সঠিক হলো মুত্তাসিল।

১২৬৫. তিরমিযী ১৪০০, আবূ দাউদ ২৮৫৮। ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে ১৪০০, ইমাম বাগাবী তাঁর শারহুস সুন্নাহ ৫/৩৯৪ গ্রন্থে এর সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনুল কাত্তান তাঁর আল ওয়াহম

مَا جَاءَ فِيْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ وَانَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَتَكَافَا دِمَاؤُهُمْ

কাফিরের হত্যার বদলে মুসলিম হত্যা করা প্রসঙ্গ এবং সকল মুমিনের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন

١١٦٣ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ قَالَ: «قُلْتُ لَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ غَيْرَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النِّسْمَةَ، إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيْهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ: "اَلْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيْرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১৬৩ ঃ আবূ জুহাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললাম, আপনাদের নিকট কি কিছু লিপিবদ্ধ আছে? তিনি বললেন ঃ ‘না, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে, আর একজন মুসলিমকে যে জ্ঞান দান করা হয় সেই বুদ্ধি ও বিবেক। এছাড়া কিছু এ সহীফাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।’ তিনি [আবূ জুহাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, আমি বললাম, এ সহীফাটিতে কী আছে? তিনি বললেন, ‘ক্ষতিপূরণ ও বন্দী মুক্তির বিধান, আর এ বিধানটিও যে, ‘ কোন মুসলিমকে কাফির হত্যার বদলে হত্যা করা যাবে না।’[১২৬৬]

١١٦٤- وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ وَقَالَ فِيْهِ: «الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১১৬৪ ঃ অন্য সূত্রে (সনদে) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ মু’মিন মুসলিমগণ তাদের রক্তের বদলার ব্যাপারে সমান। একজন অতি সাধারণ মুসলিমের (কোন কাফির শত্রুকে) আশ্রয় দান সকল মুসলিমের নিকটে সমান গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমের হাত অন্য সকল মুসলমানেরও হাত; (অর্থাৎ তারা একটি সংঘবদ্ধ শক্তি) কোন মু’মিনকে কাফির হত্যার বদলে হত্যা করা যাবে না, আর কোন চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিমকেও) চুক্তি বহাল থাকা পর্যন্ত হত্যা করা যাবে না।[১২৬৭]

ওয়াল ঈহাম ৩/৩৬৪ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বআহ নামক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন আবদুল হাদী তাঁর তানকীহ তাহকীকুত তালীক ৩/২৬০ গ্রন্থে বলেন,এর সনদে হাজ্জাজ সম্পর্কে ইবনুল মুবারক বলেন, সে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদলীস করত। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম ৩/৩৬৪ গ্রন্থে উক্ত রাবীকে ইযতিরাবের দোষে অভিযুক্ত করেছেন। ইবনে উসাইমীন তাঁর হাশিয়া বুলুগুল মারাম ৫ম খণ্ড ২৩০ পৃষ্ঠায় একে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আত্-তালখীসুল হাবীর ৪/১৩১৪ গ্রন্থে হাজ্জাজ বিন আরত্বআর দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, এর আরো কয়েকটি সনদ রয়েছে। বিন বায তাঁর হাশিয়া বুলুগুল মারাম ৬৫০ গ্রন্থে একে হাসান লিগাইরিহী বলেছেন। শাইখ আলবানী সহীহ তিরমিযী ১৪০০ ও সহীহুল জামে ৭৭৪৪ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

১২৬৬. বুখারী ১১১, ১৮৭০, ৩০৪৭, ৩১৭২, ৩১৮০, ৬৭৫৫, মুসলিম ১৩৭০ তিরমিযী ১৪১২, ২১২৭, নাসায়ী ৪৭৩৪, ৪৭৩৫, ৪৭৫৫, আবূ দাউদ ২০৩৪, ৪৫৩০, ইবনু মাজাহ ২৬৫৮, আহমাদ ৬০০, ৬১৬, ৭৮৪, ৮০০, দারেমী ২৩৫৬।

১২৬৭. বুখারী ১১১, ১৮৭০, ৩০৪৭, ৩১৭২, ৩১৮০, ৬৭৫৫, মুসলিম ১৩৭০ তিরমিযী ১৪১২, ২১২৭, নাসায়ী ৪৭৩৪, ৪৭৩৫, ৪৭৫৫, আবূ দাউদ ২০৩৪, ৪৫৩০, ইবনু মাজাহ ২৬৫৮, আহমাদ ৬০০, ৬১৬, ৭৮৪, ৮০০, দারেমী ২৩৫৬। নাসায়ীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, "ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" যে

مَا جَاءَ فِي الْقِصَاصِ بِالْمِثْقَلِ ، وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

ভারী জিনিস দ্বারা হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া এবং মহিলার খুনের দায়ে পুরুষকে হত্যা করা

١١٦٥- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ «أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوْهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ فُلَانٌ حَتَّى ذَكَرُوْا يَهُوْدِيًّا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُوْدِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

১১৬৫ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; কোন এক দাসীর মস্তক দুটি পাথরের মধ্যে থেতলানো পাওয়া যায়, তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কে তোমাকে এরূপ করেছে? অমুক ব্যক্তি, অমুক ব্যক্তি? যখন জনৈক ইয়াহূদীর নাম বলা হল– তখন সে দাসী মাথার দ্বারা হ্যাঁ সূচক ইশারা করল। ইয়াহূদীকে ধরে আনা হল। সে অপরাধ স্বীকার করলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। তখন তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে পিষে দেয়া হল।[১২৬৮]

حُكْمُ جِنَايَةِ الْغُلَامِ اذَا كَانَتْ عَاقِلَتُهُ فُقَرَاءَ

গরীব পরিবারের বালকের অপরাধের বিধান

١١٦٦- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ «أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوا النَّبِيَّ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

১১৬৬ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বতি বর্ণিত; গরীব লোকেদের কোন এক ছেলে ধনী লোকেদের কোন এক বালকের কান কেটে ফেলে। তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে বিচার প্রার্থী হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্য কোন দিয়াত দেয়ার ব্যবস্থা করেননি। (তাদের পক্ষে ক্ষতিপূরণ সম্ভব ছিল না বলে)।[১২৬৯]

النَّهْيُ عَنِ الْقِصَاصِ فِي الْجِرَاحَاتِ قَبْلَ بَرْءِ الْمَجْنِي عَلَيْهِ

ক্ষত সেরে উঠার পূর্বে কিসাস বা প্রতিশোধ নেওয়া নিষেধ

١١٦٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ «أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: أَقِدْنِي فَقَالَ: "حَتَّى تَبْرَأَ" ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! عَرِجْتُ، فَقَالَ: "قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ" ثُمَّ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

ব্যক্তি কোন বিদ'আত বা দীনের মধ্যে নতুন বিষয় আবিষ্কার করবে বা কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশ্‌তাকূল ও সকল মানুষের লা'নত।

১২৬৮. বুখারী ২৪১৩, ২৭৪৬, ৬৮৭৬, ৬৮৭৭, মুসলিম ১৬৭২, তিরমিযী ১৩৯৪, নাসায়ী ৪৭৪০, ৪৭৪১, আবূ দাউদ ৪৫২৭, ৪৫২৮, ৪৫২৯, ইবনু মাজাহ ২৬৬৫, ২৬৬৬, আহমাদ ১২২৫৬, ১২৩৩০, দারেমী ২৩৫৫।

১২৬৯. আবূ দাউদ ৪৫৯০, নাসায়ী ৪৭৫১, নাসায়ী ৪৭৫১, দারেমী ২৩৬৮।

১১৬৭ ঃ আমর, তিনি তার পিতা শুআইব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ কোন এক লোক অন্য এক লোকের হাঁটুতে শিং দ্বারা আঘাত করে । সে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে বললো ঃ আমার বদলা নিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি ক্ষত সেরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। লোকটি কিন্তু (সেরে যাওয়ার আগেই) আবার এসে বললো ঃ আমার জখমের মূল্য বা খেসারত আদায় করে দিন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার খেসারত আদায় করে দেন। তারপর লোকটি এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো খোঁড়া হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তুমি তা মাননি। ফলে আল্লাহ তোমাকে (তাঁর রহমাত হতে) দূর করে দিয়েছেন এবং তোমার খোড়াত্ব বাতিল হয়ে গেছে। (দিয়াত আদায়ের যোগ্য রাখেননি)। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন জখম আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত জখমী লোকের পক্ষে কোন বদলা আদায়ের ফয়সালা দিতে নিষেধ করেছেন।[১২৭০]

مَا جَاءَ فِيْ قَتْلِ شِبْهِ الْعَمَدِ ، وَدِيَةِ الْجَنِيْنِ

"শিবহে আমাদ" (ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা) হত্যা প্রসঙ্গ এবং ভ্রূণ হত্যার পণ

١١٦٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «اِقْتَتَلَتِ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا: غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيْدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اِسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ"؛ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলা উভয়ে মারামারি করেছিল। তাদের একজন অন্যজনের উপর পাথর নিক্ষেপ করে। পাথর গিয়ে তার পেটে লাগে। সে ছিল গর্ভবতী। ফলে তার পেটের বাচ্চাকে সে হত্যা করে। তারপর তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করে। তিনি ফায়সালা দেন যে, এর পেটের সন্তানের বদলে একটি পূর্ণ দাস অথবা দাসী দিতে হবে। আর নিহত মেয়েটির জন্য্য হত্যাকারিণীর আসাবাগণের (অভিভাবকদের) উপর দিয়াত (একশত উট) দেয়ার নির্দেশ দেন এবং এ দিয়াতের ওয়ারিসদের মধ্যে নিহত মহিলার সন্তান ও তাদের সঙ্গে অন্য যারা অংশীদার রয়েছে তাদের শামিল করেন। এরূপ ফায়সালার জন্য হামাল বিন নাবিগাহ আল-হুযালী বললঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! এমন সন্তানের জন্য আমার উপর জরিমানা কেন হবে, যে পান করেনি, খাদ্য খায়নি, কথা বলেনি এবং কান্নাকাটিও করেনি। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছন্দযুক্ত কথার জন্য তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ এ তো (দেখছি) গণকদের ভাই।[১২৭১]

১২৭০. আহমাদ ২১৭, দারাকুতনী ৩/৮৮ এর সনদে ইরসালের দোষ থাকলেও তা ক্ষতিকর নয়, কেননা অনেকগুলো শাহেদ থাকার কারণে এটি সহীহর পর্যায়ভুক্ত। ইমাম সনআনী বলেন, এর সমার্থক হাদীস থাকার কারণে এটিকে শক্তিশালী করেছে। ইবনু তুর্কমান বলেন, ৮/৬৭, অনেক সনদে বর্ণিত বলে একে অপরকে শক্তিশালী করেছে।

১২৭১. বুখারী ৫৭৫৮, ৫৭৬০, ৬৭৪০, ৬৯০৪, মুসলিম ১৬৮১, তিরমিযী ১৪১০, ২১১১, নাসায়ী ৪৮১৭, ৪৮১৯, আবূ দাউদ ৪৫৭৬, ইবনু মাজাহ ২৬৩৯, আহমাদ ৭১৭৬, ৭৬৪৬, ২৭২১২, মালেক ১৬০৮, ১৬০৯, দারেমী ২৩৮২।

١١٦٩- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ؟ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

১১৬৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত; উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, ভ্রূণ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ফয়সালায় কে উপস্থিত ছিল? বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর হামাল ইবনু নাবিগা দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আমি দুটি রমণির মধ্যে ছিলাম তাদের একজন অন্যজনকে মেরেছিল। ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন।[১২৭২]

ثُبُوْتُ الْقِصَاصِ فِي الطَّرْفِ كَالسِّنِّ

দাঁতের মতোই অন্যান্য অঙ্গের কিসাস সাব্যস্ত হবে

١١٧٠- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ «أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ -عَمَّتَهُ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوْا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "يَا أَنَسُ! كِتَابُ اللهِ: الْقِصَاصُ" فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

১১৭০ ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। আনাসের ফুফু রুবাঈ এক বাঁদির সম্মুখ দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। এরপর বাঁদির কাছে রুবাঈয়ের লোকজন ক্ষমা চাইলে বাঁদির লোকেরা অস্বীকার করে। তখন তাদের কাছে দিয়াত পেশ করা হল, তখন তা তারা গ্রহণ করল না। অগত্যা তারা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমীপে এসে ঘটনা জানাল। কিন্তু কিসাস ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিসাসের নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস ইবনু নযর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! রুবাঈদের সামনের দাঁত ভাঙ্গা হবে? না, যে সত্তা আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ, তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্‌র কিতাব তো কিসাসের নির্দেশ দেয়। এরপর বাঁদির লোকেরা রাযী হয়ে যায় এবং রুবাঈ'কে ক্ষমা করে দেয়। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মাঝে এমন মানুষও আছে যিনি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করেন।[১২৭৩]

مَنْ قُتِلَ بَيْنَ قَوْمٍ وَلَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ

লোকেদের মধ্যে পড়ে যে নিহত হয় আর তার হত্যাকারী কে তা জানা যায় না

১২৭২. আবূ দাউদ-৪৫৭২, ইবনু মাজাহ ২৬৪১, আহমাদ ১৬২৮৮, দারেমী ২৩৮১।

১২৭৩. বুখারী ২৮০৬, ৪০৪৮, ৪৪৯৯, ৪৫০০, ৪৭৮৩, মুসলিম ১৯০৩, নাসায়ী ৪৭৫৫, ৪৭৫৬, আবূ দাউদ ৪৫৯৫ইবনু মাজাহ ২৬৪৯, আহমাদ ১১৮৯৩, ১২২৯৩, ১২৬০৩।

١١٧١- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا أَوْ رِمِّيًّا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ.

১১৭১ ঃ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অজ্ঞাত অবস্থার মধ্যে নিহত হয় অথবা পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে এমন সময় পাথরের আঘাতে নিহত হয় অথবা কোড়া বা লাঠির আঘাতে নিহত হয়, তবে অনিচ্ছাকৃভাবে ভুলক্রমে হত্যা করার অনুরূপ দিয়াত বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ লাগবে। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয় সে ক্ষেত্রে কিসাস (জানের বদলে জান) নেয়ার হাক্দার হবে। আর যে কিসাস কায়িম করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে (সুপারিশ বা অন্য উপায় দ্বারা) তার উপরে আল্লাহর লানত বর্ষিত হবে।[১২৭৪]

عُقُوْبَةُ الْقَاتِلِ وَالْمُمْسِكِ

আটককারী এবং হত্যাকারীর শাস্তি

١١٧٢- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُوْلًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ.

১১৭২ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যখন কোন লোক কোন লোককে ধরে রাখে ও অন্য লোক তাকে হত্যা করে তখন হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে আর যে ধরে রাখে তাকে (যাবজ্জীবন) কারাদন্ড দিতে হবে।[১২৭৫]

حُكْمُ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْمُعَاهِدِ

চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে হত্যার অপরাধে মুসলমানকে হত্যা করার বিধান

١١٧٣- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ﷺ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ وَقَالَ: "أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ».

১২৭৪. আবূ দাউদ ৪৫৪০, ৪৫৯১ নাসায়ী ৪৭৮৯, ৪৭৯০।

১২৭৫. দারাকুতনী হাদীসটিকে মাওসূল ও মুরসাল উভয়ভাবেই বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে বাইহাকী তাঁর আল কুবরা (৮/৫০) গ্রন্থে হাদীসটিকে গাইর মাহফূয বললেও, ইবনুল কাত্তান তাঁর আল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম (৫/৪১৫) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন, ইবনু কাসীর তাঁর ইরশাদুল ফাকীহ (২/২৫৬) গ্রন্থে এর সনদকে মুসলিমের শর্তে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শওকানী তাঁর আস সাইলুল জাররার (৪/৪১১) গ্রন্থে এর সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলেছেন। শাইখ আলবানী তাঁর তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ (৩৪১৫) গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন। সুতরাং ইমাম বাইহাকীর কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيْهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُوْلِ وَاهٍ.

১১৭৩ ঃ আব্দুর রহমান ইবনু বাইলামানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন মুসলিমকে হত্যা করেছিলেন- যিম্মী কাফিরকে হত্যা করার অপরাধে। এবং বলেছিলেন, আমি (অঙ্গিকার) পালনকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। দারাকুত্বনী ইবনু উমারের উল্লেখপূর্বক একে মাওসুল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মাওসূল সনদটি দুর্বল।[১২৭৬]

قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ

একজনের হত্যার বদলে সকলকে হত্যা করার প্রসঙ্গে

١١٧٤- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اِشْتَرَكَ فِيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

১১৭৪ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; একটি বালককে গোপনে হত্যা করা হয়। তখন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, যদি গোটা সান্'আবাসী এতে অংশ নিত তাহলে আমি তাদেরকে হত্যা করতাম।[১২৭৭]

تَخْيِيرُ الْوَلِيِّ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ

নিহতের অভিভাবকদের কিসাস এবং দিয়াত– এ দুটোর কোন একটির সুযোগ দেওয়া

١١٧٥- وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلِ أَوْ يَقْتُلُوْا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

১১৭৫ ঃ আবু শুরাইহ খুযাঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার এ ঘোষণার পর কোন খুনের বদলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) গ্রহণ করবে, নয় সে প্রাণদন্ডের (কিসাসের) দাবী করবে।[১২৭৮]

١١٧٦- وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيْحَيْنِ" مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ بِمَعْنَاهُ

১১৭৬ ঃ এর মূল বক্তব্যটি অনুরূপ অর্থে হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বুখারী ও মুসলিমে বিদ্যমান আছে।[১২৭৯]

১২৭৬. ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম ৩/৩৭৮ গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসে ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ লায়লা নামক একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম ৫/২৫৫ গ্রন্থে বলেন, এর সনদ ও মতন উভয়ই দুর্বল। ইমাম ত্বহাবী তাঁর শরহে মাআনী আল আসার ৩/১৯৫ গ্রন্থে হাদীসটিকে মুনকাতি বলেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারী ১২/২৭৩ গ্রন্থে বলেন, এতে আম্মার বিন মিত্বর এর সনদে গোপন রয়েছেন।

১২৭৭. বুখারী ৬৮৯৬, তিরমিযী ১৩৯২, নাসায়ী ৪৮৪৭, ৪৮৪৮, আবূ দাউদ ৪৫৫৮, ইবনু মাজাহ ২৬৫২, আহমাদ ২০০০, ২৬১৬, মালেক ১৬১৫।

১২৭৮. আবূ দাউদ ৪৫০৪, তিরমিযী ১৪০৪, আহমাদ ১৫৯৩৮, ১৫৯৪২।

بَابُ الدِّيَاتِ

অধ্যায় (১) : (দিয়াতের) আর্থিক দণ্ডের বিধান

مَقَادِيْرُ الدِّيَاتِ

দিয়াতের পরিমাণসমূহ

١١٧٧- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ: «أَنَّ مَنْ اِعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُوْلِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذِّكْرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِيْنَارٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "اَلْمَرَاسِيْلِ" وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوْا فِي صِحَّتِهِ

১১৭৭ ঃ আবু বকর তার পিতা মুহাম্মদ হতে তিনি তার দাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ামান প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দকে লিখেছিলেন ঐ হাদীসে (ঐ পত্রে) এটাও লিখেছিলেন-এটা নিশ্চিত যে, কেই যদি কোন মুমিন মুসলিমকে বিনা অপরাধে হত্যা করে এবং ঐ হত্যা প্রমাণিত হয় তবে তাতে প্রাণদন্ড হবে; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ যদি অন্য কোনভাবে (ক্ষমা করতে বা ক্ষতিপূরণ নিতে) রাজি হয় তবে তার প্রাণদন্ড হবে না। প্রাণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে একশত উট দেয়া হবে। নাক যদি সম্পূর্ণরূপে কেটে ফেলা হয় তবে তাতে একশত উট দেয়া হবে; জিহবা কেটে ফেলা হলে পূর্ণ দিয়াত (১০০ উট) দেয়া হবে; উভয় ঠোঁট কেটে ফেলা হলে পুর্ণ দিয়াত দিতে হবে; পুরুষাঙ্গ কাটা হলে পূর্ণ খেসারত (১০০ উট) দেয়া হবে; উভয় অন্ডকোষ নষ্ট করা হলে পূর্ণ দিয়াত লাগবে; এবং মেরুদন্ড ভেঙ্গে ফেললে পূর্ণ দিয়াত লাগবে। (একটা অন্ডকোষের জন্য ৫০টি উট দেয়া।) উভয় চক্ষু নষ্ট করা হলে একশত উট দেয়া হবে।

তারপর এক পায়ের জন্য অর্ধেক এবং অর্ধেক মাথার আঘাত প্রাপ্ত হলে এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে; পেটে কিছু বিদ্ধ করা হলে (যদি তা পেটের ভিতরে গিয়ে পৌছে) তবে এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে

১২৭৯. বুখারী ১১২, ২৪৩৪, ৬৪০১, মুসলিম ১৩৫৫, আবূ দাউদ ২০১৭, ৩৬৪৯, ইবনু মাজাহ ২৬২৪, আহমাদ ৭২০১, দারেমী ২৬০০। আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে লম্বা হাদীসে রয়েছে, "ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ إما أن يُودَى، وإما أن يقاد" আর যার কাউকে হত্যা করা হয় সে দু' প্রকার দণ্ডের যে কোন একটি দেয়ার অধিকার লাভ করবে। হয়ত রক্তপণ নেয়া হবে, নতুবা কিসাস নেয়া হবে।

হবে; হাত পায়ের আঙ্গুলগুলোর যে কোন ১টির জন্য ১০টি উট, একটি দাতের জন্য ৫টি উট, যে আঘাতের ফলে মাথা ও মুখ ছাড়া হাড় ঠেলে উঠে বা অন্য কোন কারণে দৃশ্যমান হয়ে উঠে তাতে ৫টি উট দেয়া হবে।

তারপর এটাও নিশ্চিত যে, (কোন পুরুষ কোন রমণীকে হত্যা করে তবে) নিহত স্ত্রীলোকের কারণে হত্যাকারী অপরাধী পুরুষকে হত্যা করা হবে। হত্যাকারীর যদি স্বর্ণমুদ্রা থাকে তবে সে এক হাজার দিনার (স্বর্ণমদ্রা) নিহতের ওয়ারিসকে প্রদান করবে।

হাদীসটি আবু দাউদ তার মুর্সাল সনদের হাদীগুলোর মধ্যে রিওয়ায়াত করেছেন। নাসাঈ, ইবনু খুযাইমাহ্, ইবনুল হিব্বান, আহমদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর সহীহ হওয়া প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ রয়েছে। (মুরসাল সনদ প্রসঙ্গে এরূপ অভিমত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি ফুকাহাগণের নিকটে স্বীকৃতি লাভ করেছে ও এ হাদীসের উপর আমল হয়ে আসছে।)[১২৮০]

اسْنَانُ الْابِلِ فِيْ دِيَةِ الْخَطَا

অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষতিপূরণে উটের বয়স

١١٧٨- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دِيَةُ الْخَطَأَ أَخْمَاسًا: عِشْرُوْنَ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنِي لَبُوْنٍ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، بِلَفْظِ: «وَعِشْرُوْنَ بَنِي مَخَاضٍ»، بَدَلَ: «بَنِيَ لَبُوْنٍ» وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوْفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْمَرْفُوْعِ.

১১৭৮ ঃ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) পাঁচ প্রকার উটে সমান ভাগে বিভক্ত করে আদায় করতে হবে। (যথা) চতুর্থ বছর বয়সে পদার্পণকারিণী উটনি ২০টি, ৫ম বছর বয়সে পদার্পণকারিণী উটনি ২০টি ২য় বছরে পদার্পণকারিণী উট ২০টি।

সুনানে আরবাআর (৪ জনের) সংকলনের শব্দে বানী লাবুন (৩য় বছরে উপনীত নর উট) এর বদলে বানী মাখায (২য় বছরে উপনীত নর উটের) কথা রয়েছে তবে আগে বর্ণিত দারাকুতনীর সনদটি অধিক মজবুত। অন্যসূত্রে ইবনু আবী শাইবাহ মাওকুফ সনদে বর্ণনা করেছেন, এ সনদটি মারফু সনদের থেকে অধিক সহীহ।[১২৮১]

১২৮০. ইমাম শওকানী তাঁর আস সাইলুল জাররার ৪/৪৪৩ গ্রন্থে বলেন, ইমামগণ তাকে গ্রহণকরেছেন। শাইখ আলবানী যঈফ নাসায়ী ৪৮৬৮ গ্রন্থে একে যঈফ উল্লেখ করে বলেন, এর অধিকাংশের শাহিদ রয়েছে। আর তিনি তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৪২১ গ্রন্থে বলেন, এর সনদেঃ সনদটি মুরসালের দোষে দুষ্ট। ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম ৫/২৬১ গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি মুরসাল।

১২৮১. ইবনু আবী শায়বা (৯৩৪)।

اسْنَانُ الْابِلِ فِيْ دِيَةِ الْعَمَدِ

ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ক্ষতিপূরণে উটের বয়স

١١٧٩- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: «الدِّيَةُ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً، وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً فِي بُطُوْنِهَا أَوْلَادُهَا».

১১৭৯। আমর ইবনু শু'আইব-এর স্বীয় সূত্রে যে হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযি মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন, তাতে আছে দিয়াত ৪র্থ বছর বয়সে উপনীত উটনী ৩০টি, ৫ম বছরে পদার্পণকারিণী ৩০টি, এবং ৪০টি গর্ভধারিণী উটনী যাদের পেটে বাচ্চা রয়েছে (দিতে হবে)। (২০টি করে ৫ ভাগ আর ৩০ ও ৪০টির তিন ভাগ-গড়ে একই মূল্য দাঁড়াবে।)[১২৮২]

مَا جَاءَ فِيْ حَالاتٍ يُعَظَّمُ فِيْهَا الْقَتْلُ

যে সকল অবস্থায় হত্যা করা জঘণ্যতম মহা অপরাধ

١١٨٠- وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ» أَخْرَجَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيْثٍ صَحَّحَهُ.

১১৮০ ঃ ইবনু 'আমর[১২৮৩] (রাঃ) হতে বর্ণিত; নাবী (ﷺ) বলেন ঃ আল্লাহর দরবারে তিন প্রকারের লোক সর্বাপেক্ষা অবাধ্য। (ক) যে হত্যাকাণ্ড ঘটায় হারাম শরীফের (বাইতুল্লাহর) মধ্যে, (খ) এমন লোককে হত্যা করে যে তার হত্যাকারী নয়, (অর্থাৎ যে তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত ছিল না।) (গ) যে জাহিলী যুগের সঞ্চিত আক্রোশ ও বিদ্বেষ বশতঃ মানুষকে হত্যা করে।

١١٨١- وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

১১৮১ ঃ এ হাদীসের মূল বুখারীতে রয়েছে যা ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত।[১২৮৪]

تَغْلِيْظُ الدِّيَةِ فِيْ شِبْهِ الْعَمَدِ

"শিবহে আমাদ" (ইচ্ছাকৃত হত্যার মত হত্যা) এর দিয়াত কঠিনকরণ করা

১২৮২. আবূ দাউদ ৪৫৪১, তিরমিযী ১৩৮৭।

১২৮৩. আহমাদ ২৭৯। ইবনু আমরকে বিকৃতি ঘটিয়ে ইবনু উমার করা হয়েছে। যেহেতু হাদীসটি আবদুল্লাহ বিন আমরের। হাফিয ইবনু হাজার নিজেও তাঁর তালখীস গ্রন্থে এর বর্ণনাকারী হিসেবে ইবনু আমরই উল্লেখ করেছেন, ইবনু উমার নয়। অনুবাদকদের অধিকাংশই এর অনুবাদে ইবনু আমরের পরিবর্তে ইবনু উমারই উল্লেখ করেছেন।

১২৮৪. মূল হাদীসটি হচ্ছে: عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত লোক হচ্ছে তিনজন। যে লোক হারাম শরীফে অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়। যে লোক ইসলামী যুগে জাহিলী যুগের রেওয়াজ অন্বেষণ করে। যে লোক ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কারো রক্তপাত দাবি করে। (বুখারী ৬৮৮২)

١١٨٢- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِي بُطُوْنِهَا أَوْلَادُهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

১১৮২ ঃ 'আব্দুল্লাহ 'ইবনু 'আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মনে রাখবে, ভূলবশত নরহত্যা আর ইচ্ছাকৃত হত্যার মত হত্যা যেমন ছড়ি বা লাঠির আঘাতে হঠাৎ হত্যাকান্ড ঘটে যায়-এরূপ নরহত্যার অপরাধের জন্য এমন উটের দিয়াত (খুনের বদলা) হবে, একেশত উট-যার মধ্যে চল্লিশটি গর্ভবতী উটনী থাকবে। ইবনু হিব্বান এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।[১২৮৫]

مَا جَاءَ فِيْ دِيَةِ الْاَصَابِعِ وَالْاَسْنَانِ

দাঁত এবং আঙ্গুল সমূহের দিয়াত প্রসঙ্গে

١١٨٣- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ -يَعْنِي: الْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: «دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ».

وَلِابْنِ حِبَّانَ: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ».

১১৮৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এটা ও এটা অর্থাৎ কনিষ্ঠাংগুলি ও বৃদ্ধাংগুলিদ্বয় সমমূল্যের আংগুল।[১২৮৬]

আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে আছে, আংগুলসমূহের দিয়াত (নষ্টের ক্ষতিপূরণ) সমান সমান। সব দাঁতের দিয়াত একই সমান, সামনের ও চোয়ালের দাঁত সমান মূল্যের।[১২৮৭]

ইবনু হিব্বানে আছে, দু হাত ও দু পায়ের আংগুলসমূহের দিয়াত সমান। প্রত্যেক আংগুলের জন্য দশটি করে উট দিয়াত স্বরূপ দিতে হবে।[১২৮৮]

১২৮৫. আবূ দাউদ ৪৫৪৭, ৪৫৪৮, নাসায়ী ৪৭৯১, ৪৭৯৩, ইবনু মাজাহ ২৬২৭, দারেমী ২৩৮৩।

عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثا، ثم قال: "لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ألا إن دية الخطأ ...

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কাহ বিজয়ের দিন মাক্কায় খুতবা দিলেন, তিনি তিনবার তাকবীর দিয়ে বললেন, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করলেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করলেন এবং নিজেই শত্রুদের ধ্বংস করলেন।

১২৮৬. (বুখারী ৬৮৯৫, তিরমিযী ১৩৯২, নাসায়ী ৪৮৪৭, ৪৮৪৮, আবূ দাউদ ৪৫৫৮, ইবনু মাজাহ ২৬৫২, আহমাদ ২০০০, ২৬১৬, ৩১৪০, ৩২১০, মালিক ১৬১৫।

১২৮৭. আবূ দাউদ ৪৫৫৯।

مَا جَاءَ فِيْ ضِمَانِ الْمُتَطَبِّبِ لِمَا اتْلَفَهُ

চিকিৎসায় পারদর্শী না হয়ে যদি কোন ব্যক্তি কারও চিকিৎসা করার পর ক্ষতি করে তাহলে এর জন্য তাকে দায়ী হতে হবে

١١٨٤- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ﷺ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ -وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوْفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُوْنَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا؛ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ

১১৮৪ ঃ 'আমর ইবনু শু'আইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার স্বীয় সনদে মারফূ রূপে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি চিকিৎসায় খ্যাতিসম্পন্ন না হয়ে চিকিৎসা করতে গিয়ে কোন প্রাণহানি করবে বা তার থেকে কম ক্ষতি করবে তাকে ঐ ক্ষতির জন্য দায়ী হতে হবে। (ক্ষতিপূরণ করতে হবে)।

হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী ইত্যাদিতেও আছে, কিন্তু মাওসূল বা যুক্ত সনদ হতে ঐগুলোর মুরসাল সনদই অধিক শক্তিশালী।[১২৮৯]

دِيَةُ الْمُوْضِحَةِ

যে সমস্ত আঘাতের ফলে হাড় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে – এর ক্ষতিপূরণ

١١٨٥- وَعَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ، عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ» وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ

১১৮৫ ঃ 'আমর ইবনু শু'আইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর স্বীয় সূত্রে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে সকল আঘাতের ফলে হাড় দৃশ্যমান হয়ে উঠে তার দিয়াত (খেসারত) পাঁচটি উট দিতে হবে।

সবগুলো আঙ্গুলের (দিয়াত) সমান। প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত দশটি করে উট।[১২৯০]

مَا جَاءَ فِيْ دِيَةِ اهْلِ الذِّمَّةِ وَدِيَةِ الْمَرْاةِ

যিম্মী কাফির এবং মহিলার দিয়াত প্রসঙ্গে

১২৮৮. ইবনু হিব্বান ৫৯৮০।

১২৮৯. আবূ দাউদ ৪৫৮৬, নাসায়ী ৪৮৩০, ইবনু মাজাহ ৩৪৬৬। ইমাম দারাকুতনী তাঁর সুনানে ৩/১১৭ গ্রন্থে বলেন, ইবনু জুরাইজ থেকে ওয়ালিদ বিন মুসলিম ব্যতীত অন্য কেউ সনদ সহ বর্ণনা করেনি। ওয়ালিদ বিন মুসলিম ইবনু জুরাইজ থেকে, তিনি আমর ইবনু শুআইব থেকে, তিনি মুরসালরূপে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৪৩৪, সহীহ নাসায়ী ৪৮৪৫, সহীহুল জামে ৬১৫৩ গ্রন্থত্রয়ে একে হাসান বলেছেন। তিনি সহীহ ইবনু মাজাহ ২৮০৮ গ্রন্থে একে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন, আর সিলসিলা সহীহাহ ৬৩৫ গ্রন্থে হাসান লিগাইরিহী বলেছেন। তবে তিনি তাঁর আত তালীকাতুর রাযিয়্যাহ ২/৪৫৫ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইবনু জুরাইজ রয়েছে যিনি মুদাল্লিস, তিনি আন আন শব্দে বর্ণনা করেছেন।

১২৯০. আবূ দাউদ ৪৫৬৬, তিরমিযী ১৩৯০, নাসায়ী ৪৮৫২, ইবনু মাজাহ ২৬৫৫, আহমাদ ৬৬৪৩, ৬৭৩৩, ৬৯৭৩, দারেমী ২৩৭২।

١١٨٦- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِيْنَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ.

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ»

وَلِلنِّسَائِيِّ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ

১১৮৬ ঃ 'আমর ইবনু শু'আইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর স্বীয় সূত্রে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যিম্মী কাফিরের দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক।[১২৯১]

আবূ দাউদের শব্দগুলোতে আছে, আশ্রয়ের অঙ্গীকারপ্রাপ্ত অমুসলিমদের হত্যার দিয়াত একজন স্বাধীন মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক।[১২৯২]

নাসায়ীতে আছে, স্ত্রীলোকের অঙ্গহানির জন্য দিয়াত, পূর্ণ দিয়াতের (১০০ উটের) এক তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ হওয়া অবধি পুরুষের দিয়াতের সমপরিমাণ দিয়াত দিতে হবে।[১২৯৩]

حُكْمُ شِبْهِ الْعَمَدِ

শিবহে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যার মত হত্যা) এর বিধান

١١٨٧- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يَقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ، فَتَكُوْنُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِيْنَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ

১১৮৭ ঃ 'আমর ইবনু শু'আইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে বর্ণিত; যে হত্যা ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ, তাতে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে না, তবে দিয়াতের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হত্যার মতই তা কঠিন হবে। দিয়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ এজন্যে যে, কোন প্রকার আক্রোশ ও অস্ত্র ধারণ ছাড়াই কেবল শাইতানের প্ররোচনামূলে যাতে মানুষের মধ্যে রক্তপাত না ঘটে। [১২৯৪]

مِقْدَارُ الدِّيَةِ مِنَ الْفِضَّةِ

ক্ষতিপুরণের ক্ষেত্রে রৌপ্যমুদ্রার পরিমান

١١٨٨- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَجَعَلَ النَّبِيُّ دِيَتَهُ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ

১২৯১. নাসায়ী ৪৮০৬, তিরমিযী ১৪১৩।

১২৯২. আবূ দাউদ ৪৫৮৩।

১২৯৩. দারাকুতনী ৩য় খণ্ড ৯৫ পৃষ্ঠা। নাসায়ীতে (৪৮০৭) আছে عقل الكافر نصف عقل المؤمن অমুসলিমের পণ হচ্ছে মুমিনের পণের অর্ধেক।

১২৯৪. আবূ দাউদ ৪৫৬৫, দারাকুতনী ৩য় খণ্ড ৯৫ পৃষ্ঠা।

১১৮৮ ঃ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে একটি লোক অন্য একজনকে হত্যা করে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ খুনের দিয়াত ১২ হাজার রৌপ্যমুদ্রা ধার্য করেন।[১২৯৫]

مَا جَاءَ فِيْ انَّهُ لا يُؤْخَذُ احَدٌ بِجِنَايَةِ غَيْرِهِ

কোন ব্যক্তির অপরাধের কারণে অপর কাউকে দায়ী করা যাবে না

١١٨٩- وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ ﷺ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعِي اِبْنِي فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟" قُلْتُ: اِبْنِي أَشْهَدُ بِهِ قَالَ: "أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ.

১১৮৯ ঃ আবূ রিমসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে হাজির হলাম, আর আমার সঙ্গে ছিল আমার পুত্র। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন "এ কে ? " আমি বললাম, "আমার পুত্র" আপনি এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকুন।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সাবধান হও, অবশ্য তার অপরাধের জন্য তোমাকে ও তোমার অপরাধের জন্য তাকে দায়ী করা হবে না।[১২৯৬]

بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ

অধ্যায় (২) রক্তপণের দাবী এবং প্রমাণ না থাকলে কসম

احْكَامُ الْقَسَامَةِ

ক্বসামার বিধান

١١٩٠- عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُوْدَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوْهُ قَالُوْا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"كَبِّرْ كَبِّرْ" يُرِيْدُ: السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "إِمَّا أَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ" فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ [كِتَابًا]

১২৯৫. আবূ দাউদ ৪৫৪৬, তিরমিযী ১৩৮৮, নাসায়ী ৪৮০৩, ৪৮০৪, ইবনু মাজাহ ২৬২৯, ২৬৩২, দারেমী ২৩৬৩। শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব তাঁর আল হাদীস গ্রন্থের ৪/২০৫ গ্রন্থে একে মুরসাল বলেছেন, শাইখ আলবানী যঈফ নাসায়ী ৪৮১৭, যঈফ আবূ দাউদ ৪৫৪৬, আত তালীকাতুর রাযীয়্যাহ ৩/৩৭২ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনান আল কুবরা গ্রন্থে বলেন, এর মধ্যে ইবনু মাইমূন নামক এক বর্ণনাকারী আছে সে শক্তিশালী নয়। ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর মাওয়াফিকাতু আলখবরুল খবর ১/১৮৬ গ্রন্থে একে গরবী ও ইবনু কাসীর তাঁর জামে আল মাসানীদ ওয়াস সুনান ৮/৩৫৮ গ্রন্থে হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে শুধুমাত্র ইমাম শওকানী ভিন্নমত পোষণ করে তাঁর নাইলুল আওত্বার ৭/২৪০ গ্রন্থে বলেন, অনেকগুলো সনদ থাকার কারণে হাদীসটি সহীহ।

১২৯৬. নাসায়ী ৪৮৩২, তিরমিযী ২৮১২, আবূ দাউদ ৪২০৮, ৪৪৯৫, আহমাদ ৭০৬৪, ৭০৭১, ৭০৭৭, দারেমী ২৩৮৮। আবূ দাউদের বর্ণনায় আরো রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠ করলেন, ".ولا تــزر وازرة وزر أخــرى" অর্থাৎ কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।

فَكَتَبُوْا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةُ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ سَهْلٍ: "أَتَحْلِفُوْنَ، وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟" قَالُوْا: لَا قَالَ: "فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ؟" قَالُوْا: لَيْسُوْا مُسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১৯০ ঃ সাহ্ল ইব্নু হাসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি ও তাঁর কওমের কতক বড় বড় ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু সাহ্ল ও মুহাইয়াসা ক্ষুধার্ত হয়ে খায়বারে আসেন। একদা মুহাইয়াসা জানতে পারেন যে, 'আবদুল্লাহ্ নিহত হয়েছে এবং তার লাশ একটা গর্তে অথবা কূপে ফেলে দেয়া হয়েছে। তখন তিনি ইয়াহূদীদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! নিঃসন্দেহে তোমরাই তাকে মেরে ফেলেছ। তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তারপর তিনি তার কওমের কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। পরে তিনি, তার বড় ভাই হুওয়াইয়াসা এবং 'আবদুর রহমান ইব্নু সাহ্ল আসলেন। মুহাইয়াসা, যিনি খায়বারে ছিলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ ঘটনা বলার জন্য এগিয়ে গেলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ বড়কে কথা বলতে দাও, বড়কে কথা বলতে দাও। এ দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য করলেন বয়সে বড়কে। তখন হুওয়াইয়াসা প্রথমে ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর কথা বললেন, মুহাইয়াসা। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হয় তারা তোমাদের মৃত সাথীর রক্তপণ আদায় করবে, না হয় তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কাছে এ ব্যাপারে পত্র লিখলেন। জবাবে লেখা হল যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুওয়াইয়াসা, মুহাইয়াসা ও 'আবদুর রহমানকে বললেন, তোমরা কি কসম করে বলতে পারবে? তাহলে তোমরা তোমাদের সঙ্গীর রক্তপণের অধিকারী হবে। তারা বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে ইয়াহূদীরা কি তোমাদের সামনে কসম করবে? তাঁরা বলল, এরা তো মুসলমান না। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের পক্ষ হতে একশ' উট রক্তপণ বাবদ আদায় করে দিলেন। অবশেষে উটগুলোকে ঘরে ঢুকানো হল। সাহ্ল বলেন, ওগুলো থেকে একটা উট আমাকে লাথি মেরেছিল।[১২৯৭]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

কাসামাতের বিধান জাহিলিয়্যাতের যুগেও ছিল

١١٩١- وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ﷺ؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيْلٍ اِدَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُوْدِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৯১ ঃ কোন এক আনসারী (সাহাবী) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাসামা নামক প্রাক- ইসলামিক বিচারপদ্ধতিকে সাব্যস্ত করেছিলেন এবং আনসারী সাহাবীর একটা খুনের দায়ে অভিযুক্ত ইয়াহুদী আসামীদের মধ্যে সে মত বিচার করেছিলেন।[১২৯৮]

১২৯৭. বুখারী ২৭০২, ৩১৭৩, ৬১৪২, ৬৮৯৮, ৭১৯২, মুসলিম ১৬৬৯, তিরমিযী ১৪২২, নাসায়ী ৪৭১৩, ৪৭১৪, ৪৭১৫, আবূ দাউদ ৪৫২০, ৪৫২১, ইবনু মাজাহ ২৬৭৭।

১২৯৮. মুসলিম ১৬৭০, নাসায়ী ৪৭০৭, ৪৭০৮, আহমাদ ১৬১৬২, ২২৬৭৬, ২৩১৫৬।

بَابُ قِتَالِ اهْلِ الْبَغْيِ

অধ্যায় (৩) : ন্যায়ের সীমালঙ্ঘনকারী বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ

التَّحْذِيْرُ مَنْ حَمَلَ السِّلاحَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ

মুসলমানদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করার ব্যাপাবে সতর্কীকরণ

١١٩٢- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رِضَيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯২ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের উপরে (কোন মুসলিমের উপরে) অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[১২৯৯]

التَّحْذِيْرُ مِنَ الْخُرُوْجِ عَنِ الطاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ

ইসলামী রাষ্টের আনুগত্য ত্যাগ করা এবং দল থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ

١١٩٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنْ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيْتَتُهُ مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১১৯৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি (ইসলামী রাষ্ট্র নায়কের) আনুগত্য ত্যাগ করবে, মুমিনদের দল থেকে সরে গিয়ে মারা যাবে, সে জাহিলী অবস্থায় মরবে। (অর্থাৎ ইসলাম বর্জিত অবস্থায় তার মৃত্যু হবে)।[১৩০০]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ عَمَّارًا تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

একটি বিদ্রোহী দল কর্তৃক সাহাবী আম্মার (রা) কে হত্যা করা প্রসঙ্গে

١١٩٤- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৯৪ ঃ উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সাহাবী আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) -কে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।[১৩০১]

مَا يُنْهَي عَنْهُ فِيْ قِتَالِ الْبُغَاةِ

বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করার সময় যা করা নিষেধ

১২৯৯. বুখারী ৭০৭০, মুসলিম ৯৮, নাসায়ী ৪১০০, ইবনু মাজাহ ২৫৭৬, আহমাদ ৪৫৫৩, ৪৬৩৫, ৫১২৭, ৬২৪১।
১৩০০. মুসলিম ১৮৪৮, নাসায়ী ৪১১৪, ইবনু মাজাহ ৩৯৪৮, আহমাদ ৭৮৮৪, ৮০০০, ৯৯৬০।
১৩০১. মুসলিম ২৯১৬, আহমাদ ২৫৯৪৩, ২৬০২৩।

Contents

١١٩٥- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «هَلْ تَدْرِي يَا اِبْنَ أُمِّ عَبْدٍ، كَيْفَ حُكْمُ اللهِ فِيْمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ "، قَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ: "لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيْحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيْرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا» رَوَاهُ الْبَزَّارُ و الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ؛ فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيْمٍ، وَهُوَ مَتْرُوْكٌ.

১১৯৫ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেছিলেন - হে উম্মু আব্দের পুত্র! তুমি কি জান এ উম্মাতের বিদ্রোহীদের জন্য মহান আল্লাহ কি ফয়সালা দিয়েছেন? তিনি (ইবনু মাসউদ) বলেন ঃ আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ বিদ্রোহী জখমীদের ব্যান্ডেজ (সেবা) করা যাবে না, কয়েদীদের হত্যা করা যাবে না, পলায়নকারীদের অনুসন্ধান করা যাবে না, তাদের গানিমাতের মাল বন্টিত হবে না।[১৩০২]

١١٩٦- وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوْفًا أَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَاكِمُ.

১১৯৬। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এটি সহীহ সনদে মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ, হাকিম।

حُكْمُ مَنْ فَرَّقَ امْرَ هَذِهِ الْاُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ

সংঘবদ্ধ থাকাবস্থায় এই উম্মতকে বিচ্ছিন্নকারীর হুকম

١١٩٧- وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ﷺ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ، يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوْهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১১৯৭ ঃ আরফাজাহ ইবনু শুরাইহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন ঃ তোমাদের সংঘবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি কেউ আসে আর সে তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ইচ্ছা (চেষ্টা) করে তবে তোমরা তাকে হত্যা কর।[১৩০৩]

بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلُ الْمُرْتَدِّ

অধ্যায় (৪) অন্যায়কারীর সাথে লড়াই করা ও মুর্তাদকে হত্যা করা

১৩০২. বাযযার ১৮৪৯, হাকিম ২৫৫। ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৬/২৪৬ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে কাউসার বিন হাকীম বিদ্যমান, আর সে হচ্ছে দুর্বল পরিত্যাজ্য। ইবনু হযম তাঁর আল মাহাল্লা ১১/১০২ গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেন, নিঃসন্দেহে তার হাদীস পরিত্যাজ্য। ইবনু উসাইমীনও শরহে বুলুগুল মারাম ৫/২৯৯ গ্রন্থে হাদীসটিকে মাতরূক বলেছেন। ইবনু হিব্বান তাঁর আল মাজরুহীন ২/২৩৩ গ্রন্থে বলেন, প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদগণ তাকে মুনকার বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদগণ থেকে তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী থেকে হাদীস বর্ণনা করলেও সেগুলো শক্তিশালী নয়।

১৩০৩. মুসলিম ১৮৫২, নাসায়ী ৪০২০, ৪০২১, ৪০২২, আবূ দাউদ ৪৭৬২, আহমাদ ১৭৮৩১, ১৮৫২, ১৯৭৬৬।

مَا جَاءَ فِيْمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ

সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হওয়া ব্যক্তি প্রসঙ্গে

١١٩٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مِنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

১১৯৮ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হবে সে শহীদ ব্যক্তির সমতুল্য মর্যাদা পাবে।[১৩০৪]

مَا جَاءَ فِيْمَنْ عَضَّ رَجُلا فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ

কোন ব্যক্তিকে কামড় দেওয়ার পর দাঁত ভেঙ্গে যাওয়া প্রসঙ্গে

١١٩٩- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: "أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

১১৯৯ ঃ 'ইমরান ইব্‌নু হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, ইউ'লা বিন উমাইয়াহ এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলো। একে অন্যের হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সে তার হাত ঐ লোকের মুখ থেকে টেনে বের করল। ফলে তার দু'টো দাঁত উপড়ে গেল। তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তাদের মুকাদ্দমা হাজির করল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি কামড়াবে উট যেমন কামড়ায়? তোমার জন্য কোন রক্তপণ নেই।[১৩০৫]

حُكْمُ مَنِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَاوْا عَيْنَهُ

যে ব্যক্তি কারো ঘরে উঁকি দেয় অতপর বাড়ির লোক কর্তৃক তার চোখ উপড়ানোর বিধান

١٢٠٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ «لَوْ أَنَّ اِمْرَأً اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ: «فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ».

১৩০৪. ২৪৮০, মুসলিম ১৪১, তিরমিযী ১৪১৯, ১৪২০, নাসায়ী ৪০৮৪, ৪০৮৫, ৪০৮৬, আহমাদ ৬৬৮৬, ৬৭৭৭, ৬৭৮৪, ৬৮৮৩, বুখারী।

১৩০৫. মুসলিম ১৬৭৩, তিরমিযী ১৪১৬, নাসায়ী ৪৭৫৮, ৪৭৫৯, ৪৭৬০, ৪৭৬১, ৪৭৬২, ইবনু মাজাহ ২৬৫৭, আহমাদ ১৯৩২৮, ১২০০।

১২০০ ঃ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যদি কোন লোক কোন অনুমতি ছাড়াই তোমার দিকে উঁকি মারে আর তুমি তাকে কাঁকর ছুঁড়ে মার ও তার চক্ষু নষ্ট করে ফেল তবে তোমার কোন দোষ হবে না।

আহমদ ও নাসায়ীর শব্দে রয়েছে, এর জন্য দিয়াত বা কিসাস নেই। ইবনু হিব্বান এ বর্ধিত অংশকে সহীহ বলেছেন।[১৩০৬]

حُكْمُ مَا افْسَدَتْهُ الْمَاشِيَةُ لَيْلًا

রাত্রিবেলায় গৃহপালিত পশুর দ্বারা ক্ষতি হওয়ার বিধান

١٢٠١- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنْ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَفِي إِسْنَادِهِ اِخْتِلَافٌ

১২০১ ঃ বারা ইবনু আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (নিম্নরূপ) ফায়সালা প্রদান করেছিলেনঃ বাগ-বাগিচার দেখাশোনার দায়িত্ব দিনের বেলা তার মালিকের উপর (দিনের বেলা লোকসানের জন্য মালিক দায়ী থাকবে)। গৃহপালিত জন্তুর রাতের বেলায় দেখাশোনার দায়িত্ব তার মালিকের উপর ন্যস্ত। রাত্রিবেলায় গৃহপালিত পশুর ক্ষতির জন্য পশুর মালিক দায়ী থাকবে।[১৩০৭]

مَا جَاءَ فِيْ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ وَاسْتِتَابَتِهِ

ধর্মত্যাগীদের হত্যা করা ও তাদের তাওবা করতে বলা প্রসঙ্গে

١٢٠٢- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ -فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ-: «لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، فَأُمِرَ بِهِ، فَقُتِلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «وَكَانَ قَدْ اُسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ».

১২০২ ঃ মুয়ায ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত- তিনি একজন নব মুসলিমের পুনঃ ইয়াহুদী হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ ও তার রাসূলের ফায়সালা অনুযায়ী তাকে হত্যা না করিয়ে আমি বসছি না। ফলে তাকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হল ও তাকে হত্যা করা হল।[১৩০৮]

১৩০৬. বুখারী ৬৮৮৮, ৬৯০২, ২১৫৮, নাসায়ী ৪৮৬১, মুসলিম ২১৫৮আবূ দাউদ ৫১৭২ আহমাদ ৭৫৬১।

১৩০৭. আবূ দাউদ ৩৫৬৯, ইবনু মাজাহ ২৩৩২।

১৩০৮. বুখারী ৬৯২৩, মুসলিম ১৮২৪।

قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك. فقال: "ما تقول يا أبا موسى! أو يا عبد الله بن قيس"؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق! ما أطلعاني على ما في أنفسهما. وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت. فقال: "لن. أو لا نستعمل على عملنا من أراده. ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. أو يا عبد الله بن قيس" فبعثه على اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل. وألقى له وسادة. وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه؛ دين السوء. فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم. قال:

আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, হত্যা করার আগে তাওবাহ করে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার আহবান করা হয়েছিল।[১৩০৯]

١٢٠٣- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১২০৩ ঃ ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে কেউ তার দীন বদলে ফেলে তাকে তোমরা হত্যা কর।[১৩১০]

وُجُوْبُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিন্দাকারীদেরকে হত্যা করা আবশ্যক

١٢٠٤- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ؛ «أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ وَتَقَعُ فِيْهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخَذَ الْمِعْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ فَقَالَ:"أَلَا اِشْهَدُوْا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ

১২০৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক অন্ধ সাহাবীর একটা সন্তানের মাতা দাসী ছিল, সে নাবী ﷺ কে গালি দিত এবং তাঁর প্রসঙ্গে অশোভনীয় মন্তব্য করত । সাহাবী তাকে নিষেধ করতেন কিন্তু সে বিরত হত না। এক রাত্রে অন্ধ সাহাবী (তার এরূপ দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে) কুড়ালি জাতীয় এক

لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات) فأمر به. فقتل. ثم تذاكرا القيام من الليل. قال أحدهما؛ معاذ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ -এর কাছে এলাম। আমার সঙ্গে আশ'আরী গোত্রের দু'জন লোক ছিল। একজন আমার ডানদিকে, অপরজন আমার বামদিকে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মিস্ওয়াক করছিলেন। উভয়েই তাঁর কাছে আবদার জানাল। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ মূসা! অথবা বললেন, হে 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু কায়স! রাবী বলেন, আমি বললাম ঃ ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, তারা তাদের অন্তরে কী আছে তা আমাকে জানায়নি এবং তারা যে চাকরি প্রার্থনা করবে তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি যেন তখন তাঁর ঠোঁটের নিচে মিস্ওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করছিলাম যে তা এক কোণে সরে গেছে। তখন তিনি বললেন, আমরা আমাদের কাজে এমন কাউকে নিযুক্ত করব না বা করি না যে নিজেই তা চায়। বরং হে আবূ মূসা! অথবা বললেন, হে 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু কায়স! তুমি ইয়ামানে যাও। এরপর তিনি তার পেছনে মু'আয ইব্নু জাবাল (রাঃ)-কে পাঠালেন। যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন, তখন আবূ মূসা (রাঃ) তার জন্য একটি গদি বিছালেন আর বললেন, নেমে আসুন। ঘটনাক্রমে তার কাছে একজন লোক শেকলে বাঁধা ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ লোকটি কে? আবূ মূসা (রাঃ) বললেন, সে প্রথমে ইয়াহূদী ছিল এবং মুসলিম হয়েছিল। কিন্তু আবার সে ইয়াহূদী হয়ে গেছে। আবূ মূসা (রাঃ) বললেন, বসুন। মু'আয (রাঃ) বললেন, না, বসব না, যতক্ষণ না তাকে হত্যা করা হবে। এটাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হল এবং তাকে হত্যা করা হল। তারপর তাঁরা উভয়েই কিয়ামুল্ লায়ল (রাত্রি জাগরণ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন একজন বললেন, আমি কিন্তু 'ইবাদাতও করি, নিদ্রাও যাই। আর নিদ্রার অবস্থায় ঐ আশা রাখি যা 'ইবাদাত অবস্থায় রাখি।

১৩০৯. বুখারী ২২৬১, ৭১৪৯, ৭১৫৬, নাসায়ী ৪, ৫৩৮২, আবূ দাউদ ২৯৩০, ৩৫৭৯, ৪৩৫৪, আহমাদ ১৯১৬৭, ১৯১৮৮।

১৩১০. বুখারী ৩০১৭, তিরমিযী ১৪৫৮, নাসায়ী ৪০৫৯, ৪০৬০, আবূ দাউদ ৪৩৫১, ইবনু মাজাহ ২৫৩৫, আহমাদ ১৮৭৪, ১৯০৪, ২৫৪৭।

অস্ত্র দিয়ে ঐ দাসীর পেটে বাসিয়ে দেন ও তার উপর বসে যান ও তাকে হত্যা করে ফেলেলন। এ সংবাদ নাবী ﷺ এর নিকটে পৌঁছালে তিনি বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক, এ খুন বাতিল এ জন্য কোন খেসারত দিতে হবে না।[১৩১১]

১৩১১. আবূ দাউদ ৪৩৬১, নাসায়ী ৪০৭০।

عن عكرمة قال: أُتِيَ عليٌّ رضي الله عنه بزنادقةٍ فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره

'ইকরিমাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রাঃ)-এর কাছে একদল যিন্দীককে (নাস্তিক ও ধর্মত্যাগীকে) আনা হল। তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি কিন্তু তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলতাম না। কেননা, রসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা আছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিও না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। কারণ, রসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ আছে..........অতঃপর উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

Contents

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

পর্ব (১০) : দণ্ড বিধি

بَابُ حَدِّ الزَّانِي

অধ্যায় (১) : ব্যভিচারীর দণ্ড

مَا جَاءَ فِيْ حَدِّ الزَّانِيْ

ব্যভিচারীর দণ্ড প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে

١٢٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهما «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! أَنْشُدُكَ بِاللهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ: "قُلْ" قَالَ: إِنَّ اِبْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِاِمْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنْ عَلَى اِبْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُوْنِي: أَنَّمَا عَلَى اِبْنِيْ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى اِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى اِمْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

১২০৫ ঃ আবূ হুরাইরা ও যায়দ ইব্‌নু খালিদ জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) হতে বর্ণিত। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবেক আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন।' তখন তার প্রতিপক্ষ যে এর থেকেও বেশি বাকপটু সে দাঁড়িয়ে বলল, 'সে ঠিকই বলেছে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ্‌ মুতাবেক ফয়সালা করুন এবং আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি বলো। তখন বেদুঈন বলল, 'আমার ছেলে এ লোকের বাড়িতে মজুর ছিল। অতঃপর তার স্ত্রীর সঙ্গে সে যিনা করে।' লোকেরা আমাকে বললো ঃ তোমার ছেলের উপর রজম (পাথরের আঘাতে হত্যা) ওয়াজিব হয়েছে। তখন আমার ছেলেকে একশ বকরী এবং একটি বাঁদীর বিনিময়ে এর নিকট হতে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি আলিমদের নিকট জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, 'তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব হয়েছে।' আর এ নারীকে রজম করতে হবে। সব শুনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যে সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ! 'আমি তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ্‌ মুতাবেকই ফয়সালা করব। বাঁদী এবং বকরী পাল তোমাকে ফেরত দেয়া হবে, আর তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাতসহ এক বছরের নির্বাসন দেয়া হবে।' আর অপরজনের ব্যাপারে বললেন, 'হে উনাইস! তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাবে, সে যিনা করার স্বীকৃতি দিলে তাকে রজম করবে।'[১৩১২]

১৩১২. বুখারী ২৩১৫, ২৬৪৯, ২৭২৫, মুসলিম ১৬৯৮, তিরমিযী ১৪৩৩, নাসায়ী ৫৪১০, ৫৪১১, আবূ দাউদ ৪৪৪৫, ইবনু মাজাহ ২৫৪৯, আহমাদ ১৬৫৯০, মালেক ১৫৫৬দারেমী ২৩১৭।

مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ

বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপ করা প্রসঙ্গে

١٢٠٦- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خُذُوْا عَنِّي، خُذُوْا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২০৬ ঃ উবাদাহ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার কাছ থেকে নাও আমার কাছে থেকে নাও, অবশ্য আল্লাহ ব্যভিচারিণীদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন; তা হচ্ছে, কুমার-কুমারী ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি হবে- একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশ হতে বহিষ্কার করা, আর বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রীলোক যিনা করলে তাদের প্রত্যেককে একশ করে দুর্রা মারা ও রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা হবে।[১৩১৩]

مَا جَاءَ فِي الْاعْتِرَافِ بِالزِّنَا وَهَلْ يَشْتَرِطُ تَكْرَارُهُ؟

যিনার অপরাধের স্বীকারোক্তি এবং তা একাধিকবার স্বীকার করা শর্ত কিনা?

١٢٠٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ -وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ "أَبِكَ جُنُوْنٌ؟" قَالَ لَا قَالَ: "فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟" قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মুসলিম ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এল। তিনি তখন মাসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে ডেকে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি যিনা করেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে কথাটি সে চারবার বলল। যখন সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিল তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মধ্যে কি পাগলামির দোষ আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরা তাকে নিয়ে যাও আর পাথর মেরে হত্যা করো।[১৩১৪]

حُكْمُ تَلْقِيْنِ الْمُقِرِّ مَا يَدْفَعُ الْحَدَّ عَنْهُ

ব্যভিচারের স্বীকারোক্তিকারীকে বার বার জিজ্ঞেস করা যাতে শাস্তি থেকে রক্ষা পায়

১৩১৩. মুসলিম ১৬৯০, তিরমিযী ১৪৩৪, আবূ দাউদ ৪৪১৫, ইবনু মাজাহ ২৫৫০, আহমাদ ২২১৫৮, ২২১৯৫, ২২২০৮, দারেমী ২৩২৭।

১৩১৪. বুখারী ৬৮১৫, ৬৮২৫, ৭১৬৭, মুসলিম ১৬৯১তিরমিযী ১৪২৮, ১৪২৯, নাসায়ী ১৯৫৬, আবূ দাউদ ৪৪২৮, ৪৪৩০, আহমাদ ৭৭৯০, ২৭২১৭, ৯৫৩৫।

١٢٠٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟" قَالَ: لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১২০৮ ঃ ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মায়িয ইব্‌নু মালিক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এল তখন তাকে বললেন সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছ অথবা ইশারা করেছ অথবা (খারাপ দৃষ্টিতে) তাকিয়েছ? সে বলল, না, হে আল্লাহ্‌র রসূল![১৩১৫]

مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا

যা দ্বারা ব্যভিচার সাব্যস্ত হয়

١٢٠٩- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ «أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৯ ঃ 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন: নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এবং আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিষয়াদির একটি ছিল রজমের আয়াত। আমরা সে আয়াত পড়েছি, বুঝেছি, আয়ত্ত করেছি। আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাথর মেরে হত্যা করেছেন। আমরাও তাঁর পরে পাথর মেরে হত্যা করেছি। আমি আশংকা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর কোন লোক এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে পাথর মেরে হত্যার আয়াত পাচ্ছি না। ফলে তারা এমন একটি ফরয ত্যাগের কারণে পথভ্রষ্ট হবে, যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উপর পাথর মেরে হত্যা অবধারিত যে বিবাহিত হবার পর যিনা করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে।[১৩১৬]

حُكْمُ الْاَمَةِ اِذَا زَنَتْ

দাসীর ব্যভিচার করার বিধান

১৩১৫. বুখারী ৬৮২৪, মুসলিম ১৬৯৩, তিরমিযী ১৪২৭, আবূ দাউদ ৪৪২১, ৪৪২৬, ৪৪২৭, আহমাদ ২১৩০, ২৩১০, ২৪২৯। হাদীসটির বাকী অংশ হচ্ছেঃ " قال: أنكتها –لا يكني– قال: فعند ذلك أمر برجمه " তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তার সঙ্গে তুমি সঙ্গম করেছ? কথাটি তিনি তাকে অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করেননি, (বরং স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করেছেন)। সে বলল, হ্যাঁ। তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। বুখারী ৬৮২৪, মুসলিম ১৬৯৩, তিরমিযী ১৪২৭, আবূ দাউদ ৪৪২১, ৪৪২৬, ৪৪২৭, আহমাদ ২১৩০, ২৩১০, ২৪২৯।

১৩১৬. বুখারী ২৪৬২, ৩৪৪৫, ৩৯২৮, ৪০২১, ৬৮৩০, মুসলিম ১৬৯১, তিরমিযী ১৪৩২, আবূ দাউদ ৪৪১৮, ইবনু মাজাহ ২৫৫৩, আহমাদ ১৫১, ১৫৫, মালেক ১৫৫৮, দারেমী ২৩২২।

١٢١٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

১২১০ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, তোমাদের কোন দাসী ব্যভিচার করলে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হলে তাকে 'হদ' স্বরূপ বেত্রাঘাত করবে এবং তাকে ভর্ৎসনা করবে না। এরপর যদি সে আবার ব্যভিচার করে তাকে 'হদ' হিসাবে বেত্রাঘাত করবে কিন্তু তাকে ভর্ৎসনা করবে না। তারপর সে যদি তৃতীয়বার ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হয় তবে তাকে বিক্রি করে দেবে, যদিও তা চুলের রশির (তুচ্ছ মূল্যের) বিনিময়ে হয়।[১৩১৭]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ السَّيِّدَ يُقِيْمُ الْحَدَّ عَلَى رَقِيْقِهِ

মনিব স্বীয় দাসের উপর হাদ্দ কায়েম করবে

١٢١١- وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.وَهُوَ فِي "مُسْلِمٍ" مَوْقُوْفٌ.

১২১১ ঃ আলী, (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের দাস-দাসীর উপরও দণ্ড জারী করবে। আবূ দাউদ মুসলিমে হাদীসটি মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত আছে।[১৩১৮]

تَأخِيْرُ رَجْمِ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ

সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত গর্ভবতীর 'রজম' (পাথর নিক্ষেপ করা) বিলম্বিত করা

١٢١٢- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِيْنٍ ﵁ «أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ -وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا- فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ وَلِيَّهَا فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا" فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا

১৩১৭. বুখারী ২১৫৪, ২২৩৩, ২২৩৪, মুসলিম ১৭০৩, ১৭০৪, তিরমিযী ১৪৩৩, ১৪৪০, আবূ দাউদ ৪৪৬৯, ৪৪৭০, আহমাদ ৭৩৪৭, ১৬৫৯৫, মালেক ১৫৬৪, দারেমী ২৩২৬।

১৩১৮. মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "أحسنت" আবূ আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার আলী (রাঃ) খুতবাতে বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের উপর হদ্দ কায়েম কর; বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জনৈক দাসী ব্যভিচার করলো। তখন তিনি তাকে বেত্রাঘাত করতে আমাকে নির্দেশ দিলেন। তখন দাসীটি নিফাস অবস্থায় ছিল। তাই আমি আশংকা করছিলাম যদি আমি তাকে বেত্রাঘাত করি হয়ত তাকে হত্যা করে ফেলতে পারি। তাই আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি ভাল করেছ।

يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ؟» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২১২ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; জুহাইনাহ গোত্রের কোন এক স্ত্রীলোক যিনার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে হাজির হয়ে বলল ঃ হে আল্লাহর নাবী! আমি হদ্দের উপযুক্ত হয়েছি, আপনি আমার উপর যিনার হদ্দ ক্বায়িম করুন (প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে আমার প্রায়শ্চিত্ত বা তাওবার ব্যবস্থা করুন)। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ওয়ালীকে (অভিভাবককে) ডাকালেন ও বললেন, তার সাথে ভাল ব্যবহার কর, সন্তান প্রসব করলে আমার নিকটে তাকে নিয়ে এসো।

অভিভাবক তাই করলো (সন্তান প্রসব করার পর তাকে নাবীর দরবারে নিয়ে এলো); রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পরনের কাপড় শক্ত করে বেঁধে দিতে আদেশ করলেন, তারপর তার আদেশক্রমে তাকে রজম করা হলো। তারপর তার জানাযা নামায পড়ালেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ হে আল্লাহর নাবী! সে ব্যভিচার করেছে তবু আপনি তার জানাযা নামায পড়লেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বলেন ঃ সে তো এমন তাওবাহ করেছে যে, যদি তা মাদীনাবাসীর ৭০ জনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় তবে তাদের জন্য তার এ তাওবাহ যথেষ্ট হয়ে যাবে। (হে উমার!) তুমি কি এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন ব্যক্তি পেয়েছ? যে স্বয়ং আল্লাহর জন্য প্রাণ বিসর্জন করেছে। সহীহ মুসলিম[১৩১৯]

رَجْمُ الْمُحْصَنِ مِنْ اهْلِ الْكِتَابِ

আহলে কিতাবের বিবাহিত ব্যক্তিকে রজম মারা

١٢١٣- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ، وَامْرَأَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২১৩ ঃ জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলাম গোত্রের একজন পুরুষ, একজন ইয়াহুদী পুরুষ ও একজন রমণীকে রজম করেছিলেন । মুসলিম[১৩২০]

١٢١٤- وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُوْدِيَّيْنِ فِي "اَلصَّحِيْحَيْنِ" مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ.

১২১৪ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; দুজন ইয়াহুদীকে রজম করা প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী[১৩২১]

مَا جَاءَ فِيْ اقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيْضِ

অসুস্থ ব্যক্তির উপর হাদ্দ জারী করা প্রসঙ্গে

১৩১৯. মুসলিম ১৬৯৬, তিরমিযী ১৪৩৫, নাসায়ী ১৯৯৭, আবূ দাউদ ৪৪৪০, ইবনু মাজাহ ২৫৫৫, আহমাদ ১৯৩৬০, ১৯৪০২, দারেমী ২৩২৫।

১৩২০. মুসলিম ১৭০১, আবূ দাউদ ৪৪৫৫, আহমাদ ১৪৭৩১।

১৩২১. বুখারী ১৩২৯, ৩৬৩৫, ৪৫৫৬, ৬৮১৯, ৭৩৭২, ৭৫৪৩।

١٢١٥- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عِبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيْفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "اِضْرِبُوْهُ حَدَّهُ" فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: "خُذُوْا عِثْكَالًا فِيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اِضْرِبُوْهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً" فَفَعَلُوْا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَكِنْ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.

১২১৫ ঃ সাঈদ ইবনু সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমাদের মহল্লায় একটা জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুদ্র লোক বাস করত। সে তাদের কোন এক দাসীর সাথে নোংরা কাজ (যিনা) করে ফেলে। ফলে সা'দ এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে ব্যক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ওর উপর হদ্দ জারি কর। লোকেরা বললো ঃ সে এর থেকে অনেক দুর্বল (একশ দুররা তো বরদাস্ত করার কোন শক্তি ওর নেই)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ একটা ডাল নাও, যাতে একশো শাখা থাকে, তারপর তাকে ঐটি দিয়ে একবার প্রহার কর ফলে লোকেরা তাই করলো।[১৩২২]

حُكْمُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ اَوْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ

যে ব্যক্তি লুত সম্প্রদায়ের ন্যায় সমকামীতে লিপ্ত হবে অথবা কোন জন্তুর সাথে ব্যভিচার করবে তার বিধান

١٢١٦- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوْهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ، فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُوْنَ، إِلَّا أَنَّ فِيْهِ اِخْتِلَافًا.

১২১৬ ঃ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যাকে তোমরা লুত (আঃ)'র কওমের ন্যায় পুরুষে পুরুষে ব্যভিচার করতে দেখবে তাদের উভয়কে হত্যা করবে, আর যাকে কোন জন্তুর সাথে ব্যভিচার করতে দেখবে তাকে এবং জন্তুটিকেও হত্যা করবে।[১৩২৩]

مَا جَاءَ اَنَّ التَّغْرِيْبَ بَاقٍ لَمْ يُنْسَخْ

দেশ থেকে বিতাড়িত করার বিধান এখনও চালু রয়েছে, রহিত করা হয়নি

١٢١٧- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وَوَقْفِهِ.

১৩২২. ইবনু মাজাহ ২৫৭৪, আবূ দাউদ ৪৪৭২, আহমাদ ২১৪২৮, নাসায়ী কুবরা ৪র্থ খণ্ড ৩১৩ পৃষ্ঠা। হাদীসটির মুত্তাসিল বা মুরসাল হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

১৩২৩. আবূ দাউদ ৪৪৬২, ৪৪৬৩, তিরমিযী ১৪৫৬, আহমাদ ২৭২২।

১২১৭ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হদ্দের দুররা মেরেছেন (মারিয়েছেন) ও দেশ হতে বিতাড়িত করেছেন। আবু বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার খিলাফতকালে দুররা মেরেছেন ও দেশ হতে বিতাড়িত করেছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দুররা মেরেছেন ও দেশ হতে বিতাড়িত করেছেন।[১৩২৪]

حُكْمُ دُخُوْلِ الْمُتَشَبِّهِ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

পুরুষের মেয়েলী সাজে সজ্জিত হয়ে মেয়েদের কাছে প্রবেশ করার বিধান

١٢١٨- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২১৮ ঃ ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা'নত করেছেন নারীরূপী পুরুষ ও পুরুষরূপী নারীদের উপর এবং বলেছেন ঃ তাদেরকে বের করে দাও তোমাদের ঘর হতে এবং তিনি অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন।[১৩২৫]

مَا جَاءَ فِيْ اَنَّ الْحُدُوْدَ تَدْرَا بِالشُّبُهَاتِ

সন্দেহের অবকাশ থাকলে হাদ্দকে প্রতিহত করা প্রসঙ্গে

١٢١٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اِدْفَعُوا الْحُدُوْدَ، مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا» أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ

১২১৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সম্ভব হলে হদ্দকে এড়িয়ে চলো (হদ্দ জারি করবে না-বাধ্য হলে করবে)।[১৩২৬]

١٢٢٠- وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِلَفْظِ «اِدْرَأُوا الْحُدُوْدَ عَنْ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ» " وَهُوَ ضَعِيْفٌ أَيْضًا.

১২২০ ঃ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; তিরমিযীতে এরূপ শব্দে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সাধ্যানুযায়ি মুসলিমদের উপর হতে হদ্দকে প্রতিহত কর।[১৩২৭]

১৩২৪. তিরমিযী ১৪৩৮।

১৩২৫. বুখারী ২১৫২, ২১৫৪, ২২৩৩, মুসলিম ১৭০৩, ১৭০৪, তিরমিযী ১৪৩৩, ১৪৪০, আবূ দাউদ ৪৪৬৯, ৪৪৭০, ইবনু মাজাহ ২৫৬৫, আহমাদ ৭৩৪৭, ৮৬৬৯, মালেক ১৫৬৪, দারেমী ২৩২৬।

১৩২৬. ইবনু মাজাহ ২৫৪৫। ইবনুল কীসরানী তাঁর দাখীরাতুল হুফফায (১/২৫৯) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইবরাহীম আল মাদীনী রয়েছেন। যিনি মাতরুকুল হাদীস। ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার (৭/২৭১) গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। তিনি তাঁর আস সাইলুল জাররার (৪/৩১৬) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইবরাহীম ইবনুল ফযল রয়েছেন ; যিনি দুর্বল। আবদুর রহমান মুবারকপুরী তাঁর তুহফাতুল আহওয়াযী (৪/৩৪০), শাইখ আলবানী তাঁর ইরওয়াউল গালীল (২৩৫৬), যঈফুল জামে' (২৬১) গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু উসাইমীনও তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম (৫/৩৬৮) গ্রন্থে একই কথা বলেছেন।

١٢٢١- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيٍّ ﷺ (مِنْ) قَوْلِهِ بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ»

১২২১ ঃ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : সন্দেহের অবকাশ থাকলে দণ্ডকে প্রতিহত করবে।[১৩২৮]

مَنْ الَمَّ بِمَعْصِيَةٍ لِفَعَلَيْهِ انْ يَّسْتَتِرَ

যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে ফেলে তাহলে তার তা গোপন করা উচিত

١٢٢٢- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اِجْتَنِبُوْا هَذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ الَّتِي نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ تَعَالَى، وَلِيَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي "الْمُوَطَّإِ" مِنْ مَرَاسِيْلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

১২২২ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যেসব নোংরা বস্তু হতে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা হতে দূরে থাকবে। আল্লাহ না করুন যদি কেউ তাতে পড়েই যায়, তবে যেন সে তা গোপন করে নেয়- আল্লাহর পর্দা দিয়ে আর মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ করে। কেননা যে ব্যক্তি নিজের রহস্যাবৃত বস্তুকে প্রকাশ করে ফেলবে তার উপরে আমরা আল্লাহর কিতাবের ফায়সালা জারি করব।[১৩২৯]

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

অধ্যায় (২) যিনার অপবাদ প্রদানকারীর শাস্তি

ثُبُوْتُ حَدِّ الْقَذْفِ

যিনার অপবাদ প্রদানকারীর শাস্তির প্রমাণ

১৩২৭. হাকিম ৪র্থ খণ্ড ৩৮৪ পৃষ্ঠা। ইবনু হযম তাঁর আল মাহাল্লী (১১/১৫৪) গ্রন্থে হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর ইলালুল কাবীর (২২৮) গ্রন্থে বলেন, এর বর্ণনাকারীর মধ্যে ইয়াযীদ বিন যিয়াদ আদ দিমাশকী মুনকারুল হাদীস। ইমাম তিরমিযী (১৪২৪) গ্রন্থেও উক্ত রাবীকে দুর্বল বলেছেন । বাইহাকী তাঁর সুনান আল কুবরার মধ্যে হাদীসটিকে মাওকূফ ও দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার তাঁর মাওয়াফিকাতুল খবরিল খবর (১/৪৪৪) গ্রন্থে একে গরীব বলেছেন। ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওতার (৭/২৭১) ও সাইলুল জাররার (৪/৩১৬) গ্রন্থে ইয়াযীদ বিন যিয়াদ আদ দিমাশকীর দুর্বলতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। শাইখ আলবানী তাঁর যঈফ তিরমিযী (১৪২৪), তাখরীজুল মিশকাত ৩৫০৩, যঈফুল জামে ২৫৯, সিলসিলা যঈফা ২১৯৭ গ্রন্থসমূহে দুর্বল বলেছেন।

১৩২৮. ইবনু কাসীর তুহফাতুত ত্বলিব ১৯২ গ্রন্থে বলেন, আমি এই হাদীসটি এই শব্দে দেখিনি। মুহাম্মাদ জারুল্লাহ আস সাদী তাঁর আন নাওয়াফেহুল উত্বরাহ ২৫ গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি মাওকূফ হিসেবে সহীহ, আর মারফু হিসেবে হাসান লিগাইরিহী। ইবনু হযম তাঁর আল মাহাল্লী ৯/১৫৪ গ্রন্থে হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম যায়লায়ী তাঁর নাসবুর রায়াহ ৩/৩৩৩ গ্রন্থে বলেন, এই শব্দে হাদীসটি শায বা বিরল। বিন বায তাঁর মাজমুআ ফাতাওয়া ২৫/২৬৩ গ্রন্থে বলেন: এর অনেক সনদ রয়েছে, তবে তাতে দুর্বলতা রয়েছে। সার্বিকভাবে একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে বিধায় এ হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী পর্যায়ের।

১৩২৯. ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর আল জামেউস সগীর (১৭৫) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে ১৪৯। সিলসিলা সহীহাহ ৬৬৩।

١٢٢٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ.

১২২৩ ঃ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যখন কুরআনে আমার উপর আরোপিত অপবাদ হতে মুক্তি সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন ও এর উল্লেখ করলেন এবং কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনালেন। তারপর মিম্বার হতে অবতরণ করলেন, এবং দুজন পুরুষ (হাসসান ইবনু সাবিত, মিসতাহ্ ইবনু আসাসা) ও একজন স্ত্রীলোক (হামনা বিনতু জাহাশ)-কে তাঁর আদেশক্রমে হদ্দ মারা হলো।[১৩৩০]

حُكْمُ قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার বিধান

١٢٢٤- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيْكَ بْنَ سَمْحَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "اَلْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ"» الْحَدِيْثَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

১২২৪ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ ইসলামের সর্বপ্রথম সংঘটিত লি'আন' এজন্য ছিল যে, হিলাল ইবনু উমাইয়াহ তার স্ত্রীর সাথে শারীক ইবনু সাহমার ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে (হিলালকে) বলেন, প্রমাণ উপস্থিত কর অন্যথায় তোমার পিঠের উপর অপবাদের হদ্দ মারা হবে।[১৩৩১]

١٢٢٥- وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

১২২৫ ঃ বুখারীতে হাদীসটি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে।[১৩৩২]

১৩৩০. আবূ দাউদ ৪৪৭৪, ইবনু মাজাহ ২৫৬৭, আহমাদ ২৬৫৩১। শাইখ আলবানী সহীহ ইবনু মাজাহ ২০৯৭, সহীহ তিরমিযী ৩১৮১, সহীহ আবূ দাউদ ৪৪৭৪ গ্রন্থত্রয়ে হাসান বলেছেন। তবে তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৫১২ এর মধ্যে বলেন, ইবনু ইসহাক আন আন করে বর্ণনা করেছেন, যিনি মুদাল্লিস। ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার ৭/৮২ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক রয়েছে। সে আন আন করে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তার তাদলীস ও আন আন এর কারণে এটি দলিল হিসেবে গৃহীত হবে না।

১৩৩১. ইমাম শওকানীর নাইলুল আওত্বার (৭/৬৯), ইবনু হাজামের আল মাহাল্লী (১১/১৬৮, ১১/২৬৫), মুসনাদ আবূ ইয়ালা ২৮২৪।

১৩৩২. বুখারী ৪৭৪৭, ৫৩০৭, তিরমিযী ৩১৭৯, আবূ দাউদ ২২৫৪, ২২৫৫, ইবনু মাজাহ ২০৬৭, আহমাদ ২১৩২, ২২০০।

عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول "البينة . و إلا حد في ظهرك"

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। হিলাল ইবনু উমাইয়া নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে শারীক ইবনু সাহমা এর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার অভিযোগ করলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হয় তুমি প্রমাণ পেশ করবে, নয়

حَدُّ الْمَمْلُوْكِ اذَا قُذِفَ

দাসের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার শাস্তি

١٢٢٦- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَمِنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُوْنَ الْمَمْلُوْكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِيْنَ» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ فِي "جَامِعِهِ".

১২২৬ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আমির ইবনু রাবীআহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি আবূ বকর, উমার ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) খলীফাদের এবং তাদের পরবর্তী খলিফাগণের যুগও পেয়েছি- তারা কেউ দাসের উপর অপবাদের হদ্দ ৪০ কোড়া ছাড়া (আর বেশি) মারতেন না।

حُكْمُ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ

দাসের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর বিধান

١٢٢٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে কেউ আপন ক্রীতদাসের প্রতি অপবাদ আরোপ করল- অথচ সে তা থেকে পবিত্র যা সে বলেছে– ক্বিয়ামাত দিবসে তাকে কশাঘাত করা হবে। তবে যদি এমনই হয় যেমন সে বলেছে (সে ক্ষেত্রে কশাঘাত করা হবে না)।[১৩৩৩]

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

অধ্যায় (৩) চুরির দণ্ড

وُجُوْبُ قَطْعِ السَّارِقِ، وَمِقْدَارُ النِّصَابِ

চোরের হাত কর্তনের আবশ্যকতা এবং যে পরিমাণ চুরিতে হাত কাটা যাবে-এ প্রসঙ্গে

١٢٢٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا"

তোমার পিঠে দণ্ড আপতিত হবে। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ কি আপন স্ত্রীর উপর অপর কোন পুরুষকে দেখে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ছুটে যাবে? কিন্তু নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই কথা বলতে থাকলেন, হয় প্রমাণ পেশ করবে, নয় তোমার পিঠে বেত্রাঘাতের দণ্ড আপতিত হবে।

১৩৩৩. বুখারী ৬৮৫৮, মুসলিম ১৬৬০, তিরমিযী ১৯৪৭, আবূ দাউদ ৫১৬৫, আহমাদ ৯২৮৩, ১০১১০।

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ "اِقْطَعُوْا فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوْا فِيْمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ"

১২২৮ ঃ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন চোরের হাত চার ভাগের এক ভাগ দিনার বা তার অধিক পরিমাণ মাল চুরি ছাড়া কাটা যাবে না।

বুখারীতে এভাবে আছে, এক চতুর্থাংশ দীনার বা তার অধিক চুরির কারণে হাত কাটা যাবে। আহমাদে আছে এক চতুর্থাংশ দীনারের চুরির কারণে হাত কাট, এর কমে হাত কেটো না।[১৩৩৪]

১২২৯- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২৯ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন দিরহাম মূল্যের ঢালের চুরিতে হাত কেটেছিলেন।[১৩৩৫]

১২৩০- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا

১২৩০ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয় চোরের উপর যে একটি ডিম চুরি করেছে। তাতে তার হাত কাটা গেছে বা একটি দড়ি চুরি করেছে যার ফলে তার হাত কাটা গেছে।[১৩৩৬]

حُكْمُ جَاحِدِ الْعَارِيَةِ وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُوْدِ

'আরিয়া'র (নিজের প্রয়োজন মেটাতে ফেরত দেয়ার শর্তে সাময়িকভাবে কোন কিছু গ্রহণ করা) অস্বীকারকারীর বিধান এবং শাস্তির ক্ষেত্রে সুপারিশ করা নিষেধ

১২৩১- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟ " ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ : "أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ» الْحَدِيْثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : عَنْ عَائِشَةَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِقَطْعِ يَدِهَا.

১২৩১ ঃ 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তুমি কি আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি গুলোর একটি শাস্তির ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ? এরপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়ালেন এবং খুতবা দিলেন। বললেন, হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছিল যে, তারা

১৩৩৪. বুখারী ৬৭৮৯, ৬৭৯০, ৬৭৯১, মুসলিম ১৬৮৪, তিরমিযী ১৪৪৫, নাসায়ী ৪৯১৪, ৪৯১৫, আবূ দাউদ ৪৩৮৩, ৪৩৮৪, ইবনু মাজাহ ২৫৮৫, আহমাদ ২৩৫৫৮, ২৩৯৯৪, ২৪২০৪, মালেক ১৫৫৭, দারেমী ২৩০০।

১৩৩৫. বুখারী ৬৭৯৬, ৬৭৯৭, ৬৭৯৮, মুসলিম ১৬৮৯, তিরমিযী ১৪৪৬, নাসায়ী ৪৯০৬, ৪৯০৭, ৪৯০৮, আবূ দাউদ ৪৩৮৫, ইবনু মাজাহ ২৫৮৪, আহমাদ ৪৪৮৯, ৫১৩৫, মালেক ১৫৭২, দারেমী ২৩০১।

১৩৩৬. বুখারী ৬৭৮৩, মুসলিম ১৬৮৭, নাসায়ী ৪৮৭৩, ইবনু মাজাহ ২৫৮৮, আহমাদ ৭৩৮৮।

তাদের মধ্যকার উচ্চ শ্রেণীর কোন লোক চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার উপর নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করত।

অন্য সূত্রে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। কোন এক নারী আসবাবপত্র চেয়ে নিয়ে তা (ফেরত না দিয়ে) অস্বীকার করে বসত, ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হাত কাটার আদেশ দিয়েছিলেন।[১৩৩৭]

لا قَطْعَ عَلَى خَائِنٍ وَمُخْتَلِسٍ وَمُنْتَهِبٍ

আমানতের খিয়ানতকারী, ছিনতাইকারী এবং লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না

١٢٣٢- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ، وِلَا مُخْتَلِسٍ، قَطْعٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

১২৩২ ঃ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমানতের খিয়ানতকারী ও ছিনতাইকারী, লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না।[১৩৩৮]

حُكْمُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ

খেজুর গাছের মাথি এবং ফল চুরি করার বিধান

١٢٣٣- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : : «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» رَوَاهُ الْمَذْكُوْرُوْنَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

১২৩৩ ঃ রাফি ইবনু খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, ফলে ও খেজুরের গাছের মাথিতে হাত কাটার বিধান নেই।[১৩৩৯]

حُكْمُ تَلْقِيْنِ السَّارِقِ الرُّجُوْعَ عَنِ اعْتِرَافِهِ

চুরির স্বীকারোক্তিকারীকে বার বার জিজ্ঞেস করা যাতে স্বীকার করা থেকে ফিরে আসে

١٢٣٤- وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِيِّ ﷺ قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ" قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيْءَ بِهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ"، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ" ثَلَاثًا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

১৩৩৭. বুখারী ২৬৪৮, ৩৪৭৫, ৩৭৩৩, ৪৩০৪, মুসলিম ১৬৮৮, তিরমিযী ১৪৩০, নাসায়ী ৪৮৯৫, ৪৮৯৭, ৪৮৯৮, আবূ দাউদ ৪৩৭৩, ইবনু মাজাহ ২৫৪৭, আহমাদ ২২৯৬৮, মালেক ২৩০২।

১৩৩৮. তিরমিযী ১৪৪৮, নাসায়ী ৪৯৭১, ৪৯৭২, ৪৯৭৩, আবূ দাউদ ৪৩৯১, ৪৩৯২, ইবনু মাজাহ ২৫৯১, আহমাদ ১৪৬৬২, দারেমী ২৩১০

১৩৩৯. আবূ দাউদ ৪৩৮৮, তিরমিযী ১৪৪৯, নাসায়ী ৪৯৬০, ৪৯৬১, ইবনু মাজাহ ২৫৯৩, আহমাদ ১৫৩৭৭, ১৫৩৮৭, মালেক ১৫৮৩, দারেমী ২৩০৪, ২৩০৫।

১২৩৪ ঃ আবূ উমাইয়া মাখযুমী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে কোন এক চোরকে আনা হলো যে যথারীতি চুরির কথা স্বীকার করেছিল কিন্তু তার নিকটে কোন মাল পাওয়া যায়নি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তুমি চুরি করেছ বলে তো আমি মনে করছি না! সে বললঃ হাঁ (আমি চুরি করেছি)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই কি তিনবার তাকে এ কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন। অতঃপর তাঁর আদেশক্রমে তার হাত কাটা হলো এবং তাকে পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে আনা হলো। তাকে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও ও তাওবাহ্ কর। সে বলল ঃ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছি ও তাওবা করছি। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকটির জন্য ৩ বার এই বলে প্রার্থনা জানালেন যে, হে আল্লাহ! তুমি তার তাওবাহ্ কবূল কর।[১৩৪০]

مَا جَاءَ فِيْ حَسْمِ الْيَدِ بَعْدَ قَطْعِهَا

হাত কাটার পর রক্ত বন্ধ করা প্রসঙ্গে

١٢٣٥- وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيْهِ: «اذْهَبُوْا بِهِ، فَاقْطَعُوْهُ، ثُمَّ احْسِمُوْهُ» وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.

১২৩৫ ঃ ইমাম হাকিম আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এ অর্থেই একটি হাদীস সংকলন করেছেন, তাতে রাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তাকে নিয়ে গিয়ে তার হাত কেটে দাও ও তার রক্ত বন্ধ করে দাও। হাদীসটি বাযযারও সংকলন করেছেন ও তিনি হাদীসটির সনদকে নির্দোষ বলেছেন।[১৩৪১]

مَا جَاءَ فِيْ انَّ السَّارِقَ لا يَغْرُمُ اذَا اقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

চোরের উপর হাদ্দ জারী করা হলে তাকে মালের ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করা যাবে না

١٢٣٦- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.

১২৩৬ঃ আব্দুর রহমান উবনু আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ চোরের উপর হাদ্দ জারি করা হলে তাকে মালের ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করা যাবে না।[১৩৪২]

১৩৪০. ইবনু মাজাহ ২৫৯৭, নাসায়ী ৪৮৭৭, আবূ দাউদ ৪৩৮০, আহমাদ ২২০০২, দারেমী ২৩০৩। শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদে ৪৩৮০, যঈফ নাসাঈ ৪৮৯২ গ্রন্থদ্বয়ে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যায়লাঈ তাঁর নাসবুর রায়াহ ৪/৭৬ গ্রন্থে বলেন, এর এক বর্ণনাকারী আবূ মুনযির হচ্ছে অপরিচিত, এর অন্য একটি সূত্র রয়েছে। ইবনু কাসীর তাঁর ইরশাদুল ফাকীহ ২/৪২৬ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ (ফুরুওয়াহ) আল মাদীনী রয়েছে, তার সম্পর্কে হাদীসবিশারদগণ সমালোচনা করেছেন।

১৩৪১. ইমাম আবূ দাউদের আল মারাসীল (৩২৪), ইমাম হাইসামীর মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৬/২৭৯) এর বর্ণনাকারী আহমাদ বিন আবান আল কুরাশীকে ইবনু হিব্বান সহীহ্ বিশ্বস্ত বলেছেন। অবশিষ্ট রাবীগণ বুখারীর। ইমাম বাইহাকীর আস সুনান আস সগীর (৩/৩১৪), ইমাম শওকানীর নাইলুল আওত্বার (৭/৩১০) মুত্তাসিল ও মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

اشْتِرَاطُ الْحِرْزِ فِي الْقَطْعِ

সংরক্ষিত মাল চুরির অপরাধ ব্যতীত হাত কাটা যাবে না

١٢٣٧- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ؛ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوْبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

১২৩৭ ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনিল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গাছে ঝুলন্ত খেজুর প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ যদি নিয়ে যাওয়ার জন্য আঁচলে না বেঁধে কেবল প্রয়োজন (ক্ষুধা) মেটানোর জন্য খায় তবে তাতে কোন দোষ নেই। আর যদি কিছু নিয়ে বেরিয়ে যায় তবে তাকে জরিমানা করতে হবে ও শাস্তিও দিতে হবে। আর যদি খামারে রাখার পর সেখান হতে তার কিছু উঠিয়ে নিয়ে যায় আর তার মূল্য একটি ঢাল পরিমাণ হয়ে যায় তবে তার হাত কাটা হবে।[১৩৪৩]

جَوَازُ الْعَفْوِ عَنِ السَّارِقِ قَبْلَ بُلُوْغِ الْاِمَامِ

ইমামের কাছে আনার পূর্বেই চোরকে ক্ষমা করা জায়েয

١٢٣٨- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيْهِ: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُوْدِ، وَالْحَاكِمُ.

১২৩৮ ঃ সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছিলেন- যখন তিনি (সাফওয়ান) তার এক চাদর চুরির ব্যাপারে হাত কাটার আদেশ দেয়ার পর সুপারিশ করেছিলেন- কেন তুমি তাকে (চোরকে) আমার কাছে আনার আগেই এ সুপারিশ করনি।[১৩৪৪]

عُقُوْبَةُ السَّارِقِ اذَا تَكَرَّرَتِ السَّرِقَةُ

বারংবার চুরি করলে চোরের শাস্তি

১৩৪২. নাসায়ী ৪৯৮৪। ইমাম দারাকুতনী তাঁর সুনানে ৩/১০৪ গ্রন্থে একে মুরসাল বলেছেন। বাইহাকী তাঁর কুবরা ৮/২৭৭ গ্রন্থে বলেন, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে, এটি বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু হাজার লিসানুল আরাব ৪/৩৭ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আল মাসরূর বিন ইবরাহী রয়েছে। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন, তিনি আবদুর রহমান বিন আওফেকে পাননি। ইমাম সনআনী বলেন, সে তার দাদা আবদুর রহমান বিন আওফকে পাননি, সুতরাং এর দ্বারা দলিল সাব্যস্ত হয় না। ইবনু উসাইমীন শরহে বুলুগুল মারাম ৫/৪০২ গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি মতনেরদ দিক থেকে পরিত্যাজ্য আর সনদের দিক থেকে মুনকাতি। আলবানী যঈফ নাসায়ীতে ৪৯৯৯ একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর মীযানুল ইতিদাল ৪/১১৩ গ্রন্থে একে মুনকার বলেছেন, ইমাম নাসায়ী আদদিরায়াহ ২/১১৩ গ্রন্থে বলেন, এটির সনদ বিচ্ছিন্ন, সুতরাং এর বিশুদ্ধতা প্রমাণিত নয়।

১৩৪৩. নাসায়ী ৪৯৫৭, ৪৯৫৯, তিরমিযী ১২৮৯, আবূ দাউদ ১৭১০, ৪৩৯০, আহমাদ ৬৬৪৮।

১৩৪৪. নাসায়ী ৪৮৭৮, ৪৮৭৯, ৪৮৮৩, ইবনু মাজাহ ২৫৯৫, আহমাদ ১৪৮৭৯, ২৭০৯০, ২৭০৯৭।

١٢٣٩- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: جِيْءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «"اُقْتُلُوْهُ" فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ: "اِقْطَعُوْهُ" فَقَطَعَ، ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ "اُقْتُلُوْهُ" فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الرَّابِعَةِ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: "اُقْتُلُوْهُ"» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنِّسَائِيُّ، وَاسْتَنْكَرَهُ.

১২৩৯ ঃ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; কোন এক চোরকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আনা হলে তিনি তাকে হত্যা করতে বলেন। সাহাবীগণ বলেন ঃ এ তো চুরি করেছে মাত্র । তিনি বলেন ঃ তার হাত কেটে দাও ফলে তার হাত কাটা হল। তারপর দ্বিতীয় বার তাকে আনা হলে তিনি এবারেও বললেন ঃ তাকে হত্যা করো। কিন্তু পূর্বের মতই ঘটল (হত্যা করা হল না) তারপর তৃতীয়বার তাকে আনা হলে ঐরূপ ঘটলো। তারপর চতুর্থবার তাকে আনা হলো এবং ঐরূপ ঘটল। তারপর তাকে পঞ্চম দফা আনা হলে তিনি তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন।[১৩৪৫]

١٢٤٠- وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيْثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوْخٌ.

১২৪০ ঃ হারিস ইবনু হাত্বিব হতে অনুরূপ হাদীস নাসায়ীতে সংকলিত হয়েছে। আর ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ ৫ম দফায় চোরকে হত্যা করার আদেশ মানসুখ বা বাতিল হয়ে গেছে।[১৩৪৬]

بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

অধ্যায় (৪) : মদ্যপানকারীর শাস্তি এবং নিশাজাতীয় দ্রব্যের বর্ণনা

بَيَانُ عُقُوْبَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ

মদ পানকারীর শাস্তি

١٢٤١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اِسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪১ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। মদ পানকারী এ ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে নিয়ে আসা হলো। তিনি তাকে দু'খানা ছড়ি (এক যোগে ধরে তার) দ্বারা চল্লিশের মত কোড়া মারলেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: ১ম খলিফা আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এরূপ কোড়া মেরেছেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর

১৩৪৫. নাসায়ী ৪৯৭৮, আবূ দাউদ ৪৪১০। শাইখ আলবানী তাঁর সহীহ আবূ দাউদ (৪৪১০) গ্রন্থে হাসান বলেছেন। ইমাম সনআ'আনী তাঁর সুবুল সালাম গ্রন্থে বলছেন, এর শাহেদ আছে। কিন্তু শাইখ বিন বায তাঁর বুলুলুগুল মারামের হাশিয়া (৬৮৬) গ্রন্থে একে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। উসাইমীনও তাঁর বুলুগুল মারামের শরাহ (৫/৪০৭) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি মুনকার, সহীহ নয়। ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আত্-তালখীসুল হাবীর (৪/১৩৮৭) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মাসআব বিন সা'দ রয়েছে, তাঁর সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন। আর এ হাদীসটি মুনকার। এ সম্পর্কে আমার কোন সহীহ হাদীস জানা নেই। ইবনুল মুলকীনও তাঁর আল বাদরুল মুনীর (৮/৬৭২) গ্রন্থে বলেন, এ সনদের বর্ণনাকারী মাসআব বিন সা'দকে দুর্বল বলা হয়েছে।

১৩৪৬. নাসায়ী (৪৯৭৭) এককভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি মুনকার।

খিলাফাতকালে এ ব্যাপারে লোকেদের সাথে পরামর্শ করলেন। আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: সর্বাপেক্ষা হালকা শাস্তি হচ্ছে আশি (কোড়া)। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঐ (৮০-র) আদেশই জারি করলেন।[১৩৪৭]

حُكْمُ اقَامَةِ الْحَدِّ بِالْقَرِيْنَةِ الظَّاهِرَةِ

সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে শাস্তির হুকুম

١٢٤٢- وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَلِيٍّ ﷺ -فِي قِصَّةِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَقَبَةَ- «جَلَدَ النَّبِيُّ أَرْبَعِيْنَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ» إِلَيَّ وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ: «أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا».

১২৪২ ঃ মুসলিমে ওয়ালীদ উবনু উক্ববার ঘটনায় আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৪০ কোড়া মেরেছেন, আবূ বাকার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও ৪০ কোড়া মেরেছেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আশি কোড়া মেরেছেন, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ এগুলো সবই সুন্নত (সঠিক)। কিন্তু আশি কোড়া মারা আমার নিকট অধিক প্রিয় (বুখারীর বর্ণনায় আশি কোড়া মারার কথা আছে) । এ হাদীসে আরো আছে কোন একজন লোক তার বিরুদ্ধে সাক্ষি দিয়েছিল, সে মদ বমি করেছিল। ফলে উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ সে মদ খেয়েছে বলেই তো মদ বমি করেছে।[১৩৪৮]

حُكْمُ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ شُرْبُ الْخَمْرِ

বার বার মদ পানকারীর বিধান

١٢٤٣ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ [الثَّانِيَةِ] فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةِ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ.

وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوْخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيْحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ.

১২৪৩ ঃ মু'আবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদ পানকারী প্রসঙ্গে বলেন ঃ যখন তা পান করবে তখন তাকে কোড়া মারো, তারপর পান করলে কোড়া মারো তারপর ৩য় বার পান করলেও তাকে কোড়া মারো, তারপর ৪র্থ বার মদ পান করলে তার গর্দান কেটে দাও।

তিরমিযীর বক্তব্যে হাদীসটি মানসুখ হয়েছে বলে ব্যক্ত হয়েছে, ইমাম যুহরী হতে আবূ দাউদ এটা মানসুখ হওয়াকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন।[১৩৪৯]

১৩৪৭. বুখারী ৬৭৭৩, ৬৭৭৬, মুসলিম ১৭০৬, তিরমিযী ১৪৪৩, আবূ দাউদ ৪৪৭৯, ইবনু মাজাহ ২৫৭০, আহমাদ ১১৭২৯, ১২৩৯৪, ১২৪৪৪, দারেমী ২৩১১।

১৩৪৮. আবূ দাউদ ৪৪৮০, ৪৪৮১, ইবনু মাজাহ ২৫৭১, আহমাদ ১০২৭, ১২৩৪, দারেমী ২৩১২, মুসলিম ১৭০৭।

১৩৪৯. তিরমিযী ১৪৪, আবূ দাউদ ৪৪৮২, ইবনু মাজাহ ২৫৭৩, আহমাদ ১৬৪০৫, ১৬৪১৭, ১৬৪২৭।

النَّهْيُ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ

মুখমন্ডলে প্রহার করা নিষেধ

١٢٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন তোমরা হদ্দ মারবে তখন মুখগুলে মারবে না।[১৩৫০]

النَّهْيُ عَنْ اقَامَةِ الْحُدُوْدِ فِي الْمَسَاجِدِ

মাসজিদে হাদ্দ কায়েম করা নিষেধ

١٢٤٥ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «" لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ"» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

১২৪৫ ঃ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মাসজিদে কোন হাদ্দ কায়িম করা (জারি করা) যাবে না।[১৩৫১]

حَقِيْقَةُ الْخَمْرِ

মদের প্রকৃত অর্থ

١٢٤٦ - وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَحْرِيْمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৪৬ ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আল্লাহ মদ হারাম করার আয়াত নাযিল করেছেন আর মাদীনায় (তখন) খেজুরের মদ ছাড়া অন্য কোন মদ পান করা হত না।[১৩৫২]

١٢٤٧ - وَعَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: «نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنْ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪৭ ঃ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ হারাম করে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর তা তৈরী হয় পাঁচ রকম জিনিস থেকে ঃ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। আর মদ হল, যা বুদ্ধিকে বিলোপ করে। (অর্থাৎ চেতনার মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটায়, সঠিকভাবে কোন বস্তুকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।)[১৩৫৩]

১৩৫০. বুখারী ২৫৫৯, মুসলিম ২৬১২।

১৩৫১. তিরমিযী ১৪০১। হাকিম ৪র্থ খণ্ড ৩৬৯ পৃষ্ঠা।

১৩৫২. বুখারী ২৪৬৪, ৭২৫৩, মুসলিম ১৯৮০, নাসায়ী ৫৫৪১, ৫৫৪৩, আহমাদ ৩৬৭৩, ১২৪৫৮, ১২৪৭৭, ১২৫৬১, ১২৮৬২, মালেক ১৫৯৯।

১৩৫৩. বুখারী ৪৬১৬, ৪৬১৯, ৫৫৮১, ৫৫৮৮, মুসলিম ৩০৩২, তিরমিযী ১৮৭২, নাসায়ী ৫৫৭৮, ৫৫৭৯, আবূ দাউদ ৩৬৬৯।

١٢٤٨ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «" كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৪৮ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ প্রত্যেক নেশা আনয়নকারী বস্তু খামর (মাদক) আর প্রত্যেক নেশা আনয়নকারী বস্তু হারাম।[১৩৫৪]

١٢٤٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «" مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ، فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ"» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১২৪৯ ঃ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে বস্তুর অধিক পরিমাণ ব্যবহারে নেশা আনে ঐ বস্তুর অল্প ব্যবহারও হারাম।[১৩৫৫]

مَا جَاءَ فِيْ اِبَاحَةِ شُرْبِ النَّبِيْذِ وَشَرْطِهِ

নাবীয রস খাওয়ার বৈধতা এবং এর শর্ত প্রসঙ্গ

١٢٥٠ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيْبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৫০ ঃ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য মশকে কিশমিশ ভিজিয়ে নাবিজ করা হতো আর তিনি তা সে দিন, পরের দিন এবং তার পরে ৩য় দিন সন্ধা বেলাও পান করতেন। তারপরও কিছু থেকে গেলে তা ঢেলে ফেলে দিতেন।[১৩৫৬]

تَحْرِيْمُ التَّدَاوِيْ بِالْخَمْرِ

মদ দিয়ে চিকিৎসা করা হারাম

١٢٥١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «" إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১২৫১ ঃ উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের রোগ নিমাময়ের ব্যবস্থা আল্লাহ তার হারামকৃত বস্তুর মধ্যে করেননি।[১৩৫৭]

১৩৫৪. বুখারী ৫৫৭৫, মুসলিম ২০০৩, তিরমিযী ১৮৬৯, নাসায়ী ৫৬৭১, ৫৬৭৩, ৫৬৭৪, আবূ দাউদ ৩৬৭৯, ইবনু মাজাহ ৩৩৭৩, ৩৩৯০, আহমাদ ৪৬৩০, ৪৬৭৬, ৪৭১৫, মালেক ১৫৯৭, দারেমী ২০৯০।

১৩৫৫. তিরমিযী ১৮৬৫, আহমাদ ১৪২৯৩, আবূ দাউদ ৩৬৮১, ইবনু মাজাহ ৩৩৯৩, আহমাদ ১৪২৯৩।

১৩৫৬. মুসলিম ২০০৪, নাসায়ী ৫৭৩৭, ৫৭৩৮, ৫৭৩৯, আবূ দাউদ ৩৭১৩, ইবনু মাজাহ ৩৩৯৯, আহমাদ ১৯৬৪, ২০৬৯, ২৬০১।

١٢٥٢ - وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ:" إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ"» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَ ا.

১২৫২ ঃ ওয়ায়িল আল হাযরামী হতে বর্ণিত; তারিক ইবনু সুওয়াইদ (রাঃ) মদ দিয়ে ওষুধ তৈরী করা প্রসঙ্গে নাবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উত্তরে তিনি বলেন, ওটাতো ওষুধ নয় বরং তা ব্যাধি।[১৩৫৮]

بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

অধ্যায় (৫) : শাসন এবং শাসনকারীর বিধান

مَشْرُوْعِيَّةُ التَّعْزِيْزِ وَمِقْدَارُهُ

শাসন করা বৈধ এবং এর নির্ধারিত সীমা

١٢٥٣ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «" لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৫৩ ঃ আবূ বুরদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ্র নির্দিষ্ট হদসমূহের কোন হদ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে দশ বেত্রাঘাতের বেশি দণ্ড দেয়া যাবে না।[১৩৫৯]

التَّجَاوُزُ عَنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ بِمَا دُوْنَ الْحَدِّ

আল্লাহর হাদ্দ ব্যতিরেকে সম্মানী ব্যক্তিদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করা

١٢٥٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «" أَقِيلُوْا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ"» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

১২৫৪ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; নাবী (ﷺ) বলেন ঃ সম্মানী ব্যক্তিদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবে। তবে আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দ ব্যতীত।[১৩৬০]

حُكْمُ مَنْ مَاتَ بِالتَّعْزِيْزِ

তা'যীযের কারণে মৃত্যুবরণকারীদের বিধান

١٢٥٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوْتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৫৭. আত্-তালখীসুল হাবীর ৪/১৩৯৭, আল মুহাযযিব (৮/৩৯৬৬), মাজমাউয যাওয়ায়িদ (৫/৮৯) শাকীক বিন সালাম থেকে।

১৩৫৮. মুসলিম ১৯৮৪, তিরমিযী ২০৪৬, আবূ দাউদ ৩৮৭৩, আহমাদ ১৮৩১০, ১৮৩৮০, ২৬৫৯৬।

১৩৫৯. বুখারী ৬৮৪৯, ৬৮৫০, মুসলিম ১৭০৮, তিরমিযী ১৪৬৩, আবূ দাউদ ৪৪৯১, ইবনু মাজাহ ২৬০১, আহমাদ ১৫৪০৫, ১৬০৫১, দারেমী ২৩১৪।

১৩৬০. আবূ দাউদ ৪৩৭৫, আহমাদ ২৪৯৪৬।

Contents

১২৫৫ ঃ 'আলী ইব্নু আবূ ত্বলিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাউকে শরীয়াতের দণ্ড দেয়ার সময় সে তাতে মরে গেলে আমার দুঃখ হয় না। কিন্তু মদ পানকারী ছাড়া। সে মারা গেলে আমি জরিমানা দিয়ে থাকি।[১৩৬১]

مَا جَاءَ فِيمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ

সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হওয়া ব্যক্তি প্রসঙ্গে

١٢٥٦ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «" مِنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ" رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

১২৫৬ ঃ সা'ঈদ উবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদের দরজা লাভ করে।[১৩৬২]

مَوْقِفُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْفِتَنِ

ফিতনা দেখা দিলে মুসলমানদের করণীয়

١٢٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ ﷺ [قَالَ]: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «" تَكُوْنُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيْهَا عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُوْلَ، وَلَا تَكُنْ الْقَاتِلَ" » أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

১২৫৭ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু খাব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, সমাজে ফিতনা দেখা দিলে, হে আল্লাহর বান্দা তুমি তাতে হত্যাকারী না হয়ে নিহত হও। হাসান[১৩৬৩]

١٢٥٨ - وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ: عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ.

১২৫৮ ঃ ইমাম আহমাদও অনুরূপ হাদীস খালিদ ইবনু উরফুতাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

১৩৬১. বুখারী ৬৭৭৮, মুসলিম ১৭০৭, আবূ দাউদ ৪৪৮৬, ইবনু মাজাহ ২৫৬৯, আহমাদ ১০২৭, ১০৮৭।

১৩৬২. আবূ দাউদ ৪৭৭২, তিরমিযী ১৪১৮, ১৪২১, নাসায়ী ৪০৯০, ৪০৯১, ৪০৯৪, ইবনু মাজাহ ২৫৮০, আহমাদ ১৬৩১, ১৬৩৬।

১৩৬৩. ইমাম সনআনী সুবুলস সালাম (৪/৫৯) গ্রন্থে বলেন, এর হাদীসটির অনেক সনদ রয়েছে। প্রতিটি সনদেই একজন রাবীর নাম উল্লেখ নেই। শাইখ আলবানী তাঁর ইরওয়াউল গালীল (৮/১০৩) গ্রন্থে বলেন, এর প্রতিটি বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত যে রাবীর নাম উল্লেখ নাই তিনি ব্যতীত। এর শাহেদ রয়েছে। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সে সম্পর্কে ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আত তালখীসুল হাবীর (৪/১৪০৯) গ্রন্থে বলেন, হুযাইফা থেকে বর্ণিত হওয়ার কোন ভিত্তি নেই।

كِتَابُ الْجِهَادِ
পর্ব (১১) : জিহাদ

وُجُوْبُ الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالي وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার আবশ্যকীয়তা এবং এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করা

١٢٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদ না করে বা জিহাদের কামনা পোষণ না করে মারা যায় সে মুনাফিক্বী বা কপটতার অংশ বিশেষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মারা যাবে।[১৩৬৪]

وُجُوْبُ الْجِهَادِ بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ وَاللِّسَانِ
নিজের জান,মাল, জিহবা দ্বারা জিহাদ করা আবশ্যক

١٢٦٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «"جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১২৬০ ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের মাল, জান ও কথার দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে থাকবে।[১৩৬৫]

ما جَاءَ فِيْ انَّ الْجِهَادَ لا يَجِبُ عَلَى الْمَرْاةِ
মহিলাদের উপর জিহাদ করা ওয়াজিব নয়

١٢٦١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ"» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

১২৬১ ঃ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! মেয়েদের উপর কি জিহাদের দায়িত্ব রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ আছে, তবে তাতে যুদ্ধ নেই। তাদের জিহাদ হচ্ছে- হজ্জ ও উমরাহ পর্ব সম্পাদন করা। এর মূল রয়েছে বুখারীতে।[১৩৬৬]

১৩৬৪. মুসলিম ১৯১০, নাসায়ী ৩০৯৭, আবূ দাউদ ২৫০২।

১৩৬৫. নাসায়ী ৩১৯২, আবূ দাউদ ২৫০৪, আহমাদ ১১৮০৭, ১২১৪৫, দারেমী ২৪৩১।

১৩৬৬. উক্ত হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فقال: " جهادكن الحج". . وفي أخرى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد؟. فقال: "نعم الجهاد الحج" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে জিহাদ করার অনুমতি চাইলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাঃ) বললেন- তোমাদের জিহাদ হচ্ছে হাজ্জ। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, নাবী

حُكْمُ الْجِهَادِ مَعَ وُجُوْدِ الْاَبَوَيْنِ

মাতা-পিতা জীবিতাবস্থায় জিহাদের বিধান

١٢٦٢- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: " [أَ] حَيٌّ وَالِدَاكَ؟"، قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: " فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬২ ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তবে তাঁদের খিদমতের চেষ্টা কর।' (মুত্তাফাকুন আলাইহি)[১৩৬৭]

١٢٦٣- وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «"اِرْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ؛ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا"».

১২৬৩ ঃ আবূ সা'ঈদের বর্ণিত; হাদীসে আহমাদ ও আবূ দাউদেও অনুরূপ বর্ণনা আছে-তাতে আরো আছে, তুমি বাড়ি ফিরে যাও ও পিতা-মাতার কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাও, তারা যদি অনুমতি দেন ভাল, অন্যথায় তাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাক।[১৩৬৮]

النَّهْيُ عَنِ الْاقَامَةِ فِيْ دِيَارِ الْمُشْرِكِيْنِ

মুশরিকদের এলাকায় অবস্থান করা নিষেধ

١٢٦٤ - وَعَنْ جَرِيْرٍ الْبَجَلِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ"» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَإِسْنَادُهُ [صَحِيْحٌ]، وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ.

১২৬৪ ঃ জারীর (আল-বাজালী) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি ঐসব মুসলিমের উপর অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট যারা মুশরিকদের মধ্যে (তাদের হয়ে) অবস্থান করে।[১৩৬৯]

ما جَاءَ فِيْ انْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ وَبَقَاءِ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ

হিজরতের অবসান হওয়া এবং জিহাদ ও নিয়্যাতের অবশিষ্ট থাকা প্রসঙ্গে

(সাঃ) কে তাঁর স্ত্রীগণ জিহাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন- তখন তিনি বললেনঃ হাজ্জই হচ্ছে জিহাদ। বুখারী ১৫২০, ১৮৬১, ২৭৮৪, ২৮৭৫, ২৮৭৬, নাসায়ী ২৬২৮, ইবনু মাজাহ ২৯০১।

১৩৬৭. বুখারী ৫৯৭২, ৩০০৪, মুসলিম ১৯৬০, ২৫৪৯, তিরমিযী ১৬৭, নাসায়ী ৩১০৩, আবূ দাউদ ২৫২৯, ইবনু মাজাহ ২৭৮২, আহমাদ ৬৪৮৯, ৬৫০৮, ৬৭২৬।

১৩৬৮. হাদীসের প্রথমাংশটুকু হচ্ছে, عن أبي سعيد؛ أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. فقال: " هل لك أحد باليمن؟" قال: أبواي. قال: "أذنا لك" قال: لا. قال: فذكره আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত ঃ এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে হিজরত করলেন। তখন তিনি বললেনঃ তোমার কি ইয়ামানে কেউ আছে? লোকটি বললেন, আমার মাতাপিতা আছেন। রাসূল বললেন, তারা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? তিনি (লোকটি) বললেন ঃ না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করলেন। আবূ দাউদ ২৫৩০, আহমাদ ২৭৩২০।

১৩৬৯. আবূ দাউদ ২৬৪৫, তিরমিযী ১৬০৪।

١٢٦٥ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «" لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬৫ ঃ ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরাতের প্রয়োজন নেই। এখন কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত (জিহাদের জন্য মানসিক প্রস্তুতি) রয়েছে।[১৩৭০]

وُجُوْبُ الْاخْلَاصِ فِي الْجِهَادِ

জিহাদে একনিষ্ঠতা আবশ্যক

١٢٦٦ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬৬ ঃ আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কলিমা সুউচ্চ রাখার উদ্দেশে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করল।'[১৩৭১]

ما جَاءَ فِيْ بَقَاءِ الْهِجْرَةِ ما قُوْتِلَ الْعَدُوُّ

যতদিন পর্যন্ত শত্রুদের সাথে সংগ্রাম চলতে থাকবে,ততদিন পর্যন্ত হিজরতের অবশিষ্ট থাকা প্রসঙ্গে

١٢٦٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «" لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوْتِلَ الْعَدُوُّ"» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১২৬৭ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ হিজরাত বন্ধ হবে না যতক্ষণ শত্রুর সাথে সংগ্রাম চলতে থাকবে।[১৩৭২]

১৩৭০. বুখারী এবং মুসলিমে আরো রয়েছে, "وإذا استنفرتم فانفروا" যখনই তোমাদের বের হবার আহ্বান জানানো হবে, তখনই তোমরা বেরিয়ে পড়বে। বুখারী ১৩৪৯, ১৫৮৭, ১৮৩৩, ১৮৩৪, ২০৯০, ২৭৮৩, মুসলিম ১৩৫৩, তিরমিযী ১৫৯০, নাসায়ী ২৮৭৫, ২৮৯২, আবূ দাউদ ২০১৭, ইবনু মাজাহ ২৭৭৩, আহমাদ ১৯৯২, ২২৭৯, দারেমী ২৪১২।

১৩৭১. عن أبي موسى؛ أن رجلا أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! الرجل يقاتل للمغنم. والرجل يقاتل ليذكر. والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ) -এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য জিহাদে শরীক হলো। তাদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কলিমা বুলন্দ রাখার উদ্দেশে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করল।' বুখারী ১২৩, ৩১২৬, ৭৪৫৮, মুসলিম ১৯০৪, তিরমিযী ১৬৪৬, নাসায়ী ৩১৩৬, আবূ দাউদ ২৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৭৮৩, আহমাদ ১৮৯৯৯, ১৯৩৪৯, ১৯০৯৯।

১৩৭২. عن عبد الله بن السعدي قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "حاجتك" فقلت: يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت، فذكر الحديث আব্দুল্লাহ বিন সা'দী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে একটি

ما جَاءَ فِي الْاغَارَةِ عَلَى الْعَدُوِّ بِلا انْذَارٍ

কোন প্রকার ঘোষণা দেওয়া ছাড়াই দুশমনদের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ করা

١٢٦٨ - وَعَنْ نَافِعٍ ﷺ قَالَ: «أَغَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى بَنِيَّ الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّوْنَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬৮ ঃ নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনী মুস্তালিক গোত্রের উপর হঠাৎ করে আক্রমণ করেছিলেন তখন ঐ গোত্রের লোকেরা উদাসীন ছিল। তাদের যুদ্ধরতদের হত্যা করলেন ও তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করলেন। নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন এ সংবাদ আমাকে বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন।[১৩৭৩]

ما جَاءَ فِي التَّامِيْرِ عَلَى الْجُيُوْشِ وَوَصِيَّتِهِمْ

সৈন্যদেরকে সঠিকভাবে দিক নির্দেশনা এবং উপদেশ দেওয়া

١٢٦٩ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ﷺ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: "أُغْزُوْا بِسْمِ اللهِ، فِي سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، أُغْزُوْا، وَلَا تَغُلُّوْا، وَلَا تَغْدُرُوْا، وَلَا تُمَثِّلُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا، وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوْكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: أُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ أُدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَا يَكُوْنُ لَهُمْ.

فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوْكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوْا ذِمَمَكُمْ.

أَهْوَنُ مِنْ أَنَّ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللهِ، وَإِذَا أَرَادُوْكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيْبُ فِيْهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا"» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

প্রতিনিধিদলের সাথে গেলাম। আমাদের প্রত্যেকেই কোন প্রয়োজন চাচ্ছিল। আর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে সর্বশেষে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, তোমার কি প্রয়োজন? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), নিশ্চয় আমি আমার পরিবারকে ছেড়ে চলে এসেছি। আর তারা বলে যে হিজরাত নাকি শেষ হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করলেন। নাসায়ী ৪১৭২, ৪১৭৩, আহমাদ ২১৮১৯।

১৩৭৩. غارون শব্দের অর্থ غافلون অর্থাৎ উদাসীন। বুখারী ২৫৪১, মুসলিম ১৭৩০, আবূ দাউদ ২৬৩৩, আহমাদ ৪৮৪২, ৪৮৫৮, ৫০৩০।

১২৬৯ ঃ সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি তার পিতা বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোন ছোট বা বড় সৈন্যদলের জন্য কাউকে নেতা নির্বাচন করে দিতেন তখন বিশেষভাবে তাকে আল্লাহকে ভয় করার, মুজাহিদ মুসলিমদের সাথে কল্যাণ করার জন্য উপদেশ দিতেন। তারপর বলতেন, আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, যে আল্লাহর সাথে কুফরী করছে তার তাথে যুদ্ধ কর, যুদ্ধ করবে, গনিমাতের মালে খিয়ানাত করবে না, প্রতারণা করবে না, অঙ্গহানি করবে না, বালকদের হত্যা করবে না, যখন তুমি মুশরিক শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করবে তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের দা'ওয়াত দিবে, তার যে-কোন একটি ক্ববুল করে নিলে তুমি তা মেনে নেবে- তাদের উপর হাত উঠাবে না।

ক) তাদেরকে ইসলাম ক্ববুল করার দাওয়াত দেবে। যদি তারা তা ক্ববুল করে তুমি তাদের এ স্বীকৃতি মেনে নেবে। তারপর তাদেরকে মুহাজিরদের কাছে হিজরাত করে আসার জন্য দাওয়াত দেবে যে, তারা সাধারণ গ্রাম্য মুসলিমদের সমশ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকবে আর গনিমাত ও ফাই-এর মালে তাদের জন্য কোন অংশ হবে না, তবে যদি তারা মুসলিমদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করে (মাত্র তখন পবে)।

খ) যদি তারা ইসলাম ক্ববূল করতে রাজি না হয় তবে তাদের কাছে জিযইয়া (এক প্রকার ট্যাক্স) দাবি করবে যদি তারা স্বীকার করে তবে তাদের এ স্বীকৃতি মেনে নেবে (আর তাদের দিকে আক্রমণের হাত বাড়াবে না)। আর যদি তারা জিযইয়া কর দিতে অস্বীকার করে তবে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে ও তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। (বিনা যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যে মাল হস্তগত হয় তাকে ফাই বলে)।

গ) আর যখন কোন দুর্গবাসীদের অবরোধ করবে তখন যদি তারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের জিম্মায় আসার কোন প্রস্তাব তোমার কাছে পেশ করে, তবে তুমি তা স্বীকার করবে না। বরং তুমি তোমার নিজের জিম্মায় তাদের নিতে পারবে।[১৩৭৪] কেননা তোমাদের জিম্মা নষ্ট করা অনেক সহজ ব্যাপার, আল্লাহর জিম্মাকে নষ্ট করার চেয়ে।

আর যদি তারা আল্লাহর ফায়সালায় উপনীত হওয়ার প্রস্তাব দেয় তবে তুমি তা করবে না। বরং তুমি নিজের ফায়সালার অধীনে তাদেরকে আশ্রয় দেবে। কেননা তুমি অবগত নও যে, তুমি আল্লাহর ফায়সালা তাদের উপর সঠিকভাবে করতে পারবে কি, পারবে না।[১৩৭৫]

ما جَاءَ فِي التَّوْرِيَةِ فِي الْحَرْبِ

যুদ্ধে তাওরিয়া (কৌশল দ্বারা গোপনীয়তা অবলম্বন করা) করা প্রসঙ্গে

١٢٧٠ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭০ ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু কা'ব ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) যখনই কোথাও যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে তা গোপন রাখতেন। (কৌশলে গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন।)[১৩৭৬]

১৩৭৪. تخفروا শব্দের অর্থ ঃ (প্রতিজ্ঞা) ভঙ্গ করা।

১৩৭৫. হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী উক্ত হাদীসের কিছু ইবারত সংক্ষিপ্ত করেছেন। মুসলিম ১৭৩১, তিরমিযী ১৪০৮, ১৬১৭, আবূ দাউদ ২৬১২, ২৬১৩, ইবনু মাজাহ ২৮৬৮, আহমাদ ২২৪৬৯, ২২৪২১, দারেমী ২৪৩৯।

الْوَقْتُ الَّذِيْ يُسْتَحَبُّ فِيْهِ الْقِتَالُ

যে সময়ে যুদ্ধ করা মুস্তাহাব

١٢٧١ - وَعَنْ مَعْقِلٍ؛ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ ﷺ قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

১২৭১ ঃ মা'কিল (রাঃ) হতে বর্ণিত; নু'মান ইবনু মুক্বারিন (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি তিনি যখন দিনের প্রথমাংশে যুদ্ধ না করতেন তখন সূর্য পশ্চিমাকাশে যাওয়ার পরে (স্নিগ্ধ) হাওয়া চললে এবং আল্লাহর সাহায্য অবতরণ হলে যুদ্ধ করতেন। -হাদীসটির মূল বুখারীতে রয়েছে।[১৩৭৭]

جَوَازُ تَبْيِيْتِ الْكُفَّارِ وَانْ ادِّيَ الَي قَتْلِ ذَرَارِيْهِمْ تَبْعًا

(মুসলমানদের) রাত্রিকালে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর বৈধতা যদিও এর মাধ্যমে তাদের ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীলোক নিহত হয়

١٢٧٢ - وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﷺ قَالَ: «سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ يُبَيَّتُوْنَ، فَيُصِيْبُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيْهِمْ، فَقَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭২ ঃ সা'ব ইব্নু জাস্সামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মুসলিমদের রাত্রিকালীন আক্রমণে মুশরিকদের মহিলা ও শিশুরা নিহত হয়, তবে কী হবে? আল্লাহর রসূল জবাবে (ﷺ) বলেন, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[১৩৭৮]

ما جَاءَ فِي الْاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِيْنَ

যুদ্ধে মুশরিকদের মাধ্যমে সাহায্য নেওয়া প্রসঙ্গে

١٢٧٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: "اِرْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৭৬. وري শব্দের অর্থ ঃ নিজের বেশভুষা লুকিয়ে রেখে অন্যকে বিভ্রান্তিতে ফেলা। বুখারী ২৭৫৮, ২৯৪৮, ২৯৪৯, ২৯৫০, ৩০৮৮, মুসলিম ২৭৬৯, তিরমিযী ৩১০২, নাসায়ী ৩৮২৪, ৩৮২৫, ৩৮২৬, আবূ দাউদ ২২০২, আহমাদ ১৫৩৪৩, ১৫৩৪৫, ১৫৩৪৪।

১৩৭৭. বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, নু'মান (র.) বলেন, "ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، وتحضر الصلوات" আমিও আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তাঁর নিয়ম এ ছিল যে, যদি দিনের পূর্বাহ্নে যুদ্ধ শুরু না করতেন, তবে তিনি বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং সলাতের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। বুখারী ৭৫৩০, তিরমিযী ১৬১২, ১৬১৩, ২৬৫৪।

১৩৭৮. يبيتون শব্দের অর্থ ঃ أي يغار عليهم بالليل. অর্থাৎ রাত্রিকালে অভিযান পরিচালনা করা। বুখারী ৩০১২, ২৩৭০, মুসলিম ৭৫৪৫, তিরমিযী ১৫১৭, আবূ দাউদ ২৬৭২, ৩০৮৩, ইবনু মাজাহ ২৮৩৯, আহমাদ ২৭৯০২, ২৭৮০৯।

১২৭৩ ঃ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; এক (মুশরিক) লোক বদরের যুদ্ধের দিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যাচ্ছিল তিনি ঐ লোকটিকে বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও, আমি কখনোও মুশরিকের সাহায্য (এ কাজে) নেব না।[১৩৭৯]

النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

যুদ্ধে নারী এবং বাচ্চাদেরকে হত্যা করা নিষেধ

١٢٧٤ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى اِمْرَأَةً مَقْتُوْلَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيْهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৪ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন একটি স্ত্রীলোককে তার কোন যুদ্ধে নিহত দেখে মেয়েদের ও বালকদের নিহত হওয়াতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন (অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন)।[১৩৮০]

ما جَاءَ فِي قَتْلِ شُيُوْخِ الْمُشْرِكِيْنَ

মুশরিকদের বয়োবৃদ্ধদেরকে হত্যা করা নিষেধ

١٢٧٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «" اُقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَاسْتَبْقُوْا شَرْخَهُمْ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২৭৫ ঃ সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মুশরিকদের মধ্যে (যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) বৃদ্ধদেরকে হত্যা কর এবং তাদের কিশোরদেরকে অব্যাহতি দাও।[১৩৮১]

ما جَاءَ فِي الْمُبَارَزَةِ

মল্লযুদ্ধ

১৩৭৯. মুসলিম ১৮১৭, তিরমিযী ১৫৫৮, আবূ দাউদ ২৭৩২, ইবনু মাজাহ ২৮৩২, আহমাদ ২৩৮৬৫, ২৪৬৩২, দারেমী ২৪৯৬।

১৩৮০. বুখারী এবং মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাঃ) মহিলা এবং বাচ্চাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। বুখারী ৩০১৪, ৩০১৫, মুসলিম ১৭৪৪, তিরমিযী ১৫৬৯, আবূ দাউদ ২৬৬৮, ইবনু মাজাহ ২৮৪১, আহমাদ ৪৭২৫, ৬০১৯, মালেক ৯৮১, দারেমী ২৪৬২।

১৩৮১. আবূ দাউদ ২৬৭০, তিরমিযী ১৫৮৩।

ইবনুল কাত্তান তাঁর আল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম গ্রন্থে ৪/১৬৭ গ্রন্থে বলেন, এর এক বর্ণনাকারী বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালিদ সম্পর্কে জেনেছি, তার হাদীস পরিত্যাগ করা হয়েছে। এর সনদে বাকিয়া ইবনুল ওয়ালিদ রয়েছেন যার অবস্থা জানা যায় ও তার থেকে মুনকার হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায়। আর সাঈদ বিন বাশীর এর মাধ্যমে দলীল সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম শওকানী নাইলুল আওত্বার ৫/৩৭০ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৮৭৯ গ্রন্থে সাঈদ বিন বাশরীকে দুর্বল বলেছেন। এছাড়া যঈফ তিরমিযী ১৫৮৩, যঈফ আবূ দাউদ ২৬৭০ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।

١٢٧٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ «أَنَّهُمْ تَبَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلًا.

১২৭৬ ঃ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; বদরের যুদ্ধে তারা শত্রুর মুকাবিলায় (এককভাবে) সৈন্য দলের মধ্য হতে বের হয়ে লড়েছিলেন।[১৩৮২]

ما جَاءَ فِيْ حَمْلِ الْمُؤْمِنِ الشُّجَاعِ عَلَى الْعَدُوِّ

শত্রুদের উপর সাহসী মুমিনের ঝাপিঁয়ে পড়া প্রসঙ্গে

١٢٧٧ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْنَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَعْنِي: وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِ الرُّوْمِ حَتَّى دَخَلَ فِيْهِمْ رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

১২৭৭ ঃ আবূ আইয়ুব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ ওয়ালা তুল্‌কু.... আয়াতটি আনসার সম্প্রদায় প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। (আয়াতটির অর্থ তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।) আয়াতটি ঐসব আনসারী মুসলিমদের মনোভাবের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছিল যারা-রোমক সৈন্যের উপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশকারী মুজাহিদদের কাজকে অনুচিত কাজ বলে মন্তব্য করেছিলেন। (অর্থাৎ কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে মুসলিমদের যুদ্ধে উৎসাহী ও নির্ভিক হওয়ার জন্য জোর তাগিদ করা হয়েছে এবং ধর্মীয় সংগ্রামকে ধ্বংসের কারণ মনে করার ঘোর প্রতিবাদ করা হয়েছে) এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে ঘরে বসে থাকাকে ধ্বংসের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৮৩]

حُكْمُ التَّحْرِيْقِ فِيْ بِلَادِ الْعَدُوِّ

দুশমনের দেশে আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার বিধান

١٢٧٨ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «حَرَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ، وَقَطَعَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৮ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বানু নাযীর গোত্রের খেজুরের গাছ জ্বালিয়ে দেন ও কেটে ফেলেন।[১৩৮৪]

تَحْرِيْمُ الْغُلُوْلِ

গনীমতের মাল চুরি করা হারাম

১৩৮২. বুখারী ৩৯৬৭, ৪৭৪৪, ৩৯৬৫।

১৩৮৩. আবূ দাউদ ২৫১২, তিরমিযী ২৯৭২।

১৩৮৪. সে খেজুর গাছটি বুওয়াইরাহ নামক জায়গায় ছিল। এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় ঃ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ "তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেছ অথবা যেগুলো কাণ্ডের উপর ঠিক রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে"। বুখারী ২৩২৬, ৩০২১, ৩০৩২, ৪৮৮৪, মুসলিম ১৭৮৬, তিরমিযী ১৫৫২, ৩৩০২, আবূ দাউদ ২৬১৫, ইবনু মাজাহ ২৮৪৪, ২৮৪৫, আহমাদ ৪৫১৮, ৫১১৫, ৫৪৯৫, দারেমী ২৪৬০।

١٢٧٩ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"لَا تَغُلُّوْا؛ فَإِنَّ الْغُلُوْلَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১২৭৯ ঃ উবাদাহ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ গাণীমতের মালে কোন খিআনাত (অন্যায়ভাবে অধিকার) করবে না। এরূপ করার ফলে ইহকালে ও পরকালে অগ্নি ও লজ্জা উভয়ই ভোগ করতে হবে।[১৩৮৫]

اسْتِحْقَاقُ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْمَقْتُوْلِ

নিহতের মাল হত্যাকারী পাওয়ার উপযুক্ত

١٢٨٠ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

১২৮০ ঃ আওফ ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হত্যাকারী মুজাহিদকে (প্রতিপক্ষের নিহত ব্যক্তির) সালাব (পরিত্যক্ত সামগ্রী) দেয়ার ফায়সালা দিয়েছিলেন।[১৩৮৬]

١٢٨١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي - قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ - قَالَ: «فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: "أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟" قَالَا: لَا قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: "كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮১ ঃ 'আবদুর রহমান ইব্নু 'আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ জাহলের হত্যাকারীদ্বয় নিজের তরবারী নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করল। অতঃপর আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে ফিরে এসে তাঁকে জানালো। তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমাদের তরবারী তোমরা মুছে ফেলনি তো? তারা উভয়ে বলল, না। তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উভয়ের তরবারী দেখলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো। অবশ্য তার নিকট হতে প্রাপ্ত মালামাল মু'আয ইব্নু 'আম্র ইব্নু জামূহের জন্য।[১৩৮৭]

حُكْمُ الْقَتْلِ بِمَا يَعُمُّ

গণহত্যার বিধান

١٢٨٢ - وَعَنْ مَكْحُوْلٍ ﷺ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "الْمَرَاسِيلِ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ.

১৩৮৫. আহমাদ ২২১৯১।

১৩৮৬. আবূ দাউদ ২৭১৯, ২৭২১, মুসলিম ১৭৫৩, আহমাদ ২৩৪৬৭, ২৩৪৭৭।

১৩৮৭. বুখারী ৩৯৮৮, ৩১৪১, মুসলিম ১৭৫২, আহমাদ ১৬৭৬।

১২৮২ ঃ মাকহুল (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তায়িফবাসীর উপর মিনজানিক (ক্ষেপনাস্ত্র) ব্যবহার করেছিলেন।[১৩৮৮]

ما جَاءَ فِي قَتْلِ الْأَسِيْرِ بِدُوْنِ عَرْضِ الْاسْلَامِ عَلَيْهِ

বন্দীকে ইসলামের দাওয়াত না দিয়ে হত্যা করা

١٢٨٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: "اُقْتُلُوْهُ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৩ ঃ আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। (মাক্কাহ জয়ের বছর) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথায় শিরস্ত্রাণ পরা অবস্থায় প্রবেশ করেন। যখন তিনি তা খুলে ফেললেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, ইব্নু খাতাল্ কা'বার পর্দা ধরে আছে। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'তাকে হত্যা কর।' (মুত্তাফাকুন আলাইহি)[১৩৮৯]

ما جَاءَ فِي الْقَتْلِ صَبْرًا

বেঁধে হত্যা করা প্রসঙ্গে

١٢٨٤ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﷺ؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْرًا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "اَلْمَرَاسِيْلِ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

১২৮৪ ঃ সা'ঈদ ইবনু যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদরের যুদ্ধে তিনজনকে বেঁধে হত্যা করিয়েছিলেন। (আবূ দাঊদ তাঁর মারাসীলে বর্ণনা করেন, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)[১৩৯০]

جَوَازُ فِدَاءِ الْأَسِيْرِ الْمُسْلِمِ بِالْأَسِيْرِ الْكَافِرِ

কাফের বন্দীর বিনিময়ে মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করা জায়েয

১৩৮৮. ইমাম যাহাবী তাঁর মীযানুল ই'তিদাল ২/৪১৩ গ্রন্থে বলেন, এতে আবদুল্লাহ বিন খাররাশ বিন হাওশাব রয়েছে যার ত্রুটি বর্ণনা করা হয়েছে। খুলাসাহ আল বাদরুল মুনীর ২/৩৪৫ গ্রন্থে একে মুরসাল বলেছেন। ইবনু হাজার তাঁর আত্-তালখীসুল হাবীর ৪/১৪৩৯ গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি মুরসাল, উকাইল ভিন্ন সনদে আলী থেকে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব তাঁর আল-হাদীস কিতাবে ৩/২৪৩ গ্রন্থে বলেন, এর বর্ণনাটি মুরসাল। আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৮৮৬ গ্রন্থে একে মুরসাল উল্লেখ করে বলেন, অন্য একটি বর্ণনায় চল্লিশ দিন কথাটি বৃদ্ধি করে বর্ণিত হয়েছে সেটিও মুরসাল তবে তা সহীহ সনদে বর্ণিত। ইমাম আবূ দাউদ একে তার মারাসীল ৩৯২ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনু কাসীর তাঁর ইরশাদুল ফাকিয়্যাহ ২/৩০৬ গ্রন্থে এবং ইবনু হাজার তাঁর আদ দিরায়্যাহ ২/১১৫ গ্রন্থে একে মুরসাল বলেছেন।

১৩৮৯. বুখারী ১৮৪৬, ৪২৮৬, ৫৮০৮, মুসলিম ১৩৫৭, তিরমিযী ১৬৯৩, নাসায়ী ২৮৬৭, আবূ দাউদ ২৬৮৫, ইবনু মাজাহ ২৮০৫, আহমাদ ১১৬৫৭, ১২২৭০।

১৩৯০. ইবনু উসাইমীন শরহে বুলুগুল মারাম ৫/৪৮৬ গ্রন্থে বলেন, এর সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। তবে এর শাহেদ হাদীস রয়েছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদরের দিন তিন ব্যক্তিকে বেঁধে হত্যা করেছিলেন, আল মুতঈম বিন আদী, আন নাযর ইবনুল হারিস ও উকবা বিন আবূ মুঈত। ইবনু হাজার তাঁর আদ দিরায়াহ ২/১১৯ গ্রন্থে হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন, আলবানী ইরওয়াউল গালীলে ১২১৪ একে যঈফ বলেছেন।

١٢٨٥ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

১২৮৫ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'জন মুসলিমকে মুক্ত করার জন্য বিনিময়ে একজন মুশরিক বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। -তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীসটির মূল মুসলিমে রয়েছে।[১৩৯১]

ما جَاءَ فِيْ انَّ الْحَرْبِيَّ اذَا اسْلَمَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَقَدْ احْرَزَ مالَهُ

বন্দী হওয়ার পূর্বেই শত্রুপক্ষের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার সম্পদ সুরক্ষিত

١٢٨٦ - وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «"إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوْا ؛ أَحْرَزُوْا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ"» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُوْنَ.

১২৮৬ ঃ সাখ্‌র ইবনু আইলাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ কোন ক্বাওম যখন ইসলাম ক্ববূল করে তখন তারা তাদের রক্ত ও সম্পদকে নিরাপদ করে নেয়। -হাদীসের রাবীগণ মজবূত।[১৩৯২]

جَوَازُ الْمَنِّ عَلَى الْاسِيْرِ بِدُوْنِ فِدَاءٍ

মুক্তিপ ছাড়াই বন্দীকে মুক্ত করা জায়েয

١٢٨٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: «" لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ"» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৮৭ ঃ জুবাইর ইব্‌নু মুতয়িম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদরের যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে বলেন, 'যদি মুতয়িম ইব্‌নু আদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এ সকল নোংরা লোকের জন্যে সুপারিশ করতেন, তবে আমি তাঁর সম্মানার্থে এদের মুক্ত করে দিতাম।'[১৩৯৩]

جَوَازُ وَطْءِ الْمَرْاةِ الْمُسَبِّيَةِ

যুদ্ধ বন্দীনীর সাথে সঙ্গম করার বৈধতা

১৩৯১. সহীহে মুসলিমে ইমরান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একটি লম্বা হাদীসে রয়েছে, أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. ففدي بالرجلين বানু সাকীফ গোত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুজন সাহাবাকে বন্দী করে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণও তাদের একজনকে বন্দী করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'জন মুসলিমকে মুক্ত করার জন্য বিনিময়ে একজন মুশরিক বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মুসলিম ১৬৪১, তিরমিযী ১৫৬৮, আহমাদ ১৯৩২৬, দারেমী ২৪৬৬।

১৩৯২. উক্ত হাদীসের সানাদ দুর্বল হলেও এর শাহেদ হাদীস থাকার কারণে হাদীসটি হাসান। আবূ দাউদ ৩০৬৭, আহমাদ ১৮৩০১, দারেমী ১৬৭৩।

১৩৯৩. বুখারী ৪০২৪, ৩১৩৯, আবূ দাউদ ২৬৮৯, আহমাদ ২৭৫০৬।

١٢٨٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: «أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوْا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৮৮ ঃ আবূ সা'ঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আওতাস নামক যুদ্ধে আমরা এমন কিছু যুদ্ধবন্দিনী লাভ করি যাদের স্বামী রয়েছে। ঐ বন্দিনীদের সাথে সহবাসকে মুসলিমগণ গুনাহের কাজ মনে করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন- স্বামীওয়ালা মেয়েরা তোমাদের জন্য হারাম, বন্দিনী দাসী মেয়েদের ক্ষেত্রে তা নয়'।[১৩৯৪]

مَا جَاءَ فِيْ تَنْفِيْلِ السَّرِيَّةِ

সৈন্যদলের মাঝে গনীমতের মাল বণ্টন করা

١٢٨٩ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيْهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوْا إِبِلًا كَثِيْرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا، وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৯ ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) নাজদের দিকে একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। এ যুদ্ধে গনীমত হিসেবে তাঁরা বহু উট লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাগে এগারোটি কিংবা বারটি করে উট পড়েছিল এবং তাঁদেরকে পুরস্কার হিসেবে আরো একটি করে উট দেয়া হয়।[১৩৯৫]

صِفَةُ قَسْمِ الْغَنِيْمَةِ

গনীমতের মাল বন্টনের পদ্ধতি

١٢٩٠ - وَعَنْهُ قَالَ: «قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: «أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ».

১২৯০ ঃ উক্ত সাহাবী ইবন উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খাইবার যুদ্ধের গানীমাত হতে যদ্ধে ব্যবহৃত ঘোড়ার জন্য দু'টি অংশ ও পদাতিকের জন্য ১টি অংশ দিয়েছেন। -হাদীসের শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[১৩৯৬]

আবু দাউদে আছে, যোদ্ধা ও ঘোড়ার জন্য তিনটি অংশ দিয়েছিলেন, দুটো ভাগ তার ঘোড়ার ও একটি ভাগ তার নিজের।[১৩৯৭]

১৩৯৪. মুসলিম ১৪৫৬, তিরমিযী ১১৩২, ৩০১৬, ৩০১৭, নাসায়ী ৩৩৩৩, আবূ দাউদ ২১৫৫, আহমাদ ১১৩৮৮।

১৩৯৫. বুখারী ৪৩৩৮, ৩১৩৪, মুসলিম ১৭৪৯, আবূ দাউদ ২৭৪১, ২৭৪৩, ২৭৪৪, আহমাদ ৪৫৬৫, ৫১৫৮, মালেক ৯৮৭, দারেমী ২৮৮১।

১৩৯৬. বুখারীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, বর্ণনাকারী ['উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রহ.)] বলেন, নাফি' হাদীসটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, (যুদ্ধে) যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে সে পাবে তিন অংশ এবং যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে না, সে পাবে এক অংশ।

ما جاءَ فِيْ انَّهُ لا نَفْلَ الا بَعْدَ الْخُمُسِ

গনীমতের মাল এক পঞ্চামাংশ আদায় করার পর অতিরিক্ত দেয়া প্রসঙ্গে

١٢٩١ - وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: "لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ.

১২৯১ ঃ মা'ন ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ গানীমাতের মাল (সরকারী) এক পঞ্চমাংশ আদায় করার পর নফল বা অতিরিক্ত দেয়া যাবে (তার আগে নয়)।[১৩৯৮]

بَيَانُ الْمِقْدَارِ الَّذِيْ يَجُوْزُ التَّنْفِيْلُ الَيْهِ

গনীমতের মাল হতে কতটুকু পরিমান অতিরিক্ত দেওয়া জায়েয – এর বর্ণনা

١٢٩٢ - وَعَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ﷺ قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَفَّلَ الرُّبْعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُوْدِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

১২৯২ ঃ হাবীব ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি, তিনি প্রথম দফায় আক্রমণের কারণে আক্রমণকারী মুসলিম মুজাহিদকে গানীমাত হতে এক চতুর্থাংশ দিয়েছিলেন আর (ঐ মুজাহিদের) পুনর্বার আক্রমণ করার জন্য এক তৃতীয়াংশ প্রদান করেছেন।[১৩৯৯]

جَوَازُ تَخْصِيْصِ بَعْضِ السَّرَايَا بِالتَّنْفِيْلِ

কোন সৈন্যদলের মাঝে গনীমতের মাল হতে নফল বা অতিরিক্ত মাল খাস করে প্রদাণ করার বৈধতা

١٢٩٣ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৯৩ ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) প্রেরিত কোন কোন সেনা দলে কোন কোন ব্যক্তিকে সাধারণ সৈন্যদের প্রাপ্য অংশের চেয়ে অতিরিক্ত দান করতেন।[১৪০০]

حُكْمُ الْأَكْلِ مِمَّا يُصِيْبُهُ الْمُجَاهِدُوْنَ

মুজাহিদদের প্রাপ্ত সম্পদ ভক্ষণের বিধান

১৩৯৭. বুখারী ২৮৬৩, মুসলিম ১৭৬২, তিরমিযী ১৫৫৪, আবূ দাউদ ২৭৩৩, ইবনু মাজাহ ২৮৫৪, আহমাদ ৪৪৩৪, ৪৯৮০, ৫২৬৪, দারেমী ২৪৭২।

১৩৯৮. আবূ দাউদ ২৭৫৩, আহমাদ ১৫৪৩৩।

১৩৯৯. আবূ দাউদ ২৭৪৮, ২৭৫০, ইবনু মাজাহ ২৮৫১, ২৮৫৩, আহমাদ ১৭০০৮, দারেমী ২৪৮৩।

১৪০০. বুখারী ৩১৩৫, মুসলিম ১৭৫০, আবূ দাউদ ২৭৪৫, আহমাদ ৬২১৪।

١٢٩٤ - وَعَنْهُ [قَالَ]: «كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِأَبِي دَاوُدَ:؟ «فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ الْخُمُسُ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১২৯৪ ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধের সময় মধু ও আঙ্গুর লাভ করতাম। আমরা তা খেয়ে নিতাম, কিন্তু জমা রাখতাম না।

আবূ দাঊদের বর্ণনায় আছে, তা হতে এক পঞ্চমাংশ নেয়া হতো না।[১৪০১]

١٢٩٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيْهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُوْدِ، وَالْحَاكِمُ.

১২৯৫ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা খাইবার যুদ্ধে খাদ্যসামগ্রী লাভ করি, ফলে লোকেরা প্রয়োজন মেটানোর মত খাদ্য নিয়ে আপন আপন স্থানে চলে যেত।[১৪০২]

حُكْمُ رُكُوْبِ الدَّابَّةِ مِنَ الْغَنَمِ وَلُبْسِ الثَّوَابُ مِنْهُ

গনীমত থেকে প্রাপ্ত জন্তুর উপর আরোহন করা এবং পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করার বিধান

١٢٩٦ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.

১২৯৬ ঃ রুওয়াইফি' ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মুসলিম যেন এমন না করে যে, ফাই-এর (বিনা যুদ্ধে অধিকৃত সরকারী মালের) কোন জন্তু ব্যবহার করে তাকে দুর্বল করে ফেলে ফেরত দেয়; আর ঐ মালের কোন কাপড় ব্যবহার করে পুরাতন করে ফেলে তা ফেরত দেয়। (অর্থাৎ সরকারী মাল শরী'আত সম্মত অনুমতি ও সদিচ্ছা ছাড়া কারো ব্যবহার করা বৈধ হবে না)।[১৪০৩]

ما جَاءَ فِي الامانِ

বিধর্মীকে নিরাপত্তা দান করা প্রসঙ্গে

١٢٩٧ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «" يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ"» أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

১৪০১. বুখারী ৩১৫৪, আবূ দাউদ ২৭০১।

১৪০২. আবূ দাউদ ২৭০৪, আহমাদ ১৮৬৪৫।

১৪০৩. আবূ দাউদ ২১৬৯, ২৭০৮।

১২৯৭ ঃ আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলিম স্বীয় দায়িত্বে আশ্রয় দিলে তা অন্য মুসলিমের পক্ষেও পালনীয় হবে। (অর্থাৎ যদি সৎ ও মহৎ উদ্দেশে কোন মুসলিম কোন বিধর্মীকে আশ্রয় দান করে তবে সকল মুসলিমের উপর তা পালনের দায়িত্ব অর্পিত হবে)।[১৪০৪]

١٢٩٨ - وَلِلطَّيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «" يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَدْنَاهُمْ"».

১২৯৮ ঃ তাইয়ালিসীতে 'আমর ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত; একজন তুচ্ছ মুসলিমও মুসলিমের পক্ষ হতে আশ্রয় দানের অধিকার রাখে।[১৪০৫]

١٢٩٩ - وَفِي "اَلصَّحِيْحَيْنِ" : عَنْ عَلِيٍّ ﷺ [قَالَ]: «"ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَىبِهَا أَدْنَاهُمْ"».

১২৯৯ ঃ বুখারী ও মুসলিমে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত; মুসলিমের জিম্মা দান একই, এতে একজন নগণ্য মুসলিমও সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে যথেষ্ট।[১৪০৬]

١٣٠٠ - زَادَ اِبْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «" يُجِيْرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ"».

১৩০০ ঃ ইবনু মাজাহ অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মুসলিমদের একজন দূরতম ব্যক্তি অর্থাৎ নগণ্য লোকও সকল মুসলিমের পক্ষ হতে আশ্রয় প্রদানের অধিকার রাখে।[১৪০৭]

١٣٠١ - وَفِي "اَلصَّحِيْحَيْنِ" مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ هَانِئٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ"».

বুখারী মুসলিমে উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত; হাদীসে আছে, তুমি যাকে আশ্রয় দেবে তাকে আমরাও আশ্রয় দিয়েছি বলে সাব্যস্ত হবে।

ما جَاءَ فِيْ اجْلاءِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

আরব ভূখন্ড থেকে ইয়াহুদ এবং নাসারাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া

١٣٠٢ - وَعَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «" لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩০১ ঃ উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন ঃ অবশ্যই ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে আরবের মাটি হতে বের করে দেব, আর কেবল মুসলিমদেরকেই এখানে রেখে দেব।[১৪০৮]

اَلْحَثُّ عَلَى اعْدَادِ الاتِ الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদাণ

১৪০৪. আহমাদ ১৬৯৭, ১৭৩১১, আবূ ইয়া'লা ৮৭৬, ৮৭৭।

১৪০৫. আহমাদ ১৭৩১১।

১৪০৬. বুখারী ১১১, ৬৭৫৫, ১৮৭০, ৩০৪৭, ১৮৭০, ৩১৭২, মুসলিম ১৩৭০, তিরমিযী ১৪১২, ২১২৭, নাসায়ী ৪৭৩৪, ৪৭৩৫, আবূ দাউদ ৪৫৩০, ইবনু মাজাহ ২৬৫৮, আহমাদ ৬১৪, দারেমী ২৩৫৬।

১৪০৭. আবূ দাউদ ২৭৫১, ইবনু মাজাহ ২৬৮৫, আহমাদ ৬৭৫১, ৬৯৩১।

১৪০৮. মুসলিম ১৭৬৭, তিরমিযী ১৬০৬, ১৬০৭, আবূ দাউদ ৩০৩০, আহমাদ ২০১, ২১৫।

١٣٠٢- وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ، مِمَّا لَمْ يُوْجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللهِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩০২ ঃ 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ নাযীরের সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল (ﷺ)-কে 'ফায়' হিসেবে দান করেছিলেন। এতে মুসলিমগণ অশ্ব বা সাওয়ারী চালনা করেনি। এ কারণে তা নাবী (ﷺ)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এ সম্পদ থেকে নাবী (ﷺ) তাঁর পরিবারকে এক বছরের খরচ দিয়ে দিতেন এবং বাকী আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতির জন্য হাতিয়ার ও ঘোড়া ইত্যাদিতে ব্যয় করতেন।[১৪০৯]

ما جَاءَ فِيْ قَسْمِ الْغَنَمِ اذا احْتَاجَهَا الْمُجَاهِدُوْنَ

মুজাহিদদের প্রয়োজনে গনীমতের মাল বন্টন করা

١٣٠٣ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﷺ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيْهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ"» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.

১৩০৩ ঃ মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে থেকে খাইবারে যুদ্ধ করেছি। সে যুদ্ধে আমরা গানীমতের যে মাল লাভ করেছিলাম তার কিছু অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সৈনিকদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন আর অবশিষ্ট গানীমাতের মালে জমা করেছিলেন।[১৪১০]

الْامْرُ بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَالنَّهْيُ عَنْ حَبْسِ الرُّسُلِ

অঙ্গীকার পূর্ণ করার ব্যাপারে আদেশ করা এবং দূতদেরকে আটকিয়ে রাখতে নিষেধ করা

١٣٠٤ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"إِنِّي لَا أَخِيْسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ "» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১৩০৪ ঃ আবু রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ওয়াদা ভঙ্গ করি না (রাষ্ট্রীয়) দূতকে বন্দীও করি না।[১৪১১]

১৪০৯. "يوجف"ঃ শব্দটি الإيجاف মাসদার থেকে এসেছে। এর অর্থ দ্রুত সম্পন্ন হওয়া। এর অর্থ ঃ কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত হওয়া। "الكراع"ঃ শব্দের অর্থ যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য পশুকে যেমনঃ ঘোড়া, উট ইত্যাদি জন্তুকে الكراع বলা হয়। বুখারী ৩০৯৪, ৪০৩৪, ৪৮৮৫, মুসলিম ১৭৫৭, তিরমিযী ১৭১৯, নাসায়ী ৪১৪০, ৪১৪৮, আবূ দাউদ ২৯৬৩, ২৯৬৫, ২৯৬৬, আহমাদ ১৭২, ২১৫।

১৪১০. আবূ দাউদ ২৭০৭।

১৪১১. عن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله غليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام. فقلت: يا رسول الله! إني والله لا أرجع إليهم أبداً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث وعندهم "البرد" بدل "الرسل" وزادوا: "ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن، فارجع" قال: فذهبت، ثم أتيت النبي

حُكْمُ الْأَرْضِ يَغْنِمُهَا الْمُسْلِمُوْنَ

মুসলমানদের গনিমতের জমি বণ্টনের বিধান

١٣٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «"أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوْهَا، فَأَقَمْتُمْ فِيْهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَإِنْ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩০৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যে লোকালয়ে (বস্তিতে) তোমরা আগমন করে বিনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে সেখানে অবস্থান করবে সে ক্ষেত্রে তা তোমরা তোমাদের অংশ হিসেবে লাভ করবে। আর যে বস্তি আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ) এর নাফারমানীর কারণে যুদ্ধের সম্মুখীন হবে ও লড়াই-এর পর পরাজিত হবে সেখানে গনীমাতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ) এর জন্য হব তারপর তা তোমাদের জন্য থাকবে।[১৪১২]

بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

অধ্যায় (১) : সন্ধি ও জিয্ইয়া

ما جَاءَ فِيْ اخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوْسِ

অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে কর নেওয়া

١٣٠٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا - يَعْنِي: الْجِزْيَةَ - مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَهُ طَرِيْقٌ فِي "اَلْمَوْطَأِ" فِيْهَا اِنْقِطَاعٌ.

১৩০৬ ঃ 'আবদুর রহমান ইব্নু আউফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) হাজার এলাকার অগ্নিপূজকদের নিকট হতে তা অর্থাৎ যিযিয়া গ্রহণ করেছেন।[১৪১৩]

ما جَاءَ فِيْ اخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْعَرَبِ

আরবদের কাছ থেকে কর নেওয়া

আবূ রাফে' (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশরা আমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর صلى الله عليه وسلم، فأسلمت কাছে দুত হিসেবে প্রেরণ করলেন। আমি যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখলাম, আমার অন্তরের মাঝে ইসলাম গ্রহণ করার আগ্রহ হল। তখন আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমি তাদের কাছে কখনই ফিরে যাব না। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করে বলেন, তুমি ফিরে যাও। তোমার মনের এই অবস্থা যদি পরেও থাকে তাহলে তুমি ফিরে এসো। আবূ রাফে' বলেনঃ আমি ফিরে গেলাম। অতঃপর আবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলাম। আবূ দাউদ ২৭৫৮, আহমাদ ২৩৩৪৫।

১৪১২. মুসলিম ১৭৫৬, আবূ দাউদ ৩০৩৬, আহমাদ ২৭৪৩৮।

১৪১৩. মুসলিম ৩১৫৭, তিরমিযী ১৫৮৬. ১৫৮৭, আবূ দাউদ ৩০৪৬, আহমাদ ১৬৬০, ১৬৮৮, মালেক ১৬১৭, দারেমী ২৫০১।

١٣٠٧ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ﷺ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنُ الْوَلِيْدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُوْمَةَ، فَأَخَذُوْهُ، فَحقَنَ دَمِهِ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

১৩০৭ ঃ আসিম ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি আনাস ও উসমান ইবনু আবূ সুলায়মান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খালিদ ইবনু ওয়ালীদকে যুদ্ধাভিযানে দুমাতুল জান্দালে শাসক উকাইদিরের নিকটে পাঠিয়েছিলেন । তিনি তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে হত্যা করা হতে রক্ষা করলেন ও তার সাথে জিইয়্য়া করের বিনিময়ে সন্ধি করেন।[১৪১৪]

ما جَاءَ فِيْ مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ وَصِفَةِ دَافِعِهَا

করের পরিমাণ এবং এর পরিশোধকারীর বিবরণ

١٣٠٨ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا، أَوْ عَدْلَهُ معافريًا» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

১৩০৮ ঃ মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ইয়ামান পাঠিয়েছিলেন। আর প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত জিম্মী প্রজার মাথাপিছু (বার্ষিক) কর একটি দিনার বা তার সমমূল্যের মু'আফিরী কাপড় আদায়ের আদেশ দিয়েছিলেন।[১৪১৫]

ما جَاءَ فِيْ انَّ الْاسْلامَ يَعْلُوْ وَلا يَعْلِيْ

ইসলাম উঁচু থাকবে, নিচু হবে না

١٣٠٩ - وَعَنْ عَائِذِ بْنُ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «"اَلْإِسْلَامِ يَعْلُو، وَلَا يُعْلَى"» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

১৩০৯ ঃ আয়িয ইবন আমর মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ইসলাম উঁচু থাকবে-নীচু হবে না।[১৪১৬]

النَّهْيُ عَنِ السَّلامِ عَلَى اهْلِ الْكِتَابِ وَتَوَسُّعَةِ الطَّرِيْقِ

আহলে কিতাবদের সালাম দেওয়া এবং তাদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দেয়া নিষেধ

١٣١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «" لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيْقٍ، فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৪. আবূ দাউদ ৩০৬৭।

১৪১৫. المعافري ইয়ামানের তৈরীকৃত পোশাককে বলা হয়। আর এই নামকরণটি সেখানকার একটি শহরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে রাখা হয়েছে। আবূ দাউদ ৩০৩৮, ১৫৭৬, তিরমিযী ৬২৩, নাসায়ী ২৪৫০, ২৪৫১, ২৪৫২, ইবনু মাজাহ ১৮০৩, আহমাদ ২১৫০৫, ২১৫৩২, মালেক ৫৯৮, দারেমী ১৬২৩, ১৬২৪।

১৪১৬. দারাকুতনী ৩য় খণ্ড ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩১।

১৩১০ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সালাম আদান-প্রদানকালে ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে আগে সালাম দেবে না। রাস্তায় চলাচলে (কাছাকাছি হলে) তাদেরকে পাথের সংকীর্ণতার দিকে যেতে বাধ্য করবে।[১৪১৭]

جَوَازُ عَقْدِ الْهُدْنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ

মুসলমান এবং মুশরিকদের মাঝে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করা জায়েয

١٣١١ - وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنُ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانُ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُوْلِهِ، وَفِيْهِ: " هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو: عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرِ سِنِيْنَ، يَأْمَنُ فِيْهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ"» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْلِهِ فِي الْبُخَارِيِّ.

১৩১১ ঃ মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ ও মারওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুদাইবিয়ার যুদ্ধ দিবেসে বের হয়েছিলেন । (হাদসটি লম্বা, তার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।) এটা ঐ সন্ধি যা আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ সুহাইল ইবনু আমরের সাথে দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখার জন্য সম্পাদন করলেন। জনসাধারণ এতে নিরাপদে থাকবে ও একপক্ষ অন্য পক্ষের উপর আঘাত হানবে না।[১৪১৮]

١٣١٢ - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٍ بَعْضِهِ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ، وَفِيْهِ: «أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوْهُ عَلَيْنَا فَقَالُوْا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِنَّهُ مِنْ ذَهَبٍ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، فَسَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا"».

১৩১২ ঃ মুসলিমে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের একটা অংশে এরূপ আছে, (প্রতিপক্ষ কুরাইশ বললো) তোমাদের যে লোক আমাদের কাছে চলে আসবে, আমরা তাকে তোমাদের কাছে ফেরত দেব না। আর আমাদের মধ্য থেকে যে লোক তোমাদের কাছে চলে যাবে তাকে আমাদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে। (এরূপ শর্ত প্রসঙ্গে) সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ শর্ত কি আমরা লেখব? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হ্যাঁ। কেননা আমাদেরকে ছেড়ে যারা তাদের কাছে চলে যাবে (জানতে হবে) আল্লাহ তাকে (আমাদের থেকে) দূর করে দিয়েছেন। আর যে তাদের মধ্যে থেকে আমাদের কাছে চলে আসবে তার জন্য আল্লাহ অচিরেই মুক্তি ও বিপদ হতে ত্রাণের ব্যবস্থা করবেন।[১৪১৯]

১৪১৭. মুসলিম ২১৬৭, তিরমিযী ২৭০০, আবূ দাউদ ১৪৯, আহমাদ ৭৫১৩, ৭৫৬২, ৯২৩৩।

১৪১৮. আবূ দাউদ ২৭৬৫, ২৭৬৬, বুখারী ১৬৯৫, ১৮১১, ২৭৩৪, ৪১৭৯, নাসায়ী ২৭৭১, আহমাদ ১৮৪৩০, ১৮৪৪১, ১৮৪৪৫।

১৪১৯. মুসলিম ১৭৮৪, আহমাদ ১৩৪১৫।

اثْمُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا

চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যাকারীর গুনাহ

١٣١٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «"مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوْجَدَ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا"» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩১৩ ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন জিম্মীকে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে।'[১৪২০]

بَاب السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

অধ্যায় (২) : দৌড় প্রতিযোগিতা এবং তীর নিক্ষেপণ

مَشْرُوْعِيَّةُ سِبَاقِ الْخَيْلِ وَتَنْوِيْعِ الْمَسَافَةِ حَسْبَ قُوَّتِهَا وَضُعْفِهَا

ঘোঁড়-দৌড় শরীয়তসম্মত এবং শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিযোগিতার দূরত্ব নির্ধারণ

١٣١٤ - عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «سَابَقَ النَّبِيُّ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ فِيْمَنْ سَابَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةَ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيْلٍ.

১৩১৪ ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধের জন্যে তৈরি ঘোড়াকে 'হাফ্‌য়া' (নামক স্থান) হতে 'সানিয়াতুল ওয়াদা' পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর যে ঘোড়া যুদ্ধের জন্যে তৈরি নয়, সে ঘোড়াকে 'সানিয়া' হতে যুরাইক গোত্রের মাসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর এই প্রতিযোগিতায় 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) অগ্রগামী ছিলেন।

বুখারীতে আছে, সুফইয়ান (রাঃ) বলেন, হাফইয়া হতে সানিয়াতুল ওয়াদা' পাঁচ বা ছ'মাইল এবং সানিয়া হতে বানি যুরাইক্বের মাসজিদ এক মাইল। (হাফইয়া এটা মাদীনার বাইরের একটা স্থানের নাম।)[১৪২১]

مَشْرُوْعِيَّةُ تَنْوِيْعِ الْمَسَافَةِ بِحَسْبِ قُوَّةِ الْخَيْلِ وَجَلَادَتِهَا

ঘোড়ার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ঘোঁড়-দৌড়ের সীমানা নির্ধারণ

১৪২০. বুখারী ৬৯১৪, নাসায়ী ৪৭৫০, ইবনু মাজাহ ২৬৮৬, আহমাদ ৬৭০৬।

১৪২১. বুখারী ২৮৬৮, ২৮৬৯, ২৮৭০, মুসলিম ১৮৭০, তিরমিযী ১৬৯৯, নাসায়ী ৩৫৮৩, ৩৫৮৪, আবূ দাউদ ২৫৭৫, ২৫৭৬, ২৫৭৭, আহমাদ ৪৪৭৩, ৪৫৮০, ৫১৫৯, মালেক ১০১৭, দারেমী ২৪২৯।

١٣١٥ - وَعَنْهُ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১৩১৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) ঘোড়া দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিয়েছেন, তিনি এতে পূর্ণ বয়সের ঘোড়া যা দীর্ঘ পথ অতিক্রমে সক্ষম, সে গুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন। -ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১৪২২]

ما تَجُوْزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ

কল্যাণের স্বার্থে প্রতিযোগিতা বৈধ

١٣١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১৩১৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ উট, তীর ও ঘোড়া ছাড়া অন্য বস্তুতে প্রতিযোগিতা নেই।[১৪২৩]

ما جَاءَ فِيْ اشْتِرَاطِ مُحَلِّلِ السِّبَاقِ

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করানোর শর্ত প্রসঙ্গ

١٣١٧ - وَعَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «" مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

১৩১৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; নাবী (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি পিছিয়ে যাওয়ার আশংকা নিয়ে কোন ঘোড়াকে দুটো ঘোড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এরূপ ক্ষেত্রে কোন দোষ নেই। কিন্তু এরূপ আশংকা না থাকার অবস্থায় ঢুকানো জুয়ার শামিল হবে।[১৪২৪]

১৪২২. القرح শব্দটি قارح এর বহুবচন। যে ঘোড়া পঞ্চম বছরে প্রবিষ্ট হয়েছে তাকে قارح বলা হয়। বুখারী ৪২১, ২৮৬৮, ২৮৬৯, ২৮৭০, ৭৩৩, মুসলিম ১৮৭০, আবূ দাউদ ২৫৭৫, ২৫৭৬, তিরমিযী ১৬৯৯, নাসায়ী ৩৫৮৩, ৩৫৮৪, ইবনু মাজাহ ২৮৭৭, আহমাদ ৪৪৭৩, মালেক ১০১৭, দারেমী ২৪২৯।

১৪২৩. আবূ দাউদ ২৫৭৪, তিরমিযী ১৭০০।

১৪২৪. বুখারী ৫৫৭০, মুসলিম ১৯৭১, তিরমিযী ১৫১১, নাসায়ী ৪৪৩১, ৪৪৩২, ৪৪৩৩, আবূ দাউদ ২৮১১, ইবনু মাজাহ ৩১৫৯, আহমাদ ২৩৭২৮, ২৫২২৩, মালেক ১০৪৭, দারেমী ১৯৫৯। শাইখ আলবানী যঈফ ইবনু মাজাহ ৫৭২, যঈফুল জামে ৫৩৭১, ইরওয়াউল গালীল ১৫০৯ গ্রন্থত্রয়ে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ আল মুসতাদরাক আলাল মাজমু' ৪/৪২ গ্রন্থে বলেন, এটি নাবী (ﷺ)-এর বাণী নয়, বরং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব এর বাণী। বিশ্বস্ত রাবীগণ এরূপই বলেছেন। সুফইয়ান বিন হুসাইন আল ওয়াসিত্বী মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর আল ফুরুসিয়্যাহ গ্রন্থেও ২১২ বলেন, এটি বিশুদ্ধ নয়।

ما جاءَ فِيْ فَضْلِ الرَّمْيِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

তীর চালনার ফযীলত এবং এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

١٣١٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنُ عَامِرٍ ﷺ «[قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ: وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ "أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩১৮ ঃ উক্ববাহ ইবনু আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মিম্বারের উপরে ওয়া আ'ইদ্দুল্লাহুম' এ আয়াতটা পড়তে শুনেছি, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, তোমরা সজাগ হও শর নিক্ষেপেই শক্তি। সজাগ হও, শর নিক্ষেপই শক্তি রয়েছে। সজাগ হও শর নিক্ষেপেই শক্তি রয়েছে।

(অর্থাৎ তীর নিক্ষেপে তখনকার দিনে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। সমসাময়িক কালে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন বলে যা সাব্যস্ত হবে সেটাকেই আয়ত্ব করা মুজাহিদগণের কর্তব্য।)[১৪২৫]

১৪২৫. মুসলিম ১৯৭১, আবূ দাউদ ২৫৭৯, ইবনু মাজাহ ২৮৭৬, আহমাদ ১০১৭৯।

كِتَاب الْاَطْعِمَةِ

পর্ব (১২) : খাদ্য

تَحْرِيْمُ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

প্রত্যেক দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু এবং নখরযুক্ত পাখি ভক্ষণ করা হারাম

١٣١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «" كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩১৯ ঃ আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত; নাবী বলেন ঃ কর্তন বিশিষ্ট সকল হিংস্র পশুর গোশত খাওয়া হারাম।[১৪২৬]

١٣٢٠ - وَأَخْرَجَهُ: مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: نَهَى وَزَادَ: «" وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ"».

১৩২০ ঃ ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত; হাদীসের শব্দ, রাসূলুল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, তাতে আরো আছে বড় নখবিশিষ্ট পাখির গোশত খাওয়া হারাম।[১৪২৭]

تَحْرِيْمُ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَاِبَاحَةِ الْخَيْلِ

গৃহপালিত গাধা হারাম ও ঘোড়া খাওয়া বৈধ

١٣٢١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذَنَ فِي لُحُوْمِ الْخَيْلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: «وَرَخَّصَ»

১৩২১ ঃ জাবির হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ খাইবার যুদ্ধের সময় গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। বুখারীর শব্দে আছে, ওয়া-রাখ্‌খাসা (ঘোড়ার গোশত খাবার রুখসাত দিয়েছিলেন)।[১৪২৮]

اِبَاحَةُ اَكْلِ الْجَرَادِ

পঙ্গপাল খাওয়ার বৈধতা

١٣٢٢ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২২ ঃ ইবনু আবূ আওফা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ()-এর সঙ্গে সাতটি কিংবা ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমরা তাঁর সঙ্গে ফড়িংও খাই।[১৪২৯]

১৪২৬. মুসলিম ১৯৩৩, তিরমিযী ১৪৭৯, ১৭৯৫, নাসায়ী ৪৩২৪, ইবনু মাজাহ ৩২৩৩, আহমাদ ৭১৮৩, ৭১৮৫, দারেমী ১০৭৬।

১৪২৭. মুসলিম ১৯৯৪, নাসায়ী ৪৩৪৮, আবূ দাউদ ৩৮০৩, ৩৮০৫ইবনু মাজাহ ৩২৩৪, আহমাদ ২১৯৩, ২৬১৪, দারেমী ১৯৮২।

১৪২৮. বুখারী ৪২১৯, ৫৫২০, ৫৫২৪, মুসলিম ১৯৪১, তিরমিযী ১৭৯৩, নাসায়ী ৪৩২৭, ৪৩২৮, ৪৩২৯, আবূ দাউদ ৩৭৮৮, ৩৭৮৯, ৩৭৪৯, ইবনু মাজাহ ৩১৯১, ৩১৯৭, আহমাদ ১৪০৪১, ১৪০৫৪, দারেমী ১৯৯৩।

اباحة اكل الارنب

খরগোশ খাওয়ার বৈধতা

١٣٢٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ - فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ - «قَالَ: فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَبِلَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩২৩ ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে খরগোশের বর্ণনায় বর্ণিত। তিনি বলেন, তা যবেহ করে তার একটি রান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে পাঠালে তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। [১৪৩০]

ما نهي عن قتله حرم اكله

যে সমস্ত জন্তু হত্যা করা নিষেধ তা ভক্ষণ করাও হারাম

١٣٢٤ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

১৩২৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চারটি জন্তু হত্যা করতে নিষেধ করেছেনঃ পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ পাখি ও সূরাদ (এক প্রকার শিকারী পাখি)। [১৪৩১]

حكم اكل الضبع

হায়েনা খাওয়ার বিধান

١٣٢٥ - وَعَنْ اِبْنِ أَبِي عَمَّارٍ ﷺ قَالَ: «قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: قَالَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: نِعَمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ

১৩২৫ ঃ ইবনু আবী আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললাম, হায়েনা কি হালাল শিকার? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তা বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ[১৪৩২]

حكم اكل القنفذ

শজারু খাওয়ার বিধান

১৪২৯. বুখারী ৫৪৯৫, মুসলিম ১৯৫২, মুসলিম ১৮২১, ১৮২২, নাসায়ী ৪৩৫৬, ৪৩৫৭, আবূ দাউদ ৩৮১২, আহমাদ ১৮৬৩৩, ১৮৬৬৯, দারেমী ২০১০।

১৪৩০. মুসলিম ৫৪৮৯, ৫৫৩৫, মুসলিম ১৯৫৩, তিরমিযী ১৭৮৯, নাসায়ী ৪৩১২, আবূ দাউদ ৩৭৯১, আবূ দাউদ ৩২৪৩, আহমাদ ১১৭৭২, ১২৩৩৬, দারেমী ২০১৩।

১৪৩১. আবূ দাউদ ৫২৬৭, আহমাদ ৩০৫৭, ৩২৩২, দারেমী ১৯৯৯।

১৪৩২. আবূ দাউদ ২৭৯৯, নাসায়ী ৪৩৮৩, ৪৩৮৪, ইবনু মাজাহ ৩১৪০।

١٣٢٦ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: «ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَالَ: خِبْثَةَ مِنْ الْخَبَائِثِ"» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

১৩২৬ ঃ ইবন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তাকে শজারু (কন্টকাকীর্ণ পাখাবিশিষ্ট জীব) প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তার উত্তরে একটা আয়াতের উদ্ধৃতি দিলেন যার সারমর্ম- এটাতো আহার গ্রহণকারীর জন্য হারামকৃত বস্তুর অন্তর্গত বলে পাচ্ছি না। তার নিকটে উপস্থিত একজন বৃদ্ধ সাহাবী বলেন, আমি আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে এ কুনফুয প্রসঙ্গে আলোচনা হওয়ায় তিনি বলেন ঃ অবশ্য এটা নাপাক বস্তুর মধ্যে একটা।[১৪৩৩]

تَحْرِيْمُ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِهَا

নাপাক বস্তু ভক্ষণকারী জন্তুর গোশত খাওয়া এবং এর দুধ পান করা হারাম

١٣٢٧ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩২৭ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাপাক বস্তু ভক্ষণকারী জন্তুর গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।[১৪৩৪]

اباحَةُ لَحْمِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ

বন্য গাধার গোস্তের বৈধতা

١٣٢٨ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ «-فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২৮ ঃ আবূ ক্বাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; বন্য গাধার ঘটনায় আছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওটার গোশত খেয়েছেন।[১৪৩৫]

اباحَةُ لَحْمِ الْفَرَسِ

ঘোড়ার গোস্তের বৈধতা

১৪৩৩. আবূ দাউদ ৩৮০১, তিরমিযী ৮৫১, ১৭৯১, নাসায়ী ২৮৩৬, ৪৩২৩, ইবনু মাজাহ ৩০৮৫, ৩২৩৬, আহমাদ ১৩৭৫১, ১৬০১৬।

১৪৩৪. আবূ দাউদ ৩৭৮৪, ৩৭৮৭, তিরমিযী ২৮২৪।

১৪৩৫. বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "هل معكم منه شيء ؟" قالوا: معنا رجله. قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها গাধাটির কোন অংশ তোমাদের নিকট আছে কি? তারা বললেন, আমাদের সঙ্গে একটি পায়া আছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা নিয়ে আহার করলেন। বুখারী ১৮২১, ১৮২২, ১৮২৩, ১৮২৪, ২৫৭০মুসলিম ১১৯৬, তিরমিযী ৮৪৭, নাসায়ী ২৮২৪, ২৮২৫, আবূ দাউদ ১৮৫২, ৩০৯৩, আহমাদ ২২০২০, ২২০৬১, ২২০৬৮, মালেক ৭৮৬, ৭৮৮, দারেমী ১২২৬, ১৮২৭।

١٣٢٩ - وَعَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২৯ ঃ আসমা বিনতু আবী বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে ঘোড়া নাহর (যাবাহ) করেছিলাম ও এর গোশত খেয়েছিলাম।[১৪৩৬]

اِبَاحَةُ لَحْمِ الضَّبِّ

গুইসাপের গোশতের বৈধতা

١٣٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৩০ ঃ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দস্তর খানের উপর গুইসাপ (গোহ্) খাওয়া হয়েছে।[১৪৩৭]

النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ

ব্যাঙ হত্যা করা নিষেধ

١٣٣١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ «أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৩৩১ ঃ আব্দুর রহমান ইবনু উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; কোন চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ব্যাঙ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন এটা ঔষধে প্রয়োগ করবেন কি না? তিনি ওটা হত্যা করতে নিষেধ করলেন।[১৪৩৮]

بَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

অধ্যায় (১) : শিকার ও যবহকৃত জন্তু

اِبَاحَةُ اتِّخَاذِ كَلْبِ الصَّيْدِ

শিকারী কুকুর পালনের বৈধতা

১৪৩৬. বুখারী ৫৫১১, ৫৫১২, মুসলিম ১৯৪২, নাসায়ী ৪৪২১, ইবনু মাজাহ ৩১৯০, আহমাদ ২৬৩৭৯, ২৬৩৯০, দারেমী ১৯৯২।

১৪৩৭. বুখারীতে রয়েছে, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا. فأكل من السمن والأقط، وترك الضب تقذرا، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم হারিস ইবনু হাযনের মেয়ে উম্মু হুফায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্য ঘি, পনির এবং কতগুলো দব্ব হাদিয়া পাঠালেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওগুলো চেয়ে নিলেন এবং এগুলো তাঁর দস্তরখানে খাওয়া হল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘৃণার কারণে খেতে অপছন্দ করলেন। ওগুলো হারাম হলে তাঁর দস্ত রখানে তা খাওয়া হত না এবং তিনিও এগুলো খেতে অনুমতি দিতেন না। বুখারী ২৫৭৫, ৫৩৮৯, ৫৪০২, মুসলিম ১৯৪৭, নাসায়ী ৪৩১৯, আবূ দাউদ ৩৭৯৩, আহমাদ ২২৯৯, ২৩৫০, ২৫৬৫।

১৪৩৮. আহমাদ ১৫৩৩০, নাসায়ী ৪৩৫৫, আবূ দাউদ ৩৮৭১, দারেমী ১৯৯৮, হাকিম ৪র্থ খণ্ড ৪১১ পৃষ্ঠা।

١٣٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৩২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি গৃহপালিত পশুর রক্ষণাবেক্ষণ বা শিকার করণার্থে অথবা শস্য ক্ষেতের পাহারার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল হতে এক কীরাত পরিমাণ কমতে থাকবে।[১৪৩৯]

الصَّيْدُ بِالْجَارِحِ وَالْمُحَدِّدِ

ধারালো এবং জখম করা যায় এমন অস্ত্র দ্বারা শিকার করা

١٣٣٣ - وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيْقًا فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

১৩৩৩ ঃ 'আদী ইবনু হাতিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন, ঃ তুমি যদি তোমার কুকুরকে শিকার ধরার জন্য পাঠাবে বিসমিল্লাহ বলে পাঠাবে, যদি সে শিকারকে তোমার জন্য রেখে দেয় এবং তুমি তা জীবিত পাও তবে জবাই করবে। আর যদি তুমি দেখ যে, কুকুর তার শিকারকে মেরে ফেলেছে কিন্তু সে তা হতে কিছু খায়নি, তবে তুমি তা খেতে পার। আর যদি তুমি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাও এবং সেগুলো শিকার ধরে মেরে ফেলে, তা হলে তা খাবে না। কেননা, তুমি তো জান না যে, কোন্ কুকুরটি হত্যা করেছে? আর যদি তুমি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর তখন বিসমিল্লাহ বলবে। এরপর তা একদিন বা দু'দিন পর এমন অবস্থায় হাতে পাও যে, তার গায়ে তোমার তীরের আঘাত ব্যতীত অন্য কিছু নেই, তাহলে খাও। আর যদি তা পানির মধ্যে পড়ে থাকে, তা হলে তা খাবে না।[১৪৪০]

ما جَاءَ فِيْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

পালকবিহীন তীর দ্বারা শিকার করা

١٣٣٤ - وَعَنْ عَدِيٍّ ﷺ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ، فَلَا تَأْكُلْ"» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৪৩৯. বুখারী ২৩২২, ৩৩২৪, মুসলিম ১৫৭৫, তিরমিযী ১৪৯০, নাসায়ী ৪২৮৯, ৪২৯০, আবূ দাউদ ২৮৪৪, ইবনু মাজাহ ৩২০৪, আহমাদ ৭৮৬৬, ৯৭৬৫।

১৪৪০. বুখারী ১৭৫, ২০৫৪, ৫৪৭৫, ৫৪৭৭, ৫৪৮৩, মুসলিম ১৯২৯।

১৩৩৪ ঃ 'আদী ইবনু হাতিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি তীরের ধারালো অংশ দ্বারা আঘাত করে থাক তাহলে খাও, আর যদি ফলার আঘাত লেগে থাকে এবং শিকারটি মারা যায়, তাহলে খেও না। কেননা, সেটি ওয়াকীয বা থেতলে মরার মধ্যে গণ্য।[১৪৪১]

حُكْمُ الْأَكْلِ مِنَ الصَّيْدِ اذَا غَابَ

শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপের পর তা অদৃশ্য হয়ে গেলে, অতপর তা পেলে খাওয়ার বিধান

١٣٣٥ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «" إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ"» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩৫ ঃ আবূ সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ (আল্লাহর নাম নিয়ে) তুমি শিকারের প্রতি তোমার তীর নিক্ষেপ করার পর যদি ঐ শিকার তোমর হস্তগত না হয়ে অদৃশ্য থাকে, তারপর তুমি ওটা পেলে এবারে তুমি তা খাও যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা দুর্গন্ধযুক্ত না হয়।[১৪৪২]

حُكْمُ التَّسْمِيَةِ

জবেহের সময় বিসমিল্লাহ বলার বিধান

١٣٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ «أَنَّ قَوْمًا قَالُوْا لِلنَّبِيِّ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اِسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: " سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوْهُ"» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৩৬ ঃ 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। একদল লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল কতক লোক আমাদের নিকট গোশ্‌ত নিয়ে আসে। আমরা জানি না যে, পশু যবহের সময় বিসমিল্লাহ বলা হয়েছিল কিনা। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরাই এর উপর বিসমিল্লাহ পড় এবং তা খাও।[১৪৪৩]

النَّهْيُ عَنِ الْخَذْفِ وَتَحْرِيْمُ ما صِيْدَ بِهِ

খাযফ করা নিষেধ এবং এর মাধ্যমে শিকারকৃত জন্তু খাওয়া হারাম[১৪৪৪]

١٣٣٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﷺ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَصِيْدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

১৪৪১. তিরমিযী ১৪৬৫, ১৪৬৯, ১৪৭০, নাসায়ী ৪২৬৪, ৪২৬৫, আবূ দাউদ ২৮৪৭, ২৮৫১, ২৮৫৩, ইবনু মাজাহ ২১১৩, ৩২০৮, ৩২১২, আহমাদ ১৭১৮, ১৭৭৯১, দারেমী ২০০২।

১৪৪২. বুখারী ৫৪৭৮, ৫৪৮৮, ৫৫৯৬, মুসলিম ১৯৩১, তিরমিযী ১৪৬৩, ১৭৯৭, নাসায়ী ৪২৬৫, ৪৩০৩, আবূ দাউদ ২৮৫২, ২৮৫৫, ২৮৫৬, ইবনু মাজাহ ৩২০৭, আহমাদ ১৭২৮৪।

১৪৪৩. বুখারী ২০৫৭, ৭৩৯৮, নাসায়ী ৪৪৩৬, আবূ দাউদ ২৮২৯, ইবনু মাজাহ ৩১৭৪, মালেক ১০৫৪, দারেমী ১৯৭৬।

১৪৪৪. ছোট পাথর, খেজুরের আঁটি বা এই প্রকার কোন ছোট বস্তুকে বিশেষ পদ্ধতিতে অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করাকে খাযফ বলা হয়।

১৩৩৭ ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল মুজানী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছোট পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন ঃ এর দ্বারা কোন প্রাণী শিকার করা হয় না এবং কোন শত্রুকেও ঘায়েল করা হয় না। তবে এটি কারো দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং চোখ ফুঁড়ে দিতে পারে। -শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।[১৪৪৫]

النَّهْيُ عَنِ اتِّخَاذِ الْحَيَوَانِ هَدَفًا لِلرَّمْيِ

কোন জীব জন্তুকে (তীর মারার জন্য) নিশানা রুপে গ্রহণ করা নিষেধ

١٣٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «"لَا تَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩৮ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন ঃ কোন জীবন্ত জন্তুকে তীর মারার জন্য নিশানারূপে গ্রহণ কববে না।[১৪৪৬]

حُكْمُ ذَبِيْحَةِ الْمَرْأَةِ

মহিলার জবেহ করার বিধান

١٣٣٩ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ «أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৩৯ ঃ কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, এক নারী পাথরের সাহায্যে একটি বক্‌রী যবহ্‌ করেছিল। এ ব্যাপারে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সেটি খাওয়ার নির্দেশ দেন।[১৪৪৭]

اٰلَةُ الذَّكَاةِ الْمَشْرُوْعَةِ وَالْمَمْنُوْعَةِ

জবেহ করার শরীয়ত সম্মত এবং নিষিদ্ধ যন্ত্রসমূহ

١٣٤٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «"مَا أُنْهِرَ الدَّمُ، وَذُكِرَ اِسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ؛ أَمَّا السِّنُّ؛ فَعَظْمٌ؛ وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৪০ ঃ রাফি' বিন খাদীজ (রাঃ) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি ﷺ বলেন ঃ যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার উপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়, তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। দাঁত হল হাড় আর নখ হল হাবশীদের ছুরি।[১৪৪৮]

১৪৪৫. الخذف বা الخذف উভয় তর্জনীর মাঝখানে অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যে কংকর রেখে তা নিক্ষেপ করাকে الخـذف বলা হয়। বুখারী ৪৮৪২, ৬২৬০, মুসলিম ১৯৫৬, নাসায়ী ৪৮১৫, আবূ দাউদ ২৭, ৫২৭০, ইবনু মাজাহ ৩২২৭, আহমাদ ১৬৩৫২, ২০০১৭, ২০০৩৮, দারেমী ৪৩৯, ৪৪০।

১৪৪৬. মুসলিম ১৯৯৭, তিরমিযী ১৪৭৫, নাসায়ী ৪৪৪৩, ৪৪৪৪, ইবনু মাজাহ ৩১৮৭, আহমাদ ১৮৬৬, ২৪৭০, ২৫২৮।

১৪৪৭. বুখারী ২৩০৪, ৫৫০১, ৫৫০২, ইবনু মাজাহ ৩১৮২, আহমাদ ১৫৩৩৮, ২৬৬২৭, মালেক ১০৫৭।

النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ صَبْرًا

প্রাণীকে বেঁধে রেখে হত্যা করা নিষেধ

١٣٤١ - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৪১ ঃ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন জন্তুকে বেধে রেখে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।[১৪৪৯]

مِنْ اٰدَابِ الذَّبْحِ

জবেহ করার শিষ্টাচারিতা সমূহ

١٣٤٢ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «" إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৪২ ঃ শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জীবের উপর ইহসান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, (কোন ন্যায্য কারণে) যদি হত্যা কর তবে ভালভাবে হত্যা করবে, (যথা সম্ভব কষ্টের লাঘব করবে) যবাহ করলে ভালভাবে যবাহ করবে-ছুরি ভাল করে ধার দেবে. যবাহকৃত জন্তুর কষ্টের লাঘব করবে।[১৪৫০]

ما جَاءَ فِيْ ذَكَاةِ الْجَنِيْنِ

ভ্রূনের যাবহ করা প্রসঙ্গে

١٣٤٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১৩৪৩ ঃ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ভ্রুণের যবাহ কাজ তার মায়ের যবাহ দ্বারা সম্পন্ন হয়।[১৪৫১]

১৪৪৮. বুখারী ২৪৮৮, ২৫০৭, ৩০৩৫, মুসলিম ১৯৬৮, তিরমিযী ১৪৯১, ১৪৯২, নাসায়ী ৪২৯৭, ৪৪০৪, আবূ দাউদ ২৮২১, ইবনু মাজাহ ৩১৩৭, ৩১৮৩, আহমাদ ১৬৮১০, ১৬৮৩২, দারেমী ১৯৭৭।

১৪৪৯. মুসলিম ১৯৫৯, ইবনু মাজাহ ৩১৮৮, আহমাদ ১৪০১৪, ১৪০৩৯।

১৪৫০. মুসলিম ১৯৫৫, তিরমিযী ১০০৯, নাসায়ী ৪৪০৫, ৪৪১১, আবূ দাউদ ২৮১৫, ইবনু মাজাহ ৩১৭০, আহমাদ ১৬৬৫৪, ১৬৬৭৯, দারেমী ১৯৭০।

১৪৫১. তিরমিযী ১৪৭৬, আবূ দাউদ ২৮২৭, ইবনু মাজাহ ৩১৯৯, আহমাদ ১০৮৬৭, ১০৯৫০, ইবনু হিব্বান ১০৭৭, আত্-তালখীসুল হাবীর ৪র্থ খণ্ড ১৬৫ পৃষ্ঠা।

ما جَاءَ فِي تَرْكِ التَّسْمِيَةِ

জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ না বললে

١٣٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «"الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اِسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ، ثُمَّ لِيَأْكُلْ"» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيْدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوْقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.

১৩৪৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মুসলিমের জন্য (আল্লাহ্‌র) নামই যথেষ্ট, যদি যাবাহ করার সময় আল্লাহর নাম দিতে ভুলে যায় তবে আল্লাহর নাম নেবে (বিসমিল্লাহ বলবে) তারপর খাবে।

আব্দুর রায্‌যাক সহীহ সনদে, ইবনু আব্বাস হতে মাওকূফরূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১৪৫২]

١٣٤٥ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي "مَرَاسِيْلِهِ" بِلَفْظِ: «"ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اِسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ"» وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُوْنَ.

১৩৪৫ ঃ ইমাম আবূ দাউদের মারাসিল নামক হাদীস গ্রন্থে এর একটা শাহিদ (সম অর্থবাহী) হাদীস রয়েছে-তাতে আছে, মুসলিমের যবাহ্‌কৃত জন্তু হালাল, সে তাতে বিসমিল্লাহ্ বলুক বা না বলুক। এর বর্ণনাকারী রাবীগণ মাজবূত (নির্ভরযোগ্য)।[১৪৫৩]

بَاب الْأَضَاحِيِّ

অধ্যায় (২) : কুরবানীর বিধান

مَشْرُوْعِيَّةُ الْاُضْحِيَّةِ وَشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ

কুরবানীর বৈধতা এবং এর কিছু বিবরণ

১৪৫২. মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকে রয়েছে, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله، فليأكل، وإن ذبح المجوسي، وذكر اسم الله فـلا تأكلـه নিশ্চয় মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর নাম রয়েছে। যদি সে জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, তাহলে সে খেতে পারবে। আর যদি কোন মাজুসী (অগ্নিপূজক) জবেহ করার সময় আল্লাহর নামও নেয়, তাহলেও তা ভক্ষণ করোনা। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১৪৫৩. ইবনুল কাত্তান তাঁর আল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম ৩/৫৭৯ গ্রন্থে বলেন, হাদীসটির দোষ হচ্ছে মুরসাল, কারণ স্বলত আস সাদূসীর অবস্থা জানা যায় না। ইবনু উসাইমীন শরহে বুলুগুল মারাম ৬/৬৭ গ্রন্থে এ হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরুল কুরআন ৩/৩১৮ গ্রন্থে ও বাইহাকী সুনান আস সুগরা ৪/৪৩ গ্রন্থে, ইমাম নববী তাঁর মাজমু' ৮/৪১২ গ্রন্থে, ইমাম যঈলয়ী নাসবুর রায়া একে মুরসাল বলেছেন। ইমাম সনআনী, নববী, শওকানী, আল আইনী, ইবনুল মুলকিন সহ অনেকেই এ হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী আত্-তালখীসুল হাবীর ৪/১৪৩৮ গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। আলবানী যঈফুল জামেতে ৩০৩৯ এ যঈফ বলেছেন। তবে ইবনু হাজার আসকালানী ফাতহুল বারী ৯/৫৫২ গ্রন্থে একে 'মুরসাল জাইয়েদ' ভালো মুরসাল বলেছেন।

١٣٤٦ - عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ: «سَمِينَيْنِ» وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي "صَحِيحِهِ" : «ثَمِينَيْنِ» بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ».

১৩৪৬ ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'টি সাদা-কালো রং এর শিং ওয়ালা দুম্বা কুরবানী করতেন। আর এতে আল্লাহর নাম নিতেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতেন এবং তিনি স্বীয় পা তাদের পাঁজরে রাখতেন। আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি স্বহস্তে সে দু'টিকে যবহ্ করেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, সামীনাইনে (দুটো মোটা তাজা), হাসান ঃ ইবনু মাজাহ (৩১২২) আর আবূ আওয়ানাহ সহীহ সংকলনে আছে, (ছামীনাইনে) দুটো মূল্যবান দুম্বা-অর্থাৎ সীন-এর বদলে ছা' রয়েছে। আর মুসলিমের শব্দে আছে, তিনি বিসমিল্লাহি অল্লাহু আকবার বলতেন।[১৪৫৪]

اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ

কুরবানীর পশু জবেহ করার সময় দোয়া পাঠ করা মুস্তাহাব

١٣٤٧ - وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ «أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ؛ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: "اِشْحَذِي الْمُدْيَةَ"، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: "بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ"».

১৩৪৭ ঃ সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বর্ণনায় আছে, তিনি কুরবানী করার জন্য শিং বিশিষ্ট একটা দুম্বা নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন-যার পা, পেট, চোখের পার্শ্বদেশ কাল রংয়ের ছিল। তিনি (আয়িশা) (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বলেন ঃ ছুরিখানা পাথরে ঘষে ধার দাও। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছুরিটি নিলেন ও দুম্বাটি ধরলেন, তারপর দুম্বাটিকে মাটিতে ফেলে ধরে যবাহ করলেন, যবাহ করার সময় বললেন ঃ

বাংলা উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন ওয়া মিন উম্মাতি মুহাম্মাদিন।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে-হে আল্লাহ! তুমি এটা মুহাম্মাদ; মুহাম্মাদের স্বজন ও তার উম্মতগণের তরফ থেকে ক্ববূল কর।[১৪৫৫]

১৪৫৪. বুখারী ৯৫৪, ৯৮৪, ১৮৯, ১৫৪৬, ১৫৪৭, ১৫৪৮, মুসলিম ৬৯০, ১২৩২, ১৩৫০, ১৯৬৬, তিরমিযী ৫৪৬, ৮২১, ১৪৯৪, নাসায়ী ৪৬৯, ৪৭৭, আবূ দাউদ ১২০২, ২৭৭৩, ইবনু মাজাহ ১৯৯৭, ২৯৬৮, আহমাদ ১১৫৪৭, ১১৫৭৩, দারেমী ১৫০৭, ১৫০৮।

১৪৫৫. হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী উক্ত হাদীসের কতিপয় শব্দ সংক্ষিপ্ত করেছেন। বুখারী ৫৪৭৩, ৫৪৭৪, তিরমিযী ১৫১২, নাসায়ী ৪২২২, ৪২২৩, আবূ দাউদ ২৮৩১, ইবনু মাজাহ ৩১৬৮, আহমাদ ৭০৯৫, ৭২১৫, দারেমী ১৯৬৪।

حُكْمُ الْاضْحِيَّةِ

কুরবানীর বিধান

١٣٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ.

১৩৪৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার কুরবানী করার সামর্থ্য রয়েছে তবুও কুরবানী করল না তবে যেন সে আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।[১৪৫৬]

وَقْتُ ذَبْحِ الْاضْحِيَّةِ

কুরবানীর পশু জবেহ করার সময়

١٣٤٩ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ ﷺ قَالَ: «شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৪৯ ঃ জুনদুব ইবনু সুফ্ইয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি কুরবানীর দিন নাবী ﷺ-এর নিকট হাজির ছিলাম। লোকেদের সাথে সলাত আদায় শেষে দেখলেন যে, একটি বকরী যব্হ করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সলাত আদায়ের আগে যবহ্ করেছে, সে যেন এর স্থলে আরেকটি বকরী যবহ্ করে। আর যে ব্যক্তি যবহ্ করেনি, সে যেন আল্লাহর নাম নিয়ে যবহ্ করে।[১৪৫৭]

ما لا يَجُوْزُ مِنَ الْاضَاحِيْ

যে সমস্ত জন্তু কুরবানী করা জায়েয নয়

١٣٥٠ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «"أَرْبَعٌ لَا تَجُوْزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَ ا وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي"» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

১৩৫০ ঃ বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, চার প্রকার জন্তুর কুরবানী করা বৈধ হবে নাঃ কানা, যার কানা হওয়া পরিষ্কার (নিশ্চিত) রয়েছে; রুগ্ন যার রুগ্নতা প্রকট; খোঁড়া যার খঞ্জত্ব সন্দেহাতীত ও মেদ শূন্য, বয়ঃবৃদ্ধ।[১৪৫৮]

১৪৫৬. ইবনু মাজাহ ৩১২৩, আহমাদ ৮০৭৪।

১৪৫৭. বুখারী ৯৮৫, ৫৫০০, ৬৬৭৪, ৭৪০০, মুসলিম ১৯৬০, নাসায়ী ৪৩৬৮, ৪৩৯৮, ইবনু মাজাহ ৩১৫২, আহমাদ ১৮৩২১।

১৪৫৮. আবূ দাউদ ২৮০২, তিরমিযী ১৪৯৭, নাসায়ী ৪৩৬৯, ৪৩৭০, ইবনু মাজাহ ৩১৪৪, আহমাদ ১৮০৩৯, ১৮০৭১, মালেক ১০৪১, দারেমী ১৯৪৯, ১৯৫০।

السِّنُّ الْمُعْتَبَرُ فِي الْأُضْحِيَّةِ

কুরবানীর পশুর বিবেচ্য বয়স

١٣٥١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"لَا تَذْبَحُوْا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৫১ ঃ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা মুসিন্না জন্তু ছাড়া কুরবানী করবেনা। যদি তা তোমাদের জন্য সহজসাধ্য না হয় তবে জাযা' (ছয় মাসের ভেড়া) কুরবানী করবে।[১৪৫৯]

ما يُكْرَهُ فِي الْأَضَاحِيْ

কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে যা অপছন্দনীয়

١٣٥٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْمَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ"» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

১৩৫২ ঃ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কুরবানীর জন্তু (কেনার সময়) চোখ, কান ভালভাবে দেখে নিতে হুকুম দিয়েছেন। আর কানা, কানের অগ্রভাগ কাটা, পেছনের অংশ কাটা, ছিদ্র কান, বা কান ফাড়া জন্তু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।[১৪৬০]

التَّوْكِيْلُ فِيْ ذَبْحِ الْهَدْيِ وَتَفْرِيْقِهِ

কুরবানীর পশু যবাই ও বণ্টনে দায়িত্বশীল নিয়োগ

١٣٥٣ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: «أَمَرَنِي النَّبِيُّ أَنْ أَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِيْنِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৫৯. মুসলিম ১৯৬৩, নাসায়ী ৪৩৭৮, আবূ দাউদ ২৭৯৭, ইবনু মাজাহ ৩১৪১, আহমাদ ১৩৯৩৮, ১৪০৯৩। সহীহ মুসলিম ১৯৬৩, যঈফ আবূ দাউদ ২৭৯৭, যঈফ নাসায়ী ৪৩৯০, যঈফ ইবনু মাজাহ ৬১৮, যঈফুল জামে ৬২০৯, ইরওয়াউল গালীল ১১৪৫ গ্রন্থসমূহে একে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হযম তাঁর আল মাহাল্লা ৭/৩৬৩ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবূ যুবাইর নামক বর্ণনাকারী রয়েছে যে মুদাল্লিস।

১৪৬০. তিরমিযী ১৪৯৮, নাসায়ী ৪৩৭২, ৪৩৭৩, ৪৩৭৪, আবূ দাউদ ২৮০৪, ইবনু মাজাহ ৩১৪২, ৩১৪৩, আহমাদ ৭৩৪, ৮২৮, ৮৪৩, দারেমী ১৯৫১। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ৪/৩৬৩ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবূ ইসহাক আস সাবীঈ মুদাল্লিস, সে আন আন ও উল্টা পল্টা করে বর্ণনা করেছে। তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ১৪০৮ গ্রন্থেও উক্ত রাবী সম্পর্কে অনুরূপ কথাই বলেছেন। আলবানী যঈফ নাসায়ী ৪৩৮৫ তে যঈফ আবূ দাউদ ২৮০৪ গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী আত্-তালখীসুল হাবীর ৪/১৪৮৮ গ্রন্থে এটিকে ত্রুটিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১৩৫৩ ঃ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, তাঁকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিজের কুরবানীর জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে আর এগুলোর সমুদয় গোশ্ত, চামড়া এবং পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে নির্দেশ দেন এবং তা হতে যেন কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছুই না দেয়া হয়।[১৪৬১]

مَا جَاءَ اَنَّ الْبُدْنَةَ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

উট এবং গরু সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা প্রসঙ্গে

١٣٥٤ - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৫৪ ঃ জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা হুদাইবিয়ার (ঐতিহাসিক) সন্ধির সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে থেকে একটা উট সাতজনের পক্ষ থেকে ও একটা গরু সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছিলাম।[১৪৬২]

بَابُ الْعَقِيْقَةِ

অধ্যায় (৩) : আক্বীকাহ

ما جَاءَ فِيْ مَشْرُوْعِيَّةِ الْعَقِيْقَةِ

আকীকা করার বৈধতা

١٣٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ، وَعَبْدُ الْحَقِّ لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

১৩৫৫ ঃ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য একটা করে দুম্বা আক্বীকাহ করেছেন।[১৪৬৩]

١٣٥٦ - وَأَخْرَجَ اِبْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ.

১৩৫৬ ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত অনুরূপ একটা হাদীস ইমাম ইবনু হিব্বান সংকলন করেছেন।[১৪৬৪]

১৪৬১. বুখারী ১৭১৬, ১৭১৭, ১৭১৮, ২২৯৯, মুসলিম ১৩১৭, আবূ দাউদ ১৭৬৪, ১৭৬৯, ইবনু মাজাহ ৩০৯৯, আহমাদ ৫৯৪, ৮৯৬, দারেমী ১৬৫১।

১৪৬২. বুখারী ৩৫৬০, মুসলিম ১৩১৮, মুসলিম ৯০৪, ১৫০২, নাসায়ী ৪৩৯৩, আবূ দাউদ ২৮০৭, ২৮০৮, ইবনু মাজাহ ৩১৩২, আহমাদ ১৩৭১৩, ১৩৯৮৯, মালেক ১০৪৯, দারেমী ১৯৩৪, ১৯৫৫।

১৪৬৩. আবূ দাউদ ২৮৪১, নাসায়ী ৪২১৯।

১৪৬৪. ইবনু হিব্বানে রয়েছে, عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'টি ভেড়া দিয়ে হাসান এবং হুসাইনের আকীকা দিয়েছিলেন। হাদীসটি সহীহ।

مِقْدَارُ الْعَقِيْقَةِ

আকীকার পরিমাণ

١٣٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُمْ؛ أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

১৩৫৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাহাবাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য দু'টো সমজুটি ছাগল ও কন্যা সন্তানের জন্য একটা ছাগল 'আক্বীকাহ করার আদেশ করেছেন। -তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১৪৬৫]

١٣٥٨ - وَأَخْرَجَ الْخَمْسَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ.

১৩৫৮ ঃ আহমাদসহ আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, উম্মু কুরযিল কা'বীয়া [সাহাবীয়াহ (রাঃ)] হতে অনুরূপ একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৪৬৬]

مِنْ احْكَامِ الْمَوْلُوْدِ

জন্মগ্রহন করার পর কতিপয় বিধান

١٣٥٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «"كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى"» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩৫৯ ঃ সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ প্রত্যেক শিশুকে তার আক্বীকার বিনিময়ে রেহেন রাখা হয়, ফলে তার জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীকাহ যাবাহ করতে হবে, তার মাথার চুল কামান (মুন্ডানো) হবে ও তার নামকরণ করতে হবে। ইমাম তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন।[১৪৬৭]

১৪৬৫. তিরমিযী ১৫১৩, ইবনু মাজাহ ৩১৬৩।

১৪৬৬. বুখারী ৩২৭, ৩৩৪আবূ দাউদ ২৭৯, ২৮৮, তিরমিযী ১২৯, নাসায়ী ২০২, ২০৩, ইবনু মাজাহ ৬২৬, ৬৪৬. আহমাদ ২৪০১৭, দারেমী ৭৬৮, ৭৭৫, ৭৮২।

১৪৬৭. বুখারী ৫৪৭২, আবূ দাউদ ২৮৩৭, তিরমিযী ১৫২২, নাসায়ী ৫২২০, ইবনু মাজাহ ৩১৬৫, আহমাদ ১৯৫৯. ২৭৭০৯, দারেমী ১৯৬৯।

كِتَابُ الْاَيْمَانُ وَالنُّذُوْرُ

পর্ব (১৩) : কসম ও মান্নত প্রসঙ্গ

وُجُوْبُ الْحَلِفِ بِاللهِ والنَّهْيُ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِهِ

আল্লাহর নামে শপথ করার আবশ্যকীয়তা এবং তিনি ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা নিষেধ

١٣٦٠ - عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، «عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرَ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬০ ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। একবার রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বাহনে চলা অবস্থায় পেলেন যখন তিনি তাঁর পিতার নামে কসম করছিলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ সাবধান! আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেউ কসম করতে চাইলে সে যেন আল্লাহ্‌র নামে কসম করে, নইলে যেন চুপ থাকে।[১৪৬৮]

١٣٦١ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «لَا تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوْا إِلَّا بِاللهِ، وَلَا تَحْلِفُوْا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ"».

১৩৬১ ঃ আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক মারফুরূপে বর্ণিতঃ তোমরা তোমাদের পিতার নামে কসম করবে না, মাতার বা দেব দেবির নামেও না। কেবল আল্লাহর নামেই কসম করবে। আর আল্লাহর নামে কসম করার ব্যাপারে তোমাদের সত্যবাদী থাকতে হবে। (মিথ্যা কসম খাবে না)।[১৪৬৯]

ما جَاءَ فِيْ انَّ الْيَمِيْنَ عَلَى نِيَّةِ الطَّالِبِ لَهَا

কসম প্রার্থনাকারীর নিয়ত অনুযায়ী কসম প্রযোজ্য হবে

١٣٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «" يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ" وَفِي رِوَايَةٍ: "اَلْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ"» أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ.

১৩৬২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ক্বসম করার জন্য তোমাকে যে ব্যক্তি চাপ দেয় বা দাবী জানায় তার উদ্দেশ্যের অনুকূলে তোমাকে ক্বসম করতে হবে। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, প্রতিপক্ষের নিয়্যাতের বা উদ্দেশ্যের অনুকূলে (কসম সাব্যস্ত) হবে।[১৪৭০]

১৪৬৮. বুখারী ২৬৭৯, ৩৮৩৬, ৬১০৮, মুসলিম ১৪৪৬, তিরমিযী ১৫৩৩, ১৫৩৮, ১৫৩৫, নাসায়ী ৩৭৬৬, ৩৭৬৭, আবূ দাউদ ৩২৪৯, আহমাদ ৪৫০৯, মালেক ১০৩৭, দারেমী ২৩৪১।

১৪৬৯. আবূ দাউদ ৩২৪৮, নাসায়ী ৩৭৬৯।

১৪৭০. মুসলিম ১৬৫৩, তিরমিযী ১৩৫৪, আবূ দাউদ ৩২৫৫, ইবনু মাজাহ ২১২০, আহমাদ ৭০৭৯, দারেমী ২৩৪৯।

حُكْمُ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ فَرَاي غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ

কসম খাওয়া বিষয়ের চেয়ে অন্য বস্তুর মাঝে অধিক কল্যাণ দেখা গেলে তার বিধান

١٣٦٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «" فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ"».

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «" فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ، ثُمَّ اِئْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" » وَإِسْنَادُهَا صَحِيْحٌ.

১৩৬৩ ঃ 'আবদুর রহমান ইব্নু সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কোন ব্যাপারে যদি শপথ কর আর তা ছাড়া অন্য কিছুর ভিতর কল্যাণ দেখতে পাও, তবে নিজ শপথের কাফ্ফারা আদায় করে তাথেকে উত্তমটি গ্রহণ কর।

বুখারীর শব্দে আছে, "ভাল কাজটি কর আর শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দাও।

আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আছে, "শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দাও, তারপর ভাল কাজটি কর।[১৪৭১]

حُكْمُ الْاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِيْنِ

কসমে ইনশাআল্লাহ বলার বিধান

١٣٦٤ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «"مَنْ حَلِفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১৩৬৪ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যদি কেউ ইন্শাআল্লাহ বাক্য জুড়ে দিয়ে কোন ক্বসম করে তবে সে ক্বসম ভঙ্গকারী হবে না। (যদিও সে ক্বসমের বিপরীত কাজ করে বসে)।[১৪৭২]

مَا جَاءَ فِيْ يَمِيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শপথ প্রসঙ্গে

١٣٦٥ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَتْ يَمِيْنُ النَّبِيِّ "لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৬৫. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কসম ছিল وَمُقَلِّبِ الْقُلُوب বাক্য দ্বারা। অর্থাৎ অন্তরের পরিবর্তনকারীর কসম।[১৪৭৩]

১৪৭১. বুখারী ৬৭২২, ৭১৪৬, ৭১৪৭, মুসলিম ১৬৫২, তিরমিযী ১৫২৯, নাসায়ী ৩৭৮২, ৩৭৮৩, ৩৭৮৪, আবূ দাউদ ২৯২৯, ৩২৭৭, আহমাদ ২০০৯৩, দারেমী ২৩৪৬।

১৪৭২. আবূ দাউদ ৬১৬২, তিরমিযী ১৫৩১, নাসায়ী ৩৭৯৩, ইবনু মাজাহ ২১০৫, ২১০৬, আহমাদ ৪৪৯৭, ৪৫৬৭, ৫০৭৪, মালেক ১০৩৩, দারেমী ২৩৪২।

مَا جَاءَ فِيْ الْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ

মিথ্যা শপথ প্রসঙ্গ

١٣٦٦- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! مَا الْكَبَائِرُ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ قُلْتُ: وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ؟ قَالَ: " الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ"» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৬৬ ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কবীরা গুনাহ্‌সমূহ কী? এর পর উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাতে আরো আছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যা শপথ কী? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি (শপথের সাহায্যে) মুসলিমের ধন-সম্পদ হরণ করে নেয়। অথচ সে এ শপথের ক্ষেত্রে মিথ্যাচারী।[১৪৭৪]

ما جَاءَ فِيْ لَغْوِ الْيَمِيْنِ

উদ্দেশ্যহীন শপথ প্রসঙ্গে

١٣٦٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا «فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ بَلَى وَاللهِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوْعًا.

১৩৬৭ ঃ 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের উদ্দেশ্যবিহীন উক্তি لَا وَاللهِ না আল্লাহ্‌র শপথ, بَلَى وَاللهِ হ্যাঁ আল্লাহ্‌র শপথ ইত্যাদি উপলক্ষে।[১৪৭৫]

ما جَاءَ فِيْ اسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَي

আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ প্রসঙ্গে

١٣٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"إِنَّ لِلهِ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَاقَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الْأَسْمَاءِ، وَالتَّحْقِيْقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ.

১৩৬৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মনে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৪৭৬]

১৪৭৩. বুখারী ৬৬১৭, ৭৩৯১, তিরমিযী ১৫৪০, নাসায়ী ৩৭৬১, আবূ দাউদ ৩২৬৩, ইবনু মাজাহ ২০৯২, আহমাদ ৪৭৭৩, মালেক ১০৩৭, দারেমী ২৩৫০।

১৪৭৪. বুখারী ৬৬৭৫, ৬৮৭০, তিরমিযী ৩০২১, নাসায়ী ৪০১১, আহমাদ ৬৮৪৫, দারেমী ২৩৬০।

১৪৭৫. বুখারী ৪৬১৩, ৬৬৬৩, আবূ দাউদ ৩২৪৫, মালেক ১০৩২।

ما جَاءَ فِي الدُّعَاءِ لِصَاحِبِ الْمَعْرُوْفِ

কল্যানকারীর উদ্দেশ্যে দুআ করা প্রসঙ্গে

١٣٦٩ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ"» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১৩৬৯ ঃ উসমান ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যার প্রতি কোন কল্যাণ করা হবে আর সে তার ঐ কণ্যাণের বিনিময়ে কল্যাণকারীর উদ্দেশে বলবে (দু'আ করবে) আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন, তবে সে তার চরম গুন বর্ণনা করলো।[১৪৭৭]

ما جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

মানত মানা নিষেধ প্রসঙ্গ

١٣٧٠ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيْلِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭০ ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, মানত কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এর দ্বারা শুধু কৃপণের কিছু মাল বের হয়ে যায়।[১৪৭৮]

ما جَاءَ فِيْ انَّ النَّذْرَ تَدْخُلُهُ الْكَفَّارَةُ

কতক মানত কুফরে লিপ্ত করে

١٣٧١ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيْهِ: «إِذَا لَمْ يُسَمِّ»، وَصَحَّحَهُ

১৩৭১ ঃ 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ মানতের (পুরণ না করার) কাফফারা ক্বসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারার অনুরূপ।[১৪৭৯]

احْكَامُ بَعْضِ انْوَاعِ النَّذْرِ

মানতের কতিপয় প্রকারের বিধানাবলী

১৪৭৬. বুখারী এবং মুসলিমে আরো রয়েছে, "مائة إلا واحدًا" এক কম একশ'টি নাম রয়েছে। বুখারী ৬৪১০, ৭৩৯২, মুসলিম ২৬৭৭, তিরমিযী ৩৫০৭, ৩৫০৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৬০, ৩৮৬১, আহমাদ ৭৪৫০, ৭৫৬৮, ৭৮৩৬।

১৪৭৭. তিরমিযী ২০৩৫।

১৪৭৮. বুখারী ৬৬৯২, ৬৬৯৩, মুসলিম ১৬৩৯, নাসায়ী ৩৮০১, ৩৮০২, ৩৮০৩, আবূ দাউদ ৩২৮৭, ইবনু মাজাহ ২১২২, আহমাদ ৫২৫৩, ৫৫৬৭, দারেমী ২৩৪০।

১৪৭৯. মুসলিম ১৬৪৫, তিরমিযী ১৫২৮, নাসায়ী ৩৮৩২, আবূ দাউদ ৩৩২৩, আহমাদ ১৬৮৫০, ১৬৮৬৮।

١٣٧٢ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ مَرْفُوعًا: «"مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"» وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ؛ إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ

১৩৭২ ঃ আবূ দাউদে ইবন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন (বস্তুর) নাম উল্লেখ না করে মানত মানবে তার কাফ্ফারা হবে আল্লাহর নামে ক্বসম করে তা ভেঙ্গে ফেলার কাফ্ফারার অনুরূপ। আর যে পাপ কাজ করার মানত করবে তার কাফফারা হবে আল্লাহর নামে ক্বসম করে তা ভাঙ্গার অনুরূপ কাফ্ফারা। আর যে এমন বস্তুর মানত করবে যা সাধ্যাতীত তার কাফফারা হবে ক্বসম ভঙ্গের কাফফারার অনুরূপ। এর সানাদ'সহীহ কিন্তু হাদীস শাস্ত্রের হাফিযগণ হাদীসটির মাওকূফ হওয়াকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।[১৪৮০]

١٣٧٣ - وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «" وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ"».

১৩৭৩ ঃ 'আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। বুখারীতে আছে,যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করার নযর মানবে সে যেন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করে। (তথা নযর পূরণ না করে)[১৪৮১]

١٣٧٤ - وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: «" لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ"».

১৩৭৪ ঃ মুসলিমে ইমরান (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে; পাপ কাজের নযর মানলে তা পূরণ করা যাবে না।[১৪৮২]

حُكْمُ نَذْرِ الْمَشْيِ الَي بَيْتِ اللهِ

আল্লাহর ঘরে (কা'বা) হেঁটে যাওয়ার মানতের বিধান

١٣٧٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ: «نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

১৪৮০. আবূ দাউদ ৩৩২২, ইবনু মাজাহ ২১২৮।
শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ ৩৩২২, তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৩৬৯ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটিকে মারফূ হিসেবে দুর্বল বলেছেন, আর যঈফুল জামে ৫৮৬২ তে দুর্বল বলেছেন। ইরওয়াউল গালীল ৮/২১০ গ্রন্থে বলেন, সঠিক হচ্ছে সনদটি পৌঁছেছে ইবনু আব্বাস পর্যন্ত।। যঈফ ইবনু মাজাহ ৪১৫ গ্রন্থে বলেন, অত্যন্ত দুর্বল তবে মাওকুফ হিসেবে সহীহ। আত্তালিকাত আর রাযীয়্যাহ ১২/৩ গ্রন্থে বলেন, এটি মাওকূফের দোষে দুষ্ট।

১৪৮১. এর প্রথমাংশটুকু হচ্ছে ঃ "من نذر أن يطيع الله، فليطعه" যে লোক আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। বুখারী ৬৬৯৬, নাসায়ী ৩৮০৬, ৩৮০৭, আবূ দাউদ ৩২৮৯, ইবনু মাজাহ ২১২৬, আহমাদ ২৩৫৫৫, ২৩৬২১, মালেক ১০৩১, দারেমী ২৩৩৮।

১৪৮২. ইমাম মুসলিম (রঃ) একটি লম্বা হাদীসে বর্ণনা করেছেন। আর তা একটি মর্যাদাপূর্ণ হাদীস। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে। তন্মধ্য হতে একটি হলোঃ নির্দিষ্ট কিছু অবস্থায় মহিলার মাহরাম পুরুষ ব্যতিত একাকী সফর করার বৈধতা। মুসলিম ১৬৪১, নাসায়ী ৩৮১২, ৩৮৪৭, আবূ দাউদ ৩৩১৬, আহমাদ ১৯৩৫৫, ১৯৩৬২, দারেমী ২৩৩৭, ২৫০৫।

১৩৭৫ ঃ 'উক্বাহ ইব্নু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বোন খালি পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ হাজ্জ করার মানত করেছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ পায়ে হেঁটেও চলুক, সওয়ারও হোক।[১৪৮৩]

١٣٧٦ - وَلِلْخَمْسَةِ فَقَالَ: «" إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا: [فَلْتَخْتَمِرْ]، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ"».

১৩৭৬ ঃ আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ অবশ্যই তোমার বোনের কোন কষ্ট দ্বারা আল্লাহ কিছু করবেন না। তোমার বোনকে বল সে ওড়না (চাদর) পরে নেয়। সাওয়ার হোক আর তিন দিন রোযা রাখুক।[১৪৮৪]

مَا جَاءَ فِيْ قَضَاءِ نَذْرِ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির মানত পূর্ণ করা প্রসঙ্গ

١٣٧٧ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «اِسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ: "اِقْضِهِ عَنْهَا"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭৭ ঃ ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ্ ইব্নু 'উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জানতে চাইলেন যে, আমার মা মারা গেছেন এবং তার উপর মানৎ ছিল, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ কর।[১৪৮৫]

جَوَازُ تَخْصِيْصِ النَّذْرِ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ اذَا خَلا مِنَ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ

শরীয়ত বিরোধী না হলে নির্দিষ্ট স্থানে মানত পূর্ন করার বৈধতা

١٣٧٨ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﷺ قَالَ: «نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: "هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ؟" قَالَ: لَا قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ

১৪৮৩. বুখারী এবং মুসলিমে রয়েছে, 'উক্বাহ ইব্নু 'আমির (রা)- বলেন, আমাকে আমার বোন এ বিষয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে ফাতাওয়া আনার নির্দেশ করলে আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বুখারী ১৮৬৬, মুসলিম ১৬৪৪, তিরমিযী ১৫৪৪, নাসায়ী ৩৮১৪, ৩৮১৫, আহমাদ ১৬৮৪০, দারেমী ২৩৩৪।

১৪৮৪. বুখারী ১৮৬৬, মুসলিম ১৬৪৪, তিরমিযী ১৫৪৪, নাসায়ী ৩৮১৪, ৩৮১৫, আবূ দাউদ ৩২৯৯, ৩৩০৪, ইবনু মাজাহ ২১৩৪, আহমাদ ১৬৮৪০, ১৬৮৫৫, দারেমী ২৩৩৪।
শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীলে ২৫৯২ একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা নাযরিয়াতুল আকদ ৪০ গ্রন্থে বলেন, : এই সনদের কোন দোষ জানায় যায় না।
ইমাম শওকানী নাইলুল আওতার ৯/১৪৫ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আবদুল্লাহ বিন যুহর সম্পর্কে একদল ইমাম সমালোচনা করেছেন। ইমাম বাইহাকী আস সুনান আল কুবরা ১০/৮০ গ্রন্থে বলেন, এর সনদের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আলবানী যঈফ নাসায়ী ৩৮২৪ এ একে দুর্বল বলেছেন।

১৪৮৫. বুখারী ২৭৫৬, ২৭৬২, ২৭৭০, মুসলিম ১৬৩৮, তিরমিযী ৬৬৯, ১৫৪৬, নাসায়ী ৩৮১৭, ৩৮১৮, ৩৮১৯, আবূ দাউদ ২৮৮২, ৩৩০৭, ইবনু মাজাহ ২১৩২, আহমাদ ৩০৭০, ৩৪৯৪, মালেক ১০২৫।

أَعْيَادِهِمْ؟" فَقَالَ: لَا فَقَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِي قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ

১৩৭৮ ঃ সাবিত ইবনু যাহহাক (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ কোন এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে বুওয়ানা নামক স্থানে একটা উট যবাহ করার জন্য নযর মেনেছিল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকটে এসে তাকে জিজ্ঞেস করায় তিনি তাকে বললেন, ঐ স্থানে কি কোন ঠাকুরের মূর্তি ছিল যার পূজা করা হতো? সে বললো, না। তিনি বললেন, সেখানে কি মুশরিকদের কোন ঈদের মেলা হত? সে বললো, না; তা হত না। এবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন. তুমি তোমার নযর পূরণ কর, কেননা কোন পাপ কাজের নযর, আত্মীয়তা ছিন্ন করার নযর, মানুষ যার অধিকারী নয় এমন বস্তুর নযর পূরণ করার বিধান নেই।[১৪৮৬]

١٣٧٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيْثِ كَرْدَمٍ عِنْدَ أَحْمَدَ.

১৩৭৯ ঃ আহমাদে কারদাম হতে বর্ণিত এর একটি শাহিদ (সমার্থবোধক হাদীস আছে)[১৪৮৭]

مَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي الْمَكَانِ الْمَفْضُوْلِ جَازَ انْ يُّصَلِّيَ فِي الْفَاضِلِ

কেউ কোন ভাল স্থানে সলাত আদায়ের মান্নত করলে তার চেয়ে উত্তম স্থানে তা আদায় যথেষ্ট

١٣٨٠ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه «أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا" فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا" فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "شَأْنُكَ إِذًا"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৩৮০ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক ব্যক্তি মাক্কা বিজয়ের দিন বললোঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি এরূপ মানৎ মেনেছি যে, যদি মাক্কা আপনার হাতে বিজিত হয় তবে আমি বাইতুল মাক্বদিসের মাসজিদে নামায পড়র। তিনি বললেনঃ তুমি এখানে (মাক্কায়) নামায পড়; তারপর জিজ্ঞাসা করায় বলেঃ এখানে নামায পড়, তারপর তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেনঃ তবে তোমার যা ইচ্ছা (হয় কর)।[১৪৮৮]

جَوَازُ شَدِّ الرَّحْلِ لِلْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَفَاءً بِالنَّذْرِ

মানত পূর্ন করার জন্য তিনটি মাসজিদের কোন একটির জন্য সফরের প্রস্তুতি নেওয়ার বৈধতা

١٣٨١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «"لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

১৪৮৬. আবূ দাউদ ৩৩১৩।

১৪৮৭. আহমাদ ১৫০৩০।

১৪৮৮. আবূ দাউদ ৩৩০৫, আহমাদ ১৪৫০২, ২২৬৫৮, দারেমী ২৩৩৯, হাকিম ৪র্থ খণ্ড ৩০৪ ও ৩০৫ পৃষ্ঠা।

১৩৮১ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তিনটি মাসজিদ ব্যতীত কোন স্থানের যিয়ারাতের জন্য সফরের প্রস্তুতি নেয়া যাবে না। এগুলো হচ্ছে, মাসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ) বাইতুল মাক্বদিস ও আমার এ মাসজিদ (এগুলোর জন্য নির্দিষ্ট নিয়্যাতে যাত্রা করা যায়)। উল্লেখিত শব্দ বুখারীর[১৪৮৯]

حُكْمُ الْوَفَاءِ بِالْاعْتِكَافِ الْمَنْذُوْرِ حَالَ الشِّرْكِ

মুশরিক অবস্থায় কৃত ই'তিকাফের মানত পূর্ণ করার বিধান

١٣٨٢ - وَعَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ «فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً».

১৩৮২ ঃ ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) সূত্রে বর্ণিত যে, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি জাহিলিয়্যা যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত ই'তিকাফ করার মানৎ করেছিলাম। তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ তোমার মানৎ পুরা কর।[১৪৯০]

১৪৮৯. বুখারী ৫৮৬, ১১৮৯, ১৮৬৪, মুসলিম ৮২৭, নাসায়ী ৫৬৬, ৫৬৭, ইবনু মাজাহ ১২৪৯, ১৪১০, আহমাদ ১০৬৩৯, ২৭৯৪৮, দারেমী ১৭৫৩।

১৪৯০. বুখারী ২০৪২, ২০৪৩, ৩১৪৪, ৪৩২০, মুসলিম ১৬৫৬, তিরমিযী ১৫৩৯, নাসায়ী ৩৮২০, ৩৮২১, আবূ দাউদ ৩৩২৫, ইবনু মাজাহ ১৭৭২, আহমাদ ২৫৭, ৪৫৬৩, দারেমী ২৩৩৩।

كِتَابُ الْقَضَاءِ

পর্ব (১৪) : বিচার-ফায়সালা

اصْنَافُ الْقَضَاءِ

বিচারকের প্রকার সমূহ

١٣٨٣ - عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اِثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ" رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৩৮৩ ঃ বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ক্বাযী (বিচারক) তিন প্রকারের, তার মধ্যে দু' প্রকার ক্বাযী জাহান্নামী আর এক প্রকার জান্নাতী। যে ক্বাযী সত্য উপলব্ধি করবে এবং তদনুযায়ী ফায়সালাহ করবে সে জান্নাতবাসী হবে, আর এক ক্বাযী সে সত্য উপলব্ধি করবে কিন্তু তদনুযায়ী ফায়সালাহ করবে না, অন্যায়ের ভিত্তিতে ফায়সালাহ করবে সে জাহান্নামী হবে। আর এক ক্বাযী সত্য উপলব্ধি করতে পারবে না, অথচ অজ্ঞতার ভিত্তিতে লোকের জন্য ফায়সালাহ প্রদান করবে সে জাহান্নামী হবে। (তার নীতিভ্রষ্টতা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে)।[১৪৯১]

عِظَمُ مَنْصِبِ الْقَضَاءِ

বিচারকের পদের মহত্ত

١٣٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «"مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

১৩৮৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যাকে ক্বাযীর পদ দেয়া হলো তাকে যেন বিনা ছুরিতেই যবাহ্ করা হলো।[১৪৯২]

التَّحْذِيْرُ مِنْ طَلَبِ الْقَضَاءِ

বিচারকের পদ প্রত্যাশা করার প্রতি সতর্কীকরণ

١٣٨٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৮৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা নিশ্চয়ই নেতৃত্বের লোভ কর, অথচ ক্বিয়ামাতের দিন তা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কত উত্তম

১৪৯১. আবূ দাউদ ৩৫৭৩, তিরমিযী ১৩২২, ইবনু মাজাহ ২৩১৫।
১৪৯২. তিরমিযী ১৩২৫, আবূ দাউদ ৩৫৭১, ৩৫৭২, ইবনু মাজাহ ২৩০৮, আহমাদ ৭১০৫, ৮৫৫৯।

দুগ্ধদায়িনী এবং কত মন্দ দুগ্ধ পানে বাধা দানকারিণী (এটা) (অর্থাৎ এর প্রথম দিক দুগ্ধদানের মত তৃপ্তিকর, আর পরিণাম দুধ ছাড়ানোর মত যন্ত্রণাদায়ক)।[১৪৯৩]

اجْرُ الْحَاكِمِ اذَا اجْتَهَدَ فِيْ حُكْمِهِ اصابَ اوْ اخْطَا

চিন্তা-গবেষণা করে ফায়সালায় বিচারকের প্রতিদান রয়েছে তা সঠিক হোক বা ভুল হোক

١٣٨٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৮৬ ঃ 'আম্‌র ইব্‌নু 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, কোন বিচারক ইজ্‌তিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে দু'টি পুরস্কার। আর বিচারক ইজ্‌তিহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার।[১৪৯৪]

النَّهْيُ عَنِ الْقَضَاءِ حَالَ الْغَضَبِ

রাগান্বিত অবস্থায় বিচারকার্য করা নিষেধ

١٣٨٧ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «" لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اِثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৮৭ ঃ আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক রাগের অবস্থাতে দু'জনের মধ্যে বিচার করবে না।[১৪৯৫]

ما جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْقَضَاءِ

বিচারকার্যের পদ্ধতি

١٣٨٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «" إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي" قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ اِبْنُ الْمَدِيْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১৪৯৩. বুখারী ৭১৪৮, নাসায়ী ৪২১১, ৫৩৮৫, আহমাদ ৯৪৯৯, ৯৮০৬।

১৪৯৪. বুখারী ৭৩৫২, মুসলিম ১৭১৬, আবূ দাউদ ৩৫৭৪, ইবনু মাজাহ ২৩১৪, আহমাদ ৬৭১৬, ১৭৩২০।

১৪৯৫. 'আবদুর রাহমান ইব্‌নু আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, كتب أبي – وكتبت له – إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم (بخاري: لا تقضي) بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) তাঁর ছেলেকে লিখে পাঠালেন- যে তুমি রাগের অবস্থায় বিবাদমান দু' লোকের মাঝে ফায়সালা করো না; সে সময় তিনি সিজিস্তানের বিচারক ছিলেন। কেননা, আমি নাবী (ﷺ) -কে বলতে শুনেছি যে- এ বলে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। বুখারী ৭১৫৮, মুসলিম ১৭১৭, তিরমিযী ১৩৩৪, নাসায়ী ৫৪০৬, আবূ দাউদ ৩৫৮৯, ইবনু মাজাহ ২৩১৬, আহমাদ ১৯৮৬৬, ১৯৯৫৪।

১৩৮৮ ঃ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন দু'জন লোক (দু'টো পক্ষ) কোন মোকদ্দমা তোমার কাছে আনবে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির (অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য) না শোনা পর্যন্ত প্রথম ব্যক্তির (অভিযোগকারীর) অনুকূলে কোন ফায়সালাহ দেবে না। এ নীতি ধরে ফায়সালাহ করলে তুমি ফায়সালা কিভাবে করতে হয় তার সঠিক ধারা জানতে পারবে।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপদেশ দানের পর হতে আমি বরাবর ক্বাযীর দায়িত্ব সম্পাদন করেছি।[১৪৯৬]

١٣٨٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ: مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

১৩৮৯ ঃ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসের সহযোগী একটা হাদীস হাকিমে রয়েছে সহীহ সনদে।[১৪৯৭]

حُكْمُ الْقَاضِيْ يُنَفِّذُ ظَاهِرًا لا بَاطِنًا

বিচারক বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচার করবে আভ্যন্তরীন অবস্থা দেখে নয়

١٣٩٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «" إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৯০ ঃ উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা আমার কাছে ঝগড়া বিবাদ নিয়ে আসো। হয়ত তোমাদের কেউ অন্যজনের অপেক্ষা প্রমাণ পেশের ব্যাপারে অধিক বাকপটু। আর আমি তো যেমন শুনি তার ভিত্তিতেই বিচার করে থাকি। কাজেই আমি যদি কারো জন্য তার অন্য ভাইয়ের হক সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত দেই, ফলে আমি তার জন্য তার ভাইয়ের যে অংশ নির্ধারণ করলাম তা তো কেবল এক টুক্রা আগুন।[১৪৯৮]

ما جَاءَ فِيْ نُصْرَةِ الضَّعِيْفِ لِأخذِ الْحَقِّ لَهُ

ন্যায্য অধিকার আদায়ে দুর্বলকে সহায়তা করা

১৪৯৬. আবূ দাউদ ৩৫৮২, তিরমিযী ১৩৩১, আহমাদ ৬৬৮, ১১৫৯, ১৩৪৪। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ৮/২২৬ গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দুর্বল আবার সহীহ তিরমিযীতে ১৩৩১ হাসান বলেছেন। আহমাদ শাকের মুসনাদ আহমাদ ২/২৮৯ গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন, ইবনু উসাইমীন তাঁর শারহুল মুমতি ১৫/৩৫৩ গ্রন্থে বলেন, এ হাদীস সম্পর্কে কিছু মন্তব্য রয়েছে কেউ কেউ একে হাসান বলেছেন।

১৪৯৭. হাকিম ৪র্থ খণ্ড ৮৯-৯৯ পৃষ্ঠা। হাদীসটি দুর্বল।

১৪৯৮. বুখারীর রেওয়ায়াতের প্রথম অংশটুকু হলোঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إنما أنا بشر আমি মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নই। বুখারী ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, মুসলিম ১৭১৩, নাসায়ী ৫৪০১, আবূ দাউদ ৩৫৮৩, ইবনু মাজাহ ২৩১৭, আহমাদ ২৬০৮৬, ২৬১৭৭, মালেক ১৪২৪।

١٣٩١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ [قَالَ]: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُوْلُ: « "كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ، لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيْدِهِمْ لِضَعِيْفِهِمْ؟" » رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১৩৯১ ঃ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, কি করে পবিত্র করা যাবে ঐ জাতিকে, যাদের দুর্বলদের হাক্ব সবলদের কাছ থেকে (বিচার মূলে) আদায় করা না যাবে।[১৪৯৯]

١٣٩٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ ﷺ، عِنْدَ الْبَزَّارِ.

১৩৯২ ঃ বুরাইদাহ কর্তৃক বাযযার নামক হাদীসগ্রন্থে একটা হাদীস এ হাদীসের সহায়করূপে বর্ণিত হয়েছে।[১৫০০]

١٣٩٣ - وَآخَرُ: مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَه.

১৩৯৩ ঃ আবূ সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত। ইবনু মাজায় অনুরূপ একটি সমর্থক হাদীস রয়েছে।[১৫০১]

عِظَمُ شَانِ الْقَضَاءِ

বিচারকার্যের গুরুত্ব

١٣٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: « "يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ" » رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ:؟؟ «فِي تَمْرَةٍ».

১৩৯৪ ঃ 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, ন্যায় বিচারক ক্বাযীকে কিয়ামাতের দিবসে ডাকা হবে এবং সে ঐ দিন হিসাবের কঠোরতার সম্মুখীন হয়ে আকাঙ্ক্ষা করবে, হায় সে যদি জীবনে দু'জন লোকের মধ্যে ফায়সালাহ না করতো (তাই মঙ্গল ছিল)।

হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন তাতে আছে-যদি এ ক'টি খেজুরের ব্যাপারেও ফায়সালা না করতো।[১৫০২]

১৪৯৯. ইবনু হিব্বান ১৫৫৪, কাশফুল আসতার ১৫৯৬।

১৫০০. কাশফুল আসদার ১৫৯৬।

১৫০১. বুখারী ৮০৯, ৮১০, ৮১২, মুসলিম ৪৯০, তিরমিযী ২৭৩, নাসায়ী ১০৯৩, ১০৯৬, আবূ দাউদ ৮৮৯, ৮৯০, আহমাদ ২৫২৩, ২৯৭৬, দারেমী ১৩১৮, ১৩১৯।

১৫০২. ইবনু হিব্বান ১৫৬৩। ইমাম যাহাবী তাঁর সিয়ার আ'লামুন নুবালা (১৮/১৭০) গ্রন্থে হাদীসটিকে অত্যন্ত গরীব বলেছেন। আল মুনযিরী তাঁর তারগীব ওয়াত তারহীব (৩/১৭৯) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি সহীহ অথবা হাসান কিংবা এতদুভয়ের কাছাকাছি। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে যঈফ তারগীব (১৩১০) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলুগুল মারাম (৬/১৬৭) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি বাতিল অথবা বিরল।

ما جاءَ فِيْ انَّ الْمَرْاةَ لا تَتَوَلَّي الْقَضَاءَ

মহিলাদের বিচারকার্যের দায়িত্ব না নেওয়া

١٣٩٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ؓ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «"لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً"» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৯৫ ঃ আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, ঐ জাতি কক্ষনো মুক্তি লাভ করবে না যে জাতি নিজেদের নেতৃত্ব স্ত্রীলোকের উপর অর্পণ করবে।[১৫০৩]

نَهْيُ الْقَاضِيْ انْ يَتَّخِذَ حَاجِبًا يَمْنَعُ النَّاسَ عَنْهُ

লোকদের বাধা প্রদান করার জন্য বিচারকের দারোয়ান রাখা নিষেধ

١٣٩٦ - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ ؓ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ [أَنَّهُ] «قَالَ: "مَنْ وَلَّاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيْرِهِم، اِحْتَجَبَ اللهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ"» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৩৯৬ ঃ আবূ মারইয়াম আযদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ যাকে মুসলিমদের কোন কিছুর অলী বানিয়ে দেন (পরিচালনা দায়িত্ব অর্পণ করে)। সে যদি মুসলিম জনসাধারণের প্রয়োজন ও অভাবের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী দারোয়ান রাখে তবে আল্লাহও তার প্রয়োজনের সময় প্রতিবন্ধকত সৃষ্টি করবেন।[১৫০৪]

ما جاءَ فِيْ تَحْرِيْمِ الرِّشْوَةِ فِي الْحُكْمِ

বিচারকার্যে ঘুষ নেওয়া হারাম

١٣٩٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: «لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

১৩৯৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফায়সালার ক্ষেত্রে ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহিতাকে লা'নাত করেছেন।

১৫০৩. আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন-

لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل، فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى. قال: فذكره

রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শ্রুত একটি বাণীর দ্বারা আল্লাহ জঙ্গে জামালের (উষ্ট্রের যুদ্ধ) দিন আমার মহা উপকার করেছেন, যে সময় আমি সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে মিলিত হয়ে জামাল যুদ্ধে শারীক হতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) বলেন, সে বাণীটি হল, যখন নাবী (ﷺ)-এর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসী কিসরা কন্যাকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছেন। তারপর তিনি উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। বুখারী ৪৪১৫, ৭০৯৯, মুসলিম ২২৬২, নাসায়ী ৫৩৮৮, আহমাদ ১৯৮৮৯, ২৭৭৪৫।

১৫০৪. আবূ দাউদ ২৯৪, মুসলিম ১৩৩৩, আহমাদ ১৭৫৭২।

এ হাদীসের অনুরূপ অর্থের একটা সহযোগী হাদীস 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজায় বর্ণিত হয়েছে।[১৫০৫]

ما جَاءَ فِيْ جُلُوْسِ الْخَصْمَيْنِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ

বিচারকের সামনে বাকবিতন্ডায় লিপ্ত উভয়পক্ষের বসা

١٣٩٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৩৯৮ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত্ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফায়াসলাহ দিয়েছেন যে, বাদী ও বিবাদী বিচারকের সামনে বসে থাকবে।[১৫০৬]

بَابُ الشَّهَادَاتِ

অধ্যায় (১) : স্বাক্ষ্য প্রদান এবং গ্রহণ

ما جَاءَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى مَنْ اتَي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ انْ يُّسْالَهَا

সাক্ষ্য প্রদাণের জন্য আহবান করার পূর্বেই যারা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়, তাদের প্রশংসা করা প্রসঙ্গে

١٣٩٩ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «"أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৯৯ ঃ যায়েদ ইবনু খালিদ জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষীগণের সংবাদ দেব না কি? (অবশ্যই দেব) তারা হচ্ছে, সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহ্বান করার আগেই যারা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য উপস্থিত হয়।[১৫০৭]

ما جَاءَ فِيْ ذَمِّ مَنْ يَّشْهَدُ وَلا يُسْتَشْهَدُ

সাক্ষ্য দানের জন্য আহবান না করা হলেও যারা সাক্ষ্য দেয়,তাদের প্রতি নিন্দা করা প্রসঙ্গে

১৫০৫. আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনু মাযাহ-এ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহিতাকে অভিসম্পাত করেছেন। ইবনু মাজাহর এক বর্ণনায় আল্লাহর লা'নতের কথা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। তিরমিযী ১৩৩৫।

১৫০৬. আবূ দাউদ ৩৫৮৮, আহমাদ ১৫৬৭২। ইবনুল মুলকিন তাঁর তুহফাতুল মুহতাজ (২/৫৭৪) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি মুসআব বিন সাবিতের কারণে মাওকূফ। ইমাম শওকানী তাঁর আদদারারী আল মুযীয়া (৩৭৪) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মুসআব বিন সাবিত বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর নামক দুর্বল রাবী রয়েছে। তিনি সাইলুল জাররার (৪/২৮০) গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ (৩৭১১) গ্রন্থে বলেন, মুসাআব বিন সাবিত হাদীসের ক্ষেত্রে লীন (দুর্বল)। যঈফ আবূ দাউদ (৩৫৮৮) গ্রন্থেও একে দুর্বল বলা হয়েছে।

১৫০৭. মুসলিম ১৭১৯, তিরমিযী ২২৯৫, ২২৯৭, আবূ দাউদ ৩৫৯৬, ইবনু মাজাহ ২৩৬৪, আহমাদ ১৬৫৯২, ১৬৫৯৯, মালেক ১৪২৬।

١٤٠٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَكُوْنُ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ، وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ، وَيَنْذُرُوْنَ وَلَا يُوْفُوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪০০ ঃ 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আন্হ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা। অতঃপর তোমাদের পর এমন লোকেরা আসবে, যারা সাক্ষ্য দিতে না ডাকলেও তারা সাক্ষ্য দিবে, যারা খিয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না। তারা মান্নত করবে কিন্তু তা পূর্ণ করবে না। তাদের মধ্যে মেদওয়ালাদের প্রকাশ ঘটবে।[১৫০৮]

مَنْ لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না

١٤٠١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ، وَلَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ

১৪০১ ঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন খিয়ানাতকারী, খিয়ানাতকারিণীর ও কোন হিংসুকের সাক্ষ্য তার মুসলিম ভাইয়ের বিপক্ষে এবং কোন চাকরের সাক্ষ্য তার মালিকের পরিবারে পক্ষে গ্রহণ করা জায়িয হবে না।[১৫০৯]

١٤٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «"لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ"» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه.

১৪০২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আন্হ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, কোন অজ্ঞ যাযাবরের সাক্ষ্য স্থায়ী বাসিন্দার বিপক্ষে গৃহীত হবে না।[১৫১০]

ما جَاءَ فِيْ قُبُوْلِ شَهَادَةِ مَنْ ظَهَرَتْ اسْتِقَامَتُهُ

ব্যক্তির প্রকাশ্য দিক বিবেচনায় সাক্ষ্য গ্রহণ

١٤٠٣ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ «أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ اِنْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫০৮. বুখারী ৩৬৫০, ৬৪২৮, ৬৬৯৫, মুসলিম ২৫৩৫, তিরমিযী ২২২১, ২২২২, আবূ দাউদ ৪৬৫৭, আহমাদ ১৯৩১৯, ১৯৩৩৪, ১৯৪৫১।

১৫০৯. আবূ দাউদ ৩৬০০, আহমাদ ৬৮৬০, ৬৯০১।

১৫১০. আবূ দাউদ ৩৬০২, ইবনু মাজাহ ২৩৬৭।

১৪০৩ ঃ 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সময়ে কিছু ব্যক্তিকে ওয়াহীর ভিত্তিতে পাকড়াও করা হত। এখন যেহেতু ওয়াহী বন্ধ হয়ে গেছে, সেহেতু এখন আমাদের সামনে তোমাদের যে ধরনের 'আমাল প্রকাশ পাবে, সেগুলোর ভিত্তিতেই তোমাদের বিচার করব।[১৫১১]

ما جَاءَ فِيْ شَهَادَةِ الزُّوْرِ مِنَ التَّغْلِيْظِ وَالْوَعِيْدِ

মিথ্যা সাক্ষ্যদানের কঠিন শাস্তি প্রসঙ্গে

١٤٠٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّوْرِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ.

১৪০৪ ঃ আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে বড় পাপ বলে গণ্য করেছেন।[১৫১২]

ما جَاءَ فِيْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَشْهُوْدِ بِهِ

নিশ্চিতভাবে জানা থাকলে সাক্ষ্য দেওয়া , সন্দেহ থাকলে সাক্ষ্য না দেওয়া

١٤٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: "تَرَى الشَّمْسَ؟" قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ"» أَخْرَجَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ.

১৪০৫ ঃ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ একজন লোককে বলেছিলেন–তুমি কি সূর্য দেখতেছ? সে বললোঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন ঃ এরূপ নিশ্চিত জানা বস্তুর সাক্ষ্য দিবে। অন্যাথায় তা ত্যাগ করবে।

১৫১১. বুখারীর বর্ণনায় আরো রয়েছে-

"فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء؛ الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة"

যে ব্যক্তি আমাদের সামনে ভালো প্রকাশ করবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দান করব এবং নিকটে আনবো, তার অন্তরের বিষয়ে আমাদের কিছু করণীয় নেই। আল্লাহই তার অন্তরের বিষয়ে হিসাব নিবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের সামনে মন্দ 'আমাল প্রকাশ করবে, তার প্রতি আমরা তাদের নিরাপত্তা প্রদান করব না এবং সত্যবাদী বলে জানব না; যদিও সে বলে যে, তার অন্তর ভালো। বুখারী ২৬৪১, নাসায়ী ৪৭৭৭, আবূ দাউদ ৪৫৩৭, আহমাদ ২৮৮।

১৫১২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثاً) الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وشهادة الزور (أو قول الزور) " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? এ কথাটি তিনি বার বার বললেন। (সকলে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন,) আল্লাহর সঙ্গে শির্‌ক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন; এবার সোজা হয়ে বসলেন। তিনি কথাগুলো বার বার বলতেই থাকলেন; এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, আর যদি তিনি না বলতেন। বুখারী ২৬৫৪, ৬২৭৩, ৬৯১৯, মুসলিম ৮৭, তিরমিযী ১৯০১, ২৩০১, আহমাদ ১৯৮৭২, ১৯৮৮১।

হাদীসটি ইবনু 'আদী দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। হাকিম এটিকে সহীহ মন্তব্য করে ভুল করেছেন।[১৫১৩]

جَوَازُ الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ

শপথ ও সাক্ষ্য গ্রহণ দ্বারা বিচার করার বৈধতা

١٤٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُ [هُ] جَيِّدٌ.

১৪০৬ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শপথ ও সাক্ষ্য গ্রহণ দ্বারা বিচার করেছেন।[১৫১৪]

١٤٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مِثْلَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১৪০৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত অনুরূপ একটি হাদীস ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী সংকলন করেছেন, ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।[১৫১৫]

بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

অধ্যায় (২) : দাবি এবং প্রমাণ

ما جَاءَ فِيْ انَّ الدَّعْوَي لا تُقْبَلُ الا بِبَيِّنَةٍ

প্রমাণ ব্যতিরেকে দাবি গ্রহণ করা যাবে না

١٤٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ: «"اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"».

১৪০৮ ঃ 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, যদি কেবল দাবীর উপর ভিত্তি করে মানুষের দাবী পূরণ করা হয়, তাহলে মানুষ তাদের জান ও মালের দাবী করে বসতো। কিন্তু বিবাদীকে ক্বসম করানো হবে।[১৫১৬]

বায়হাক্বীতে সহীহ সনদে বণিত হাদীসে আছে, প্রমাণ দিতে হবে বাদীকে আর (বাদী প্রমাণ দিতে না পারলে বিবাদীর উপর ক্বসমের দায়িত্ব অর্পিত হবে।

১৫১৩. কামিল ইবনু আদী (৬/২২১৩)।

১৫১৪. মুসলিম ১৯৭২, আবূ দাউদ ৩৬০৮, ইবনু মাজাহ ২৩৭০, আহমাদ ২২২৫, ২৮৮১, ২৯৬১।

১৫১৫. আবূ দাউদ ৩৬১০, ৩৬১১, তিরমিযী ১৩৪৩, ইবনু মাজাহ ২৩৬৮।

১৫১৬. বুখারী ২৫১৪, ২৬৬৮, মুসলিম ১৭১১তিরমিযী ১৩৪২, নাসায়ী ৫৪১৫, আবূ দাউদ ৩৬১৯, ইবনু মাজাহ ২৩২১, আহমাদ ২২৮০, ২৬০৮।

ما جَاءَ فِيْ الْقُرْعَةِ عَلَى الْيَمِيْنِ

উভয় পক্ষের মধ্যে কে লটারী করার সুযোগ পাবে তা নির্ণয়ের জন্য লটারী করা প্রসঙ্গে

١٤٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِيْنَ، فَأَسْرَعُوْا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِيْنِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৪০৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একদল লোককে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলফ করতে বললেন। তখন (কে আগে হলফ করবে এ নিয়ে) হুড়াহুড়ি শুরু করে দিল। তখন তিনি কে (আগে) হলফ করবে, তা নির্ধারণের জন্য তাদের নামে লটারী করার নির্দেশ দিলেন।[১৫১৭]

ما جَاءَ مِنَ الْوَعِيْدِ لِمَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنٍ فَاجِرَةٍ

মিথ্যা শপথ দ্বারা কোন মুসলমানের অধিকার আত্মসাৎ করার কঠিন শাস্তি প্রসঙ্গে

١٤١٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «" مَنْ اِقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَضِيْبٌ مِنْ أَرَاكٍ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১০ ঃ আবূ উমামাহ হারিসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় মিথ্যা ক্বসমের মাধ্যমে মুসলিমের প্রাপ্য অধিকার আত্মসাৎ করবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেবেন। আর তার জন্য জাহান্নামকে নিষিদ্ধ করে দেবেন। কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি (যুলুম করে আত্মসাৎ করার) বস্তুটি তুচ্ছ হয়? উত্তরে তিনি বলেন, যদিও তা বাবলা গাছের একটা শাখা হয়।[১৫১৮]

١٤١١ - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪১১ ঃ আশ'আস ইবনু ক্বাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে এমন (মিথ্যা) কসম করে, যা দ্বারা কোন মুসলিমের হক আত্মসাৎ করবে। সে (ক্বিয়ামাতের দিন) আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট।[১৫১৯]

اذَا تَدَاعَي اثْنَانِ شَيْئًا وَلا بَيِّنَةَ لَهُمَا

যদি দুজন ব্যক্তি কোন কিছু নিয়ে আদালতে দাবি পেশ করে এবং উভয়েরই কোন প্রমাণ নেই

১৫১৭. বুখারী ২৬৭৪, আবূ দাউদ ৩৬১৬, ৩৬১৭, ইবনু মাজাহ ২৩২৯, আহমাদ ৯৯৭৪, ১০৪০৮।

১৫১৮. মুসলিম ১৩৭, নাসায়ী ৫৪১৯, আবূ দাউদ ২৩২৪।

১৫১৯. বুখারী ২৩৫৭, ২৫১৬, ২৬৬৭, ২৬৬৭, ২৬৭৭, মুসলিম ১৩৮, তিরমিযী ১২৬৯, ২৯৯৬, আবূ দাউদ ৩২৪৩, ইবনু মাজাহ ২৩২৩, আহমাদ ৩৫৬৬, ৩৫৮৫, ৩৯৩৬।

١٤١٢ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى [الْأَشْعَرِيِّ ﷺ] «أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

১৪১২ ঃ আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। দু'ব্যক্তি একটি জানোয়ারের দাবী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট মোকদ্দমা দায়ের করলো। এ বিষয়ে তাদের কারো কোন প্রমাণ ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্তুটির মূল্য তাদের মধ্যে অর্ধেক করে ভাগাভাগি করে দিলেন।[১৫২০]

ما جاءَ فِيْ تَعْظِيْمِ الْيَمِيْنِ عِنْدَ مِنْبَرِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মিম্বারে কৃত কসমের গুরুত্ব

١٤١٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «"مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِيْنٍ آثِمَةٍ، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১৪১৩ ঃ জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আমার এ মিম্বারের উপরে পাপের (মিথ্যা) ক্বসম করবে সে তার জন্য জাহান্নামে অবস্থান ক্ষেত্র নির্ধারণ করবে।[১৫২১]

ما جاءَ فِيْ تَغْلِيْظِ الْيَمِيْنِ الْكَاذِبَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

আসরের পর মিথ্যা শপথ করার কঠিন অপরাধ প্রসঙ্গ

١٤١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنْ اِبْنِ السَّبِيْلِ؛ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا، وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا، لَمْ يَفِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪১৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তিন রকম লোকের সঙ্গে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (এক) ঐ ব্যক্তি, যে জনশূন্য ময়াদানে অতিরিক্ত পানির মালিক কিন্তু মুসাফিরকে তাথেকে পান করতে দেয় না। (দুই) সে ব্যক্তি যে 'আসরের পর অন্য লোকের নিকট দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করতে গিয়ে এমন কসম খায় যে, আল্লাহ্র শপথ! এটার এত দাম হয়েছে। ক্রেতা সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে সে জিনিস কিনে নেয়। অথচ সে জিনিসের এত দাম হয়নি।

১৫২০. শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল ২৬৫৬, যঈফ নাসায়ী ৫৪৩৯ গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বাইহাকী তাঁর আস সুনান আল কুবরা ১০/২৫৮ গ্রন্থে হাদীসটিকে মুত্তাসিল ও গরীব বলেছেন।

১৫২১. আবূ দাউদ ৩২৪৬, ইবনু মাজাহ ২৩২৫, আহমাদ ১৪২৯৬, ২৪৬০৬, মালেক ১৪৩৪।

(তিন) ঐ ব্যক্তি-যে একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে ইমামের বায়'আত গ্রহণ করে। (বাদশাহ্) ঐ লোকের মনের বাসনা পূর্ণ করলে সে তার বায়'আত পূর্ণ করে। আর যদি তা না হয়, তাহলে বায়'আত ভঙ্গ করে।[১৫২২]

اذَا تَدَاعَي اثْنَانِ شَيْئًا بِيَدِ احَدِهِمَا وَاقَامَا بَيِّنَةً

কোন বস্তুর দাবীদার দু'জন হলে আর তা তাদের একজনের দখলে থাকলে এবং উভয়ে প্রমাণ পেশ করলে তা দখলকারীর বলে গণ্য হবে

١٤١٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ «أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ ا نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ».

১৪১৫ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত দু'জন লোক একটা উটনী নিয়ে বিবাদ করে তারা প্রত্যেকেই বলে: 'এটা আমার উটনী, আমার অধীনেই বাচ্চা প্রসব করেছে'- তাদের দাবীর উপরে প্রত্যেকেই সাক্ষ্য প্রদান করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐ উটনীটা উপস্থিত সময়ে যার অধিকারে ছিল তার অনুকূলে ফায়সালা দিয়েছিলেন।[১৫২৩]

ما جَاءَ فِيْ رَدِّ الْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعِي

দাবীদারের উপর কসম করার দায়িত্ব প্রসঙ্গ

١٤١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِيْنَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ» رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ.

১৪১৬ ঃ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত । নাবী (ﷺ) (বিবাদী ক্বসম প্রত্যাখ্যান করার ফলে) দাবীদার (বাদী) কে ক্বসম করিয়েছিলেন।[১৫২৪]

مَا جَاءَ فِيْ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ

বংশবিশেষজ্ঞের উক্তিতে বংশধারা নির্ধারণ

১৫২২. বুখারী ২৩৫৮, ২৩৬৯, ২৬৭২, ৭৪৪৬, মুসলিম ১০৮, তিরমিযী ১৫৯৫, নাসায়ী ৪৪৬২, ইবনু মাজাহ ২৮৭০, আহমাদ ৭৩৯৩, ৯৮৬৬।

১৫২৩. ইবনুল মুলকিন তাঁর আল বাদরুল মুনীর ৯/৬৯৫ গ্রন্থে বলেন, এতে যায়েদ বিন নুআইম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাকে এই হাদীস ছাড়া তার অন্য কোন সহীহ হাদীস জানা যায় না। ইবনুল কাত্তান তাঁর আল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম ২/৫৫০ গ্রন্থে বলেন, এর মধ্যে যায়েদ বিন নুআইম নামক রাবী সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, এছাড়া এর মধ্যে রয়েছে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ও আবূ হানীফা। ইমাম যাহাবী মীযানুল ই'তিদাল ২/১০৬ গ্রন্থে হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

১৫২৪. দারাকুতনী ৪র্থ খণ্ড ২১৩ পৃষ্ঠা। হাদীসটি দুর্বল। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল (২৬৪২) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর তানকীহুত তাহকীক (২/৩২৬) গ্রন্থে একে মুনকার বলেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর আত তুরুক আল হুকমিয়্যাহ (১০৪) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে মুহাম্মাদ বিন মাসরূক রয়েছে। দেখা দরকার যে সে ব্যক্তিটি কে?। ইবনু হাজার আস কালানী তাঁর আত্ তালখীসুল হাবীর (৪/১৫৯৪) গ্রন্থে বলেন, এর বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন মাসরূকের পরিচয় জানা যায়নি। আর ইসহাক ইব্নুল ফুরাতের ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। ইমাম সনআনী তাঁর সুবুলুস সালাম (৪/২১০) গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

Contents

١٤١٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا «قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوْرًا، تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: " هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪১৭ ঃ 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে এমন হাসিখুশি অবস্থায় আসলেন যে, তাঁর চেহারার রেখাগুলো চমকাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ তুমি কি দেখনি যে, মুজাযযিয আল-মুদলিযী (চিহ্ন দেখে বংশ নির্ধারণকারী) যায়দ ইব্নু হারিসাহ এবং উসামাহ ইব্নু যায়দ-এর দিকে অনসন্ধানের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে। এরপর সে বলেছে, তাদের দু'জনের পাগুলো পরস্পর থেকে (এসেছে)।[১৫২৫]

১৫২৫. বুখারী ২৫৫৫, ৩৭৩১, ৬৭৭১, মুসলিম ১৪৫৯, তিরমিযী ২১২৯, নাসায়ী ৩৪৯৩, ৩৪৯৪, আবূ দাউদ ২২৬৭, ইবনু মাজাহ ২৩৪৯, আহমাদ ২৩৫৭৯।

كِتَابُ الْعِتْقِ

পর্ব (১৫) : দাস-দাসী মুক্ত করা

ما جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْعِتْقِ

দাস-দাসী আযাদ করার ফযীলাত প্রসঙ্গে

١٤١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأً مُسْلِمًا، اِسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪১৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে কোন মুসলিম কোন মুসলিমকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দান করবে ঐ দাসের প্রতিটি অঙ্গের মুক্তির বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রত্যেক অঙ্গকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করবেন।[১৫২৬]

١٤١٩ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ؛ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ : «"وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ"».

১৪১৯ ঃ তিরমিযীতে আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে- যে মুসলিম দু'জন মুসলিম মহিলাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দান করবে ঐ দু'জন মহিলার মুক্তির বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন হতে তার মুক্তি লাভ হবে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১৫২৭]

١٤٢٠ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيْثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ ﷺ: «"وَأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ اِمْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ"».

১৪২০ ঃ আবূ দাউদে কা'ব ইবনু মুররা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, কোন মুসলিম নারী যদি কোন মুসলিম নারীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তবে এটা তার জাহান্নাম হতে মুক্তিলাভের কারণ হবে।[১৫২৮]

ما جَاءَ فِيْ ايِّ الرِّقَابِ افْضَلُ لِلْعِتْقِ

কোন্ কৃতদাস আযাদ করা সর্বোত্তম

١٤٢١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ «قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيْمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيْلِهِ" قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ"

১৪২১ ঃ আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ 'আমল উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি জিজ্ঞেস

১৫২৬. বুখারী ৬৭১৫, মুসলিম ১৫০৯, তিরমিযী ১৫৪১, আহমাদ ৫১৫৪, ৯২৫৭, ৯২৭৮।
১৫২৭. তিরমিযী ১৫৪৭।
১৫২৮. আবূ দাউদ ৩৯৬৭, নাসায়ী ৩১৪২, ৩১৪৫, ইবনু মাজাহ ২৫২২, আহমাদ ১৬৫৭২, ১৭৫৯৯।

করলাম, কোন্ ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যে ক্রীতদাসের মূল্য অধিক এবং যে ক্রীতদাস তার মনিবের কাছে অধিক আকর্ষণীয়।[১৫২৯]

ما جاءَ فِيْ مَنْ اعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ

শরীকানা দাস-দাসী মুক্তকারীর প্রসঙ্গ

١٤٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪২২ ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কেউ যদি কোন ক্রীতদাস হতে নিজের অংশ মুক্ত করে আর ক্রীতদাসের মূল্য পরিমাণ অর্থ তার কাছে থাকে, তবে তার উপর দায়িত্ব হবে ক্রীতদাসের ন্যায্য মূল্য নির্ণয় করা। তারপর সে শরীকদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করবে এবং ক্রীতদাসটি তার পক্ষ হতে মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু (সে পরিমাণ অর্থ) না থাকলে তার পক্ষ হতে ততটুকুই মুক্ত হবে যতটুকু সে মুক্ত করেছে।[১৫৩০]

١٤٢٣ - وَلَهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «"وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ"» وَقِيْلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ.

১৪২৩ ঃ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, একাকী পূর্ণ আযাদ করতে সক্ষম না হলে মূল্য ধার্য করা হবে আর 'মূল্য সংগ্রহের জন্য দাসের পক্ষ থেকে চেষ্টা চলবে'। এতে তার উপরে কোন কঠোরতা আরোপ করা হবে না।[১৫৩১]

বলা হয়ে থাকে যে, চেষ্টা করার জন্য যে বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে তা 'মুদরাজ' বা কোন রাবীর নিজস্ব বক্তব্য- হাদীসের অংশ নয়। প্রকৃত পক্ষে এটিও হাদীসেরই অংশ।[১৫৩২]

১৫২৯. বুখারীতে আরো রয়েছে, "قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك **আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ যদি আমি করতে না পারি? তিনি বললেন, তাহলে** কাজের লোককে (তার কাজে) সাহায্য করবে কিংবা বেকারকে কাজ দিবে। আমি (আবারও) বললাম, এও যদি না পারি? তিনি বললেন, মানুষকে তোমার অনিষ্টতা হতে মুক্ত রাখবে। বস্তুতঃ এটা তোমার নিজের জন্য তোমার পক্ষ হতে সাদাকাহ। বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ৮৪, নাসায়ী ৩১২৯, ইবনু মাজাহ ২৫২৩, আহমাদ ২০৮২৪, দারেমী ২৭৩৮।

১৫৩০. شركا শব্দের অর্থ نصيبا অর্থাৎ অংশ,ভাগ। বুখারী ২৪৯১, ২৪০৩, ২৫২১, ২৫২৫, ২৫২৪মুসলিম ১৫০১, তিরমিযী ১৩৪৬, নাসায়ী ৪৬৯৯, আবূ দাউদ ৩৯৪০, ৩৯৪৩।

১৫৩১. বুখারী এবং মুসলিমে এর প্রথমাংশটুকু হলো কেউ শরীকী ক্রীতদাস হতে নিজের ভাগ বা অংশ (রাবীর দ্বিধা) মুক্ত করে দিলে অর্থ ব্যয়ে সেই ক্রীতদাসকে নিস্কৃতি দেয়া তার উপর কর্তব্য, যদি তার কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকে। তার পরের অংশটুকু উপরে বর্ণিত।

১৫৩২. বুখারী ২৪৯২, ২৫০৪, মুসলিম ১৫০৩, তিরমিযী ১৩৪৩, আবূ দাউদ ৩৯৩৭, ৩৯৩৮, ইবনু মাজাহ ২৫২৭, আহমাদ ৭৪১৯, ৮৩৬০, ১০৪৯১।

Contents

مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

পিতাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার ফযীলাত

١٤٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «" لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيُعْتِقَهُ"» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কোন পুত্র তার পিতার হাক্ব আদায় করতে সক্ষম হবে না, কিন্তু যদি পিতাকে গোলাম অবস্থায় পায় আর তাকে ক্রয় করে আযাদ করে (তবে তার পিতার হাক্ব পরিশোধ হতে পারে)।[১৫৩৩]

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ

কোন ব্যক্তি মাহরামের মনিব হলে ঐ মাহরাম দাস আযাদ বলে গণ্য হবে

١٤٢٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوْفٌ.

১৪২৫ ঃ সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন আত্মীয়ের (রক্ত সম্পর্কযুক্ত লোকের) মনিব হয় যাদের মধ্যে বিয়ে হারাম তবে সে (উক্ত গোলাম) আযাদ হয়ে যায়।

একদল হাদীস বিশেষজ্ঞ এটিকে মাওকূফ বলেছেন।[১৫৩৪]

حُكْمُ مَنْ اعْتَقَ عَبِيْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَهم كُلَّ مَالِهِ

মৃত্যুর সময় সকল দাসকে মুক্ত করার বিধান যখন ঐ দাসগুলোই তার একমাত্র সম্পদ

١٤٢٦ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوْكِيْنَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيْدًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৬ ঃ 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত্ কোন এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার ছয়টি দাস মুক্ত করে দেন, ঐ দাসগুলো ছাড়া তার আর কোন সম্পদ ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ডেকে পাঠালেন ও তিন ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। তার পর প্রত্যেক ভাগের উপর লটারী দিয়ে এর ভিত্তিতে

১৫৩৩. নাসায়ীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, তুমি তোমার পরিবারের পিছনে ব্যয় করবে। মুসলিম ১৫১০, তিরমিযী ১৯০৬, আবূ দাউদ ৫১৩৭, ইবনু মাজাহ ৩৬৫৯, আহমাদ ৭৫১৬, ৮৬৭৬।

১৫৩৪. আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, "أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد" যে কোন দাস নিজের মুক্তির জন্য একশত উকিয়া ধার্য করে, অতঃপর দশ উকিয়া ব্যতিত সম্পূর্ণই পরিশোধ করে তাহলে সেই দাস (বলে গণ্য হবে)। আর যে কোন দাস একশত দিনারের বিনিময়ে নিজের মুক্তি চায় অতঃপর দশ দিনার ব্যতিত আর সবটুকুই পরিশোধ করে তাহলেও সে দাস বলে গণ্য হবে। আবূ দাউদ ৩৯৪৯, তিরমিযী ১৩৬৫, ইবনু মাজাহ ২৫২৪, আহমাদ ১৯৬৫৪, ১৯৬৯২, ১৯৭১৫।

দু'টো দাসকে মুক্ত করে দিলেন ও চারজনকে দাস করে রাখলেন। এবং তাকে (এদের মনিবকে) কঠোর কথা বললেন।[১৫৩৫]

مَنْ اعْتَقَ مَمْلُوْكَهُ وَشَرَطَ خِدْمَتَهُ

যে ব্যক্তি স্বীয় দাসকে আযাদ করে দেয় এবং তাকে সেবা করার শর্ত করে

١٤٢٧ - وَعَنْ سَفِيْنَةَ ﷺ «قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوْكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

১৪২৭ ঃ সাফীনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (নাবীর সহধর্মিণী) উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা এর দাস ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমাকে এই শর্তে আযাদ করে দিচ্ছি যে, তুমি তোমার জীবন কাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খিদমত করবে।[১৫৩৬]

ما جَاءَ فِيْ انَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اعْتَقَ

ওয়ালা (দাসত্ব মুক্তি সূত্রে উত্তরাধিকার) ঐ ব্যক্তির সাব্যস্ত হবে যে দাসকে আযাদ করে দেয়

١٤٢٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «"إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ.

১৪২৮ ঃ 'আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ওয়ালা)দাসত্ব মুক্তিসূত্রে উত্তরাধিকার) ঐ ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হবে যে দাসকে আযাদ করে দেয়।[১৫৩৭]

مِنْ احْكَامِ الْوَلاءِ

ওয়ালা'র বিধানাবলী

١٤٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «" الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ"» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيْحَيْنِ" بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.

১৪২৯ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ওয়ালা একটা বলিষ্ঠ সম্পর্ক যেমন রক্তের সম্পর্ক (ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী হয়ে থাকে)। অতএব তা বিক্রি করা যায় না, এবং দান করাও যায় না।[১৫৩৮]

১৫৩৫. মুসলিম ১৬৬৮, তিরমিযী ১৩৬৪, নাসায়ী ১৯৫৮, আবূ দাউদ ৩৯৬১, ইবনু মাজাহ ২৩৪৫, আহমাদ ১৯৩২৫, ১৯৫০৭, দারেমী ১৫০৬।

১৫৩৬. আবূ দাউদ ৩৯৩২, ইবনু মাজাহ ২৫২৬।

১৫৩৭. বুখারী ৪৫৫, ২১৫৫, ২১৬৮মুসলিম ১৫০৪, তিরমিযী ১২৫৬, আবূ দাউদ ৩৯২৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৪, মালেক ১৫১৯,।

بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَامِّ الْوَلَدِ

অধ্যায় (১) : মুদাব্বার, মুকাতাব, উম্মু ওয়ালাদের বর্ণনা

حُكْمُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

'মুদাব্বার' গোলাম বিক্রির বিধান

١٤٣٠ - عَنْ جَابِرٍ ﷺ «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: «وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: " اِقْضِ دَيْنَكَ"».

১৪৩০ ঃ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আনসার গোত্রের এক লোক তার গোলামকে মুদাব্বির বানালো (মনিবের মৃত্যু হলে গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে)। ঐ গোলাম ছাড়া তার আর কোন মাল ছিল না। খবরটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে পৌঁছল। তিনি বললেন ঃ গোলামটিকে আমার নিকট হতে কে কিনে নেবে? নু'আয়ম ইব্‌নু নাহ্‌হা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে কিনে নিল।[১৫৩৯]

বুখারীর শব্দে আছে, লোকটি তার দাসকে আযাদ করে দেয়ার পর অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

নাসায়ীর বর্ণনায় আছে, লোকটির কর্জ ছিল। ফলে গোলামটিকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিক্রয় করে তাকে দিয়ে বললেন, তুমি তোমার ঋণ পরিশোধ করে দাও।

حُكْمُ الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ

চুক্তিবদ্ধ দাসের কিছু পাওনা পরিশোধ করলে তার বিধান

١٤٣١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ﷺ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «قَالَ: " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ"» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৪৩১ ঃ 'আমর ইবনু শু'আইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মুকাতাব গোলাম স্বীয় মুক্তির জন্য নির্ধারিত অর্থের মধ্যে একটা দিরহাম পরিশোধ করতে বাকী থাকা পর্যন্ত সে দাস (বলে গণ্য হবে)।[১৫৪০]

حُكْمُ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

চুক্তিবদ্ধ দাসের পাওনা পরিশোধের সামর্থ্য থাকলে তার হুকুম

১৫৩৮. আবূ দাউদ ৩৯২৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৫, মালিক ১৫১৯।

১৫৩৯. বুখারী ২১৪১, ২২৩১, ২৪০৪, মুসলিম ৯৯৭তিরমিযী ১২১৯, নাসায়ী ৪৬৫২, ৪৬৫৩, আবূ দাউদ ৩৯৫৫, ইবনু মাজাহ ২৫১২, আহমাদ ১৪৭৭৫, ১৪৮০৭, দারেমী ২৫৭৩।

১৫৪০. আবূ দাউদ ৩৯২৬, ৩৯২৭, তিরমিযী ১২৬০, আহমাদ ৬৬২৮, ৬৬৮৭, ৬৬৮৪।

١٤٣٢- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৩২ ঃ উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের (মেয়ে জাতির বা নাবীর সহধর্মিণীদের) কারো যখন কোন মুকাতাব গোলাম থাকে আর সে গোলামের নিকটে চুক্তিকৃত টাকা পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকে তবে ঐরূপ গোলাম থেকে সে যেন পর্দা করে।[১৫৪১]

ما جاءَ فِيْ دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

মুকাতাব দাসের রক্তপণ

١٤٣٣- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُوْدَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

১৪৩৩ ঃ ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মুকাতাব গোলাম নিহত হলে তার দিয়াত (খুনের ক্ষতিপূরণ) যে পরিমাণ অংশ আযাদ ছিল সে পরিমাণের জন্য আযাদের রক্ত পণ দিতে হবে। আর যে অংশ দাস ছিল সে পরিমাণের জন্য গোলামের অনুরূপ রক্ত মূল্য (দিয়াত) দিতে হবে।[১৫৪২]

ما جاءَ فِيْ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمْ يَتْرُكْ رَقِيْقًا

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন দাস-দাসী রেখে মৃত্যুবরণ করেননি

١٤٣٤- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ﷺ - أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِيْنَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৪৩৪ ঃ উম্মুল মু'মিনীন মুওয়াইরিয়ার ভাই 'আমর ইবনুল হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ইন্তিকালের সময় কোন দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), কোন দিনার, কোন গোলাম বা কোন দাসী আর না কোন বস্তু রেখে গিয়েছিলেন। তবে তাঁর একটা মাত্র সাদা রং-এর খচ্চর, যুদ্ধাস্ত্র ও কিছু জমিও ছিল যা সাদাকাহ করে রেখেছিলেন।[১৫৪৩]

ما جاءَ فِيْ انَّ امَّ الْوَلَدِ تُعْتَقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا

উম্মুল ওয়ালাদ মনিবের মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যাবে[১৫৪৪]

১৫৪১. আবূ দাউদ ৩৯২৮, তিরমিযী ১৬৬১, ইবনু মাজাহ ২৫২০, আহমাদ ২৫৯৩৪, ২৬০৮৯। ইমাম শওকানী তাঁর নাইলুল আওত্বার গ্রন্থে ৬/২১৭ গ্রন্থে বলেন, শাইখ আলবানী যঈফ ইবনু মাজাহ ৪৯৭, ইরওয়াউল গালীল ১৭৬৯ আত্তালীকাত আররযীয়াহ ২/৫০৮ গ্রন্থে, এটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর তাহযীবুস সুনান ১০/৪৩২ গ্রন্থে বলেন, যাদের হাদীসে আমি সন্তুষ্ট তাদের কাউকে আমি এ হাদীসটি বর্ণনা করতে দেখিনি।

১৫৪২. আবূ দাউদ ৪৫৮।

১৫৪৩. বুখারী ২৮৭৩, ২৯১২, ৩০৯৮, নাসায়ী ৩৫৯৪, ৩৫৯৫, আহমাদ ১৭৯৯০।

১৫৪৪. মনিবের সাথে সহবাস করার পর যে দাসী সন্তান প্রসব করে সেই দাসীকে উম্মুল ওয়ালাদ বলা হয়।

١٤٣٥- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ» أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ.

১৪৩৫ ঃ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে কোন দাসী তার মনিবের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করবে সে তার মনিবের মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যাবে।

একদল হাদীস বিশারদ এটিকে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত মাওকূফ হাদীস হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।][১৫৪৫]

مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ إِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ

মুকাতাব দাস-দাসীকে সহযোগিতা করার ফযীলত

١٤٣٦- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৪৩৬ ঃ সাহল ইবনু হুনাইফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদ (দ্বীনের পথের সংগ্রামী)-কে সাহায্য করবে বা কোন ঋণী ব্যক্তিকে (যার সাংসারিক অভাব-অনটনের কারণে ঋণ হয়েছে) বা মুকাতাব দাস বা দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য সাহায্য করবে তাকে আল্লাহ ছায়াহীন ক্বিয়ামাতের কঠিন দিনে ছায়া প্রদান করবেন।[১৫৪৬]

১৫৪৫. ইবনু মাজাহ ২৫১৫, আহমাদ ২৯৩১, দারেমী ২৫৭৪। ইবনুল কাত্তান তাঁর আল ওয়াহম ওয়াল ইহাম ৩/১৩৮ গ্রন্থে বলেন, আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উওয়াইস আল আসবাহী সত্যবাদী। কিন্তু হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আর দ্বিতীয় জন হচ্ছেন উবাইদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া আর রহাওয়ী, তার অবস্থা জানা যায় না। ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর আল জামেউস সগীর ২৯৮১ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম সনআনী সুবুলুস সালাম গ্রন্থে ৪/২২৮ গ্রন্থে বলেন, এর সনদে আল হাসান বিন আবদুল্লাহ আল হাশিমী অত্যন্ত দুর্বল রাবী। বিন বায তাঁর হাশিয়া বুলূগুল মারাম ৭৬৪ তে বলেন, এর সনদে হুসাইন বিন আবদুল্লাহ বিন উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস সে দুর্বল রাবী। বিন বায উক্ত কিতাবের ৬/২৩৩ পৃষ্ঠায় বলেন, শাইখ আলবানী যঈফুল জামে ২২১৮ তে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, মুহাদ্দিসগণের নিকট সঠিক হচ্ছে এটি উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ইজতিহাদ।

১৫৪৬. আহমাদ, হাকিম ২য় খণ্ড ৮৯, ৯০ পৃষ্ঠা হাদীস নং ২১৭। তিনি যুহাইর বিন মুহাম্মাদ এবং আমর বিন সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫ম খণ্ড ২৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বিন সাহল বিন হুনাইফকে আমি চিনি না। আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন উকাইল এর হাদীসটি হাসান। ইমাম যাহাবী তাঁর আল মুহাযযিব (৮/৪৩৪৬) গ্রন্থে হাদীসটিকে খুবই গরীব বলেছেন। আল মুনযিরী তাঁর তারগীব ওয়াত তারহীব (২/২৩০) গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন উকাইল দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী তাঁর সিলসিলা যঈফা ৪৫৫৫, যঈফুল জামে ৫৪৪৭, যঈফ তারগীব ৭৯৬ গ্রন্থসমূহে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে যারা যারা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন তারা হলেন : ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আল আমালী আল মুতলাকা (১০৫) গ্রন্থে হাদীসটি হাসান বলেছেন। ইমাম সুয়ূত্বী আল জামেউস সগীর (৮৪৭০) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। আল বাদরুল মুনীর (৯/৭৪১) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

كِتَابُ الْجَامِعِ

পর্ব (১৬) : বিবিধ প্রসঙ্গ

بَابُ الْأَدَبِ

অধ্যায় (১) : আদব

١٤٣٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اِسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৩৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: এক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের ৬টি হাক্ব রয়েছে- ১. কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দেবে; ২. আমন্ত্রণ করলে তা ক্ববূল করবে; ৩. পরামর্শ চাইলে সৎ পরামর্শ দেবে; ৪. হাঁচি দিয়ে আল-হামদু লিল্লাহ পড়লে তার জবাব দেবে (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে)।[১৫৪৭] ৫. পীড়িত হলে তার কাছে গিয়ে তার খবরাখবর নেবে; ৬. সে ইন্তিকাল করলে তার জানাযা সলাতে অংশগ্রহণ করবে।[১৫৪৮]

١٤٣٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «انْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৩৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (পার্থিব ব্যাপারে) তুমি তোমার চেয়ে দুর্বলের উপর দৃষ্টি রাখবে, কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে উঁচু তার উপর দৃষ্টি রাখবে না। এরূপ করলে তুমি আল্লাহ প্রদত্ত তোমার নি'আমাতের প্রতি অবহেলা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করার অপরাধ হতে বেঁচে যাবে।[১৫৪৯]

١٤٣٩- وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: «الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৫৪৭. التسميت শব্দের অর্থ ঃ হাঁচিদাতার হাঁচির উত্তরে يرحمك الله (আল্লাহ তোমার উপর রহমাত বর্ষণ করুক) বলা। অর্থাৎ হাঁচি দাতা আলহামদুলিল্লাহ বলার পর ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

১৫৪৮. মুসলিম ২১৬২, বুখারী ১২৪০, তিরমিযী ২৭৩৭, নাসায়ী ১৯৩৮, আবূ দাউদ ৫০৩০, ইবনু মাজাহ ১৪৩৫, আহমাদ ২৭১৫৫।

১৫৪৯. বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه" তোমাদের কারো নজর যদি এমন লোকের উপর পড়ে, যাকে মাল-ধন ও দৈহিক গঠনে অধিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে তবে সে যেন এমন লোকের দিকে নজর দেয়, যে তার চেয়ে নিম্ন স্তরে রয়েছে। বুখারী ৬৪৯০, মুসলিম ২৯৬৩, আহমাদ ২৭৩৬৪, ৯৮৮৬।

১৪৩৯ ঃ নাওওয়াস ইবনু সাম'আন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, নেকি হচ্ছে সুন্দর ব্যবহার, আর পাপ হচ্ছে যা তোমার অন্তরে খটকা জাগায়, আর মানুষ তা জেনে যাক এটা তুমি পছন্দ কর না।[১৫৫০]

١٤٤٠- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

১৪৪০ ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোথাও তোমরা তিনজনে থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানে-কানে কথা বলবে না যতক্ষণ না জনগণের সাথে মিশে যাও। এতে তার মনে দুঃখ হবে।[১৫৫১]

١٤٤١- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا، وَتَوَسَّعُوْا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৪১ ঃ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন লোক যেন কোন লোককে তার বসার স্থান হতে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে। বরং তোমরা বসার ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত ও সম্প্রসারিত কর।[১৫৫২]

١٤٤٢- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৪২ ঃ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন আহার করে সে যেন তার হাত না মোছে, যতক্ষণ না সে তা চেটে খায় কিংবা অন্যের দ্বারা চাটিয়ে নেয়।[১৫৫৩]

١٤٤٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: [قَالَ] رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لِيُسَلِّمْ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي».

১৪৪৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বয়োকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে।

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, আরোহী পদব্রজে যাওয়া ব্যক্তিকে সালাম দিবে।[১৫৫৪]

১৫৫০. মুসলিম ২৫৫৩, ২৩৮৯ আহমাদ ১৭১৭৯ দারেমী ২৭৮৯।

১৫৫১. বুখারী ৬২৯০, মুসলিম ২১৮৪, তিরমিযী ২৮২৫, আবূ দাউদ ৪৮৫১, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৫, আহমাদ ৩৪৫০, দারেমী ২৬৫৭।

১৫৫২. বুখারী ৯১১, ৬২৬৯, মুসলিম ২১৭৭, তিরমিযী ২৭৪৯, ২৭৫০, আবূ দাউদ ৪৮২৮, আহমাদ ৪৬৪৫, ৪৬৫০, ৪৭২১, দারেমী ২৬৫৩।

১৫৫৩. মুসলিম ৫৪৫৬, মুসলিম ২০৩১, আবূ দাউদ ৩৮৪৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৯, আহমাদ ২৭৭৭৩, দারেমী ২০২৬।

١٤٤٤- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوْا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

১৪৪৪ ঃ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যাত্রীদের মধ্যে থেকে একজনের সালামের উত্তর দেয়া সকলের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে। এর সমার্থক হাদীস থাকায় এটি হাসান।[১৫৫৫]

١٤٤٥- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فِي طَرِيْقٍ، فَاضْطَرُّوْهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৪৪৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে আগে সালাম দিবে না। আর যখন তোমরা তাদের সাথে রাস্তায় মিলবে তখন তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণতম দিকে যেতে বাধ্য করবে।[১৫৫৬]

١٤٤٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৪৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয়, তখন সে যেন اَلْحَمْدُ لله বলে। আর তার মুসলিম ভাই যেন এর জবাবে يَرْحَمُكَ الله বলে। আর যখন সে يَرْحَمُكَ الله বলবে, তখন হাঁচিদাতা তাকে বলবে ঃ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ।[১৫৫৭]

١٤٤٧- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৪৪৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন কখনও দাঁড়িয়ে (পানি) পান না করে।[১৫৫৮]

١٤٤٨- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ».

১৪৪৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ জুতা পরে তখন সে যেন ডান দিক থেকে শুরু করে, আর যখন খোলে তখন সে যেন বাম দিকে শুরু করে, যাতে পরার সময় উভয় পায়ের মধ্যে ডান পা প্রথমে হয় এবং খোলার সময় শেষে হয়।[১৫৫৯]

১৫৫৪. বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনায় সম্পূর্ণ হাদীসটি হচ্ছে, পদব্রজে চলাচলকারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কমসংখ্যক লোক অধিকসংখ্যক লোকদের সালাম দেবে। বুখারী ৬২৩১, ৬২৩২, ৬২৩৪, তিরমিযী ২৭০৩, ২৭০৪, আবূ দাউদ ৫১৯৮, আহমাদ ২৭৩৭৯, ৮১১৩।

১৫৫৫. আবূ দাউদ ৫২১০।

১৫৫৬. সহীহ তিরমিযী ১৬০২, সহীহুল জামে ৭২০৪। মুসলিম ২১৬৭।

১৫৫৭. বুখারী ৬২২৪, আবূ দাউদ ৫০৩৩, আহমাদ ৪৮১৭।

১৫৫৮. মুসলিম ২০২৬, আহমাদ ৮১৩৫।

Contents

١٤٥٠- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا

১৪৫০[১৫৬০] ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। হয় দু'পা-ই খোলা রাখবে অথবা দু' পায়ে পরবে।[১৫৬১]

١٤٥١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৫১ ঃ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ সে লোকের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) দেখবেন না, যে অহঙ্কারের সাথে তার (পরিধেয়) পোশাক টেনে চলে।[১৫৬২]

١٤٥٢- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৪৫২ ঃ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন খাবে তখন সে যেন ডান হাতে খায় আর যখন পান করবে তখন ডান হাতে পাত্র ধরে পান করবে। কেননা, শাইত্বান বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে।[১৫৬৩]

١٤٥٣- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؓ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا مَخِيْلَةٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৫৩ ঃ 'আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: ব্যয়বাহুল্য ও অহংকার হতে দূরে থেকে- খাও, পান কর, পর এবং সাদাক্বাহ কর।[১৫৬৪]

بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

অধ্যায় (২) : কল্যাণ সাধন ও আত্মীয়তার হক্ব আদায়

১৫৫৯. বুখারী ৫৮৫৫, মুসলিম ২০৯৭, তিরমিযী ১৭৭৪, আবূ দাউদ ৪১৩৬, ইবনু মাজাহ ৩৬১৭, আহমাদ ৭৩০২, ৯২৭৩, ৯৪২২, মালেক ১৭০১।

১৫৬০. শাইখ সুমাইর আয যুহাইরী সম্পাদিত বুলুগুল মারামে ভুলক্রমে হাদীসের ক্রমধারা লিখতে গিয়ে ১৪৪৮ এর পরে ১৪৫০ লেখা হয়েছে, যদিও হাদীসের ধারাবাহিকতা ঠিকই আছে, অর্থাৎ কোন হাদীস ছুটে যায়নি।

১৫৬১. বুখারী ৫৮৫৫, মুসলিম ২০৯৭, তিরমিযী ১৭৭৪, আবূ দাউদ ৪১৩৬, ইবনু মাজাহ ৩৬১৭, আহমাদ ৭৩০২, ৯২৭৩, ৯৪২২, মালেক ১৭০১।

১৫৬২. বুখারী ৩৪৮৫, ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, মুসলিম ২০৮৫, তিরমিযী ১৭৩০, ১৭৩১, নাসায়ী ৫৩২৭, ৫৩২৮, আবূ দাউদ ৪০৮৫, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, আহমাদ ৪৪৭৫, ৪৫৫৩, মালেক ১৬৯৬, ১৬৯৮।

১৫৬৩. মুসলিম ২০২০, তিরমিযী ১৭৯৯, ১৮০০, আবূ দাউদ ৩৭৭৬, আহমাদ ৪৫২৩, ৪৮৭১, মালেক ১৭১২, দারেমী ২০৩০।

১৫৬৪. আহমাদ ৬৬৯৫, ৬৭০৮।

١٤٥٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৫৪ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে লোক তার জীবিকা প্রশস্ত করতে এবং আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।[১৫৬৫]

١٤٥٥- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৫৫ ঃ যুবায়র ইবনু মুত'ইম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৫৬৬]

١٤٥٦- وَعَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ سَعِيْدٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৫৬ ঃ মুগীরাহ বিন সাঈদ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মা-বাপের নাফরমানী করা, কন্যা সন্তানকে জীবিত ক্ববর দেয়া, সৎ পথে দান বন্ধ করা এবং দাও দাও বলাকে (বেশি বেশি চাওয়া)। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন যে, বলা হয়েছে, বলেছে, (এইরূপ বলা) এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ অপচয় করা।[১৫৬৭]

١٤٥٧- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رِضَا اللهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

১৪৫৭। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত । নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি (লাভ হয়), তাঁদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে।[১৫৬৮]

١٤٥٨- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ لِأَخِيْهِ- مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৫৮। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার প্রতিবেশী বা ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।[১৫৬৯]

১৫৬৫. বুখারী ৫৯৮৫, তিরমিযী ১৯৭৯, আহমাদ ৮৬৫১।

১৫৬৬. বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ২৫৫৬, তিরমিযী ২৫০৯, আবূ দাউদ ১৬৯৬, আহমাদ ১৬২৯১, ১৬৩২২।

১৫৬৭. বুখারী ৫৯৭৫, ৮৪৪, ১৪৭৭, ২৪০৮, মুসলিম ৫৯৩, নাসায়ী ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৫, আবূ দাউদ ১৫০৫, ৩০৭৯, আহমাদ ১৭৬৭৩, ১৭৬৮১, দারেমী ১৩৪৯, ২৭৫১।

১৫৬৮. তিরমিযী ১৯০০, ইবনু মাজাহ ২০৮৯, ৩৬৬৩, আহমাদ ২১২১০, ২৬৯৮০।

١٤٥٩- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৫৯। 'আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন্ গুনাহ আদুল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম, তারপর কোন্ গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সঙ্গে আহার করবে। আমি আরয করলাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচার করা।[১৫৭০]

١٤٦٠- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قِيْلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৬০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিন 'আস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতা-মাতাকে গাল-মন্দ করা। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপন পিতা-মাতাকে কোন লোক কিভাবে গাল-মন্দ করতে পারে? তিনি বললেন ঃ সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাকে গালি দেয়।[১৫৭১]

١٤٦١- وَعَنْ أَبِي أَيُّوْبَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৬১। আবূ আইউব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন লোকের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাই-এর সাথে তিন দিনের অধিক এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দু'জনে দেখা হলেও একজন এদিকে আরেকজন ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখবে। তাদের মধ্যে যে আগে সালাম দিবে, সেই উত্তম লোক।[১৫৭২]

١٤٦٢- عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

১৫৬৯. বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, তিরমিযী ২৫১৫, নাসায়ী ৫০১৬, ৫০১৭, ইবনু মাজাহ ৬৬, আহমাদ ১১৫৯১, ১২৩৮৮, দারেমী ২৭৪০।

১৫৭০. বুখারী ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, মুসলিম ৮৬, তিরমিযী ৩১৮২, ৩১৮৩, নাসায়ী ৪০১৩, ৪০১৪, ৪০১৫, আবূ দাউদ ২৩১০, আহমাদ ৩৬০১, ৪০৯১।

১৫৭১. বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ৯০, তিরমিযী ১৯০২, আবূ দাউদ ৫১৪১, আহমাদ ৬৪৯৩, ৬৮০১।

১৫৭২. বুখারী ৬২৩৭, ৬০৭৭ মুসলিম ২৫৬০, তিরমিযী ১৯৩২, আবূ দাউদ ৪৯১১, আহমাদ ২৩০১৭, মালেক ১৬৮২।

১৪৬২। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: প্রত্যেক সৎকর্ম সাদাক্বাহ সমতুল্য পুণ্য কাজ।[১৫৭৩]

١٤٦٣- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ»

১৪৬৩। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কোন সৎ কাজকে কখনও তুচ্ছ মনে করবে না, যদিও সেটা তোমার কোন (মুসলিম) ভাই-এর সাথে আনন্দের সাথে সাক্ষাৎকার হয়। (এটাকেও সৎকর্মের দিক থেকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়।)[১৫৭৪]

١٤٦٤- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ» أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ.

১৪৬৪। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যখন কোন তরকারী রান্না করবে তখন তাতে পানি বেশি দিয়ে প্রতিবেশীর খবরগিরি করবে। (অর্থাৎ প্রতিবেশীকে দিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে সর্বদা সচেতন ও সচেষ্ট থাকবে।)[১৫৭৫]

١٤٦٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৪৬৫। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন পার্থিব বিপদ দূর করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার পরকালের বিপদ হতে কোন বিপদ দূর করবেন। কেউ যদি কোন অভাবগ্রস্তকে সহযোগিতা দান করে তবে আল্লাহ তার ইহ ও পরকালের উভয় ক্ষেত্রে সহযোগিতা দান করবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাই-এর দোষ-ত্রুটি গোপন করবে আল্লাহ তা'আলা ইহাকালে ও পরকালে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।[১৫৭৬]

١٤٦٦- وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৫৭৩. বুখারী ৬০২১, তিরমিযী ১৯৭০, আহমাদ ১৪২৯৯, ১৪৪৬৩।

১৫৭৪. মুসলিম ২৬২৬, তিরমিযী ১৮৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৬৬২, দারেমী ২০৭৯।

১৫৭৫. বুখারী ৬০১৫, মুসলিম ২৬২৫, আহমাদ ৫৫৫২। মুসলিমের বর্ণনায়, হাদীসের প্রথমে হে আবূ যার! কথাটির উল্লেখ আছে।

১৫৭৬. মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, দারেমী ৩৪৪।

১৪৬৬ ঃ আবূ মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি কোন কল্যাণকর বস্তুর সন্ধান দান করে, তার জন্য এ কল্যাণ সম্পাদনকারীর অনুরূপ পুণ্য রয়েছে।[১৫৭৭]

١٤٦٧- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مِنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوْهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا، فَادْعُوْا لَهُ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

১৪৬৭ ঃ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে (আল্লাহর নামে) আশ্রয় প্রার্থী হয় তাকে আশ্রয় প্রদান কর। আর যে আল্লাহর নাম নিয়ে (শারী'আত সম্মতভাবে) তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাকে সাহায্য কর। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ করে তাকে তুমি তার প্রতিদান যথারীতি দাও আর তাতে সক্ষম না হলে তার জন্য নেক দু'আ কর।[১৫৭৮]

بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

অধ্যায় (৩) দুনিয়া বিমুখীতা ও পরহেযগারীতা

١٤٦٨- عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ- وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৬৮ ঃ নু'মান ইব্নু বশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর দু'হাতের দু'আঙ্গুলকে তাঁর কানের দিকে ঝুকিয়ে (ইঙ্গিত করে) বলেন ঃ আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহ্রই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহ্র যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর।[১৫৭৯]

১৫৭৭. মুসলিম ১৮৯৩, তিরমিযী ২৬৭১, আবূ দাউদ ৫১১৯, আহমাদ ২৭৫৮৫, ২১৮৩৪, ২১৮৪৬।

১৫৭৮. নাসায়ী ২৫৬৭, আবূ দাউদ ১৬৭২, ৫১০৯, আহমাদ ৫৩৪২, বাইহাকী ৪র্থ খণ্ড ১৯৯ পৃষ্ঠা।

১৫৭৯. বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ১৫৯৯, তিরমিযী ১২০৫, নাসায়ী ৪৪৫৩, ৫৭১০, আবূ দাউদ ৩৩২৯, ইবনু মাজাহ ৩৯৮৪, আহমাদ ১৭৮৮, ১৭৯০৩, দারেমী ২৫৩১।

١٤٦٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالْقَطِيْفَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১৪৬৯ ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম এবং চাদর ও শালের গোলাম। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।[১৫৮০]

١٤٧٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ» وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِك، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৭০ ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আমার দু' কাঁধ ধরে বললেন ঃ তুমি দুনিয়াতে থাক যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী।

আর ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) নিজে বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালের আর অপেক্ষা করো না এবং সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার আর অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য প্রস্তুতি লও। আর তোমার জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি লও।[১৫৮১]

١٤٧١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

১৪৭১ ঃ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে সে এ সম্প্রদায়ের বলেই গণ্য হবে।[১৫৮২]

١٤٧٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ! اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১৪৭২ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে ছিলাম, তিনি বললেন, হে বালক! তুমি আল্লাহর হাক্ব রক্ষা কর, আল্লাহ তোমার হিফাযাত করবেন। আল্লাহকে ধ্যানে রাখ, তাঁকে তোমার সামনে পাবে (তোমার সহযোগী থাকবেন)। আর যখন প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করবে। আর যখন সাহায্য চাবে তখন আল্লাহর নিকটেই সাহায্য চাবে।[১৫৮৩]

১৫৮০. বুখারী ২৮৮৫, ২৮৮৬, ৬৪৩৫, তিরমিযী ২৩৭৫, ইবনু মাজাহ ৪১৩৬।
১৫৮১. বুখারী ৬৪১৬, তিরমিযী ২৩৩৩, ইবনু মাজাহ ৪১১৪, আহমাদ ৪৭৫০, ৪৯৮২।
১৫৮২. আবূ দাউদ ৪০৩১।
১৫৮৩. তিরমিযী ২৫১৬, আহমাদ ২৬৬৪, ২৭৫৮, ২৮০০।

١٤٧٣: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ [فـ] قَالَ: اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ» رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

১৪৭৩ ঃ সাহল ইবনু সাদ আস-সাইদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (ﷺ) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা আমি করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করো। তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।[১৫৮৪]

١٤٧٤- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৪৭৪ ঃ সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ঐ বান্দাকে ভালবাসেন যে বান্দাহ ধর্মভীরু (পাপ কাজ হতে বিরত থাকে), মুখাপেক্ষাহীন (আল্লাহ ছাড়া কারো উপর নির্ভরশীল নয়) ও আত্মগোপনকারী (নিজের গুণ প্রকাশে অনিচ্ছুক)।[১৫৮৫]

١٤٧٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ، تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ

১৪৭৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির অপ্রয়োজনীয় বস্তু পরিহার করার মধ্যেই ইসলামের সৌন্দর্য বিরাজ করছে।[১৫৮৬]

١٤٧٦- وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ

১৪৭৬ ঃ মিক্বদাম ইবনু মা'দী কারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত: তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: মানুষ যে পাত্র ভর্তি করে তন্মধ্যে পেট হচ্ছে সবচেয়ে মন্দ পাত্র।[১৫৮৭]

١٤٧٧- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ

১৫৮৪. ইবনু মাজাহ ৪১০২।

১৫৮৫. মুসলিম ২৯৬৫, আহমাদ ১৪৪৪, ১৫৩২।

১৫৮৬. তিরমিযী ২৩১৮, মালেক ১৬৭২।

১৫৮৭. তিরমিযী ২৩৮০, ইবনু মাজাহ ৩৩৪৯, আহমাদ ১৬৭৩৫।

১৪৭৭ ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: প্রত্যেক মানুষই ভুল-ত্রুটিকারী আর ভুল-ত্রুটিকারীদের মধ্যে যারা তাওবাহ করে তারাই উত্তম।[১৫৮৮]

١٤٧٨- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الصَّمْتُ حِكْمَةٌ، وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي" الشُّعَبِ" بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ وَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْقُوْفٌ مِنْ قَوْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيْمِ

১৪৭৮ ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: নীরবতা অবলম্বন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক কিন্তু এটা পালনকারীর সংখ্যা খুব অল্প।[১৫৮৯]

بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

অধ্যায় (৪) : মন্দ চরিত্র সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

١٤٧٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

১৪৭৯ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা নিজেদেরকে হিংসার অনিষ্ট হতে রক্ষা কর। কারণ হিংসা সৎ কর্মগুলোকে ঐভাবেই খেয়ে ফেলে (বিনষ্ট করে) যেভাবে আগুন কাঠ, খড় পুড়িয়ে ধ্বংস করে।[১৫৯০]

١٤٨٠- وَلِابْنِ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ نَحْوُهُ

১৪৮০ ঃ ইবনু মাজাহতে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এর সনদে একজন মাতরূক রাবী রয়েছে।

١٤٨١- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৮১ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।[১৫৯১]

১৫৮৮. তিরমিযী ২৪৯৯, ইবনু মাজাহ ৪২৫১, আহমাদ ১২৬৭, দারেমী ২৭২৭।

১৫৮৯. আবূ দাউদ ৪৯০৩। ইবনু উসাইমীন তাঁর শরহে বুলূগুল মারামে ৬/৩৪৯ গ্রন্থে বলেন, এটি আল্লাহর রাসূলের কথা নয়, বরং এটি লুকমান হাকীম বা অন্য কারো কথা। ইমাম বাইহাকী তাঁর শুআবুল ঈমান গ্রন্থে বলেন, ... এতে উসমান বিন সাঈদ আল কাতিব রয়েছেন। শাইখ আলবানী সিলসিলা যঈফা ২৪২৪, যঈফুল জামে' ৩৫৫৫ এ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। বাইহাকী শু'আবুল ঈমান ৫০২৭, হাকিম ২য় খণ্ড ৪২২-৪২৩ পৃষ্ঠা।

১৫৯০. ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর আল জামেউস সগীর ২৯০৮ এ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। শাইখ বিন বায তাঁর হাশিয়া বুলুগুল মারাম ৭৯১ গ্রন্থেও অনুরূপ বলেছেন। তিনি তাঁর আত্ তুহফাতুল কারীমাহ ১৩৯ গ্রন্থে বলেন, এখানে একজন অপরিচিত ব্যক্তি রয়েছে। এতে ঈসা বিন আবূ ঈসা আল হান্নাত রয়েছেন যিনি মাতরূক। শাইখ আলবানী যঈফ আবূ দাউদ, ৪৯০৩, সিলসিলা যঈফা ১৯০২, যঈফ জামে' ৩৯৩৫এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী আবূ হুরাইরাহ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসকে তাহকীক রিয়াযুস স্বলিহীন ১৫৭৭ গ্রন্থে বলেন, এতে একজন বর্ণনাকারী আছে যার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

١٤٨٢- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৮২ ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যুল্ম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে।[১৫৯২]

١٤٨٣- وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «اِتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৪৮৩ ঃ জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যুলুম করা হতে নিজেকে বাঁচাও, কেননা, ক্বিয়ামাতের কঠিন দিনে যুলুম কঠিন অন্ধকাররূপে আত্মপ্রকাশ করবে। আর কৃপণতা হতেও নিজেকে বাঁচাও কারণ ওটা আগের জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছে।[১৫৯৩]

١٤٨٤- وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ

১৪৮৪ ঃ মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের ব্যাপারে আমার সর্বাপেক্ষা ভয়ের বস্তু যা আমি ভয় পাচ্ছি তা হচ্ছে ছোট শির্ক- রিয়া (অর্থাৎ লোক দেখানো ধর্মকর্ম)।[১৫৯৪]

١٤٨٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৮৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি ঃ ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানত রাখা হলে খিয়ানাত করে।[১৫৯৫]

١٤٨٦- وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: «وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

১৪৮৬ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে উক্ত সহীহ হাদীস গ্রন্থ দু'টিতে আছে, ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।[১৫৯৬]

১৫৯১. বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ২৬০৯, আহমাদ ৭১৭৮, ৭৬৮৪, ১০৩২৪, মালেক।

১৫৯২. মুসলিম তাঁর বর্ণনায় ان শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন। বুখারী ২৪৪৭, মুসলিম ২৫৭৯, তিরমিযী ২০৩০, আহমাদ ৫৬২৯, ৬১৭৫।

১৫৯৩. মুসলিম ২৫৭৮, আহমাদ ১৪০৫২।

১৫৯৪. আহমাদ ২৩১১৯, ২৭৭৪২।

১৫৯৫. বুখারী ৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৬০৯৫, মুসলিম ৫৯, তিরমিযী ২৬৩১, নাসায়ী ৫০২১, আহমাদ ৮৪৭০, ৮৯১৩।

১৫৯৬. বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

" أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر"

١٤٨٧- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৮৭ ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং তাকে হত্যা করা কুফুরী।[১৫৯৭]

١٤٨٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৮৮ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কেননা, খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।[১৫৯৮]

١٤٨٩- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﷺ [قَالَ] سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৮৯ ঃ মা'কিল ইব্‌নু ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব লাভ করল এবং তার মৃত্যু হল এ হালতে যে, সে তার বিষয়ে ছিল খিয়ানাতকারী, তাহলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।[১৫৯৯]

١٤٩٠- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৪৯০ ঃ 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: হে আল্লাহ! যে বক্তি আমার উম্মাতের উপর শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার পর তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করবে, তুমিও তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর।[১৬০০]

١٤٩١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৯১ ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যখন যুদ্ধ করবে, তখন সে যেন মুখমণ্ডলে আঘাত করা হতে বিরত থাকে।[১৬০১]

চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে; এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীলভাবে গালাগালি দেয়। বুখারী ৩৪, ২৪৫৯, ৩১৭৮, মুসলিম ৫৮, তিরমিযী ২৬৩২, নাসায়ী ৫০২০, আবূ দাউদ ৪৬৮৮, আহমাদ ৬৭২৯, ৬৮২৫।

১৫৯৭. বুখারী ৪৮, ৭০৭৬, ৬০৪৪, মুসলিম ৬৪, তিরমিযী ১৯৮০, ২৬৩৪, ২৬৩৫, নাসায়ী ৩১০৫, ৪১০৬, ৪১০৮, ইবনু মাজাহ ৬৯, ৩৯৩৯, আহমাদ ৩৬৩৯, ৩৮৯৩।

১৫৯৮. বুখারী ৫১৪৩, ৬০৬৪, ৬০৬৬, ৬৭২৫, মুসলিম ১৪১৩, ২৫৬৩, তিরমিযী ১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯, ৩২৪০, আবূ দাউদ ২০৮০, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭৪, আহমাদ ৭২৯২, ৭৬৪৩, মালেক ১১১১, ১৬৮৪, দারেমী ২১৭৫।

১৫৯৯. বুখারী ৬৯২, ৭১৭৫, আবূ দাউদ ৫৮৮।

১৬০০. মুসলিম ১৮২৮, আহমাদ ২৩৮১৬, ২৪১০১, ২৫৭০৫।

١٤٩٢- وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: «يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! أَوْصِنِي فَقَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৯২ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বলল ঃ আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি রাগ করো না। লোকটি কয়েকবার তা বললেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক বারেই বললেন ঃ রাগ করো না।[১৬০২]

١٤٩٣- وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ رِجَالًا يتخوَّضون فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৯৩ ঃ খাওলাহ্ আনসারীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, কিছু লোক আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।'[১৬০৩]

١٤٩٤- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ- قَالَ: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَّالَمُوْا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৪৯৪ ঃ আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তাঁর প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুম করাকে নিজের উপর হারাম করেছি! এবং ওটা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা পরস্পরের প্রতি যুলুম করো না।[১৬০৪]

١٤٩٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৪৯৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা কি জান গীবাত কাকে বলে? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিক জানেন। তিনি বললেন: তোমার ভাই যে কথা তার প্রসঙ্গে বলা অপছন্দ মনে করে তার অসাক্ষাতে তা বলার নাম গীবাত। কেউ বললো: আপনি কি মনে করেন আমি যা বলছি তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি তার গীবাত করলে, আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে।[১৬০৫]

১৬০১. বুখারী ২৫৫৯, মুসলিম ২৬১২, আহমাদ ৭২৭৯, ৭৩৭২, ২৭৩৪১।

১৬০২. বুখারী ৬১১৬, তিরমিযী ২০২০, আহমাদ ২৭৩১১, ৯৬৮২।

১৬০৩. বুখারী ৩১১৮, তিরমিযী ২৩৭৪, আহমাদ ২৬৫১৪, ২৬৫৮৩। ويتخوَّضون في مال الله بغير حق এর অর্থ ঃ অন্যায়ভাবে মুসলমানদের সম্পদ হস্তক্ষেপ করে। উক্ত হাদীসে পৃষ্টপোষকদের অন্যায়ভাবে কোন সম্পদ গ্রহণ করা এবং এর হকদারদের মানা করা থেকে নিবারণ করা হচ্ছে।

১৬০৪. মুসলিম ২৫৭৭, তিরমিযী ২৪৯৫, ইবনু মাজাহ ৪২৫৭, আহমাদ ২০৮৬০,২০৯১১, দারেমী ২৭৮৮।

১৬০৫. মুসলিম ২৫৮৯, তিরমিযী ১৯৩৪, আবূ দাউদ ৪৮৩৪, আহমাদ ৭১০৬,৮৭৫৯, দারেমী ২৭১৪।

١٤٩٦- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَا، وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، بِحَسْبِ اِمْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৪৯৬ ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, (ক্রয় করার ভান করে) মূল্য বৃদ্ধি করে ধোঁকা দিও না। একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। একে অপরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন (অবজ্ঞা প্রকাশ) করবে না। তোমাদের একজনের সাওদা করা শেষ না হলে ঐ বস্তুর সাওদা বা কেনা-বেচার প্রস্তাব করবে না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমদের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না, অসম্মান করবে না, তুচ্ছ ভাববে না। 'ধর্ম ভীরুতা এখানে'- এটা বলার সময় তিনি স্বীয় বক্ষস্থলের প্রতি তিনবার ইঙ্গিত করেছিলেন। কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করাটা মন্দ ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট (অর্থাৎ এরূপ তুচ্ছ জ্ঞান প্রদর্শন দ্বারা পাপ কার্য হওয়া সুনিশ্চিত।) এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে খুন করা, তার মাল গ্রাস করা ও সম্মানে আঘাত দেয়া হারাম।[১৬০৬]

١٤٩٧- وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَدْوَاءِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ

১৪৯৭ ঃ কুত্বাহ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলতেন : হে আল্লাহ! আমাকে ইসলাম গর্হিত স্বভাব ও মন্দ কাজ হতে, মন্দ কামনা হতে ও ব্যাধি হতে দূরে রাখো।[১৬০৭]

١٤٩٨- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ فِيْهِ ضَعْفٌ

১৪৯৮ ঃ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: তুমি তোমার মুসলিম ভাই এর সাথে ঝগড়া করবে না, তাকে ঠাট্টা করবে না ও তার সাথে ওয়াদা করে তা খিলাফ করবে না।[১৬০৮]

১৬০৬. বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৬, ২৫৬৩,২৫৬৪, মুসলিম ২৫৬৩, ২৫৬৪ তিরমিযী ১১৩৪, ১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯, ৪৪৯৬, আবূ দাউদ ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২,২১৭৪, আহমাদ ৭৬৭০, ৭৮১৫, মালেক ১৩৯১, ১৬৮৪।

১৬০৭. তিরমিযী ৩৫৯১, হাকিম ১ম খণ্ড ৫৩২ পৃষ্ঠা। الدواء ঃ داء শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে ঃ রোগ-ব্যাধিসমূহ।

১৬০৮. তিরমিযী ১৯৯৫। আবূ নাঈম তাঁর হুলইয়াতুল আউলিয়া ৩/৩৯৪ পৃষ্ঠায় বলেন, ইকরামার হাদীস গারীব। আবদুর রহমান মুবারকপুরী তাঁর তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪০৩ পৃষ্ঠায় বলেন, এর সনদে লাইস বিন আবূ সুলাইম রয়েছে। তার সম্পর্কে ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, শেষ জীবনে তিনি হাদীস এলোমেলোভাবে বর্ণনা করেছেন, পার্থক্য

Contents

١٤٩٩- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ، وَسُوْءُ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ

১৪৯৯ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কোন মু'মিনের মধ্যে দু'টো চরিত্র একত্রিত হয় না, কৃপণতা ও মন্দ চরিত্র।[১৬০৯]

١٥٠٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৫০০। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: গালিদাতাদের মধ্যে প্রথম গালিদাতার উপর যাবতীয় গালির পাপ বর্তাতে থাকে, যতক্ষণ অত্যাচারিত দ্বিতীয় ব্যক্তি সীমালংঘন না করে। (গালিদানে প্রতিপক্ষকে ছাড়িয়ে না যায়।)[১৬১০]

١٥٠١- وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ

১৫০১ ঃ আবূ সিরমাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ক্ষতি করবে প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলাও তার ক্ষতি করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কষ্ট দেবে আল্লাহ্ তার প্রতিদানে তাকে কষ্ট দেবেন।[১৬১১]

করা যায় না এ হাদীস তার জীবনের কোন সময়ের তাই তার হাদীস বর্জন করা হয়েছে। শাইখ আলবানী যঈফ আল আদাবুল মুফরাদ ৫৯, তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৮১৮, যঈফুল জামে ৬২৭৪, যঈফ তিরমিযী ১৯৯৫ গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর আল জামেউস সগীর ৯৮৬৫ গ্রন্থেও অনুরূপ বলেছেন। ইবনে উসাইমীনও শরহে বুলুগুল মারাম ৬/৩৯১ গ্রন্থেও এর সনদকে দুর্বল বলেছেন।

১৬০৯. এই হাদীসটির হুকুমে দুদল মুহাদ্দিসীন দু ধরনের মত পাওয়া যাচ্ছে। এক দলের মধ্যে যারা রয়েছেন, তাদের মধ্যে ইমাম মুনযিরী তাঁর তারগীব ও তারহীব (৩/৩৩৯) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ইমাম সুয়ূতী তাঁর আল জামেউস সগীর (৩৯১৫) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শাইখ আলবানী তাঁর সহীহ তারগীব (২৬০৮) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মতে হাদীসটিকে যারা দুর্বল বলেছেন তাদের মধ্যে শাইখ আলবানীই আবার সিলসিলা যঈফা (১১১৯), যঈফুল জামে' (২৮৩৩), তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ (১৮১২), যঈফ তিরমিযী (১৯৬২) গ্রন্থসমূহে হাদীসটি দুর্বল বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী তাঁর লিসানুল মীযানুল (২/৭৮) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি প্রমাণিত নয়। ইবনু আবদুল বার তাঁর আত তামহীদ (১৬/২৫৪) গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটিকে হাদীসটিকে জাল বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম মিযযী তাঁর তাহযীবুল কামাল (৯/৮৯) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে সাদাকাহ বিন মূসা নামক বর্ণনাকারী রয়েছে, যাকে ইবনু মুঈন, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম নাসায়ী দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজারও তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ (২/২৮০) গ্রন্থে বলেছেন, এ হাদীসটি সাদাকাহ বিন মূসা এককভাবে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।

১৬১০. মুসলিম ২৪৮৭, ২৪৮৮, বুখারী ৪১৪১, ৪১৪৬।

১৬১১. আবূ দাউদ ৩৬৩৫, তিরমিযী ১৯৪০, ইবনু মাজাহ ২৩৪২,আহমাদ ১৫৩২৮।

١٥٠٢- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيْءَ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ

১৫০২ ঃ আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীলভাষী, নির্লজ্জ ইতরকে ঘৃণা করে থাকেন।[১৬১২]

١٥٠٣- وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ -رَفَعَهُ-: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيْءِ» وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ

১৫০৩ ঃ তিরমিযিতে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে (রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, মু'মিন তিরস্কারকারী, অভিসম্পাতকারী দানকারী, অশ্লীলভাষী, নির্লজ্জ ইতর প্রকৃতির হয় না।[১৬১৩]

١٥٠٤- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

১৫০৪ ঃ 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমরা মৃতদের গালি দিও না। কারণ, তারা স্বীয় কর্মফল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।[১৬১৪]

١٥٠٥- وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৫০৫ ঃ হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: চোগলখোর কক্ষনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৬১৫]

١٥٠٦- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ، كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي" الْأَوْسَطِ"

১৫০৬ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করে (ক্রোধের বশে কোন অঘটন না ঘটায়) আল্লাহ্ তাকে শাস্তি প্রদানে বিরত থাকেন।[১৬১৬]

١٥٠٧- وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا

১৫০৭ ঃ এ হাদীসের একটা পৃষ্ঠপোষক হাদীস ইবনু আবিদ দুনিয়া সাহাবী ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

১৬১২. তিরমিযী ২০০।

১৬১৩. তিরমিযী ১৯৭৭,আহমাদ ৩৮২৯,৩৯৩৮।

১৬১৪. বুখারী ১৩৯৩, ৬৫১৬, নাসায়ী ১৯৩৬, আবূ দাউদ ৪৮৯৯, আহমাদ ২৪৯৪২, দারেমী ২৫১১।

১৬১৫. বুখারী ৬০৫৬, মুসলিম ১০৫, তিরমিযী ২০২৬, আবূ দাউদ ৪৮৭১, আহমাদ ২২৭৩৬, ২২৭৯৪। والقتات শব্দের অর্থ ঃ النمام অর্থাৎ চোগলখোর ব্যক্তি।

১৬১৬. সিলসিলা সহীহাহ ২৩৬০, হাদীসটির সনদেক আলবানী হাসান বলেছেন। ইবনু হাজার বলেন, এর শাহেদ আছে।

١٥٠٨- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ، وَلَا بَخِيلٌ، وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

১৫০৮ ঃ আবূ বাকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: জান্নাতে প্রবেশ করবে না ধোঁকাবাজ, কৃপণ, কর্তৃত্বের বা ক্ষমতার অপপ্রয়োগকারী।[১৬১৭]

١٥٠٩- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يَعْنِي: الرَّصَاصَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

১৫০৯ ঃ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে কেউ কোন এক দলের কথার দিকে কান লাগাল- অথচ তারা এটা পছন্দ করে না- ক্বিয়ামাতের দিন তার উভয় কানে সীসা ঢেলে দেয়া হবে।[১৬১৮]

١٥١٠- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «طُوْبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ» أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

১৫১০ ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ঐ ব্যক্তির জন্য তুবা নামক বিশেষ জান্নাত বা খুশি যে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য অন্যের ত্রুটির প্রতি তার কোন ভ্রুক্ষেপ থাকে না।[১৬১৯]

١٥١١- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

১৫১১ ঃ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজেরে মনেই নিজেকে বড় বলে জানে, চলার সময় অহংকার করে চলে, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় থাকবেন।[১৬২০]

১৬১৭. তিরমিযী ১৯৪৭, ১৯৬৪। ইবনুল কীসরানী তাঁর দাখীরাতুল হুফফায ৫/২৭১০ গ্রন্থে বলেন, দুই দিক থেকে হাদীসটিতে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৬১৮. বুখারী ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২, মুসলিম ২১১০, তিরমিযী ১৭৫১, ২২৮৩, নাসায়ী ৫৩৫৮, ৫৩৫৯, ৬০২৪, ইবনু মাজাহ ৩৯১৬, আহমাদ ১৮৫৯, ২১৬৩। হাদীসের প্রথমাংশ হচ্ছেঃ

من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل....." فذكر الحديث. وزاد:" ومن صور صورة، عذب، وكلف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ"

যে লোক এমন স্বপ্ন দেখার ভান করল যা সে দেখেনি তাকে দু'টি যবের দানায় গিট দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে তা কখনও পারবে না। তারপর তিনি উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তিনি এতে আরো বৃদ্ধি করেন, আর যে কেউ প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাতে প্রাণ ফুঁকে দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে প্রাণ ফুঁকতে পারবে না।

১৬১৯. আল ইরাকী তাঁর তাখরীজুল এহইয়া ৩/১৮৩ গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী তাঁর যঈফুল জামে' ৩৬৪৪ হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন।

١٥١٢- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ

১৫১২ ঃ সাহল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তাড়াহুড়া অর্থাৎ চিন্তাভাবনা না করেই কথা বলা বা কাজ করা শাইতানের প্রভাব থেকে হয়।[১৬২১]

١٥١٣- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: «الشُّؤْمُ: سُوْءُ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

১৫১৩ ঃ 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কুলক্ষণই মন্দ চরিত্র।[১৬২২]

١٥١٤- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৫১৪ ঃ আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: অধিক লা'নাতকারীগণ (তিরস্কার ও অভিসম্পাতকারী) পরকালে সুপারিশকারী ও সাক্ষ্য প্রদানকারী হতে পারবে না। (এরূপ দু'টো বিশেষ মর্যাদা লাভ হতে এরা বঞ্চিত হবে।[১৬২৩]

১৬২০. বুখারী ৫৪৯, মুসলিম ৬২৩, নাসায়ী ৫০৯, ৫১০, আবূ দাউদ ৪১৩, আহমাদ ১১৫৮৮, ১২১০০।

১৬২১. হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/৭৮; শুআবুল ঈমান ৪/৮৯; মুসনাদ আবী ইয়া'লা ৭/২৪৭, হুসাইন সালিম আসাদ এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম তিরমিযী (২০১২) আবদুল মুহাইমিন বিন আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস সাঈদী এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে। এর পূর্বে অতিরিক্ত রয়েছে الأناة من الله । (ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে)। অনুরূপভাবে ইবনু হাজার ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হাদীসটিকে হাসান বলার কথা বলেছেন। আবদুর রহমান মুবারকপুরী তাঁর তুহফাতুল আহওয়াযী (৪/১২৯) গ্রন্থে বলেন, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। কোন কোন মুদ্রণে "এ হাদীসটি গরীব" কথাটির উল্লেখ রয়েছে। কতিপয় মুহাদ্দিস আবদুল মুহাইমীন বিন আব্বাস বিন সাহলএর সমালোচনা করেছেন। স্মৃতিশক্তির দিক থেকে তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর আল জামেউস সগীর (৩০৮৮) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তবে আনাস বিন মালিক সূত্রে বর্ণিত একই হাদীস আল জামেউস সগীর (৩৩৯০) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। শাইখ আলবানী আবার উক্ত আনাস বিন মালিকের হাদীসকে সহীহুল জামে (৩০১১) গ্রন্থে হাসান বলেছেন। তিনি সিলসিলা সহীহাহ (১৭৯৫) গ্রন্থে বলেন, এর সনদ হাসান এবং প্রত্যেক বর্ণনাকারীই বিশ্বস্ত। ইবনুল কীসরানী তাঁর দাখীরাতুল হুফফায (৩/১৬০৬) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে ইবনু লাহিয়া নামক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে।

১৬২২. মুসলিম ২৫৮৯, তিরমিযী ১৯৩৪, আবূ দাউদ ৪৮৭৪, আহমাদ ৭১০৬, ৮৭৫৯, দারেমী ২৭১৪। ইবনু আদী তাঁর আল কামিল ফিয যুআফা গ্রন্থে ২/২১১ পৃষ্ঠায় বলেন, এর সনদে আবূ বকর বিন আবূ মারইয়াম রয়েছে তার অধিকাংশ হাদীস গরীব, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। আবূ নুআইম তাঁর হুলয়াতুল আউলিয় ৬/১১০ গ্রন্থে বলেন, আবূ বকর বিন আবূ মারইয়াম এ হাদীসটি এককভাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বাইহাকী শুআবুল ঈমান ৬/২৭৩১ পৃষ্ঠায় বলেন, এর সনদে আবূ বকর আবদুল্লাহ আল গাসানী রয়েছে, সে দুর্বল। শাইখ আলবানী সিলসিলা যঈফায় ৭৯৩, যঈফুত তারগীব ১৬১০, যঈফুল জামে ৩৪২৬ গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপ জাবের বিন অবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসের সনদেক ইমাম বাইহাকী শুআবুল ঈমানে ৬/২৭৩১ দুর্বল বলেছেন। আর আলবানী যঈফ তারগীব ১৪৭১ গ্রন্থে হাদীসটিকে সরাসরি জাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

١٥١٥- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ

১৫১৫ ঃ মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কোন পাপের কথা বলে লজ্জা দেয়, সে ঐ পাপ কাজ না করে মরবে না। (অর্থাৎ তাকে ঐ কাজে লিপ্ত হয়ে লোকচক্ষে হেয় হতে হয়।)[১৬২৪]

١٥١٦- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ ﷺ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ، فَيَكْذِبُ ؛ لِيَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمُ، وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ

১৫১৬ ঃ বাহয ইবনু হাকিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, চরম সর্বনাশ ঐ ব্যক্তির জন্য যে মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে থাকে, তার জন্য সর্বনাশ, তার জন্য সর্বনাশ। সনদটি শক্তিশালী।[১৬২৫]

١٥١٧- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَةُ مَنْ اِغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ» رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ

১৫১৭ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন: গীবাতের (পরনিন্দার) কাফ্ফারা (গুনাহ্ মাফের উপায়) হচ্ছে যার গীবাত করেছ তার পাপের ক্ষমার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে থাকা। (হারেস বিন উসামা দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।[১৬২৬]

১৬২৩. মুসলিম ২৫৯৮; আবূ দাঊদ ৪৯০৭, আহমাদ ২৬৯৮১।

১৬২৪. তিরমিযী ২৫০৫। শাইখ আলবানী তাঁর যঈফ তারগীব ১৪৭১ এ হাদীসটিকে বানোয়াট হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আসসীগানীও অনুরূপ বলেছেন। ইবনু হিব্বান তাঁর আল মাজরুহীন গ্রন্থে ২/২৮৮ পৃষ্ঠায় বলেন, এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান মুনকারুল হাদীস। ইবনুল কীসরানী তাঁর তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থেও একই কথা বলেছেন। আল মুনযিরী তাঁর তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে ২/২৮৭ গ্রন্থে ইমাম তিরমিযীর একটি কওল উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, খালেদ বিন মাদান মুআযের যুগ পাননি। ইমাম যাহাবী মিযানুল ইতিদাল ৩/৫১৫ গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের সনদের একজন রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বিন আবূ ইয়াযীদের দোষ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬২৫. তিরমিযী ২৩১৫, আবূ দাউদ ৪৯৯০, আহমাদ ১৯৫১৯, ১৯৫৪২, দারেমী ২৭০২। হাদীসটিকে আলবানী, বিন বায, ইবনুল মুলকিন, আল মুনযিরী হাসান বলেছেন। ইমাম সুয়ূত্বী আল জামেউস সগীর (৯৬৪৮) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

১৬২৬. ইবনে উসাইমীন বুলুগুল মারামের শরাহ ৬/৪১৬ গ্রন্থে বলেন, এর সনদ দুর্বল তবে এর অর্থে লক্ষ্য করে আমল করা যেতে পারে। শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৮০৩ গ্রন্থে বলেন, এর তিনটি সনদ রয়েছে, যার প্রতিটিই দুর্বল। ইমাম বাইহাকী তাঁর আদ দাওয়াতুল কাবীর (২/২১৩) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। আল বুসাইরী তার ইতহাফুল খিয়ারাতুল মুহাররাহ গ্রন্থে ৭/৪২৫ বলেন, এ হাদীসের সনদে আনবাসা বিন আবদুর রহমান রয়েছেন যিনি দুর্বল। ইমাম বাইহাক্বী শুআবুল ঈমান ৫/২৩১০ গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। শাইখ সুমাইর আয যুহাইরী হাদীসটিকে মাওযূ বলেছেন। তিনি বলেন, আনবাসা বিন আবদুর রহমান হাদীস রচনা করত।

١٥١٨- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৫১৮ ঃ 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি হচ্ছে অতি ঝগড়াটে লোক।[১৬২৭]

بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

অধ্যায় (৫) : উত্তম চরিত্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান

١٥١٩- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৫১৯ ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা সত্যবাদিতাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে। কেননা, সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী জান্নাতে পৌঁছায়। আর মানুষ সত্যের উপর কায়িম থেকে সত্য কথা বলার চর্চা চালাতে থাকলে অবশেষে আল্লাহর দরবারে সিদ্দীক-এর দরজা লাভ করে। তোমরা মিথ্যা কথা বলা হতে দূরে থাক। কেননা, মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহ্র কাছে মহামিথ্যাচারী প্রতিপন্ন হয়ে যায়।[১৬২৮]

١٥٢٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫২০ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমরা কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা থেকে সাবধান থেকো। কেননা, খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।[১৬২৯]

١٥٢١- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا؛ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ" فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ، فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ:" غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৬২৭. বুখারী ২৪৫৭, ৭১৮৮, মুসলিম ২৬৬৮, তিরমিযী ২৯৭৬, নাসায়ী ৫৪২৩, আহমাদ ২৩৭৫৬, ২৩৮২২।

১৬২৮. বুখারী ৬০৯৪, মুসলিম ২৬০৬, ২৬০৭, তিরমিযী ১৯৭১, আবূ দাউদ ৪৯৮৯, ইবনু মাজাহ ৪৬, আহমাদ ৩৬৩১, ৩৭১৯, ৩৮৩৫।

১৬২৯. বুখারী ৫১৪৩, ৬০৬৪, ৬০৬৬, ৬৭২৪, মুসলিম ১৪১৩, ২৫৬৩, তিরমিযী ১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯-৩২৪২, আবূ দাউদ ১৮৬৭, ইবনু মাজাহ ২১৭৪, আহমাদ ৭২৯২, ৭৬৪৩, ৭৬৭০, মালিক ১১১১, ১৬৮৪, দারেমী ২১৭৫।

১৫২১ ঃ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো। তারা বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের রাস্তায় বসা ব্যতীত গত্যন্তর নেই, আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। তখন তিনি বললেন, যদি তোমাদের রাস্তায় মজলিস করা ব্যতীত উপায় না থাকে, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, তা হলো চক্ষু অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের নির্দেশ দেয়া আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা।[১৬৩০]

١٥٢٢- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫২২ ঃ মু'আবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের 'ইল্‌ম দান করেন।[১৬৩১]

١٥٢٣- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيْزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

১৫২৩ ঃ আবূ দ্দারদা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: নেকী-বদী ওজনের সময় উত্তম চরিত্রের থেকে আর কোন বস্তু বেশি ভারী হবে না।[১৬৩২]

١٥٢٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৫২৪ ঃ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: লজ্জা-শরম ঈমানের অংশ বিশেষ।[১৬৩৩]

١٥٢٥- وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

১৫২৫ ঃ আবূ মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী নাবীদের নাসীহাত থেকে মানুষ যা লাভ করেছে তার একটা হলো, যদি তুমি লজ্জাই না কর, তবে যা ইচ্ছে তাই কর।[১৬৩৪]

١٥٢٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ

১৬৩০. বুখারী ২৪৬৫, ৬২২৯, মুসলিম ১২১১, ২১২১, ২১৬১, আবূ দাউদ ৪৮১৫, আহমাদ ১০৯১৬, ১১০৪৪, ১১১৯২।

১৬৩১. বুখারী ৭১, ৩১১৬, ৩৬৪১, ৭৩১২, ৭৪৬০, মুসলিম ১০৩৭, ইবনু মাজাহ ২০২১, আহমাদ ১৬৩৯২, ১৬৪০৭, মালেক ১৬৬৭, দারেমী ২২৪, ২২৬।

১৬৩২. আবূ দাউদ ৪৭৯৯, তিরমিযী ২০০২, ২০০৩, আহমাদ ২৬৯৭১ ।

১৬৩৩. বুখারী ২৪, ৬১১৮, মুসলিম ৩৬, তিরমিযী ২৬১৫, নাসায়ী ৫০৩৩, আবূ দাউদ ৪৭৯৫, আহমাদ ৪৫৪০, ৫১৬১, মালেক ১৬৭৯।

১৬৩৪. বুখারী ৬১২০, ৩৪৮৩, ৩৪৮৪, আবূ দাউদ ৪৭৯৭, ইবনু মাজাহ ৪১৮৩, আহমাদ ১৬৬৪১, ১৬৬৫১, মালেক ৩৬৫।

أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৫২৬ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: দুর্বল দেহ, দুর্বল চিত্ত মু'মিন অপেক্ষা শক্তিশালী দৃঢ়চিত্ত মু'মিন শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই (ঈমানগত) কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার পক্ষে উপকারী তা অর্জনে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা কর, দুর্বলতা অনুভব করো না। আর যদি তোমার উপর কোন মুসীবত এসে যায় তবে তুমি এরূপ কথা বলবে না যে, 'আমি এরূপ করলে আমার এরূপ হতো বরং তুমি বলবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাই নির্ধারণ করা ছিল, আল্লাহ্ যা চেয়েছেন তা করেছেন। কেননা, 'যদি' শব্দ শাইত্বনের কাজের পথ খুলে দেয়।' (অর্থাৎ আল্লাহর ফায়সালাকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে না পারলে ঈমানগত যে দুর্বলতা আসে তার সুযোগ নিয়ে শাইত্বন তার প্রভাবকে কার্যকরী করতে সক্ষম হয়।)[১৬৩৫]

١٥٢٧- وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৫২৭ ঃ 'ইয়ায্ ইবনু হিমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ্ আমার প্রতি ওয়াহী (প্রত্যাদেশ) পাঠিয়েছেন যে, তোমরা আপোষে বিনয়-নম্রতার সাথে চলো। যাতে তোমাদের কেউ কারো উপর অত্যাচার-অনাচার করতে না পারে এবং তোমাদের একজন অপরের উপর ফখর (গর্ব) না করে।[১৬৩৬]

١٥٢٨- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ بِالْغَيْبِ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ

১৫২৮ ঃ আবূ দারদা হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাই-এর অসাক্ষাতে তার সম্মানহানিকর বস্তুকে প্রতিহত করবে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডল হতে ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নামের আগুনকে দূর করে দেবেন।

١٥٢٩- وَلِأَحْمَدَ، مِنْ حَدِيْثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ نَحْوُهُ

১৫২৯ ঃ আসমা বিনতু ইয়াযিদ হতেও আহমাদে অনুরূপ একটি হাদীস রয়েছে।[1637]

١٥٣٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلَّا رَفَعَهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৬৩৫. মুসলিম ২৬৬৪, ইবনু মাজাহ ৭৯, ৪১৬৮, ৮৫৭৩, আহমাদ ৮৬১১।

১৬৩৬. মুসলিম ২৮৬৫, আবূ দাউদ ৪৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৪১৭৯, আহমাদ ১৭০৩০, ১৭৮৭৪।

১৬৩৭. তিরমিযী ১৯৩১, আহমাদ ২৬৯৮৮, ২৬৯৯৫।

১৫৩০ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: সাদাক্বাহ কোন মাল কমিয়ে দেয় না। মানুষকে ক্ষমা করার বিনিময়ে আল্লাহ্ ক্ষমাকারীর ইয্যাত বৃদ্ধি করে দেন। যে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহ্ তাকে উঁচু করে থাকেন।[১৬৩৮]

١٥٣١- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

১৫৩১ ঃ 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: হে লোকগণ! তোমরা সালাম দানের প্রসারতা বাড়াও, আত্মীয়তার বন্ধনকে দৃঢ় কর, খাদ্য দান কর, লোকের প্রগাঢ় ঘুমের সময় রাতে তাহাজ্জুদ সলাত পড়, ফলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৬৩৯]

١٥٣٢- وَعَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ «الدِّينُ النَّصِيْحَةُ" ثَلَاثًا قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ:" لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৫৩২ ঃ তামীম আদ্দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন দফা বলেছেন: কল্যাণ কামনা করাই ধর্ম। আমরা বললাম : কী ব্যাপারে এটা করতে হবে? তিনি বললেন: আল্লাহর প্রতি, কুরআনের প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখা ও আনুগত্য দানের ব্যাপারে এবং মুসলিমদের নেতা ও মুসলিম জনসাধারণের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাঁদের কল্যাণ কামনায় (আন্তরিকতা রাখবে)।[১৬৪০]

١٥٣٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقْوى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

১৫৩৩ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যেসব গুণাবলী মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে তার অধিকাংশই হল তাক্বওয়া (যথারীতি পুণ্য কাজ করা ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকা) ও উত্তম চরিত্র।[১৬৪১]

١٥٣٤- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّكُمْ لَا تَسَعُوْنَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

১৬৩৮. মুসলিম ২৫৮৮, তিরমিযী ২০২৯, আহমাদ ৭১৬৫, ৮৭৮২, ৯৩৬০, মালেক ১৮৮৫, দারেমী ১৬৭৬।

১৬৩৯. তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ১৩৩৪, ৩২৫১, দারেমী ১৪৬০।

১৬৪০. মুসলিম ৫৫, নাসায়ী ৪১৯৭, ৪১৯৮, আবূ দাউদ ৪৯৪৪, আহমাদ ১৬৪৯৩।

১৬৪১. তিরমিযী ২০০৪, ইবনু মাজাহ ৪২৪৬, আহমাদ ৭৮৪৭, ৯৪০৩। তিরমিযী, হাকিম এবং ইবনু মাজাহ এর বর্ণনায় আছে, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن أكثر ما يدخل الجنة؟ فقال:" تقوى الله..." وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال الفم والفرج" নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা হলো যে, কোন্ জিনিসটি মানুষকে অধিক হারে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেনঃ তাক্ওয়া। তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হলো, কোন্ জিনিসটি মানুষকে অধিক হারে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন ঃ মুখ এবং লজ্জাস্থান।

১৫৩৪ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মাল-ধন (খাইরাত) দ্বারা তোমরা ব্যাপকভাবে লোকেদেরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে না, কিন্তু মুখমণ্ডলের প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতা এবং চরিত্র মাধুর্য দ্বারা ব্যাপকভাবে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে।[১৬৪২]

١٥٣٥- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

১৫৩৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: এক মু'মিন অন্য মু'মিন ভাই-এর জন্য আয়না তুল্য (দোষের কথা তাকে ধরিয়ে দেবে কিন্তু অন্যের কাছে তা গোপন রাখবে)।[১৬৪৩]

١٥٣٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ» أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ

১৫৩৬ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে মু'মিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করে সে এমন মু'মিন ব্যক্তির তুলনায় অধিক সওয়াবের অধিকারী হয়, যে জনগণের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্য ধারণ করে না।

তিরমিযীর সনদে সাহাবীর নাম উল্লেখ নেই।[১৬৪৪]

١٥٣٧- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اَللّٰهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

১৫৩৭ ঃ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: হে আল্লাহ্! তুমি আমার গঠন ও আকৃতি যে রকম সুন্দর করেছে, আমার চরিত্রকেও অনুরূপ সুন্দর কর।[১৬৪৫]

بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

অধ্যায় (৬) : আল্লাহর যিক্‌র ও দু'আ

١٥٣٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَقُوْلُ اللهُ -تَعَالَى-: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا

১৬৪২. ইমাম বাইহাক্বী শুআবুল ঈমান ৬/২৭৪২ পৃষ্ঠায় বলেন, এ হাদীসটি আবূ ইবাদ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী জামেউস সগীর হাদীস ২০৪৩, সিলসিলা যঈফা হাদীস নং ৬৩৪ এ যঈফ বলেছেন।

১৬৪৩. আবূ দাউদ ৪৯১৮, তিরমিযী ১৯২৯।

১৬৪৪. ইবনু মাজাহ ৪০৩২, তিরমিযী ২৫০৭।

১৬৪৫. শাইখ আলবানী তাঁর সহীহুল জামে ১৩০৭ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন, ইবনু উসাইমীন তাঁর বুলুগুল মারামের শরাহ (৬/৪৫৬) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি সহীহ হওয়াটাই যুক্তি যুক্ত। ইবনু হিব্বান ৯৫৯।

১৫৩৮ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ্ বলেন: আমি আমার বান্দার সাথে থাকি যতক্ষণ বান্দা আমাকে স্মরণ করে ও আমার যিকরে তার দু'টো ঠোঁট নড়তে থাকে।[১৬৪৬]

١٥٣٩- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ» أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

১৫৩৯ ঃ মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কোন আদম সন্তান আল্লাহর যিকর থেকে এমন কোন বড় 'আমাল করেনি যা আল্লাহর আযাব থেকে অধিক ত্রাণকারী।[১৬৪৭]

١٥٤٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا، يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৫৪০ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কোন মানবমণ্ডলী কোন মাজলিসে বসে তাতে আল্লাহর যিকর করলে আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদেরকে ছেয়ে ফেলেন ও আল্লাহর রাহমাত তাদেরকে ঢেকে ফেলে, আর আল্লাহ তাঁর নিকটতম ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের সুখ্যাতি বর্ণনা করেন।[১৬৪৮]

١٥٤١- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ، وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى النَّبِيِّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ:"حَسَنٌ"

১৫৪১ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে মানব দল কোন বৈঠকে বসে কিন্তু তাতে আল্লাহর যিকর করে না আর নাবীর উপর দরূদও পাঠ করে না, এদের জন্য ক্বিয়ামাতের দিন আফসোস ও মনোবেদনা রয়েছে।[১৬৪৯]

١٥٤٢- وَعَنْ أَبِي أَيُّوْبَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৫৪২ ঃ আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি ১০ বার এ দু'আটি পাঠ করবে- উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া-লাহুল হামদু বি-ইয়াদিহিল খাইরু ইউহয়ী ওয়া-ইউমীতু ওয়া-হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন

১৬৪৬. ইবনু মাজাহ ৩৭৯২, আহমাদ ১০৫৮৫।

১৬৪৭. শাইখ বিন বায বুলুগুল মারামের হাশিয়ায় ৮১৯ বলেন, এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কিন্তু ইমাম সুয়ূত্বী স্বীয় গ্রন্থ আল-জামেউস সগীর হাদীস নং ৭৯৪৭ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। অনুরূপ মুহাম্মাদ জারুল্লাহ আস সাঈদীও এর সকল রিজালবিদকে সহীহ বলেছেন।

১৬৪৮. মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, ১০৩৯৮, দারেমী ৩৪৪।

১৬৪৯. তিরমিযী ৩৩৮০, আহমাদ ৯৩০০, ৯৪৭২, ৯৫৩৩, ৯৮৮৪, ৯৯৮৪, ৯৯০৭, ১০০৫০।

ক্বাদীর। (অর্থ) আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর জন্যেই রাজত্ব ও তাঁর জন্য প্রশংসা, তাঁর হাতেই কল্যাণ, তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমাতাবান- সে ইসমাঈল ﷺ-এর বংশের চারজন লোকের দাসত্ব মুক্তির সমপরিমাণ পুণ্য অর্জন করবে।[১৬৫০]

١٥٤٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৫৪৩ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক প্রতিদিন একশ'বার সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও।[১৬৫১]

١٥٤٤- وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৫৪৪ ঃ হারিসের কন্যা জুওয়াইরিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে বললেন, আমি তোমার দু'আ পাঠের চারটি শব্দযুক্ত যে দু'আটি তিনবার বলেছি তা তোমার আজকের এ পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ দু'আ পাঠের পর থেকে বেশি ওজনের হবে, যদি তা ওজন করা হয়। (দু'আটি হচ্ছে) সুবহানাল্লাহি ওয়া-বিহামদিহী 'আদাদা খালক্বিহী, ওয়ারিযা নাফসিহী ওয়াযিনাতা 'আরশিহী ওয়া-মিদাদা কালিমাতিহী। (অর্থ: আমি আল্লাহর সৃষ্টিসম, তাঁর সন্তুষ্টিসম, তাঁর আরশের ওজনসম, তাঁর অসীম কালিমা (মহত্ব)-সম প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করছি।)[১৬৫২]

١٥٤٥- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

১৫৪৫ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: স্থায়ী সৎকাজ বা যে সৎকাজের পুণ্য স্থায়ী হবে, সে দু'আটি হচ্ছে এই- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-সুবহানাল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ । (অর্থ: আল্লাহ ছাড়া

১৬৫০. বুখারী ৬৪০৪, তিরমিযী ৩৫৫৩, আহমাদ ২৩০০৫, ২৩০০৭, ২৩০৩৪, ২৩০৭১।

১৬৫১. বুখারী ৩২৯৩, ৬৫০৫, তিরমিযী ৩৪৬৬, ৩৪৬৮, আবূ দাউদ ৫০৫১, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৮, ৩৮১১, আহমাদ ৭৯৪৮, ৮৫০২, মালেক ৪৮৬।

১৬৫২. মুসলিম ২৭২৬, তিরমিযী ৩৫৫৫, নাসায়ী ১৩৫২, ইবনু মাজাহ ৩৮০৮, আহমাদ ২৬২১৮, ২৬৮৭৫।

কোন উপাস্য নেই, আল্লাহর জন্যই পবিত্রতা, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট, আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, পাপ কাজ হতে দূরে থাকার ও পুণ্য কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতা আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো নেই)।[১৬৫৩]

١٥٤٦- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৫৪৬ ঃ সামুরা ইবনু জুন্দুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহর নিকটে অধিক প্রিয় হচ্ছে চারটি কালিমা সম্বলিত এ দু'আটি। এর মধ্যে যে কোন একটি দ্বারা তুমি আরম্ভ করবে তাতে তোমার কিছু আসে যায় না।

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি, ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ: আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।[১৬৫৪]

١٥٤٧- وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

زَادَ النَّسَائِيُّ: «وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ»

১৫৪৭ ঃ আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: হে আব্দুল্লাহ ইবনু কাইস! আমি কি তোমাকে এমন একটি কথার সন্ধান দেব না যে কথাটি জান্নাতের রত্ন ভাণ্ডার? তাথেকে একটি রত্নভাণ্ডার হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।

নাসায়ীতে আরো আছে, 'লা মালযায়া মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি'- 'আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই।[১৬৫৫]

١٥٤٨- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

১৫৪৮ ঃ নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: দু'আটাই ইবাদাত।[১৬৫৬]

١٥٤٩- وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ».

১৫৪৯ ঃ তিরমিযীতে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত: মারফূ' সূত্রে এরূপ শব্দেও বর্ণিত হয়েছে, দু'আ ইবাদাতের মগজ (মূল বস্তু)।[১৬৫৭]

১৬৫৩. শাইখ সুমাইর আয যুহাইরী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। 'আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ তুহফা ৩য় খণ্ড ৩৬২ পৃষ্ঠা। ইবনু হিব্বান ৮৪০, হাকিম ১ম খণ্ড ৫১২ পৃষ্ঠা।

১৬৫৪. মুসলিম ২১৩৭।

১৬৫৫. বুখারী ২৯৯২, ৪২০৫, ৬৩৮৪, ৬৪০৯, মুসলিম ২৭০৪, ২৭০০, তিরমিযী ৩৩৩৪, ৩৪৬১, আবূ দাউদ ১৫২৬, ইবনু মাজাহ ৩৮২৪ আহমাদ ১৯০২৬।

১৬৫৬. আবূ দাউদ ১৪৭৯, তিরমিযী ৩৩৭২, ইবনু মাজাহ ৩৮২৮, আহমাদ ১৭৮৮৮, ১৭৯১৯।

١٥٥٠- وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ رَفَعَهُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

১৫৫০ ঃ এ কিতাবে আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' সূত্রে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: দুআর থেকে আল্লাহর কাছে আর কোন বস্তু (ইবাদত) অধিক মর্যাদাসম্পন্ন নয়।[১৬৫৮]

١٥٥١- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ

১৫৫১ ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী দু'আ (প্রার্থনা) আল্লাহর দরবার হতে ফিরিয়ে দেয়া হয় না।[১৬৫৯]

١٥٥٢- وَعَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

১৫৫২ ঃ সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, দানশীল। তাঁর কোন বান্দা নিজের দু' হাত তুলে তাঁর নিকট দু'আ করলে তিনি তার শূন্যহাত বা তাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।[১৬৬০]

١٥٥٣- وَعَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَرُدَّهُمَا، حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

১৫৫৩ ঃ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন দু'আ করার জন্য দু'হাত উঠাতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডলে হাত ফেরানোর আগে তা নামাতেন না।[১৬৬১]

১৬৫৭. তিরমিযী ৩২৭১, ইবনু মাজাহ ৪২১৯। আবদুর রহমান মুবারকপুরী তাঁর তুহফাতুল আহওয়াযী (৮/৩৭৪) গ্রন্থে বলেন, মুহাদ্দিসগণের নিকট ইবনু লাহিয়া দুর্বল, বরং দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে মুদাল্লিসও বটে। এবং দুর্বল রাবীর থেকে হাদীস বর্ণনা করে বর্ণনাকারীর দোষ ত্রুটি গোপন করত। শাইখ আলবানী তাঁর আহকামুল জানায়িয (২৪৭) গ্রন্থে উক্ত রাবীকে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে দুর্বল বললেও অর্থের দিক দিয়ে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এছাড়া যঈফুল জামে' (৩০০৩), যঈফ তিরমিযী (৩৩৭১), যঈফ তারগীব (১০১৬) গ্রন্থসমূহে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ (২১৭২) গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন।

১৬৫৮. তিরমিযী ৩৩৭০, ইবনু মাজাহ ৩৮২৯।

১৬৫৯. নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা ১৬৮ পৃষ্ঠা, ইবনু হিব্বান ১৬৯৬।

১৬৬০. আবূ দাউদ ১৪৮৮, তিরমিযী ৩৫৫৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৬৫, আহমাদ ২৩২০২।

১৬৬১. তিরমিযী ৩৩৮৬। বিন বায তাঁর হাশিয়া বুলূগুল মারাম (৮২৬) গ্রন্থে বলেন, এর সনদে হাম্মাদ ইবনু ঈসা আল জুহানী আল ওয়াসিত্বকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর সিয়ারু আ'লামুন নুবালা (১৬/৬৭) গ্রন্থে উক্ত রাবীকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নববী তাঁর আল খুলাসা (১/৪৬২) গ্রন্থেও একে দুর্বল বলেছেন।

١٥٥٤- وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا: حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ : عَنْ أَبِي دَاوُدَ وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ

১৫৫৪ ঃ এ হাদীসের অনেক পৃষ্ঠপোষক হাদীস রয়েছে, তার মধ্যে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; হাদীসটি আবূ দাঊদে রয়েছে। ঐগুলোর সনদের সমষ্টির অবস্থা দেখে বলা যায় হাদীসটি হাসান।[১৬৬২]

١٥٥٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

১৫৫৫ ঃ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমার উপর অধিক দরূদ পাঠকারী ক্বিয়ামাতের দিনে আমার বেশি সান্নিধ্য অর্জনকারী হবে।[১৬৬৩]

١٥٥٦- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ، أَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

১৫৫৬ ঃ শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হলো বান্দার এ দু'আ পড়া– আল্লা-হুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী, অ আনা আব্দুকা অ আনা আলা আহদিকা অ অ'দিকা মাসতাত্বা'তু, আউযুবিকা মিন শার্রি মা স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা অ আবূউ বিযামবী ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহু লা য়্যাগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌ত। "হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নি'য়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা, তুমি ব্যতীত আর কোন ক্ষমাকারী নেই।[১৬৬৪]

١٥٥٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِيْنَ يُمْسِي وَحِيْنَ يُصْبِحُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ

১৬৬২. পূর্বের হাদীসের ন্যায় এটিও মুনকার। ইলাল আবূ হাতিম ২য় খণ্ড ৩৫১ পৃষ্ঠা।

১৬৬৩. তিরমিযী ৪৮৪। ইবনু আদী তাঁর আলকামিল ফিয যু'আফা (৩/৪৬৫) গ্রন্থে বলেন, আমার নিকট খালিদ ইবনু মুখাল্লাদ এর মধ্যে আল্লাহ চাহেত কোন সমস্যা নেই। ইবনুল কীসরানী তাঁর দাখীরাতুল হুফফায (১/৫৪০) গ্রন্থে বলেন, মূসা ইবনু ইয়াকূব হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী রাবী নন। আল মুনযিরীও আত তারগীব ওয়াত তারহীব (২/৪০২) গ্রন্থে উক্ত রাবীর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। শাইখ আলবানী তাখরীজ মিশকাতুল মাসাবীহ (৮৮৩), যঈফুল জামে (১৮২১) গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। তবে সহীহ তারগীব (১৬৬৮) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহী পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

১৬৬৪. বুখারী ৬৩০৬, ৬৩২৩, তিরমিযী ৩৩৯৩, নাসায়ী ৫৫২২, আহমাদ ১৬৬৬২, ১৬৬৮১।

رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِيْنِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

১৫৫৭ ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন ঃ "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল আফওয়া অল আ-ফিয়াতা ফী দ্বীনী অ দুনয়্যা-য়্যা অ আহলী অ মা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর আওরা-তী অ আ-মিন রাওআ-তী, অহফাযনী মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা অমিন খালফী অআঁই ইয়ামীনী অআন শিমা-লী অমিন ফাউক্বী, অআউযু বিআযমাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহতী। "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও আমার সম্পদের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার লজ্জাস্থানকে গোপন রাখো, আমার ভয়কে শান্তিতে পরিণত করো এবং আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে ও আমার উপরের দিক থেকে আমাকে হেফাজত করো। আমি তোমার নিকট আমার নিচের দিক দিয়ে আমাকে ধ্বসিয়ে দেয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"[১৬৬৫]

١٥٥٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

১৫৫৮ ঃ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন যাওয়ালি নি'মাতিক, ওয়া তাহাওউলি 'আফিয়াতিক, ওয়া ফাজয়াতি নিক্বমাতিক, ও জামিঈ সাখাতিক। অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার দানের অবসান হতে, তোমার দয়া সুখের রদবদল থেকে এবং হঠাৎ করে তোমার শাস্তি হতে আর তোমার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৬৬৬]

١٥٥٩- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

১৫৫৯ ঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দু'আ বলতেন: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি অগালাবাতিল আদুউবি অশামা-তাতিল আ'দা-'। ***অর্থঃ***- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ঋণ ও শত্রুর কবল এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা চাচ্ছি।[১৬৬৭]

١٥٦٠ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ: «سَمِعَ النَّبِيُّ رَجُلًا يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اَلْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ "لَقَدْ سَأَلَ اللهُ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

১৬৬৫. ইবনু মাজাহ ৩৮৭১, নাসায়ী ৫৫২৯, ৫৫৩০।

১৬৬৬. মুসলিম ২৭৩৯, আবূ দাউদ ১৫৪৫।

১৬৬৭. নাসায়ী ৫৪৭৫, আহমাদ ৬৫৮১।

১৫৬০ ঃ বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ "হে আল্লাহ! অবশ্য আমি তোমার কাছে এ বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই " তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ নিশ্চয় এ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাঁর মহান নামের উসীলায় প্রার্থনা করেছে, যাঁর উসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই দান করেন এবং যাঁর উসীলায় দু'আ করলে তিনি অবশ্যই কবুল করেন।[১৬৬৮]

١٥٦١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ، يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ» وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ

১৫৬১ ঃ আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা ভোরে উপনীত হয়ে বলবে, "হে আল্লাহ! তোমার হুকুমেই আমারা প্রভাতে উপনীত হই এবং তোমার হুকুমেই আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই, তোমার হুকুমেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার হুকুমেই আমরা মৃত্যুবরণ করি "। আর তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েও অনুরূপ বলবে, তবে এর সাথে এও বলবে- তোমার নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন "[১৬৬৯]

١٥٦٢- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৫৬২ ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিকাংশ সময়ই এ দু'আ পড়তেন ঃ হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর।[১৬৭০]

١٥٦٣- وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ يَدْعُو: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اَللّٰهُمَّ اِغْفِرْ لِي جِدِّي، وَهَزْلِي، وَخَطَئِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اَللّٰهُمَّ اِغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৫৬৩ ঃ আবূ মূসা আল-আশয়ারী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজের সকল বাড়াবাড়ি এবং আমার যেসব গুনাহ আপনি আমার চেয়ে অধিক জানেন। হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে

১৬৬৮. আবূ দাউদ ১৪৯৩, তিরমিযী ৩৪৭৫।

১৬৬৯. আবূ দাউদ ৫০৬৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৬৮, আহমাদ ৮৪৩৫, ১০৩৮৪।

১৬৭০. বুখারী ৬৩৮৯, মুসলিম ২৬৮৮, তিরমিযী ৩৮৮৭, আবূ দাউদ ১৫১৯, আহমাদ ১১৫৭০, ১১৬৩৮।

দিন আমার ভুল-ত্রুটি, আমার ইচ্ছাকৃত গুনাহ ও আমার অজ্ঞতা এবং আমার উপহাসমূলক গুনাহ আর এ রকম গুনাহ যা আমার মধ্যে আছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন যেসব গুনাহ আমি আগে করেছি এবং পরের গুনাহ যা হবে। যে গুনাহ আমি গোপনে করেছি আর যে গুনাহ প্রকাশ্যে করেছি। আর যেগুলো আপনি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞাত আছেন ঐসবই আপনি ক্ষমা করে দিন। আপনিই অগ্রবর্তী করেন, আপনিই পশ্চাদবর্তী করেন এবং আপনিই সব বিষয়োপরি সর্বশক্তিমান।[১৬৭১]

١٥٦٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৫৬৪ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দু'আ বলতেন: হে আল্লাহ আমার দ্বীন যা সকল ব্যাপারে আমার জন্য রক্ষা কবজ সে দ্বীনকে আমার জন্য দুরস্ত করে দাও, আমার পার্থিব বিষয় যা আমার জীবিকার আধার সে বিষয়টিকেও ঠিক করে দাও। আমার আখিরাত (পাকালের জীবন) যা আমার জন্য সর্বশেষ অবস্থানক্ষেত্র তা দুরস্ত (সহজ) করে দাও। প্রত্যেক কল্যাণময় ব্যাপারে আমার জীবনে আধিক্য দান কর আর মৃত্যুকে যাবতীয় অকল্যাণ হতে আমার জন্য স্বস্তিতে পরিণত কর।[১৬৭২]

١٥٦٥- وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ:" اَللّٰهُمَّ اِنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

১৫৬৫ ঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দু'আটি পড়তেন: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা শিক্ষা দান করেছ তার দ্বারা আমাকে উপকৃত কর, আর যা আমার জন্য উপকারে আসবে তা আমাকে শিক্ষা দান কর, আমার উপকারে আসবে এমন জ্ঞান আমাকে দান কর।[১৬৭৩]

١٥٦٦- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَزِدْنِي عِلْمًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

১৫৬৬ ঃ তিরমিযীতে আবূ হুরাইরাহ কর্তৃক বর্ণিত অনুরূপ হাদীস রয়েছে। তার শেষাংশে আছে, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, সকল অবস্থাতেই যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য আর আমি জাহান্নামীদের দূরবস্থা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।[১৬৭৪]

১৬৭১. বুখারী ৬৩৯৮, ৬৩৯৯, মুসলিম ২৭১৯, আহমাদ ১৯২৩৯।

১৬৭২. মুসলিম ২৭২০।

১৬৭৩. সিলসিলা সহীহাহ ৩১৫১, আলবানী বলেন, হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ। হাকিম ১ম খণ্ড ৫১০ পৃষ্ঠা।

১৬৭৪. তিরমিযী ৩৫৯৯, ইবনু মাজাহ ২৫১, ৩৮৩৩।

١٥٦٧- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا» أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

১৫৬৭ ঃ 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে এই দু'আ শিখিয়েছেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে যাবতীয় কল্যাণ ভিক্ষা করছি, যা তাড়াতাড়ি আসে, যা দেরিতে আসে, যা জানা আছে, যা জানা নেই। আর আমি যাবতীয় মন্দ হতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি- যা তাড়াতাড়ি আগমনকারী আর যা দেরিতে আগমনকারী আর যা আমি জানি আর যা অবগত নই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে ঐ মঙ্গলই চাচ্ছি যা চেয়েছেন- তোমার (নেক) বান্দা ও তোমার নাবী, আর তোমার কাছে ঐ মন্দ বস্তু থেকে পানাহ চাচ্ছি যা হতে তোমার বান্দা ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশ্রয় চেয়েছেন। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জান্নাত চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি জাহান্নাম হতে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ হতেও পানাহ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার জন্য যেসব ফায়সালা করে রেখেছ তা আমার জন্য কল্যাণকর করে দাও।[১৬৭৫]

١٥٦٨- وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ»

১৫৬৮ ঃ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দু'টি কালিমাহ আছে, যেগুলো দয়াময়ের কাছে অতি প্রিয়, মুখে উচ্চারণ করা খুবই সহজ, দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী। (বাণী দু'টো হচ্ছে), সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহান্নাল্লাহিল আযীম;- আমরা আল্লাহ্র প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, মহান আল্লাহ্ (যাবতীয় ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে) অতি পবিত্র।[১৬৭৬]

১৬৭৫. ইবনু মাজাহ ৩৮৪৬, আহমাদ ২৪৪৯৮, ২৪৬১৩।

১৬৭৬. বুখারী ৬৪৬, আবূ দাউদ ৫৬০, ইবনু মাজাহ ৭৮৮, আহমাদ ১১১২৯।

তাহক্বীক্ব বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম-এ বর্ণিত হাদীসের

রাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১। **আব্দুর রহমান বিন সখর**। বংশঃ আদ্ দাউসি আল ইয়ামানী, উপনামঃ আবূ হুরায়রা, মদীনার আধীবাসী, মৃত্যুঃ ৭৫ হিজরীতে মদীনায়। শিক্ষকবৃন্দঃ উবাই বিন কা'ব, উসামা বিন যায়েদ, বুসরাতা বিন আবূ বুসরাতা, ছাত্রবৃন্দঃ ইবরাহীম বিন ইসমাঈল, ইবরাহীম বিন আব্দুল্লাহ বিন কারেত, ইবরাহীম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হুনাইন (আবূ ইসহাক)। (হাদীস নং ১ দ্রষ্টব্য)

২। **সাদ বিন মালিক বিন সিনান বিন উবাইদ**। বংশঃ আলখুদরী আল আনসারী, উপনামঃ আবূ সাঈদ, মদীনার অধিবাসী, মৃত্যুঃ ৭৪ হিজরী। শিক্ষকবৃন্দঃ হারিস বিন রাবী (আবূ কাতাদা), যায়েদ বিন সাবিত বিন আয যহহাক (আবূ সাঈদ), সাঈদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (আবূ ইসহাক), ছাত্রবৃন্দঃ ইবরাহীম বিন সাঈদ বিন আবূ ওয়াক্কাস, ইবরাহীম বিন যায়েদ বিন কায়েস, আবূ ইবরাহীম আবুল খাত্তাব। (হাদীস নং ২ দ্রষ্টব্য)

৩। **সুদ্দী বিন আজলান**। বংশঃ আল বাহেলী, উপনামঃ আবূ উমামা, শামের আধিবাসী, মৃত্যুঃ ৭৬ হিজরী, শিক্ষকবৃন্দঃ আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন আল যাররাহ (আবূ উবাইদা) উবাদাতা বিন সামেত বিন কায়েস (আবূ ওয়ালিদ) আলী বিন আবূ তালেব, (আবূ হাসান), ওমন বিন খাত্তাব (আবল হফস), আমর বিন আবশাতা বিন আমের (আবূ নুজায়ীহ)। (হাদীস নং ৩ দ্রষ্টব্য)

৪। **আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর বিন আল খাত্তাব বিন নুফায়েল**। বংশঃ আল আদাবী আল কুরাশী, উপনামঃ আবূ আব্দুর রহমান, মদীনার অধিবাসী, মৃত্যুঃ মারউর রয়ুজ এলাকায় ৭৩ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দঃ উসমা বিন যায়েদ বিন হরেসা (আবূ মুহাম্মাদ), বাশির বিন আব্দুল মুনজির বিন যুবায়ের বিন যায়েদ বিন উমাইয়া (আবূ লুবাবা), বেলাল বিন রাবাহ (আবূ আব্দুল্লাহ্), হাফসা বিন্ত ওমর বিন খাত্তাব, ছাত্রবৃন্দঃ আদম বিন আলী, ইয়াযিদ বিন আতারীদ (আবুল বাজরী), আবুল আজলান, আবুল ফাজল, আবুল মাখারেক, আবুল মুনীব, আবূ উমামা, আবূ বকর বিন উবাইদুল্লাহ, আবূ আলকামা। (হাদীস নং ৫ দ্রষ্টব্য)

৫। **আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুতাল্লেব বিন হাশেম**। বংশঃ আল কুরাশী আল হাশেমী, উপনামঃ আবুল আব্বাস, অধিবাসী মারউর রায়ুউজ, মৃত্যুঃ তায়েফে ৬৮ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দঃ উবাই বিন কা'ব বিন কায়েস (আবূ মুনজির), উসামা বিন যায়েদ বিন হারেসা বিন শুরাহবিল (আবূ মুহাম্মাদ), বুরাইদা বিন আল হাসিব বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হারেস (আবূ সাহাল), তামীম বিন আওস বিন খারেজাহ বিন সাউদ (আবূ রুকাইয়া), ছাত্রবৃন্দঃ ইমরাহীম বিন আব্দুল্লাহ বিন মাবাদ বিন আব্বাস, ইবরাহীম্ বিন ইয়াযিদ বিন কায়েস, আবুল হাসান। (হাদীস নং দ্রষ্টব্য) (হাদীস নং ৮ দ্রষ্টব্য)

৬। **আল হারেস বিন রিবয়ী, আল আনসারী আসসুলামী, উপনামঃ আবূ কতাদাহ**। অধিবাসীঃ মদীনা, মৃত্যুঃ কুফাই ৫৬ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দঃ উমার বিন খাত্তাব বিন নুফায়েল (আবূ হাফস), হিশাম বিন আমের উমাইয়া, আনাস বিন মালেক বিন নাজার বিন জমজম বিন যায়েদ বিন হারাম (আবূ হামজা) জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (আবূ আব্দুল্লাহ্), হারমালা বিন ইয়াস, হুমাইদ বিন হেলাল হাবিরা (আবূ নজর)। (হাদীস নং ১১ দ্রষ্টব্য)

৭। **আনাস বিন মালেক বিন নজর বিন জমজম বিন যায়েদ বিন হারাম**। বংশঃ আল আনসারী আল মাদানী,ঃ আবূ হামযাহ, অধিবাসীঃ বসরা। ৯১ হিজরীতে উবাই বিন কা'ব বিন কায়েস (আবুল মুনযীর), উসাইদ বিন খুযাঈর বিন সিমাক বিন আতিক (আবূ ইয়াহইয়া), উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান বিন খালেদ যায়েদ বিন হারাম (উম্মে হারাম), সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাশ, জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (আবূ

আব্‌দুল্লাহ) আবান বিন আবূ আয়াশ ফায়রুয, আবান সালেহ বিন উমাঈর বিন উবাঈদ (আবূ বকর), আবান বিন ইয়াযিদ (আবূ ইয়াযিদ), ইবরাহীম বিন মায়সারা, আবূ ইদরিস। (হাদীস নং ১২ দ্রষ্টব্য)

৮। **আউফ বিন আল হারিস**। বংশ: আল লায়সি, উপনাম: আবূ ওয়াকিদ, মদীনার অধিবাসী, মৃত্যু: মারউর রওয এলাকায় ৬৪ হিজরীতে। শিক্ষকবৃন্দ: রমিসা বিন্‌ত আল হারিস বিন তুফাইল, উমার ইবনুল খাত্তাব বিন নুফাইল (আবূ হাফস), কাব বিন মাতে (আবূ ইসহাক), হাসসান বিন আতিয়্যা (আবূ বকর), সোলায়মান বিন ইসার (আবূ আয়য়ুব)। (হাদীস নং ১৫ দ্রষ্টব্য)

৯। **হুযায়ফা বিন আল ইয়ামান**। বংশ: আল আবসী, উপনাম: আবূ আব্‌দুল্লাহ, কুফার অধিবাসী, মৃত্যু: ৩৬ হিজরীতে, আব্‌দুল্লাহ বিন উসমান বিন আমের বিন আমর কাব (আবূ বকর), আবুল আযহার, আবূ আয়েশা, আবূ উবাইদা বিন হুযায়ফা বিন আল ইয়ামান (আবূ উবাইদা), আল আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ বিন কায়েস (আবূ আমর)। (হাদীস নং ১৬ দ্রষ্টব্য)

১০। **হিন্‌দা বিন্‌ত আবূ উমাইয়া বিন আল মুগিরাহ**। বংশ: আল মাখযুমীয়া, উপনাম: উম্মু সালামাহ, উপাধি: উম্মুল মুমিনীন, মদীনার অধিবাসী, মৃত্যু: ৬২ হিজরীতে, আব্‌দুল্লাহ বিন আবুল আসাদ বিন হেলাল (আবূ সালামা), ফাতেমা বিন্‌ত রসুল ﷺ (উম্মুল হাসান), জাফর বিন আবূ তালেব বিন আব্দুল মুত্তালেব বিন হাশেম (আবুল মাসাকিন), ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান বিন আব্‌দুল্লাহ বিন আবূ রাবিয়া (আবূ মুহাম্মাদ), আবূ বকর বিন আব্দুর রহমান বিন আল হারিস বিন হিশাম (আবূ বকর)। (হাদীস নং ১৭ দ্রষ্টব্য)

১১। **সালমা বিন আল মুহাব্বাক**। বংশ: আল হুযালী, উপনাম, আবূ সিনান, বসরার অধিবাসী। (হাদীস নং ১৯ দ্রষ্টব্য)

১২। **মায়মুনা বিন্‌ত আল হারিস**। বংশ: আল আমেরিয়্যা আল হিলালিয়্যা, উপাধি: উম্মুল মুমিনীন, মদীনার অধিবাসী, মৃত্যু: সারখাস নামক এলাকায় ৫১ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দ: তিনি নবী ﷺ থেকে র্বণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: ইবরাহীম বিন আব্‌দুল্লাহ বিন মা'বাদ বিন আব্বাস, বেলাল বিন ইয়াহইয়া, সুলায়মান বিন ইয়াসার, আলিয়াহ বিনতু সাবী'। (হাদীস নং ২০ দ্রষ্টব্য)

১৩। **জুরশূম। উপনাম: আবূ সা'লাবাহ**। বংশ: আল-হাফশানী, শামের অধিবাসী, মৃত্যু: শামদেশে ৭৫ হিজরীতে। তাঁর উস্তাজগণ: 'আমির বিন আব্‌দুল্লাহ বিন আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ, ছাত্র: যুবাইর বিন নুগাইর বিন মালিক, সাঈদ বিন মুসায়্যিব বিন হাযন বিন আবী ওয়াহাব বিন আমর (আবূ মুহাম্মাদ), আয়েযুল্লাহ বিন আব্‌দুল্লাহ (আবূ ইদরীস), 'উরওয়াহ বিন রুওয়াইম (আবুল ক্বাসেম), আত্বা বিন ইয়াযীদ (আবূ মুহাম্মাদ)। (হাদীস নং ২১ দ্রষ্টব্য)

১৪। **'ইমরান বিন হুসাইন বিন 'উবাইদ বিন খালফ**। বংশ: খুযায়ী, উপনাম: আবূ নাযীদ, বসরার অধিবাসী, মৃত্যু: বসরাতে ৫২ হিজরীতে, উস্তায: আব্‌দুল্লাহ বিন মাসঊদ বিন গাফিল বিন হাবীব (আবূ আব্দুর রহমান), ছাত্র: বাশীর বনি কা'ব বিন উবাই (আবূ আইয়ূব), বিলাল বিন ইয়াহইয়া, তামীম বিন নাযীর (আবূ ক্বাতাদাহ), সাবিত বিন আসলাম (আবূ মুহাম্মাদ), হাবীব বিন আবী ফাযলান। (হাদীস নং ২২ দ্রষ্টব্য)

১৫। **'আমর বিন খারিজাহ বিন মুনতাফিক্ব**। বংশ: আসদী আল-আশ'আরী, মদীনার অধিবাসী, উস্তায: স্বয়ং নবী ﷺ, ছাত্র: শাহর বিন হাওশাব (আবূ সাঈদ), আব্দুর রহমান বিন আবী লাইলা ইয়াসার (আবূ ঈসা), আব্দুর রহমান বিন গানাম, ক্বাতাদাহ বিন দা'আমাহ বিন ক্বাতাদাহ (আবুল খাত্বান)। (হাদীস নং ২৬ দ্রষ্টব্য)

১৬। **'আয়িশাহ বিনতু আবূ বাকর সিদ্দীক**। বংশ: তামীমাহ, উপনাম: উম্মু আব্‌দুল্লাহ, উপাধি: উম্মুল মু'মিনীন, অধিবাসী: মদীনাহ মৃত্যু: মদীনায় ৫৮ হিজরী। উস্তাযগণ: উসাইদ বিন হুযাইর বিন সাম্মাক বিন

'উতাইক (আবূ ইয়াহইয়া), জাদ্দামাহ বিনতু ওয়াহাব, আল-হারিস বিন হিশাম বিন মুগীরাহ, হামাযাহ বিন আমর বিন উমাইর আবূ সালিহ), হামনাহ বিনতু যাহশ। (হাদীস নং ২৭ দ্রষ্টব্য)

১৭। **ইয়াদ**। বংশ: মাদানী, উপনাম: আবুল ক্বাসেম, অধিবাসী মাদীনাহ, উস্তায: স্বয়ং নবী ﷺ ছাত্র: মুহিল্ল বিন খালীফাহ। (হাদীস নং ২৯ দ্রষ্টব্য)

১৮। **আসমা বিনতু আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব**। বংশ: কুরাইশ, উপনাম: উম্মু আব্দুল্লাহ, উপাধি: যাতুন নিত্বাক্বাইন, অধিবাসী: মাদীনাহ, মার্রুর রাওয নামক স্থানে ৭৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। উস্তায: আয়িশাহ বিনতু আবূ বাকর সিদ্দীকত رضي الله عنها ছাত্র: আবূ বাকর বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর বিন আউওয়াম (আবূ বাকর), বাকর বিন আমর (আবূ সিদ্দীক্ব), 'উবাদাহ বিন হামযাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর, আব্দুল্লাহ বিন উবাইদুল্লাহ বিন আবী মুলাইকাহ (আবূ মুহাম্মাদ)। (হাদীস নং ৩৫ দ্রষ্টব্য)

১৯। **হুমরান বিন আবান মাওলা 'উসমান**। স্তর: প্রসিদ্ধ তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত, বংশ: নামরী মাদানী, বসরার অধিবাসী, মৃত্যু: ৭৬ হিজরীতে, উস্তায: 'উসমান বিন আফ্ফার বিন আবুল 'আস বিন উমাইয়াহ (আবূ আমর), 'উমার বিন খাত্তাব বিন নুফাইল (আবূ হাফস্), মু'আবিয়াহ বিন আবূ সুফয়ান সখর বিন হারব বিন উমাইয়াহ (আবূ আব্দুর রহমান) ছাত্র: বুকাইর বিন আব্দুল্লাহ বিন আশবাহ (আবূ আব্দুল্লাহ), জামে' বিন শাদ্দাদ (আবূ সফরাহ), হাসান বিন আবুল হাসান ইয়াসার (আবূ সাঈদ), যায়দ বিন আসলাম (আবূ উসামাহ), শাক্বীক্ব বিন সালামাহ (আবূ ওয়ায়িল)। (হাদীস নং ৩৩ দ্রষ্টব্য)

২০। **আলী বিন আবূ তালেব বিন আব্দুল মুত্তালেব বিন হাশেম বিন আবদে মানাফ**। বংশ: আল হাশেমী, উপনাম: আবুল হাসান, উপাধি: আবূ তুরাব, কুফার অধিবাসী, মৃত্যু: কুফা শহরে ৪০ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দ: আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব (আবূ বকর), আল মিকদাদ বিন আমর বিন সা'লাবা বিন মালেক (আবূ আবুল আসওয়াদ), ছাত্রবৃন্দা: ইবরাহীম বিন আব্দুল্লাহ বিন হুনাইন (আবূ ইসহাক), আবূ সাঈদ বিন আল মু'লী (আবূ সাঈদ), আখযার (আবূ রাশেদ), আসলাম মাওলা রাসূল ﷺ (আবূ রাফে')। (হাদীস নং ৩৪ দ্রষ্টব্য)

২১। **আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আ'সেম বিন কা'ব**। বংশ: আল আনসারী আল মাযিনী, উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, মদিনার অধিবাসী, মৃত্যু: হুররাহ নামক এলাকায় ৬৩ হিজরীতে, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: হিব্বান বিন ওসে' বিন হিব্বান, আব্বাদ বিন তামিম বিন গাযিয়্যা, ওসে' বিন হিব্বান বিন মুনকায। (হাদীস নং ৩৫ দ্রষ্টব্য)

২২। **আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল আস বিন ওয়েল**। বংশ: আস সাহমী আল-কুরাশী, উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, মারয়ার অধিবাসী, মৃত্যু: আত তায়েফ নামক এলাকায় ৬৩ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দ: উবাইদ বিন কা'ব বিন কায়েস (আবুল মুনজির), সুরাকা বিন মালেক জু'শাম বিন মালেক (আবূ সুফীয়ান), উমার ইবনুল খাত্তাব বিন নুফায়েল (আবূ হাফস), মুয়াজ বিন জাবাল বিন আমর বিন আউস, ছাত্রবৃন্দ: ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন তালহা (আবূ ইসহাক), আবূ কাবশা, আখযার। (হাদীস নং ৩৬ দ্রষ্টব্য)

২৩। **লাকীত বিন সবরাতা বিন আব্দুল্লাহ বিন আল মুনতাফেক বিন আমের**। বংশ: আল উকাইলী, উপনাম: আবূ রাযীন, তায়েফের অধিবাসী, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, ছাত্রবৃন্দ: আল আসওয়াদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাজেব, আসেম বিন লাকীত, আসেম বিন লাকীত বিন আমের বিন আল মুতাফেক, আমর বিন আউস বিন আবূ আউস হুযাইফা। (হাদীস নং ৩৯ দ্রষ্টব্য)

২৪। **উসমান বিন আফফান বিন আবুল আ'স বিন উমাইয়া**। বংশ: আল কুরাশী আল উমাবি, উপনাম: আবূ আমর, উপাধি: যুন নুরাইন, মদিনার অধিবাসী, মৃত্যু: মদীনায় ৩৫ হিজরীতে, শিক্ষক: আব্দুল্লাহ বিন

উসমান বিন আমের বিন আমর কা'ব (আবূ বকর), ছাত্রবৃন্দ: আবান বিন উসমান বিন আফফান (আবূ সাঈদ), ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ (আবূ ইসহাক), আবূ আল কামা, আবূ ইয়ায, আসলাম মাওলা উমার। (হাদীস নং ৪০ দ্রষ্টব্য)

২৫। **জাবির বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম**। বংশ: আল আনসারী আস সুলামী, উপনাম: আবূ আব্দুল্লাহ, মদিনার অধিবাসী, মৃত্যু: মদিনায় ৭৮ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দ: উবাই বিন কা'ব বিন কায়েস (আবুল মুনযির), উম্মু কুলসুম বিন্‌ত আবূ বকর সিদ্দীক (উম্মু কুলসুম), হারেস বিন রিবয়ী (আবূ কতাদা), হাসসান বিন আয যমরী আব্দুল্লাহ, ছাত্রবৃন্দ: ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন আবূ রাবিয়া' (আবূ মুহাম্মাদ), আবূ বকর বিন আল মুনকাদীর বিন আব্দুল্লাহ বিন হুদায়ের (আবূ বকর), আবূ আইয়াশ আন নু'মান। (হাদীস নং ৪৭ দ্রষ্টব্য)

২৬। **তালহা বিন মুসাররীফ বিন আমর বিন কা'ব**। স্তর: তাবেয়ী, বংশ: আল ইয়ামী আল হামদানী, উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, উপাধী: সাইয়্যেদুল কুররা, কুফার অধিবাসী, মৃত্যু: ১১২ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দ: আল আগার (আবূ মুসলিম), আনাস বিন মালেক বিন নাযার বিন যমযম বিন যায়েদ বিন হারাম (আবূ হামজা), খাইসামা বিন আব্দুর রহমান বিন আবূ সায়রা (আবূ বকর), যাকওয়ান (আবূ সালেহ), ছাত্রবৃন্দ: ইদ্রীস বিন ইয়াযিদ বিন আব্দুর রহমান (আবূ আব্দুল্লাহ), হাসান বিন উমার, যুবাইর বিন আদী। (হাদীস নং ৫২ দ্রষ্টব্য)

২৭। **মুগীরা বিন শু'বা বিন আবূ আমের**। বংশ: আসসাকাফী, উপনাম: আবূ ঈসা, কুফার অধিবাসী, মৃত্যু: কুফা শহরে ৫০ হিজরীতে, শিক্ষক: উসমান বিন আফফান বিন আবুল আ'স বিন উমাইয়া (আবূ আমর), ছাত্রবৃন্দ: আসলাম মাওলা উমার (আবূ খালেদ), আল আসওয়াদ বিন হেলাল (আবূ সালাম), বকর বিন আব্দুল্লাহ (আবূ আব্দুল্লাহ), সাবেত বিন উবাইদ। (হাদীস নং ৫৮ দ্রষ্টব্য)

২৮। **সাফওয়ান বিন আসসাল**। বংশ: আল মুরাদী আর রবযী, কুফার অধিবাসী, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, ছাত্রবৃন্দ: হুযাফা বিন আবূ হুযাফা, আব্দুল্লাহ বিন সালামা, উবাইদুল্লাহ বিন খলিফা (আবুল গারীফ)। (হাদীস নং ৬১ দ্রষ্টব্য)

২৯। **সাওবান বিন বাজদাদ**। বংশ: আল হাশেমী, উপনাম: আবূ আব্দুল্লাহ, শামের অধিবাসী, মৃত্যু: হালওয়ান নামক এলাকায় ৫৪ হিজরীতে, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ; আবূ যুরয়া', আবূ কাবশা, জুবাইর বিন নুফাইর বিন মালেক, রাশেদ বিন সা'দ, রাফে বিন মেহরাম। (হাদীস নং ৬৩ দ্রষ্টব্য)

৩০। **নুফাই বিন আল হারেস কালদা**। বংশ: আসসাকাফী, উপনাম: আবূ বকরাতা, বসরার অধিবাসী, মৃত্যু: বসরায় ৫২ হিজরীতে, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছন, ছাত্রবৃন্দ: ইবরাহী বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ (আবূ ইসহাক), আশআ'স বিন সারমালা। (হাদীস নং ৬৫ দ্রষ্টব্য)

৩১। **উবাই বিন উমারা**। বংশ: আল মাদানী, মারউর অধিবাসী, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, ছাত্র: আইয়ূব বিন কাতান। (হাদীস নং ৬৬ দ্রষ্টব্য)

৩২। **ত্বলক বিন আলী বিন আল মুনযির**। বংশ: আল হানাফি আস সুহাইমী, উপনাম: আবূ আলী, ইয়ামামার অধিবাসী, তালাক বিন আলী বিন আল মুনজির (আবূ আলী) ছাত্রবৃন্দ: আইয়ূব বিন উতবা (আবূ ইহয়া), আব্দুল্লাহ বিন বদর বিন উমাইরা, আব্দুল্লাহ বিন নু'মান, ঈ'সা বিন খাইসাম। (হাদীস নং ৭২ দ্রষ্টব্য)

৩৩। **বুশরা বিন্‌ত সাফওয়ান বিন নাওফেল**। বংশ: আল কুরাশীয়্যা আল আসাদীয়্যা, উপনাম: উম্মু মুয়াবিয়া, মারউর অধিবাসী, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, ছাত্রবৃন্দ: উরওয়া বিন জুবাইর বিন আল আওয়াম বিন খুআইলীদ বিন আসাদ (আবূ আব্দুল্লাহ), মারওয়ান বিন আল হাকাম বিন আবুল আ'স বিন উমাইয়া (আবূ আব্দুল মালেক) (হাদীস নং ৭৩ দ্রষ্টব্য)

৩৪। **জাবির বিন সামুরা বিন জানাদা**। বংশ: আস সুয়ায়ী আল মাদানী, উপনাম: আবূ আব্দুল্লাহ, কুফার অধিবাসী, মুত্যু: কুফা শহরে ৭৪ হিজরীতে, শিক্ষক: খালেদ বিন যায়েদ বিন কুলাইব (আবূ আইয়ূব), সামুরা বিন জানাদা, উমার বিন আল খাত্তাব বিন নুফায়েল (আবূ হাফস), ছাত্রবৃন্দ: আল আসওয়াদ বিন সাঈদ, তামীম বিন তরফাতা (আবূ সালিত), জাফর বিন আবূ সাওর ইকরামা (আবূ সাওর)। (হাদীস নং ৭৫ দ্রষ্টব্য)

৩৫। **আব্দুল্লাহ বিন আবূ বকর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম**। স্তর: তাবেয়ী, বংশ: আল আনসারী, উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, মদিনার অধিবাসী, মৃত্যু: মদিনায় ১৩৫ হিজরীতে, শিক্ষক: আবান বিন উসমান বিন আফফান (আবূ সাঈদ), আবূ বকর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম (আবূ মুহাম্মাদ), উম্মু ঈ'সা, হারেস বিন রিবয়ী (আবূ কতাদা), ছাত্রবৃন্দ: ইসহাক বিন হাযেম, ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মাকসাম (আবূ বিশর), যুহাইর বিন মুহাম্মাদ (আবুল মুনযির), সুফয়ান বিন সাঈদ বিন মাসরুক (আবূ আব্দুল্লাহ)। (হাদীস নং ৭৭ দ্রষ্টব্য)

৩৬। **মুহাম্মাদ বিন হাযিম**। বংশ: আত তাইমী আস সা'দী, উপনাম: আবূ মুয়াবিয়া, উপাধি: আয যরির, কুফার অধিবাসী, মৃত্যু: ১৯৫ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দ: ইবরাহীম বিন মুসলিম (আবূ ইসহাক), ইসমাঈল বিন আবূ খালেদ (আবূ আব্দুল্লাহ), জাফর বিন বুরকান (আবূ আব্দুল্লাহ), ছাত্রবৃন্দ: ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন হাযেম (আবূ ইসহাক), আহমাদ বিন হারব বিন মুহাম্মাদ, ইসহাক বিন ইসমাইল (আবূ ইয়াকুব), ইসহাক বিন ঈসা বিন নুজাইহ (আবূ ইয়াকুব)। (হাদীস নং ৮০ দ্রষ্টব্য)

৩৭। **সালমান বিন আল ইসলাম**। বংশ: আল ফারেসী, উপনাম: আবূ আব্দল্লাহ, উপাধি: সালমানুল খায়ের, মদিনার অধিবাসী, মৃত্যু: মাদাইন শহরে ৩৩ হিজরীতে। শিক্ষক: নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: আনাস বিন মালেক বিন নাযীর বিন যমযম বিন যায়েদ বিন হারাম (আবূ হামযা), হুসাইন বিন জুনদুব বিন আমর বিন হারেস, সালমা বিন মুয়াবিয়া (আবূ লাইলা)। (হাদীস নং ৯৬ দ্রষ্টব্য)

৩৮। **আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বিন গাফেল বিন হাবীব**। বংশ: আল হুযালী আল মাদানী, উপনাম: আবূ আব্দুর রহমান, উপাধি: ইবনে উম্মে আবদ, কুফার অধিবাসী, মৃত্যু: মদিনাতে ৩২ হিজরীতে, শিক্ষক: আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব (আবূ বকর), আলী বিন আবূ তালেব বিন আব্দুল মুত্তালেব বিন হাশেম (আবুল হাসান), আমর বিন হাইসাম বিন কাতান (আবূ কাতান), উমার বিন খাত্তাব বিন নুফাইল (আবূ হাফস), ছাত্রবৃন্দ: ইবরাহীম বিন সুয়াইদ, ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ বিন কায়েস (আবূ ইমরান), আবূ যায়েদ মাওলা আমর বিন হারেস (আবূ যায়েদ), আবূ ইয়ায। (হাদীস নং ১০০ দ্রষ্টব্য)

৩৯। **'ঈসা বিন আযদাদ**। বংশ: আল ইয়ামানী আল ফারেসী, ইয়ামানে অধিবাসী, শিক্ষক: আযদাদ বিন ফাসাআ, ছাত্রবৃন্দ: যাকারীয়া বিন ইসহাক, যামআ' বিন সালেহ। (হাদীস নং ১০৫ দ্রষ্টব্য)

৪০। **সামুরাহ বিন জানদুব বিন হিলাল**। বংশ: আল গাযারী, উপনাম: আবূ সাঈদ, বসরার অধিবাসী, মৃত্যু: বসরা শহরে ৫৮ হিজরীতে, শিক্ষক: আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন আল জাররাহ (আবূ উবাইদা), ছাত্রবৃন্দ: বিশর বিন হারব, সা'লাবা বিন আব্বাদ (আবূ উমার), হুসাইন বিন কাবিসা। (হাদীস নং ১১৫ দ্রষ্টব্য)

৪১। **হুযাইফা বিন আল ইয়ামান**। বংশ: আল আবাসী, উপনাম: আবূ আব্দুল্লাহ, কুফার অধিবাসী, মৃত্যু: ৩৬ হিজরীতে, শিক্ষক: আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব (আবূ বকর), ছাত্রবৃন্দ: আবুল আযহার, আবূ আয়েশা, আবূ উবাইদা বিন হুযাইফা বিন আল ইয়ামান (আবূ উবাইদ), আল আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ বিন কায়েস (আবূ আমর), বেলাল বিন ইহয়া। (হাদীস নং ১২৭ দ্রষ্টব্য)

৪২। **'আম্মার বিন ইয়াসার বিন আমির বিন মালিক বিন কিনানা বিন কায়স**। বংশ: আল আনাসী আল মাদানী, উপনাম: আবুল ইয়াকযান, কুফার অধিবাসসী, মৃত্যু: ৩৭ হিজরীতে, শিক্ষক: হুযাইফা বিন আল ইয়ামান

(আবূ আব্‌দুল্লাহ), ছাত্রবৃন্দ: আবূ বকর বিন আব্দুর রহমান বিন হারেস বিন হিশাম (আবূ বকর), আবূ রাশেদ, হাসসান বিন বেলাল, আল হাসান বিন আবুল হাসান ইয়াসার। (হাদীস নং ১২৯ দ্রষ্টব্য)

৪৩। **হান্নাতা বিনতু জাহাশ**। বংশ: আল আসাদীয়্যা, মদিনার অধিবাসী, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: যায়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা বিন আব্দুল আসয়াদ, আয়েশা বিন্‌ত আবূ সিদ্দীক (উম্মু আব্‌দুল্লাহ), ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস (আবূ আব্‌দুল্লাহ), ইমরান বিন তালহা বিন উবাইদুল্লাহ। (হাদীস নং ১৪০ দ্রষ্টব্য)

৪৪। **নাসিবা বিনতু কা'ব**। বংশ: আল আনসারীয়্যা আল মাদানীয়্যা, উপনাম: উম্মু আতিয়্যা, বসরার অধিবাসী, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: ইসমাঈল বিন আব্দুর রহমান বিন আতিয়া, হাফসা বিন্‌ত সিরীন। (হাদীস নং ১৪৩ দ্রষ্টব্য)

৪৫। **নাযলা বিনতু উবাইদ**। বংশ: আল আসলামী, উপনাম: আবূ বারযাতা, বসরার অধিবাসী, মৃত্যু: হাফস নামক এলাকায় ৬৪ হিজরীতে, শিক্ষক: আব্‌দুল্লাহ বিন উসমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব (আবূ বকর), ছাত্রবৃন্দ: আরযাক বিন কায়েস, জাবের বিন আমর (আবুল ওয়াজা), আল হারেস বিন আক ইয়াস, রাফে বিন মেহরান (আবুল আলীয়া)। (হাদীস নং ১৫৪ দ্রষ্টব্য)

৪৬। **রাফে' বিন খাদিয বিন রাফে'**। বংশ: আল আওসী আল আনসারী, উপনাম: আবূ আব্‌দুল্লাহ, মদিনার অধিবাসী, মৃত্যু: মদিনায় ৭৩ হিজরীতে, শিক্ষক: যহির বিন রাফে' বিন আদী বিন যায়েদ বিন জুসআম বিন হারেসা, ছাত্রবৃন্দ: উসাইদ বিন রাফে' বিন খাদীজ, উসাইদ বিন যহির বিন রাফে', ইয়াস বিন খলিফা। (হাদীস নং ১৫৭ দ্রষ্টব্য)

৪৭। **মুয়ায বিন যাবাল বিন আমর বিন আউস**। বংশ: আল আনসারী আল খাযরাজী, শামের অধিবাসী, মৃত্যু: শামে ১৮ হিজরীতে, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: আবুল মুনিব, আবূ সাঈদ, আবূ যবিবাহ, আবূ আব্‌দুল্লাহ, আবূ লাইলা। (হাদীস নং ১৫৯ দ্রষ্টব্য)

৪৮। **'উকবা বিন আমের বিন আবাস**। বংশ: আল যুহানী, উপনাম: আবূ হাম্মাদ, মারউর অধিবাসী, মৃত্যু: আল মুকতম নামক এলাকায় ৫৮ হিজরীতে, শিক্ষক: উমার বিন খাত্তাব নুফায়েল (আবূ হাফস) ছাত্রবৃন্দ: আসলাম বিন ইয়াযিদ (আবূ ইমরান) ইয়াস বিন আমের, সুমামা বিন শাফি (আবূ আলী) যুবাইর বিন নুফাইর বিন মালেক। (হাদীস নং ১৬৪ দ্রষ্টব্য)

৪৯। **যুবাইর বিন মুত্বঈম বিন 'আদী**। বংশ: নাওফালী, উপনাম: মুহাম্মাদ, অধিবাসী: মাদীনাহ, মৃত্যু: ৫৯ হিজরী, শিক্ষক: আব্দুর রহমান বিন 'আওফ বিন আব্দে আওফ বিন আব্‌দ (আবূ মুহাম্মাদ), 'আলী বিন আবী ত্বালেব বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম। (হাদীস নং ১৬৭ দ্রষ্টব্য)

৫০। **আব্‌দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্‌দি রব্বিহি বিন সা'লাবাহ**। বংশ: আনসারী আল-খুযাঈ, উপনাম আবূ মুহাম্মাদ, অধিবাসী: মাদীনাহ, মৃত্যু: ৩২ হিজরী, শিক্ষক: স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ ﷺ, ছাত্রবৃন্দ: আব্‌দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্‌দুল্লাহ বিন যায়দ, মুহাম্মাদ বিন আব্‌দুল্লাহ বিন যায়দ বিন আব্দে রব্বিহ। (হাদীস নং ১৭৮ দ্রষ্টব্য)

৫১। **ওয়াহাব বিন আব্‌দুল্লাহ**। বংশ: সাওয়ায়ী, উপনাম: আবূ জুহাইপাহ, উপাধি: আল-খাইর, আধিবাসি: কূফা, মৃত্যু: ৭৪ হি: শিক্ষক: বরা বিন 'আযিব বিন হারেস (আবূ আম্মারাহ), বিলাল বিন রিবাহ (আবূ আব্‌দুল্লাহ), ছাত্র: ইসমাঈল বিন আবূ কালিদ (আবূ আব্‌দুল্লাহ), হুসাইন বিন আব্দুর রহমান (আবুল হুযাইল), হাকাম বিন 'উতাইবাহ (আবূ মুহাম্মাদ)। (হাদীস নং ১৮২ দ্রষ্টব্য)

৫২। **জাবির বিন সামুরাহ বিন জানাদাহ**। বংশ: সাওয়ায়ী আল-মাদানী, উপনাম: আবূ আব্দুল্লাহ, অধিবাসী: কুফা, মৃত্যু: ৭৪ হিজরী, শিক্ষক: খারিদ বিন যায়দ বিন কুলাইব (আবূ আইয়ূব), সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস মারিক বিন উহাইব বিন আব্দে মান্নাফ (আবূ ইসহাক্ব), সামুরাহ বিন জানাদাহ, 'উমার বিন খাত্তাব বিন নুফাইল (আবূ হাফস), নাফি' বিন 'উক্ববাহ বিন আবূ ওয়াক্কাস, ছাত্রবৃন্দ: আবূ বাকর বিন আবূ মূসা আব্দুলৱাহ বিন ক্বয়স (আবূ বাকর), আসওয়াদ বিন সাঈদ, তামীম বিন ত্বরফাহ (আবূ সালীত্ব), হুসাইন বিন আব্দুর রহমান (আবুল হুযাইল), সা'দ (আবূ খালিদ)। (হাদীস নং ১৮৪ দ্রষ্টব্য)

৫৩। **যিয়াদ বিন হারিস**। বংশ: সুদায়ী, শিক্ষক: স্বয়ং নাবী মুহাম্মাদ ﷺ, ছাত্র: যিয়াদ বিন রবী'আহ বিন নু'য়াইম। (হাদীস নং ১৯৯ দ্রষ্টব্য)

৫৪। **'আলী বিন ত্বলক্ব বিন মুনযির**। অধিবাসী: ইয়ামামাহ, শিক্ষক: ত্বলক্ব বিন 'আলী বিন মুনযির (আবূ 'আলী), ছাত্র: আব্দুল্লাহ বিন বাদর বিন 'উমাইরাহ, মুসলিম বিন মুসলিম (আব্দুল্লাহ মালিক)। (হাদীস নং ২০৫ দ্রষ্টব্য)

৫৫। **'আমির বিন রবী'আহ বিন কা'ব**। বংশ: আনযী আল-'আদাবী, উপনাম: আবূ আব্দুল্লাহ, অধিবাসী: মাদীনাহ, মৃত্যু: ৩২ হিজরী, শিক্ষক: 'উমার বিন খাত্তাব বিন নুফাইল (আবূ হাফস), ছাত্রবৃন্দ: আব্দুল্লাহ বিন 'আমির বিন রবীয়াহ (আবূ মুহাম্মাদ), আব্দুল্লাহ বিন 'উমার বিন খাত্তাব বিন নুফাইল (আবূ আব্দুর রহমান)। (হাদীস নং ২১১ দ্রষ্টব্য)

৫৬। **কান্নায বিন হুসাইন**। বংশ: আনযী, উপনাম: আবূ মারসাদ, মৃত্যু: ১২ হিজরীতে, শিক্ষক: স্বয়ং নবী ﷺ, ছাত্রবৃন্দ: ওয়াসালাহ বিন আসমা' বিন কা'ব বিন 'আমির (আবুল আসমা')। (হাদীস নং ২১৭ দ্রষ্টব্য)

৫৭। **যায়দ বিন আরক্বাম বিন যায়দ**। বংশ: আনসারী আল-খুযায়ী, উপনাম: আবূ আমর, অধিবাসী: আল-কূফা, মৃত্যু: কুফা শহরে ৬৮ হিজরীতে, শিক্ষক: যায়দ বিন আরক্বামের ভাই, ছাত্রবৃন্দ: আবূ বাকর বিন আনাস বিন মালিক, (আবূ বাকর), আবূ সা'দ (আবূ সা'দ), আবূ মুসলিম (আবূ মুসলিম), আবূ ওয়াক্কাস (আবূ ওয়াক্কাস), ইয়াস বিন আবূ রামলাহ। (হাদীস নং ২২১ দ্রষ্টব্য)

৫৮। **মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহ বিন শাখীর**। বংশ: হারশী আল-'আমেরী, উপনাম: আবূ আব্দুল্লাহ, অধিবাসী: বসরা, মৃত্যু: বসরা শহরে ৯৫ হিজরীতে, শিক্ষক: আবূ মুসলিম (আবূ মুসলিম), যারূদ বিন মু'য়াল্লী (আবূ আত্তাব), যুনদুব বিন জানাদাহ (আবূ যার্র), 'উসমান বিন আবুল 'আস (আবূ আব্দুল্লাহ), ছাত্র: ইবরাহীম বিন 'আলা (আবূ হারূন), ইসহাক্ব বিন সুওয়াইদ বিন সাবেরাহ, সাবিত বিন আসলাম (আবূ মুহাম্মাদ), সাঈদ বিন আবূ হিন্দ। (হাদীস নং ২২৩ দ্রষ্টব্য)

৫৯। **আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন সাম্মাহ**। বংশ: আল-আনসারী, উপনাম: আবূ জুহাইম, অধিবাসী: মাদীনাহ, শিক্ষক: স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ ﷺ, ছাত্র: বুসর বিন সাঈদ মাওলা ইবনু আল-হাযরামী, 'উমাইর বিন আব্দুল্লাহ মাওলা উম্মুল ফাযল (আবূ আব্দুল্লাহ)। (হাদীস নং ২২৮ দ্রষ্টব্য)

৬০। **সাবুরাহ বিন মা'বাদ বিন 'আওসাজাহ**। বংশ: আল-জুহানী, উপনাম: আবূ সুরাইয়াহ, অধিবাসী: মাদীনাহ মৃত্যু: যিমার অথবা দিমাশক্ব নামক স্থানে, শিক্ষক: স্বয়ং নবী ﷺ, ছাত্রবৃন্দ: রবী' বিন সাবুরাহ বিন মা'বাদ। (হাদীস নং ২৩০ দ্রষ্টব্য)

৬১। **জুনদুব বিন জানাদাহ**। বংশ: গিফারী, উপনাম: আবূ যার্র, অধিবাসী: মাদীনাহ, মৃত্যু: রাবযাহ নামক স্থানে ৩২ হিজরীতে। শিক্ষক: 'উসমান বিন 'আফ্ফান বিন আবুল 'আস বিন উমাইয়াহ (আবূ আমর), ছাত্র: আবুল আহওয়াস, আবূ যুর'আহ বিন আমর বিন জারীর বিন আব্দুল্লাহ (আবূ যুর'আহ), আনাস বিন মালিক বিন

নাযর বিন জাম জাম বিন যায়দ বিন হাযম, বাশীর বিন কা'ব বিন আবূ (আবূ আইয়ূব), বাকর বিন আব্দুল্লাহ (আবূ আব্দুল্লাহ)। (হাদীস নং ২৩১ দ্রষ্টব্য)

৬২। **আব্দুর রহমান বিন সা'দ**। বংশ: সা'য়িদী আল-আনসারী, উপনাম: আবূ হামীদ, অধিবাসী: মাদীনাহ, শিক্ষক: স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ ﷺ, ছাত্রবৃন্দ: জাবির বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (আবূ আব্দুল্লাহ), আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ, আব্দুল রহমান বিন আবূ সাঈদ সা'দ বিন মালিক বিন সিনান (আবূ হাফস), আব্দুল মালিক বিন সাঈদ বিন সুওয়াইদ, 'উরওয়াহ বিন জুবাইর বিন আউওয়াম বিন খুওয়াইলিদ বিন আসাদ (আবূ আব্দুল্লাহ)। (হাদীস নং ২৬৯ দ্রষ্টব্য)

৬৩। **মালিক বিন হুওয়াইরিস**। বংশ: লাইসী, উপনাম: আবূ সুলাইমান, অধিবাসী বসরা; মৃত্যু: বসরা শহরে ৭৪ হিজরীতে, শিক্ষক: সা'দ বিন মালিক সিনান বিন 'উবাইদ (আবূ সাঈদ), ছাত্র: আবূ আতিয়্যাহ মাওলা বনী 'উক্বাইল (আবূ আতিয়্যাহ), আব্দুল্লাহ বিন যায়দ বিন আমর বিন নাবিল (আবূ ক্বিলাবাহ), আব্দুল্লাহ বিন ওয়ালীদ বিন ক্বয়সব, নাসর বিন 'আসিম। (হাদীস নং ২৭৭ দ্রষ্টব্য)

৬৪। **ওয়ায়িল বিন হুজর বিন সা'দ**। বংশ: কিনদী হাযরামী, উনাম: আবূ হিনদাহ, অধিবাসী: কূফা, শিক্ষক: ত্বারিক্ব বিন সুওয়াইদ, ছাত্রবৃন্দ: আবূ হারিয বিন ওয়ায়িল (আবূ হারিয), হুজর বিন আনবাস (আবূল আমবাস), 'আসিম বিন কুলাইব বিন শিহাব বিন মাজনূন, আব্দুল জব্বার বিন ওয়ায়িল বিন হুযর (আবূ মুহাম্মাদ), 'আলক্বামাহ বিন ওয়ায়িল বিন হুজর। (হাদীস নং ২৭৮ দ্রষ্টব্য)

৬৫। **নু'আইম বিন আব্দুল্লাহ**। বংশ: মাদানী, উপনাম: আবূ আব্দুল্লাহ, উপাধি: মুজমির, অধিবাসী মাদীনাহ, শিক্ষক: রবী'আহ বিন কা'ব বিন মালিক (আবূ ফারাস), সালিম বিন আব্দুল্লাহ (আবূ আব্দুল্লাহ), সুহাইব, আব্দুর রহমান বিন সখর (আবূ হুরাইরাহ), মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন যায়দ বিন আবদে রব্বিহ, ছাত্র: বুকাইর বিন আব্দুল্লাহ বিন আশবাহ (আবূ আব্দুল্লাহ), সাঈদ বিন আবী হিলাল (আবূল 'আলা), 'আম্মারাহ বিন গাযিয়্যাহ বিন হারিস। (হাদীস নং ২৮১ দ্রষ্টব্য)

৬৬। **জুবাইর বিন মুত্ব'ঈম বিন 'আদী**। বংশধ আরশী নাওফালী, উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, অধিবাসী: মাদীনাহ, মৃত্যু: ৫৯ হিজরী, শিক্ষক: আব্দুর রহমান বিন 'আউফ বিন আব্দে 'আওফ বিন আবদ (আবূ মুহাম্মাদ), 'আলী বিন আবী ত্বলি বিন আব্দুল মুত্বলিব বিন হাশেম (আবুল হাসান) ছাত্রবৃন্দ: ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ (আবূ ইসহাক্ব), সুলাইমান বিন সরদ (আবূ মুত্বার্রিফ), আব্দুর রহমান বিন আযহার (আবূ জুবাইর), আব্দুল্লাহ বিন আবী সুলাইমান (আবূ আইয়ূব), আব্দুল্লাহ বিন বাবাহ। (হাদীস নং ২৮৯ দ্রষ্টব্য)

৬৭। **আব্দুল্লাহ বিন মালিক বিন ক্বাশাব**। বংশ: আযদী, উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, উপাধি: ইবনু বুহাইনাহ, অধিবাসী: মাদীনাহ, মৃত্যু: বাত্বনু রীম নামক স্থানে ৫৬ হিজরীতে, শিক্ষক: স্বয়ং নবী ﷺ ছাত্রবৃন্দ: হাফস বিন 'আসিম বিন 'উমার বিন খাত্তাব, আব্দুর রহমান বিন হুরমুয (আবূ দাউদ), মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন সাওবান (আবূ আব্দুল্লাহ), মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসাইন বিন 'আলী বিন আবূ ত্বালেব (আবূ জা'ফার)। (হাদীস নং ২৯৮ দ্রষ্টব্য)

৬৮। **বারা বিন 'আযিব বিন হারিস**। বংশ: আনসারী আল-আওসী, উপনাম: আবূ 'উমারাহ, অধিবাসীধ কূফা, মৃত্যু: কূফা শহরে ৭২ হিজরীতে, শিক্ষক: বিলাল বিন রিবাহ (আবূ আব্দুল্লাহ), সাবিত নিব ওয়াদি'য়াহ (আবূ সাঈদ) হারিস বিন 'আমর, ছাত্র: ইবরাহীম বিন মুহাজির বিন জাবির (আবূ ইসহাক), আবূ বুসরাহ, ইয়াদ বিন লাক্বীত, সাবিত বিন 'উবাইদ। (হাদীস নং ২৯৯ দ্রষ্টব্য)

৬৯। **সা'দ বিন ত্বারিক্ব বিন উশাইম**। স্তর: তাবিঈ, বংশ: আল-আশযাঈ, উপনাম আবূ মালিক, অধিবাসী: কূফা, শিক্ষক: ইবনু হুদাইর, আনাস বিন মালিক বিন নাযর বিন জামজাম বিন যায়দ বিন হারাম (আবূ হামযাহ),

বিলাল বিন ইয়াইয়া, হুসাইন নিব হারিম (আবুল ক্বাসিম), রিবঈ বিন হারাশ বিন যাহশ (আবূ মারইয়াম), ছাত্রঃ হাফস বিন গিয়াস বিন ত্বলক্ব (আবূ উমার) খালফ বিন খলীফাহ বিন সা'য়িদ (আবূ আহমাদ), সুফয়ান নিব সাঈদ বিন মারূফ (আবূ আব্‌দুল্লাহ) সুলাইমান বিন হিব্বান (আবূ খালিদ)। (হাদীস নং ৩০৭ দ্রষ্টব্য)

৭০। **হাসান বিন 'আলী বিন আবূ ত্বালিব**। বংশঃ কুরাইশী হাশেমী, উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, অধিবাসীঃ মাদীনাহ, মৃত্যুঃ ৫০ হিজরী, শিক্ষকঃ 'আলী বিন আবূ ত্বালিব বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব বিন হাশিম (আবুল হাসান), ছাত্রবৃন্দঃ হাসান বিন হাসান বিন 'আলী বিন আবূ ত্বালিব (আবূ মুহাম্মাদ), রবী'আহ বিন শায়বান (আবূ হাওরা, 'আসিম বিন যমরাহ, 'উমাইর মা'মূম বিন যারারাহ, লাহিক্ব বিন হুমাইদ বিন সাঈদ (আবূ মিহলায)। (হাদীস নং ৩০৮ দ্রষ্টব্য)

৭১। **ফাযালাহ বিন 'উবাইদ বিন নাফিয**। বংশঃ আনসারী আল-আওসী, অধিবাসীঃ সিরিয়া, মৃত্যুঃ ৫৮ হিজরীতে। শিক্ষকঃ 'উমার বিন খাত্ত্বাব বিন নুফাইল (আবূ হাফস), 'উওয়ইমির বিন মালিম বিন ক্বয়স বিনউমাইয়্যাহ বিন 'আমির (আবূদ্ দারদা), ছাত্রবৃন্দঃ আবূ ইয়াযীদ বিন ফাযালাহ (আবূ ইয়াযীদ), সুমামাহ বিন সাফয়ী (আবূ 'আলী), হুবাইব বিন শাহীদ (আবূ মারযূক্ব), হানশ বিন আব্‌দুল্লাহ (আবূ রুশদাইন), আব্দুর রহমান বিন মুহাইরীয। (হাদীস নং ৩১৬ দ্রষ্টব্য)

৭২। **আব্‌দুল্লাহ বিন 'উসমান বিন 'আমির বিন 'আমর বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তামীম বিন মুর্রাহ**। বংশঃ তামীমী, উপনামঃ আবূ বাকর, উপাধিঃ সিদ্দীক্ব, অভিসাবীঃ মাদীনাহ, মৃত্যুঃ ১৩ হিজরী, শিক্ষকঃ স্বয়ং নবী ﷺ, ছাত্রবৃন্দঃ আসলাম মাওলা 'উমার (আবূ খালিদ), আনাস বিন মারিম আন-নাযর বিন জামজাম বিন যায়দ বিন হারাম (আবূ হামযাহ), বারা বিন 'আযিব বিন হারিস (আবূ 'আম্মারাহ), জাবির বিন আব্‌দুল্লাহ বিন 'আমর বিন হারাম (আবূ আব্‌দুল্লাহ)। (হাদীস নং ৩১৯ দ্রষ্টব্য)

৭৩। **সা'দ বিন আবূ ওক্বাস মালিক বিন উহাইব বিন আব্দে মানাফ বিন যুহরাহ**। বংশঃ যুহরী আল কুরাশী, উপনামঃ আবূ ইসহাক্ব, উপাধিঃ ফারিসুল ইসলাম, অধিবাসীঃ কূফা, মৃত্যুঃ মাদীনায় ৫৫ হিজরীতে। শিক্ষকঃ উসামাহ বিন যায়দ বিন হারিসাহ বিন শুরাহবীল (আবূ মুহাম্মাদ), খাওলাহ বিন্‌ত হাকীম বিন উমাইয়াহ (উম্মু শরীক), ছাত্রবৃন্দঃ ইবরাহীম বিন সা'; বিন আবূ ওয়াক্বাস, ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ (আবূ ইসহাক্ব), বুসর বিন সাঈদ মাওলা ইবনু হাযরামী, জাবির বিন সামুরাহ জুনাদাহ (আবূ আব্‌দুল্লাহ)। (হাদীস নং ৩২২ দ্রষ্টব্য)

৭৪। **সাওবান বিন বুযদাদ**। বংশঃ হাশিমী, উপনামঃ আবূ আব্‌দুল্লাহ, অধিবাসীঃ সিরিয়া, মৃত্যুঃ হুলওয়ান নামক এলাকায় ৫৪ হিজরীতে, শিক্ষকঃ স্বয়ং নবী ﷺ ছাত্রবৃন্দঃ আবূ যার'আহ (আবূ যুর'আহ), আবূ কাবশাহ (আবূ কাবশাহ), জাবির বিন উফাইর বিন মালিক, রাশিদ বিন সা';, রফী' বিন মিহরান (আবুল 'আলিয়াহ)। (হাদীস নং ৩২৩ দ্রষ্টব্য)

৭৫। **যায়দ বিন সাবিত বিন যাহ্হাক**। আনসারী আন্-নায্যারী, উপনামঃ আবূ সাঈদ, অধিবাসীঃ মাদীনাহ, মৃত্যুঃ মদীনাতে ৪৫ হিজরীতে, শিক্ষকঃ উবাই বিন কা'ব বিন ক্বয়স (আুল মুনযির), খালিদ বিন যায়দ বিন কুলাইব (আবূ আইয়ূব), ছাত্রবৃন্দঃ আবান বিন 'উসমান বিন 'আফ্‌ফান (আবূ সাঈদ), আবূ ঈয়ায, আস'আদ বিন সাহল বিন হুনাইফ (আবূ উমামাহ), উম্মু সা'দ। (হাদীস নং ৩৪৩ দ্রষ্টব্য)

৭৬। **রবী'আহ বিন কা'ব বিন মালিক**। বংশঃ আসলামী, উপনামঃ আবূ ফিরাস, অধিবাসীঃ মাদীনাহ, মৃত্যুঃ ৬৩ হিজরী, শিক্ষকঃ স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ ﷺ, ছাত্রবৃন্দঃ আব্‌দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (আবূ সালামাহ), আব্দুল মালিক বিন হুবাইব (আবূ 'ইমরান), নুয়াইম বিন আব্‌দুল্লাহ (আব আব্‌দুল্লাহ)। (হাদীস নং ৩৫১ দ্রষ্টব্য)

৭৭। **রামলাহ বিনতু আবূ সুফয়ান সখর বিন হারব বি উমাইয়াহ**। বংশ: উমাইয়াহ, উপনাম: উম্মু হাবীবাহ, উপাধি: উম্মুল মু'মিনীন, অধিবাসী: মাদীনাহ, মৃত্যু: ৪৯ হিজরীতে, শিক্ষক: যায়নাব বিনতু যাহ্‌শ, ছাত্রবৃন্দ: আবূ সুফয়ান বিন সাঈদ বিন মুগীরহ (আবূ সুফয়ান), আনাস বিন মালিক বিন নাযর বিন জামজাম বিন যায়দ বিন হারাম (আবূ হামযাহ), হাবীবাহ বিনতু 'উবাইদুল্লাহ বিন যাহ্‌শ। (হাদীস নং ৩৫৭ দ্রষ্টব্য)

৭৮। **আব্‌দুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল বিন আব্দে নুহাম বিন 'আফীফ**। বংশ: মুযানী আল-মাদানী, উপনাম: আবূ সাঈদ, অধিবাসী: বসরা, মৃত্যু: ৫৯ হিজরীতে, শিক্ষক: স্বয়ং নবী ﷺ, ছাত্রবৃন্দ: সাবিত বিন আসলাম (আবূ মুহাম্মাদ), জাবির বিন 'আমর (আবুল ওয়াযা'), হাসান বিন আবূল হাসান ইয়াসার (আবূ সাঈদ), রফী' বিন মিহরান (আবুল 'আলিয়াহ)। (হাদীস নং ৩৬১ দ্রষ্টব্য)

৭৯। **খালিদ বিন যায়দ বিন কুলাইব**। বংশ: আনসারী খাযরাজী, উপনাম: আবূ আইয়ূব, অধিবাসী: মাদীনাহ, মৃত্যু: বিলাদুর রূম নামক এলাকায়, শিক্ষক: উবাই বিন কা'ব বিন ক্বায়স (আবুল মুনযির), ছাত্রবৃন্দ: আবুশ শিমাল বিন যুবাব (আবুশ শিমাল), আবূ সাওরাহ বিন আখ আবূ আইয়ূব (আবূ সাওরাহ), আবূ মুহাম্মাদ মারলা আবূ আইয়ূব (আবূ মুহাম্মাদ), আহযাব বিন উসাইদ (আ্‌ রুহম), আসলাম বিন ইয়াযীদ (আবূ 'ইমরান)। (হাদীস নং ৩৭০ দ্রষ্টব্য)

৮০। **খারিজা বিন হুযাইফা বিন গানিম**। বংশ: আল কুরশী, আল আদবী, অধিবাসী: মাররু, মৃত্যু: ৪০ হিজরীতে, শিক্ষক: স্বয়ং নাবী ﷺ, ছাত্রবৃন্দ: ১. আব্‌দুল্লাহ বিন আবি মুররা। (হাদীস নং ৩৭৩ দ্রষ্টব্য)

৮১। **আব্‌দুল্লাহ বিন বুরাইদা বিন হাসীব**। স্তর: তাবেয়ী, উপনাম: আবূ সাহাল, অধিবাসী: হিমস, মৃত্যু: ১১৫ হিজরীতে, শিক্ষক: ১. বাশীর বিন কা'ব বিন উবাই (আবূ আইয়ূব, ২. হুমাইদ বিন আব্দির রহমান, ৩. হানযালা বিন আলী বিন আশক্বা, ৪. যায়িদ বিন আরক্বম বিন যায়িদ (আবূ আমর), ছাত্রবৃন্দ: ১. আজলাহ বিন আব্দিল্লাহ বিন হাজীয়া (আবূ হাজীয়া), ২. বাশীর বিন মুহাজির, ৩. সাওয়াব বিন উতবা, ৪. জিবরীল বিন আহমাদ (আবূ বকর)। (হাদীস নং ৩৮০ দ্রষ্টব্য)

৮২। **আব্‌দুল্লাহ বিন আমর্‌ বিন আস বিন ওয়ায়েল**। বংশ: আস সাহমী, আল কুরশী, উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, অধিবাসী: মাররু, মৃত্যু: তায়েফে ৬৩হিজরীতে, শিক্ষক: ১. উবাই বিন কা'ব বিন ক্বায়েস (আবূল মুনযির, ২. সুরাক্বা বিন মালিক বিন জা'শাম বিন মালিক, ৩. আব্‌দুল্লাহ বিন সায়েব বিন আবী সায়েব (আবূ সায়েব), ছাত্রবৃন্দ: ১. ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন ত্বলহা (আবূ ইসহাক্ব), ২. আবূ ত্বমা আন আব্দিল্লাহ আমর্‌ (আবূ ত্বমা), ৩. আবূ ক্বাবূস মাওলা আব্দিল্লাহ বিন আমর্‌ (আবূ ক্বাবূস), ৪. আবূ কাবসা, ৫. আখযার। (হাদীস নং ৩৮১ দ্রষ্টব্য)

৮৩। **উবাই বিন কা'ব বিন ক্বায়েস**। বংশ: আল আনসারী, আল খাযরাজী, উপনাম: আবূল মুনযির, মৃত্যু: ৩২হিজরীতে, শিক্ষক: উম্মু তুফাইল, ছাত্রবৃন্দ: ১. আনাস বিন মালিক বিন যমযম বিন হিরাম (আবূ হামযাহ), ২. আওস বিন আব্দিল্লাহ (আবূ জুযা), ৩. বিসর বিন সাঈদ মাওলা ইবনে খাযরামী, ৪. জাবির বিন আব্দিল্লাহ বিন আমর্‌ বিন হিরাম (আবূ আব্দিল্লাহ), ৫. জারূদ বিন আবী সুবরা সালিম বিন মুসলিমা (আবূ নাওফাল)। (হাদীস নং ৩৮৫ দ্রষ্টব্য)

৮৪। **ইয়াযীদ বিন আসওয়াদ**। বংশ: আল ওয়ায়ী, আল খায, অধিবাসী: মাদীনা, শিক্ষক: স্বয়ং নাবী, ছাত্রবৃন্দ: ১. জাবির বিন ইয়াযীদ বিন আসওয়াদ। (হাদীস নং ৪০৫ দ্রষ্টব্য)

৮৫। **আমর্‌ বিন সালামা বিন ক্বায়েস**। বংশ: আল জুরমী, উপনাম: আবূ বুরাইদ, অধিবাসী: বসরা, শিক্ষক: সালামা বিন ক্বায়িস (আব কুদামা), ছাত্রবৃন্দ: ১. আইয়ূব বিন আবী ক্বামীমা কাইসান (আবূ বকর), ২. আসিম বিন

সুলাইমান, ৩. আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ বিন আমর্ বিন নাবিল (আবূ ক্বিলাবা), ৪. মিসয়ার বিন হাবীব (আবূ হারিস)। (হাদীস নং ৪১২ দ্রষ্টব্য)

৮৬। **ওয়াবিসা বিন মা'বাদ বিন উতবা।** বংশ: আল আসদী, উপনাম: আবূ সালিম, অধিবাসী: জারীরা, শিক্ষক: আমানা বিন্ত মিহ্সান, ২. খারীম বিন ফাতিক (আবূ ইহইয়া), ৩. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বিন গাফিল বিন হাবীব (আবূ আব্দির রহমান), ছাত্রবৃন্দ: ১. রাশিদ আন ওয়াবিসা, ২. যিয়াদ বিন আবীল জা'দ রাফে, ৩. আব্দুল্লাহ বিন হাবীব বিন রবীয়া, ৪. আমর্ বিন রাশিদ (আবূ রাশিদ), ৫. হিলাল বিন ইসাফ (আবুল হাসান)। (হাদীস নং ৪২০ দ্রষ্টব্য)

৮৭। **উম্মু ওয়ারাকা বিন আব্দুর রহমান বিন হারিস।** বংশ: আল আনসারীয়া, উপনাম: উম্মু ওয়ারাকা অধিবাসী: মাদীনা, উপাধি: আশ শাহীদা, শিক্ষক: স্বয়ং নাবী(ﷺ), ছাত্রবৃন্দ: ১. আব্দুর রহমান বিন খাল্লাদ, ২. লাইলা বিন্ত মালিক। (হাদীস নং ৪২৪ দ্রষ্টব্য)

৮৮। **সালমা বিন আমর্ বিন আকওয়া।** বংশ: আসলামী, উপনাম: আবূ মুসলিম, অধিবাসী: মাদীনা, মৃত্যু: মাদীনাতে ৭৪ হিজরীতে, শিক্ষক: স্বয়ং নাবী(ﷺ), ছাত্রবৃন্দ: ১. ইয়াস বিন সালামা বিন আকওয়া (সালামা), ২. হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আবী ত্বালিব (আবূ মুহাম্মাদ), ৩. আব্দুর রহমান বিন আব্দিল্লাহ বিন কা'ব বিন মালিক (আবূল খাত্তাব)। (হাদীস নং ৪৪৬ দ্রষ্টব্য)

৮৯। **সাহাল বিন সা'দ বিন মালিক।** বংশ: আল আনসারীয়া, আস সায়িদী, উপনাম: আবূল আব্বাস, অধিবাসী: মাদীনা, মৃত্যু: মাদীনাতে ৮৮হিজরীতে, শিক্ষক: ১. উবাই বিন কা'ব বিন ক্বায়েস (আবূল মুনযির), ২. আসিম বিন আদী বিন জাদ (আবূ আব্দিল্লাহ), ৩. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদবিনগাফিল বিনহাবীব, ৪. মারওয়ান বিন হাকাম বিন আবিল আস বিন উমাইয়া, ছাত্রবৃন্দ: ১. উম্মু মুহাম্মাদ বিন আবী ইহইয়া (উম্মু মুহাম্মাদ), ২. বাকর বিন সাওদা বিন সুমামা (আবূ সুমামা), ৩. সালামা বিন দীনার (আবূ হাযিম), ৪. আব্বাস বিন সাহাল বিন সা'দ, ৫. আব্দুল্লাহ বিন আব্দির রহমান বিন হারিস। (হাদীস নং ৪৪৭ দ্রষ্টব্য)

৯০। **উম্মু হিশাম বিন্ত হারিসা বিন নু'মান।** বংশ: আল আনসারীয়া, আন নাজ্জারিয়া, উপনাম: উম্মু হিশাম, অধিবাসী: মাদীনা, শিক্ষক: স্বয়ং নাবী(ﷺ), ছাত্রবৃন্দ: ১. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন মিয়ান, ২. উমরা বিন্ত আব্দির রহমান বিন সা'দ বিন যুরারা, ৩. মুহাম্মাদ বিন আব্দির রহমান বিন সা'দ বিন যুরারা, ৪. ইহইয়া বিন আব্দিল্লাহ বিন আব্দির রহমান। (হাদীস নং ৪৫৩ দ্রষ্টব্য)

৯১। **নু'মান বিন বাশীর বিন সা'দ।** বংশ: আল আনসারীয়া, আল খাযরাজী, উপনাম: আবূ আব্দিল্লাহ, অধিবাসী: কুফা, মৃত্যু: হালওয়ান নামক স্থানে ৬৫হিজরীতে, শিক্ষক: ১. হুযাইফা বিন ইয়ামান আবূ আব্দিল্লাহ, ২. আয়েশা বিন্ত আবী বকর আস সিদ্দীক্ব (উম্মু আব্দিল্লাহ, ৩. উমার বিন খাত্তাব বিন নুফাইল (আবূ হাফস), ছাত্রবৃন্দ: ১. আযহার বিন আব্দিল্লাহ বিন জামী, ২. হাবীব বিন সালিম, ৩. হাসান বিন আবিল হাসান ইয়াসার। (হাদীস নং ৪৫৮ দ্রষ্টব্য)

৯২। **সায়েব বিন ইয়াযীদ বিন সা'ঈদ বিন সুমামা বিন আসওয়াদ।** বংশ: আল কিনদী, উপাধি: ইবনু উখতি নামির, অধিবাসী: মাদীনা, মৃত্যু: মাদীনাতে ৯১হিজরীতে, শিক্ষক: ১. হুওয়াইত্বব বিন আব্দিল ঈয্যা (আবূ মুহাম্মাদ), ২. রাফি' বিন খদীজ বিন রাফি (আবূ আব্দিল্লাহ), ৩. সুফইয়ান বিন আবী যুহাইর, ৪. ত্বালহা বিন উবাইদিল্লাহ বিন উসমান, ৫. আব্দুর রহমান বিন আবদ্, ছাত্রবৃন্দ: ১. ইব্রাহীম বিন আব্দিল্লাহ বিন ক্বারিয, ২. জা'দ বিন আব্দির রহমান বিন আওস (আবূ ইয়াযীদ), ৩. হাফস বিন হাশিম বিন উতবা, ৪. ইহইয়া বিন সাঈদ বিন ক্বায়েস (আবূ সাঈদ)। (হাদীস নং ৪৬১ দ্রষ্টব্য)

৯৩। **আমির বিন আব্দিল্লাহ বিন ক্বায়েস**। বংশঃ আল আশয়ারী, উপনামঃ আবূ বুরদা, উপাধিঃ ইবনু আবি মুসা আল আশয়ারী, স্তরঃ তাবেয়ী, অধিবাসীঃ কুফা, মৃত্যুঃ ১০৪ হিজরীতে, শিক্ষকঃ ১. উবাই বিন কা'ব বিন ক্বায়েস (আবূল মুনযির), ২. আ'র বিন ইয়াসার, ৩. বারা বিন আযিব বিন হারিস (আবূ আম্মারা), ৪. হুযাইফা বিন ইয়ামান, ছাত্রবৃন্দঃ ১. ইব্রাহীম বিন আব্দির রহমান বিন-ইসমাঈল, ২. আবূ আব্দিল্লাহ (আবূ আব্দিল্লাহ), ৩. আজলাহ বিন আব্দিল্লাহ বিন হুজাইফা (আবূ হুজাইফা) ৪. মুবাশ্শির বিন কুররা, ৫. সাবিত বিন আসলাম (আবূ মুহাম্মাদ)। (হাদীস নং ৪৬৭ দ্রষ্টব্য)

৯৪। **ত্বারিক বিন শিহাব বিন আব্দে শামস বিন হিলাল বিন সালামা বিন আওফ**। বংশঃ আল বাজালী, আল আহমাসী, উপনামঃ আবূ আব্দিল্লাহ, অধিবাসীঃ কুফা, মৃত্যুঃ ৮২হিজরীতে, শিক্ষকঃ ১. বিলাল বিন রবাহ (আবূ আব্দিল্লাহ), ২. সা'দ বিন মালিক বিন সিনান বিন উবাইদ (আবূ সাঈদ) ৩. আব্দুল্লাহ বিন ক্বায়েস বিন সুলাইম বিন হিযার (আবূ মুসা) ৪. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বিন গাফিল বিন হাবীব, ছাত্রবৃন্দঃ ১. মিসইয়ার (আবূ হামযা) ২. মিসইয়ার বিন আবি মিসইয়ার বিনওয়ারদান (আবূল হাকাম) ৩. আলক্বামা বিন মুরশিদ (আবূল হারিস)। (হাদীস নং ৪৭০ দ্রষ্টব্য)

৯৫। **হাকাম বিন হাযন**। বংশঃ কুলফী, শিক্ষকঃ স্বয়ং নাবী(ﷺ), ছাত্রবৃন্দঃ তাঈব বিন রিযযীক্ব। (হাদীস নং ৪৭৪ দ্রষ্টব্য)

৯৬। **সালেহ বিন খাওয়াত বিন জুবাইর বিন নু'মান**। বংশঃ আল আনসারী, স্তরঃ তাবেয়ী, অধিবাসীঃ মাদীনা, শিক্ষকঃ সাহাল বিন আবী হাসমা বিন সাঈদা বিন আমের (আবূ আব্দির রহমান), ছাত্রবৃন্দঃ ১. ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ আবী বাকর আস সিদ্দীক্ব (আবূ মুহাম্মাদ), ২. ইয়াযীদ বিন রুমান মাওলা আলে যুবাইর (আবূ রুহ)। (হাদীস নং ৪৭৫ দ্রষ্টব্য)

৯৭। **আমর বিন শুয়াইব বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ বিন আমর**। বংশঃ আল কুরশী, আস সাহমী, স্তরঃ তাবেয়ী, উপনামঃ আবূ ইব্রাহীম, অধিবাসীঃ মাররুর রুয, মৃত্যুঃ ১১৮ হিজরীতে, শিক্ষকঃ ১. উম্মু কুরয (উম্মু কুরয), ২. যায়িদ বিন আসলাম (আবূ উসামা), ৩. যায়নাব বিন্ত মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ ৪. সাঈদ বিন আবী সাঈদ কাইসান, ৫. সুলাইমান বিন ইয়াসার আবূ আইয়ূব, ছাত্রবৃন্দঃ ১. আবান বিন আব্দিল্লাহ বিন আবী হাযিম, ২. উসামা বিন যায়েদ (উসামা বিন যায়েদ), ৩. ইসহাক্ব বিন আব্দিল্লাহ বিন আবী ফুরুওয়া (আবূ সুলাইমান), ৪. আইয়ূব বিন আবী তামীমা কাইসান (আবূ সুলাইমান) ৫. সাবিত বিন আসলাম (আবূ মুহাম্মাদ)। (হাদীস নং ৪৯৫ দ্রষ্টব্য)

৯৮। **আবূ মালিক**। বংশঃ আল আশয়ারী, উপনামঃ আবূ মালিক, অধিবাসীঃ আশ শাম, মৃত্যুঃ শাম শহরে ১৮হিজরীতে, শিক্ষকঃ স্বয়ং নাবী(ﷺ), ছাত্রবৃন্দঃ ১. হাবীব বিন উবাইদ (আহফাস), ২. যায়িদ বিন সালাম বিন আবী মামতুর, ৩. শুরাইহ বিন উবাইদ বিন শুরাইহ (আবূ সালত) ৪. শাহর বিন হাওশাব (আবূ সাঈদ) ৫. আব্দুল্লাহ বিন মুয়াতিক্ব। (হাদীস নং ৫২৪ দ্রষ্টব্য)

৯৯। **আব্দুর রহমান বিন আবী লাইলা ইয়াসার**। বংশঃ আল আনসারী, আল আওসী, স্তরঃ একজন বড় তাবেয়ী, উপনামঃ আবূ ঈসা, অধিবাসীঃ কুফা, মৃত্যুঃ দারিয়া নামক এলাকায় ৮৩হিজরীতে, শিক্ষকঃ ১. আবূ লাইলা (আবূ লাইলা), ২. উবাই বিন কা'ব বিন ক্বায়িস (আবূল মুনযির) ৩. উম্মু আইয়ূব বিন্ত ক্বায়িস বিনসা'দ (উম্মু আইয়ূব), ৪. বারা বিন আযিব বিন হারিস (আবূ আম্মার) . ছাত্রবৃন্দঃ ১. বায়ান বিন বিশর (আবূ বিশর), ২. সাবিত বিন আসলাম (আবূ মুহাম্মাদ), ৩. হুসাইন বিন আব্দির রহমান (আবূ হুযাইল), হাকাম বিন উতবা (আবূ মুহাম্মাদ)। (হাদীস নং ৫৬২ দ্রষ্টব্য)

১০০। **ত্বলহা বিন আব্দিল্লাহ বিন আওফ**। বংশ: আয যুহরী, আল ক্বাযী, স্তর: তাবিয়ী, উপাধি: আন নাদা, উপনাম: আবূ আব্দিল্লাহ, অধিবাসী: মাদীনা, মৃত্যু: মাদীনাতে ৯৭হিজরীতে, শিক্ষক: ১. সাঈদ বিন যায়িদ বিন আমর বিন নুফাইল (আবূল আ'ওয়ার), ২. আয়িশা বিনতি আবী বাকর আস সিদ্দীক্ব (উম্মু আব্দিল্লাহ), ৩. আব্দর রহমান বিন আযহার (আবূ জুবাইর), ৪. আব্দুর রহমান বিন আমর বিন সাহল, ৫. ঈয়ায বিন সাফি', ছাত্রবৃন্দ: ১. আবূ উবাইদা বিন মুহাম্মাদ বিন আম্মার বিন ইয়াসার (উবাইদা), ২. সা'দ বিন ইব্রাহীম বিন আব্দির রহমান বিন আওফ (আবূ ইসহাক্ব), ৩. মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবাইদিল্লাহ বিন আব্দিল্লাহ বিন শিহাব (আবূ বাকর)। (হাদীস নং ৫৬৫ দ্রষ্টব্য)

১০১। **আওফ বিন মালিক বিন আবী আওফ**। বংশ: আল আশজায়ী, আল গাত্বফানী, উপনাম: আবূ আব্দির রহমান . অধিবাসী: আশ শাম মৃত্যু: ৭৩হিজরীতে, শিক্ষক: ১. খালিদ বিন ওয়ালিদ বিন মুগীরা (আবূ সুলাইমান) ছাত্রবৃন্দ: ১. আযহার বিন সা'দ (আবূ বাকর), ২. বুকাইর বিন আব্দিল্লাহ বিন আশাজ্জ (আবূ আব্দিল্লাহ), ৩. জুবাইর বিন নুফাইর বিন মালিক ৪. হাবীব বিন উবাইদ (আবূ হাফস), ৫. রাশিদ বিন সা'দ। (হাদীস নং ৫৬৬ দ্রষ্টব্য)

১০২। **সালিম বিন আব্দিল্লাহ বিন উমার বিন খাত্তাব**। বংশ: আল আদবী, আল কুরশী, উপনাম: আবূ উমার, স্তর: তাবিয়ী, অধিবাসী: মাদীনা, মৃত্যু: ১০৬হিজরীতে, শিক্ষক: ১. আসলাম মাওলা রসূলিল্লাহ (আবূ রাফি), ২. হাফসা বিন্ত উমার বিন খাত্তাব, ৩. খালিদ বিন যায়িদ বিন কালিব (আবূ আইয়ূব), ৫. যুবাইর (আবূল জাররাহ), ছাত্রবৃন্দ: ১. আবূ মাত্বর (আবূ মাত্বর), ২. ইসমাঈল বিন আবী খালিদ (আবূ আব্দুল্লাহ), ৩. বুকাইর বিন মুসা (আবূ বকর), ৪. জাবির বিন ইয়াযীদ বিন হারীস (আবূ আব্দুল্লাহ)। (হাদীস নং ৫৭১ দ্রষ্টব্য)

১০৩। **'আমর বিন 'আব্দুল্লাহ বিন 'উবাইদ**। বংশ: সাবয়ী. , আল হামদানী, উপনাম: ইসহাক্ব, স্তর: তাবেয়ী, অধিবাসী: কুফা, মৃত্যু: কফা শহরে ১২৮হিজরীতে, শিক্ষক: ১. ইব্রাহীম বিন মুহাজির বিন জাবির (আবূ ইসহাক্ব), ২. আবূ আসমা (আবূ আসমা), ৩. আবূ হাবীবা (আবূ হাবীবা), ৪. আরবদা, ছাত্রবৃন্দ: ১. আবান বিন তাগলিব (আবূ সা'দ), ২. ইব্রাহীম বিন তুহমান বিন শু'বা, ৪. আবুল আহওয়াস, ৪. আবূ বকর বিন ঈয়াশ বিন সালিম (আবূ বকর)। (হাদীস নং ৫৭৪ দ্রষ্টব্য)

১০৪। **যমরা বিন হাবীব বিন সুহাইব**। বংশ: আয যুবাইদী, আল হিমসী, উপনাম: আবূ উতবা স্তর: তাবিয়ী, অধিবাসী: আশ শাম শিক্ষক: ১. যায়িদ বিন সাবিত বিন যহ্হাক (আবূ সাঈদ), ২. সালামা বিন নুফাইল, ৩. শাদ্দাদ বিন আওস বিন সাবিত (আবূ ইয়ালা), ৪. সুদ্দী আজলান, ছাত্রবৃন্দ: ১. আরত্বা বিন মুনজির বিন আসওয়াদ (আবূ সুদ্দী, ২. মুয়াবীয়া বিন সালিহ বিন হাদীর (আবূ আমার)। (হাদীস নং ৫৮৩ দ্রষ্টব্য)

১০৫। **আব্দুল্লাহ বিন জা'ফার বিন আবূ ত্বালিব**। বংশ: আল-হাশিমী, উপনাম: আবূ জা'ফার, উপাধি: ক্বাত্বুস সাখা, অধিবাসী: মাদীনা, মৃত্যু: মাররুর রুয নামক এলাকায় ৮০হিজরীতে, শিক্ষক: ১. আসমা বিন্ত উমাইস, ২. আলী বিন আবূ ত্বালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম (আবুল হাসান), ছাত্রবৃন্দ: ১. ইসহাক্ব বিন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফার বিন আবূ ত্বালিব, ৩. ইসমাইল বিন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফার বিন আবূ ত্বালিব, ৩. হাসান বিন সা'দ বিন মা'বাদ। (হাদীস নং ৫৯৪ দ্রষ্টব্য)

১০৬। **সুলাইমান বিন বুরাইদা বিন হাসীব**। বংশ: আল আসলামী, আল মারুযী, স্তর: তাবিয়ী, অধিবাসী: হিমস, মৃত্যু: ১০৫হিজরীতে, শিক্ষক: ১. বুরাইদা বিন হাসীব বিন আব্দুল্লাহ বিন হারিস (আবূ সাহল), ২. ইহইয়া বিন ইয়া'মার (আবূ সুলাইমান) ছাত্রবৃন্দ: ১. আব্দুল্লাহ বিন আত্বা, ২. আলক্বামা বিন মুরশিদ (আবূল হারিস)। (হাদীস নং ৫৯৫ দ্রষ্টব্য)

১০৭। **বাহায বিন হাকীম বিন মুয়াবীয়া বিন হীদা**। বংশঃ আল কুরাইশী, উপনামঃ আবূ মুত্তালিব স্তরঃ তাবিয়ী, অধিবাসীঃ বসরা, শিক্ষকঃ ১. হাসান বিন আবূ হাসান ইয়াসার (আবূ সাঈদ), ২. হকীম বিন মুয়াবীয়া বিন হীদা, ৩. হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার (আবূ সালামা) ৪. যুরারা বিন আওফা (আবূ হাজিব) . ছাত্রবৃন্দঃ ১. ইসমাইল বিন ইব্রাহীম বিন মুকসিম (আবূ বিশর), ২. হাম্মাদ বিন উসামা বিন যায়িদ (আবূ উসামা), ৩. হাম্মাদ বিন উসামা বিন যায়িদ বিন দিরহাম . ৪. হাম্মাদ বিন সালমা বিন দীনার (আবূ উসামা), ৫. সুফইয়ান বিন সাঈদ বিন মাসরুক্ব (আবূ আব্দুল্লাহ)। (হাদীস নং ৬০৫ দ্রষ্টব্য)

১০৮। **সাহাল আবূ হাসমা বিন সায়িদা বিন আমির**। বংশঃ আল আনসারী, আল খুযরাজী, উপনামঃ আবূ আব্দুর রহমান, অধিবাসীঃ মাদীনা, শিক্ষকঃ ১. যায়িদ বিন সাবিত বিন যহ্হাক (আবূ সাঈদ), ২. আয়িশা বিন্ত আবূ বকর আস সিদ্দীক্ব (উম্মু আব্দুল্লাহ), ৩. মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা বিন সালামা (আবূ আব্দুর রহমান), ছাত্রবৃন্দঃ ১. আবূ লাইলা বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন সাহাল (আবূ লাইলা) ২. বাশীর বিন ইয়াসার (আবূ কাইসান) ৩. স্বালিহ বিন খুওয়াত বিন জুবাইর বিন নু'মান, ৪. আব্দুর রহমান বিন মাসউদ বিন নিয়ার। (হাদীস নং ৬১৮ দ্রষ্টব্য)

১০৯। **যুবাইর বিন আওয়াম বিন হুওয়াইলিদ**। বংশঃ আল কুরশী, আসদী, উপনামঃ আবূ আব্দুল্লাহ, অধিবাসীঃ মাদীনা, মৃত্যুঃ ৩৬হিজরীতে, শিক্ষকঃ ১. আয়িশা বিন্ত আবূ বকর (উম), ২. উসমান বিন আফ্ফান, ছাত্রবৃন্দঃ ১. আবূ হাকীম, ২. হাসান বিন হাসান ইয়াসার (আবূ সাঈদ), ৩. যায়িদ বিন খালিদ (আবূ আব্দুর রহমান), ৪. আব্দুল্লাহ বিন সালামা, ৫. মুসলিম বিন জুনদুব (আব)। (হাদীস নং ৬৪১ দ্রষ্টব্য)

১১০। **আত্তাব বিন উসাইদ**। বংশঃ আল উমাবী, উপনামঃ আবূ আব্দুর রহমান, অধিবাসীঃ মাররুর রুয, মৃত্যুঃ ২২হিজরী, শিক্ষকঃ রসূল(ﷺ), ছাত্রবৃন্দঃ ১. সাঈদ বিন মুসাইয়িব বিন হাযন আবূ ওয়াহাব বিন আমর (আবূ মুহাম্মাদ), ২. আত্বা বিন আবূ রাবাহ আসলাম (আবূ মুহাম্মাদ)। (হাদীস নং ৬৩৯ দ্রষ্টব্য)

১১১। **উবাইদুল্লাহ বিন আদী বিন খাইয়ার**। বংশঃ আল কুরশী, আন নাওফালী, স্তরঃ তাবিয়ী, অধিবাসীঃ মাদীনা, মৃত্যুঃ মাদীনাতে ৯৫ হিজরীতে, শিক্ষকঃ ১. উসমান বিন আফ্ফান বিন আবূ আস্ব বিন উমাইয়া (আবূ আমর) ২. মিক্বদাদ বিন আমর বিন সা'লাবা বিন মালিক (আবুল আসওয়াদ), ৩. আব্দুল্লাহ বিন আদী. ছাত্রবৃন্দঃ ১. হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ (আবূ ইব্রাহীম), ২. আত্বা বিন ইয়াযীদ (আবূ মুহাম্মাদ)। (হাদীস নং ৬৪৪ দ্রষ্টব্য)

১১২। **ক্বাবীস্বা বিন মুখারিক্ব বিন আব্দল্লাহ**। বংশঃ আল হামদানী, উপনামঃ আবূ বিশর, অধিবাসীঃ বসরী, ছাত্রবৃন্দঃ ১. আব্দুর রহমান বিন সাল বিন আমর (আবূ উসমান), ২. আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ বিন আমর বিন নাফিল (আবূ ক্বিলাবা), ৩. ক্বাতন বিন ক্বাবীস্বা বিন মুখারিক্ব (আবূ সাহলা)। (হাদীস নং ৬৪৫ দ্রষ্টব্য)

১১৩। **আব্দুল মুত্তালিব বিন রাবীয়া বিন হারিস**। বংশঃ আল হাশিমী, অধিবাসীঃ আশ শাম, মৃত্যুঃ দাজীল নামক এলাকায় ৬২হিজরীতে, শিক্ষকঃ ১. আলী বিন আবূ ত্বালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হিশাম (আবুল হাসান), ছাত্রবৃন্দঃ ১. আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন নাওফাল বিন হারিস (আবূ মুহাম্মাদ), ২. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন নাওফাল বিন হারিস (আবূ ইহইয়া), ৩. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন নাওফাল। (হাদীস নং ৬৪৬ দ্রষ্টব্য)

১১৪। **নাফী বিন রাফী**। বংশঃ আস্ব স্বায়িগ, আল মাদানী, উপনামঃ আবূ রাফি, স্তরঃ তাবিয়ী, অধিবাসীঃ বসরা, শিক্ষকঃ ১. উবাই বিন কা'ব বিন ক্বায়িস (আবুল মুনযির), ২. আব্দুর রহমান বিন স্বখর (আবূ হুরাইরা), ৩. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বিন গাফিল বিন হাবীব, ৪. উমার বিন খাত্তাব বিন নুফাইল (আবূ হাফস), ছাত্রবৃন্দঃ ১.

আবূ হাফস, ২. বকর বিন আব্দুল্লাহ (আবূ আব্দুল্লাহ), ৩. সাবিত বিন আসলাম (আবূ মুহাম্মাদ), ৪. খাল্লাস বিন আমর, ৫. আব্দল্লাহ বিন ফীরূয। (হাদীস নং ৬৪৮ দ্রষ্টব্য)

১১৫। **হাফস্বা বিনতি উমার বিন খাত্তাব**। বংশ: আল আদাবী, উপাধি: উম্মুল মু'মিনীন, অধিবাসী: মাদীনা, মৃত্যু: ৪১ হিজরীতে, শিক্ষক: ১. উমার বিন খাত্তাব বিন নুফাইল (আবূ হাফস), ছাত্রবৃন্দ: ১. আসলাম মাওলা উমার (আবূ খালিদ), ২. উম্মু মুবাশ্‌শির ইমরায়াতি যায়িদ বিন হারিসা (উম্মু মুবাশিশর), ৩. হারিসা বিন ওয়াহাব, ৪. সাওয়া, ৫. মুসাইয়িব বিন রাফি (আবুল আলা)। (হাদীস নং ৬৫৬ দ্রষ্টব্য)

১১৬। **শাদ্দাদ বিন আওস বিন সাবিত**। বংশ: আল আনসারী, আল মাদানী, উপনাম: আবূ ইয়ালা, অধিবাসী: আশ শাম, মৃত্যু: বানী তাগলীব নামক এলাকায় ৫৮হিজরীতে, ছাত্রবৃন্দ: ১. বাশীর বিন কা'ব বিন উবাই (আবূ আইয়ূব), ২. জুবাইর বিন নুফাইর বিন মালিক. ৩. হানযালা বিন রাবী বিন সাইফী (আবূ রিবয়া)। (হাদীস নং ৬৬৬ দ্রষ্টব্য)

১১৭। **সুয়াব বিন জাসামা বিন ক্বায়িস বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়ামার**। বংশ: আল লাইসী, আল ওয়াদ্দানী, অধিবাসী: মাদানী, ছাত্রবৃন্দ: ১. রাশিদ বিন সা'দ, ২. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম (আবুল আব্বাস)। (হাদীস নং ৭৩৫ দ্রষ্টব্য)

১১৮। **কা'ব বিন আজরা**। বংশ: আল আনসারী, উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, অধিবাসী: মাদীনা, মৃত্যু: মাদীনাতে ৫১হিজরীতে, শিক্ষক: ১. বিলাল বিন রাবাহ (আবূ আব্দুল্লাহ), ২. আমর বিন খাত্তাব বিন নুফাইল (আবূ হাফস), ছাত্রবৃন্দ: ১. ইব্রাহীম, ২. আবূ সুমামা, ৩. ইসহাক্ব বিন কা'ব বিন আজরা। (হাদীস নং ৭৩৮ দ্রষ্টব্য)

১১৯। **আমির বিন ওয়াসিলা বিন আব্দুল্লাহ**। বংশ: আল লাইসী, উপনাম: আবূ তুফাইল, অধিবাসী: মারওয়ারুয, মৃত্যু: মাররুর রুয নামক এলাকায় ১১০হিজরীতে, শিক্ষক: ১. হুযাইফা বিন ইয়ামান (আবূ আব্দুল্লাহ), ২. হুযাইফা বিন আসীদ (আবূ সারীহা), ৩. যায়িদ বিন আরক্বাম বিন যায়িদ (আবূ আমর) . ৪. সালমান বিন ইসলাম (আবূ আব্দুল্লাহ), ছাত্রবৃন্দ: ১. আবূ আস্বিম, ২. আসলাম মাওলা রসূলুল্লাহ ﷺ (আবূ রাফী), ৩. হুমরান বিন আইয়ুক, ৪. খাল্লাদ বিন আব্দুর রহমান বিন জিনদা। (হাদীস নং ৭৫১ দ্রষ্টব্য)

১২০। **ই'য়ালা বিন উমাইয়া বিন আবূ 'উবাইদা**। বংশ: আত তাইমী, উপনাম: আবূ খালফ, উপাধি: ইবনু মানিয়া, অধিবাসী: মারওয়ারুয নামক স্থানের, শিক্ষক: ১. উসমান বিন আফ্‌ফান বিন আবুল আস্ব বিন উমাইয়া (আবূ আমর), ২. উমার বিন খাত্তাব বিন নুফাইল (আবূ হাফস), ৩. আনবাসা বিন আবূ সুফয়ান (আবূ ওয়ালিদ), ছাত্রবৃন্দ: ১. স্বফওয়ান বিন আব্দুল্লাহ বিন স্বফওয়ান বিন উমাইয়া, ২. স্বফওয়ান বিন ইয়ালা বিন উমাইয়া, ৩. আব্দুর রহমান বিন উমাইয়া। (হাদীস নং ৭৫২ দ্রষ্টব্য)

১২১। **'উরওয়াহ বিন মুযাররিস বিন আওস বিন হারিসাহ বিন লাম**। বংশ: ত্বাই, শিক্ষক: নবী ﷺ, ছাত্র: আমির বিন শুরাহবিল। (হাদীস নং ৭৫৮ দ্রষ্টব্য)

১২২। **'আসিম বিন আ'দী বিন জাদ্দ**। বংশ: আযলানী আলকুযায়ী, উপনাম: আবূ আব্দুল্লাহ, অধিবাসী: মাদীনাহ, মৃত্যু: মাদীনায় ৪৫ হিজরীতে, ছাত্রবৃন্দ: সাহল বিন সা'দ বিন মালিক (আবুল আব্বাস), আদী বিন আসিম বিন 'আদী (আবুল বাদাহ)। (হাদীস নং ৭৭০ দ্রষ্টব্য)

১২৩। **সারা বিনৃত নাবহান**। বংশ: আল গানবী, শিক্ষক: শুধু নাবী ﷺ, ছাত্রবৃন্দ: রাবীয়া বিন আব্দুর রহমান বিন হাফস। (হাদীস নং ৭৭২ দ্রষ্টব্য)

১২৪। **ঈকরিমা মাওলা ইবনু আব্বাস**। বংশ: বুরাইদী, উপনাম: আবূ আব্দুল্লাহ, স্তর: তাবি তাবিয়ী, অধিবাসী: মাদীনা, মৃত্যু: ১০৪ হিজরীতে, শিক্ষক: ১. আসলাম মাওলা রসূলুল্লাহ ﷺ, ২. জাবির বিন আব্দুল্লাহ

Contents

বিন আমর বিন হারাম (আবূ আব্দুল্লাহ), ৩. হাজ্জাজ বিন আমর বিন গাযিয়া, ছাত্রবৃন্দঃ আবান বিন স্বালিহ বিন উমাইর বিন উবাইদ (আবূ বকর), ২. আবান বিন স্বাময়া; ৩. আবূ ইয়াযীদ (আবূ ইয়াযীদ)। (হাদীস নং ৭৮১ দ্রষ্টব্য)

১২৫। **রিফায়া বিন রাফে বিন মালেক বিন আল আজলান**। বংশঃ আয্যুরকী আল আনসারী, উপনামঃ আবূ মুয়া'জ, মদীনার অধিবাসী, মৃত্যুঃ ৪১ হিজরীতে। শিকক্ষকবৃন্দঃ যায়েদ বিন সাবেত বিন য্হহাক (আবূ সাঈদ), আয়েশা বিন্‌ত আবূ বকর সিদ্দীক (উম্মু আব্দুল্লাহ), আব্দুল্লাহ্‌ বিন উসমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব (আবূ বকর), ছাত্রবৃন্দঃ ওবায়েদ বিন রিফায়া বিন রাফে', আলী বিন ইহয়া বিন খাল্লাদ বিন রাফে', মুয়ায বিন রিফায়া বিন রাফে বিন মালেক বিন আজলান, ইহায়া বিন খাল্লাদ বিন রাফেহ বিন মালেক বিন আজলান। (হাদীস নং ৭৮২ দ্রষ্টব্য)

১২৬। **তাউস বিন কাইসান**। মধ্যযুগের তাবেয়ী, বংশঃ আল ইয়ামানী আল জুনদী, উপনামঃ আবূ আব্দুর রহমান, অধিবাসীঃ মারউর রওয। মৃত্যুঃ মারউর রওয নামক এলাকায় ১০৬ হিজরীতে, শিকক্ষকবৃন্দঃ উম্মু কুরয (উম্মু কুরয), উম্মু মালেক (উম্মু মালেক), জাবের বিন আব্দুল্লাহ্‌ বিন আমর বিন হারাম (আবূ আব্দুল্লাহ), ছাত্রবৃন্দঃ আবান বিন সলেহ বিন উমায়ের বিন উবায়েদ (আবূ বকর), ইবরাহীম বিন মাইসারাহ, ইবরাহীম বিন ইয়াজিদ। (হাদীস নং ৮০৭ দ্রষ্টব্য)

১২৭। **ফুজালাহ বিন 'উবায়েদ বিন নাফেয**। বংশঃ আল আনসারী আল আওসী, শামের অধিবাসী, মৃত্যুঃ ৫৮ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দঃ উমার বিন আল খাত্তাব বিন নুফায়েল, (আবূ হফস), ওয়াইমের বিন মালেক বিন কায়েস বিন উমাইয়া বিন আমের (আবূ দারদা), ছত্রবৃন্দঃ আবূ ইয়াযিদ ফুজালাহ থেকে (আবূ ইয়াযিদ), সুমামাহ বিন শাফী (আবূ আলী), হাবীব বিন আশ শাহিদ (আবূ মারযুক), হানাশ বিন আব্দুল্লাহ। (হাদীস নং ৮৩৮ দ্রষ্টব্য)

১২৮। **মা'মার বিন আব্দুল্লাহ্‌ বিন নাফে'**। বিন আবূ মা'মার নাযলাহ, বংশঃ আল-কুরাশী আল আদাবী, অধিবাসীঃ মদীনা, শিক্ষকবৃন্দঃ বুসর বিন সাঈদ মাওলা বিন আল হাযরামী, আব্দুর রহমান বিন উকবাহ। (হাদীস নং ৮৩৭ দ্রষ্টব্য)

১২৯। **আব্দুর রহমান বিন আবযী**। বংশঃ আলখুযায়ী, অধিবাসীঃ কুফা, ওবাই বিন কা'ব বিন কায়েস (আবূল মুনজির), আব্দুল্লাহ্‌ বিন খাব্বাব বিন আল ইরস, আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব (আবূ বকর), ছাত্রবৃন্দঃ যুরারাহ বিন আওফা (আবূ হাজেব), সাঈদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবজী, সালমা বিন কুহাইল বিন হুসাইন (আবূ ইহয়া)। (হাদীস নং ৮৫৫ দ্রষ্টব্য)

১৩০। **আমর বিন শারিদ বিন সুয়ায়েদ**। স্তরঃ মধ্যযুগের তাবেয়ী, বংশঃ আস সাকাফী, উপনামঃ আবূল ওয়ালেদ, অধিবাসীঃ তায়েফ, শিক্ষকবৃন্দুঃ আসলাম মাওলা রাসূল্লাহ (আবূ রাফে'), শারিদ বিন সুয়ায়েদ, আব্দুল্লাহ্‌ বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তাল্লেব বিন হাশেম (আবল্‌ আব্বাস), ছাত্রবৃন্দঃ ইবরাহীম বিন মায়সারা, সালেহ বিন দীনার, আব্দুল্লাহ্‌ বিন আব্দুর রহমান বিন ইয়ালা বিন কা'ব (আবূ ইয়ালা)। (হাদীস নং ৮৬৫ দ্রষ্টব্য)

১৩১। **আব্দুর রহমান বিন কা'ব বিন মালেক**। স্তরঃ বড় মানের সাহাবী, বংশঃ আল আনসারী আস সুলামী, উপনামঃ আবুল খাত্তাব, অধিবাসীঃ মদীনা, শিক্ষকবৃন্দঃ উম্মু মুবাশশীর যিনি যায়েদ বিন হারেসাহ এর স্ত্রী (উম্মু মুবাশশির), জারির বিন আব্দুল হুমাইয়েদ বিন কুরজ (আবূ আবূ আব্দুল্লাহ), ছাত্রবৃন্দঃ আসয়া'দ বিন সাহল বিন হুনাইফ (আবূ উমামাহ), সায়া'দ বিন ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ (আবূ ইসহাক), আব্দুর রহমান বিন সায়া'দ, নাফে' মাওলা বিন উমার (আবূ আব্দুল্লাহ্‌)। (হাদীস নং ৮৬৭ দ্রষ্টব্য)

১৩২। **উরওয়া বিন আল যায়া'দ**। বংশ: আল বারিকী আল আযদী, শিক্ষকবৃন্দ: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: শাবিব বিন গরকাদা, আমের বিন সারাহেল (আবূ আমর), আমর বিন আব্দুল্লাহ বিন উবায়েদ, আল ইযার বিন হুরেস। (হাদীস নং ৮৮২ দ্রষ্টব্য)

১৩৩। **ইয়া'লা বিন উমাইয়া বিন আবূ উবাইদা**। বংশ: তাইমী, উপনাম: আবূ খলফ, উপাধি: ইবনে মানিয়্যা, অধিবাসী: মারউর রাওয, শিক্ষকবৃন্দ: উমার বিন আল খাত্তাব বিন নুফায়েল (আবূ হাফস), আনবাসা বিন আবূ সুফিয়ান (আবুল ওয়ালিদ) ছাত্রবৃন্দ: সাফয়ান বিন ইয়া'লা বিন উমাইয়াহ, আব্দুর রহমান বিন উমাইয়া, আব্দুল্লাহ্ বিন ফাইরুজ)। (হাদীস নং ৮৯১ দ্রষ্টব্য)

১৩৪। **সফওয়ান বিন উমাইয়া বিন খালফ**। বংশ: আল জুমাহী আল-কুরাইশী, উপনাম: আবূ ওহাব, অধিবাসী: মারউর রাওয, মৃত্যু: ৪১ হিজরীতে, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: উমাইয়া বিন সাফওয়ান বিন উমাইয়া বিন খলফ, হুমাইদ ইবনে উখতে সাফওয়ান বিন উমাইয়া, সাঈদ বিন মুসাইব বিন হাজন বিন আবূ ওহাব বিন আমর। (হাদীস নং ৮৯২ দ্রষ্টব্য)

১৩৫। **'উরওয়া বিন জুবাইর বিন আল 'আওয়াম বিন খুওইলিদ বিন আসাদ বিন আব্দুল আল উজ্জা বিন কুসা**। মধ্যযুগের তাবেয়ী, বংশ: আল আসাদী, উপনাম: আবূ আব্দুল্লাহ, মদীনার অধিবাসী। শিক্ষকবৃন্দ: উসামা বিন যায়েদ বিন হারেশা বিন শুরাহবিল (আবূ মুহাম্মাদ), আসমা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক (উম্মু আব্দুল্লাহ), আসমা বিনত উমাইস, ছাত্রবৃন্দ: ইবরাহীম বিন উকবহ বিন আবূ আইয়াশ, আবূ বকর বিন আব্দুল্লাহ বিন আবূ জাহাম (আবূ বকর), আবূ বকর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাজম (আবূ মুহাম্মাদ)। (হাদীস নং ৮৯৮ দ্রষ্টব্য)

১৩৬। **সুহাইব বিন সিনান**। বংশ: আররুমী আন নামরী, উপনাম: আবূ ইহয়া, মদীনার অধিবাসী, মৃত্যু: মদিনায় ৩৮ হিজরীতে, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: ইবরাহীম বিন আব্দুর বিন আউফ (আবূ ইসহাক), হামযা বিন সুহাইব বিন সিনান, যিয়াদ বিন আসলাম, সালেহ বিন সুহাইব বিন সিনান। (হাদীস নং ৯০৫ দ্রষ্টব্য)

১৩৭। **হানযালা বিন কায়েস বিন আমর**। বড় মানের একজন তাবেয়ী, বংশ: আয যুরকী আল আনসারী, মদীনার অধিবাসী: , শিক্ষকবৃন্দ: রাফে' বিন খাদিজ বিন রাফে' (আবূ আব্দুল্লাহ), কা'ব বিন আমর বিন আব্বাদ (আবুল ইয়াসার), ছাত্রবৃন্দ: রবিয়া বিন আবূ আব্দুর রহমান ফারুখ (আবূ উসমান), আব্দুর রহমান বিন মুয়াবিয়া বিন আল হুয়ায়রিস, (আবূ হুয়ায়রিস), ইহয়া বিন সাঈদ বিন কায়েস (আবূ সাঈদ)। (হাদীস নং ৯০৮ দ্রষ্টব্য)

১৩৮। **আলকামা বিন ওয়ায়েল বিন হুজর**। স্তর: তাবেয়ী, বংশ: আল খাযরামী আল কিনদী, কুফার অধিবাসী, শিক্ষকবৃন্দ: খালেদ বিন ওয়ালিদ বিন মুগিরা, (আবূ সুলাইমান), তারেক বিন সুয়াইদ, আল মুগীরা বিন শু'বা বিন আবূ আমের (আবূ ঈসা), ছাত্রবৃন্দ: ইসমাঈল বিন সালেম (আবূ ইহয়া), জামে' বিন মাতার, হাজার বিন আল আল-আনবাস (আবূল আনবাস)। (হাদীস নং ৯২২ দ্রষ্টব্য)

১৩৯। **যায়েদ বিন খালেদ**। বংশ: জুহানী আল মাদানী, উপনাম: আবূ আব্দুর রহমান, কুফার অধিবাসী, মৃত্যু: মদিনায় ৬৮ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দ: উবাই বিন কা'ব বিন কায়েস (আবূল মুনযির), যুবাইর বিন আল আওয়াম বিন খুয়াইলিদ (আবূ আব্দুল্লাহ), যায়েদ বিন সাহল বিন আল আসওয়াদ (আবূ তালহা), আয়েশা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক (উম্মু আব্দুল্লাহ), ছাত্রবৃন্দ: আবূ উমরাতা মাউলা যায়েদ বিন খালেদ, বুসর বিন সাঈদ মাউলা ইবনুল আল খাযরামী, খালেদ বিন যায়েদ। (হাদীস নং ৯৪০ দ্রষ্টব্য)

১৪০। **ইয়ায বিন হিমার**। বংশ: আল মুজাশায়ী আততাইমী, বসরার অধিবাসী, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: আল হাসান বিন আবুল হাসান ইসার (আবূ সঈদ), মুতারাফ বিন আব্দুল্লাহ বিন শিখখীর (আবূ আব্দুল্লাহ্), ইয়াযিদ বিন আব্দুল্লাহ বিন শিখখীর। (হাদীস নং ৯৪২ দ্রষ্টব্য)

১৪১। **আল মিকদাম বিন মা'দীকারুবা বিন আমর বিন ইয়াযিদ**। বংশ: আল কিনদী, উপনাম: আবূ কারীমা, শামের অধিবাসী, মৃত্যু: শামে ৮৭ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দ: খালেদ বিন যায়েদ বিন কুলাইব (আবূ আয়য়ুব), খালেদ বিন আল ওয়লেদ বিন আল মুগীরাহ (আবূ সলাইমান), উবাদা বিন সামেত বিন কায়েস (আবূ ওয়ালেদ), ছাত্রবৃন্দ: বাকীর বিন আব্দুল্লাহ বিন আবূ মারয়াম (আবূ বকর), হাবীব বিন উবায়েদ (আবূ হাফসা), আল হাসান বিন যাবের (আবূ আলী)। (হাদীস নং ৯৫১ দ্রষ্টব্য)

১৪২। **যহহাক বিন ফাইরুজ**। স্তর: মধ্য যুগের তাবেয়ী। বংশ: দাইলামী আল আবনাবী, শিক্ষক: ফাইরুজ (আবূ আব্দুল্লাহ), ছাত্রবৃন্দ: দাইলাম বিন হাওশা (আবূ ওহাব)। (হাদীস নং ১০০৭ দ্রষ্টব্য)

১৪৩। **হাকিম বিন মুয়াবিয়া বিন হাইদা**। স্তর: মধ্য যুগের একজন তাবেয়ী, বংশ: আল কুশাইরী, বসরার অধিবাসী, শিক্ষক: মুয়াবিয়া বিন হাইদা বিন মুয়াবিয়া বিন কুশাইর, ছাত্রবৃন্দ: বাহায বিন হাকীম বিন হাইদা, সাঈদ বিন ইয়াস (আবূ মাসউদ), সাঈদ বিন হাকীম বিন মুয়াবিয়া বিন হাইদা। (হাদীস নং ১০১৮ দ্রষ্টব্য)

১৪৪। **জাযামা বিন্ত ওহাব**। বংশ: আল আসাদীয়া, শিক্ষক: তিনি স্বয়ং নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, ছাত্রবৃন্দ: আয়েশা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (উম্মে আব্দুল্লাহ)। (হাদীস নং ১০২৩ দ্রষ্টব্য)

১৪৫। **সুফিয়া বিন্ত শাইবা বিন উসমান বিন আবূ তালহা**। বংশ: আল আবদারীয়া, উপনাম: উম্মু হুজইর, অধিবাসী: মারউর রওয়, শিক্ষকবৃন্দ: আসমা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (উম্মু আব্দুল্লাহ), উম্মু উমান বিন্ত সুফিয়ান (উম্মু উসমান) আয়েশা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (উম্মু আব্দুল্লাহ), ছাত্রবৃন্দ: ইবরাহীম বিন মুহাজির বিন জাবের, উম্মু সালেহ বিন্ত সালেহ, বাদীল বিন মাইসারা। (হাদীস নং ১০৪৫ দ্রষ্টব্য)

১৪৬। **আব্দুল্লাহ বিন যাময়া বিন আল আসওয়াদ**। বংশ: আলকুরাশী আল আসাদী, অধিবাসী: মদীনা, মৃত্যু: মদিনায় ৩৫ হিজরীতে, শিক্ষক: হিন্দা বিন্ত আবূ উমাইয়া বিন মুগিরা (উম্মু সালমা), ছাত্রবৃন্দ: আবূ উবাইদা বিন আব্দুল্লাহ বিন যাময়া (আবূ উবাইদা)। (হাদীস নং ১০৬৪ দ্রষ্টব্য)

১৪৭। **সালমা বিন সাখর বিন সুলাইমান**। বংশ: আল আনসারী আল বায়াযী, অধিবাসী: মাদীনা, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: সুলাইমান বিন ইয়াসার (আবূ আইয়ূব), আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ, (আবূ সালমা), মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন সাওবান (আবূ আব্দুল্লাহ)। (হাদীস নং ১০৯৩ দ্রষ্টব্য)

১৪৮। **মিসওয়ার বিন মাখরামা বিন নাওয়াফেল**। বংশ: জুহুরী, উপনাম: আবূ আব্দুর রহমান, অধিবাসী: মাদীনাহ, মৃত্যু: মারউর রওয নামক এলাকায় ৬৪ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দ: আয়েশা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (উম্মু আব্দুল্লাহ), আব্দুর রহমান বিন সাখর (আবূ হুরায়রা), আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তলিব বিন হাশেম (আবূ আব্বাস)। (হাদীস নং ১১০৩ দ্রষ্টব্য)

১৪৯। **রুয়াইফা বিন সাবেত বিন 'আস সাকান**। বংশ: আল আনসারী, অধিবাসী: মারওয়া, মৃত্যু: বারিকা নামক এলাকায় ৫৬ হিজরিতে, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: বুসর বিন উবাইদুল্লা, হাবীব বিন শাহিদ (আবূ মারজুক), হানাস বিন আব্দুল্লাহ (আবূ রুশদীন)। (হাদীস নং ১০১৬ দ্রষ্টব্য)

১৫০। **উকবা বিন আল হারেস বিন আমের বিন নওফেল বিন আবদে মানাফ**। বংশ: নাওফেলী, উপনাম: আবূ সুরুয়াহ, অধিবাসী: মারউর রওয, শিক্ষক: আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব (আবূ বকর), ছত্রবৃন্দ: উবাইদ বিন আবূ মারইয়াম, আব্দুল্লাহ বিন উবাইদুল্লাহ বিন আবূ মুলাইকা (আবূ মুহাম্মাদ)। (হাদীস নং ১১৩৬ দ্রষ্টব্য)

১৫১। **তারেক বিন আব্দুল্লাহ।** বংশ: আল মুহারেবী, অধিবাসী: কুফা, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, ছাত্রবৃন্দ: জামে বিন শাদ্দাদ (আবূ সখরা), রিবয়ী বিন হাররাশ বিন জাহাশ (আবূ মারয়ম)। (হাদীস নং ১১৩৯ দ্রষ্টব্য)

১৫২। **রাফে বিন সিনান।** বংশ: আল আওসী, উপনাম: আবুল হাকাম, মাদীনার অধিবাসী, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, ছাত্রবৃন্দ: জাফর বিন আব্দুল্লাহ বিন হাকাম, আবূ আব্দুল হামীদ, সালমা। (হাদীস নং ১১৫৩ দ্রষ্টব্য)

১৫৩। **রিফায়া বিন ইয়াসরিবী।** বংশ: আল বালাবী আততাইমী, উপনাম: আবূ রিমসা, মাওয়ার অধিবাসী, মৃত্যু: আফ্রীকা, শিক্ষক: তিনি সারাসরি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, ছাত্রবৃন্দ: আরযুক বিন কায়েস, ইয়াদ বিন লাকীত, আসেম বিন সলাইমান। (হাদীস নং ১১৮৯ দ্রষ্টব্য)

১৫৪। **আরফাজা বিন শু'রাই।** বংশ: আল আশজায়ী, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, ছত্রবৃন্দ: যিয়াদ বিন আলাকা বিন মালেক (আবূ মালেক), ওকদান (আবূ ইয়াফুর)। (হাদীস নং ১১৯৭ দ্রষ্টব্য)

১৫৫। **আবূ উমাইয়া।** বংশ: আল মাখযুমী, উপনাম: আবূ উমাইয়া, অধিবাসী: আল হিজায, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, ছাত্রবৃন্দ: আবূ মুনজির মাওলা আবূ যার (আবুল মুনজির)। (হাদীস নং ১২৩৪ দ্রষ্টব্য)

১৫৬। **হানী বিন নাইয়ার বিন আমর।** বংশ: আল বালাবী, উপনাম: আবূ বুরাদা, অধিবাসী: মদিনা, মৃত্যু: ৪১ হিজরিতে, শিক্ষক: তিনি সারাসরি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, ছাত্রবৃন্দ: আল বারা বিন আযিব বিন আল হারেসা (আবূ উমারা), বাসির বিন ইয়াসার (আবূ কাইসান), জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর, (আবূ আব্দুল্লাহ), জামে' বিন উমায়ের বিন আফ্ফান (আবুল আসওয়াদ)। (হাদীস নং ১২৫৩ দ্রষ্টব্য)

১৫৭। **আব্দুল্লাহ বিন খাববাব।** স্তর: বড় মানের একজন তাবেয়ী, বংশ: আল আনসারী আল বুখারী, মদীনার অধিবাসী, শিক্ষক: সাঈদ বিন মালেক বিন সানান বিন উবাইদ (আবূ সাঈদ), ছাত্রবৃন্দ: বাকির বিন আব্দুল্লাহ বিন আল আশাজ্জ (আবূ আব্দুল্লাহ), আল কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর সিদ্দীক (আবূ মুহাম্মাদ), ইসহাক বিন ইয়াসার। (হাদীস নং ১২৫৭ দ্রষ্টব্য)

১৫৮। **জারির বিন আব্দুল্লাহ বিন জাবির।** বংশ: আল বাজলী, উপনাম: আবূ আমর, কুফার অধিবাসী, মৃত্যু: কদীদ নামক এলাকায় ৫১ হিজরীতে। (হাদীস নং ১২৬৪ দ্রষ্টব্য)

১৫৯। **আব্দুল্লাহ বিন সা'দী।** বংশ: আল কুরাশী আল অমেরী, উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, শামের অধিবাসী, মৃত্যু: ৫৭ হিজরীতে, শিক্ষক: উমার বিন আল খাত্তাব বিন নাফেল (আবূ হাফসা) ছাত্রবৃন্দ: বুসর বিন সাঈদ মাওলা ইবনে আল হাযরামী, হাসান বিন যামরী আব্দুল্লাহ, হুতেব বিন আব্দুল আযমী (আবূ মুহাম্মাদ)। (হাদীস নং ১২৬৭ দ্রষ্টব্য)

১৬০। **নাফে' মাওলা ইবনে উমার।** স্তর: মধ্য যুগের তাবেয়ী, বংশ: আল মাদনী উপনাম: আবূ আব্দুল্লাহ, মদীনার অধিবাসী, মৃত্যু: মদিনায় ১১৭ হিজরীতে, শিক্ষক: ইবরাহীম বিন আব্দুল্লাহ বিন হুনাইন (আবূ ইসহাক), আসলাম মাওলা উমার (আবূ খালেদ), আল হারেস বিন রিবয়ী (আবূ কতাদা), রাফে বিন খাদীজ বিন রাফে (আবূ আব্দুল্লাহ), ছাত্রবৃন্দ: আবান বিন তারেক, ইবরহীম বিন সাঈদ (আবূ ইসহাক), ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান বিন ইয়াযিদ, ইবরাহীম বিন মাইমুন, আবূ কারব। (হাদীস নং ১২৬৮ দ্রষ্টব্য)

১৬১। **সুলাইমান বিন বুরাইদা বিন আল হাসিব।** স্তর: মধ্যযুগের তাবেয়ী, বংশ: আল আসলামী আল মারওয়াযী, হিমসের অধিবাসী, মৃত্যু: ১০৫ হিজরীতে, শিক্ষক: বুরাইদা বিন আল হাসিব বিন আব্দুল্লাহ বিন আল হারিস (আবূ সাহাল), ইহয়া বিন ই'য়ামার (আবূ সুলাইমান), ছাত্রবৃন্দ: আব্দুল্লাহ বিন আতা (আবূ আতা),

আলকামা বিন মারসাদ (আবুল হারিস), মুহারেব বিন দিসার (আবূ মুতরিফ), মুহাম্মাদ বিন যাহাদা। (হাদীস নং ১২৬৯ দ্রষ্টব্য)

১৬২। **সা'ঈদ বিন যুবাইর বিন হিশাম**। স্তরঃ মধ্য যুগের তাবেয়ী, বংশঃ আল আসাদী, উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, কুফার অধিবাসী, মৃত্যুঃ ইরাকে ৯৪ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দঃ আল আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ বিন কায়েস (আবূ আমর), সা'দ বিন মালেক বিন সিনান বিন উবাইদ (আবূ সাঈদ), শাকিক বিন সালামা (আবূ ওয়েল) ছাত্রবৃন্দঃ আদাম বিন সুলাইমান (আবূ ইহয়া), বুকাইর বিন শিহাব। (হাদীস নং ১৩৮৪ দ্রষ্টব্য)

১৬৩। **সাখার ইবনুল ইলা বিন আব্দুল্লাহ বিন রাবিয়া**। উপনামঃ আবূ হাযেম, শিক্ষকঃ তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দঃ আবূ হাযেম বিন সাখার ইবনুল ইলা (আবূ হাযেম), উসমান বিন আবূ হাযেম বিন সাখার। (হাদীস নং ১২৮৬ দ্রষ্টব্য)

১৬৪। **মা'য়ান বিন ইয়াযিদ ইবনুল আখনাস বিন হাবিব**। বংশঃ আসসুলামী, উপনামঃ আবূ ইয়াযিদ, কুফার অধিবাসী, শিক্ষকঃ তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দঃ হাত্তান বিন খিফাফ বিন যুহাইর (আবুল যুয়াইরিয়্যা), সুহাইল বিন যুরা' (আবূ-যুরা')। (হাদীস নং ১২৯১ দ্রষ্টব্য)

১৬৫। **হাবীব বিন মাসলামা বিন মালেক**। বংশঃ আল ফাহরী আল কুরাশী, উপনামঃ আবূ আব্দুর রহমান, উপাধিঃ হাবীবুর রুম, শামের অধিবাসী, মৃত্যুঃ ইরমীনিয়া নামক এলাকায় ৪২ হিজরীতে, শিক্ষকঃ তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দঃ যিয়াদ বিন যারিয়া, আব্দুল্লাহ বিন ইয়াসার, মাকহুল (আবূ আব্দুল্লাহ), আব্দুর রহমান বিন আবূ উমাইয়া। (হাদীস নং ১২৯২ দ্রষ্টব্য)

১৬৬। **'আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন আল জাররাহ**। বংশঃ আল কুরশী আল ফাহরী, উপনামঃ আবূ উবাইদা, উপাধিঃ আমিনুল উম্মাহ, মদিনার অধিবাসী, মৃত্যুঃ শামে ১৮ হিজরীতে, শিক্ষকঃ তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দঃ জারসুম (আবূ সা'লাবা), সামুরা বিন জান্দুব বিন হেলাল (আবূ সাঈদ), আব্দুর রহমান বিন গানাম, আব্দুল্লাহ বিন সুরাকা। (হাদীস নং ১২৯৭ দ্রষ্টব্য)

১৬৭। **আব্দুর রহমান বিন আব্দল্লাহ বিন আবূ আম্মার**। স্তরঃ মধ্যযুগের তাবেয়ী, বংশঃ আল কুরাশী, উপাধিঃ আল কিস, মারউর রওযের অধিবাসী, শিক্ষবৃন্দ; শাদ্দাদ বিন আল হাদ, আব্দুল্লাহ বিন বাবাহ, জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম, (আবূ আব্দুল্লাহ) ছাত্রবৃন্দঃ আব্দুল্লাহ বিন উবাইদ বিন উমাইর, ইকরামা বিন আল আস। (হাদীস নং ১৩২৫ দ্রষ্টব্য)

১৬৮। **আদী বিন হাতেম বিন আব্দুল্লাহ**। বংশঃ আত্তায়ী, উপনামঃ আবূ তরীফ, কুফার অধিবাসী, মৃত্যুঃ কুফা শহরে ৬৮ হিজরীতে, শিক্ষকবৃন্দঃ জন্দুব বিন-জুনাদা (আবূ যর), উমার বিন খাত্তাব বিন নুফাইল, (আবূ হাফস), ছাত্রবৃন্দঃ তামীম বিন তরীক (আবূ সলীত), আবূ উবাইদা বিন হুযাইফা-বিন আল ইয়ামান (আবূ উবাইদা), খাইসামা বিন আব্দুর রহমান বিন আবূ সবরা (আবূ বকর)। (হাদীস নং ১৩৩৩ দ্রষ্টব্য)

১৬৯। **জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ বিন সুফয়ান**। বংশঃ আল বাজালী আল আকলী, উপনামঃ আবূ আব্দুল্লাহ, কুফার অধিবাসী, মৃত্যুঃ ৬৪ হিজরীতে, শিক্ষকঃ হুজাইফা বিন আল ইয়ামান (আবূ আব্দুল্লাহ), ছাত্রবৃন্দঃ আবূ আব্দুল্লাহ (আবূ আব্দুল্লাহ), আল আসওয়াদ বিন কায়েস (আবূ কায়েস), আনাস বিন সিরিন (আবূ মূসা), আল হাসান বিন আবুল হাসান ইয়াসার, (আবূ সাঈদ), সালমা বিন কুহাইল বিন হুসাইন (আবূ ইহয়া)। (হাদীস নং ১৩৪৯ দ্রষ্টব্য)

১৭০। **সাবেত বিন যাহহাক বিন আল খলিফা**। বংশঃ আল আশহুলী আল আওসী, উপনামঃ আবূ যায়েদ, মদিনার অধিবাসী, মৃত্যুঃ ৬৪ হিজরীতে, শিক্ষকঃ উমার বিন আল খাত্তাব বিন নুফায়েল (আবূ হাফস), ছাত্রবৃন্দঃ

সুলাইমান বিন ইয়াসার (আবূ আইয়ূব), আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নাবেল (আবূ কিলাবা), আব্দুল্লাহ বিন মা'কাল বিন মুকরিন (আবুল ওয়ালিদ)। (হাদীস নং ১৩৮৭ দ্রষ্টব্য)

১৭১। **আবূ মারয়াম**। বংশ: আল আযদী, উপনাম: আবূ মারয়াম, শামের অধিবাসী, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্র: আল কাসেম বিন মুখাইমারা (আবূ উরওয়া)। (হাদীস নং ১৩৯৬ দ্রষ্টব্য)

১৭২। **সাফিনা মাওলা রাসূল** ﷺ। উপনাম: আবূ আব্দুর রহমান, শিক্ষক: হিন্দা বিন্ত আবূ উমাইয়া বিন আল মুগীরা (উম্মু সালামা), ছাত্রবৃন্দ: সাঈদ বিন জামহান (আবূ হাফস), সলেহ বিন আবূ মারয়াম (আবুল খলিল), আব্দুল্লাহ বিন মাতার (আবূ রায়হানা)। (হাদীস নং ১৪২৭ দ্রষ্টব্য)

১৭৩। **সাহাল বিন হুনাইফ বিন ওয়াহেব**। বংশ: আল আনসারী আল আওসী, উপনাম: আবূ সাবেত, মদীনার অধিবাসী, মৃত্যু: কুফা শহরে ৩৮ হিজরীতে, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: আসয়াদ বিন সাহাল বিন হুনাইফ (আবূ উমামা), শাকিক বিন সালামা (আবূ ওয়েল)। (হাদীস নং ১৪৩৬ দ্রষ্টব্য)

১৭৪। **নাওয়াস বিন সাম'আন**। বংশ: আল কিলাবি, সামের অধিবাসী, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: জুবাইর বিন নুফাইর বিন মালেক (আবূ আব্দুর রহমান), ইহয়া বিন জাবের বিন হাসসান (আবূ আমর)। (হাদীস নং ১৪৩৯ দ্রষ্টব্য)

১৭৫। **মা'কাল বিন আবূ মা'কাল**। বংশ: আল আসাদী, শিক্ষক: উম্মু মা'কাল (উম্মু মা'কাল), ছাত্রবৃন্দ: আল ওয়ালিদ (আবূ যায়েদ), আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ (আবূ সালামা)। (হাদীস নং ১৪৮৯ দ্রষ্টব্য)

১৭৬। **খাওলা বিন্ত কায়েস বিন কাহাদ**। বংশ: আন নাজ্জারীয়া আল আনসারীয়া, উপনাম: উম্মু মুহাম্মাদ, উপাধি: খুয়াইলা, মদীনার অধিবাসী, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: উবাইদ বিন সানুতা (আবুল ওয়ালিদ) আন নু'মান বিন আবূ আইয়াশ, (আবূ সালামা)। (হাদীস নং ১৪৯৩ দ্রষ্টব্য)

১৭৭। **মালেক বিন কায়েস**। বংশ: আল মাযীনি আল আনসারী, উপনাম: আবূ সুরমা, মারউর অধিবাসী, শিক্ষক: খালেদ বিন যায়েদ বিন কুলইব (আবূ আইয়ূব), ছাত্রবৃন্দ: মুহাম্মাদ বিন কায়েস, আব্দুল্লাহ বিন মুজাইরীজ বিন জুনাদা (আবূ মুজাইরীয)। (হাদীস নং ১৫০১ দ্রষ্টব্য)

১৭৮। **'উআইমের বিন মালেক বিন কায়েস বিন উমাইয়া বিন আমের**। বংশ: আল আনসারী আল খাযরাজী, উপনাম: আবূ দারদা, শামের অধিবাসী, মৃত্যু: ৩২ হিজরীতে, শিক্ষক: যায়েদ বিন সাবেত বিন আয যহহাক (আবূ সাঈদ), ছাত্রবৃন্দ: আবূ হাবীবা (আবূ হাবীবা) আবূ কা'বসা (আবূ কা'বসা), সাবেত বিন উবাইদ, জুবাইর বিন নুফায়ের বিন মালেক। (হাদীস নং ১৫১৪ দ্রষ্টব্য)

১৭৯। **আব্দুল্লাহ বিন সালাম বিন আল হারিস**। বংশ: আল ইসরাইলি, উপনাম: আবূ ইউসুফ, মৃত্যু: মদিনায় ৪৩ হিজরীতে, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: হামযা বিনা ইউসুফ বিন আব্দল্লাহ বিন সালাম, হারসা ইবনুল হার। (হাদীস নং ১৫৩১ দ্রষ্টব্য)

১৮০। **তামীম বিন আওউস বিন খারেজা**। উপনাম: আবূ রকাইয়া, মদিনার অধিবাসী, মৃত্যু: শাম শহরের ৪০ হিজরীতে, শিক্ষক: উমার ইবনুল খাত্তাব বিন নুফাইল (আবূ হাফস), ছাত্রবৃন্দ: আযহার বিন আব্দুল্লাহ বিন জা'মী, জুরারা বিন আওফা। (হাদীস নং ১৫৩২ দ্রষ্টব্য)

১৮১। **জুআইরা বিনতুল হারেস বিন আবূ যিরার**। বংশ: আল খুযাইয়া আল মুসতালিকীয়া, উপাধি: উম্মুল মুমিনীন, অধিবাসী মদিনা, মৃত্যু: ৫০ হিজরীতে, শিক্ষক: তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাত্রবৃন্দ: উবাইদ বিন সাব্বাক (আবূ সাঈদ), ইহয়া বিন মালেক (আবূ আইয়ূব)। (হাদীস নং ১৫৪৪ দ্রষ্টব্য)

Contents

তাহক্বীক্ব বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিম আহকাম-এর বাছাইকৃত শব্দকোষ

(আবরী বর্ণমালার ক্রমধারা অনুযায়ী সাজানো)

(১) আলিফ			
তোমরা কর	اِجْعَلُوا	আমানত রাখা হয়েছে	اؤْتُمِنَ
তার নির্ধারিত সময়, মেয়াদ	أَجَلُهُ	তুমি ক্রয়-বিক্রয় কর	اِبْتَعْ
কর্মচারী, শ্রমিক হিসেবে	أَجِيرًا	আমি ক্রয় করেছি	اِبْتَعْتُ
সে আবৃত, আচ্ছাদিত, বেষ্টিত করেছে	أَحَاطَ	সদার্সবদা, বিরতিহীন	أَبَدٌ
সে অন্তরালে রেখেছে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে	اِحْتَجَبَ	তোমরা আরম্ভ কর	اِبْدَؤُوا
তিনি শিঙ্গা লাগিয়েছেন	اِحْتَجَمَ	তিনি তোমাদের পরিবর্তন করে দিয়েছেন	أَبْدَلَكُمْ
তার (স্ত্রী) স্বপ্নদোষ হলো, বালেগ হলো	اِحْتَلَمَتْ	তোমরা ঠাণ্ডা কর	أَبْرِدُوا
পাথরসমূহ	أَحْجَارٌ	তাদের দৃষ্টি	أَبْصَارَهُمْ
আমি জ্বালিয়ে দিব	أُحَرِّقَ	অধিক দৃষ্টিসম্পন্ন, বেশি ভাল জানো	أَبْصَرُ
অধিক সুরক্ষিত, সতীত্ব রক্ষাকারী	أَحْصَنُ	তোমরা তাকে লক্ষ রাখবে, প্রত্যক্ষ করবে	أَبْصِرُوهَا
বিবাহিত	أُحْصِنَ	তারা বিলম্ব করতো	أَبْطَئُوا
পেশাব-পায়খানা	أَخْبَثَانِ	একটি জায়গার নাম	أَبْطَحِ
সে অহঙ্কার করেছে, গর্ব করেছে	اخْتَالَ	তার বগলদ্বয়	إِبْطَيْهِ
তারা ঝগড়া, বিতর্ক করেছে	اخْتَصَمَا	সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য	أَبْغَضُ
ছিনতাই, অপহরণ	اِخْتِلَاسٌ	উট	إِبِلٌ
অপেক্ষাকৃত নিচু, নিচু করল	أَخْفَضَ	আমি লুঙ্গি বা ইজার পরতাম	أَتَّزِرُ
পাঁচ ভাগে বিভক্ত, পাঁচভাগের একভাগ	أَخْمَاسٌ	আমি বিবাহ করি	أَتَزَوَّجُ
সর্বাপেক্ষা ভয়	أَخْوَفُ	তুমি কি দিয়েছ	أَتُعْطِينَ
তিনি আদায় করেছেন	أَدَّاهَا	ভাঙ্গা হবে কি ?	أَتُكْسَرُ
চামড়ার তৈরি পাত্র	إِدَاوَةٌ	তার ধ্বংস সাধন, তার ক্ষয়করণ	إِتْلَافَهَا
এবং তিনি পিছনের দিকে নিয়ে এলেন	أَدْبَرَ	পুরা করা হয়েছে, পূর্ণ করা হয়েছে	أُتِمَّتْ
চলে গেলে, অতিক্রান্ত হলে	أَدْبَرَتْ	আপনি কি ঘুমান?	أَتَنَامُ
তিনি প্রবেশ করালেন	أَدْخَلَ	কাপড়সমূহ	أَثْوَابٌ
তুমি প্রতিহত কর	ادْرَأْ	তুমি টেনে নিয়েছ	اِجْتَرَرْتَ

লুঙ্গিটা পরিধান কর	اسْتَثْفِرِي	তোমরা প্রতিহত কর	ادْرَأُوا
তোমরা বৈধ করে নিয়েছ	اِسْتَحْلَلْتُمْ	সে পেয়েছে, লাভ করেছে,	أَدْرَكَ
তিনি প্রতিনিধি/খলিফা বানিয়েছেন	اِسْتَخْلَفَ	তোমরা পেয়েছ	أَدْرَكْتُمْ
তাকে সুযোগ দেয়া হবে, চেষ্টা চালানো	اسْتُسْعِيَ	রোগ-ব্যাধি	أَدْوَاءٌ
তিনি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন	اسْتَسْقَى	যখন, যদি	إِذَا
সে ক্ষমতা রাখে, সে সক্ষম হয়েছে	اسْتَطَاعَ	এক প্রকার সুগন্ধ উদ্ভিদ	إِذْخِرٌ
তুমি সক্ষম বা, সমর্থবান হয়েছ	اِسْتَطَعْتَ	লেজ, পুচ্ছ	أَذْنَابٌ
আমি সক্ষম বা সমার্থ হয়েছি	اِسْتَطَعْتُ	আমরা তাকে খবর দিলাম	آذَنَّاهُ
খুলে যায়	اِسْتَطْلَقَ	তার অনুমতি	إِذْنُهَا
তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করবে	اسْتَعِنْ	বাবলা গাছ	أَرَاكٌ
তিনি ফতোয়া বা, রায় চেয়েছেন	اِسْتَفْتَى	অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত, বড় ধরনের সুদ	أَرْبَى
আমি তার নিকটে ফতোয়া চাইব, জানতে চাইব	أَسْتَفْتِيهِ	তুমি দু'জনকে ফিরিয়ে বা ফেরত আনবে	ارْتَجِعْهُمَا
তিনি সামনে রাখতেন	اِسْتَقْبَلَ	তুমি প্রত্যাবর্তন কর	اِرْجِعْ
আমরা তাকে আমাদের সম্মুখে করে নিতাম	اسْتَقْبَلْنَاهُ	আমি তাকে চিরুনী দিয়ে আচঁড়িয়ে দিতাম	أُرَجِّلُهُ
বাধ্য করা হয়েছে	اسْتُكْرِهُوا	আমাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে	أُرَدَّ
তিনি পূর্ণ করেছেন	اِسْتَكْمَلَ	আমি ইচ্ছা করেছি	أَرَدْتُ
এবং তিনি নাক ঝাড়লেন	اسْتَنْثَرَ	লাঞ্ছনাদায়ক	أَرْذَلُ
নাকের মধ্যে পানি দেওয়া	اسْتِنْشَاقٌ	খোরগোশ	أَرْنَبٌ
এবং তিনি নাকের মধ্যে (পানি) দিলেন	اسْتَنْشَقَ	তা আমাকে দেখাও	أَرِينِيهِ
সে রক্ষা করেছে, উদ্ধার করেছে	اِسْتَنْقَذَ	লুঙ্গি, ইযার	إِزَارٌ
আমি তা আবশ্যিক মনে করলাম	اِسْتَوْجَبْتُهُ	অধিক উত্তম, পবিত্রতর	أَزْكَى
তোমরা সদুপদেশ দাও, মঙ্গল কামনা কর	اسْتَوْصُوا	শব্দ, আওয়াজ, ধ্বনি	أَزِيزٌ
তিনি জাগ্রত হলেন	اِسْتَيْقَظَ	চেহারার সৌন্দর্য, ললাটরেখা	أَسَارِيرُ
সে নিশ্চিত হয়েছে	اسْتَيْقَنَ	তুমি পরিপূর্ণ কর	أَسْبِغْ
বোঝা, ভার, সফর, ভ্রমণ, রওয়ানা	أَسْفَارٌ	সে অনুমতি চেয়েছে	اِسْتَأْذَنَتْ
নিম্নতর	أَسْفَلَ	তিনি তার নিকট অনুমতি চাইল	اسْتَأْذَنَتْهُ
এবং তার নিচে	أَسْفَلَهُ	তাকে তওবা করতে বলা হয়েছে	اُسْتُتِيبَ

নখ, নখর	أَظْفَارٌ	দুটি কালো প্রাণী	أَسْوَدَيْنِ
তুমি সফল, কৃতকার্য, জয়ী হও	اظْفَرْ	বন্দি	أَسِيرٌ
সে সাহায্য করেছে	أَعَانَ	সে ইঙ্গিত করেছে	أَشَارَ
সে অন্যায়ভাবে মেরে ফেলেছে	اِعْتَبَطَ	তীব্রতর হলো, কঠিন হলো	اِشْتَدَّ
সে দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করেছে	أَعْتَقَ	আমি শর্ত দিচ্ছি	أَشْتَرِطُ
সে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে	أَعْتَقَتْ	আমি শর্ত করলাম	اشْتَرَطْتُ
আমি তোমাকে আযাদ করে দিচ্ছি	أُعْتِقُكَ	তুমি শর্ত কর	اشْتَرِطِي
যেটা পছন্দনীয়	أَعْجَبُهُ	গাছ-গাছালি	أَشْجَارٌ
শত্রু, দুশমন	أَعْدَاءٌ	তোমরা তাকে লাগিয়ে বা, সাটিয়ে দাও	أَشْعِرْنَهَا
তিনি আমাকে দিয়েছেন	أَعْطَانِي	তুমি কঠোরতা অবলম্বন কর	اشْقُقْ
তুমি ক্ষমা কর	أَعْفُ	সে সন্দেহপূর্ণ বা. অনিশ্চিত হয়েছে	أَشْكَلَ
উপরভাগ	أَعْلَاهُ	কঠিন হয়ে পড়লো	أَشْكَلَتْ
আমি ঘোষণা, প্রচার, প্রকাশ করেছি	أَعْلَنْتُ	আঙ্গুলসমূহ	أَصَابِعُ
কাঁধগুলো	أَعْنَاق	তারা সকাল করেছে	أَصْبَحُوا
অধিক বাকা, বক্র	أَعْوَجُ	আমরা পেয়েছিলাম, লাভ করে ছিলাম	أَصَبْنَا
তাদের ঈদ, উৎসব	أَعْيَادُهُمْ	আপনি আমার সাথে চলুন	اِصْحَبْنِي
তোমরা তাকে অশ্রয় প্রদান কর	أَعِيذُوهُ	মূর্তিসমূহ	أَصْنَامٌ
আমাদের পানি দাও, বৃষ্টি দাও	أَغِثْنَا	তোমরা তৈরি কর, তোমরা সব কিছুই কর, সম্পাদন কর	اصْنَعُوا
তোমরা যুদ্ধ কর	اُغْزُوا	তাদের উচ্চস্বর, আওয়াজ	أَصْوَاتُهُمْ
জবরদস্তি অপহরণ, জোরপূর্বক নেয়া কী?	أَغَصْبٌ	তিনি শয়ন করলেন, শুয়ে পড়লেন	اِضْطَجَعَ
অধিক নিচু, নত, অবনত করে	أَغَضُّ	তোমরা তাদের কে বাধ্য করবে	اضْطَرُّوهُمْ
তিনি তা বন্ধ করলেন	أَغْمَضَهُ	নির্দিষ্ট নিয়মে স্বাস্থ্য কমানো বা হাল্কা করা হয়েছে	أُضْمِرَتْ
তাদের ধনীগণ	أَغْنِيَائِهِمْ	তার সংকীর্ণতা	أَضْيَقُهُ
ঢেলে দেয়া	أَفَاضَ	ঋতুর পরবর্তী কাল, পবিত্র অবস্থা	أَطْهَارٌ
আমি কি তাকে খুলে ফেলব?	أَفَأَنْقُضُهُ	অপেক্ষাকৃত লম্বা	أَطْوَلُ
আমি মুক্তিপণ দিয়েছি	افْتَدَيْتُ	শ্রেষ্ঠতর, উৎকৃষ্টতর	أَطْيَبُ

Contents

আমরা তা নিক্ষেপ করলাম, রেখে দিলাম	أَلْقَيْنَاهُ	তোমরা রোযা রাখা হতে বিরত থাক, রোযা ভঙ্গ কর	أَفْطِرُوا
তোমাদের ইমাম	إِمَامُكُمْ	দিগন্ত, সুদূর প্রান্ত	أُفُقٌ
আমি চুল আঁচড়াবো	أَمْتَشِطُ	সে নিঃস্ব, দরিদ্র, অভাব গ্রস্থ হয়েছে	أَفْلَسَ
'মুদ্দ'সমূহ (ওজন করার পাত্রগুলো) মুদ এমন পাত্র যাতে ৬২৫ গ্রাম পানি ধরে	أَمْدَاد	তিনি সামনের দিকে নিয়ে এলেন	أَقْبَلَ
আটক রাখা	إِمْسَاك	এবং তুমি অনুসরণ করবে	اقْتَدِ
সে বৃষ্টি বর্ষন করলো	أَمْطَرَت	সে কেটেছে বা, দখল করেছে	اِقْتَطَعَ
নাড়ী ভুড়ী, খাদ্য থলে, পেট	أَمْعَاءٌ	তোমরা পূর্ণ কর	اقْدُرُوا
তুমি অবস্থান করবে	اُمْكُثِي	আমাকে দিয়াত বা জরিমানা নিয়ে দিন	أَقِدْنِي
ডোরাকাটা, সাদাকালো মিশ্রিত	أَمْلَحَيْن	তিনি স্বীকার করেছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন	أَقَرَّ
আমি লিপিবদ্ধ করেছি	أَمْلَيْتُهَا	ঋতুর পরবর্তী পবিত্র কাল	أَقْرَاءٌ
মৃত	أَمْوَات	বহাল রাখা হয়েছে	أُقِرَّتْ
কয়েক মাইল	أَمْيَال	তিনি লটারি করেছেন	أَقْرَعَ
তুমি সরিয়ে নাও	أَمِيطِي	দুটি শিং	أَقْرَنَيْنِ
আমাকে উঠিয়ে নেয়া হতে, গুম করে দেয়া হতে	أَنْ أُغْتَالَ	কমিয়ে দেয়া হয়েছে	أُقْصِرَتْ
তুমি (অঞ্জলিতে করে) নিক্ষেপ করবে, ঢালবে	أَنْ تَحْثِي	দূরবর্তী, দূরতম, সর্বশেষ, সর্বোচ্চ	أَقْصَى
সে বসবে	أَنْ يَجْلِسَ	তিনি বসতে দিয়েছেন	أَقْعَدَ
প্রসারিত করা হবে	أَنْ+يُبْسَطَ	তিনি কমায়েছেন, হ্রাস করেছেন	أَقَلَّ
তিনি আসবেন, আগমন করবেন	أَنْ+يَجِيءَ	সর্বনিম্ন	أَقَلّ
ঝাপিয়ে পড়া, হেয় জ্ঞান করা	أَنْ+يُقْتَحَمَ	তিনি চোখে সুরমা লাগিয়েছেন	اِكْتَحَلَ
সে স্পর্শ করবে, সহবাস করবে	أَنْ+يَمَسَّ	আমি তোমাকে নির্দেশ দিব না? খবর দিব না?	أَلا أَدُلُّكَ
ত্যাগ করা, কথা-বার্তা বন্ধ রাখা	أَنْ+يَهْجُرَ	তার দুধ	أَلْبَانُهَا
পাত্র	إِنَاءٌ	তিনি দেখেছেন বা, তাকিয়েছেন	اِلْتَفَتَ
সে উদগত করেছে, জন্ম দিয়েছে	أَنْبَتَ	সে দুটিকে নিক্ষেপ বা ফেলে দিয়েছে	أَلْقَتْهُمَا
নবীগণ	أَنْبِيَاءُ	আর তিনি ফেলে দিলেন	أَلْقَى

Contents

দৃঢ়তর, সুদৃঢ়, অধিক শক্তিশালী	أَوْثَقُ	মধ্যবর্তী হওয়া, অর্ধেক হওয়া	اِنْتَصَفَ
ময়লাসমূহ	أَوْسَاخُ	নারী	أُنْثَى
ওয়াসাক (وسق এর বহু বচন)	أَوْسُق	সূর্য গ্রহণ লেগেছে	اِنْخَسَفَتِ
কড়া বা রিং, বালা	أَوْضَاح	তিনি সৃষ্টি করলেন, তৈরি করলেন	أَنْشَأَ
ইশারা কর	أَوْمِ	আমি কবিতা পাঠ করি	أُنْشِدُ
তারা ইশারা করল	أَوْمَئُوا	আমি আপনাকে ক্বসম দিচ্ছি	أَنْشُدُكَ
অধিক সহজ	أَيْسَرُهُ	সে বৃদ্ধি করেছে, মজবুত করেছে	أَنْشَزَ
সহজতর, ক্ষুদ্রতর	أَيْسَرُهَا	বিদীর্ণ হওয়া, ফেটে যাওয়া	اِنْشَقَّ
তিনি জাগাতেন	أَيْقَظَ	তোমরা খাড়া করে দাও	اُنْصِبُوا
খেলা করা হচ্ছে কি?	أَيُلْعَبُ	তুমি চুপ কর	أَنْصِتْ
ইশারা করা, ইঙ্গিত করা	إِيْمَاءٌ	তারা প্রস্থান করলো	اِنْصَرَفُوا
ডান	أَيْمَنُ	তুমি যাও	اِنْطَلِقْ
(ب) বা		তিনি চলে গেলেন	اِنْطَلَقَ
বিক্রেতা	بَائِعٌ	তুমি কি দেখেছ?	أَنَظَرْتَ
তার দুই বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা	بِإِبْهَامَيْهِ	হুমড়ি খেয়ে পড়ল	اِنْفَتَلَ
পর্দা, আবরণ দ্বারা	بِأَسْتَار	পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে	اِنْقَطَعَت
সম্প্রসারণকারী	بَاسِطٌ	তোমরা পরিষ্কার কর	أَنْقُوا
তাদের দুর্বলদের প্রতি, খেয়াল রাখবে	بِأَضْعَفِهِمْ	ভেঙ্গে গেল	اِنْكَسَرَتْ
তুমি দূরে করেছ	بَاعَدْتَ	(সূর্য) গ্রহণ লেগেছে	اِنْكَسَفَتِ
তারা তাকে বিক্রি করেছে	بَاعُوهُ	সে প্রকাশ করেছে	اِنْكَشَفَ
বিদ্রোহী	بَاغِيَةٌ	তার মোটা দাঁতবিশিষ্ট	أَنْيَابُهُ
কৃপণ, কিপটে, বখিল	بَخِيل	পাত্র	آنِيَة
গম	بُرٌّ	চামড়া	إِهَاب
সে নির্দোষ, নিরপরাধ দায়মুক্ত হয়েছে	بَرِئَ	তালবিয়া বা, লাব্বায়েক পড়া	إِهْلَال
চাদর	بُرْد	গৃহ পালিত প্রাণী	أَهْلِيَّة
শ্বেত, কুষ্ঠরোগী, কুষ্ঠরোগগ্রস্থ	بَرْصَاءَ	কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তি	أَهْوَاء
আলোকিত হলো, বিজলী চমকালো	بَرَقَتْ	আমি ইচ্ছা করলাম	أَهْوَيْتُ

তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর	تَبَاغَضُوا	কাপড়, পোশাক, বস্ত্র	بَزٌّ
ক্রয় করা হয়	تُبْتَاعُ	তিনি বিস্তৃত করলেন, প্রসারিত করলেন	بَسَطَ
তুমি (ক্ষত স্থান থেকে) মুক্ত হও	تَبَرَّأْ	বিছানো হলো	بُسِطَتْ
সে স্পষ্টকরেছে বা, প্রকাশ করেছে	تَبَيَّنَ	চামড়া (কখনো কখনো মানুষ অর্থেও ব্যবহৃত হয়)	بَشَرٌ
অনুসরণ, অনুকরণ করেছে	تَتَبَّعَ	শরীরের অংশ বিশেষ	بُضْعَةٌ
পরস্পর সমান হওয়া, সমান সমান হওয়া	تَتَكَافَأُ	পেট, অভ্যন্তর	بُطُون
হাই তোলা	تَثَاؤُب	তরমুজ	بِطِّيخُ
অবিচল থাকা	التَّثْبِيتَ	নবুয়ত প্রাপ্ত	بَعْثَةٌ
ব্যবসায়ি	تُجَّار	আমি প্রেরিত হয়েছি (নবুওয়াত লাভ করেছি)	بُعِثْتُ
তোমার দিকে, তোমার সামনে	تُجَاهَكَ	তিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন	بَعَثَكَ
তুমি করবে	تَجْعَلُ	ব্যভিচারিণী, দেহপসারিণী, পতিতা	بَغِيٌّ
তোমরা একে অপর কে ভাল বাস	تَحَابُّوا	পৌঁছা, উদ্দেশ্য পূরণের উপযোগী	بَلَاغٌ
(ঐ অপবিত্র) যা তাকে প্রভাবিত করে	تَحْدُثُ	২য় বছরে পর্দাপণকারিণী উটনি	بَنَاتِ+لَبُونٍ
অতঃপর তারা সঙ্কটে পড়ল, পাপ কাজ মনে করা	تَحَرَّجُوا	৩য় বছর বয়সে পদার্পকারিণী উটনি	بَنَاتِ+مَخَاضٍ
তাহলে তুমি ঢেকে নাও	الْتَحِفْ	উপস্থিত (বস্তুর বিনিময়ে)	بناجز
লালচে রং	تَحْمَارُّ	২য় বছরে পদার্পনকারিণী উট	بَنِي+لَبُونٍ
তুমি তাকে একত্রিত করবে, অধিকারে নিবে	تَحُوزُهُ	তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে	بَهَتَّهُ
পরিবর্তন, রূপান্তর, স্থানান্তর	تَحَوُّل	পশু, চতুষ্পদ প্রাণী	بَهِيمَةٌ
তিনি স্থান পরিবর্তন করে ফেলেন	تَحَوَّلَتْ	আমাদের চেহারাসমূহ	بوُجُوهِنَا
অভিবাদন, সালাম, সম্মান, শ্রদ্ধা	تَحِيَّات	আউন্স (মাপ), চল্লিশ দিরহাম	بوُقِيَّةٍ
তুমি খেযাব লাগাবে	تَخْتَضِبُ	পেশাব, প্রস্রাব, মূত্র	بَوْلٌ
তোমরা মিশে যাবে	تَخْتَلِطُوا	সাদা, শুভ্রতা	بَيَاضُ
তোমরা (প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে, বিনষ্ট করবে)	تُخْفِرُوا	দুই অণ্ডকোষ	بَيْضَتَيْنِ
ঝুঁকে নুইয়ে পড়ত	تَخْفِقُ	তা (ت)	
মাটি, ধূলি, ধূলো	تُرَاب	পরাগ মিলন করা হবে, তাবীর করা হবে	تُؤَبَّرَ
সে ধূলিময় হোক, সে ধূলায় ঢেকে গিয়ছে	تَرِبَتْ	ইমামতি করবে	تَؤُمَّ

Contents

তুমি প্রশান্তি লাভ করবে, ধীরস্থিরভাবে	تَطْمَئِنَّ	চারবারে	تَرْبِيع
নফল কাজ, অতিরিক্ত কাজ	تَطَوُّع	এবং তার কেশ বিন্যাসে	تَرَجُّلُهُ
সুবাসিত রাখা	تُطَيِّبَ	পুনরাবৃত্তি, শাহাদাতাইন নিম্নস্বঃরে পাঠ করা	تَرْجِيعٌ
সে বড় হয়েছে, অহংকার করেছে	تَعَاظَمَ	তুমি থেমে থেমে দিবে	تَرَسَّلْ
অঙ্গীকার, সংরক্ষণ	تَعَاهُد	সে পুড়ে গেছে, দগ্ধ হয়েছে, উত্তপ্ত হয়েছে	تَرْمَضُ
তুমি ইদ্দত পালন করবে	تَعْتَدُّ	অনাগ্রহ সৃষ্টি করবে	تُزَهِّدُ
তুমি মাঝামাঝি অবস্থা বা, মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে, সমান/সোজা হয়।	تَعْتَدِلُ	পরিপক্কতা হওয়া	تُزْهِي
তুমি উমরা করবে	تَعْتَمِرُ	দুই মোজা	تَسَاخِين
আর তুমি দ্রুত বা তাড়াতাড়ি করবে, আগিয়ে নিয়ে আসবে	تُعَجِّلِي	দুধপান করাতে চাওয়া বা দুধ পান করাতে দেয়া	تُسْتَرْضَعُ
পরিবার বা অধিনস্তদের খাদ্য দেয়া	تَعُولُ	তুমি সক্ষম হও, পার	تَسْتَطِعْ
নির্বাসন, দূরিভূত করন	تَغْرِيبٌ	তোমরা সাহ্‌রী খাও	تَسَحَّرُوا
সে পরিবর্তন করে দিয়েছে	تَغَيَّرَ	আপনি আমাদের বৃষ্টি দিয়েছেন	تَسْقِينَا
আমি তাকালাম	اَلْتَفَتُّ	দূর করে	تَسُلُّ
তোমরা সম্প্রসারিত কর	تَفَسَّحُوا	তুমি গালি দিবে/দিত	تَشْتُمُ
তুমি ঘৃণ্য বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার কর	تُقَبِّحُ	বাঁধা যাবে	تُشَدُّ
হাতে আসা, আয়ত্বে আসা	تُقْبَضُ	(যুল হিজ্জা মাসের ১১ হতে ১৩ তারিখ)	تَشْرِيق
সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, প্রবেশ করেছে	تَقَحَّمَ	জাঁকজমকপূর্ণ	تَشْيِيدِ
তুমি রগড়ে নিবে তাকে	تَقْرُصُهُ	তার ছবিগুলো	تَصَاوِيرُهُ
বেশি করা, বৃদ্ধি করা	تَكَثُّرًا	হলুদ রং	تَصْفَارُّ
কথা বলা হয়েছে	تُكَلِّمَ	হাততালি, (অর্থাৎ ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উল্টা দিকে তালি দেয়া)	تَصْفِيق
তিনি পড়তেন	تَلْبَسُ	তোমরা বাধ্যহলে	تُضْطَرُّوا
অভিমুখে, সম্মুখে, দিকে	تِلْقَاءَ	সে বাচ্চা প্রসব করবে	تَضَعُ
নিচে, নিম্নে	تَلِي	তোমরা তাকে রাখবে	تَضَعُونَهُ
তুমি চুল আচঁড়াবে, কেশ বিন্যাস করবে	تَمْتَشِطِي	সে চিকিৎসকের ভান করল	تَطَبَّبَ
খেজুর	تَمْر	দুই তালাক	تَطْلِيقَتَانِ

আমি গড়াগড়ি দিয়েছিলাম	تَمَرَّغْتُ
তুমি মালিক হবে	تَمْلِكُ
তুমি মালদার বা, সম্পদশালী কর	تَمَوَّلْهُ
গলা খাঁকারি দিয়েছেন	تَنَحْنَحَ
তিনি সরে গেছেন	تَنَحَّى
খুলে নেয়া হবে	تُنْزَعُ
তুমি তাতে পানি ছিটিয়ে দিবে	تَنْضَحُهُ
সে নজর দিচ্ছে, দৃষ্টি দিচ্ছে	تَنْظُرُ
পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন রাখা	تَنَظُّفُ
তার স্যান্ডেল বা জুতা পরিধানে	تَنَعُّلُهُ
তোমরা পরস্পরে উপহার দাও	تَهَادُوْا
তারা তাওবাকারী	تَوَّابُوْنَ
সে একমত হয়েছে	تَوَاطَأَتْ
মুখ ফিরিয়েছে, অভিমুখী হয়েছে	تَوَجَّهَتْ
তোমরা প্রশস্ত কর	تَوَسَّعُوا
তুমি (স্ত্রী) অযু করবে	تَوَضَّئِي
তুমি আমার মৃত্যু ঘটাও	تَوَفَّنِي

(ث) সা	
ঝোলে ভিজানো রুটি	ثَرِيْدٌ
দুই তৃতীয়াংশ	ثُلُثَيْنِ
অতঃপর, সেখানেই	ثَمَّ
আট	ثَمَان
কোন বস্তুর সওদার সমষ্টি থেকে কিছু অংশ পৃথকীকরণ	ثُنْيَا
সামনের দাতঁ	ثَنِيَّةُ
তার সামনের দাতঁ	ثَنِيَّتُهُ
বিধবা, অকুমারী, তালাক প্রাপ্ত	ثَيِّبٌ

(ج) জীম	
যে ব্যক্তির মাল কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, প্রাকৃতিক দুযোর্গ	جَائِحَةٌ
পেটের ভিতর পর্যন্ত পৌঁছেছে এমন আঘাত	جَائِفَة
প্রতিবেশী	جَار
উপবিষ্ট, বসা	جَالِسٌ
কাপুরুষতা, ভীরুতা	جُبْن
কপাল, ললাট	جَبْهَة
কপাল, ললাট	جَبِيْن
তার দেয়াল, প্রাচীর	جِدَارُهُ
নালা, ছোট নদী	جَدَاوِل
সে নাক-কান কেটে দিয়েছে	جَدَعَ
চার বছর পেরিয়ে পঞ্চম বছরে উপণিত উটনি	جَذَعَة
জখম বা, আঘাত প্রাপ্ত	جِرَاحَة
টিড্ডি (পঙ্গপাল)	جَرَادُ
খেজুর গাছের দু'টি ডাল	جَرِيْدَتَيْنِ
প্রতিদান পুরস্কার	جَزَاءٌ
উট	جَزُوْر
নাপাক বস্তু ভক্ষনকারী জন্তু	جَلَّالَة
খাদ্যশস্য আমাদানীকারী দল	جَلَبَ
তিনি চাবুক মেরেছেন, কড়া মেরেছেন	جَلَدَ
দুই হৃষ্টপুষ্ট দেহ বিশিষ্ট	جَلْدَيْنِ
তিনি বসলেন	جَلَسَ
সে বসল	جَلَسْتُ
আমাদেরকে আচ্ছাদিত কর	جَلِّلْنَا
চামড়া	جُلُوْد
জ্বলন্ত অঙ্গার	جَمْرًا

Contents

স্বাধীন, আযাদ	حُرٌّ	শারীরিক অপবিত্রতা, অপবিত্র অবস্থা	جَنَابَة
লজ্জাস্থান	حِرٌ	পার্শ্বে, কাত হওয়া, শুয়ে শুয়ে	جَنْب
স্বাধীন, আযাদ	حُرَّةٌ	অপবিত্র, নাপাকি	جُنُبٌ
সে জ্বালিয়েছে	حَرَقَ	তুমি আমাদের রক্ষ কর, দূরে রাখ	جَنِّبْنَا
তিনি হারাম করেছেন	حَرَّمَ	পাগলামী	جُنُونٌ
রেশম	حَرِيرٌ	ভ্রূণ	جَنِين
দুখানা ভালো	حَسَنَتَيْنِ	সে চেষ্টা করে তাকে (সঙ্গম করতে)	جَهَدَهَا
তার সৌন্দর্য	حُسْنُهُنَّ	উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন	جَهَرَ
কংকর	حَصَاة	মূর্খামী	جَهْل
ছোট পাথরের টুকরা, প্রস্তর খণ্ড	حَصَيَاتٌ	তার পার্শ্ব, পাশ	جَوَانِبُهَا
ক্ষমা করা হয়েছে, মুছে ফেলা হয়েছে	حُطَّتْ	সৈন্য	جَيْش
অংশ	حَظٌّ	**(ح) হা**	
চার বছরে উপণিত দু'টি উটনি	حِقَّتَانِ	বাগান প্রাচির, দেয়াল বেড়ী	حَائِطًا
চুলকানি, খুজলি, পাঁচড়া	حَكَّة	তার প্রয়োজন, দরকার	حَاجَتَهُ
সে হালাল হয়েছে, সে ইহরাম থেকে মুক্ত হয়েছে	حَلَّ	তোমরা বরাবর হও	حَاذُوا
পোশাকের সেট, ইউনিফর্ম	حُلَّة	আবিসিনীয় জাতি, ইথিওপীয় জাতি	حَبَش
হালাল, বৈধ, ওয়াজিব হওয়া	حَلَّتْ	হামাগুড়ি	حَبْوًا
বৈধ রয়েছে, জায়েয রয়েছে	حَلَّتْ	বাধ্যতামূলক করণ, আরোপ করণ	حَتْم
পারিশ্রমিক, প্রতিদান, দান, উপহার	حُلْوَانٌ	আঁজলা, অঞ্জলিসমূহ	حَثَيَاتٍ
লাল রঙ, রক্তিম বর্ণ	حُمْرَة	পর্দা, বোরকা, হিজাব	حِجَاب
নিবোর্ধ, বোকা, কম বুদ্ধি মহিলা	حَمْقَى	যে শিঙা দিয়ে রক্ত টানে	حَجَّام
সে বহন করেছে, উত্তোলন করেছে	حَمَلَ	তুমি হজ্ব সম্পাদন করেছ	حَجَجْتَ
তার বহন, পরিবহন, আরোহন	حُمْلَانُهُ	চিল	حِدَأَة
আমাকে বহন করা হলো, তুলে আনাহলো	حُمِلْتُ	সীমা, সীমানা, প্রান্ত	حُدُود
সে তাকে বহন করেছে	حَمَلَهُ	নব যুগের (প্রথম বৃষ্টি)	حَدِيثُ عَهْدٍ
রক্ষা, প্রতিরক্ষা, আশ্রয়, আশ্রয়স্থল	حِمَى	লোহা	حَدِيدٍ
গম	حِنْطَة	গরম, উত্তাপ, উষ্ণতা	حَرٌّ

Contents

মাদুর	خَصَفَة	আমরা তাকে খুশবু লাগালাম	حَنَّطْنَاهُ
বাদী ও বিবাদী	خَصْمَيْنِ	বাগ-বাগিচা	حَوَائِط
সে খাসী করেছে	خَصَى	মাছ	حُوتُ
রেখা, লাইন, সারি	خَطًّا	দুই বছর	حَوْلَيْنِ
তিনি আমাদের খুতবা (ভাষন) দিয়েছেন	خَطَبَنَا	সাপ	حَيَّة
পাপ, অপরাধ, ভুল, অন্যায়	خَطِيئَةٌ	ঋতুবতী মেয়ে	حُيَّضُ
আমাদের মোজা	خِفَافَنَا	দুই ঋতু, হায়েয	حَيْضَتَانِ
হালকা দুই	خَفِيفَتَيْنِ	হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ	حَيْعَلَتَيْنِ
সৃষ্টি, সৃষ্টি জগৎ, মানুষ	خَلَائِق	যখন, যে সময়ে	حِينَ
প্রতারণা, ছলনা	خَلَابَةٌ	**(خ) খ**	
পিছনে	خَلْفَ	আংটি	خَاتَمٌ
নৈতিকতা, চরিত্র, স্বভাব, নীতি	خُلُق	প্রতারক, ধোঁকাবাজ	خِبٌّ
ছেড়ে দেওয়া হলো	خُلِّيَ	দুষ্ট মেয়ে জ্বিন, অপবিত্র	خَبَائِث
দু' শরীক	خَلِيطَيْنِ	দুষ্ট পুরুষ জ্বীন, অপবিত্র	خُبُث
ওড়না বা দোপাট্টা (মস্তকাবরণ)	خِمَار	মন্দ, খারাপ, অনিষ্ট কর	خَبِيثٌ
পাচশত দিরহাম	خَمْسُمِائَةِ	একটি গোত্রের নাম	خَثْعَمَ
ভয়, ভীতি, ডর	خَوْف	লুটিয়ে পড়া	خَرَّ
তার নাকের ছিদ্র	خَيْشُومُهُ	তোমরা অনুমান করেছ	خَرَصْتُمْ
ঘোড়া	خَيْل	দূরত্ব	خَرِيفًا
(د) দাল		পোকা-মাকড়	خَشَاشٌ
আবদ্ধ, স্থায়ী, স্থির	دَائِم	কাঠ, বাশঁ	خَشَبَةٌ
তার নিতম্ব, পশ্চাদভাগ, পিছন	دُبُرُهَا	তিনি ভয় করতেন, আশঙ্কা করতেন	خَشِيَ
বর্ম, ঢাল (এটা যুদ্ধের জন্য এক প্রকার লৌহ পোষাক) এখানে জামা উদ্দেশ্য	دِرْعٌ	আমি আশঙ্কা করছি, ভয় পাচ্ছি,	خَشِيتُ
তুমি ত্যাগ কর	دَعْ	ভয়, ভীতি	خَشْيَةٌ
সে নির্দেশ করেছে, বুঝিয়েছে, দেখিয়েছে	دَلَّ	বৈশিষ্ট, অভ্যাস স্বভাব	خِصَالٌ

ঘুষ দাতা	رَاشِي	(তরল পদার্থ) ঢেলে দেওয়া, মুষল ধারায় বর্ষিত	دُلُوقًا
রুকুকারী, মাথা নতকারী	رَاكِعًا	তোমরা আমাকে দেখিয়ে দাও	دُلُّونِي
তারা দেখেছে	رَأَوْا	জন্তু পশু	دَوَابُّ
তোমরা আমাকে দেখেছ	رَأَيْتُمُونِي	তাদের আবাস স্থল	دُورُهُمْ
সুদ, বৃদ্ধি	رِبًا	কম সময়ে, ব্যতীত	دُونَ
মুনাফা, লাভ	رِبْحُ	রেশমী কাপড়, রেশমী বস্ত্র	دِيبَاجٌ
তারা তাকে বেঁধে ফেলল	رَبَطُوهُ	দিয়াত, হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ	دِيَةٌ
চার ভাগের এক ভাগ, এক চতুর্থাংশ	رُبُعُ	কর্জ, ঋণ	دَيْن
রুবাইয়ি (একজন রাবীর নাম)	رُبَيِّع	**(ذ) যাল**	
আমরা ফিরে এলাম	رَجَعْنَا	সে স্বাদ গ্রহণ করেছে	ذَاقَ
প্রস্তর নিক্ষেপ, প্রস্তরাঘাতে হত্যা	رَجْم	মাছি	ذُبَاب
(পাথর নিক্ষেপ করে) রজম করা হলো,	رُجِمَتْ	জবাই করা	ذِبْحَة
গোবর	رَجِيع	তাদের সন্তানদের	ذَرَارِيِّهِمْ
তোমাদের বাড়ি-ঘর	رِحَالُكُمْ	তার উভয় হাতের কুনই	ذِرَاعَيْهِ
তোমার ঠিকানা, স্থান	رَحْلُكَ	পুরুষ	ذَكَرٌ
সুমধুর পানীয়	رَحِيق	তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে	ذَكِّرُونِي
তিনি অনুমতি দিলেন	رَخَّصَ	আমার লিঙ্গ	ذَكَرِي
সে ফিরিয়ে দিয়েছে, সে প্রত্যাখ্যান করেছে	رَدَّ	তাদের পুরুষগণ	ذُكُورُهُمْ
চাদর	رِدَاءٌ	তার পাপ, গুনাহ	ذَنْبُهُ
হালকা বৃষ্টি, গুড়িগুঁড়ি বৃষ্টি	رَذَاذًا	গুনাহ পাপ, অপরাধ	ذُنُوب
স্তন্যপান, দুধ সম্পর্ক	رَضَاعَة	সোনা	ذَهَب
তাজা খেজুর, পাকা খেজুর	رُطَب	**(ر) র**	
নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ	رُعَافٌ	ঘ্রাণ, সুগন্ধ, সৌরভ	رَائِحَةٌ
ভয়, ভীতি, আতংক	رُعْب	আরাম, আনন্দ, শান্তি, প্রশান্তি	رَاحَةٌ
গর্জন করলো, হুঙ্কার দিল	رَعَدَتْ	তার বাহন বা সাওয়ারী	رَاحِلَتُهُ
অশ্লীল	رَفَثٌ	আহার দাতা	رَازِقٌ

আমি যেন করেছি, ব্যভিচার করেছি	زَنَيْتُ	উঁচু করল	رَفَعَتْ
তার স্বামী	زَوْجُهَا	দাস মুক্তিকরণ	رِقَاب
মিথ্যা	زُور	তার ঘাড়, গর্দান, দাস, ক্রীতদাস	رَقَبَتُهُ
(س) সীন		ঘুম, নিদ্রা, নিদ, শয়ন	رَقْدَة
মুক্তভাবে বিচরণকারী পশু	سَائِمَةٌ	খাদ্যশস্য আমদানীকারী কাফেলা	رُكْبَان
দুই শাহাদাত আংগুল, তর্জনিদ্বয়	سَبَّاحَتَيْن	তার হাঁটু	رُكْبَتُهُ
হিংস্র পশু	سِبَاع	অপবিত্র, নাপাক	رِكْسٌ
সুবহানাল্লাহ বলা, তাসবীহ পাঠ করা	سَبِّحَ	তিনি আমাকে লাথি মেরেছে	رَكَضَتْنِي
আমি সাত দিন অবস্থান করেছি	سَبَّعْتُ	ডালিম	رُمَّانٌ
পথঘাট	سُبُل	সে তাকে অপবাদ দিয়েছে	رَمَاهَا
পথ	سَبِيل	তিনি নিক্ষেপ করেছেন	رَمَى
অচিরেই তোমরা লোভী হবে	سَتَحْرِصُونَ	(পাথর) ছোড়াছুড়ি	رِمِّيًا
সে গোপন করেছে	سَتَرَتْ	বন্ধক, জামানত	رَهْن
দুই সেজদা	سَجْدَتَيْنِ	পশুমল, গোবর	رَوْثٌ
বড় বালতি, পানি ভরা বালতি	سَجْلًا	গোবর	رَوْثَة
ঢেকে দেওয়া হয়েছিল	سُجِّيَ	একটি জায়গার নাম	رَوْحَاء
মেঘ, জলধর	سَحَابَةٌ	আমার ভয়, ভীতি, শঙ্কা	رَوْعَاتِي
সহুলিয়্যাহ্ (ইয়ামানের এক প্রকার সূতি কাপড়)	سَحُولِيَّةٌ	**(ز) যা**	
রাগ, ক্রোধ, অসন্তোষ	سَخَطٌ	(সূর্য) হেলে পড়া, ঢলে পড়া, সে ঢলে গেল বা সরে গেল	زَالَتْ
বিদ্বেষ, ঘৃণা, আক্রোশ	سَخِيمَة	যেনাকারী, ব্যভিচারী, অবৈধ যেনাকারী	زَانِي
কুল পাতা বা, বড়ই পাতা	سِدْرٌ	কিশমিশ	زَبِيب
এক ষষ্ঠাংশ, ছয়ভাগের এক ভাগ	سُدُس	তিনি তিরস্কার করেছেন, ধমক দিয়েছে, কড়াকড়ি করেছেন	زَجَرَ
আরবে প্রচালিত পান করার পাত্র বিশেষ	سَرَارِيْنَا	সে চাষ করেছে বা আবাদ করেছে	زَرَعَ
নেকড়ে বাঘ, সিংহ	سِرْحَان	শস্য, ফসল	زَرْعًا
শীঘ্রই, দ্রুত	سَرِيعًا	আমার দুই কব্জি	زَنْدَيَّ

Contents

(নাম), রাসূল ﷺ এর স্ত্রী	سَوْدَةُ	তার মাঝা-মাঝি	سَطَهَا
চাবুক, বেত্রাঘাত	سَوْط	চেষ্টা করা, প্রচেষ্টা করা	سِعَايَة
ডুরীদার রেশমি কাপড়	سِيَرَاءُ	আপনি দ্রব্যমূল্য ধার্য করুন	سَعِّرْ
(ش) শীন		নীচু, নীচ	سُفْلَى
ছাগল	شَاةٌ	নৌকা	سُفُن
তার বিষয়, ব্যাপার, অবস্থা, কাজ	شَأْنُهُ	তিনি আমাকে পান করিয়েছেন	سَقَانِي
যুবসমাজ তরুণ সমাজ, যুব সম্প্রদায়	شَبَاب	তিনি তাকে পান করায়েছেন	سَقَاهُ
সন্দেহযুক্ত, সংশয়যুক্ত	شُبُهَات	তিনি পড়ে গিয়েছিলেন	سَقَطَ
গালি, তিরস্কার	شَتْم	সেচ দেওয়া, পান করানো	سُقِيَ
সে মাথায় জখম প্রাপ্ত হয়েছে	شُجَّ	তোমার বৃষ্টি	سُقْيَاكَ
চর্বিসমূহ, তেল	شُحُوم	নিরব থাকা	سُكُوت
তার চর্বি	شُحُومَهَا	ধীর-স্থিরতা, সান্তনা-প্রশান্তি	سَكِينَة
অংশিদার	شُرَكَاءُ	তরবারী, অস্ত্র, যুদ্ধের অস্ত্র	سِلَاح
অংশ, অর্ধেক	شَطْر	তিনি কর্তৃত্ব দান করেছে, ক্ষমতা প্রদান করেছেন, চাপিয়ে দিয়েছেন	سَلَّطَ
(স্ত্রীর) তার শাখা (অঙ্গের)	شُعَبُهَا	সামগ্রি, আসবাব পত্র, দ্রব্য	سِلْعَة
চুল	شَعْر	সাদা গম	سَمْرَاءَ
যব	شَعِير	দালাল, এজেন্ট	سِمْسَارٌ
কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে বিয়ে দিবে এই শর্তে যে, ঐ ব্যক্তি তার কন্যাকে এর কাছে বিয়ে দিবে। আর এ উভয় বিয়ের কোন মহর থাকবেনা	شِغَار	ঘি	سَمْن
তাকে ব্যস্ত করেছে	شَغَلَهُ	মোটা	سَمِين
তার দুটো ঠোট	شَفَتَاهُ	দুটি মোটা তাজা	سَمِينَيْن
দুই ঠোঁট	شَفَتَيْن	দুই বছর	سَنَتَيْن
অগ্রক্রয়ের অধিকার	شُفْعَة	বিড়াল	سِنَّوْر
জোড়া বানাবে	شَفَّعْنَ	তীর	سَهْم
পশ্চিমাকাশের সান্ধ্যকালীন লালিমা	شَفَق	এক অংশ	سَهْمًا
দিক, পার্শ্ব	شِقّ	দুটি অংশ	سَهْمَيْن
খোলা, বিদীর্ণ	شَقّ	তারা ব্যতীত	سِوَاهُنَّ

Contents

হলদে রং, হলদে রঙের রক্ত	صُفْرَة	তার অংশ, দিকে, কাতে	شِقُّهُ
ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন	صَفْقَة	সন্দেহ, সংশয়	شَكٌّ
তোমাদের লাইন, সারি, কাতার	صُفُوفَكُمْ	তিনি অভিযোগ করল	شَكَا
তাদের কাতার, সারি, লাইন	صُفُوفُهِمْ	শক্তভাবে বেঁধে দেয়া হলো	شُكَّتْ
ফজরের সালাত (الغداة এর শাব্দিক অর্থ হল সকাল, ভোর ইত্যাদি)	صَلَاةُ اَلْغَدَاةِ	তোমরা অভিযোগ করেছ	شَكَوْتُمْ
চন্দ্রও সূর্য গ্রহণের নামায	صَلَاةُ اَلْكُسُوفِ	বিদ্বেষ, অন্যের কষ্টে আনন্দ	شَمَاتَة
তোমার পিঠ	صُلْبُكَ	বাম	شِمَال
আপোষ, মীমাংসা	صُلْحٌ	তার বাম হাত	شِمَالُهُ
নিরবতা, নিস্তব্ধতা, চুপ থাকা	صَمْت	শাখা	شِمْرَاخٌ
প্রবল বৃষ্টি, বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ	صَيِّبًا	টেনে ধরল	شَنَقَ
(ض) য-দ		সাক্ষীগণ	شُهَدَاء
তিনি তাকে ক্ষতি বা, অনিষ্ট করেছে	ضَارَّهُ	আমি দেখেছি, উপস্থিত ছিলাম	شَهِدْتُ
পথভ্রষ্ট, বিপথগামী	ضَالٌّ	**(ص) স্ব-দ**	
হারানো বস্তু	ضَالَّةٌ	দুই কেজি ৪০, একসা (প্রায় আড়াই কেজি)	صَاعٌ
তিনি চিৎকার করলেন	ضَجَّ	প্রভাতকালীন তোমাদের প্রতি (আক্রমণ)	صَبَّحَكُمْ
বিদ্যুৎ চমকানো মেঘ	ضَحُوكًا	স্তুপ, ঢিপি, গাদা	صُبْرَة
প্রজনন	ضِرَابٌ	স্তুপ, ঢিপি, গাদা	صُبْرَة
মাড়ির দাঁত, চোয়ালের দাতঁ	ضِرْس	বালক, ছেলে, শিশু	صِبْيَان
তার (পশুর) স্তন, ওলান	ضُرُوعُهَا	(সোনা-রূপার) থালা-বাসন	صِحَافُهَا
তুমি রাখ	ضَعْ	ছহীফা, পুস্তিকা, ক্ষুদ্রগ্রন্থ	صَحِيفَة
চুল বেণী করলাম	ضَفَّرْنَا	প্রস্তর খন্ড, শিলাখন্ড	صَخَرَاتِ
অতিথি	ضَيْف	এক প্রকার শিকারী পাখী	صُرَد
(ط) ত্ব		আছাড় মারা, ধরাশায়ী করা	صُرَعَة
দল, কতিপয় লোক, শ্রেণী	طَائِفَةٌ	তাকে ফিরিয়ে দেয়া বা পরিবর্তন করা হয়েছে	صُرِّفَتْ
তিনি মাথা নিচু করেছেন, নত করেচেছেন	طَأْطَأَ	মাঁটি	صَعِيد

রসে সিক্ত মাটি	عَثْرِيًّا	সে লম্বা হয়েছে, দীর্ঘ হয়েছে	طَالَ
তারা হুড়া, দ্রুততা	عَجَلَة	পবিত্র	طَاهِرٌ
তারা দ্রুত করেছে	عَجَّلُوا	প্লীহা, হৃৎপিণ্ড	طِحَال
ইদ্দত: তালাক প্রাপ্ত মহিলাদের সময়কাল	عِدَّة	রাস্তা, পথ সড়ক	طُرُقَات
দানকৃত গাছের তাজা খেজুর শুকনো বিনিময়ে বিক্রি করা	عَرَايَا	তার স্বাদ	طَعْمُهُ
(অফেরত যোগ্য) বায়না পত্র	عُرْبَان	সে আঘাত করেছে	طَعَنَ
খোঁড়া, ন্যাংড়া	عَرْجَاء	সে পবিত্র হয়েছে	طَهُرَتْ
(বিয়ের) বর, পাত্র, বিয়ে উপলক্ষে	عُرْس	পবিত্র, পবিত্রতা, পবিত্রকারী	طُهُور
আমি পেশ করেছি, উপস্থাপিত করেছি	عَرَضْتُ	সুসংবাদ শুভ সংবাদ	طُوبَى
পেশ করা হয়েছিল	عُرِضَتْ	তার প্রসারতা, দীর্ঘতা	طُولُهُنَّ
তার সম্মান	عِرْضُهُ	(ظ) য	
ঘামের	عَرَق	নখ, নখর	ظُفُر
হাড়	عَرْق	আমার নখ দিয়ে	ظُفُرِي
শিরা, রগ, (এক প্রকার রক্ত যা নির্দিষ্ট রগ থেকে বের হয়)	عِرْقٌ	ছায়া	ظِلّ
(শরীয়তের) আবশ্যিক বিধান	عَزَائِمُ	তৃষ্ণার্ত, পিপাসিত	ظَمَأ
সম্পদ/দৃঢ় সংকল্প/ ইচ্ছ	عَزْمَةٌ	ধারনা, অনুমান, আন্দাজ, মন্দ ধারনা	ظَنّ
তার অভাব, অটন, কষ্ট দারিদ্র	عُسْرَتُهُ	(ع) ‘আইন	
মজুর, ভাড়াটে শ্রমিক	عَسِيفٌ	তার কাঁধ বা স্কন্ধ	عَاتِقُهُ
তুমি জীবন-যাপন করেছ	عِشْتَ	তার দ্রুত, ত্বরিত	عَاجِلُهُ
এক দশমাংশ, দশভাগের একভাগ	عُشْر	তুমি শত্রুতা পোষণ করেছ, শত্রু হয়েছ	عَادَيْتَ
লাঠি	عَصًا	ঋণ, কর্জ (অপরের বস্তু হতে সাময়িকভাবে উপকৃত হওয়া)	عَارِيَةٌ
পট্টি, বন্ধন, এখানে উদ্দেশ্য পাগড়ী	عَصَائِب	সুস্থতা, সুস্বাস্থ্য	عَافِيَة
সে নাফরমানী করেছে	عَصَتْ	কিছু সময়	عَامَّة
রক্ষা, সংরক্ষণ	عِصْمَةُ	দাসমুক্ত করা	عِتَاق
তুমি বিরোধিতা, পাপ, অন্যায় করেছ	عَصَيْتَ	তার ভুল, স্খলন, ত্রুটি-বিচ্যুতি	عَثْرَتُهُ

জীবন যাত্রা, জীবন পদ্ধতি, জীবিকা	عَيْش	অঙ্গ	عُضْوٌ
দুই চক্ষু	عَيْنَانِ	পশুর (অবস্থানক্ষেত্র)	عَطَن
দোষ, অপরাধ ত্রুটি	عُيُوب	হাড়	عَظْم
ঝর্নাসমূহ	عُيُون	তোমার বড়ত্ব, মহত্ত্ব, সম্মান, মর্যাদা	عَظَمَتِكَ
(غ) গইন		দুটি মহান, বড়	عَظِيمَيْن
পায়খানা, মল, টয়লেট	غَائِط	তার পাত্র, থলে	عِفَاصُهَا
ঋন গ্রস্থ ব্যক্তি	غَارِم	ক্ষমাশীল	عَفُوٌّ
আগামীকাল	غَدًا	পরে, পরক্ষণে	عَقِبَ
উজ্জ্বল, যে কোন বস্তুর অগ্রভাগকে غر বলা হয়, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে হাত-পা	غُرًّا	বিচ্ছু	عَقْرَب
কাক	غُرَاب	শাস্তি	عُقُوبَة
জরিমানা, ক্ষতিপূরণ	غَرَامَةٌ	বেশি কামড়াতে অভ্যস্ত, কামড়িয়ে আহত করে এমন	عَقُور
তিনি দেশ হতে বিতাড়িত করেছেন, নির্বাসন করেছেন	غَرَّبَ	অবাধ্যতা, অমান্যতা	عُقُوق
ধোঁকা	غَرَر	একটি জয়গার নাম	عَقِيق
তার লোকসান, ক্ষতিপূরণ	غُرْمُهُ	উপর	عُلْيَا
সে তাকে ধোঁকা দিয়েছে	غَرَّهُ	পাগড়ি	عَمَائِم
ডুবা, অস্তমিত হওয়া	غُرُوب	পাগড়ি	عِمَامَة
ঋণি, ঋণগ্রস্ত	غَرِيم	ইচ্ছাকৃত	عَمْد
আমি যুদ্ধ করেছি	غَزَوْتُ	এককালীন দান, আজীবন দান	عُمْرَى
যুদ্ধ, ইসলামের যে যুদ্ধেস্বয়ং রাসুল (সঃ) অংশ গ্রহণ করেন	غَزْوَةٌ	অজ্ঞাত অবস্থা	عِمِّيًا
আমি তোমাকে গোসল দিব	غَسَّلْتُكِ	বর্শা	عَنَزَةٌ
সে প্রতারণা, জালিয়াতি করেছে	غَشَّ	তার গর্দান, ঘার	عُنُقُهُ
তাদের কে আচ্ছাদন করেছে	غَشِيَتْهُمُ	ত্রুটি, দোষ	عَوَارٌ
রাগ, ক্রোধ	غَضَب	কর্মচারী	عَوَامِل
রাগান্বিত অবস্থায়	غَضْبَانُ	আমার দোষ, ত্রুটি	عَوْرَاتِي
তোমার নিকট ক্ষমা চাইছি	غُفْرَانَكَ	সাহায্য, সহায়তা	عَوْنٌ

উটের বাচ্চা, (শিশুকে) মায়ের দুধ ছাড়ানো	فِصَال	ক্ষমা করা হয়েছে	غُفِرَتْ
তিনি উপরে উঠায়েছেন, উত্তোলন করেছেন	فَصَعَّدَ	সে প্রাধান্য বিস্তার করল/বিজয়ী হলো	غَلَبَ
তিনি আমাদের সারিবদ্ধ করালেন	فَصَفَّنَا	মিথ্যা (শপথ)	غَمُوس
রূপা, চাঁদি	فِضَّة	ছাগল, মেষ, ভেড়া, ছাগ	غَنَم
অবশিষ্ট, অতিরিক্ত	فَضْل	তার প্রাপ্তি, সুযোগ, গনীমত, লাভ	غُنْمُهُ
মর্যাদা দেওয়া হয়েছে	فُضِّلَتْ	ধনী, অভাব মুক্ত	غَنِيّ
তুমি নষ্ট করে দিলে, ফেঁড়ে দিলে	فَقَأْتَ	গীবত, কুৎসা, পরনীন্দা	غِيبَة
তাদের গরীবগণ	فُقَرَائِهِمْ	**(ف) ফা**	
অতঃপর সে যেন পর্দা আবারণ করে	فَلْتَحْتَجِبْ	পাপী, পাপিষ্ট, পাপাচারী	فَاجِرٌ
অতঃপর তিনি তাকালেন, দৃষ্টি দিলেন	فَلَحَظَ	ইদুঁর	فَأْرَة
অতঃপর সে যেন বিরত থাকে	فَلْيَتَجَنَّب	অভাব, অনটন, প্রয়োজন, দরিদ্র	فَاقَةٌ
অত: পর সে যেন বিবাহ করে	فَلْيَتَزَوَّجْ	মুখ	فَاهُ
সে যেন গোপনে থাকে, আড়াল করে নেয়	فَلْيَتَوَارَ	তোমরা আরম্ভ করো	فَبْدَءُوا
অতঃপর সে যেন (পাত্রের উচ্ছিষ্ট বস্তু) ফেলে দেয়	فَلْيُرِقْهُ	ফেতনা সৃষ্টিকারী	فَتَّانًا
অতঃপর সে যেন গোপন করে নেয়	فَلْيَسْتَتِرْ	ফেতনা, বিপদ পরীক্ষা	فِتَنٌ
অতঃপর সে যেন আশ্রয় চায়	فَلْيَسْتَعِذْ	জয়, বিজয়, সাফল্য	فُتُوح
সে যেন কম করে	فَلْيَسْتَقِلَّ	দুই ফজর, প্রভাত, উষা	فَجْرَانِ
অতঃপর সে যেন (পানি দিয়ে) নাক ঝাড়ে	فَلْيَسْتَنْثِرْ	পাপাচার	فُجُور
অতঃপর সে যেন মিলিয়ে নেয়	فَلْيُضِفْ	একাকী, স্বতন্ত্র	فَذّ
অতঃপর সে যেন পরিত্যাগ করে, ছুঁড়ে ফেলে	فَلْيَطْرَح	একবার	فُرَادَى
অতঃপর সেযেন খানা খায়	فَلْيَطْعَمْ	প্রতি তিন মাইলে এক ফারসাখ	فَرَاسِخَ
অতঃপর সে যেন তাকে ডুবিয়ে দেয়	فَلْيَغْمِسْهُ	দুই ফাঁক, ফটল	فَرْجَيْن
তার ফায়, সন্ধি সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ, গনিমত	فَيْؤُهَا	খুর	فِرْسِن
অতঃপর তিনি ইসতিনজা (শৌচ) করতেন	فَيَسْتَنْجِي	তার ঘোড়া	فَرَسِهِ
অতপর তিনি তাদের কে উপদেশ দিতেন	فَيَعِظُهُمْ	(কানের) লতি	فُرُوعٌ
অতঃপর তাকে আগে রাখেন, অগ্রগামী করেন	فَيُقَدِّمُهُ	অধিকতর, আরো অধিক	فَصَاعِدًا

আমার বণ্টন	قِسْمِي	রক্ষা করে, বিরত রাখে	فَيَكُفُّ
রেশমী কাপড় (মিসরে তৈরি)	قَسِيٌّ	অতপর সে ফুঁ দিবে	فَيَنْفُخُ
আঁখ	قَصَب	তার মাঝে	فِيهَا
অট্টালিকা, প্রাসাদ	قَصْرٌ	**(ق) ক্ব-ফ**	
গর্জনকারী, ভঙ্গুর, সহজে ভেঙ্গে যায় এমন	قَصِيفٌ	সঙ্কোচনকারী	قَابِض
তার পরিশোধ	قَضَاؤُهُ	আগামী রাত	قَابِلَة
বিচারক, বিচাপতি, হাকিম	قُضَاة	ময়লা, আবর্জনা, নোংরামি কাজ	قَاذُورَات
শাখা, ডাল	قَضِيبٌ	তোমরা নিকটবর্তী হও, কাছাকাছি হও	قَارِبُوا
তুমি ফায়সালা করেছ	قَضَيْتَ	মধ্যস্থল	قَارِعَة
কখনো	قَطُّ	আদায়কারিণী	قَاضِيَتُهُ
(ফল, ফসল) সংগ্রহের মৌসুম	قِطَاف	তারা আনুগত্যকারী, ধর্মপরায়ণ, বিনয়ী হয়ে	قَانِتِينَ
সে কেটে ফেলেছে	قَطَعَ	জান কবজ করা হয়েছে, ধরা	قُبِضَتْ
শিলা-বৃষ্টি	قِطْقِطًا	তুমি চুম্বন করেছ	قَبَّلْتَ
তার ঘাড়ের পিছন দিকে বা, পিঠ	قَفَاهُ	আমি তোমাকে চুম্বন করেছি	قَبَّلْتُكَ
বমি (পেট থেকে মুখ পর্যন্ত কিছু বেরিয়ে আসা	قَلَسٌ	বিশ্বাসঘাতক, চোগলখোর	قَتَّاتٌ
শক্তি, ক্ষমতা, বল, সামর্থ	قُوَّةٌ	শসা	قِثَّاء
কেসাস, জানের বদলে জান	قَوَدٌ	বৃষ্টি হীনতা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, খরা	قَحْط، قُحُوط
ধনুক	قَوْسٌ	এক পিয়ালা	قَدَح
ক্বীরাত, ওজন ও মাপের একক বিশেষ	قِيرَاطٌ	ময়লা-আবর্জনা	قَذَرًا
(ك) কাফ		অপবাদ, দোষারোপ, দুর্নামকরা	قَذْف
তোমরা তাকে প্রতিদান দাও	كَافِئُوهُ	তোমার পর্দা	قِرَامُكِ
শ্বেতবর্ণ গন্ধদ্রব্য বিশেষ	كَافُورٌ	আত্মীয়-স্বজন	قُرْبَى
কর্জ, ঋণ	كَالِئ	বাবলা গাছের ছাল	قَرَظ
গনক, ভবিষ্যদ্বক্তা	كَاهِن	জখম, ক্ষত, ঘা, আঘাতপ্রাপ্ত স্থান	قُرُوح
বড় পাপ, গুনাহ, অন্যায়, অপরাধ	كَبَائِر	সঙ্গী, সাথী	قَرِين
কলিজা	كَبِدٌ	বণ্টন, শপথ পদ্ধতির বিচার	قَسَامَة
দুটি দুম্বা	كَبْشَيْنِ	এক প্রকার সুগন্ধি	قُسْط

Contents

তুমি তাওয়াফ করবে না	لَا تَطُوفِي	আমার কাঁধদ্বয়	كَتِفَيَّ
তোমরা পরস্পরের প্রতি যুলুম করবেনা	لَا تَظَالَمُوا	ঘন, পুরুত্ব তীব্র	كَثِيفًا
এরূপ করবে না	لا تَعُدْ	মেটে রঙের রক্ত	كُدْرَة
তুমি ঘৃণা করবে না, গালি দেবে না	لا تُقَبِّحْ	সে মিথ্যা বলেছে	كَذَبَ
তুমি সুরমা ব্যবহার করবে না	لا تَكْتَحِلْ	তুমি মিথ্যা বলেছ	كَذَبْتَ
তুমি আমাকে তিরস্কার করবে না	لا تَلُمْنِي	লেজের ন্যায়	كَذَنَبِ
তুমি ঝগড়া করবে না	لا تُمَارِ	যুদ্ধের ঘোড়া	كُرَاع
উচিত হবেনা	لا تَنْبَغِي	অপছন্দ করা	كَرَاهِيَة
দান করা যাবে না	لا تُوهَبُ	ভাঙ্গা	كَسْرُ
বেশি নয়	لا شَطَطَ	তার কোমর, মাজা	كَشْحِه
তিনি কথা বলেন নি	لا نَطَقَ	দুই পায়ের গিঁট বা, টাখনু	كَعْبَيْن
সে কষ্ট দিবে না	لا يُؤْذِي	হাতের তালু	كَفٌّ
কেউ যেন কামনা-বাসনা করবে না	لا يَتَمَنَّيَنَّ	তুমি কাফ্‌ফারা দাও	كَفِّرْ
গোপনে আলাপ করবে না	لا يَتَنَاجَى	তারা তাকে কাফন দিয়েছিল	كَفِّنُوهُ
সে যেন তিরস্কার না করে	لَا يُثَرِّبْ	ঘাস	كَلَأ
সে চাবুক দিয়ে মারবে না	لا يَجْلِدُ	(জামার) দুই আস্তিন, হাতা	كُمَّيْن
অপবিত্র করেনা, নাপাক করেনা	لَا يُجْنِبُ	সঞ্চিত ধন, ভান্ডার	كَنْز
তাকে অপদস্ত করবে না	لا يَخْذُلُهُ	গনক, পুরোহিত	كُهَّان
সে উভয় কে খুলবে না	لَا يَخْلَعْهُمَا	যাতে, যেন	كَيْ
তিনি বাদ দিতেন না, ছাড়েন নি	لَا يَدَعُ	**(ل) লাম**	
ফিরিয়ে দেয়া হয়না	لَا يُرَدُّ	আমি পারি না/ সক্ষম নই	لا أَسْتَطِيعُ
সর্বদা থাকবে, লিপ্ত থাকবে	لا يَزَالُ	আমি মালিক নই বা ক্ষমতা রাখি না	لا أَمْلِكُ
সঠিক নয়, উপযুক্ত নয়	لا يَصْلُحُ	তুমি তাকে অনুসরণ করবে না	لا تُتْبِعْهُ
সে তোমার ক্ষতি করবে না	لا يَضُرُّكَ	তুমি তুচ্ছ মনে করবে না	لا تَحْقِرَنَّ
সে তাকে অপবিত্র করবে না	لَا يُنَجِّسُهُ	তোমরা একে অপরকে অবজ্ঞ প্রদর্শন করবে না	لَا تَدَابَرُوا
অপছন্দ করতো না	لا يُنْكِرُ	তোমরা দ্রুত করবে না। তাড়াহড়া করবে না	لا تُسْرِعُوا

Contents

তুমি নিরর্থক বা, বাজে কথা বলেছো	لَغَوْتَ	তোমরা অবহেলা করবেনা	لَا+تَزْدَرُوا
এক লোকমা, এক গ্রাস খাবার	لُقْمَةٌ	তোমরা গালি দিবেনা	لَا+تَسُبُّوا
তোমরা শিখিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও, তালকীন দাও	لَقِّنُوا	গনিমতের মালে খিয়ানত করবেনা	لَا+تَغُلُّوا
সে সাক্ষাৎ করেছে	لَقِيَ	সে গুদামজাত করবেনা	لَا+يَحْتَكِرُ
তারা মিলিত, সাক্ষাতকারী	لَلَاحِقُونَ	সে একাকীভাবে যেন অবস্থান না করে	لَا+يَخْلُوَنَّ
ক্রয়-বিক্রয়	لِلْبَيْعِ	তা পূর্ণ করে, সত্যে পরিণত করে	لَأَبَرَّهُ
বাগানের, দেয়ালের	لِلْحِيطَانِ	প্রবৃত্তির ব্যাপারে/অঙ্গের ব্যাপারে	لِإِرْبِهِ
দু'জন লিআনকারীকে	لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ	অবশ্য আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ	لَأَشْبَهُكُمْ
প্রতিনিধি দলকে	لِلْوَفْدِ	দুটি অভিশাপ	لَاعِنَيْنِ
ফিকে হলুদ বর্ণ হয়নি	لم تَصْفَرَّ	আমি খোলার জন্য	لِأَنْزِعَ
আমরা তাকে ফেরত দিতাম না	لم نَرُدَّهُ	পরিধান করা	لُبْس
তিনি আমাদের নির্দেশ দিতেন না	لم يَأْمُرْنَا	যেন উজার করে দেয়ার জন্য, অধিকারে নেয়ার জন্য	لِتَكْفَأَ
যতক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত না হয়	لم يَحْضُرْ	যে দুইজনকে, যে দুইটিকে, যে দু'জনের (স্ত্রী)	اللَّتَيْنِ
এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে ঘুরে যেতেন না	لَمْ يَسْتَدِرْ	তার প্রতিবেশী	لِجَارِهِ
তিনি উপড়ে উঠাতেন না	لم يُشْخِصْ	কবর, গোর	لَحْد
অস্তমিত হয়নি	لم يَغِبْ	গোশ্‌ত	لَحْم
নিয়্যত করল না	لَمْ+يُبَيِّت	বন্ধন, সম্পর্ক, গোশতের টুকরো	لُحْمَةٌ
সে বিনিময় প্রাপ্ত হয়নি	لَمْ+يُثَبْ	গোশত	لُحُوم
সে সুবাস লাভ করতে পারবেনা	لَمْ+يَرِحْ	আমি তোমাদের বৃদ্ধি করতাম	لَزِدْتُكُمْ
তিনি রমল করেন নি	لَمْ+يَرْمُلْ	ক্ষতি, কষ্ট, অসুবিধার কারণে	لِضُرٍّ
ঘোষণাকারীর জন্য	لِمُنْشِدٍ	(সওয়ারীর) লালা	لُعَابُهَا
একাকী (ব্যক্তির)	لِمُنْفَرِدٍ	অভিশম্পাতকারী, শপথ সহকারে সাক্ষ্য প্রদান, শপথ সহকারে ব্যভিচারের অপবাদ	لَعَّان
কক্ষনো আমি সাহায্য চাইব না	لن أَسْتَعِينَ	তার ঋণগ্রস্ত, ঋণি, পাওনাদারদেরকে	لِغُرَمَائِهِ
অবশ্য ওয়াজিব হয়ে যেত	لَوَجَبَتْ	নিরর্থক, অর্থহীন, বাজে কথা	لَغْو

Contents

ইচ্ছাকৃত ভাবে	مُتَعَمِّدًا	ঐগুলোর চেয়ে ওজনে ভারী হবে/ বেশি হবে	لَوَزَنَتْهُنَّ
দুজন লিআনকারী	مُتَلَاعِنَيْن	অনুসরণ করার জন্য	لِيُؤْتَمَّ
কামনাকারী আকাংক্ষী	مُتَمَنِّيًا	এবং (তিন) রাত	لَيَالِيَهُنَّ
অযুকারী বা যার অযু আছে	مُتَوَضِّئٌ	সে যেন বেছে নেয়	لِيَتَخَيَّرْ
মৃত, ওফাত প্রাপ্ত, পরলোকগত	مُتَوَفِّي	সে অবশ্যই শেষ করবে/মহর মারবে	لَيَخْتِمَنَّ
ভরকারী, ভর করে	مُتَوَكِّئًا	সে যেন ধরে রাখে	لِيُمْسِكْ
ফল-ফলাদি	مُثْمِرَةَ	সে অবশ্যই অবশ্যই বিরত রাখবে	لَيَنْتَهِيَنَّ
ক্ষুধা, অনাহার, উপবাস, ক্ষুধা নিবারণ	مَجَاعَة	**(م) মীম**	
কুষ্ঠরোগ গ্রস্থ	مَجْذُومَةً	পুণ্যলাভের আশাকারী	مُؤْتَجِرًا
এবং জন্তু যবেহ করার স্থান	مَجْزَرَة	পিছনে	مُؤَخَّر
চাবুক মারা হয়েছে এমন পুরুষ	مَجْلُود	পশ্চাৎগতি	مُؤَخِّر
ঢাল	مِجَنٌّ	লুঙ্গি, তহবন্দ	مِئْزَرُهُ
উন্মাদিনী, বিকৃত মস্তিষ্ক, পাগলিনী	مَجْنُونَةٌ	খরচাদি, পরিচায়ক	مَئُنَّةٌ
ওজন করা গমের বিনিময়ে যমির কোন শস্য বিক্রয় করা	مُحَاقَلَة	পানি প্রবাহের স্থান, অববাহিকা	مَاذِيَانَات
বালেগ, প্রাপ্তবয়স্ক	مُحْتَلِمٌ	গৃহপালিত জন্তু, পশু	مَاشِيَة
উজ্জ্বল পা-বিশিষ্ট	مُحَجَّلِينَ	বরকতময়, কল্যাণময়, মঙ্গলময়	مُبَارَكَات
যাকে শিঙ্গা লাগানো হয়	مَحْجُوم	স্বীকৃত, গৃহীত, উৎকৃষ্ট	مَبْرُور
নতুন ব্যাপার (বিদ'আত)	مُحْدَثٌ	ক্রেতা-বিক্রেতা	مُتَبَايِعَان
বিবাহিত	مُحْصَنٌ	অতি উদার হয়ে	مُتَبَذِّلًا
যার থানে দুধ বন্ধ রাখা হয়েছে	مَحَفَّلَةٌ	এক নাগারে, ধারাবাহিকভাবে, বিরতিহীন	مُتَتَابِعَيْنِ
রক্ষিত, সংরক্ষিত, সঠিক, সুরক্ষিত	مَحْفُوظ	ব্যাকুল-বিনয় অন্তকরণে	مُتَخَشِّعًا
তারা চুল মুণ্ডনকারী	مُحَلِّقِين	চার জানু হয়ে বসা	مُتَرَبِّعًا
(যার জন্য) হালাল করা হয়	مُحَلَّل	পুরুষের সাজে যারা সজ্জিত	مُتَرَجِّلَات
স্ত্রীকে হালালকারী	مُحَلِّل	ধীর পদক্ষেপে	مُتَرَسِّلًا
একজনের নাম	مَحَيِّصَةُ	মিনতি, অনুনয় করে	مُتَضَرِّعًا
জমির অনির্দিষ্ট কিছু অংশ ভাড়া দেওয়া	مُخَابَرَة	সম্পৃক্ত, ঝুলে আছে	مُتَعَلِّقٌ

যে নারী উল্কী অঙ্কন করায়	مُسْتَوْشِمَة	ব্যবহারোপযোগী হয়নি এমন কাঁচা ফল বিক্রয় করা	مُخَاضَرَة
যে রমনী চুল সংযোগ করায়	مُسْتَوْصِلَة	কোমরে হাত স্থাপনকারী	مُخْتَصِرًا
খুশী, আনন্দিত, প্রফুল্ল	مَسْرُورًا	লুণ্ঠনকারী	مُخْتَلِسٌ
আমি স্পর্শ করেছি	مَسَسْتُ	সীলমহল কৃত	مَخْتُوم
দুটি বাঁট, হাতল, বালা	مِسْكَتَانِ	বড় নখ বিশিষ্ট	مِخْلَبٌ
বসতিপূর্ন, অধিবাসিতে পূর্ন	مَسْكُونَةٌ	মেয়েলি সাজে যারা সজ্জিত	مُخَنَّثِين
যাকে নাম দেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট	مُسَمًّى	মুদরাজা (কোন রাবীর নিজস্ব বক্তব্য-হাদীসের অংশ নয়)	مُدْرَجَةٌ
দুই বছরের গরু	مُسِنَّةٌ	মযী, যৌন উত্তেজনাকালে বীর্যপাতের পূর্বে নিঃসৃত অপেক্ষাকৃত তরল পানি	مَذْيٌ
ভ্রমণ, সফর যাত্রা, দূরত্ব	مَسِيرَةٌ	মানুষ, লোক, ব্যক্তি, পুরুষ	مَرْء
বর্শা, লোহার ফলা	مَشَاقِصَ	আপনার সাহচর্য্য	مُرَافَقَتَكَ
অস্পষ্ট, সন্দেহমূলক বস্তু	مُشْتَبِهَاتٌ	ঘুষ গ্রহীতা	مُرْتَشِي
কঠোরতা আরোপ করা	مَشْقُوقٌ	হাঁড়ি, ডেক, কড়াই	مِرْجَل
আমি চলে ছিলাম	مَشَيْتُ	স্তন্যদানকারিণী, ধাত্রী	مُرْضِعَة
তার চলা	مِشْيَتُهُ	তার দুই কুনই	مِرْفَقَيْه
রং করা হয়েছে এমন, রঙিন	مَصْبُوغًا	পশুর (পায়ের) দু'টি খুর	مِرْمَاتَيْنِ
এক চোষন, চুমুক	مَصَّةٌ	তুমি তাকে আদেশ কর, নির্দেশদাও	مُرْهُ
মাদী জন্তুর পেটের বাচ্চা	مَضَامِين	বন্ধক হিসাবে রক্ষিত	مَرْهُونًا
সে অতিবাহিত হয়েছে, চলে গিয়েছে	مَضَتِ	অসুস্থ, রুগ্ন ব্যক্তি	مَرِيضٌ
ডান কাঁধ খালি রেখে বাম কাঁধ ঢেকে চাদর পড়াকে ইযতিবা বলে	مُضْطَبِعًا	গাছে লাগানো ফলকে শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করা	مُزَابَنَة
শয়নকারী, শায়িত	مُضْطَجِعًا	অবর্জনা নিক্ষেপ করার স্থানে	مَزْبَلَة
গোমরাহকারী, বিভ্রান্তকারী, ভ্রষ্টতা	مُضِلٌّ	টুকরা, অল্প পরিমাণ	مُزْعَةٌ
তিনি কুলি করলেন	مَضْمَضَ	সান্ধ্যকালীন তোমাদের প্রতি (আক্রমণ)	مَسَّاكُمْ
জিম্মাযুক্ত, দায়িত্বযুক্ত	مَضْمُونَةٌ	প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে এমন	مُسْتَحْلَف
বৃষ্টি, বারি ধারা	مَطَرٌ	প্রসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে	مُسْتَطِيلاً
দিতে গড়িমসি করা	مَطْلٌ	শ্রবণকারিণী	مُسْتَمِعَة

হারিয়ে গিয়েছে এমন	مَفْقُود	তালাক প্রাপ্ত	مُطَلَّقَة
কবরস্থান, গোরস্থান	مَقَابِر	অত্যাচার, জুলুম, উৎপীড়ন, অবিচার	مَظْلِمَة
তাদের যুদ্ধরতদের	مُقَاتِلَتُهُمْ	খণিজ পদার্থ, খনিজ সম্পদ	مَعَادِن
কবরস্থান, গোরস্থান	مَقْبَرَة	আমার গন্তব্য (পরকাল), আমার পুনরুত্থান	مَعَادِي
যিনি অগ্রগতিতে সাহায্যকারী, যিনি তরান্বিতকারী, আল্লাহ	مُقَدِّم	আমার জীবিকা	مَعَاشِي
সামনে	مُقَدَّمُ	শব্দটি বহুবচন। যার অর্থ বাধার স্থানসমূহ	مَعَاطِن
তার চুল কতর্নকারী	مُقَصِّرِين	মু'আফির (ইয়ামানে তৈরি কাপড়)	مُعَافِرَ
তার নিতম্বে (গুহ্য দ্বারে)	مَقْعَدَتُهُ	ইতিকাফকারী	مُعْتَكِف
গরিব, দরিদ্র, যিনি সামান্য সম্পদের মালিক	مُقِلّ	পরিহারকারী, ভিন্নমত পোষণকারী	مُعْرِضِينَ
নিদিষ্ট অংক পরিশোধের ভিত্তিতে মুক্তি লাভের চুক্তিতে আবদ্ধ দাস	مُكَاتَب	অভাবগ্রস্থ, অভাবি ব্যক্তি	مُعْسِر
আধিক্যের (কারণে গর্ব করা)	مُكَاثِرٌ	হলুদ রঙের কাপড়	مُعَصْفَر
দুটি সমান, সমমান	مُكَافِئَتَانِ	দুই খানা হলুদ রঙের কাপড়	مُعَصْفَرَيْنِ
ফরয সালাত	مَكْتُوبَة	অপরাধ, অন্যায় অবধ্যতা, পাপ, গুনাহ	مَعْصِيَةٌ
সেলাই করা	مَكْفُوفَةٌ	দাতা, দানকারী	مُعْطِي
(শস্যের) মাপ, পরিমাপ	مَكِيلُهَا	ঝুলানো (আবদ্ধ) থাকে	مُعَلَّقَةٌ
নরের পিঠের বীর্য	مَلَاقِيح	পবিত্র কুরআনের “আন-নাস ও আল-ফালাক” সূরাদ্বয়	مُعَوِّذَتَيْن
বিক্রয়ের কাপড় না দেখেই হাত দিয়ে ছুঁয়ে বিক্রয় পাকা করা	مُلَامَسَة	গনিমতের মাল, যুদ্ধ লব্ধ মাল	مَغَانِم
লবণ	مِلْحٌ	শিরস্ত্রান, হেলমেট	مِغْفَر
অভিসম্পাত প্রাপ্ত, অভিশাপ গ্রস্ত	مَلْعُونٌ	কঠোর, কঠিন	مُغَلَّظٌ
দাস, ক্রীত-দাস, গোলাম	مَمْلُوكٌ	তার অনুপস্থিতি (সফরে)	مَغِيبُهُ
পন্যসামগ্রী যেমন কাপড়কে ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপরের উপর নিক্ষেপ দ্বারা বিক্রয় পাকা করা	مُنَابَذَة	বিছানো, মাটিতে বাহু স্থাপনকারী	مُفْتَرِشٌ
ছিনতাইকারী	مُنْتَهِبٌ	ইফতারকারী, রোযা ভঙ্গকারী, সওম পালনকারী নয়	مُفْطِرٌ

আমরা ছায়া গ্রহণ করব	نَسْتَظِلُّ	প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ, পাথর নিক্ষেপ করার যন্ত্র	مَنْجَنِيق
আমরা তার কাছে সাহায্য চাই	نَسْتَعِينُهُ	রুমাল	مِنْدِيل
ক্ষমা প্রার্থনা করি	نَسْتَغْفِرُهُ	যে আঘাতে কোন হাড় স্থানচ্যুত হয়	مُنَقِّلَة
আমরা ইস্তেঞ্জা করি	نَسْتَنْجِي	তার দু' কাঁধ	مَنْكِبَيْهِ
আধা (উকিয়া)	نَشٌّ	জায়গাগুলো (অঙ্গগুলো)	مَوَاضِع
তিনি খাড়া করেছেন	نَصَبَ	সালাতের সময়সমূহ	مَوَاقِيت
খাড়াভাবে	نَصْبٌ	যে আঘাতে হাড় দৃশ্যমান হয়ে উঠে	مُوضِحَة
তার অর্ধেক	نِصْفُهُ	অবস্থান স্থল	مَوْقِف
তীর	نَصْلٌ	তার ডান দিক	مَيَامِنِه
সেচ দেয়া, কূপ	نَضْح	ত্যাজ্য সম্পত্তি, মিরাস	مِيرَاث
আমরা গণনা বা গণ্য করি, প্রস্তুত করা	نَعُدُّهُ	**(ن) নূন**	
আমরা আযল করবো	نَعْزِلُ	উচ্চৈঃস্বরে বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দনকারিণী	نَائِحَة
দুই জুতা	نَعْلَيْن	তার উষ্ট্রী	نَاقَتِه
তার দুই জুতা	نَعْلَيْهِ	তিনি পেলেন	نَالَتْ
নেফাসগ্রস্থ নারী (যে নারীর প্রসবোত্তর রজস্রাব হয়)	نُفَسَاء	তিনি ঘুমায়েছেন	نَامَ
নিফাস হয়েছে	نُفِسَتْ	তার তীর, বান	نَبْلُهُ
তিনি আমার উপকার করেছেন	نَفَعَنِي	আমরা ব্যবহার করি/অনুসরণ করি	نَتَّبِعُ
খরচ, ভরণ পোষণের ব্যয়, খরচ, ব্যয়	نَفَقَة	আমরা দুপুরের খানা খেতাম	نَتَغَدَّى
আমাকে নগদ দিলেন	نَقَدَنِي	কুরবানী, নহর: বিশেষ নিয়মে উট জবাই	نَحْر
আমরা দুপুরে ঘুমাতাম	نَقِيلُ	মুকাবেলা, দিকে	نَحْرٌ
তিনি বিবাহ করেছেন	نَكَحَتْ	মৌমাছি	نَحْلَةٌ
পিপিলিকা	نَمْلَة	মত, দিকে, প্রতি	نَحْوٌ
আমরা ফিরে যেতাম	نَنْصَرِفُ	খেজুর গাছ	نَخْلٌ
আমাকে নিষেধ করা হয়েছে	نُهِيتُ	আযান, ডাক, আহবান	نِدَاء
বিচি, আটি	نَوَاةٌ	অনুশোচনা, পরিতাপ, অনুতাপ	نَدَامَةٌ
নফল (সালাত)	نَوَافِل	আমরা আরোগ্য কামনা করবো	نَسْتَشْفِي

Contents

উচ্চৈঃস্বরে বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন	نيح

(ه) হা

আন, নিয়ে আসো, এনে দাও	هَاتِ
হেদায়েতকারী, পথ প্রদর্শক, দিশারী	هَادِيُ
পলায়নকারী, পলাতক	هَارِبُهَا
হুদহুদ পাখি	هُدْهُد
তাদের ঠাট্টা, তামাশা, কৌতুক, রতসিকতা	هَزْلُهُنَّ
ভেঙ্গে ফেলা, মোচড় দেওয়া, নিচু করতেন	هَصَرَ
আমি ইচ্ছা করেছি, সংকল্প করেছি	هَمَمْتُ
মুহূর্ত, ক্ষণিক, কিছুক্ষণ	هُنَيَّةً

(و) ওয়াও

আমরা মুখোমুখী হলাম	وَازَيْنَا
প্রশস্ত, বড়	وَاسِعًا
উল্কী অঙ্কণকারী নারী	واشِمَةٌ
যে নারী চুল বড় করার জন্য পরচুলা সংযোগ করে	وَاصِلَة
তুমি সকালে যাও	وَاغْدُ
দিকে, সম্মুখে	وِجَاهَ
চেহারা	وَجْه
আমি মুখ ফিরিয়েছি	وَجَّهْتُ
হলুদ বর্ণের সুগন্ধি	وَرْس
মধ্যবর্তী, উদ্দেশ্য হলো আসরের সালাত	وُسْطَى
প্রশস্ত কর, সম্প্রসারিত কর	وَسِّعْ
বিরতিহীন (রোযা রাখা)	وِصَال
তিনি (খুলে) রাখতেন	وَضَعَ
সে সন্তান প্রসব করেছে	وَضَعَتْ
পদদলিত করা বা, মাড়ানো	وَطِئَ
তিনি তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন	وَعَظَهُ
গাম্ভীর্য, স্থিরতা, মর্যদা	وَقَارٌ
তিনি সময় নির্দিষ্ট/নির্ধারণ করেছেন	وَقَّتَ
বাঁধন	وِكَاءُ
দাসত্ব মুক্তিসূত্রে উত্তরাধিকার	وَلَاء
আমি জন্ম গ্রহণ করেছি	وُلِدْتُ
(কুকুর) চাটা	وَلَغَ
সে যেন ভিত্তি করে	وَلْيَبْنِ
এবং তারা দু'জনে যেন অঞ্জলি অঞ্জলি করে পানি উঠিয়ে গোসল করে	وَلْيَغْتَرِفَا
সে যেন কেটে নেয়	وَلْيَقْطَعْهُمَا
ওয়ালিমা, ভোজসভা	وَلِيمَة
হেবা করা হয়েছে, দান করা হয়েছে	وُهِبَتْ

(ي) ইয়া

তারা ভাড়া দিবে	يُؤَاجِرُونَ
তাদের নিকট আমানত রাখা হবে	يُؤْتَمَنُوْنَ
তিনি ইমামতি করতেন	يَؤُمُّ
তিনি আমার সাথে (সঙ্গম ছাড়া) প্রেমালিঙ্গন (জড়াজড়ি) করতেন	يُبَاشِرُنِي
তিনি রাত্রি যাপন করেন	يَبِيتُ
তারা রাত্রি যাপন করেছে, রাত্রে আক্রমণ করে	يُبَيِّتُونَ
(চাকচিক্য নিয়ে) গর্ব করে	يَتَبَاهَى
সে অনুসন্ধান করবে, প্রয়াস চালাবে	يَتَحَرَّى
গ্রহণ করবে তাকে	يَتَّخِذَهَا

Contents

স্থায়ী করা, সব সময় পাঠ করা	يُدِيمُ	সে পায়খানা করে	يَتَخَلَّى
পথর মেরে হত্যা করা হবে	يُرْجَمُ	পরস্পরে প্রত্যাবর্তন করবে বা মিল করবে	يَتَرَاجَعَانِ
এবং (পানি) ছিটানো হতো	يُرَشُّ	তিনি সাদাক্বাহ্ দিবে	يَتَصَدَّقُ
সে চরাবে	يَرْعَى	তিনি নফল সালাত আদায় করবেন।	يَتَطَوَّعُ
তারা (কঙ্কর) নিক্ষেপ করবে	يَرْمُونَ	সে বমি করছে	يَتَقَيَّأُ
তিনি বৃদ্ধি করতেন	يَزِيدُ	ঝরে পড়ছে	يَتَنَاثَرُ
তার বাম	يَسَارُهُ	সে ঢক্ ঢক্ করে ভরবে	يُجَرْجِرُ
সে গালাগালি করবে	يَسُبُّ	তারা টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে (মৃত ছাগল)	يَجُرُّونَهَا
তিনি প্রার্থনা গ্রহণ করবেন, সাড়া দিবেন	يَسْتَجِيبُ	তোমার জন্য যথেষ্ট হবে	يُجْزِئُكَ
তিনি পছন্দ করতেন	يَسْتَحِبُّ	আমার জন্য যথেষ্ট	يُجْزِئُنِي
তারা পছন্দ করত	يَسْتَحِبُّونَ	চুন কাম করা, প্লাষ্টার করা	يُجَصَّصُ
তারা হালাল বা, বৈধ মনে করবে	يَسْتَحِلُّونَ	সে নাপাকি বা অপবিত্র হয়	يُجْنِبُ
তার তত্ত্বাবধান করবে, তাকে কর্তৃত্ব অর্পণ করে	يَسْتَرْعِيهِ	আশ্রয় দিবে	يُجِيرُ
তিনি আমাকে আড়াল করে রেখেছেন	يَسْتُرُنِي	তিনি বরাবর হতেন বা, সমন্তরাল	يُحَاذِي
তিনি আরম্ভ করতেন	يَسْتَفْتِحُ	হারাম করে দেয়	يُحَرِّمُ
কেসাস কার্যকর করতে চাওয়া হচ্ছে	يُسْتَقَادُ	সে (দুধ) দোহন করবে	يَحْلُبُهَا
সে জাগ্রত হবে, সজাগ হবে	يَسْتَيْقِظُ	সে তাকে জমা বা, একত্রিত করবে	يَحُوزُهَا
তাকে আনন্দ দেয়	يَسُرُّهُ	সে ভয় করে, আশঙ্কা করে	يَخَافُ
তারা নিরবে পড়তেন	يُسِرُّونَ	সে মিলেমিশে চলে	يُخَالِطُ
বাম	يُسْرَى	শেষ করতেন	يَخْتِمُ
প্রচেষ্টা চালাবে, চেষ্টা করবে, বহন করে	يَسْعَى	সে প্রতারিত হয়ে থাকে	يُخْدَعُ
ছিনিয়ে নেওয়া হবে, নষ্ট হবে	يُسْلَبُ	তিনি খুত্বা দিতেন	يَخْطُبُ
সমতল বা নরম জায়গায় যেতেন	يُسْهِلُ	তারা খিয়ানত/বিশ্বাস ঘাতকতা করবে	يَخُونُونَ
তিনি তাকে (পশু) ছেড়ে দিবেন	يُسَيِّبُهُ	সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়/ধারণা দেয়া হয়	يُخَيَّلُ
পুষ্ট হবে, শক্ত হবে	يَشْتَدُّ	সে তাকে প্রতিরোধ করে	يُدَافِعُهُ
তারা শর্ত করবে	يَشْتَرِطُونَ	তিনি পরিষ্কার করলেন বা, ঘষলেন	يَدْلُكُ
সে মিলিত হবে, উপভোগ করবে	يُفْضِي	তাদের কে ব্যস্ত বা শোকাভিভুত করছে	يَشْغَلُهُمْ

তিনি তাকে দ্বীনি জ্ঞান দান করবেন	يُفَقِّهْهُ	তার কাছে পৌছেছে	يُصِبْهُ
সে চেতনা ফিরে পাবে	يَفِيقُ	শূলে চড়ানো হবে	يُصْلَبُ
তিনি চুম্বন দিতেন	يُقَبِّلُ	পৌছে, লেগে যায়	يُصِيبُ
সে তোমাকে চুম্বন করবে	يُقَبِّلُكَ	রেখে দেয়া	يَضَعُ
অনুসরণ, অনুকরণ করতে লাগলেন	يَقْتَدِي	তিনি আমাকে তালাশ করবেন	يَطْلُبُنِي
সে কেটে দিবে বা, নষ্ট করে দিবে	يَقْطَعُ	সে দীর্ঘ বা লম্বা করবে	يُطِيلُ
তারা দুইজন উপবিষ্ট থাকবে	يَقْعُدَانِ	তিনি তাদের কে ছায়া দিবেন	يُظِلُّهُمْ
তারা কুনূত পড়তেন	يَقْنُتُونَ	সে পৃথক থাকবে	يَعْتَزِلُ
তিনি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) দিতেন	يُكَبِّرُ	তাকে আযাব বা শাস্তি দেওয়া হয়	يُعَذَّبُ
সে তাকে পরিমাপ করবে	يَكْتَالُهُ	আরয করে, অভিযোগ করে, ইঙ্গিত করে	يُعَرِّضُ
তিনি অপছন্দ করেন	يَكْرَهُ	তিনি সম্মানিত হন	يَعِزُّ
দূর হওয়া, খুলে দেয়া হয়	يُكْشَفَ	সে গোসল করবে	يَغْتَسِلُ
তোমার (স্ত্রী) যথেষ্ট হবে	يَكْفِيكِ	সকালে যেতেন না	يَغْدُوا
তিনি পরিধান করতেন	يَلْبَسُهَا	জরিমানা করা হয়	يُغْرَمُ
তারা খেলা-ধূলা করছে	يَلْعَبُونَ	সে ঢেকে ফেলে	يُغَطِّي
সে তাকে চাটবে	يَلْعَقُهَا	তিনি আমাদের বৃষ্টি দেন	يُغِيثُنَا
তার পিছনে, নিচে, কাছে	يَلِيهِ	তারা গীলাহ করে, (অর্থাৎ সন্তানকে দুধ খাওয়ানো অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা, আবার কেউ বলেছেন, গর্ভবতী স্ত্রী সন্তানকে দুধ খাওয়াচ্ছে এমন অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা)	يُغِيلُونَ
সে বিরত থাকবে	يُمْسِكُ	তারা শুরু করতো বা, আরম্ভ করতো	يَفْتَتِحُونَ
তারা চলতো	يَمْشُونَ	ছড়িয়ে দেয়, বিছিয়ে দেয়	يَفْتَرِشُ
তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন	يَمْقُتُ	সে গর্ব, অহংকার, অহমিক করবে	يَفْخَرُ
ডান	يُمْنَى	তিনি বিছাতেন	يَفْرِشُ
তোমার ডান হাত	يَمِينُكَ	ফরয করা হয়েছে	يُفْرَضُ

তার ডান	يَمِينُهُ
সে গোপনে বা চুপিসারে কথা বলে	يُنَاجِي
তিনি ডাকতেন	يُنَادِيْ
তিনি ঘুমাতেন	يَنَامُ
সে তাকে ছিনিয়ে নিবে	يَنْتَزِعُهُ
সে উপকৃত হবে	يُنْتَفِعُ
তারা মানত, নজর মানবে	يَنْذُرُوْنَ
কবিতা পাঠ করা	يُنْشِدُ
সে প্রচার, প্রকাশ করবে	يَنْشُرُ

সে ফুঁ দেবে	يَنْفُخُ
তিনি ঝাড়তে লাগলেন	يَنْفُضُ
তিনি খরচ করবেন	يُنْفِقُ
তিনি নফল বা অতিরিক্ত মাল দিতেন	يُنَفِّلُ
তাকে অস্বীকার করে	يَنْفِيهُ
সে বিবাহ করবে	يَنْكِحُ
চন্দ্র-সূর্য উভয়ে গ্রহণ লেগেছে	يَنْكَسِفَانِ
তিনি আলোকিত করেন	يُنَوِّرُهَا

Contents

বুলুগুল মারাম গ্রন্থ সম্পাদনায় যে সকল গ্রন্থের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে

(গ্রন্থের নাম, লেখক, প্রকাশক, প্রকাশকাল ইত্যাদি সংযোজনের চেষ্টা করেছি তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেগুলোর যতটুকু পেয়েছি ততটুকুই তুলে ধরেছি।)

গ্রন্থের নাম	লেখক, প্রকাশক, প্রকাশকাল ইত্যাদি
সহীহুল বুখারী	মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী (রহঃ)
সুনান আবূ দাঊদ	সুলাইমান বিন আশয়াস আবূ দাঊদ সিজিস্তানী (রহঃ)
সুনান নাসায়ী	আহমাদ বিন শু'আইব আবূ আব্দুর রহমান আন্ নাসায়ী (রহঃ)
সুনান তিরমিযী	মুহাম্মাদ বিন ঈসা আবূ ঈসা আত্ তিরমিযী (রহঃ)
ইবনু মাজাহ	মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আবূ আব্দুল্লাহ কাযবীনী (রহঃ)
সুনান দারেমী	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আবূ মুহাম্মাদ আদ্দারেমী (রহঃ)
মুওয়াত্তা মালিক	ইমাম মালিক বিন আনাস (রহঃ)
মুসনাদ আহমাদ	আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ)
মুসনাদ ইবনু আবূ শাইবা	আবূ বাকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শাইবাহ (রহঃ)
মা'আলিমুস সুনান	আবূ সুলাইমান আল-খাত্তাবী
সহীহ ইবনু খুযাইমাহ	মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযাইমাহ আবূ বকর আস-সুলামী নীসাপুরী (রহঃ)
ফাতহুল বারী বিশারহি সহীহুল বুখারী	আহমাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ, শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আস কালানী আল মাসরী। প্রসিদ্ধ নাম : ইবনু হাজার আসকালানী। কাযীউল কুযাত। প্রকাশনায় : মাকতাব আস সালাফিয়্যাহ। তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল ১৪০৭ হিজরী।
আত তালখীসুল হাবীর ফী তাখরীজ আহাদীস আর রাফিইল কাবীর	ইবনু হাজার আস কালানী। প্রকাশনায় : মাকতাব নিযার মুসতফা আল বায। প্রথম প্রকাশ ১৪১৭ হিজরী।
নাইলুল আওত্বার শরহে মুনতাকাল আখবার	মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন আবূ আলী আশ শাওক্বানী। দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশনায় : দারুল ফিক্র। প্রকাশকাল ১৪০৩ হিজরী।
ফুতুহাতে রব্বানী আলাল আযকার আন নাবাবী	মুহাম্মাদ বিন উলান আস-সিদ্দীকী, প্রকাশনায় : দারু এহইয়াউত তুরাস আল আরাবী, বৈরুত।
ফাতহু যিল জালালি ওয়াল ইকরাম বি শারহি বুলুগিল মারাম	মুহাম্মাদ বিন স্বালিহ আল উসাইমীন। প্রকাশনায় : আল-মাকতাবা আল ইসলামী, মিসর। ১৪২৭ হিজরী।
আশ শারহুল মুমতি'	মুহাম্মাদ বিন স্বালিহ আল উসাইমীন। প্রকাশনায় : দারু ইবনুল জাউযী, দাম্মাম, সৌদী আরব। প্রথম প্রকাশ ১৪২৩ হিজরী।
সহীহ সুনান আবী দাউদ	মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী। প্রকাশনায় : মাকতাব আত তারবিয়্যাহ আল আরাবী লি দাওলাতিল খালীজ। প্রথম প্রকাশ ১৪০৯ হিজরী।
ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীস মানারুস সাবীল	মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী। প্রকাশনায় : আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত। প্রথম প্রকাশ ১৩৯৯ হিজরী।
যঈফ সুনান আবূ দাউদ	মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী। প্রকাশনায় : আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত। প্রথম প্রকাশ ১৪১২ হিজরী।
সহীহ সুনান আন নাসায়ী	মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী। প্রকাশনায় : মাকতাব আত তারবিয়্যাহ আল আরাবী লি দাওলাতিল খালীজ। প্রথম প্রকাশ ১৪০৯ হিজরী।
সহীহ সুনান আত তিরমিযী	মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী। প্রকাশনায় : মাকতাব আত তারবিয়্যাহ আল আরাবী লি দাওলাতিল খালীজ। প্রথম প্রকাশ ১৪০৮ হিজরী।

যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ	মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী। প্রকাশনায় : আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৮ হিজরী।
সিলসিলা আল আহাদীস আয যঈফা ওয়াল মাওযূআহ ওয়া আসরুহা আস সায়ী ফিল উম্মাহ	মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী। প্রকাশনায় : দারুল মাআরিফ, রিয়ায। প্রথম প্রকাশ, প্রকাশকাল : অনুল্লেখিত।
হিদায়াতুর রুওয়াত ইলা তাখরীজ আহাদীস আল মাসাবীহ ওয়াল মিশকাত ওয়া মাআহু তাখরীজ আল আলবানী	মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী। প্রকাশনায় : দারু ইবনুল কাইয়্যিম, দাম্মাম, সৌদী আরব। প্রথম প্রকাশ ১৪২২ হিজরী।
যঈফ আল জামেউস সগীর ওয়া যিয়াদাহ	মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী। প্রকাশনায় : আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৮ হিজরী।
সহীহুল জামে আস স্বগীর ওয়া যিয়াদাহ	মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী। প্রকাশনায় : আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত। তৃতীয় প্রকাশ : ১৪০৮ হিজরী।
গায়াতুল মারাম	মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী।
মাযমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়েদ	আলী বিন আবী বকর বিন সুলাইমান, নূরুদ্দীন আল হাইসামী। প্রকাশনায়: মুওয়াসসাসাতুল মাআরিফ, ১৪০৬ হিজরী।
আল জামিউস সগীর ফী আহাদীস আল বাশীর আন নাযীর	আবদুর রহমান বিন আবূ বকর বিন মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, আবুল ফযল আস সুয়ূত্বী। প্রকাশনায় : দারু আল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
তানকীহুত তাহকীক ফী আহাদীস আত তা'লীক	মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উসমান বিন কাইমায, শামসুদ্দীন আয যাহাবী, আবূ আবদুল্লাহ। প্রকাশনায় : দারুল ওয়াতান, প্রথম প্রকাশ ১৪২১ হিজরী।
সিয়ারু আলামুন নুবালা	মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উসমান বিন কাইমায, শামসুদ্দীন আয যাহাবী। প্রকাশনায় : মুওয়াসসাসা আর রিসালাহ, বৈরুত। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৪ হিজরী।
মিযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল	মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উসমান বিন কাইমায, শামসুদ্দীন আয যাহাবী। প্রকাশনায় : দারুল মারিফাহ, বৈরুত।
আল মুহাযযিব ফী ইখতিস্বার আস সুনান আল কুবরা	মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উসমান বিন কাইমায, শামসুদ্দীন আয যাহাবী। প্রকাশনায় : দারুল ওয়াত্বান, প্রথম প্রকাশ : ১৪২২ হিজরী।
তাফসীরুল কুরআনুল আযীম (তাফসীর ইবনু কাসীর)	ইসমাঈল বিন উমার বিন কাসীর। ইমাদুদ্দীন। আবুল ফিদা। প্রকাশনায় : দারুশ শুআব, মিসর। প্রথম প্রকাশ।
সুনান আল কুবরা	আহমাদ ইবনুল হুসাইন বিন আলী, আবূ বকর বাইহাকী।
সুনান আস সগীর	আহমাদ ইবনুল হুসাইন বিন আলী, আবূ বকর বাইহাকী। তাফসীরুল কুরআনুল আযীম। প্রকাশনায় : দারুল ওয়াফা, মিসর। প্রথম প্রকাশ ১৪১০ হিজরী।
আল আজয়িব আন নাফিআহ আন আসইলাহ ..... মাসজিদুল জামিআহ	আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী। প্রকাশনায় : আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত। দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪০০ হিজরী।
আল কামিল ফী যুআফায়ির রিজাল	আবদুল্লাহ বিন আদী বিন আবদুল্লাহ। আবূ আহমাদ আল জুরজানী। প্রকাশনায় : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ। প্রথম প্রকাশ ১৪১৮ হিজরী।
ফাতহুল গাফফার আল জামে, লি আহকামিস সুন্নাহ নাবিয়্যিনাল মুখতার	আল হাসান বিন আহমাদ বিন ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আর রুবাঈ। প্রকাশনায় : দারু ইলমিল ফাওয়ায়িদ। প্রথম প্রকাশ ১৪২৭ হিজরী।
শারহ মাআনী আল আসার	আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সালামাহ, আবূ জাফর আত ত্বহাবী। প্রকাশনায় : আনওয়ার মুহাম্মাদী প্রেস, মিসর। সন, তারিখ বিহীন।
সুনান দারাকুতনী	আলী বিন আমর বিন আহমদ, আবুল হাসান আদ দারাকুত্বনী। প্রকাশনায় : দারুল মা'রিফাহ, প্রথম প্রকাশ ১৪২২ হিজরী।

Contents

যাখীরাতুল হুফফায আল মাখরাজ আলাল হুরূফ ওয়াল আলফায। আযযাখীরাহ ফিল আহাদীস আয যঈফাহ ওয়াল মাওযূআহ	মুহাম্মাদ বিন ত্বাহির বিন আলী, আবুল ফযল আল মুকসিদী আল হাফিয। প্রকাশনায় : দারুস সালাফ। প্রথম প্রকাশ ১৪১৬ হিজরী।
তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি সুনান আত তিরমিযী।	মুহাম্মাদ আবদুর রহমান বিন আবদুর রহীম আল মুবারকপুরী। প্রকাশনায় : দারুল হাদীস। প্রথম প্রকাশ ১৪২১ হিজরী।
হাশিয়া ইবনি বায আলা বুলূগিল মারাম	আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান। প্রসিদ্ধ নাম : ইবনু বায। প্রকাশনায় : দারুল ইমতিয়ায, রিয়াদ, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪২৫ হিজরী।
ফাতাওয়া নূরুন আলাদ যরবি	আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান। প্রসিদ্ধ নাম : ইবনু বায। প্রকাশনায় : আর রিয়াসাতুল আম্মাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ ১৪২৯ হিজরী।
আল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম আল ওয়াকিঈন ফী কিতাবিল আহকাম	আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক, আবুল হাসান। প্রসিদ্ধ নাম : ইবনুল কাত্তান। প্রকাশনায় : দারু ত্বয়্যিবাহ,রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ ১৪১৮ হিজরী।
খুলাসাতুল আহকাম ফী মুহিম্মাতিস সুনান ওয়া কাওয়ায়িদুল ইসলাম	ইয়াহইয়া বিন শরাফ বিন মুররী, মুহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়্যা আন নাবাবী। ইবনুল আত্তার বলেন, প্রকাশনায় : মুয়াসসাসাহ আর রিয়াসাহ, বৈরুত। প্রথম প্রকাশ ১৪১৮ হিজরী।
আল মাজমূ শারহুল মুহাযযিব	ইয়াহইয়া বিন শরাফ বিন মুররী, মুহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়্যা আন নাবাবী। প্রকাশনায় : দারুল ফিকর। মুদ্রণকাল নেই।
আল আযকারুল মুনতাখাবাহ মিন কালামি সাইয়্যিদিল আবরার	ইয়াহইয়া বিন শরাফ বিন মুররী, মুহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়্যা আন নাবাবী। প্রকাশনায় : মাকতবা আল মুওয়াইয়িদ। প্রথম প্রকাশ ১৪০৮ হিজরী।
আউনুল মা'বূদ শারহি সুনানি আবী দাউদ	আবূত ত্বয়্যিব মুহাম্মাদ শামসুল হক বিন আমির আলী আদদিওয়ানবী আল আযীমাবাদী। প্রকাশনায় : দারু এহইয়াউত তুরাস আল আরাবী, বৈরুত। দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪২১ হিজরী।
যাদুল মাআদ ফী হাদ্‌য়ি খাইরিল ইবাদ	মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর ইবনুল কাইয়্যিম। প্রকাশক: মুআসসাসাহ আর রিসালাহ। তৃতীয় প্রকাশ। ১৪২৩ হিজরী।
সহীহ মুসলিম	মুসলিম ইবনুল হুজ্জাজ বিন মুসলিম, আবুল হাসান আল কুশাইরী, আন-নীসাপুরী।
নাসবুর রায়াহ লি আহাদীসিল হিদায়া	আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ আয যইলঈ। প্রকাশক: দারুল হাদীস, প্রকাশকাল ও সময়: অনুল্লেখিত।
তাখরীজ আল হাদীস ওয়াল আসার আল ওয়াকিয়া ফী তাফসীরুল কাশশাফ	আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ আয যইলঈ (রহ.)। প্রকাশক: দারু ইবনু খুযাইমা, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৪ হিজরী।
মুসনাদ আল বাযযার	আবূ বকর আহমদ বিন আমর বিন আবদুল খালিক আল বাযযার। প্রকাশক: মুআসসাসা উলুমুল কুরআন, প্রকাশকাল ১৪০৯ হিজরী। বৈরুত/ মদীনা।
মুআল্লাফাত আশ শাইখুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব	প্রকাশক : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ আল ইসলামিয়্যা বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ।
আততারগীব ওয়াত তারহীব	যাকিউদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আল মুনযিরী। প্রকাশক : দারুল ফজর লিত তুরাস, কায়রো, প্রথম প্রকাশ, ১৪২১ হিজরী।
হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া	আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ, আবূ নাঈম আল আসবাহানী। প্রকাশনায়: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪২৩ হিজরী।
আল-কামিল ফী যুআফাইর রিজাল	আবদুল্লাহ বিন আদী বিন আবদুল্লাহ, আবূ আহমাদ আল জুরজানী, প্রকাশনায়: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ ১৪১৮ হিজরী

যাখীরাতুল হুফ্ফায আল-মুসতাখরাজ আলাল হুরূফ ওয়াল আলফায	মুহাম্মাদ বিন ত্বাহির বিন আলী, আবুল ফযল আল- মাকদিসী আল হাফিয, আল কীসরানী আশশাইবানী নামে প্রসিদ্ধ। প্রকাশনায়: দারুস সালাফ, প্রথম প্রকাশ ১৪১৬ হিজরী।
আয-যাখীরাতুল আহাদীসিয যায়ীফাহ ওয়াল মাওযূআহ	মুহাম্মাদ বিন ত্বাহির বিন আলী, আবুল ফযল আল মাকদিসী আল হাফিয, আল কীসরানী আশশাইবানী নামে প্রসিদ্ধ। প্রকাশনায়: দারুস সালাফ, প্রথম প্রকাশ ১৪১৬ হিজরী।
আল-মুগনী আন হামলিল আসফার ফী তাখরীযি মা ফিল আহইয়া মিনাল আখবার	আব্দুর রহীম বিন হুসাইন আল-ইরাকী, প্রকাশনা: দারু সাদির, প্রথম প্রকাশ ২০০০ ঈসায়ী
আল-মুওয়াযযিহ লিআওহামিল জামঈ ওয়াত তাফরীক্ব	আহমাদ বিন আলী বিন সাবিত, প্রসিদ্ধ নাম, খাতীব আল বাগদাদী। প্রকাশনায়: দারুয যিয়া, মিসর। প্রথম প্রকাশ: ১৪২৭ হিজরী।
আন-নাওয়াফিহুল উতরাহ ফীল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ	মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-ইয়ূমনা, প্রকাশনায়: মুওয়াসসাসাতুল কুতুব আস-সাকাফিয়্যাহ, বৈরূত। প্রথম প্রকাশ: ১৪১২।
আল-'ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল	আহমাদ বিন হাম্বাল আবূ আব্দুল্লাহ আশ-শাইবানী
সুনানুল কুবরা	আহমাদ বিন শু'আইব আবূ আব্দুর রহমান আন্-নাসায়ী (রহঃ)
মুসতাদরাক হাকিম	মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আবূ আবদুল্লাহ হাকিম নীসাপুরী (রহঃ)
সুবুলুস সালাম	ইমাম সনআনী
সাইলুল জার্রার	ইমাম শাওকানী
খুলাসা আল বাদরুল মুনীর	ইবনুল মুলকিন
আশ শারহুস সুন্নাহ	ইমাম বাগাবী
ইরশাদুল ফাকীহ	ইবনু কাসীর
আল ইসতিযকার	ইবনু আবদুল বার
মারাসিলে আবী দাউদ	ইমাম আবূ দাউদ

Contents
بلوغ المرام
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود
بن أحمد بن حجر بن أحمد العسقلاني الكناني
الناشر : مطبعة التوحيد للطباعة والنشر
https://www.facebook.com/178945132263517